

OLB, 1A19, 1
157B1.1

015,1A119,1 8070
157 B1.1
Vedavyas
Adhyatma ramayan

21714012

● ● ● ● ●

[illegible]

পুস্তক নং

৩১৫

১৮৮৮

প্রথমখণ্ড



অধ্যাত্মরামায়ণম্।

(মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্।)

আদিকাণ্ডঃ।

মূল ও বঙ্গানুবাদ-সহ শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য-কর্তৃক সংগৃহীত ও
কলিকাতা-বড়বাজার-স্থিতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।



যথোপজীবনো জীমূতো জীবতাং জগতীতনে।



তথা রামায়ণে যুক্তো ভাব্যঃ কোবিদাশ্রয়ঃ।

অধিকাচরণে শ্রীমদ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্কভৌম-কর্তৃক অনুবাদিত।

কলিকাতা।

মোড়াসাঁকো, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, নং ৭, ভ্যোটিংপ্রকাশ মন্ত্রালয়ে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-বাবা মুদ্রিত।

মাঘ, ১২৮৮ সাল।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ একটাকা, নিয়মিত গ্রাহকগণের পক্ষে ১০ আটআনা।

015, LA 19, 1
157 BL, 1

SRI JAGADGURI VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY

Jangamwadi Math, Varanasi
Acc. No. 8070

বিজ্ঞাপন ভূমিকা।

—০০—

সম্প্রতি ত্রিদশালয়বাসী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ভারতের সার পদার্থ ভারতগ্রন্থ অনুবাদরূপ অক্ষর মহাকীর্তিস্তম্ব স্থাপনকরিয়া, সাধারণের মহোপকার সাধন ও যাবতীয় মদ্বিধ আধুনিক গ্রন্থকর্তার অহঙ্কার চূর্ণকরতঃ অপার-পারাবাররূপ ভারতপারোভীর্ণে ভবসাগরকে ভৎসনা করিয়া স্বর্লোকবাস করিতেছেন। অধুনা মাদৃশ আধুনিক অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের গ্রন্থ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা তত্তুল্য হওয়া সুদূরপর্যাহত। এক্ষণে তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎগমন করিতে পারিলেও অস্বাভাবিকতানুবাদ-গ্রন্থ প্রশংসা লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

এইক্ষণে এই ভয়ানক কলিকালে নানা দোষে দূষিত পাপাচরণকারী মানবগণের পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্যাকুলিতচিত্তে ভবসাগর তরণের স্থলভ তরণি অনুসন্ধান করিতেছি।

যাঁহার আরাধনায় শঙ্খচক্রগদাযুধধর মহাত্মা বহুকুলবররত্ন যত্নসহকারে ঐকান্তিকচিত্তে অতি সূক্ষ্ম, অতিস্থূল, অক্ষর, অনির্বচনীয়, অচিস্তনীয়, শাস্ত, অনাদ্যনন্ত, সাকার, নিরাকার, সগুণ, নিগুণ, উভয়োপাসকস্তোপাস্ত্র অর্থাৎ উপাসকানং কার্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনার বিষয়ীভূত, যিনি আত্মতেজঃপ্রভাবে প্রকৃতিপুরুষের স্রষ্টা, যদ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্তৃক্ৰমবান, পুত্র-কামনায় যাঁহার আরাধনায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বদবিক্রান্ত্রে সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়া শাসকে পুত্রলাভে শ্রীমতী জাম্ববতীর কাম্যফল প্রদানে তর্কাত্ত এবং অবিচলিত ভক্তিপ্রভাবে প্রতি

যুগেই যাঁহার আরাধনা করিয়া জগদ্ব্যাপ্ত ও সর্ব-ভূতপ্রিয়তম হইয়াছেন, সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির কি বর্ণনা করিব? যাঁহার বর্ণনে বর্ণাধিষ্ঠাত্রী বর্ণময়ী মাতৃকাদেবী পরাজিতা ভীতা লজ্জিতাপ্রায়ে স্ববর্ণে বিবর্ণ দেখিয়া বর্ণবর্দ্ধিতা-ন্তঃকরণে নানা দেশ বিদেশে নানা জাতিবিজা-তীয় বর্ণস্বক্টে ও তদর্কবাচীনাংকারাদি গুণবর্ণনে সক্ষম না হইয়া অক্ষমই রহিয়াছেন। সেই জগৎ-স্রষ্টা, জগৎপাতা, জগৎসংহর্তা, চরাচরগুরু, দেবদেব মহাদেবের ইচ্ছাকল্পিত অর্কবাচীনরূপ যাহা কৈলাসশিখরে পনস, রসাল, শাল, হিন্তাল, তাল, পারুল, পলাশ, পারিজাতাদি মহীরুহ, ব্যালোল বিস্তারিতা তরুলতাচ্ছন্ন, সুশীতলচ্ছায়া-বলম্বিত, বালার্কশত, বিমলঘনাচ্ছন্নরহিত, নানারত্ন-জড়িত রত্নসিংহাসনোপবিষ্ট, স্বৈকনিষ্ঠ, পার্শ্বানুচর, যমনিয়মাসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধ্যক্টাঙ্গ যোগনিষ্ঠ প্রমথাদি দান-বামর, সিদ্ধচারণগণবেষ্টিত, ধুস্তুরকুহুমহুশোভিত-শ্রুতিযুগল, কুণ্ডল মৌলিমণিধরি কুণ্ডলী কুণ্ডল-ধর, কিবা ত্রিলোচনোজ্জ্বল, জিতবহ্নিবিধুদিনকর, কিবা শৈল্যদলস্রক্-সজ্জিত-বক্ষঃস্থল, গর্জিত-জটাজুটোপরি মণিধরি বিষধরধর, কিবা দ্বিজরাজ-শিশুশোভিতশির, ত্রিশূল ডম্বুর গবলগন্তীর ধনি-ধরকর, কিবা কটিতটবেষ্টিত-কটিসূত্রবিষধরবন্ধন-শর্ম্মচর্ম্ম, কিবা ধ্যানান্তক স্তম্ভজিত শুভ্রকান্তি, লজ্জিতরজতগিরিচ্ছটা, কটিতটাবধিলম্বিতসটা-শোভিত, কিবা নৃশিরঃপানপাত্রধর, গঙ্গাধর, রতিপতিভস্মাবশেষকর, বহ্নিধরললাট, কিবা

পদতলস্থিততুষারভ্রান্তিধবল, জিতজাম্বুনদকন-
কাচ্ছাদিত, ঈষদ্রক্তীক্ষ্মশৃঙ্গায়ুধাগ্রধুরধর রমভ-
কান্তি, ভ্রান্তদিনমণি, গ্রথিতনানামণি, নীলাম্বু-
জাক্ষিতাসনপৃষ্ঠদেশ, ঈদৃশ দেবদেব মহাদেবের
মুখারবিন্দগলিত সুধারসধারা, ন্যায়, সাহিত্য, পাত-
ঞ্জল, মীমাংসা, বৈশেষিক, বেদান্তাদি ষড়-
দর্শনসম্মত জ্ঞানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ,
বৈরাগ্যযোগোপাখ্যান, শ্রীমদীশ্বরী পার্বতী প্রার্থ-
নানুরূপ যাহা যাহা পান করিয়াছিলেন, তদনুবাদ
গৌড়ীয় সাধুভাষায় স্তললিত গদ্যচ্ছন্দে রচনায়
বিষয়ী বিদ্যানুরাগী মহাশয়গণের চিত্তবিনোদন-
বিধায়ে অস্বত্বপূর্বকৃত মনঃসংকল্পিত বিষয়, তাহা
এতাদৃশ ছুরবস্থায় সহজ ব্যাপার নহে। কারণ
মাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞানরত্নরত্নাদিবিহীন বাতুলজনের
মনোরাজ্যহৃদয়ে উদিত হইয়া, হৃদয়েই অন্তঃস্থ হইয়া
থাকে, তদ্বারা কোন কার্যই প্রকাশ পায় না। ঐ
ঘটনা অস্বত্বহৃদয়ে উদয় ও অস্তে নিরস্ত হইছিল।
তৎপরে পুনরুদয়ে হৃদয়মধ্যে স্থান দেওয়া কিবল
মাত্র অবলম্বন মৎসভাসদ অগ্রগণ্য অশেষশাস্ত্র-
পারদর্শী মহোপকারী মহামহোপাধ্যায় ৬৯শ্লিকা-
চরণ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব-
ভৌম মহাশয়ের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত
শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণ, যাহা ব্রহ্মনারদসংবাদে পার্বতী-
শিবসংবাদ, যাহা মূলে শ্রীরামচন্দ্রের বলবুদ্ধি-
বুদ্ধাদি গুণকীর্তন ও নানা রহস্যাদি অসার কথন
সামান্যরূপে বর্ণন ও সাহিত্য বেদান্তাদি ষড়্দর্শন-
সম্মত ভক্তিযোগাদি যোগচতুষ্টয় বিশেষরূপে
বর্ণিত আছে। অধুনা তদনুবাদ ও মূলাতিরিক্ত
স্বকপোলরচিত ভাব ও যাহা স্থানে স্থানে বর্ণিত
হইয়া এই অনুবাদসহ মূলগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ এতাদৃশ
দুরূহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু যে বিষয়ে হস্ত-

ক্ষেপ করিয়াছি, তাহাতে অপারগতারূপ কুপে-
পতিত বা নৈরাশ্যরূপ প্রতিকূল কুবাটিকাধারায়
নিশ্চলান্ন না হই, ইহাই সমস্ত বৃথগণের নিকট ও
সমুদায় সংস্কৃতভাষানুরাগী ভ্রাতৃগণের নিকট
আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত সপ্তকাণ্ড শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণ
গ্রন্থ অতিপ্রাচীন ও বিবিধ-সদুপদেশ-পূর্ণ। ইহা
মনোযোগপূর্বক পাঠ বা শ্রবণ করিলে, নরপতি-
গণের রাজনীতি, প্রজাবর্গের রাজভক্তি, যোগ-
পরায়ণ মুগ্ধ তপস্বিবর্গের তপঃপ্রকরণ, আচার্য্য-
গণের শিষ্যের প্রতি ব্যবহার, শিষ্যগণের গুরু-
ভক্তি ও নারীবৃন্দের পতিপরায়ণতা-প্রভৃতি শিক্ষা
হয়। ইহার সুমধুর-বচন-বিশ্রাম শ্রবণ করিলে,
মুগ্ধ ব্যক্তির অন্তরে সাহস, নিদারুণ-শোক-সন্তপ্ত
ব্যক্তির হৃদয়ের শান্তি ও ঘোরমহাপাতকগ্রস্ত
ব্যক্তির অন্তঃকরণেও সুখ-প্রদারিণী আশার উদ্রেক
হয়। এই সুগভীর অধ্যাত্মরামায়ণ-সমুদ্রে যে নানা-
প্রকার রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি-রূপ
মুক্তাকলাপে পরিপূর্ণ, তাহা আর ভারতবাসীগণের
অবিদিত নাই। অধুনা যবন-কর-নিযুক্ত ভারত-
ভূমি শশাঙ্করেখার ন্যায় প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত
হইতেছে। ইহার বিমলকিরণে গৌড়ীয়সাহিত্য-
সংসার উজ্জ্বল ভাব ধারণকরিয়াছে। অতএব এমন
সময়ে যে সমস্ত মানবমণ্ডলীর সুপল্ল-প্রদর্শক, বিশে-
ষতঃ সমস্ত সাংসারিকগণের প্রধান আশ্রয়াম্পদ
ও ভবিষ্যৎ কবিগণের কল্পতরুরূপ অধ্য-
য়ণ গ্রন্থ মহামূল্য পরিচ্ছদ ধারণকরিয়া
আনন্দে অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষাও অধিকতর
ধনিকরতঃ বঙ্গবাসীগণের কর্ণকুহরে স্থ-
করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি। বঙ্গসা-
প্রধান আশ্রয়াম্পদ মহামান্য শ্রীযুক্ত কা-

সিংহ মহোদয় ও শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহা-
রাজাধিরাজ বাহাদুর সুপ্রসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থের
অনুবাদত্বেত উদ্‌যাপন করিয়া যে সমস্ত শিক্ষিত
ভূখণ্ডের ধন্যবাদ-রূপ-কলভোগী হইয়াছেন,
তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এই দুই
মহোদয়ের অনুবাদিত পুস্তকের ন্যায় মদনুবাদিত
অধ্যাত্মরামায়ণও যে জনসমাজে আদরণীয় হইবে,
এরূপ আশা ছরাশামাত্র। ইদানীন্তন বিশ্ববিদ্যা-
লয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা দেখিয়া
অনেকে অনেক পুরাতন প্রসিদ্ধ মহাকাব্য ও
দৃশ্যকাব্যাদি মুদ্রাঙ্কণ করিতে যত্নবান হইয়াছেন।
কিন্তু নহুপদেশের সমষ্টিস্বরূপ অধ্যাত্মরামায়ণের
প্রতি কেহই কটাক্ষপাত করেন নাই। সংস্কৃত
ভাষার আলোচনার সহিত এই সময়ে এই গ্রন্থকে
মূল ও অবিকল বাঙ্গলা অনুবাদে সুশোভিত
করিতে পারিলে ভারতবাসিগণের অনেক উপ-
কার সংসাধন করা হয়। আমি এই বিবেচনায়
আমার ভারতবাসী ভ্রাতৃগণের সেই উপকার
সংসাধনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া জনসমাজে দণ্ডায়-
মান হইয়াছি, এক্ষণে কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী মহা-
শয়গণ কৃপা করিয়া এই অধ্যাত্মরামায়ণের উন্নতি
সাধনবিষয়ে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ রাখেন তাহা হইলেই
সকল পরিশ্রম সফল হয়।

সম্প্রতি গ্রন্থানুবাদের নিয়ম এই যে, প্রতি-
পৃষ্ঠার উপরিভাগে সংখ্যাক্রমিত সংস্কৃত মূল শ্লোক,
তিনিম্নে তদঙ্কে অঙ্কিত গোষ্ঠীয় সাধুভাষায় গদ্য
অনুবাদে সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতানভিজ্ঞ দ্বিবিধ মহা-
শয়গণের চিত্তরঞ্জন করা, ইহাই আমার প্রথম
উদ্দেশ্য। অতএব কষ্টশ্রেষ্ঠেও যদি তৎকার্য
সম্পাদন করিতে পারি তাহা হইলেও একপ্রকার
লোকজনতাপবাদ ও প্রতিজ্ঞাপাশোভী হইতে

পারিব। শ্লোকের অঙ্কপাতের আবশ্যিকতা এই
যে, অর্থের অন্তথা বা মূলের সহিত অভিপ্রায়ের
প্রভেদ বিবেচনা হইলে তদঙ্কে অঙ্কিত শ্লোকের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দোষাদোষ বিবেচনা
করিতে পারিবেন। কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তির ভ্রমপ্রমাদ-
দোষ অবশ্যই থাকিবার সম্ভাবনা, তাহা ক্ষমাগুণ-
বিশিষ্ট সুধীশক্তিনম্পন্ন পাঠকমহাশয়গণ স্বীয়
ক্ষমাগুণে হীনমতি গ্রন্থকারের দুর্ভাগ্য সংশোধনে
বাধ্য হইতে আশ্রয় হয়।

এই রামায়ণের আদিকাণ্ডের অনুবাদ প্রথম
কাকীনাড়ানিবাসী ৬অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য
মহাশয় করিয়াছিলেন; পরে অযোধ্যাকাণ্ডহইতে
ষষ্ঠকাণ্ডের অনুবাদ ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত
শিবচন্দ্র সার্বভৌম মহাশয় করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে,
এই রামায়ণের প্রথম খণ্ড মুদ্রাঙ্কণার্থে ও বিনা-
মূল্যে বিতরণার্থে কলিকাতার বড়বাজার-নিবাসী
শ্রীযুক্ত নাথো মিশ্র মহোদয় মহাশয় বিশেষ
সাহায্য করিয়াছেন। যদি ইনি অগ্রিম সাহায্য
না করিতেন, তাহা হইলে আমার সকল আশা ও
সকল পরিশ্রম বিফল হইত, কারণ ১২৮৭ সালের
ভাদ্রমাহাতে মুদ্রাঙ্কণের কার্য আরম্ভ করিয়া
অর্থাভাবে ও শারীরিক পীড়াবশতঃ নয় মাস কাল
শয্যাগত থাকায় সকল কার্যই স্থগিত হইয়া
গিয়াছিল এবং এমন আশাও ছিলনা যে, পুনর্ব্বার
এই রামায়ণ মুদ্রিত হইবে, বা বিনামূল্যে বিত-
রণে সক্ষম হইব; আর যে সকল মহাত্মার
নিকট সাহায্য প্রার্থনার পত্র দিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্য-
বশতঃ ও সময়ানুসারে কেহই কৃপাকটাক্ষ করি-
লেন না। তন্মধ্যে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাণী স্বর্ণময়ী

দীনজননীর অনুগ্রহ পত্র পাইয়াছিলাম ও কলিকাতার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয় ও শ্রীযুক্ত বাবু মেহিনীমোহন সিংহ মহোদয় ইহারা উভয়ে সাহায্য করিবেন, স্বীকার করিয়া ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ভট্ট মহোদয় ও আর কয়েক জন মহাত্মা পুস্তক মুদ্রিত হইলে দেখিয়া বিবেচনা করিবেন, বলিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্রিম কিঞ্চিৎ সাহায্য কেহই বঁচিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই সকল চিন্তায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম। পরে আরোগ্য হইয়াও কোন উপায় স্থির করিতে না পারায় উক্ত মহোদয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ও আদ্যোপান্ত সমস্ত জ্ঞাত করাইলাম। তাহাতে ইনি আমার প্রার্থনায় সন্মত হইয়া, সম্প্রতি যে টাকা মুদ্রাক্ষণের জন্য ব্যয় হইয়াছে, তাহা দান করিয়াছেন। তাঁহার এই করুণাদানে ও মনের উৎসাহ দেখিয়া তাঁহাকে কার্য্যাধ্যক্ষতাপদ গ্রহণ করিতে উপরোধ করিয়া, তাবৎ কার্যের ভার তাঁহার উপরিনিষ্কেপ করিলাম। এক্ষণে তিনি সকল ভারই গ্রহণ করিয়াছেন; কিবল বিনামূল্যে বিতরণের যে কার্য্য তাহার ভার লইলেন না, তাহা আমার হস্তেই রহিল। এই সম্বন্ধে কোন পত্রাদি লিখিতে হইলে উক্ত কার্যালয়ে আমার নিকট পত্রাদি দিবেন। সাহায্যদান ইত্যাদির পত্রবাদে অন্য যে কোন আবশ্যক হইবে, তাহা তাঁহার নামে উক্ত কার্যালয়ে পত্র পাঠাইবেন; আর উক্ত মহোদয়ের ন্যায় বাহারা সাহায্যদান করিবেন, তাঁহাদের নিকটও এইরূপ চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া পুস্তক লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা স্বাক্ষর করিয়া পত্র লিখিবেন।

এই অধ্যাত্মরামায়ণ ধীশক্তিসম্পন্ন সুধীগণে ও ভক্তজনে এবং উপযুক্ত পাত্রবিশেষে বিনামূল্যে বিতরণার্থ জনসমাজে দণ্ডায়মান হইয়াছি। ইহাতে বিচক্ষণ, বিদ্বান্ ও ধনবান্ মহাশয়গণ আমাকে হাস্যাস্পদ না করিয়া প্রত্যুত এই ব্যয়সাধ্য কার্য্যরূপ চিন্তাসাগরমগ্ন নির্ধন গ্রন্থকামীর কামনা পূরণে উৎসাহ দিলে আমি চিরবাধিত হইব।

ক্ষমাপ্রার্থনা।

আমাদের বিজ্ঞাপনের লিখিত ১৫ই মাঘ পুস্তক প্রাপ্তি না হওয়ায় গ্রাহকমহোদয়গণ ক্ষমাকরিবেন। কারণ যন্ত্রালয়হইতে পুস্তক ঐ তারিখে আমরা পাই নাই। দণ্ডারির জন্ম পাঁচ দিবস দেরি হইয়াছে; তজ্জন্ম ক্ষমা চাহিতেছি। আগামী খণ্ডে একরূপ অনিয়ম হইবে না, প্রতি মাসের ২৫এ তারিখে পুস্তক পাইবেন।

লোকানাং কলিকালরূঢ়কলুষধ্বংসার্থমাশ্বাদরাৎ প্রালেয়াচলকন্ঠকাশ্রুতমহোম্মতুজ্জয়েনোদিতং।

সম্ভাষ্যবানুবাদমিশ্রিতমমুখ্যাদ্যাত্মরামায়ণং

কাশীনাথ-ইতি প্রকাশয়তি বৈ বিপ্রঃ শ্রিয়া সাম্প্রতং॥

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমি যে জন্ম এ দুর্লভ কার্য্যে অর্থাৎ বিনামূল্যে বিতরণে যত্নবান্ হইয়া সাহায্যার্থে দাতাবর্গের সমীপে পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছি, তাহার কারণ উক্ত রামায়ণের ব্রহ্মা ও নারদ সংবাদ পাঠ করিলে সমস্তই অবগত হইতে পারিবেন। আমি হীনমতি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, তদগুণবর্ণনে অক্ষম, তজ্জন্ম নিরস্ত হইলাম। ধনবান্ বিদ্বান্ দাতা মহোদয়গণ ও পাঠক মহোদয়গণ! আপনারা নিজগুণে অধীনের মন-মাশা বুঝিয়া লইবেন, আমি নিজ-মুখে কি ব্যক্ত করিব, তদগুণপঠনেই প্রকাশ পাইবে। সমারোদনমেতৎ।

সন ১২৮৮ সাল,

ইং ১৮৮২ সাল।

১. শ্রীকাশীনাথ শর্মা।

২. কলিকাতা, বড়বাজার,

ট্যাণ্ডরোড ৬২ নং।

অধ্যাত্মরামায়ণের কার্যালয়।

শুদ্ধিপত্র ।



অঙ্কি	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অঙ্কি	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
স্বরভূ	স্বরভূ	১	...	২	বৈদ্যু	বৈদ্যু	৩৭	...	৩৭
প্রত্যুত	প্রত্যুত	২	...	১৮	ভবদ	ভবদ	৩৭	...	২ ১২
বিষয়	বিষয়	২	...	২২	মঞ্জরী	মঞ্জরী	৩৭	...	২ ১৩
তদ্বহি	তদ্বহি	৮৮	...	৪	শুল্ক	শুল্ক	৩৭	...	২ ১৪
মৃষ	মৃষা	১১	...	১১	কিঙ্কিনী, ধর, ভূজ, দুর্কা,				
প্রত্যুত	প্রত্যুত	১২	...	১৫	কিঙ্কিনী, ধর, ভূজ, দুর্কা		৩৭	...	১৫
কামন পূর্ণা	কামনা পূর্ণ	১৩	...	২০	নমুজল	নমুজল	৩৭	...	২০
আবিভূত	আবিভূত	১৩	...	২৪	এষ:	এষ	৩৮	...	১৮
কোঁস্ত	কোঁস্তভ	১৪	...	৩	নমোস্ত	নমোস্ত	৩৮	...	২ ৭
নায়া	নায়া	১৬	...	২	জগত্তরং	জগত্তরং	৩৮	...	২ ২
শুশ্রুম:	শুশ্রুম	১৬	...	৫	মুপৈপতি	মুপৈপতি	৩৯	...	১১
প্রত্যুত	প্রত্যুত	১৬	...	১৮	দৃষ্টা	দৃষ্টা	৪০	...	১০
পুত্র	পুত্রো	১৭	...	২	মথ	মথ	৪০	...	২ ৪
পুত্র	পুত্রো	১৭ ২	...	৭	দিতোমিত	দিতোমিত	৪০	...	২ ৬
ভুক্তুরা	ভুক্তুরা	১৭	...	১৬	শুশ্রুম:	শুশ্রুম	৪১	...	২
চুচ	চুচ	২১	...	৭	লক্ষণা:	লক্ষণা:	৪৩	...	১৩
চাম্পা	চাম্পা	২৫	...	২১	যথা	যথা	৪৩	...	১৫
প্রচুর	প্রচুর	২৫	...	২৩	লক্ষণা	লক্ষণা	৪৪	...	৪
প্রেরা	প্রেরা	২০	...	৭	প্রীত্যা	প্রীত্যা	৪৪	...	৫
দৃষ্টা	দৃষ্টা	৩১	...	২	ময়োজলান	ময়োজলান	৪৫	...	১৫
সমুজল	সমুজল	৩৭	...	৪৩	লক্ষা	লক্ষা	৪৫	...	২ ৭

অশুদ্ধি	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পুংক্তি	অশুদ্ধি	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পুংক্তি
মূর্চিত	মূচ্চিত	৪৫	...	২ ১১	মুবিম্বা	মুবিম্বা	৫৪	...	৬
ঘোরানি	ঘোরানি	৪৬	...	৩	ততঃ	ততঃ	৫৫	...	৬
মুষ্ণ	মুষ্ণ	৪৬	...	২	উচ্ছ্রীয়াতাং	উচ্ছ্রীয়াতাং	৫৫	...	১১
মন্দল	মণ্ডল	৪৬	...	১১	যদ্য	যদ্য	৫৫	...	২ ৩
নামা	নামা	৪৬	...	২ ৮	ষোড়শ	ষোড়শ	৫৬	...	১
যান্ত	যান্ত	৪৭	...	২	নৃপাঙ্গনে	নৃপাঙ্গনে	৫৬	...	২
লক্ষ	লক্ষ্য	৪৭	...	২	তেষু	তেষু	৫৬	...	১২
মঞ্জসা	মঞ্জসা	৪৭	...	২ ১	প্রাণত্যা	প্রাণত্যা	৫৬	...	২২
ভূতোষ	ভূতোষ	৪৭	...	২ ৩	দ্যাভ্রা	দ্যাভ্রা	৫৭	...	১৩
বুক্ত	বুক্ত	৪৭	...	২ ৮	র	রা	৫৭	...	২৩
স্ত্রি	স্ত্রিঃ	৪৭	...	২ ১০	বেক্ষতি	বেক্ষতি	৫৭	...	২ ৫
উৎপৎসে	উৎপৎসে	৪৭	...	২ ১৩	কাজ্জয়	কাজ্জয়া	৫৭	...	২ ২৩
ভাগ	ভাগ	৪৮	...	২ ২	চার্য্য	চার্য্য	৫৭	...	২ ২৪
যোগা	যোগাৎ	৪৮	...	৫	রুবা	রুবা	৬০	...	১১
যাভাৎ	যাভ্যাৎ	৪৯	...	২	নাথর	নাথর	৬১	...	১২
বদ্যৎ	বদ্যৎ	৪৯	...	৭	তাক্ষে	তাক্ষে	৬১	...	১০
দ্যন্ত	দ্যন্ত	৪৯	...	১	যন্তোষার্থ	যন্তোষার্থ	৬১	...	১৩
রামেনৈ	রামেনৈ	৪৯	...	২ ৩	রামাভ্যদয়	রামাভ্যদয়	৬২	...	২
দ্যত্র	দ্যত্র	৫১	...	৭	তত্রাদৃষ্টা	তত্রাদৃষ্টা	৬২	...	৪
শরচ্চল	শরচ্চল	৫১	...	৮	তামুচুঃ	তামুচুঃ	৬২	...	২ ২
স্তদর্শনা	স্তদর্শনা	৫১	...	২ ৫	ত্রহি	ত্রহি	৬৩	...	১৬
অন্তঃপুর	অন্তঃপুর	৫১	...	২ ১৩	শপথ	শপথ	৬২	...	২ ২৭
বক্শণো	বক্শণো	৫২	...	২ ১৩	ধর	ধরঃ	৬৩	...	১১
ভূচ্যতে	ভূচ্যতে	৫২	...	৭	বিলম্বত	বিলম্বত	৬৩	...	২ ১২
মুপাধি	মুপাধি	৫২	...	১০	গৃহীষ্ট	গৃহীষ্ট	৬৪	...	১২
চিন্মাত্র	চিন্মাত্র	৫২	...	১৩	মিত্রাঙ্কঃ	মিত্রাঙ্কঃ	৬৪	...	১২
দ্বরি	দ্বরি	৫৩	...	১	দ্রক্ষ্যাহে	দ্রক্ষ্যাহে	৬৫	...	২ ১০
জাভা	জাভা	৫৩	...	৪	কৌস্তভা	কৌস্তভা	৬৫	...	২ ২

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ	ଶୁଦ୍ଧି	ପୃଷ୍ଠା	କଳମ	ପୁଂକ୍ତି	ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ	ଶୁଦ୍ଧି	ପୃଷ୍ଠା	କଳମ	ପୁଂକ୍ତି
ଓଷ୍ଠମଃ	ଓଷ୍ଠମଃ	୬୭	...	୧୦	ଚିରାଂ	ଚିରାଂ	୭୮	...	୧୦
ଓଷ୍ଠାହତଃ	ଓଷ୍ଠାହତଃ	୬୭	...	୧୧	ଜଳାନି	ଜଳାନି	୭୮	...	୧୧
ଓଷ୍ଠାଦି	ଓଷ୍ଠାଦି	୬୭	...	୧୬	ସନ୍ଧ୍ୟାବ	ସନ୍ଧ୍ୟାବ	୭୯	...	୧୬
ଆବଚନଃ	ଆବଚନଃ	୬୮	...	୧୭	ନାହସ	ନାହସ	୭୯	...	୧୭
ଇତ୍ୟୁକ୍ତା	ଇତ୍ୟୁକ୍ତା	୬୮	...	୧୮	କୁଟୁବ	କୁଟୁବ	୭୯	...	୧୮
ହଞ୍ଜର	ହଞ୍ଜର	୬୮	...	୧୭	ସ୍ତବ	ସ୍ତବ	୭୯	...	୧୮
ହୀମନ୍ତା	ହୀମନ୍ତା	୬୮	...	୧୮	ଓଃ	ଓଃ	୭୯	...	୧୮
ହମଜେ	ହମଜେ	୬୮	...	୨	ବାଦିତା	ବାଦିତା	୭୯	...	୧୮
ଚିତ	ଚିତ	୬୮	...	୨	କୂର୍ମ	କୂର୍ମ	୭୯	...	୧୮
ବ୍ରହ୍ମପଂ	ବ୍ରହ୍ମପଂ	୬୮	...	୨	ହୈନ୍ଦବ	ହୈନ୍ଦବ	୭୯	...	୧୮
ସୂର୍ଯ୍ୟା	ସୂର୍ଯ୍ୟା	୬୯	...	୬	ଭୁବି	ଭୁବି	୭୯	...	୧୮
ଆୟୁ	ଆୟୁ	୭୦	...	୬	ନାମେବ	ନାମେବ	୭୯	...	୧୮
ମୟୁ	ମୟୁ	୭୧	...	୭	ଇତ୍ୟୁକ୍ତା	ଇତ୍ୟୁକ୍ତା	୮୦	...	୧୮
ନଗରଂ	ନଗରଂ	୭୧	...	୭	ମାନସଃ	ମାନସଃ	୮୨	...	୧୮
ସୂତ୍ରା	ସୂତ୍ରା	୭୧	...	୭	ମୟୁ	ମୟୁ	୮୨	...	୧୮
ଦାୟୁ	ଦାୟୁ	୭୧	...	୨	ସଂପୃଷ୍ଠ	ସଂପୃଷ୍ଠ	୮୨	...	୨
ରୋଗୋଦ୍ଧାଃ	ରୋଗୋଦ୍ଧାଃ	୭୧	...	୨	ପୂରା	ପୂରା	୮୩	...	୩
ବିଶିଷ୍ଠାଦି	ବିଶିଷ୍ଠାଦି	୭୧	...	୨	ସୁସାପ	ସୁସାପ	୮୩	...	୩
ହୃଦନଃ	ହୃଦନଃ	୭୨	...	୩	ସଂସ୍କୃତେ	ସଂସ୍କୃତେ	୮୩	...	୩
ପୁମାନ	ପୁମାନ	୭୨	...	୫	ଆୟୁଦା	ଆୟୁଦା	୮୪	...	୩
ବୁଦ୍ଧାଦିଭୋ	ବୁଦ୍ଧାଦିଭୋ	୭୨	...	୨	ସନ୍ଧ୍ୟାବ	ସନ୍ଧ୍ୟାବ	୮୪	...	୩
ହୃଦୋଦ୍ଧାଃ	ହୃଦୋଦ୍ଧାଃ	୭୨	...	୨	ଭବେ	ଭବେ	୮୪	...	୩
ଲକ୍ଷ୍ମଣଂ	ଲକ୍ଷ୍ମଣଂ	୭୩	...	୧୨	ମୟନ	ମୟନ	୮୪	...	୧୪
ମନ୍ନିତ	ମନ୍ନିତ	୭୩	...	୬	ସନ୍ଧ୍ୟା	ସନ୍ଧ୍ୟା	୮୫	...	୧୪
ସୁଭାସଂ	ସୁଭାସଂ	୭୩	...	୨	ଲକ୍ଷ୍ମଣେନ	ଲକ୍ଷ୍ମଣେନ	୮୫	...	୬
ବାସ୍ତ	ବାସ୍ତ	୭୪	...	୧୦	ଦାୟୋ	ଦାୟୋ	୮୬	...	୧୧
କାପି	କାପି	୭୪	...	୨	ସତାର୍ଥଃ	ସତାର୍ଥଃ	୮୫	...	୨
ଗନ୍ତବ୍ୟଂ	ଗନ୍ତବ୍ୟଂ	୭୪	...	୨	ବନ୍ଧେ	ବନ୍ଧେ	୮୭	...	୧୨

অভি	ভি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অভি	ভি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
ভেহনোহনা	ভেহনোহনা	৮৭	...	১৬	স্বমদ্য	স্বামদ্য	১০৩	...	২
কুলম	কুলম্	৮৭	...	২	জগুঃ	জগু	১০৪	...	৮
স্বজেন্দ্রণঃ	স্বজেন্দ্রণঃ	৮৭	...	২	নমলা	নামলা	১০৫	...	৮
রম	রম্	৮৮	...	১১	সাতা	সীতা	১০৫	...	২
তোহনিশম্	তোহনিশম্	৮৮	...	১৪	যজ	যজ	১০৬	...	৬
তানঃ	তানঃ	৮৯	...	৬	নদঃ	নদীঃ	১০৬	...	২
বাদহঃ	বাদহঃ	৮৯	...	১০	কিমত	কিমত	১০৬	...	২
শজারঃ	শজারঃ	৮৯	...	১৩	মুনি	মুনি	১০৭	...	৬
করনোহমবঃ	করনোহমবঃ	৯০	...	১১	ভবিষ্যৎ	ভবিষ্যৎ	১০৭	...	২
তধাহকর	তধাহকর	৯০	...	২	কামবৃক্	কামবৃক্	১০৭	...	২
ভায়ুক্তে	ভায়ুক্তে	৯১	...	২	রামবন	রাম ভবন	১০৮	...	১২
স্ববসন	স্ববসন	৯১	...	৬	সাদি	স্বদি	১০৮	...	২৫
লক্ষণেন	লক্ষণেন	৯২	...	৬	দর্শো	দর্শো	১০৮	...	২
শশ্রোঃ	শশ্রোঃ	৯৩	...	৫	পূনঃ	পূনঃ	১১০	...	৭
ভোত্যা	ভোত্যা	৯৫	...	২	ক	ক	১১০	...	৬
প্রাপ্তা	প্রাপ্তাঃ	৯৬	...	৬	ইজদী	ইজদী	১১১	...	২
চুক্রুশ্চ	চুক্রুশ্চ	৯৬	...	২	পূরঃ	পূরঃ	১১১	...	২
ইভুক্তা	ইভুক্তা	৯৬	...	২	কুর্ধ্যা মতাঃ	কুর্ধ্যামমতাঃ	১১২	...	৮
স্বাববী	স্বাববী	৯৬	...	২	যদ্য	যদ্য	১১৩	...	১০
দৃষ্টোহসি	দৃষ্টোহসি	৯৭	...	৬	কার্যঃ	কার্যঃ	১১৪	...	৪
ভো	ভোঃ	৯৭	...	১৫	ননুতাঃ	নানুতাঃ	১১৪	...	১১
মুক্তকর্থা	মুক্তকর্থা	৯৯	...	২	মোক্যসে	মোক্যসে	১১৫	...	২
ল'কা	ল'কা	১০০	...	১১	দৃক্	দৃক্	১১৫	...	২
প্রভঃ	প্রভঃ	১০০	...	১২	রাজপ	রাজোপ	১১৫	...	২
স্বঃ	স্বঃ	১০১	...	২	অনরঃ	অনরঃ	১১০	...	১৭
কোট্রোঃ	কোট্রোঃ	১০১	...	৩	পুটঃ	পুটঃ	১২১	—	২
বিন্দবঃ	বিন্দবঃ	১০১	...	৫	গুহ্নেতি	গুহ্নেতি	১২২	...	২
বিভুঃ	বিভুঃ	১০৩	...	২	বৃপ	বৃপ	১২৩	...	৬

অণ্ডকি	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অণ্ডকি	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
মকতথ্যঃ	মকতথ্যঃ	১২৪	...	২	কিম	কিম	১৩০	—	২
কগ্ম	কগ্ম	১২৪	...	২	কাঙ্ক্ষা	কাঙ্ক্ষা	১৪০	—	১১
কেশা	কেশা	১২৫	—	১	মহদ্ভাকঃ	মহদ্ভাকঃ	১৪০	—	২
সুতীক্ষ্ণ	সুতীক্ষ্ণঃ	১২৫	—	১৩	বদ্ধা	বদ্ধা	১৪০	—	২
ব্রহ্মঃ	ব্রহ্মঃ	১২৬	...	৭	চারচক্ষু	চারচক্ষু	১৪১	...	২
দ্যস্ত	দ্যস্ত	১২৭	—	২	নম্বে	নম্বে	১৪১	—	৩
আগন্ত্য	আগন্ত্য	১২৭	—	২	পূরা	পূরা	১৪১	...	১৩
সংবৈশ্ব	সংবৈশ্ব	১২৮	—	৬	মুহুর্তা	মুহুর্তা	১৪২	...	৭
সার্কঃ	সার্কঃ	১২৯	—	৭	কদম্বি	কদম্বি	১৪২	...	১০
স্থলা	স্থলা	১৩০	—	৭	কামিনীকে	কামিনীকে	১৪২	—	১৩
বুদ্ধিভৈঃ	বুদ্ধিভৈঃ	১৩০	—	২	সর্ক	সর্ক	১৪২	—	২
স্বপ্ন্যাবস্থা	স্বপ্ন্যাবস্থা	১৩০	...	২	মহুয্য	মহুয্য	১৪২	—	২
দ্যর্হি	দ্যর্হি	১৩১	—	৪	কুলেহমুৎ	কুলেহমুৎ	১৪২	—	২
বিভূষিতঃ	বিভূষিতঃ	১৩২	—	১	সঃ	স	১৪৩		১
ভূভাষিতঃ	ভূভাষিতঃ	১৩২	—	১	কৃত্যতিথ্যঃ	কৃত্যতিথ্যঃ	১৪৪		৮
বস্তো	বস্তো	১৩৩	—	২	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমান	১৪৪		১১
বুদ্ধিন	বুদ্ধিনা	১৩৩	...	৮	ভার্যা	ভার্যা	১৪৪	—	২
সংক্ষেপা	সংক্ষেপা	১৩৪	...	১৬	হব্য	হব্য	১৪৪		২
বদ্যৎ	বদ্যৎ	১৩৫	—	৬	ভৃগ	ভৃগ	১৪৫		৪
ভঙ্গুলঃ	ভঙ্গুলঃ	১৩৫	—	২	মুদ্রমন্	মুদ্রমন্	১৪৫		১০
শৃণু	শৃণু	১৩৫	—	২	চতুর্দিক	চতুর্দিক	১৪৫		১৬
হৃৎভিত্তো	হৃৎভিত্তো	১৩৬	—	৫	পুণর্কার	পুণর্কার	১৪৫		১৮
যন	যেন	১৩৬	—	৭	নশ্চতি	নশ্চতি	১৪৬		১৪
ভবেদ্যথা	ভবেদ্যথা	১৩৬	—	৮	বাক্যতোশৃণু	বাক্যতোশৃণু	১৪৬		২
সমৈতানাং	সমৈতানাং	১৩৬	—	১০	পূরা	পূরা	১৪৭		৭
স্থিতোহমনিমঃ	স্থিতোহমনিমঃ	১৩৭	—	১১	চেষ্যৎ	চেষ্যৎ	১৪৭		৮
সমাদে	সমাদে	১৩৭	—	১১	ক্রিয়া	ক্রিয়া	১৪৭		১০
কিস্ত্যে	কিস্ত্যে	১৩৮	—	১১	হস্তাদি	হস্তাদি	১৪৭		১২

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
গতো	গতো	১৪৭	২	৩	স্থলে	স্থলে	১৬৩		৫
স্বাদে	স্বাদে	১৪৭	২	১২	মিতীর্ঘতে	মিতীর্ঘতে	১৬৩	২	১
ভক্তানুবাসী	ভক্তানুবাসী	১৪২		৬	উন্নতঃ	উন্নতঃ	১৬৩	২	৪
কর্তৃং.	কর্তৃং.	১৪২		৭	কুক্ষিনাভো।	কুক্ষিনাভো।	১৬৩	২	১৬
হভ্যাসে	হভ্যাসে	১৪২		১০	বদন্তিঃ	বদন্তিঃ	১৬৪		৩
বন্ধ	বন্ধ	১৪২		১৪	অপীষ্য বয়সঃ	অপীষ্যবয়সঃ	১৬৪		১০
চিত্তা	চিত্তা	১৫০		২	বুধ্যা	বুধ্যা	১৬৫		১
ভৃঙ্ক	ভৃঙ্ক	১৫১		১০	পুংষে	পুংষে	১৬৭		৬
পুং	পুং	১৫১		১৩	বা	বা	১৬৭		৬
হ্যতি	হ্যতিঃ	১৫২		১০	মদবুধ্যা	মদবুধ্যা	১৬৭		৩
তদৃষ্টা	তং দৃষ্টা	১৫২		১১	তাক্তা	তাক্তা	১৬২		২
তিষ্ঠেতঃ	তিষ্ঠেতি	১৫২	২	৬	পম্পা	পম্পা	১৭০		২
কোশমানাং	কোশমানাং	১৫৩		৮	নান্না	নান্না	১৭৩		৩
স্বাদে	স্বাদে	১৫৩		১১	ভতে	ভতো	১৭৪		৮
জ্ঞা	জ্ঞা	১৫৪		৬	তদভূত	তদভূত	১৭৫		১২
হ্রাক্য	হ্রাক্য	১৫৫		১	নিঃপত্রান্	নিঃপত্রান্	১৭৬		৪
ত্রবং	এবং	১৫৬		৭	মিত্রাযুদা	মিত্রাযুদা	১৭৭		৮
বপুর্দৃষ্টা	বপুর্দৃষ্টা	১৫৬		১২	ত্রৈহাব	ত্রৈহাব	১৭৭	২	১
বাহন	বাহান্	১৫৬	২	৮	যত্বে	যত্বে	১৭৮		১০
ভুবি	ভুবি	১৫৭		১২	রঘুনন্দন	রঘুনন্দনঃ	১৭৮	২	৮
গণান্	গণান্	১৫৭	২	২	তচ্ছ্র	তচ্ছ্র	১৭২		২
তত্রাত্ত	তত্রাত্ত	১৬০		৩	অযথোতা	অযথোতা	১৭২		৭
বেষ্টিতো	বেষ্টিতো	১৬০		৮	পুন	পুন	১৮০		২
বদ্য	বদ্য	১৬০	২	১	ত্ৰা	ত্ৰা	১৮১		১১
পুরা	পুরা	১৬১		৩	সুগ্রীবভাতি	সুগ্রীবভাতি	১৮১	২	১০
নাপস্তান্তক	নাপস্তান্তক	১৬১		৬	সমুদ্যুক্তঃ	সমুদ্যুক্তঃ	১৮২		৬
ভূষা	ভূষা	১৬১		৭	বালীন	বালিন	১৮২		৭
ইত্যাক্তো	ইত্যাক্তো	১৬২		৭	পতঙ্গবৎ	পতঙ্গবৎ	১৮২		৮

অঙ্ক	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অঙ্ক	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
বুধামানো	বুধামানো	১৮২		১২	সিদ্ধার্থ	সিদ্ধার্থ	১২১	২	২
বালীনং	বালিনং	১৮২	২	৩	মহাধা	বুদ্ধা	১২১	২	১০
ভূষা	ভূষা	১৮২	২	৭	বলকার	বলকার	১২১	২	১৪
ধনুরালম্বা	ধনুরালম্বা	১৮২	২	৯	অভিষ্ঠ	অভিষ্ঠ	১২১	২	২৭-২৮
বক্ষ	বক্ষঃ	১৮২	২	১১	পুন্	পুন্	১২২		৩
দুর্বা	দুর্বা	১৮২	২	১২	জুহুয়া	জুহুয়া	১২৩	১	২
লক্ষ	লক্ষা	১৮২	২	১৩	দ্যথা	দ্যথা	১২৩	২	৪
রাজধর্ম	রাজধর্ম	১৮৩		৩	বদ্যদি	বদ্যদি	১২৩	২	৫
দেখিবা	দেখিবা	১৮৩		১৬	পঠিতাজসং	পঠিতাজসং	১২৩	২	১১
অনয়ামি	আনয়ামি	১৮৩	২	১	নিশ্চেতং	নিশ্চেতং	১২৫	১	১৪
মুহুর্ভাবাদ্যদি	মুহুর্ভাবাদ্যদি				হুংখার্তা	হুংখার্তা	১২৬		৩
কতিত্বাং	কপিত্বাং	১৮৪	২	১৩	পঞ্চাদ্যং	পঞ্চাদ্যং	১২৬		১১
তচ্ছ্রুত্বা	তচ্ছ্রুত্বা	১৮৪		১	নির্মলাস্মাৎ	নির্মলাস্মাৎ	১২৭		৬
শ্রিয়	শ্রিয়ং	১৮৪		২	মুহাজো	মুদ্বুজো	১২৮		১
পদযুক্তমন্	পদযুক্তমন্	১৮৪	২	১	সামীপাং	সামীপাং	১২৮		৪
রঘুনন্দনং	রঘুনন্দনং	১৮৫		৫	তচ্ছ্রুত্বা	তচ্ছ্রুত্বা	১২৮	১	১০
শিক্ত	শিক্ত	১৮৫		১৪	যুথপানাং	যুথপানাং	১২৮		১০
দেহভুজাস	দেহভুজাস	১৮৬		৮	রঘুপতেঃ	রঘুপতেঃ	১২৯		৯
বহ্যজং	বদ্যজং	১৮৮		৫	ঘান	ঘান্	১২৯	২	২
মুঠৈ	মুঠৈ	১৮৮		৭	বন্দন্তং	বদন্তং	২০০		২
মুঠৈপৈবানরৈঃ	মুঠৈপৈবানরৈঃ	১৮৮		১০	হনুমতো	হনুমতো	২০০		৯
স্তাঃরমা	স্তারমা	১৮৮		১০	কণক	কনক	২০১		৭
ভাতুপুত্র	ভাতুপুত্র	১৮৮		১২	অজিনস্বর	অজিনস্বর	২০১		১২
সঞ্জরন্	সঞ্চরন্	১২০		৭	জাম্ববান্নাম	জাম্ববান্নাম	২০২		২
মেষান্তর	মেষান্তর	১২০		১০	বায়ুপুলো	বায়ুপুলো	২০২		৫
ভক্ত্যার	ভক্ত্যার	১২১		১১	শত্রু	শত্রু	২০২		১১
দ্যথা	দ্যথা	১২২		১৪	যুবরাদং	যুবরাজং			
বাচেৎ	বাচেৎ	১২১	২	৪	বাস্ববন্তং	বাস্ববন্তং	২০৩		২

অঙ্ক	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অঙ্ক	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
সংযুক্তঃ	সংযুক্তঃ	২০৩	১৩	ভূজাতঃ	ভূজাতে	২১৫	৭
পূজবাঃ	পূজবাঃ	২০৩	২	৫	ঋভো	২১৫	২ ৮
কণক	কণক	২০৪	১০	১০	রুত্ব	২১৫	২ ১০
অবনিকা	অবনিকা	২০৬	৮	৮	পেশিত্ব	২১৫	২ ১২
রামায়ঃ	রামায়ঃ	২০৬	২	২	স্বাশাসত	২১৬	১১
রূপিন	রূপিন	২০৬	১০	১০	ব্রহ্মণ	২১৬	২ ৩
যদ্য	যদ্য	২০৭	৪	৪	কুটুম্ব	২১৬	২ ১০
তপস	তপসঃ	২০৭	৬	৬	বিনিমুক্তঃ	২১৭	১৩
রঘুশ্রেষ্ঠঃ	রঘুশ্রেষ্ঠঃ	২০৭	২ ২	২ ২	পুনর্নবো	২১৮	৪
কল্পঃ	কল্পঃ	২০৮	১	১	সঃ	২১৯	২
রঘুভমেয়	রঘুভমেয়	২০৮	২ ৭	২ ৭	মানস	২১৯	১৬
যদি	যদি	২০৯	৬	৬	জাম্ববাস্ত	২১৯	২ ৬
ভূধোধরভ্যোতে	ভূধোধরভ্যোতে	২১০	২	২	জাম্ববা	২২০	৭
গৃহীতাঃ	গৃহীতাঃ	২১০	১১	১১	পূর্বঃ	২২০	৬
মহাচলম্	মহাচলম্	২১১	২	২	জাম্ববাস্ত্রীয়ো দর্শয়ামি		
ভূপাশ	ভূপাশ	২১১	৫	৫	জাম্ববাস্ত্রীয়ো দর্শয়ামি	২২০	৮
ভ্রমাত	ভ্রমাত	২১১	২	২	চিরেন	২২০	২
ভক্ষো	ভক্ষো	২১১	৮	৮	কাব্যার্থ	২২০	৬ ৬
ব্যাহারান্তঃ	ব্যাহারান্তঃ	২১২	৭	৭	স্বত্রঃ	২২০	২ ৮
যন্ত	যন্ত	২১৩	২	২	কিণামাহঃ	২২১	৩
রবণঃ	রবণঃ	২১৩	৭	৭	রাম	২২২	৪
স্বদাদে	স্বদাদে	২১৩	১২	১২	বিচার্যঃ	২২২	১০
দারিণী	দারিণী	২১৩	১৬	১৬	হুম্যান্	২২২	২
বানরঃ	বানরঃ	২১৪	১	১	ভক্ষঃ	২২৩	৫
স্বর্ধামণ্ডল	স্বর্ধামণ্ডল	২১৪	৬	৬	হুম্বা	২২৩	৬
সমুদ্ভবঃ	সমুদ্ভবঃ	২১৫	২	২	হুম্বানাহ	২২৩	১২
বুদ্ধা	বুদ্ধা	২১৫	৩	৩	ভো	২২৪	২
ভাদ্রাশ্রান্তঃ	ভাদ্রাশ্রান্তঃ	২১৫	৯	৯	সাম্রাজ্যান্তঃ	২২৪	৫

অঙ্ক	শক্তি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি	অঙ্ক	শক্তি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি
সিদ্ধার্থ	সিদ্ধার্থ	২২৪	...	৭	কেম	কেম	২৪১	...	৬
জলাভরণ	জলাভরণ	২২৪	...	১১	মস্ত	মাস্ত	২৪১	...	৭
শৃঙ্গৈঃ	শৃঙ্গৈঃ	২২৪	...	১	বালিনঃ	বালিনঃ	২৪১	...	২ ১
তাম্	তাম্	২২৫	...	১	ভো	ভোঃ	২৪১	...	২ ৫
হুম্মন্তঃ	হুম্মন্তঃ	২২৫	...	৫	ভবাস্থে	ভবাস্থে	২৪৩	...	১০
ভ্রম্ননঃ	ভ্রম্ননঃ	২২৫	—	১২	হ্রনোদে	হ্রনোদে	২৪৪	...	২
ভবিষ্যতি	ভবিষ্যতি	২২৬	...	১০	ভূষাঘোষে	ভূষাঘোষে	২৪৫	...	২ ৪
সন্নীনো	সন্নীনো	২২৮	...	১	বিভীষণ গম্মী	বিভীষণ গম্মী	২৪৭	...	৪
বেষ্টিত	বেষ্টিত	২২৮	...	১৩	উৎপ্লুতা জলধৌ-				
মহম্	মহম্		উৎপ্লুতা জলধৌ	উৎপ্লুতা জলধৌ	২৪৬	...	৫
দৃষ্টা	দৃষ্টা	২২৮	...	১-৩-২	মন্ত্বে	মন্ত্বে	২৪৭	...	৩
দৃষ্টা	দৃষ্টা	২২৮	...	১	সীতা	সীতাঃ	২৪৮	...	২ ১
অক্ষসে	অক্ষসে	২২৯	...	১০	বরা	বীরা	২৪৮	...	২ ৭
বাকঃ	বাকঃ	২২৯	...	১৩	নিজগ্ন	নিজগ্ন	২৪৯	...	৮
বন্ধ	বন্ধঃ	২৩০	...	৩	কপি	কপিন্	২৪৯	...	২
মুখোপেতা	মুখোপেতা	২৩০	...	২	চপটে	চপটে	২৪৯	...	১১
বাক্যাদগুকা	বাক্যাদগুকা	২৩২	...	১১	কপি	কপি	২৪৯	...	১১
প্রেক্ষামান	প্রেক্ষামান	২৩২	...	১১	যুগ্মানভীব	যুগ্মানভীব	২৫০	...	২
দীপ্তঃ	দীপ্তঃ	২৩৩	...	১১	মার্গনাথ	মার্গনাথঃ	২৫০	...	১২
দৃষ্টা	দৃষ্টা	২৩৩	...	৫	বদন্ত	বদন্তা	২৫২	...	৫
সাম্বতি	সাম্বতি	২৩৩	...	১৪	রপ্যাগমঃ	রপ্যাগমঃ	২৫২	...	১১
বারিধি	বারিধি	২৩৫	...	৭	পরমাত্মন	পরমাত্মনঃ	২৫১	...	২ ৫
ভূনঃ	ভূনঃ	২৩৬	...	১২	যদন্তেন	যদন্তেন	২৫৩	...	৫
হুম্মন্তমতো	হুম্মন্তমতো	২৩৮	...	০ ১	রক্ষিতাঃ	রক্ষিতাঃ	২৫৩	...	২ ২
জ্যোতৈঃ	জ্যোতৈঃ	২৩৮	...	১ ২	চিন্তামাত্র	চিন্তামাত্র	২৫৩	...	২ ১০
প্রেক্ষামান	প্রেক্ষামান	২৩৮	...	১ ৬-৮	প্রকারে	প্রকারে	২৫৩	...	২ ১৬
পদাঙ্কঃ	পদাঙ্কঃ	২৪০	...	১	গচ্ছামে	গচ্ছামো	২৫৫	...	২
সমস্তাদমুক্তা	সমস্তাদমুক্তা	২৪০	...	২	সলিলাভাস	সলিলাভাস	২৫৬	...	২ ৫

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি
হুয়ং	হুয়ং	২৫৮	...	২	ইতুজ্জা	ইতুজ্জা	২৭০	...	৪
নাভুত্তর	নাভুত্তর	২৫৮	...	৫	দৃষ্টা	দৃষ্টা	২৭০	...	৪
বাস্তামহে	বাস্তামহে	২৫৯	...	৫	ইতুজ্জোপ	ইতুজ্জোপ	২৭২	...	১
আদেশকরণ	আদেশকরণ	২৫৯	...	২৪	বিক্রাদো	বিক্রাদো	২৭৩	...	৪
বিভোক:	বিমোক:	২৬০	...	৮	ভঙ্গরে	ভঙ্গরে	২৭৩	...	২ ১৩
তাবক্রতঃ	তাবক্রতঃ	২৬০	...	২ ৪	তন্মাতঃ	তন্মাতঃ	২৭৪	...	২ ১২
বিমোকসে	বিমোকসে	২৬০	...	২ ৫	লবধ	লব্ধা	২৭৪	...	২ ১
গতে	গতো	২৬০	...	২ ৭	বভীষণ তাজ্জিম্	বভীষণ-তাজ্জিম্	২৭৫	...	৪
অনার্ঘ্য	অনার্ঘ্য	২৬২	...	২ ৩	মুক	মুক	২৭৫	...	১০
বোহত	বোহত	২৬১	...	৫	চ্ছকো	চ্ছকো	২৭৫	...	৫
মেদেন	মেদেন	২৬১	...	১০	ভুক্তং	ভুক্তং	২৭৬	...	১৩
ভাতা	ভাতা	২৬৩	...	৫	ভোক্তৃং	ভোক্তৃং	২৭৬	...	২ ১
শূনোভোষ:	শূনোভোষ	২৬৩	...	৮	অবিচার্ঘ্য	অবিচার্ঘ্য	২৭৬	...	২ ১৪
রপাণীয়াংশ	রপাণীয়াংশ	২৬৫	...	৭	তাবদাদা	তাবদাদা	২৭৭	...	২ ৩
পুরুষ	পুরুষ:	২৬৫	...	২ ২	পুতান্না	পুতান্না	২৭৮	...	১০
সম্ভক্তি	সম্ভক্তি	২৬৫	...	২ ৫	মুদ্রাদ্যো:	মুদ্রাদ্যো:	২৭৯	...	২
যোগাথং	যোগাথ্য:	২৬৫	...	২ ৬	তরুংস্চোৎপাট্য	তরুংস্চোৎপাট্য	২৭৯	...	২ ২
প্রমিত্যুক্তা	প্রমিত্যুক্তা	২৬৬	...	৭	জয়রোজসা	জয়রোজসা	২৮০	...	২ ৭
হীতো	হীতো				তচ্ছুত্বা	তচ্ছুত্বা	২৮১	...	১১
পঠেদ্যস্ত লিখেদ্য	পঠেদ্যস্ত লিখেদ্য	২৬৬	...	২ ১	মুর্য়ুজ্জায়	মুর্য়ুজ্জায়	২৮২	...	২
তাবদ্রাজ্য:	তাবদ্রাজ্যঃ	২৬৬	...	২ ৭	নমস্	নমস্	২৮২	...	২ ৪
স্তম্ভু	স্তম্ভু	২৬৬	...	২ ১১	খজৈ	খজৈ:	২৮২	...	২ ৫
পরিষজ্য	পরিষজ্য	২৬৬	...	২ ১২	শক্তি	শক্তি:	২৮২	...	২ ৩
মুখং	মুখং	২৬৭	...	২	বুদ্ধে	বুদ্ধে	২৮৩	...	১
বৃথপৈ:	বৃথপৈ:	২৬৭	...	২	মহাসত্তঃ	মহাসত্তঃ	২৮৩	...	২
মবীং	মবীং	২৬৭	...	২	হরেত্তনো	হরেত্তনোঃ ॥ ২ ॥	২৮৩	...	২ ৮
দহমো	দহমো	২৬৯	...	৩	বিষ্ণুং	বিষ্ণুং	২৮৩	...	৩ ১
নিপাত্যতাম্	নিপাত্যতাম্	২৬৯	...	২ ২	গ্রহীতকাম:	গ্রহীতকামঃ	২৮৭	...	৪

(॥१०)

অন্তর্ভুক্তি	শক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অন্তর্ভুক্তি	শক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
রোধোপশ্র	রোধোপাশ্র	২৮৪	...	৮	মৃত্যাবজ্ঞায়	মৃত্যাবজ্ঞায়	৩০৬	...	৬
বায়ুগেণ	বায়ুবেগেন	২৮৫	...	৭	মুচ্ছিতঃ ভূম	মুচ্ছিতঃ পুন	৩০৬	...	২ ৩
বাগ্নিমত	বাগ্নিমৎ	২৮৮	...	৭	বুদ্ধা	বুদ্ধা	৩০৬	...	১২
প্রবায়ো	প্রবায়ো	২৮৮	...	৮	বিস্তর	বিস্তর	৩০৬	...	১৬
মৃতং	মৃতং	২৮৮	...	১৩	বিমৃতধী	বিমৃতধীঃ	৩০৭	...	২ ৩
যোজনায়ত্তম্	যোজনায়ত্তম্	২৮৯	...	৬	কহিরাগেন	কহিরাহিলেন	৩০৮	...	২
হনুমা-বন্ধা	হনুমা-বন্ধা	২৯০	...	২ ১২	সজ্জন	সজ্জন	৩০৮	...	১০
সঃ	স	২৯১	...	২	যুধৈপেঃ	যুধৈপেঃ	৩০৮	...	২ ২
পদম	পদম্	২৯৪	...	৪	প্রোশান্ত	প্রোশান্ত	৩০৯	...	১১
সম্বাদে	সম্বাদে	২৯৪	...	৯	বিবিভক্তভঃ	বিবিভক্তভঃ	৩০৯	...	২ ১০
স্বপ্তার্থঃ	স্বপ্তার্থঃ	২৯৫	...	৫	প্রহর্ষিতাঃ	প্রহর্ষিতাঃ	৩১১	...	৫
দাচ্ছুতং	দাচ্ছুতং	২৯৬	...	৬	পরিবাস্তরন	পরিবাস্তরন	৩১১	...	৬
বানরান্	বানরান্	২৯৭	...	২ ১২	শ্রু	শ্রু	৩১২	...	৪
বিশ্বাসাক্ষি	বিশ্বাসাক্ষি	৩০৮	...	১	কোণী-কচিন্	কোণী কচিন্	৩১২	...	২ ১২
ব্রহ্মণে	ব্রহ্মণে	৩০৮	...	২	নিধনায়চ	নিধনায়চ	৩১২	...	১১
স্তরস্তোর	স্তরস্তোব	৩০৮	...	১১	বৈণেঃ স্তরস্তোরগৈঃ	বাইনৈঃ-স্তরস্তোরগৈঃ	৩১৩	...	৫
রামস্তং	রামস্তং	৩০৯	...	১৭	যোদ্ধঃ	যোদ্ধুঃ	৩১৪	...	২
শেবঃ	শেবঃ	৩০১	...	৪	নিশ্চকামাথ	নিশ্চকামাথ	৩১৪	...	৭
মায়	মায়	৩০১	...	১৫	পঞ্চান্নায়ান্নোক্ষসে	পঞ্চান্নায়ান্নোক্ষসে	৩১৪	...	৭
সৌমিত্রিঃ	সৌমিত্রিঃ	৩০২	...	৫	অজ্ঞ সজ্ঞ	অজ্ঞ সজ্ঞ	৩১৪	...	১ ১৫
যুধপাঃ	যুধপাঃ	৩০৩	...	৬	ভোষদঃ	ভোষদঃ	৩১৫	...	১১
ইয়	ইব	৩০৩	...	৬	আহর	আহরঃ	৩১৫	...	২ ৩
লোচনঃ	লোচনঃ	৩০৪	...	৮	রঘুত্তমম্	রঘুত্তমম্	৩১৫	...	২ ৪
শক্রঃ	শক্রঃ	৩০৪	...	২ ৪	সম্বর্তকো	সম্বর্তকো	৩১৭	...	২ ৪
যুদ্ধেভাঃ	যুদ্ধেভাঃ	৩০৪	...	২ ১১	যুক্ত	যুক্ত	৩১৮	...	১
দক্ষীর্ষকালঃ	দক্ষীর্ষকালঃ	৩০৪	...	২ ১৩	সমীপস্থে	সমীপস্থে	৩১৮	...	৪
মুহুর্ষু	মুহুর্ষু	৩০৪	...	৩	সংরক্ষো	সংরক্ষো	৩১৮	...	২ ১
মুহুর্ষুঃ	মুহুর্ষুঃ	৩০৫	...	৬	বাহুভাঃ	বাহুভাঃ	৩১৮	...	২ ৭
					বর্জতে	বর্জতে	৩১৯	...	১

(୧୦)

ଅଂକ୍ତି	ଶୁଦ୍ଧି	ପୃଷ୍ଠା	କଲମ	ପଂକ୍ତି	ଅଂକ୍ତି	ଶୁଦ୍ଧି	ପୃଷ୍ଠା	କଲମ	ପଂକ୍ତି
ଜାଞ୍ଜଳାମାନଂ	ଜାଞ୍ଜଳାମାନଂ	୩୧୨	...	୨	ଚୂଷକ	ଚୂଷକ	୩୪୦	—	୨ ୩
କାନ୍ଧିକଂ	କାନ୍ଧିକଂ	୩୧୨	...	୨ ୧୧	ମାତ୍ୟା	ମାତ୍ୟା:	୩୪୩	—	୨ ୧୦
ଭାବାନପନ	ଭାବାନପନ	୩୨୦	...	୧୬	ନିର୍ଗାନ୍ତ	ନିର୍ଗାନ୍ତ	୩୫୭	—	୨ ୧୨
ବିଷ୍ଠାବେଶୀ	ବିଷ୍ଠାବେଶୀ	୩୨୦	...	୨ ୨	ଆସବନ୍ତଂ	ଆସବନ୍ତଂ	୩୫୯	—	୨ ୧
ନିବରୟତୁ	ନିବରୟତୁ	୩୨୧	...	୨ ୧	ତତୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣମାମାଦ୍ୟ ବୈଦେହୀଂ ନାମ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ ।				
ଯୋଗାନ୍ତନା	ଭକ୍ତ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତନା-ଭାବ୍ୟ	୩୨୩	...	୨ ୬	ଅଭ୍ୟାସଦୟତ ଶ୍ରୀତୋ ଭରତଃ ପ୍ରେମବିହ୍ବଳଃ ॥ ୮୫ ॥				
ଶୈବ	ଶୈବ	୩୨୪	...	୮	ସଂସୃତଃ	ସଂସୃତଃ	୩୫୧	—	୨ ୧
ହୃଦାଦୟ	ହୃଦାଦୟଃ	୩୨୪	...	୨	ଶୃଙ୍ଗା	ଶୃଙ୍ଗା	୩୫୧	—	୨ ୬
ଚିତ୍ତାଂ	ଚିତ୍ତାଂ	୩୨୫	...	୮	ଦ୍ରାଘ୍ୟ	ଦ୍ରାଘ୍ୟ	୩୫୧	—	୨ ୧
ସର୍ବମକୋ	ସର୍ବମକରୋ	୩୨୫	...	୧୦	ପାନିଷ୍ଠା	ପାନିଷ୍ଠା	୩୫୮	—	୨ ୬
ହର୍ଷ	ହର୍ଷ	୩୨୫	...	୨ ୧	ନିନାଦେଷ୍ଟ	ନିନାଦେଷ୍ଟ	୩୫୮	—	୨ ୧୨
ପୂଜାମାନୋ	ପୂଜାମାନୋ	୩୨୬	—	୨ ୧୦	ଚରଣୋ	ଚରଣୋ	୩୫୯	—	୨ ୨
ହର୍ଷଦ୍ଗଦୟା	ହର୍ଷଦ୍ଗଦୟା	୩୨୭	...	୨ ୭	ନୂତନସି	ନୂତନସି	୩୫୯	—	୨ ୧୧
ହତଶତ୍ରଂ	ହତଶତ୍ରଂ	୩୨୭	...	୨ ୧	କ୍ରତୁ	କ୍ରତୁ	୩୫୯	—	୨ ୭
ନିବିକାରୁତାଂ	ନିବିକାରୁତାଂ	୩୨୮	—	୨ ୮	ଗିବେଶ	ଗିବେଶ	୩୫୯	—	୨ ୧
ଭିହତୋ	ଭିହତୋ	୩୩୧	—	୬	ଅକ୍ତି	ଅକ୍ତି	୩୫୯	—	୨ ୧୦
ବନଧଂ	ବନଧଂ	୩୩୧	—	୨ ୮	ମତା	ମତା	୩୫୯	—	୨ ୧
ସତ୍ତ	ସତ୍ତ	୩୩୧	—	୨ ୬	ଭୂଂକ୍ୟ	ଭୂଂକ୍ୟ	୩୫୯	—	୨ ୧
ଭୁନି	ଭୁନି	୩୩୧	—	୨ ୮	ନାମ-ଧର୍ଷିତୋ	ନାମ-ଧର୍ଷିତଃ	୩୫୯	—	୨ ୧
ଧିନକଳ	ଧିନ	୩୩୨	—	୧	ସଂଗ୍ରହ	ସଂଗ୍ରହ	୩୫୯	—	୨ ୮
ପ୍ରତିବିଧ	ପ୍ରତିବିଧ	୩୩୩	—	୨	ତୃକ୍ତା	ତୃକ୍ତା	୩୬୦	—	୨ ୧୧
ବରାମଂ	ବରାଭଂ	୩୩୩	—	୨ ୬	ସମୁପକାର୍ପ	ସମୁପକାର୍ପ	୩୬୧	—	୨ ୧୦
ନରଚକ୍ଷ	ନରଚକ୍ଷ	୩୩୪	—	୨ ୫	ନକ୍ଷେ	ନକ୍ଷେ	୩୬୧	—	୨ ୮
ଭଗବାନ୍	ଭଗବାନ୍	୩୩୫	—	୭	ବ୍ରାହ୍ମଣଂ	ବ୍ରାହ୍ମଣଃ	୩୬୨	—	୨ ୧
ଦ୍ଵିଧ୍ୟାନହଂ	ଦ୍ଵିଧ୍ୟାନହଂ	୩୩୫	—	୮	ଅସଂସ୍କୃତିତ	ଅସଂସ୍କୃତିତ	୩୬୨	—	୨ ୧୧
ନଜ୍ଜାମାନଂ	ନଜ୍ଜାମାନାଂ	୩୩୬	—	୨ ୧	ନତୀମ୍ଭାସି	ନତୀମ୍ଭାସି	୩୬୪	—	୨ ୧୧
ମନିନଂ	ମନିନଂ	୩୩୭	—	୨ ୧୦	ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଧା	ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଧା	୩୬୪	—	୨ ୧୧
ଭୂତାନାଂ	ଭୂତାନାଂ	୩୪୦	—	୮	ହୃଦିଷ୍ଟିତୋ	ହୃଦିଷ୍ଟିତୋ	୩୬୫	—	୨ ୮

(৭০)

অঙ্ক	শুক্রি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অঙ্ক	শুক্রি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
পরিষদ্য	পরিষদ্য	৩৬৭	ঐ	১২	প্রযী	প্রযী	৩২০		৮
বাধ	বাধ	৩৬৮		৫	এষঃ	এষ	৩২০	ঐ	৬
শৃণু	শৃণু	৩৬৮		২	বুদ্ধি	বুদ্ধি	৩২১		৫
শৃণু	শৃণু	৩৬৮		১১	ষকত্র	ষকত্র	৩২১		১০
তুক্তা	তুক্তা	৩৬৮	ঐ	১	হহজ	হহমজ	৩২১	ঐ	৫
কালখঞ্জ	কালখঞ্জ	৩৬২		১৭	কুহি	হপ্যকুহি	৩২১	ঐ	৬
সর্কেত্রবনে	সর্কেত্রবনে	৩৬২	ঐ	২	অন	অন	৩২২		১
মেটাদ্যমঃ	মেটাদ্যমঃ	৪৭১		২	ম্য	ম্য	৩২৪		৪
পিবস্ত্যভূত	পিবস্ত্যভূত	৩৭১	ঐ	২	রাবন	রাধন	৩২৪		১০
ত্বহ্যক্ত	ত্বহ্যক্ত	৩৭১	ঐ	৫	বদীদং	বদীদং	৩২৪	ঐ	৫
ময়যন্তা	ময়যন্তা	৩৭২	ঐ	১৬	ঠেদ্য	ঠেদ্য	৩২৫	ঐ	১
দেশেহজ	দেশেহজ	৩৭৩	ঐ	৮	হর্ষ	হর্ষ	৩২৫	ঐ	১১
সাহায্যার্থে	সাহায্যার্থে	৩৭৪	ঐ	১	দুর্ধর্ষো	দুর্ধর্ষো	৩২৬		১২
ইত্যুক্তো	ইত্যুক্তো	৩৭৪	ঐ	২	ইত্যুক্তা	ইত্যুক্তা	৩২৬	ঐ	৪
ক্রিয়া নেব	ক্রিয়ানেব	৩৭৪	ঐ	২	ভাৰ্যা	ভাৰ্যা	৩২৬	ঐ	১৫
জগদারঃ	জগদারঃ	৩৭৬		১২	গৃহে	গৃহে	৩২৮		১২
যোদ্ধকামঃ	যোদ্ধকামঃ	৩৭৮	ঐ	২	ভর	ভরং	৩২৮	ঐ	১
পরান্নান	পরান্নানং	৩৭২		১	লাগ্নীকে	বাগ্নীকে	৩২৮	ঐ	৪
ভম	ভম্	৩৭২	ঐ	৬	ক্রকঃ	কুরু	৪০০		৫
ঈত	ঈত	৩৮১	ঐ	৫	রাধবঃ	রাধবঃ	৪০১		৫
প্রোচৌ	প্রোচ	৩৮২		২	নিদিধ্যাসনানন্তর নিদিধ্যাসনানন্তর ৪০১				১৪
ইত্যুক্তঃ	ইত্যুক্তঃ	৩৮২		৭	দিতো	দির্তো	৪০১	ঐ	৭
বীসো	বীসো	৩৮৪	ঐ	২	শৃঙ্গিবের	শৃঙ্গিবের	৩৫৬	ঐ	১৭
ভার্নাতানা	ভানা	৩৮৭	ঐ	২	সাতা	সাতা	৪০১	ঐ	১৫
যৈষ্ঠী	যোষ্ঠ	৩৮৭	ঐ	১৭	সুষেণঞ্চ	সুষেণঞ্চ	৪০২		৮
অভাং	অভাং	৩৮৮	ঐ	১০	বাগ্নীকিং	বাগ্নীকি	৪০২	ঐ	৩
সদৃশং	সদৃশং	৩২০	ঐ	১	গেরার	গেরাবং	৪০২	ঐ	১
জ্ঞানারে	জ্ঞান	০ ময়ে ৩২০	ঐ	৭	৪০২ হুয়ের পাতার ২০ নৌকের পর যে নৌক আছে তাহা হইবে না।				

অনুক্রি	তর্ক	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অনুক্রি	তর্ক	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
মযাশ্রম	মযাশ্রম	৪০৩		১১	সমস্রিত	সমস্রিত	৪২৪		১২
জাটভব	জাটভব	৪০৫		২	বিজি	বিজি	৪২৫		৩
অধার	অধার	৪০৬	ঐ	১০	বনঃ	মহাবলঃ	৪২৫		৬
পশ্চিচ্ছাস্ত্রো	পশ্চিচ্ছাস্ত্রো	৪০৭		২	আপতোহস্মি মহাতেজ আগতোহস্মি মহাভূজঃ।		৪২৫		১০
সংহিতাম্	সংহিতাম্	৪০৭	ঐ	৫					
আনন্দো	আনন্দো	৪০৮		১	গমনা বিজি	গমনে বিজি	৪২৫		১১
পুরুষঃ	পুরুষঃ	৩০৮		১	৩০	৩১	৪২৫		১
মণিশাসি	মণিশাসি	৪০৮		২	৩১	৩২	৪২৫	ঐ	৩
মেবাধিগম	মেবাধিগমা	৪০৮	ঐ	১	৩২	৩৩	৪২৫	ঐ	৪
পুণ্ড	পুণ্ড	৪০৮		১০	৩৩	৩৪	৪২৫	ঐ	১২
পুরুষবত্যা	পুরুষবতী	৪০৯		১৮	শ্রাধা	শ্রাধা	৪২৫		১
হরিম	হরিম্	৪১০		৮	মা নৃষ	মা নৃষা	৪২৫	ঐ	১৪
লক্ষণম্	লক্ষণম্	৪১১	ঐ	২	বান	বানর	৪২৬		৭
বিসজ্জিতঃ	বিসজ্জিতঃ	৪১১	ঐ	৮	বন্দ্য	সংগ্ৰি	৪২৬		১২
সমস্রো	সমস্রো	৪১২	ঐ	২	অনন্তর	অনন্তর	৪২৬		১৬
কাব্যাস্ত্রে	কাব্যাস্ত্রে	৪১৪		১	দক্ষেকণ	দক্ষেকণ	৪২৬	ঐ	২
ভুক্তা	ভুক্তা	৪১৬		৭	শ্রী	শ্রী	৪২৬	ঐ	১০
ইচ্ছা	ইচ্ছা	৪১৬		১৫	৩৪	৩৫	৪২৬		২
সিদ্ধিঃ	সিদ্ধিঃ	৪১৬		১৭	৩৫	৩৬	৪২৬		৬
অবাস্থা	অবাস্থা	৪১৬	ঐ	৩	৩৬	৩৭	৪২৬		১০
দাহ	বহুহ	৪১৭		২	৩৭	৩৮	৪২৬	ঐ	৩
নৈবে	নৈবে	৪১৮		১	কাস্তিঃ ॥	কাস্তি ॥ ৩৯ ॥	৪২৬	ঐ	৬
মায়ো	মায়ো	৪১৮		৩	৩৮	৪০	৪২৬	ঐ	১০
মহা	মহা	৪১৯	ঐ	৩	শাস্ত্রানি শাস্ত্রানি	শাস্ত্রানি শাস্ত্রানি	৪২৭		১
পতিতস্তাঃ	পতিতস্তাঃ	৪২১		৬	জগৎকৃত্ত্ববিগ্রহো জগৎকৃত্ত্ববিগ্রহা		৪২৭		১২
দস্তিতাম্	দস্তিতাম্	৪২২	ঐ	৬					
শক্রা	শক্রা	৪২২	ঐ	১৩	বিগ্রা	বিগ্রা	৪২৭		৩
নির্বাণঃ	নির্বাণঃ	৪২৩		৬৭	৩৯	৪১	৪২৭		৪

অনুক্রমিক	উক্তি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি	অনুক্রমিক	উক্তি	পৃষ্ঠা	কলাম	পংক্তি
পুরাণবাসীরা	পুরবাসীজনেরা	৪২৭	২	১৬	ভবাক্ষি	ভবাক্ষি	৪৩৯	-	১
কিরুদী	কিরুদী	৪২৭	ঐ	১৬	নাথ	নাথ	৪৩৯	-	১১
৬৮	৬৭	৪৩২		১২	স্বরূপম	স্বরূপম	৪৩৯	-	১৪
ঐতীনাং সার্কিৎ-ঐতীনাং সার্কিৎ		৪২৭		৫	ময়ত	ময়ত তং	৪৩৯	ঐ	৫
স্ববিস্তৃত	স্ববিস্তৃত	৪২৮	ঐ	২১	দন্দ	দন্দ	৪৩৯	-	৫
তং	তে	৪২৯	ঐ	৭	সজ্জেশ্বর	সজ্জেশ্বর	৪৪০	-	১৩
শক্রেদরো	শক্রেদরো	৪৩০		১১	অক্ষকার	অক্ষকার নাশকরিতে	৪৪০	-	১৫
সুস্তাব	সুস্তাব	৪৩১	ঐ	২	বিভূতিদ	বিভূতিদং	৪৪০	ঐ	৪
সান্তানিকান্যাস্ত সান্তানিকান্যাস্ত যান্ত ৪৩১				১২	তাপস	তাপস	৪৪০	ঐ	১২
দেবর্ষি	দেবর্ষি	৪৩১		১১	সুখাং	সুখা	৪৪১	-	২
কলেবর	কলেবর	৪৩১	ঐ	২৭	ধর্মী	ধর্ম	৪৪১	-	২
সজ্জাঃ	সংজ্জাঃ	৪৩২		১২	জুগ্মাদ্	জুগ্মাদ্	৪৪২	ঐ	৫
সান্তানিকা	সান্তানিক	৪৩২		১২	রামান্তিকি	রামাং কিঞ্চি	৪৪২	ঐ	১৩
৩৭	৪৭	৪২৮		৬	শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠ	৪৪২	ঐ	২৭
স্পৃষ্টা	স্পৃষ্টা	৪৩২	ঐ	২	প্রভং জন	প্রভঞ্জন	৪৪৩	-	৪
রঞ্জঃ	রুহা	৪৩২	ঐ	২	যতিপ্রভ জনসুত তস্মৈ যোগিজ্ঞান কথিত—ইহার পরিবর্তে				
স্থানস্তর	স্থানান্তর	৪৩২	ঐ	১১	“মুনীন্দ্রগণ কর্তৃক উভয়রূপে ব্যাখ্যাত পরম তস্মৈ পবনতনয়				
নয়কস্তায়া	নায়কস্ত	৪৩৩		১	হুমান্ যাহার সম্মুখে ব্যক্ত করিতেছেন”—ইহাবে				
সংস্কৃত মে	সংস্কৃতং মে	৪৩৩	ঐ	৪	বুধা	বুদ্ধা	৪৪৫	ঐ	৪
নমস্কার	নমস্কার	৪৩৪		১৩	ধর্মস্ত	ধর্মস্ত	৪৪৫	-	৬
সীর্ষাশ্বেত	সর্বশাশ্বেত	৪৩৪		২০	নিষ্টিতঃ	নিষ্টিতঃ	৪৪৫	-	৮
সৌমিত্র	সৌমিত্রি	৪৩৫	ঐ	৮	ভীতীকায়	ভিত্তিকায়	৪৪৫	ঐ	১৭
স্বত্রাকৃত	স্বত্রাকৃত	৪৩৫	ঐ	১৪	চিত্রকূট	চিত্রকূট	৪৪৬	ঐ	১৫
বীর্ষাং	বীর্ষাং	৪৩৬	ঐ	৩	বশিষ্ঠাদি	বশিষ্ঠাদি	৪৪৬	ঐ	১৮
ভর্গঃ	ভগং	৪৩৬	ঐ	৯	নেকাশ্র	মেকাশ্র	৪৪৭	-	৬
কোশলোয়ং	কোশলোয়ং	৪৩৭	ঐ	১৮	গমন্ত	গমন্	৪৪৭	-	১৩
নিরবং	নিরবদ্য	৪৩৮		১৮	হৃদ্যজ্ঞাস্ত	হৃদ্যজ্ঞান্	৪৪৭	ঐ	৫
জানকীং	জানকী	৪৩৮	ঐ	১২	নিবসতা	নিবসতা	৪৪৭	ঐ	৮

অংশ	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অংশ	ভুক্তি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
মুক্তিভ:	মুক্তিভ:	৪৪৭	ঐ	১০	প্রণয়	প্রণয়াদ্	৪৪৮	ঐ	৭
ভবাক্যঃ	ভবাক্যঃ	৪৪৭	ঐ	১৪	সুগ্রীব	সুগ্রীবঃ	৪৪৮	ঐ	১১
গুণঃ	গুণঃ	৪৪৮		৪	শ্রেয় চাহি	শ্রেয় চাহি	৪৪৮	ঐ	১৩
চারিণীমঃ	চারিণীমঃ	৪৪৮		১০	রামাঙ্ক	রামাঙ্ক	৪৪৮		১
রাধবমঃ	রাধবমঃ	৪৪৮		১১			৪৪৮		

শুদ্ধিপত্র সমাপ্ত ।

সূচিপত্র ।

প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।	প্রকরণ ।	পৃষ্ঠা ।
উদ্যমহেখর সম্বাদ	১	জটায়ুর সহিত কথা ও রাম লক্ষ্মণের কথোপ-	
শ্রীরামচন্দ্র	৬	কথন	১৩৩ ১৩৭
রামাবতারোৎপত্তি	১৩	শূর্ণগন্ধার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদ	১৩৮ ১৪৩
ঋষাশৃঙ্গোপাখ্যান	১৬	রাবণ মারীচ সম্বাদ	১৪৪ ১৪৭
রামাদির উৎপত্তি	২০	স্বর্ণমৃগাশ্বেষণে রামের গমন সীতার কটুবচনে	
বিশ্বামিত্রের সহিত রামচন্দ্রের বনগমন ও		লক্ষ্মণের তথা হইতে গমন ভিক্ষুক	
তারকাবধ	৩১	বেশে রাবণের আগমন ও তৎকর্তৃক	
সসৈন্য মারীচ সুবাহুর নিধন বিবরণ অহ-		সীতা হরণ	১৪৮ ১৫৩
ল্যার শাপমোচন ও তৎকৃত শ্রীরাম-			
চন্দ্রের স্তবকথন	৩৪	সীতার অদর্শনে রামের বিনাপ ও জটায়ু	
হরধনুর্ভঙ্গ ও রামাদির বিবাহ	৪০	মুখে সীতাহরণের কথা শ্রবণ ও	
পরশুরামের পরাজয় ও রামাদির অযোধ্যা		জটায়ুর মৃত্যু	১৫৩ ১৫৯
নগরে নিবাস	৪৬	কবন্ধ বধ	১৬০ ১৬৫
রাম নারদ সম্বাদ	৫১	শবরীর উপাখ্যান	১৬৫ ১৬৯
বশিষ্ঠের সহিত দশরথের ও কৈকেয়ীর			
সহিত মনুরার মন্ত্রণা	৫৫	ঋষামুক পর্কতে বানরাদি দর্শন ও সূত্রীরের	
কৈকেয়ীর সহিত দশরথের কথা ও কৈকেয়ী		সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মৈত্রতা	১৭০ ১৭৮
কর্তৃক রামের বনগমনে বর প্রার্থনা	৬২	সমুত্তাল বেধ ও বালি বধ	১৭৮ ১৮৪
রাম স্মৃতি সন্বাদ ।	৬৯	রাম তারা সম্বাদ	১৮৫ ১৯০
লক্ষণ ও সীতার সহিত শ্রীরামের বন গমন		রাম লক্ষ্মণের কথোপকথন	১৯০ ১৯৫
গুহকের সহিত মৈত্রতা ।	৭৭	সূত্রীবের উপেক্ষাদর্শনে রামের ক্রোধ	
		প্রকাশ ও লক্ষ্মণের কিকিদ্ধাপুরীতে	
গুহকের বিদায়, ভরদ্বাজ মুনির চরণ বন্দনা		গমন	১৯৫ ২০০
করিয়া চিত্রকূট পর্বত সমীপে বাল্মি-			
কীর আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন	৮৪	সীতাশ্বেষণে বানর গণের গমন ও যোগিনী	
সুমন্ত্রের অযোধ্যায় আগমন, দশরথের অন্ধ		সম্বাদ	২০১ ২০৮
মুনিকৃত অভিষেকের কথন ও নৃপতির			
মৃত্যু এবং ভরতের আগমন	৯২	বানর গণের খেদ ও সম্প্রতি দর্শন	২০৯ ২১৩
ভরতের রামচন্দ্রকে লইয়া আসিতে বন গমন	১০৩	সম্প্রতির পূর্বরূপান্ত	২১৪ ২১৮
রাম ও ভরতের কথোপকথন	১০৯	সাগর দর্শনে বানর গণের শঙ্কা	২১৯ ২২১
রামাদির দণ্ডকারণে প্রবেশ ও বিরোধ রূপান্ত	১১৮	হনুমানের সাগর লঙ্ঘন	২২২ ২২৬
শরভজ্ঞাপ্রমে গমন স্মৃতি এবং অগস্ত্য			
মুনির আতিথ্য গ্রহণানন্তর রামাদির		হনুমানের অশোকবনে প্রবেশ সীতা দর্শন	
পঞ্চবটীর বনে গমন	১২৩	এবং তথায় রাবণের সীতাবধে উদ্যোগ	২২৭ ২৩১
		সীতা ও হনুমানের কথোপকথন	২৩২ ২৪০
		পাশবন্ধ হইয়া রাবণ সভার হনুমানের	
		প্রবেশ তৎকৃত পরিচয় প্রদান ও হনু-	
		মান কর্তৃক লঙ্কাদাহ	২৪০ ২৪৬

প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।	প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।		
জানকীর সহিত যাক্তীর কথোপকথন	২৪৭	২৫২	রাবণ বধে দেবগণ কর্তৃক রামচন্দ্রের স্তোত্র	৩৪৭	৩৫৫
সীতার নিকটে বিদায় লইয়া আগমন ও			ভরতের আক্ষেপ ও রামাভিষেকার্থ ঋষিগণের		
বানর গণের মধুবনে প্রবেশ রামাদির			আগমন, মহাদেব, পিতৃগণ ও গন্ধর্ব্ব-		
নিকটে সীতা দর্শনের কথা প্রকাশ			গণের স্তোত্র যথাযোগ্য সংকার পূর্বক		
সমুদ্রতীরে শ্রীরামচন্দ্রের শিবির স্থাপন	২৫৩	২৫৭	অঙ্গদ, বিভীষণাদির স্ব স্ব স্থানে গমন	৩৫৫	৩৫৯
মন্ত্ৰীগণের সহিত রাবণের মন্ত্ৰণা বিভীষণ			অযোধ্যা নগরে ঋষিগণের আগমন অগস্ত্য		
বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে অবমাননা			কর্তৃক রাবণের পূর্বপুরুষের ও রাবণ		
ও বিভীষণের শ্রীরাম নিকটে আগমন	২৫৮	২৬২	কুন্তকর্ণাদির বৃত্তান্ত কথন	৩৬০	৩৭২
বিভীষণের সহিত মিত্রতা সাগরের মূর্তি-			বালিন্দ্রীবেশের জন্মকথা	৩৭২	৩৭৭
ধারণ করিয়া আগমন ও তৎকর্তৃক			নারদ রাবণের কথা পুষ্পকরথের প্রস্থান		
শ্রীরাম চন্দ্রের স্তব	২৬৩	২৭০	সীতারামের কথা বার্তা ও সীতাবর্জন	৩৭৮	৩৮৩
নল বানর কর্তৃক সমুদ্রবন্ধন ও শুক রাবণ সম্বাদ	২৭০	২৭৫	লক্ষ্মণকৃত শ্রীরামস্তোত্র	৩৮৪	৩৯৫
শুকের অপমান ও ব্রাহ্মণমূর্তি ধারণ, মাল্য-			শক্র কর্তৃক লবণাসুর বধ, শ্রীরামের অশ্বমেধ		
বানের হিতবচনে রাবণের অশ্রদ্ধা,			যজ্ঞ, কুশ বায়ীকির কথাবার্তা	৩৯৫	৪০০
উভয় পক্ষে যুদ্ধ ও অতিকার বধ	২৭৫	২৮২	রামের নিকটে কুশলবের রামায়ণ গান, সীতার		
লক্ষ্মণের শক্তিশেল, কালনেমি রাবণ সম্বাদ			সহিত পুনর্বার মুনিবরের তথায় আগমন		
হনুমান কর্তৃক কালনেমি বধ, লক্ষ্মণের			এবং বায়ীকি কর্তৃক বালকদ্বয়ের পরিচর		
চৈতন্য	২৮৩	২৯৪	প্রদান	৪০১	৪০৮
কুন্তকর্ণ বধ	২৯৫	৩০১	কালের আগমন, শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা ও লক্ষ্মণ		
ঈশ্রাজিৎ বধ	৩০১	৩০৭	বর্জন	৪০৯	৪১৯
রাবণের গোপনে আহুতি প্রদান বানরগণ			কুশ লবকে রাজ্য প্রদান, কামরূপী বানরগণের		
কর্তৃক যজ্ঞ ভঙ্গ ও মন্দোদরীর অপ-			আবির্ভাব, বিভীষণ ও মাকতি বাতীত		
মান এবং উভয়ের কথাবার্তা	৩০৮	৩১৩	সকলের শ্রীরামচন্দ্রাদির সহিত গমন,		
রাম রাবণের যুদ্ধ ও রাবণ বধ	৩১৪	৩২১	সরযু নদীর তলে সকলের কলবর ত্যাগ;		
সমুদ্রতীরে শিবিকারোহণে সীতার আগমন			পূর্বরূপ ধারণ, দেবগণের স্তব	৪২৬	৪৩৩
ও সীতার অগ্নি পরীক্ষা	৩২২	৩৩০	শ্রীরামচন্দ্রের স্তব	৪৩৪	৪৪৩
ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তব ও তথায়			সংক্ষিপ্ত রামায়ণ	৪৪৪	৪৫২
দেববেশে দশরথের আগমন	৩৩০	৩৩৭	রামাষ্টক		৪৫২
ইন্দ্রপ্রতিপত্ত পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া			নারায়ণ স্তব	৪৫৫	৪৫৫
রামাদির গমন, পশ্চিমদে; ভরদ্বাজ, গুহক					
ও ভরতের নিকটে আগমন বার্তা প্রদান	৩৩৮	৩৪৬			

অধ্যাত্মরামায়ণম্ ।

আদিকাণ্ডঃ ।

অনুক্রমণিকাধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ।

কদাচিত্ত্বারদো-যোগী পরানুগ্রহবাহুয়া ।
পর্যটনং সকলান্ লোকান্ ব্রহ্মলোকমুপাগমং ॥ ১ ॥
তত্র দৃষ্ট্বা মূর্ত্তিমন্তিস্ছন্দোভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ।
বালার্কপ্রভয়া সম্যগ্-ভাসয়ন্তং সভাগৃহম্ ॥ ২ ॥
মার্কণ্ডেয়াদিমুনিভিঃ স্তূয়মানং প্রজাপতিম্ ।
সৰ্ব্বাঙ্গগোচরজ্ঞানং সরস্বত্যা সমব্রিতম্ ॥ ৩ ॥
চতুমুখং জগন্নাথং ভক্তাভীকৃতফলপ্রদম্ ।
প্রণম্য দণ্ডবদভূমৌ তুষ্ঠাব মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন,—কোন সময়ে ভুবনহিতৈষী, মহাযোগীন্দ্র ভগবান্ নারদ ঋষি, সমস্ত লোক পর্যটনকরতঃ, ব্রহ্মলোক গমন করিলেন (১) । তথায় দেখিলেন,—মূর্ত্তিমান্ বেদসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া, প্রজাপতি নবোদিতপূর্য্যতুল্য প্রভাধারা সভাগৃহ উদ্ভাসিত করিতেছেন (২) এবং ব্রহ্মতেজঃসমপ্রভ তপোবীৰ্য্য-প্রদীপ্তদেহ মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণকর্তৃক, সৰ্ব্বাঙ্গগোচর সৰ্ব্বাঙ্গ-যামী প্রজাপতি ব্রহ্মা, বাগ্‌দেবী ভারতীর সহিত, স্তূয়মান হইতেছেন (৩) । সেই ভক্তজনাভীষ্টকলপ্রদ, চতুমুখ জগন্নাথকে, মাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, মুনিপুঙ্গব নারদ স্তবকরিলেন (৪) ।

সম্ভবন্তঃ মুনিং প্রাহ স্বয়ম্ভু-বৈষ্ণবোত্তমম্ ।
কিংপ্রমুদকামস্তুমসি তদ্বদিস্যামি তে মুনে ॥ ৫ ॥
ইত্যাকর্ণ্য মুনিশ্রেষ্ঠো বাক্যং ব্রহ্মাণমব্রবীৎ ।

নারদ উবাচ ॥ ৬ ॥

ত্বত্তঃ শ্রুতং ময়া সৰ্ব্বং পূৰ্ব্বমেব শুভাশুভম্ ।
ইদানীমেকমেবাস্তি শ্রোতব্যং স্মরসত্তম ॥ ৭ ॥
তদ্রহস্যমপি ক্রহি যদি তেহনুগ্রহো ময়ি ॥ ৮ ॥
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবৰ্জিতাঃ ।
দুরাচাররতাঃ সৰ্ব্বে সত্যবর্ত্তাপরাধুখাঃ ॥ ৯ ॥

অনন্তর স্বয়ম্ভু প্রজাপতি ব্রহ্মা, বৈষ্ণবচূড়ামণি নারদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, কহিলেন, বৎস! স্বাভিপ্রায় প্রকাশকর; তোমার প্রার্থনামুসারে অভিলষিত সমস্তই অকপটে কহিব (৫) ।

ইত্যাদি ব্রহ্মবাক্যাবসানে নারদ স্বাভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া, কহিলেন (৬),—হে স্মরসত্তম! পূৰ্বে হৃদীয়-মুখবিনির্গত শুভাশুভসমস্ততত্ত্ববর্ত্তা শ্রবণকরিয়াছি, এক্ষণে অপর একটি শ্রোতব্য আছে (৭), তাহা নিৰ্জনে অন্ধ-কম্পাপ্রকাশপূৰ্ব্বক ব্যক্ত করিলে, কৃতার্থ হই (৮) । ভয়ানক কলি-যুগ উপস্থিত হইলে, সমস্ত লোক পুণ্যজনক ধর্মকর্ম পরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক দুরাচারে রত এবং সত্যবর্ত্তায় পরাধীন, পরাপবাদে

পরাপবাদনিরতাঃ পরদ্রব্যভিলাষিণঃ ।
 পরস্ত্রীসক্তমনসঃ পরহিংসাপরায়ণাঃ ॥ ১০ ॥
 দেহাত্মদৃষ্টয়ো-মূঢ়া নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ ।
 মাতৃপিতৃকৃতদেষাঃ স্ত্রীদেবাঃ কামকিঙ্করাঃ ॥ ১১ ॥
 বিপ্রা-লোভভয়গ্রস্তা-বেদবিক্রয়জীবিনঃ ।
 ধনার্জনার্থমভ্যস্তবিদ্যামদবিমোহিতাঃ ॥ ১২ ॥
 ত্যক্তস্বজাতিকর্মাণঃ প্রায়শঃ পরবঞ্চকাঃ ।
 ক্লভিয়াশ্চ তথা বৈশ্যাঃ স্বধর্মত্যাগশীলিনঃ ॥ ১৩ ॥
 তদ্বচ্ছূদ্রাশ্চ যে কেচিৎ ব্রাহ্মণাচারতৎপরঃ ।
 স্ত্রিয়শ্চ প্রায়শো ভ্রষ্টা-ভত্রবজ্ঞাননির্ভরাঃ ॥ ১৪ ॥
 শ্বশুরদ্রোহকারিণ্যো-ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।
 এতেষাং নষ্টবুদ্ধীনাং পরলোকঃ কথং ভবেৎ ॥ ১৫ ॥
 ইতি চিন্তাকুলং চিত্তং জায়তে মম সন্ততম্ ।
 লঘুপায়েন যেনৈবাং পরলোকগতি-ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

নিরত, পরদ্রব্যে অভিলাষী, পরস্ত্রীতে আসক্তচিত্ত, পরহিংসা-
 পরায়ণ (১০), নিজদেহকে আত্মা জানিয়া তৎপ্রতিপালনে
 তৎপর, কর্তব্যাকর্তব্যবিচারবিমূঢ়, পশুবুদ্ধি, জনকজননী
 প্রতি ভক্তিহীন, প্রত্নত রুষ্ঠভাবে গুরুজনসম্ভাষণকারী, স্ত্রীবর্ণী-
 ভূত, কামাতুর (১১); ব্রাহ্মণগণ সदा অসৎপ্রতিগ্রহপ্রভৃতিতে
 লোলুপ, ভয়বিহ্বল, বেদবিক্রয়োপজীবী অর্থাৎ গ্রন্থবিক্রয় ও
 অধ্যাপনালব্ধ বেতনাদিদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী, অর্থকরী-
 বিদ্যাভ্যাসগর্বে বিমোহিত (১২), স্বজাতিকর্মত্যাগী এবং
 অত্যন্তপরপ্রতারণাপরায়ণ; ক্লভিয় ও বৈশ্যগণও স্বধর্মত্যাগ-
 শীল (১৩); তজপ শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাচারতৎপর; স্ত্রীজাতি অত্যন্ত
 ভ্রষ্টাচারিণী, ভর্তার প্রতি অবজ্ঞাকারিণী (১৪) ও শ্বশুরপ্রভৃতি
 গুরুজনের অনিষ্টকারিণী হইবে, সন্দেহ নাই। এই সমস্ত নষ্ট-
 মতি জনগণের পরকালে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? (১৫) এই
 চিন্তায় আমার চিত্ত সতত আকুল হইতেছে। যে সামান্য
 উপায়ে উক্ত জনগণের পরলোকে গতি হয় (১৬), আপনি

তমুপায়মুপাখ্যাহি সর্বং বেত্তি যতো-ভবান্ ।
 ইত্যেষেবাক্যমাকর্ণ্য প্রত্যাচাশ্বজাসনঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

সাধু পৃষ্ঠং হুয়া সাধো বক্ষ্যে তচ্ছৃণু সাদরম্ ।
 পুরা ত্রিপুরহস্তারং পার্শ্বতী ভক্তবৎসলম্ ॥ ১৮ ॥
 শ্রীরামতত্ত্বং জিজ্ঞাস্তুঃ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতা ।
 প্রিয়ায়ৈ-গিরিশস্ত্রৈশ্চ গুঢ়ং ব্যাখ্যাতবান্ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥
 পুরাণোক্তম-মধ্যাত্মরামায়ণ-মিতি শ্রুতম্ ।
 তৎ পার্শ্বতী জগদ্ধাত্রী পূজয়িত্বা দিবানিশম্ ॥ ২০ ॥
 আলোচয়ন্তী স্বানন্দমগ্না তিষ্ঠতি সাম্প্রতম্ ।
 প্রচরিস্যতি তল্লোকে প্রাণ্যদৃষ্টবশাদ্-যদি ॥ ২১ ॥
 তস্মাদধ্যয়নমাত্রেণ জনা-যাস্তান্তি সদগতিম্ ।
 তাবদ্বিজৃম্বতে পাপং ব্রহ্মহত্যাপুরঃসরম্ ॥ ২২ ॥

সেই উপায় ব্যক্ত করুন, যেহেতু আপনি সর্বজ্ঞ। ঋষির এই
 বাক্য শ্রবণকরিয়া অশ্বজাসন ব্রহ্মা প্রত্যুত্তরে প্রবৃত্ত হই-
 লেন (১৭)।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে সাধো! তুমি অত্যুৎকৃষ্ট প্রশ্নকরি-
 য়াছ। আমি স্বদীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, তুমি সাদরে শ্রবণ
 কর। পুরাকালে ত্রিপুরাসুরনাশক ভক্তবৎসল (মহাদেবকে)
 পার্শ্বতী (১৮), বিনয়বচনে শ্রীরামতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, স্বয়ং
 গিরিশ প্রিয়ার নিকট (অধ্যাত্মরামায়ণরূপ) নিগূঢ় (বিষয়)
 ব্যাখ্যাকরিয়াছিলেন (১৯)। জগদ্ধাত্রী পার্শ্বতী পুরাণপ্রধান সেই
 অধ্যাত্মরামায়ণ দিবানিশি অর্চন ও আলোচন করতঃ সানন্দ-
 চিত্তে অবস্থিতকরিতেছেন। এক্ষণে প্রাণিগণের শুভাদৃষ্টবশতঃ
 তাহাই লোকে প্রচারিত হইবে (২০) (২১)। তাহার অধ্যয়ন-
 মাত্রেই জনগণ সদগতি লাভ করিবে। যাবৎ জগৎসংসারে
 অধ্যাত্মরামায়ণের আবির্ভাব না হইবে, তাবৎ ব্রহ্মহত্যাপ্রভৃতি
 মহাপাপের প্রাহর্জাব থাকিবে এবং সমস্ত শাস্ত্র পরম্পর বিবদ-

যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ-মুদেষ্যতি ।
 তাবৎ সৰ্ব্বাণি শাস্ত্রাণি বিবদন্তে পরস্পরম্ ॥ ২৩ ॥
 যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ-মুদেষ্যতি ।
 তাবৎ স্বরূপং রামস্ত দুৰ্বোধং মহতামপি ॥ ২৪ ॥
 যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ-মুদেষ্যতি ।
 তাবৎ সৰ্ব্বপুরাণানি প্রবর্তন্তে মহীতলে ॥ ২৫ ॥
 যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ-মুদেষ্যতি ।
 তাবৎ কলির্মহোৎসাহঃ সঞ্চরিস্যতি নির্ভয়ঃ ॥ ২৬ ॥
 অধ্যাত্মরামায়ণসংকীৰ্ত্তনশ্রবণাদিজম্ ।
 ফলং বক্তুং ন শক্নোমি কাৎক্ষেন্ন মুনিসত্তম ॥ ২৭ ॥
 তথাপি তস্য মাহাত্ম্যং বক্ষ্যে কিঞ্চিৎ-ত্বানঘ ।
 শৃণু চিত্তং সমাধায় শিবেনোক্তং পুরা মম ॥ ২৮ ॥
 অধ্যাত্মরামায়ণতঃ শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকমেব বা ।
 যঃ পঠেত্তত্ত্বিসংযুক্তঃ স-পাপান্মুচ্যতে ক্ষণাৎ ॥ ২৯ ॥
 বস্তু প্রত্যহ-মধ্যাত্ম-রামায়ণ-মনন্যধীঃ ।
 যথাশক্তি পঠেত্তত্ত্বা স জীবন্মুচ্যতে নরঃ ॥ ৩০ ॥

মান হইবে (২২) (২৩) । যাবৎ জগতে অধ্যাত্মরামায়ণ না উদ্ভিত
 হইবে, তাবৎ মহৎ ব্যক্তিরূপে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপপরিজ্ঞানে
 অসমর্থ থাকিবে (২৪) । যত দিন না পৃথিবীতে অধ্যাত্মরামায়ণ
 প্রকাশিত হইবে, তাবৎ সমস্ত পুরাণ শাস্ত্র অপ্রবর্তিত থাকিবে
 (২৫) । যত দিন না সংসারে অধ্যাত্মরামায়ণ প্রাহুর্ভূত হইতেছে,
 তত দিন কলিযুগ মহোৎসাহসহকারে নির্ভয়চিত্তে বিচরণ-
 করিবে (২৬) । হে মুনিসত্তম ! যদিও আমি অধ্যাত্মরামায়ণের
 সংকীৰ্ত্তন ও শ্রবণাদিজনিত পুণ্যফল সম্পূর্ণরূপে বর্ণনকরিতে
 অসমর্থ (২৭), তথাপি, হে অনঘ ! যাহা আমি পূৰ্ব্ব মহাদেবের
 নিকট শ্রবণকরিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য বর্ণনকরি-
 তেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর (২৮) । যে ব্যক্তি অধ্যাত্ম-
 রামায়ণের একটি শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ ভক্তিসহকারে পাঠ করেন,
 তিনি সমস্ত পাপরাশিকে ক্ষণকালমাত্রে ভস্মসাৎ করিয়া মুক্ত
 হইতে পারেন (২৯) । যিনি অনন্তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূৰ্ব্বক প্রতি-

যো-ভক্ত্যর্চয়তেহধ্যাত্মরামায়ণ-মতদ্ভিতঃ ।
 দিনে দিনেহম্মেধস্ত কলং তস্য ভবেন্মুনে ॥ ৩১ ॥
 যদৃচ্ছয়াপি যোহধ্যাত্মরামায়ণ-মনাদরাৎ ।
 অন্ততঃশৃণুয়াম্ত্যঃসোহপি মুচ্যেত পাতকাৎ ॥ ৩২ ॥
 নমস্করোতি যোহধ্যাত্মরামায়ণ-মদূরতঃ ।
 সৰ্বদেবার্চনফলং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
 লিখিত্বা পুস্তকেহধ্যাত্মরামায়ণমশেষতঃ ।
 যো-দদ্যাদ্ভামভক্তেভ্য-স্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৪ ॥
 অধীতেষু চ বেদেষু শাস্ত্রেষু ব্যাহতেষু চ ।
 যৎ ফলং দুর্লভং লোকে তৎ ফলং তস্য সংভবেৎ ॥ ৩৫ ॥
 একাদশীদিনেহধ্যাত্মরামায়ণ-মুপোষিতঃ ।
 যো-রামভক্তঃ সদসি ব্যাকরোতি নরোত্তমঃ ॥ ৩৬ ॥
 তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণু বৈষ্ণবসত্তম ।
 প্রত্যক্ষরন্তু গায়ত্রীপূরশ্চর্যাকলং লভেৎ ॥ ৩৭ ॥

দিবস যথাশক্তি অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত
 হইতে পারেন (৩০) । যিনি ভক্তিপূৰ্ব্বক নিরালস্য হইয়া অধ্যাত্ম-
 রামায়ণ পুস্তক পূজা করেন, তিনি দিন দিন অম্মেধস্তরূপে
 ফল লাভ করিতে পারেন (৩১) । যে নর যদৃচ্ছাক্রমে অনাদরে যে
 কোন ব্যক্তিহইতে অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি পাতক-
 হইতে মুক্ত হইবেন (৩২) । যিনি অদূরতঃ অধ্যাত্মরামায়ণকে
 প্রণাম করেন, তিনি সৰ্বদেবের অর্চনফল লাভ করিতে পারেন,
 তাহার সংশয় নাই (৩৩) । (হে নারদ !) যিনি কৃত্বৎসব অধ্যাত্ম-
 রামায়ণ পুস্তক লিখিয়া রামভক্ত জনে প্রদান করেন, তাহার
 পুণ্যফল শ্রবণ কর (৩৪) । নিখিল বেদ অধ্যয়নকরিলে বা
 সমস্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যাকরিলে, যে ফল হয় আর ত্রৈলোক্যে যে ফল
 দুর্লভ, তাহার সেই সমস্ত ফল লাভ হয় (৩৫) । একাদশীদিনে
 যে রামভক্ত নরোত্তম উপোষিত হইয়া সভামণ্ডলীতে অধ্যাত্ম-
 রামায়ণ ব্যাখ্যাকরেন (৩৬), হে বৈষ্ণবসত্তম নারদ ! তাহার
 পুণ্যফল কীৰ্ত্তনকরি শ্রবণ কর । (উক্ত ব্যক্তি) গায়ত্রীপূরশ্চর-
 ণের প্রতি অক্ষরের ফল লাভ করেন (৩৭) । শ্রীরামনবমীদিনে

উপবাসত্বং কৃৎস্না শ্রীরামনবমীদিনে ।
 রাত্ৰৌ জাগরিতোহধ্যাত্মরামায়ণ-মনন্তধীঃ ।
 যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥
 কুরুক্ষেত্রাদিনিখিলপুণ্যতীর্থেষ্বনেকশঃ ।
 আত্মতুল্যং ধনং সূর্য্যগ্রহণে সর্ব্বতোমুখে ॥ ৩৯ ॥
 বিপ্রেভ্যো-ব্যাসমুখ্যেভ্যো-দত্ত্বা যৎ ফল-মশ্নুতে ।
 তৎফলং সম্ভবেৎ তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥
 যো-গায়তে মুদা-ধ্যাত্মরামায়ণ-মহর্নিশম্ ।
 অজ্ঞাং তস্য প্রতীক্ষন্তে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ৪১ ॥
 পঠন্ প্রত্যহমধ্যাত্মরামায়ণমতদ্ভিতঃ ।
 যদ্যৎ কৰোতি তৎকৰ্ম্ম তত্তৎকোটিগুণংভবেৎ ॥ ৪২ ॥
 তত্র শ্রীরামহৃদয়ং যঃ পঠেৎ স্মসমাহিতঃ ।
 সত্রক্ষ্নোহপি পূতাত্মা ত্রিভিরেব দিনৈর্ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
 শ্রীরামহৃদয়ং য-স্ত হনুমৎপ্রতিমাস্তিকে ।
 ত্রিঃপঠেৎপ্রত্যহংমৌনী স সর্ব্বৈষ্পিতভাগ্ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

নিরাহার জাগরিত ও অনন্তচিত্ত হইয়া যিনি অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল বলিতেছি (৩৮) । বারংবার কুরুক্ষেত্রপ্রভৃতি নিখিল পুণ্যতীর্থ পর্য্যটন করিলে বা সর্ব্বগ্রাস-চক্রসূর্য্যগ্রহণকালে বেদব্যাসসম বিপ্রসকলকে নিজবিভবানুসারে ধন দান করিলে, যে ফল হয়, উক্ত মহাত্মার সেই ফল হয়, ইহার সত্যতাবিষয়ে সংশয় নাই (৩৯) (৪০) । যে জন হৃষ্টচিত্তে দিবা-রাত্রি অধ্যাত্মরামায়ণ গান করেন, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ তাঁহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করেন (৪১) । নিরালস্য ব্যক্তি প্রত্যহ অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ করিয়া যে ধর্ম্মকর্ম্ম করেন, তাঁহার সে সমস্তই কোটিগুণ হয় (৪২) । যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া অধ্যাত্মরামায়-ণের অন্তর্গত শ্রীরামহৃদয় পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্ম হয় হইলেও, দিবসত্রয়মধ্যে পবিত্র হইবেন (৪৩) । যে ব্যক্তি মৌনী হইয়া হনুমৎপ্রতিমানিকটে প্রতিদিন বারত্ৰয় শ্রীরামহৃদয় পাঠ করেন, তিনি বাঞ্ছনীয় ফললাভ করিতে পারেন (৪৪) । যিনি তুলসী

পঠন্ শ্রীরামহৃদয়ং তুলস্বশ্বখয়ো-র্ষদি ।
 প্রদক্ষিণং প্রকুর্বাতি ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে ॥ ৪৫ ॥
 শ্রীরামগীতামাহাত্ম্যং সর্ব্বং জানাতি শঙ্করঃ ।
 তদর্দ্ধং গিরিজা বেত্তি তদর্দ্ধং বেদম্যহং মূনে ॥ ৪৬ ॥
 তত্তে কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি কৃৎস্নং বক্তুং ন শক্যতে ।
 যজ্জ্ঞাত্বা তৎক্ষণাল্লোকশ্চিৎতত্ত্বদ্বিমবাপ্তুয়াৎ ॥ ৪৭ ॥
 শ্রীরামগীতা যৎ পাপং ন নাশয়তি নারদ ।
 তন্ন পশ্যাম্যহং লোকে মার্গমাণোহপি সর্ব্বদা ॥ ৪৮ ॥
 রামেণোপনিষৎসিদ্ধুমুখ্যোৎপাদিতাং পুরা ।
 রামলক্ষ্মণযোগীতাং সুধাং পীত্বামরো ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥
 যমদগ্নিস্ততঃ পূর্ব্বং কার্ত্তবীৰ্য্যবধেপ্সয়া ।
 ধনুর্বিদ্যায়ভ্যাসিতুং মহেশস্তাস্তিকে বসন্ ॥ ৫০ ॥
 অধীয়মানাং পার্শ্বত্যা রামগীতাং প্রযত্নতঃ ।
 শ্রুত্বা গৃহীত্বা স্পঠন্ নারায়ণকলামগাৎ ॥ ৫১ ॥

বা অশ্বখ বৃক্ষ প্রদক্ষিণপুরঃসর শ্রীরামহৃদয় আবৃত্তি করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যাপাপহইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন (৪৫) । হে নারদ! শ্রীরামগীতামাহাত্ম্য শঙ্কর মহাদেব সমস্তই বিদিত আছেন, তদর্দ্ধ গিরিজা জানেন এবং তদর্দ্ধ আমি জানি (৪৬), অতএব তোমার নিক টসমস্ত কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইলেও আমি তাহার কিঞ্চিদ্ভাগ কহিতেছি, যাহা বিদিত হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে লোকের চিত্ত নিশ্চল হইতে পারে (৪৭) । হে নারদ! সর্ব্বদা ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে অবেষণ করিয়াও আমি এমন পাপ দেখিতে পাই না, শ্রীরামগীতা যাহা ধ্বংস করিতে অসমর্থ (৪৮) । পূর্বে শ্রীরাম সাগর মন্থন করিয়া রামলক্ষ্মণের গীতারূপ যে সুধা উৎপন্ন করিয়াছিলেন, উক্ত সুধাপানে সমস্ত বেদ অমর হইয়াছেন (৪৯) । পূর্বে যমদগ্নিতনয় পরশুরাম কার্ত্তবীৰ্য্যবধাভিলাষী হইয়া ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করিবার নিমিত্ত মহাদেবের নিকট অবস্থিতি-করতঃ (৫০) পার্শ্বতীকর্ত্তক অধীয়মানা রামগীতা যত্নসহকারে শ্রবণ, গ্রহণ ও পঠন-পূর্ব্বক নারায়ণাংশ লাভ করিয়াছেন (৫১) ।

ব্রহ্মহত্যাदिपापानां निष्कृतिं यदि वाञ्छति ।
 रामगीतां मासमात्रं पठित्वा मुच्यते नरः ॥ ५२ ॥
 ह्युपतिग्रहहूर्भोज्यहুরालापাদिसम्भवम् ।
 पापं सकृत्कीर्तनेन रामगीता विनाशयेत् ॥ ५३ ॥
 शालग्रामशिलायां च तुल्यशुद्धसन्निधौ ।
 यतीनां पुरतः-सुद्ध-द्रामगीतां पঠेत्तु यः ।
 स तत्फलमवाप्नोति यद्वाचোহপি न গোচরम् ॥ ৫৪ ॥
 रामगीतां पठन् भक्त्या यः श्राद्धे भोजयेद्द्विजान् ।
 तस्य ते पितरः सर्वे यास्यन्ति विष्णोः परंपदम् ॥ ৫৫ ॥
 একাদশ্যাং নিরাহারো-নিয়তো-দ্বাদশীদিনে ।
 স্থিৎসাগন্ত্যতরোমূলে রামগীতাং পঠেতু যঃ ।
 স-এব রাঘবঃ সাক্ষাৎ সর্বদেবৈশ্চ পূজ্যতে ॥ ৫৬ ॥

বিনা দানং বিনা ধ্যানং বিনা তীর্থাবগাহনম্ ।
 রামগীতাং নরোহীত্য তদন্তরকলং লভেৎ ॥ ৫৭ ॥
 বহুনা কি-মিহোক্তেন শৃণু নারদ তদ্বতঃ ।
 শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসাগমশতানি চ ।
 নাইস্তি নান্না-মধ্যাত্মরামায়ণকলা-মপি ॥ ৫৮ ॥
 অধ্যাত্মরামচরিতশ্চ মুনীশ্বরায়
 মাহাত্ম্য-মেতদুদিতং কমলাসনে ।
 যঃ শ্রদ্ধয়া পঠতি বা শৃণুয়াৎ স মর্ত্যঃ
 প্রাপ্নোতি বিষ্ণুপদবীং স্তরপূজ্যমানঃ ॥ ৫৯ ॥
 ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উমামহেশ্বরসংবাদে উত্তরখণ্ডে
 একষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

যে নর ব্রহ্মহত্যাदि नानाविध पापहते निष्कृति वाञ्छाकरिवেন,
 তিনি मासमात्र रामगीता আবৃত্তিকরিলেই মুক্ত হইতে পারি-
 বেন (৫২) । একবারমাত্র রামগীতাকীর্তনকারির নিন্দিতপ্রতি-
 গ্রহ, অভোজ্যভোজন, অসৎ আলাপন প্রভৃতি-জনিত সমস্ত
 পাপ বিনষ্ট হয় (৫৩) । শালগ্রামশিলা, তুলসী, অশ্বথ বৃক্ষ বা
 যতিদিগের পুরতঃ যে ব্যক্তি রামগীতা পাঠকরেন, তিনি
 বাক্যের অতীত ফল লাভকরিতে পারেন (৫৪) । যিনি পার্শ্ব-
 গাদি সাংবৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধদিবসে ব্রাহ্মণভোজনসময়ে ভক্তি-
 পূর্বক শ্রীরামগীতা পাঠকরেন, তাঁহার সমস্ত পিতৃলোক বিষ্ণুর
 পরম পদ প্রাপ্ত হন (৫৫) । একাদশীদিনে নিরাহার ও দ্বাদশী-
 দিনে (অর্থাৎ পার্ণদ্যদিবসে) নিষত হইয়া যিনি অগস্ত্যতরুমূলে
 রামগীতা পাঠকরেন, তিনি সাক্ষাৎ রাঘবস্বরূপ এবং সর্বদেব-
 পূজ্য হন (৫৬) । দান, ধ্যান ও তীর্থাবগাহনশ্রুতিবিরুদ্ধেও

মুখ্য রামগীতা অধ্যয়নকরিলেই অসীম ফল লাভকরিতে
 পারেন (৫৭) । হে নারদ ! এ বিষয়ে তোমার আর অধিক কি
 কহিব ; শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও আগমশত আবৃত্তি-
 করিলেও অধ্যাত্মরামায়ণের এক কলার তুল্য ফললাভ হয় না
 (৫৮) । কমলাসন ব্রহ্মা মুনীশ্বর নারদকে যে অধ্যাত্মরামায়ণ-
 মাহাত্ম্য কহিয়াছিলেন, মানবগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে তাহা
 পাঠ বা শ্রবণ করিলে দেবগণকর্তৃক পূজ্যমান হইয়া বিষ্ণুপদবী
 প্রাপ্ত হইবেন (৫৯) ।

এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উমা ও মহেশ্বরের কথোপকথনে উত্তরখণ্ডে
 একষষ্ঠিতম অধ্যায় উক্ত হইল ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

—০০—

ব্রহ্মোবাচ ।

যঃ পৃথ্বীতরবারণায় দিবজৈঃ সংপ্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ
সংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকূলে মায়া মনুষ্যোহর্যয়ঃ ।
হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবং পুনরগাদ-ব্রহ্মত্বমাদ্যাং স্থিরাম্
কীর্তিঃপাপহরাং বিধায় জগতাং তং জানকীশং ভজে ॥ ১ ॥

বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়া দিযু হেতুমেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্তিম্ ।
আনন্দসান্দ্ৰমমলং নিজবোধরূপং
সীতাপতিং বিদিততত্ত্বমহং নমামি ॥ ২ ॥
পঠন্তি যে নিত্যমনন্তচেতসঃ
শৃণুন্তি চাধ্যাত্মকসংজ্ঞিতং শুভম্ ।
রামায়ণং সর্বপুরাণসম্মতং
বিধূতপাপা-হরিমেব যান্তি ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নারদ ! যিনি চিন্ময়, অব্যয়, ভূতার-
হরণার্থ সুরগণ-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া, ভূতলে ভাস্করকূলে মায়া-
মনুষ্যভাবে জগৎসংসারের পাপহরা অচলা কীর্তি বিধানকরিয়া
রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশাননবদানন্তর পুনর্বার ব্রহ্মসায়ুজ্যপদ প্রাপ্ত
হইয়াছেন, ঐদৃশ জানকীশ রামচন্দ্রকে ভজনা করি (১) ।
যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের মুখ্য কারণ, মায়ার আধার
অথচ মায়াবিরহিত, অচিন্তনীয়মূর্তি, আনন্দরসমগ্ন, নির্মলজ্ঞান-
স্বরূপ, নিজবোধরূপ, বিদিতসমস্ততত্ত্ব; সেই সীতাপতিকে
প্রণাম করি (২) ।

যাঁহারা অনন্তচিত্ত হইয়া প্রতিদিন সর্বপুরাণসম্মত আধ্যাত্ম-
রামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা বিধূতপাপ হইয়া বৈকুণ্ঠ-
ভবনে গমন করেন (৩) । যিনি ভববন্ধনহইতে মুক্তি লাভ

অধ্যাত্মরামায়ণমেব নিত্যং

পঠেদ-যদীচ্ছেন্দ্রববন্ধমুক্তিম্ ।

গবাং সহস্রায়ুতকোটাদানজং

ফলং লভেদ-যঃ শৃণুয়াৎ স নিত্যম্ ॥ ৪ ॥

পুৱারিগিরিসম্ভূতা শ্রীরাঃমার্গবসংজ্ঞিতা ।

অধ্যাত্মরামগঙ্গায় পুন্যতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৫ ॥

কৈলাশাগ্রে কদাচিদ্ভবিষ্যতবিমলে মন্দিরে রত্নপীঠে
সংবিষ্টং ধ্যাননিষ্ঠং ত্রিনয়নমভয়ং সেবিতং সিদ্ধসংঘৈঃ ।
দেবী বামাস্ত্রসংস্থা গিরিবরতনয়া পার্ৱতী ভক্তিনত্ৰা
প্রাহেদং দেবমীশং সকলমলহরং বাক্যমানন্দকন্দম্ ॥ ৬ ॥

পার্কৃত্যুবাচ ।

নমোহস্ত তে দেব জগন্নিবাস

সর্বাত্মদৃক্ ত্বং পরমেশ্বরোহসি ।

করিতে বাসনা করিবেন, তিনি প্রতিদিবস অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ
করবেন এবং যিনি নিত্য উক্ত রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি
কোটীসহস্রায়ুত সবৎসা ধেনুদানের ফল লাভ করেন (৪) ।
হিমগিরিসম্ভবা ত্রিপথগামিনী ভাগীরথীর শ্রায় কৈলাশশিখর-
সম্ভূতা শ্রীরাঃ-সাগর-সঙ্গতা অধ্যাত্মরামায়ণগঙ্গা ত্রিভুবন পবিত্র
করিতেছেন (৫) । একদা কৈলাশাগ্রে মহাদেবের বামোন্ম-
তলবাসিনী ভক্তিনত্ৰা গিরিবরতনয়া পার্ৱতী শতসুহৃদতুল্যবিমল
মন্দিরে রত্নময়পীঠোপরি উপবিষ্ট ধ্যাননিষ্ঠ সিদ্ধসমূহসেবিত
অভয় ত্রিনয়ন দেবদেব মহাদেবকে আনন্দরসপূর্ণ কলুষবিনাশক
বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন (৬),—হে দেব জগন্নিবাস ! আপনাকে

পৃচ্ছামি তত্ত্বং পুরুষোত্তমস্ত
 সনাতনত্বঞ্চ সনাতনোহসি ॥ ৭ ॥
 গোপ্যং যদত্যন্তমনস্ত্র্যবাক্যং
 বদন্তি ভক্তেষু মহানুভাবাঃ।
 তদপ্যহোহং তব দেব ভক্ত্যা
 প্রিয়োহসি মে ত্বং বদ যত্ত্বু পৃচ্ছম্ ॥ ৮ ॥
 জ্ঞানং সবিজ্ঞানমথানুভক্তি-
 বৈরাগ্যমুক্তঞ্চ মিতং বিভাস্তনু।
 জানাম্যহং বোধিদপি ত্বদ্বক্তা
 যথা তথা ক্রহি তরন্তি যেন ॥ ৯ ॥
 পৃচ্ছামি চান্যচ্চ পরং রহস্ত্যং
 তদেব চাশ্রে বদ বারিজাক্ষ।

শ্রীরামচন্দ্রেহখিলতত্ত্বসারে
 ভক্তির্দৃঢ়া নৌ ভবতি প্রসিদ্ধা ॥ ১০ ॥
 ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায়
 নান্যততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ।
 তথাপি হৃৎসংশয়বন্ধনং মে
 বিভেদ্যমহিষ্ঠানয়োক্তিভিত্ত্বম্ ॥ ১১ ॥
 বদন্তি রামং পরমেকমাদ্যং
 নিরস্তমায়ুগুণনংপ্রবাহম্।
 ভজন্তি চাহর্নিশমপ্রমত্তাঃ
 পরং পদং যান্তি তথৈব সিদ্ধাঃ ॥ ১২ ॥
 বদন্তি কেচিৎ পরমোহপি রামঃ
 স্ববিদ্যায়া সংবৃতমানসঃ স্বম্।
 জানাতি নাত্মানমতোহপরেণ
 সংবোধিতো-বেদপরাত্মতত্ত্বম্ ॥ ১৩ ॥
 যদি প্রজানাতি কুতো-বিলাপঃ
 সীতা হতা তেন কৃতঃ পরেণ।

নমস্কার, আপনি সর্গাঙ্গদৃক ও পরমেশ্বর; আপনাকে পুরুষোত্ত-
 মের তত্ত্ব ও সনাতনত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি, যেহেতু আপনিও
 সনাতন (৭)। যদিও শিববাক্য অতিশয় গোপনীয়, তথাপি
 মহানুভব ব্যক্তিরা ভক্তজনে বিতরণ করিয়া থাকেন, কারণ
 আমিও আপনার অতিভক্তিপ্রিয়, অতএব হে ভক্তিপ্রিয়!
 আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আপনার সর্বতোভাবে বিধেয় (৮)।
 হে বিভাস্তনু! যদিও আপনি আমার পূর্বে জ্ঞানযোগ, বিজ্ঞান-
 যোগ, ভক্তিযোগ ও বৈরাগ্যযোগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং
 যদিও আমি উক্ত যোগচতুষ্টয় জানি, তথাপি বোধিদ্বিধার
 আমাকে পুনর্বার কহিতে অনুমতি হয় (অর্থাৎ সমসামুসারে
 সকল কথা সর্বদা আমার স্মৃতিপথবর্তিনী হয় না; শ্রুতিরূপা
 ভবদীয় বাণী শ্রবণ করাই আমাদের কর্তব্য, কারণ শ্রুতি ও
 স্মৃতির পরস্পর বিরোধ হইলে শ্রুতিই বলবতী হয়), অতএব
 মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা যেক্ষেপে উদ্ধার হইতে পারে, তদ্রূপ বলিতে
 আজ্ঞা হয় (৯)। আমি আপনার সমীপে আর একটি যে
 রহস্ত কথঞ্চ জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে বারিজাক্ষ! আপনি আমার

তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। অখিলতত্ত্বসার শ্রীরামে কিরূপে
 আমাদের অনপায়িনী অসাধারণী প্রসিদ্ধা ভক্তি জন্মিতে
 পারে (১০)। ভক্তিই ভবমোচনের নিমিত্ত প্রসিদ্ধা, তদপেক্ষা
 অল্প কোন সাধন নাই, তথাপি আপনি আমার মানসসংশয়বন্ধন
 ছেদন করিবার উপযুক্ত পাত্র (১১)। অপ্রমত্ত সিদ্ধ ব্যক্তিরা
 শ্রীরামকে শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, আদ্য ও মায়ামুগপ্রবাহরহিত জানিয়া
 দিবারাত্র ভজনা করিয়া পরমপদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন (১২)।
 নিজ বিদ্যাধারা আচ্ছন্নচিত্ত কোন কোন ব্যক্তিরা শ্রীরামকে
 পরম বলিয়া বিদিত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজ আত্মতত্ত্ব
 বোধ না থাকায়, অপরবোধিত ব্যক্তিকর্তৃক স্তবোধিত হইয়া,
 বেদপরমাত্মতত্ত্ব জানিয়া থাকেন (১৩)।

সীতা শত্রুহস্তগৃহীতা হইবেন এইট যদি জানেন তবে
 শ্রীরাম কি হেতু বিলাপ করিবেন, আর যদি এ বিষয় অবিজ্ঞাত

জানাতি নৈবং যদি কেন সেব্যঃ
সমো-হি সর্বৈরপি জীবতাতৈঃ ॥ ১৪ ॥

অত্রোত্তরং কিং বিদিতং ভবন্তি-
স্তদ্ব হি মে সংশয়ভেদি বাক্যম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীমহেশ্বর-উবাচ ।

ধন্যাসি ভক্তাসি পরাত্মনস্ত্বং ।

যজ্ঞাতুমীহা তব রামতত্ত্বম্ ।

পুরা ন কেনাপ্যভিনোদিতোহহং

বক্তুং রহস্তং পরমং নিগূঢ়ম্ ॥ ১৬ ॥

ত্বয়াদ্য ভক্ত্যা পরিণোদিতোহহং

বক্ষ্যে নমস্কৃত্য রঘুভ্রমন্তে ।

রামঃ পরাত্মা প্রকৃতেরনাদি-

রানন্দ-একঃ পুরুষোত্তমো-হি ॥ ১৭ ॥

স্বমায়রা ক্লেশমিদং হি সৃষ্টা

নভোবদন্তুর্বহিরাস্থিতো যঃ ।

সর্বান্তরস্থো-হি নিগূঢ়-আত্মা

স্বমায়রা সৃষ্টমিদং বিচক্ষে ॥ ১৮ ॥

ছিলেন, তাহা হইলে সমস্ত জীবের জনকত্বলা হইয়া শ্রীরাম কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা সেব্য হইবেন (১৪)? ইহার প্রত্যুত্তর কি, সংশয়ভেদি বাক্যদ্বারা সবিস্তরে ব্যক্ত করুন (১৫)।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে পার্শ্বতি! তুমি ধন্যা ও পর-
মায়ার পরমভক্তা, যেহেতু শ্রীরামতত্ত্ব জানিতে তোমার সমুচিত
চেষ্টা হইয়াছে; পূর্বে এরূপ নিগূঢ় পরম রহস্ত বলিবার নিমিত্ত
কেহই আমাকে অনুরোধ করে নাই (১৬)। অদ্য আমি
তোমার ভক্তিপ্রেমে বণীভূত হইয়া রঘুভ্রম শ্রীরামচরণাবিন্দে
প্রগতিপূর্বক স্বদীয় প্রেমের প্রত্যুত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলাম। রাম
পরমাত্মা প্রকৃতির অনাদি সদানন্দময় অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম (১৭)।
যিনি নিজমায়াপ্রভাবে এই চরাচর স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া নভোমণ্ডলের ত্রায় অভ্যন্তরে ও বাহ্যে স্বপ্র-
কাশ সর্বান্তর্ধ্যামী নিগূঢ় আত্মা-রূপে অবস্থিত করিতেছেন

জগন্তি নিত্যং পরিতো ভ্রমন্তি

যৎসন্নিধৌ চুষ্কলৌহবন্ধি ।

এতন্ন জানন্তি বিমূঢ়চিত্তাঃ

স্ববিদ্যায়া সংব্রতমানসন্তে ॥ ১৯ ॥

স্বাজ্ঞানমপ্যাত্মনি শুদ্ধবোধে

স্মারোপয়ন্তীহ নিরন্তমায়ে ।

সংসারমেবানুসরন্তি যে বৈ

পুত্রাদিসক্তাঃ পুরুষশ্চ্যুতাঃ ॥ ২০ ॥

জানন্তি নৈবং হৃদয়স্থিতং বৈ

চামীকরং কণ্ঠগতং যথাজ্ঞাঃ ॥ ২১ ॥

যথা প্রকাশো-নভু বিদ্যাতে রবৌ

জ্যোতিঃস্বভাবাৎ পরমেশ্বরে তথা ।

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনে রঘুভ্রমে-

হবিদ্যা কথং স্মাৎ পরতঃ পরাত্মনি ॥ ২২ ॥

(১৮)। এই সমস্ত জগৎ চুষ্ক ও লৌহের ত্রায় নিরন্ত বাঁহার
চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে; (অর্থাৎ চুষ্কপ্রস্তরের সান্নিধ্য-
বশতঃ যেরূপ অচৈতন্য জড়পদার্থ লৌহাদি বস্তুর চলনশক্তি
জন্মিয়া থাকে, তজ্জপ অসামান্যমায়াশক্তিবিশিষ্ট বিশ্বভাবন
পরমাত্মা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এই দেহাদি অচৈতন্য জড়পদা-
র্থের চৈতন্য জন্মিয়া থাকে।) ইহা মুক্তাস্তঃকরণ নিজমায়াচ্ছন্নচিত্ত
ব্যক্তির জানিতে পারে না (১৯), বরং সচ্চিদানন্দ নির্বিকার
নিরন্তমায় নির্মলবোধ পরমাত্মা ঈশ্বরের প্রতি নিজের অজ্ঞানতা-
রূপ দোষারোপণ করতঃ প্রারব্ধ কর্মের ভোগবশতঃ পুত্রাদি
বিষয়ে আসক্তচিত্ত হইয়া ঘোরতর সংসারের অনুসরণ করিয়া
থাকে (২০)। অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন কণ্ঠস্থিত চামীকর জানিতে
পারে না, তজ্জপ সর্বভূতহৃদয়স্থিত ঈশ্বরকে সামান্য লোকে
কিরূপে জানিতে পারিবে (২১)। জ্যোতিঃস্বভাবহেতু যেরূপ
সূর্য্যবিষয়ক জ্ঞান বোধ হয়, তজ্জপ ঈশ্বরের কার্য্যপ্রকাশহেতু
ঈশ্বরকারণজ্ঞান প্রকাশিত হয়, অতএব পরাংপর পরমাত্মা বিশুদ্ধ-
বিজ্ঞানঘন রঘুভ্রম রামচন্দ্রে অবিদ্যার সম্ভাবনা কোথায়? (২২)

যথা হি চাক্ষো-ভ্রমতো-গৃহাদিকং
 বিনষ্টদৃষ্টে-ভ্রমতীব দৃশ্যতে ।
 তথৈব দেহেন্দ্রিয়কর্তৃরাশ্রয়ঃ
 কৃতং পরো-হস্ত জনো-বিমুহতি ॥ ২৩ ॥
 নাহো-ন রাত্রিঃ সবিতু-র্যথা ভবেৎ
 প্রকাশরূপো-ব্যভিচারতঃ কচিৎ ।
 জ্ঞানং তথাজ্ঞানমিদং দ্বয়ং হরৌ
 রামে কথং স্থাস্তি শুদ্ধচিৎসনে ॥ ২৪ ॥
 তস্মাৎ পরানন্দময়ে রঘুভমে
 বিজ্ঞানরূপো হি ন বিদ্যতে তমঃ ।
 অজ্ঞানসাক্ষিণ্যরবিন্দলোচনে
 মায়াক্রয়ত্বান্ন বিমোহকারণম্ ॥ ২৫ ॥
 তত্র তে কথয়িষ্যামি রহস্তমপি দুর্লভম্ ।
 সীতারামমরুৎসূনুসংবাদং মোক্ষসাধনম্ ॥ ২৬ ॥

কিংবা নয়নদ্বয়ের ভ্রমবশতঃ গৃহাদি বস্তুসকল যেমন
 দর্শনে অগোচর হয়, পরে ভ্রমের অন্যথা হইলে পুনর্বার উহা
 দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়কর্তা পরমেশ্বরের
 কর্তৃক এইরূপ সমস্ত ঘটনা ঘটতে পারে। ইহাতে সাধারণ
 জ্ঞানের মুগ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা (২৩)। অথবা সূর্য্যদেব
 যেরূপ দিবা ও রাত্রি-বিধানের কারণ নহেন, জ্যোতিঃস্বভাবহেতু
 কখন প্রকাশমান ও কখন অপ্রকাশ থাকেন, তদ্রূপ জ্ঞান ও
 অজ্ঞান এই দুইটি উক্ত শুদ্ধচিত্ত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা শ্রীরামে
 কিরূপে থাকিতে পারে? (২৪) অতএব পরানন্দময় বিজ্ঞান-
 কারণ (অর্থাৎ বিজ্ঞানগুণ অবিরত শ্রীরামে বিদ্যমান রহিয়াছে),
 রঘুভমে রামচন্দ্রে তমোগুণ নাই এবং মায়াক্রয়ত্বপ্রযুক্ত অজ্ঞান-
 সাক্ষী অরবিন্দলোচন সেই রামে কেন মোহের কারণ উপস্থিত
 হইবে? (২৫) অতএব, হে পার্শ্বতি! আমি তোমার নিকট
 সীতা, রাম ও হনুমান-সংক্রান্ত মোক্ষসাধন সুদুর্লভ রহস্ত কীর্তন
 করিতেছি, (তুমি অবহিতা হইয়া শ্রবণকর) (২৬)।

পুরা রামায়ণে রামো-রাবণং দেবকণ্টকম্ ।
 হস্তা রণে রণশ্লাঘী সপুত্রবলবাহনম্ ॥ ২৭ ॥
 সীতয়া সহ স্ত্রীবলক্ষণাভ্যাং সমন্বিতঃ ।
 অযোধ্যামগমদ্রামো-হনুমৎপ্রমুখৈ-বৃতঃ ॥ ২৮ ॥
 অভিষিক্তপরিবৃতো-বশিষ্ঠাদৈ-র্মহাত্মভিঃ ।
 সিংহাসনে সমাসীনঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥ ২৯ ॥
 দৃষ্ট্বা তদা হনুমন্তং প্রাজ্ঞলিং পুরতঃ স্থিতম্ ।
 কৃতকার্য্যং নিরাকাজ্জং জ্ঞানাপেক্ষং মহামতিম্ ॥ ৩০ ॥
 রামঃ সীতা-মুবাচেদং ক্রহি তত্ত্বং হনুমতে ।
 নিষ্কল্মষোহয়ং জ্ঞানস্যপাত্রং নৌ নিত্যভক্তিমান্ ॥ ৩১ ॥
 তথেন্তি জ্ঞানকী প্রাহ তত্ত্বং রামবিনিশ্চিতম্ ।
 হনুমতে প্রপন্নায় সীতা লোকবিমোহিনী ॥ ৩২ ॥

পূর্বে রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র, সপুত্রবলবাহন দেবকণ্টক রাব-
 ণকে রণে বিনাশপূর্ব্বক রণশ্লাঘী হইয়া (২৭) সীতা, স্ত্রীব ও
 লক্ষণের সহিত মিলিত এবং হনুমৎপ্রমুখ বানরগণে পরিবেষ্টিত
 হইয়া নিজ রাজধানী অযোধ্যাপুরী গমনকরিয়াছিলেন (২৮)।
 পরে তিনি বশিষ্ঠপ্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণকর্তৃক পরিবৃত ও
 রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কোটিসূর্য্যতুল্য
 দীপ্তি ধারণকরিয়াছিলেন (২৯), তখন তিনি সমুখবর্তী
 বদ্ধাজলি কৃতকার্য্য নিরাকাজ্জ জ্ঞানাপেক্ষী মহামতি হনুমান্কে
 অবলোকনকরিয়া (৩০) (প্রিয়ংবদা জনকনন্দিনী) সীতাকে
 (ইঙ্গিতদ্বারা) কহিলেন,—হে প্রিয়ে! জগৎপ্রাণকুমারকে
 কিঞ্চিৎ তত্ত্বজ্ঞানের কথা বল, এ ব্যক্তি নিষ্কল্মষ, জ্ঞানের ভাজন
 এবং আমাদের প্রতি সতত ভক্তিমান্ (৩১)। সর্বলোক-
 বিমোহিনী জনকনন্দিনী যে আজ্ঞা বলিয়া অতিবশংবদ শরণা-
 গত সমীরণহস্তকে রামবিনিশ্চিত তত্ত্বকথা বর্ণনকরিতে সমুদ্যতা
 হইলেন (৩২)। সীতা কহিলেন,—হে পবনতনয়! তুমি শ্রীরাম-

সীতোবাচ ।

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-মদ্বয়ম্ ।
 সর্বোপাধিবিনিমুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্ ॥ ৩৩ ॥
 আনন্দং নির্মলং শান্তং নির্বিকারং নিরঞ্জনম্ ।
 সর্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশ-মকল্মষম্ ॥ ৩৪ ॥
 মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্ ।
 তস্য সন্নিধিমাত্রেন সৃজামীদমতদ্রিতা ॥ ৩৫ ॥
 তৎসান্নিধ্যান্ময়া সৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩৬ ॥
 অযোধ্যানগরে জন্ম রঘুবংশেহতিনির্মলে ।
 বিশ্বামিত্রসহায়ত্বং মথসংরক্ষণং ততঃ ॥ ৩৭ ॥
 অহল্যাপাপশমনং চাপভক্ষো-মহেশিতুঃ ।
 মৎপাণিগ্রহণং পশ্চাদ্ভার্গবস্তু মদক্ষয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
 অযোধ্যানগরে বাসো-ময়া দ্বাদশবার্ষিকঃ ।
 দণ্ডকারণ্যগমনং বিরোধবধ-এব চ ॥ ৩৯ ॥

মায়ামারীচমরণং ছায়াসীতাহতিস্তথা ।
 জটায়ুসো-মোক্ষলাভঃ কবন্ধস্য তথৈব চ ॥ ৪০ ॥
 শবর্যাঃ পূজনং পশ্চাৎ স্ত্রীবেণ সমাগমঃ ।
 বালিনশচ বধঃ পশ্চাৎ সীতাস্বেষণমেব চ ॥ ৪১ ॥
 সেতুবন্ধশ্চ জলধৌ লঙ্কায়াস্চ নিরোধনম্ ।
 রাবণস্ত বধো-যুদ্ধে সপুত্রস্য ছুরাঅনঃ ॥ ৪২ ॥
 বিভীষণে রাজ্যদানং পুষ্পকেণ ময়া সহ ।
 অযোধ্যাগমনং পশ্চাদ্রাজ্যেরামাভিষেচনম্ ॥ ৪৩ ॥
 এবমাদীনি চান্মানি ময়েবাচরিতান্যপি ।
 আরোপয়ন্তিরামেহস্মিন্ নির্বিকারেহখিলাস্মনি ॥ ৪৪ ॥
 রামো-ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ-
 ত্যাকাজ্জতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ ।
 আনন্দমূর্তি-রচলঃ পরিণামহীনো-
 মায়োগুণাননুগতো-হি তথা বিভাতি ॥ ৪৫ ॥

চন্দ্রকে পরমব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ, অদ্বিতীয়, সর্বোপাধিবিরহিত, সত্তামাত্র, অগোচর, নির্মল, নির্বিকার, নিরঞ্জন, শান্তস্বভাব, সর্বব্যাপী, স্বপ্রকাশ, বিধোতপাপ বলিয়া জানিবে (৩৩) (৩৪) এবং আমাকে মূলপ্রকৃতি ও সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী বলিয়া জান। আমি অতদ্রিতা হইয়া রামচন্দ্রের সান্নিধ্যবশতঃ এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকরিয়াছি (৩৫) । রামসহযোগে আমি যাহা সৃষ্টিকরিয়াছি, পণ্ডিতগণ তাহাই ত্রীরামে আরোপিত করিয়া থাকেন (৩৬) । বিশেষতঃ অযোধ্যানগরে অতিপবিত্র রঘুবংশে ত্রীরামের জন্ম, ভগবান্ বিশ্বামিত্র ঋষির সহায়তা এবং ঋষিগণের যজ্ঞ-রক্ষা ; (৩৭) পরে অহল্যার শাপমোচন, মিথিলানগরে মহা-দেবের ধনুর্ভঙ্গ, আমার পাণিগ্রহণ এবং ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ ভার্গব যামদগ্ন্যের দর্পক্ষয় (৩৮) ; তৎপরে আমার সহিত দ্বাদশবর্ষব্যাপী অযোধ্যানগরবাস, দণ্ডকারণ্যগমন এবং বিরোধব্য-রাক্ষস-বধ

(৩৯) ; অনন্তর মায়ামারীচমারণ, ছায়াসীতাহরণ, জটায়ুর মুক্তি-লাভ এবং কবন্ধের মোক্ষপ্রাপ্তি (৪০) ; তদনন্তর শবরীহইতে পূজাগ্রহণ, স্ত্রীবেণের সহিত সমাগম, বালিবধ এবং সীতার অন্বেষণ (৪১) ; পশ্চাৎ জলধিতে সেতুবন্ধন, লঙ্কানিরোধন এবং যুদ্ধে সপুত্র ছুরাঅন রাবণের বধ (৪২) ; তৎপশ্চাৎ বিভী-ষণে রাজ্যদান, পুষ্পকরথারোহণে আমার সহিত অযোধ্যাগমন এবং রাজ্যে-রামাভিষেচন (৪৩) ; ইত্যাদি ও অন্যান্য নানা কার্য্য আমাকর্তৃক আচরিত হইলেও নির্বিকার অখিলাস্মা সেই রামে আরোপিত হইয়া থাকে (৪৪) । রামচন্দ্র গমন, স্থিতি, শোক, আকাজ্জনা প্রভৃতি কিছুই করেন না, কেবল সানন্দমূর্তি, অচল, পরিণামহীন ও মায়োগুণানুগত হইয়া দীপ্তি পাইয়া থাকেন (৪৫) ।

শ্রীমহেশ্বর-উবাচ ।

ততো-রামঃ স্বয়ং প্রাহ হনুমন্তমুপস্থিতম্ ।

শৃণু তত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি হ্যাত্মানাত্মপরাত্মনাম্ ॥ ৪৬ ॥

আকাশস্য যথা ভেদস্ত্রিবিধো-দৃশ্যতে মহান্ ।

জলাশয়ে মহাকাশস্তদবচ্ছিন্ন-এব হি ॥ ৪৭ ॥

প্রতিবিস্মাখ্যমপরং দৃশ্যতে ত্রিবিধং নভঃ ।

বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যমেকং পূর্ণং তথাপরম্ ॥ ৪৮ ॥

আভাসস্তপরং বিশ্বভূতমেবং ত্রিধা চিতিঃ ।

আভাসবুদ্ধেঃ কর্তৃত্বমবিচ্ছিন্নেহবিকারিণি ॥ ৪৯ ॥

সাক্ষিণ্যারোপ্যতে ভ্রান্ত্যা জীবত্বঞ্চ তথা বুধৈঃ ।

আভাসস্ত মুষা বুদ্ধিরবিদ্যা কার্য-মুচ্যতে ॥ ৫০ ॥

সীতা হনুমানকে ইত্যাদি সমস্ত কীর্তনকরিলে সম্মুখে দণ্ডা-
রমান মহামতি বায়ুপুত্রকে রঘুনাথ স্বয়ং ভক্তজ্ঞানের কথা
কহিতে উদ্যত হইলেন। এই কথা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদরী জগজ্জননী
পার্বতীকে দেবাদিদেব মহাদেব শ্রবণকরাইতেছেন। হে বায়ু-
পুত্র! যজ্ঞপ ত্রিবিধ আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্ঞপ
আত্মতত্ত্ব ও অনাত্মতত্ত্ব এবং পরমাশ্রিত্য ত্রিবিধ কীর্তনকরি,
শ্রবণ কর (৪৬)। সোপাধিক, নিরূপাধিক ও প্রতিবিস্মাখ্য
এই ত্রিবিধ আকাশের মধ্যে জনশৃঙ্খল জলাশয়ে বা ঘটাদিতে যে
আকাশ দৃষ্ট হয় তাহাকে সোপাধিক কহে, আর নিরূপাধিক যে
নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হয় তাহাকে মহাকাশ কহে, এবং দর্পণাদিতে
যে আকাশ তাহাকে প্রতিবিস্মাখ্য আকাশ বলা যায়। উক্ত
ত্রিবিধ আকাশকে প্রথম বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্ত, দ্বিতীয় পূর্ণ অর্থাৎ
মহাকাশ, তৃতীয় বিশ্বভূত আভাসরূপ এই ত্রিবিধ জ্ঞান জন্মিয়া
থাকে। জ্ঞান ভ্রমপ্রমাণসাধারণহেতু দ্বিবিধ,—ভ্রমাত্মক ও প্রমা-
ণাত্মক; তাহাতে আমি করি বা করিঃছি ও করিব ইত্যাদি
আত্মার আভাসবুদ্ধির কর্তৃত্বকৃষ্ণত্বাদি যে জ্ঞান তাহাকে ভ্রমজ্ঞান
বলা যায়, এবং ভ্রমবশতঃ অবিচ্ছিন্ন অধিকারী অজ্ঞানসাক্ষী যে
আত্মা তাহাতে বৃথগণ জীবত্ব আরোপিত করিয়া থাকেন, কিন্তু
আভাসবুদ্ধি মিথ্যা অবিদ্যাকার্য্য অর্থাৎ মায়ার কার্য্য (৪৭)
(৪৮) (৪৯) (৫০)। বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন যে চৈতন্ত তিনিই ব্রহ্মপদ-

অবিচ্ছিন্নস্ত তদ্বন্ধ বিচ্ছেদস্ত বিকল্পিতঃ ।

অবিচ্ছিন্নস্ত পূর্ণেন একত্বং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫১ ॥

তত্ত্বমশ্রাদিবা কৈশ্চ সাভাসস্য মহন্তথা ।

ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ ॥ ৫২ ॥

তদা বিদ্যা স্বকার্য্যেচ্চ নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ।

এবং বিজ্ঞায় মন্তুক্তো-মন্তাবারোপপদ্যতে ॥ ৫৩ ॥

মন্তুক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রমাত্রেষু মুহুতাম্ ।

ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ শ্রীতং তেষাং জন্মশতৈরপি ॥ ৫৪ ॥

ইদং রহস্যং হৃদয়ং মমাত্মনো-

ময়েব সাক্ষাৎ কথিতং তবানঘে ।

মন্তুক্তিহীনায় শঠায় ন ত্বয়া

দাতব্যমৈন্দ্রাদপি রাজ্যতোহধিকম্ ॥ ৫৫ ॥

বাচ্য, কারণ বিচ্ছেদজ্ঞান বিকল্পিত, অর্থাৎ কখন ব্রহ্মপদবাচ্য
বা কখন জীবপদবাচ্য, পরন্তু এবং বাচ্যবাচকভাবহেতু বুদ্ধ্য-
বচ্ছিন্ন চৈতন্ত পূর্ণজ্ঞানের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইলে তৎ স্বম-
অসি, তৎ জীবাত্মা, স্বং পরমাত্মা, অসি একত্বজ্ঞান অর্থাৎ সেই
তুমি ইত্যাদি মহাবাক্যদ্বারা সাভাসবুদ্ধির তেজঃ প্রকাশ হয়,
তবে উক্ত মহাবাক্যদ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ের বৎকালে
ঐক্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎকালে আত্মকার্য্যদ্বারা অবিদ্যারূপে
নিজ নিজ মায়া বিনষ্টা হইতে পারে তদ্বিশয়ের সংশয় নাই,
অতএব বায়ুপুত্র এবংপ্রকারে মন্তুক্ত জীবলোক বিজ্ঞাপিত হইলে
মদীয় পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন (৫১) (৫২) (৫৩)। আমাতে
ভক্তিবিশুদ্ধ ব্যক্তির শাস্ত্রমাত্রেই মুক্ত হইতে পারেন এবং তাঁহা-
দিগের শতবার জন্ম হইলেও জ্ঞান বা মুক্তিলাভ হয় না (৫৪)।
হে অনঘে হে নিম্নলি! আমার আত্মার অর্থাৎ শ্রীরামের এই
রহস্যহৃদয় তোমার নিকট কহিলাম, যদি দেবরাজ ইন্দ্র হইতেও
অধিক রাজ্য প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও মন্তুক্তিহীন বা শঠতা-
চারিকে কদাচ দিবে না (৫৫); কারণ যে শ্রীরামহৃদয় কীর্তন

শ্রীমহেশ্বর-উবাচ ।

এতত্তেহভিহিতং দেবি শ্রীরামহৃদয়ং ময়া ।

অতিগুহ্যতমং হৃদয়ং পবিত্রং পাপশাতনম্ ॥ ৫৬ ॥

সাক্ষাদ্রামেণ কথিতং সর্ববেদান্তসংগ্রহম্ ।

যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স যুক্তো-নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি বহুজন্মার্জিতান্যপি ।

নশ্যন্ত্যেব ন সন্দেহো-রামস্য বচনং যথা ॥ ৫৮ ॥

জাতিভ্রষ্টো-হতিপাপী পরধনপরদা-

রেষু নিত্যোদ্যতো-বা

স্তেয়ী ব্রহ্মহ্নো-মাতাপিতৃবধনিরতো-

যোগিবৃন্দাপকারী ।

যঃ সম্পূজ্যভিরামং পঠতি চ হৃদয়ং

রামচন্দ্রস্য ভক্ত্যা

যোগীন্দ্রে-রপ্যলভ্যং পদ-মিহ লভতে

সর্বদেবৈঃ স পূজ্যঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-

মহেশ্বরসংবাদে আদিকাণ্ডে

শ্রীরামহৃদয়ং নাম প্রথ-

মোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥ ১ ॥

করিলেও যিনি শ্রীরামকে পূজনকরিয়া ভক্তিবোগসহকারে উক্ত রামহৃদয় পাঠকরেন, তিনি সর্বদেবপূজ্য অস্ত্রে যোগীন্দ্রগণের অলভ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন (৫৯) ।

করিলাম, ইহা অতিগুহ্যতম ও হৃদয়, পরম পবিত্র এবং পাপ-নাশন (৫৬) । সাক্ষাৎ শ্রীরাম কহিয়াছেন, এই সর্ববেদান্ত-সংগ্রহ রামহৃদয়, যে ব্যক্তি নিরন্তর ভক্তিপূর্বক পাঠকরিবেন, তিনি মুক্ত হইবেন তাহার সংশয় নাই (৫৭), প্রত্যুত রাম-বাক্যানুসারে বহুজন্মার্জিত যে ব্রহ্মহত্যাদি পাপনাশ হইবে তাহারও অমুমান সংশয় নাই (৫৮) । বিশেষ জাতিভ্রষ্ট, অতি-পাতকী, পরধন ও পরদারে নিত্য উদ্যত, স্তেয়ী, ব্রহ্মহ্ন, জনক-জননীবধে নিরত, যোগীগণের অপকারী ইত্যাদি পাপাচরণ

এই অধ্যাত্মরামায়ণের উমামহেশ্বরকথোপকথনে আদি-

কাণ্ডের রামহৃদয়নামে প্রথমঅধ্যায়

উক্ত হইল ॥ ৬০ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

— ০০ —

পার্কৃত্যবাচ ।

ধন্যাস্মানুগৃহীতাস্মি কৃতার্থাস্মি জগৎপ্রভো ।
 বিচ্ছিন্নো-মেহতিসন্দেহগ্রস্থি-ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ১ ॥
 ত্বন্মুখাদ্গলিতং রামতত্ত্বায়তরসায়নম্ ।
 পিবন্ত্যামে মনো-দেব ন তৃপ্যতি ভবাপহম্ ॥ ২ ॥
 শ্রীরামস্য কথাতত্ত্বং শ্রুতং সংক্ষেপতো-ময়া ।
 ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ ক্ষুণ্টাক্ষরম্ ॥ ৩ ॥
 শ্রীমহেশ্বর-উবাচ ।
 শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং মহৎ ।
 অধ্যাত্মরামচরিতং রামেণোক্তং পুরা মম ॥ ৪ ॥
 তদ্য কথয়িষ্যামি শৃণু তাপত্রয়াপহম্ ।
 যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে জন্তু-রজ্ঞানাদ্বা মহাভয়াৎ ॥ ৫ ॥

পার্কর্তী কহিতেছেন,—হে জগৎপ্রভো! আপনাকর্তৃক অনু-
 গৃহীতা, ধন্য ও কৃতার্থা হইলাম; যেহেতু ভবদীর অসাধারণ
 অনুগ্রহবলে অদ্য আমার চিত্তদোষের অপনোদন হইল (১)।
 হেদেব! সংক্ষেপতঃ অপুনর্ভব ভবদীর মুখারবিন্দগলিত শ্রীরাম-
 তত্ত্বপীযুষরসায়নস্বাদুপানে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে না
 (২)। ইদানীং সবিস্তর অমৃতাক্ষর শ্রীরামচরিত্রশ্রবণে অধিনীর
 যথোচিত বলবতী মনোহভিলষিত-ফল-সন্ধারিনী কুসুমবতী আশা-
 লতার তাদৃক ফল বিতরণে তুর্ণ কামন পূর্ণা করুন(৩)। পক্ষে পার্ক-
 র্তীর পূর্বপক্ষের দার্ঢ্যতা জানিয়া শ্রীমহেশ্বরসিদ্ধাস্ত্রাহুল তর্ক-
 বিন্যাসবিতরণে সক্ষম হইতেছেন। হে দেবি পার্কর্তী! আধ্যাত্মিক,
 আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই তাপত্রয়নাশক এবং গুপ্ত
 হইতেও গুপ্ততম যে মহৎ অধ্যাত্মরামচরিত্র পূর্বে আমার নিকট
 শ্রীরাম কহিয়াছিলেন, তাহা অদ্য সবিস্তর কীর্তন করিতেছি;
 শ্রবণকর ১ যাহা শ্রবণকরিলে জীবলোক অজ্ঞান বা মহাভয়-

প্রাপ্নোতি পরমায়ুর্দ্ধিং দীর্ঘায়ুঃ পুত্রসন্ততিম্ ॥ ৬ ॥
 ভূমি-ভারোণ মগ্না দশবদনমুখাশেষরক্ষোগণানাং
 ধৃত্বা গোরূপমাদৌ দিবিজ্জমুনিগণৈঃ সাকমজ্জাসনস্তা
 গত্বা লোকং রুদন্তী ব্যসনমুপগতং ব্রহ্মণেহপ্যাহ সর্বং
 ব্রহ্মাধ্যাত্মায়ুর্ভূতং সকলমপিহদাবেদশেষাত্তত্বান্ ॥ ৭ ॥
 তস্মাৎ ক্ষীরসমুদ্রতীর-গগন-দ্ব-ক্ষাথ দেবৈ-বৃতো-
 দেব্যা চাখিললোকহংসমজরং সর্বভ্রমীশং হরিম্ ।
 অস্তৌষীচ্ছ্রুতিশুদ্ধনির্মলপদৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরাণোক্তবৈ-
 র্কৃত্য গদগদয়াগিরেতিবিমলৈরানন্দবাস্পৈর্বৃতঃ ॥ ৮ ॥
 ততঃ ক্ষুরংসহস্রাংশুসহস্রসদৃশপ্রভঃ ।
 আবিরাসীৎ হরিঃ প্রাচ্যাং দিশাং ব্যপনয়ন্তমঃ ॥ ৯ ॥
 কথঞ্চিদৃষ্টবান্ ব্রহ্মা দুর্দর্শমকৃতাত্মনাম্ ॥ ১০ ॥

হইতে মুক্ত হইয়া পরমসম্পত্তি ও দীর্ঘজীবী পুত্র সন্তান লাভ
 করিতে পারে (৪)(৫)(৬)। দশানন-প্রভৃতি নিখিল অশেষ রজনী-
 চরনিকর চরণচার ভারবহনাসহমানা গোরূপধরা ধরিণী অমর
 মুনিগণের সহিত কমলাসনের সমীপে ব্যসন বিজ্ঞাপনপুরঃসর
 রোরুদ্যমানা হইলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা মুহূর্তকালমধ্যে অশেষ
 আশ্রুতত্ত্ব বিদিত হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্র-
 তীরে গমনকরিলেন (৭)। অনন্তর ব্রহ্মা বসুমতী-প্রভৃতি
 দেবগণসমভিব্যাহারে ভক্তিগদগদচিত্তে, বাস্পাকুললোচনে
 শ্রুতিশুদ্ধ, বিমলপদযুক্ত ও নানাপুরাণোক্তব স্ততিদ্বারা সর্বাঙ্ক-
 র্ঘ্যামী সর্বভ্রম ও অজর ঈশ্বর হরিকে স্তবকরিতে লাগিলেন (৮)।
 পরে দীপ্তিবিশিষ্ট সহস্রাংশুসহস্রসদৃশপ্রভ হরি পূর্বদিক নিজ
 প্রধরকরকদম্বদ্বারা ঘোরতর তিমির দূরীকরণপূর্বক আবিভূত
 হইলে, দর্শনোৎসুক বিশ্বকর্তা বিধাতা সাধারণের হৃদর্শ জগৎপাতা
 হরিকে কথঞ্চিৎ কষ্টে দৃষ্টি করিলেন (৯)(১০)। ইত্যনীন-

ইন্দ্রনীলপ্রতীকাশং স্মিতাস্যঃ পদ্মলোচনম্ ।

কিরীটহারকেশরকুণ্ডলৈঃ কটকাদিভিঃ ॥ ১১ ॥

বিভ্রাজমানঃ শ্রীবৎসকৌস্তপ্রভয়া যুতম্ ।

স্তবন্তিঃ সনকাদ্যৈশ্চ পার্শ্বদৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ১২ ॥

শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিরাজিতম্ ।

স্বর্ণযজ্ঞোপবীতেন স্বর্ণবর্ণাশ্বরেণ চ ॥ ১৩ ॥

শ্রিয়া ভূম্যা চ সহিতং গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ।

হর্বগদগদয়া বাচা স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

নতোহস্মি তে পদং দেব প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভিঃ ।

যশ্চিন্ত্যতে কৰ্ম্মপাশাদ্দি নিত্যমুন্মুক্তভিঃ ॥ ১৫ ॥

মায়য়া গুণময়্যা ত্বং হৃজস্যবসি লুম্পসি ।

জগত্তেন ন তে লোপঃ স্থানন্দানুভবাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

তথা শুদ্ধি-র্ন দুষ্কীনাং দানাধ্যয়নকৰ্ম্মভিঃ ।

শুদ্ধাত্মন-স্তে যশসি সদা ভক্তিমতাং যথা ॥ ১৭ ॥

সমবরণ, ঈবৎ-হাস্তবদন, পদ্মপলাশলোচন, মুকুট হার তাড় কুণ্ডল বলয় প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে অলঙ্করিত, শ্রীবৎসকৌস্তপ্রভাজালে শোভিতবক্ষঃস্থল, অলকতিলকাবলি-পূজিতগণ্ডস্থল, পার্শ্বদপরিবেষ্টিত, সনকাদি ঋষিগণকর্তৃক স্তূরমান (১১) (১২), শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম বনমালা বিরাজিত, পীতযজ্ঞোপবীত, পীতাস্বরধর, ক্ষীরসাগরস্নাতাশ্রিত, গরুড়োপরি রোচিস্কু ইত্যাদি অশেষ অলৌকিক রূপ ও লাভণ্য দেখিয়া, আত্মাকে শত শত সাধুবাদদানে হর্বপুলকোদগমজন্মরশরীর স্বয়ম্ভু শ্রুতি স্মৃতি ও নানাপুরাণভাষা উচ্চারণপুরঃসর নিজমতিপরিপাকাবধি স্তব করিতে সক্ষম হইলেন (১৩) (১৪)।—হে দেব! প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি স্বাষ্টাঙ্গদ্বারা ভবপারতরগি ভবদীয় শ্রীচরণাবিন্দ-যুগলে অভিবাদনকরি, যে পাদপদ্ম চিন্তাকরিলে মুমুকু ব্যক্তির কৰ্ম্মপাশহইতে মুক্ত হয়েন (১৫)। আপনি আনন্দানুভব আত্মার ও গুণময়ী মায়াশক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। অতএব জগতে অস্ত্র উপদ্রব হইবার সম্ভাবনা

অত-স্তবাজি-র্মে দৃষ্ট-শ্চিত্তদোষাপনুত্তরে ।

সদ্যোহস্তহৃদয়ে নিত্যং মুনিভিঃ সাত্বতৈর্ধৃতঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মাদ্যৈঃ স্বার্থসিদ্ধার্থ-মস্মাভিঃ পূর্বসেবিতঃ ।

অপরোক্ষানুভূত্যর্থং জ্ঞানিভির্হৃদি ভাবিতঃ ॥ ১৯ ॥

ত্বদজি পূজানিৰ্ম্মাল্যতুলসীমালয়া বিভো ।

স্পর্ধিতে বক্ষসি পদং লক্ষ্মাপি শ্রীঃ সপত্নিবৎ ॥ ২০ ॥

অত-স্ত্বংপাদভক্তেবু তব ভক্তিঃ শ্রিয়োহধিকা ।

ভক্তিমেবাভিবাঞ্ছন্তি ত্বদভক্তাঃ সারবেদিনঃ ॥ ২১ ॥

অত-স্ত্বংপাদকমলে ভক্তি-রেব সদাস্ত মে ।

সংসারাময়তপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেব তে ॥ ২২ ॥

ইতি ব্রহ্মাণং ব্রহ্মাণং বভাষে ভগবান্ হরিঃ ।

কিং করোমীতি তে বেধঃ প্রত্যাচাতিহর্ষিতঃ ॥ ২৩ ॥

কি আছে? দানাধ্যয়ন কৰ্ম্ম করিলে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের চিন্তা-শুদ্ধি জন্মাইতে পারে না; সদাভক্তিযুক্ত শ্রদ্ধাধান ব্যক্তিরাই কৰ্ম্মমাত্রেই বশবী হয়েন। অতএব অদ্য ভবদীয় শ্রীচরণাবিন্দ-যুগল সমবলোকনকরিয়া মদীয় চিন্তদোষের অপনোদন হইল। সত্বগুণাবলম্বী মুনিগণ হংপদ্যে ভবদীয় পাদপদ্ম যোগকরিয়া আত্মাকে কৃতকৃত্য মানিতেছেন (১৬) (১৭) (১৮)। আমা-দিগের অভীষ্টসাধনজন্তু অচিন্তনীয় ভবদীয় শ্রীচরণাবিন্দ পূর্বে ব্রহ্মাদিকর্তৃক সেবিত হইয়াছিল, সম্প্রতি দেবতাদিগের অতুলৈখর্য্য যে তব চরণ, তাহা জ্ঞানিগণ চিন্তে সর্বদা ভাবনা করিতেছেন (১৯)।

হে বিভো! আপনকার শ্রীপাদপদ্ম আমাদিগের পূজা-নিৰ্ম্মাল্য ও তুলসীমঞ্জরীমালাদ্বারা লঙ্কনক্ষীক হইলেও ক্ষীর-সাগরস্নাতার সপত্নীর ত্রায় কি আশ্চর্য্য বনমালা-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে বিরাজমান দেখিতেছি। হে নাথ! তব পাদপদ্মের ভক্ত যে ব্যক্তি, সে তব ভক্তিপ্রিয়া লক্ষ্মী-অপেক্ষিত অধিক ভক্ততম; কারণ ভগবন্তুক্ত সারবেদি ব্যক্তির, ভক্তিমাত্রই বাঞ্ছাকরেন। অতএব ভবদীয় পদাবিন্দে আমাদিগের ভক্তি যেন অনপায়িনী হয়, তাহার বীজ এই যে ভবরোগগীড়িত ব্যক্তিদিগের ভগবৎ পাদপদ্মে ভক্তি মাত্রই পরমোষধী হয় (২০) (২১) (২২)।

ভগবন্ রাবণো-নাম পৌলস্ত্যতনয়ো-মহান্ ।

রাক্ষসানা-মধিপতি-শ্রদ্ধভবরদর্পিতঃ ॥ ২৪ ॥

ত্রিলোকীং লোকপালাং-শ্চ বাধতে বিশ্ববাধকঃ ।

মানুষেণ যুতি-স্তস্মৈ ময়া কল্যাণকল্পিতা ॥ ২৫ ॥

অতঙ্গং মানুষো ভূত্বা জহি দেবরিপুং বিভো ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কশ্যপস্ত বরো দত্ত স্তপসা তোষিতেন মে ।

যাচিতঃ পুত্রভাবায় তথৈত্যঙ্গীকৃতং ময়া ॥ ২৭ ॥

স ইদানীং দশরথো-ভূত্বা তিষ্ঠতি ভূতলে ।

তস্মাহং পুত্রতামেত্য কোশল্যায়াং শুভোদরে ॥ ২৮ ॥

চতুর্দ্বান্নামেবাহং স্বজামীতরয়োঃ পৃথক্ ।

যোগমায়াপি সীতেতি জনকস্ত গৃহে তদা ॥ ২৯ ॥

এবম্প্রকারে পিতামহের স্তবে পরিতুষ্ট ভগবান্ হরি কহিলেন যে, হে চতুরানন ! আমি তোমার কি করিব ? এই হরিবাক্যাবসানে অশেষ ভূতভাবন বিশ্বশ্রুতি হৃষ্টমনা বিধি ভগবদ্বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদানে সাহসী হইলেন (২৩) । হে ভগবন্ ! পৌলস্ত্যতনয় রাবণনামে মহান্ রাক্ষসমধিপতি আছে । সশ্রুতি অশ্রদ্ধভবরদর্পিত বিশ্ববাধক রাবণ স্বর্গ মর্ত্য ও রসাতল দেবরাজ ইত্যাদি লোকপালপ্রভৃতি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অশেষ ক্লেশ প্রদান করিতেছে । কিন্তু মানবহইতে তাহার নিধনরূপ কল্যাণ কল্পনা পূর্বেই স্থির করিয়াছি । হে প্রভো ! এক্ষণে মানবরূপে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া দেবতাদিগের শত্রু বিনাশকরুন (২৪) (২৫) (২৬) ।

এই পিতামহের বাক্যাবসানে মহান্ভব ত্রিলোকপাবন ভূভারহরণৈককল্পণ ভূতভাবন ভগবান্ হরি রাবণবধের প্রতি বিধিকে সর্বিশেষ বিধিবিভরণে স্থিরচিত্ত করিতেছেন । পূর্বে কশ্যপনামক প্রজাপতি সাতিশয় কঠোর তপস্যার অহুষ্ঠান করিয়া পুত্রভাব যাক্রাকরতঃ আমাকে অসাধারণ আরাধনা করিয়াছিল । আমি উক্ত ব্যক্তির অলৌকিক আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছি । এক্ষণে উক্ত প্রজাপতি অযোধ্যানগরীতে দশরথনামে নরপতি বিখ্যাত হইয়াছেন । উক্ত নৃপতির ধর্মপত্নী কোশল্যা-জঠরে চতুর্দ্বা অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, রাজা দশরথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া, (আর যোগমায়া সীতা

উৎপৎস্বতে ময়া সার্কং সর্বং সম্পাদয়াম্যহং ।

ইত্যুক্তান্তুর্দধে বিষ্ণু-ব্রহ্মা দেবানথাত্রবীৎ ॥ ৩০ ॥

বিষ্ণু-মানুষরূপেণ ভবিষ্যতি রঘোঃ কুলে ।

যুয়ং স্বজঙ্ঘং সর্বৈহপি বানরেষাংশসম্ভবান্ ॥ ৩১ ॥

বিষোঃ সহায়-ভবত যাবৎ স্মাস্ততি ভূতলে ।

ইতি দেবান্ সমাদিশ্য সমাশ্রাস্ত চ মেদিনীং ।

যযৌ ব্রহ্মা স্বভবনং বিজ্বরঃ স্তম্ব-মাস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

দেব'-শ্চ সর্বৈ হরিরূপধারিণঃ

স্থিতাঃ সহায়ার্থ-মিতস্ততো-হরেঃ ।

মহাবলাঃ পর্বতবৃক্ষযোধিনঃ

প্রতীক্ষমাণা-ভগবন্তু-মীশ্বরং ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে আদিকাণ্ডে ব্রহ্মাণা সহ রামাবতারোৎপত্তিকথনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

মিথিলাদেশোদ্ভব জনকরাজভবনে সমুদ্ভূতা হইবেন) অতএব যোগমায়া সীতার সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, ভূভারহরণকারণ তোমাদিগের সর্বকার্য সম্পাদনকরিবো । এই কথা ব্রহ্মাকে কহিয়া বিষ্ণু অন্তর্হৃত হইলে, জগৎপতি ব্রহ্মা বসুন্ধরা-প্রভৃতি সমস্ত দেবতাদিগকে কহিতেছেন (২৭) (২৮) (২৯) (৩০) ।

বিষ্ণু মানবরূপে রথকূলে অবতীর্ণ হইবেন আর যাবৎকাল বিষ্ণু ভূতলে থাকিবেন, তাবৎ তোমরা বানররূপে সমুদ্ভূত হইয়া বিষ্ণুর সহায়তা করিবে (৩১) । এইরূপে প্রজানাত ব্রহ্মা দেবতাদিগের আদেশ প্রদানান্তে, “হে মেদিনী ! স্বং মাভৈঃ,” এইরূপ বারম্বার মেদিনীকে আশ্বাস প্রদানে নানাবিধ সাস্থনাবাক্যে স্থির-চিত্ত করিয়া সূস্থচিত্তে ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক গমনকরিলেন (৩২) । অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত ও পর্বত-বৃক্ষযোধি দেবতাসমস্ত হরিসহায়ার্থ ইত্যন্ততঃ অর্থাৎ চতুর্দিক্ বানররূপ ধারণকরিয়া ভূতলে ভূতভাবন ভগবদীশ্বরের প্রতীক্ষায় কালক্ষেয়ে সক্ষম হইলেন (৩৩) ।

এই শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরকথোপকথনে আদিকাণ্ডে রামাবতারের উৎপত্তিকথন দ্বিতীয় অধ্যায় উক্ত হইল ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

—০০—

সূর্য্যবংশে-হভবদ্রাজা দিলীপ-ইতি বিশ্রুতঃ ।

তস্ম পুত্রোহভবমান্না অজ-ইত্যভির্নিশ্রুতঃ ॥ ১ ॥

তস্ম পুত্রো-দশরথো-মহাবলপরাক্রমঃ ।

য-শচক্রে হয়মেধানাং শত-মিল্লসমুপ্রভঃ ॥ ২ ॥

অথ রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ ।

অযোধ্যাধিপতি-বীরঃ সর্বলোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ৩ ॥

অনপত্যভ্রুঃখেন পীড়িতো-গুরুমেকদা ।

বশিষ্ঠং মুনিশাদূর্ল-মভিবাদ্যেদ-মব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

স্বামিন্ পুত্রাঃ কথং মে শ্রু্যঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতাঃ ।

পুত্রহীনস্ম মে রাজ্যং সর্বং দুঃখায় কল্পতে ॥ ৫ ॥

নানপত্যস্ম লোকোহস্তি শ্রুতি-রেবা সনাতনী ॥ ৬ ॥

অপুত্রস্ম ধনং ব্যর্থং অপুত্রস্ম ফলং যশঃ ।

অধোগতি-রপুত্রস্ম ভবতীত্যনুশ্রুতমঃ ॥ ৭ ॥

ধিগ্জন্ম তেষাং যোগীশ যেষাং গেহেহনপত্যতা ।

নিরাশাঃ পিতরো-যান্তি হনপত্যস্ম নিত্যশঃ ॥ ৮ ॥

অতো-হব্রবীদ্বশিষ্ঠ-স্তং ভবিষ্যন্তি স্ততা-স্তব ।

চত্বারঃ সত্ত্বসম্পন্ন-লোকপালা-ইবাপরে ॥ ৯ ॥

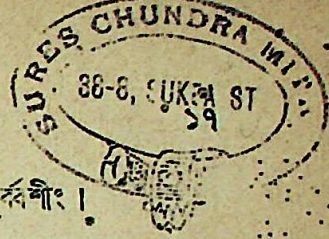
শান্তাভর্তার-মানীয় ধাম্যশৃঙ্গং তপোধনং ।

অস্মাভিঃ সহিতঃ পুত্রকামেষ্টিং শীঘ্র-মাচর ॥ ১০ ॥

প্রথমতঃ সূর্য্যবংশীয় দিলীপনামক এক সম্রাট ছিলেন। পরে তস্ম পুত্র অজনাংক মহারাজ বিখ্যাত ছিলেন। তদনন্তর তস্ম পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত শ্রীমান্ দশরথনামধেয় নরপতি শত-অশ্বমেধ-বাগান্তে পৃথিবীতলে পুরন্দরসম-দীপ্ত ও সত্যপরাক্রম অযোধ্যাপতি বীর সর্বলোকে প্রথিত ছিলেন (১) (২) (৩)। তাঁহার কি অভূতপূর্ব রাজকার্য্য, কিবা শৌর্য্যবীর্য্যো-দার্য্যগুণ, কিবা ঔরসপুত্রবৎ প্রজাপালন, কিবা দানাধ্যয়ন, দেবপূজন, অতিথিসেবন, নিত্যহোমী-গুরুদেব-মুনিবিপ্রপিতৃ-নাহুভক্তিপরায়ণতা, কি সুন্দর শ্রোতস্মার্ত্ত-ক্রিয়াচরণ, সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, দাম্পত্য-ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তবিষয়েই মহারাজ কি আশ্চর্য্য পারদর্শী ছিলেন, তাহা অনির্বচনীয়। মহারাজের কতই গুণ! বোধ হয়, প্রাক্তনসংস্কার তত্ত্বকালে আবির্ভূত হইত। মহারাজের ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই; কেবল অনপত্যদুঃখে দুঃখিত। একদিবস নৃপতি মুনিপুঙ্গব কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ গুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গপ্রণতিপূর্ব্বকরূপ অভিবাদনাস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন (৪)।

স্বামিন্! সর্বলক্ষণলক্ষিত পুত্রযুগসন্দর্শনসম্পত্তি কোথায়? কারণ পুত্রহীন রাজার সমস্তরাজ্য দুঃখভোজ্য, পুত্রহীন জনের পরলোক নাই, বিশেষ অপুত্রের ধন, ফল, যশ ও যাহা কিছু বৈদিক বা পৌরাণিক, পারলৌকিক কার্য্য সমস্তই ব্যর্থ, অস্তে অধোগতি, ইহা আপনকার নিকট বিলক্ষণ শ্রুত আছি। হে যোগীশ! সেই সকল পুরুষের ধিক্ জন্ম, যাহাদিগের সন্তান নাই! প্রভূত পিতৃলোকের পিওলোপ, ইত্যাদি রাজা দশরথের বহু-বিধ বিনাপ্র শ্রবণকরিয়া ব্যাকুলিতচিত্ত কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ-মুনি তপোবলে বলিতেছেন (৫) (৬) (৭) (৮)। মহারাজ দ্বিতীয়লোকপালসম ও মহাসত্ত্বসম্পন্ন আপনকার চারিটি পুত্র-সন্তান জন্মিবে (৯)।

সম্প্রতি শান্তাপতি তপোধন ধাম্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়নকরিয়া আমাদিগের সহিত শীঘ্র পুত্রেষ্টিয়াগাহুষ্ঠান করুন (১০)। একদা



একদা স ত্বনাবৃষ্টিকারণাং স্তমহাতপাঃ ।

অনীতো-লোমপাদেন অনাবৃষ্টিনিবৃত্তয়ে ॥ ১১ ॥

শান্তাং কণ্ঠাং দদৌ তস্মৈ দক্ষিণার্থে মহীপতিঃ ।

ইতি শ্রুত্বা দশরথঃ পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমং ॥ ১২ ॥

কো-বা কশ্চ স্ততঃ কৌদুক প্রভাব-স্তস্য তদ্বদ ।

ইতি শ্রুত্বা বচ-স্তস্য মুনিঃ প্রোবাচ সাদরং ॥ ১৩ ॥

বিভাণ্ডকশ্চ বিপ্রর্ষে-স্তপসা ভাবিতাত্মনঃ ।

অমোঘবীৰ্য্যশ্চ স্ততঃ প্রজাপতিসমদ্যুতিঃ ॥ ১৪ ॥

শৃণু পুত্রো-যথা জাত-ঋষ্যশৃঙ্গঃ প্রতাপবান্ ।

মহার্হঃ স মহাতেজাঃ বালঃ স্থবিরসম্মতঃ ॥ ১৫ ॥

মহাহুদং সনাসাদ্য কাশ্যপ-স্তপসি স্থিতঃ ।

দীর্ঘকালপরিশ্রাস্ত-ঋষি-র্দেবর্ষিসত্তমঃ ॥ ১৬ ॥

অনাবৃষ্টিকারণবশতঃ লোমপাদ মহারাজকর্তৃক অনীত হইয়া স্তমহাতপা মুনিপুঙ্গব ঋষ্যশৃঙ্গ অনাবৃষ্টিদোষণাস্তিভ্রম সৰ্ব্বাক্ষো-পেত সপ্ততন্তু নির্ঝিল্লৈ সনাপনকরিলে, পূর্ণমনোরথ নরপতি লোমপাদ মহারাজ কর্তৃকসাদ্ভার্য বাচংযম মুনিকে শাস্তানারী কস্তা দানকরিয়াছিলেন। এইরূপ বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণকরিয়া মহারাজ দশরথ মুনিসত্তম বশিষ্ঠ মহাশয়কে স্বাভিপ্রায় প্রকাশকরিতে-ছেন (১১)(১২)। ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গনামক তপোধন কে এবং কোন্ মহাত্মার তনয়, কৌদুকপ্রভাব, কিহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ নাম, এই সমস্ত জানিতে বাসনাকরি, প্রকাশকরিয়া কিঙ্করের চিন্তা দূর করুন। এইরূপ দশরথের বাক্য শ্রবণকরিয়া মহাহুভব বশিষ্ঠ মুনি ঋষ্য-শৃঙ্গের তাবৎ বিবরণ কথনে সাদরে সক্ষম হইলেন (১৩)। নরনাথ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি কোন্ মহাত্মার তনয়, তাহা প্রকাশ করি, শ্রবণকরুন। তপোবলপ্রভাবে সৰ্বদা পরমাত্মতত্ত্ববিভূষিত অমোঘবীৰ্য্য বিভাণ্ডক বিপ্র ঋষির পুত্র, তিনি প্রজাপতিসম-প্রভ (১৪)।

পরে উক্ত মুনির কিরূপ প্রভাব ও কিপ্রকারে জন্ম, পুত্র-স্বরূপ ব্যাখ্যানকরি, শ্রবণ কর। অসীমতেজা অসাধারণপ্রতাপ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বালক হইলেও বৃদ্ধসম্মত (১৫)। মহারাজ একদিবস মহাহুদমধ্যে সমাধিস্থ দেবর্ষিসত্তম কশ্যপপুত্র বিভাণ্ডক মুনির

তস্য রেতঃ প্রচক্ষন্দ দৃষ্টাপ্রসন্নমুর্দ্ধনীং ।

অপ্সু পম্প্পৃশতো-রাজন্ মুগী তচ্চাপিবত্তদা ॥ ১৭ ॥

সহ তোয়েন ভূষিতা গুর্ধ্বিণী নাভবত্ততঃ ।

সা পুরোক্তা ভগবতা ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা ॥ ১৮ ॥

দেবকণ্ঠে মুগী ভূত্বা মুনিং সূর্য বিমোক্ষ্যসে ।

অমোঘত্বাদৃষ্টৈশ্চৈব ভাবিত্বাদৈবনিশ্চিন্তিতৈঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ মুগ্যাং সমভবত্তস্য পুত্রো-মহানৃষিঃ ।

ঋষ্যশৃঙ্গ-স্তপোনিষ্ঠো-বন-এবাভ্যবব্ধত ॥ ২০ ॥

তস্যর্ষেঃ শৃঙ্গং শিরসি রাজ-মানী-স্নাহাত্মনঃ ।

তেনর্ষ্যশৃঙ্গ-ইত্যেব সদা স প্রথিতোহভবৎ ॥ ২১ ॥

ন তেন দৃষ্টঃ পূর্বোহন্যঃ পিতু-শ্চৈত্র মাতুলবঃ ।

তস্মাত্তস্য মনো-নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যেহভবন্মূপ ॥ ২২ ॥

এতস্মিন্নেব কালে তু সখা তব মহামতে ।

তেন কামাৎ কৃতং মিথ্যা ব্রাহ্মণশ্চেতি ন শ্রুতং ॥ ২৩ ॥

দীর্ঘকাল পরিশ্রান্তিবশতঃ (১৬) উর্ধ্বশীনারী অপ্সরাবলোকনে জল-মধ্যে রেতঃপাত হয়। পরে তৃষ্ণতুরা মুগী সেই জলপান করিয়া গর্ভবতী হইয়াছিল। মহারাজ ঐ মুগীকে পূর্বে দেবকণ্ঠাবস্থায় সৃষ্টিকর্তা ভগবান্ ব্রহ্মা কোন অপরাধে অভিসম্পাত করেন (১৭) (১৮)। হে দেবকণ্ঠে! তুমি মুগী হইয়া মুনিপুত্র প্রসবকরিলে, অভির্শাপ হইতে পরিজ্ঞান পাইবে। অব্যর্থ বীৰ্য্যহেতু ও দৈব-নির্ধ্বজবশতঃ সেই মুগীর গর্ভহইতে বিভাণ্ডকমুনিজন্মের মহান্ ঋষি তাপসকুঞ্জর ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সমুদ্ভূত হইয়া বনমধ্যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হন (১৯)(২০)। অনন্তর প্রজানাত মুনিজননী মুগীর মন্তকে শৃঙ্গ বিদ্যমানে মুনিমন্তকেও অবশ্যই শৃঙ্গোৎপত্তি সম্ভাবনা হয়, এই কারণ ঋষ্যশৃঙ্গনামধেয় ভূতলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন (২১)। পরে উক্ত মুনি জনকভিন্ন অশ্রমানব আর নিরীক্ষণকরেন নাই, এই হেতু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির চিত্ত সৰ্বদাই ব্রহ্মচর্য্যমুষ্ঠানে থাকিত (২২)।

ইত্যবসরে, হে মহামতে! তব সখা লোমপাদনামা নৃপতি ব্রাহ্মণসম্বন্ধীয় কোন বস্তুবিচারে জ্ঞানকৃত মিথ্যা কহিয়াছিলেন

স ব্রাহ্মণৈঃ পরিত্যজ্য-সুদা বৈ জগতঃ পতিঃ ।
 পুরোহিতাপচারা-চ্চ তস্য রাজ্ঞো-যদৃচ্ছয়া ॥ ২৪ ॥
 নববর্ষং সহস্রাক্ষ-স্তুতঃ পীড্যন্ত তৎপ্রজাঃ ।
 স ব্রাহ্মণান্ পর্য্যপৃচ্ছ-তপোযুক্তা-ম্ননীষিণঃ ॥ ২৫ ॥
 প্রবর্ষণে সুরেন্দ্রস্য সমর্থান্ পৃথিবীপতে ।
 কথং প্রবর্ষেৎ পর্জন্ত-উপায়ঃ পরিদৃশ্যতাং ॥ ২৬ ॥
 ত-যুচ্-শ্চেদিতা-স্তেন স্কৃতানি মনীষিণঃ ।
 তত্র ত্বেকো-মুনিবর-স্তং রাজান-মুবাচ হ ॥ ২৭ ॥
 কুপিতা-স্তব রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণা-নিষ্কৃতিং চর ।
 ঋষ্যশৃঙ্গং মুনিহৃত-মানয়স্ব চ পার্থিব ॥ ২৮ ॥
 বালোহয়মনভিজ্ঞোহপি নারীণা-মার্তবে রতঃ ।
 স চে-দবতরে-দ্রাজন্ বিষয়-স্তে মহাতপাঃ ॥ ২৯ ॥

(২৩)। সেই অপরাধে ব্রাহ্মণগণ উক্ত নরপতিকে অসাধারণ দোষে দুষিত জানিয়া কহিলেন যে, মহারাজ ! পুরোহিতের অপচারহেতু আত্মেচ্ছার অধীনতাবশতঃ সমস্ত ব্রাহ্মণগণকর্তৃক যে আপনি পরিত্যজ্য হইলেন, এমত নহে ; দেবরাজ পুরন্দরও ভবতের দোষাত্মসন্ধানে ভবদীয় রাজ্যে নববর্ষসহস্রপর্য্যন্ত বারি বিতরণে বিরত হইয়া যুদ্ধদীয় প্রজাপীড়নে যত্নবান হইয়াছেন। পরে অতিবিষমবদন লোমপাদ নৃপতি ব্রাহ্মণগণের মুখপদ্ম-বিনির্গত এই অশ্রুতবাক্য শ্রবণকরিয়া, হে পৃথিবীপতে ! ইজের প্রবর্ষণে বিশেষ সক্ষম তপোযুক্ত তাবৎ ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন যে, এক্ষণে কি উপায় করিলে, পর্জন্ত জলদান করে, ইহা উপায়ান্তরাবধারণে সহপদেশ প্রদানে মদীয় রাজ্য রক্ষাকরিতে অল্পমতি হয় (২৪)(২৫)(২৬)। অনন্তর তাবন্মনীষিগণ লোমপাদ নরপতিকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনকার যদি পূর্ব-সঞ্চিত স্কৃতি থাকে, তবে দেবরাজ ইন্দ্র জীবনদানে প্রজাগণের জীবনদান করিতে পারেন। এই কথা মনীষিগণ কহিলে, দয়ার্জ-চিত্ত একজন মুনিবর লোমপাদ নরপতিকে বলিলেন যে, (২৭) হে পার্থ ! গোমার প্রতি সমস্ত বিপ্র কুপিত আছেন ; এক্ষণে যদ্যপি বালক ও সর্ববিষয় অনভিজ্ঞ, তথাপি বহুপ্রাচীনসম্মত মহারাজ মহাতপা বিভাঙ্কমুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিপুঙ্গব যদি

সদ্যঃ প্রবর্ষেৎ পর্জন্ত-ইতি তে নাত্র সংশয়ঃ ।
 এতচ্ছত্ৰা বচো-রাজন্ কৃত্বা নিষ্কৃতিমাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥
 স গত্বা পুন-রাগচ্ছেৎ প্রসঙ্গেষু দ্বিজাতিষু ।
 রাজান-মাগতং দৃষ্ট্বা প্রতिसংজহ্নিষুঃ প্রজাঃ ॥ ৩১ ॥
 ততোহঙ্গপতি-রাহুয় সচিবান্ মন্ত্রকোবিদান্ ।
 ঋষ্যশৃঙ্গাগমে যত্ন-মকরো-মন্ত্রনিশ্চয়াৎ ॥ ৩২ ॥
 সৌহৃদ্যগচ্ছ-তুপায়-স্ত তৈ-রমাতৈত-মহীপতে ।
 শাস্ত্রজৈ-রখিলার্থজৈ-রিত্যঞ্চ পরিনিষ্ঠিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥
 তত্র স্বাজ্ঞাপয়ামাস বারমুখ্যা-মহীপতিঃ ।
 বেশ্যাঃ সর্বত্র নিষাতা-স্তা-উবাচ মহীপতিঃ ॥ ৩৪ ॥
 ঋষ্যশৃঙ্গ-মুষেঃ পুত্র-মানয়ধ্ব-মুপায়তঃ ।
 লোভয়িত্বা সমাশ্বাস্ত বিষমং মম শোভনাং ॥ ৩৫ ॥

প্রমদাগণের আর্তবে আশ্রিত হইয়া ভবদীয় রাজ্যে গুভাগমন করেন (২৮)(২৯), তাহাই হইলে পর্জন্য সদ্যঃ প্রবর্ষণ করিবে এবং হৃষ্কৃতি হইতে নিজনিষ্কৃতিলাভে নির্বিন্দে রাজ্যরক্ষা করিতেও শক্য হইবে, তদ্বিবয়ের অল্পমাত্র সন্দেহ নাই। পরে মুনিবর হইতে সাতিশয় আক্লাদজনক বাক্য শ্রবণে প্রহৃষ্টায়া লোমপাদ নৃপতি নিজনিষ্কৃতিলাভ করিবার বাসনায় ফলবৎ প্রদক্ষিণাভি-বাদনহুতিক্রিয়াদ্বারা তাবৎ বিপ্রগণকে সুসমুদ্র করিয়া নিজ-রাজধানী চম্পানগরীপ্রতি ধাবমান হইলেন (৩০)।

অনন্তর সমাগতলোমপাদনৃপতিদর্শনে প্রজাগণ সসম্ম-গাত্রোথানপূর্বক বন্দনাদি করিতে লাগিল (৩১)। পশ্চাৎ অঙ্গপতি লোমপাদ নৃপতি সমুদ্রবিৎ মন্ত্রিকে সাদরে সমাহ্বান করিয়া রাজ্যে বিভাঙ্কমুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গমুনির গুভাগমন-বিষয়ে যত্নসহকারে মন্ত্রণার স্থিরতর হইলে (৩২), নিত্যপরি-বেষ্টিত নিখিলশাস্ত্রার্থপারদর্শি অমাত্যবর্গসহিত (সম্যক্) সহপায় সমবগত হইয়া কহিলেন, হে কৌশলাধিপতে ! পরমকারুণিক সভাধিপতি লোমপাদ রাজা সর্বকর্মকুশলা কতিপয় বারাহ্মণ-দিগকে সবিধে আনিয়া আদেশ প্রদানে সাহসী হইয়া (৩৩) (৩৪), কহিলেন, হে স্তম্ভর্য্য ! অশেষলোভপ্রদর্শনপুরুষের

তা-রাজভয়ভীতা-শ্চ শাপভীতা-শ্চ যোষিতঃ ।

অশক্য-মূচু-স্তৎ কৰ্ম বিবৰ্ণগতচেতসঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্র ত্বেকা বারযোষা রাজান-গিদ-মব্রবীৎ ।

প্রযতিষ্যে মহারাজ তমানেতুং তপোধনং ॥ ৩৭ ॥

অভিপ্রেতাং-স্ত মে কামাং-স্ত-মনুজাতু-মহিসি ।

ততঃ শক্ৰোম্যানয়িতু-ম্ব্যশৃঙ্গ-ম্ব্যেষঃ স্ততং ॥ ৩৮ ॥

তস্তাঃ সৰ্ব-মভিপ্রেত-মনুজানীং স পার্থিবঃ ॥ ৩৯ ॥

নাবি বৃক্ষা-মথা-রোপ্য কলকারাং-শ্চ মোদকান্ ।

স্বরসাং-শ্চ স্নগন্ধানি মধুনি রসবন্তি চ ॥ ৪০ ॥

ততো-রূপেণ সম্পন্না বয়সা চ মহীপতে ।

স্ত্রিয়-আদায় কাশ্চিৎ সা জগাম বন-মঞ্জসা ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমানহেশ্বরসম্বাদে

ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে তৃতীয়ো-

অধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

বিষমাস্বয়ুক্ত শ্রীযুক্ত বিভাওক ঋষিসুত ঋষ্যশৃঙ্গমুনি মহা-
শয়ের মদীয় রাজ্যে শুভাগমনার্থ যথোচিত যত্ন করিবে (৩৫) ।
এইরূপ নৃপতি বারান্দাগগণকে আজ্ঞাপ্রদান করিলে, বেশাগণ
একে রাজভয়ভীতা, তাহে যোষিদ্ধিয়ার শাপভরাদি উভয় ভয়-
ভীত হইয়া প্রথমতঃ বিবর্ণগতচিত্তে বিষমবদনে কর্তব্যকার্য্যে
অপারগতা জানাইল (৩৬) ।

পরে বারান্দাগগণমধ্যে কোন একা বারনারী নৃপতিকে
কহিতেছে, মহারাজ! উক্ত তপোধনকে আনিতে সমর্থ হই, যদি
নদীয়াভিপ্ৰায়ে স্বমত সংস্থাপন করেন, তাহা হইলেই আগন্তুক
কার্য্যে সাহস করিতে, অর্থাৎ ঋষপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে আনিতে
পারি (৩৭) । এই কথা বলিয়া তুষ্টীস্তাবাবলম্বনে নৃপতি
সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ বারনারী দণ্ডায়মানা রহিলে, রাজা কহিলেন,
সুন্দরি! ভদ্রং তুমি বাহা অভিপ্রায় করিয়াছ, তাহাই উত্তম
পরামর্শ । এই বলিয়া নরনাথ তন্মতে অল্পমত হইলেন (৩৮)(৩৯) ।

তদনন্তর তরুণীমধ্যে ফলপত্রবিশিষ্ট কৃত্রিম নানাবিধ বৃক্ষ
রোপণ করিয়া স্বরস স্নগন্ধ মধুর রসভাবযুক্ত মোদক লড্ডুকাদি
নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্যমাণ্যভাষুলাদি লইয়া নানা স্থলনিত
ভৈরববসস্তাদিষড়্রাগ ভৈরবীপ্রভৃতি ষট্‌ত্রিশদ্রাগিগীতসংযুক্ত
যন্ত্রতন্ত্রোথিত নিষাদাদি বর্তমান সপ্তস্বর আলাপন তালমান-
সহিত নানারসভাবযুক্ত নাট্যোক্তি সম্প্রদায়ক অঙ্গবিক্ষেপ-
পূর্বক নৃত্যগীতাদি কীর্তনকরতঃ বারান্দাগাত্রসমভিব্যাহারে
রূপযৌবনসম্পন্না প্রধানা বারনারী বনবিচরণে, অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গ-
মুনিকুমারাপ্রসঙ্গে শীঘ্র গমন করিয়াছিল (৪০) (৪১) ।

এই শ্রীমদধ্যায়রামায়ণের উমানহেশ্বরকথোপকথনে

ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানে তৃতীয় অধ্যায়

উক্ত হইল ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

— ০০ —

শ্রীমহেশ্বর-উবাচ ।

সা তু স্থিত্বা কিয়-দূরং সংস্থাপ্যা-শ্রম-মুক্তমং ।
সন্দেশাচ্চৈব নৃপতেঃ স্ববুদ্ধ্যা চৈব রাঘব ॥ ১ ॥
নানাপুষ্পফলৈ-বৃক্ষৈঃ কৃত্রিমৈ-রূপশোভিতং ।
কৃত্বা নাব্যাশ্রমং রম্যং অভুতং সৌম্যদর্শনং ॥ ২ ॥
ততো-নিরূপ্যতাং নাব-মদূরে কাশ্চপাশ্রয়াৎ ।
বাহয়ামাস পুরুষৈ-বিহারং তস্মৈ বৈ মুনেঃ ॥ ৩ ॥
ততো-হুহিতরং বেষ্ঠাং সমাধায়েতি কর্তৃত্বাং ।
দৃষ্টান্তরং কাশ্চপস্ম প্রাহিণৌদ্ধু ক্লিস্মতাং ॥ ৪ ॥
সা তত্র গত্বা কুশলী তপোনিষ্ঠস্ম সন্নিধৌ ।
আশ্রম-স্ত সমাসাদ্য দদর্শ ত-মুষেঃ স্ততং ।
উবাচ মধুরং বাক্যং শ্রদ্ধং মধুরয়া গিরা ॥ ৫ ॥

কচ্চি-মুনে কুশলং তাপসানাং

পিতা চ তে কচ্চি-দহীনতেজাঃ ।

কচ্চিৎ প্রিয়া ন রমতে চাশ্রমেহস্মিন্

ত্বাং বৈ দ্রষ্টুং সাম্প্রতং চাগতোহস্মি ॥ ৬ ॥

প্রথমতঃ প্রধানা বারনারী মুনিকুমারশ্রমসমীপবর্তী কিয়-
দূরে থাকিয়া লোমপাদমহারাজের আদেশানুসারে এবং নিজ-
বুদ্ধিপ্রার্থ্যবশতঃ কৃত্রিম নানাপুষ্পফলবৃক্ষপত্রাদি দ্বারা মুনি-
বিহারজনক নাব্যাশ্রম অতিরমণীয় নির্মাণ করিয়া মুনির অন্ত-
রস্থ অভিপ্রায় জানিবার বাসনায় মুনিবেশধারিণী একটা
বেষ্ঠা গুপ্তচাক্ষুণ্যভাবে মন্দগতি দ্বারা ক্রমশঃ মুনির নিকটে
বাইয়া অতিমধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিতেছে (১) (২) (৩)
(৪) (৫),—মুনে! কুশলী তাপসগণमध्ये ভবৎপিতা অতি-

তচ্চিত্ততো-বর্দ্ধতে তাপসানাং

কচ্চিভরোমূলফলং প্রভুতং ।

কচ্চিভুয়া পীয়তে চৈব বিপ্র

কচ্চিৎ স্বাধ্যায়ঃ ক্রিয়তে চর্য্যশৃঙ্গ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রুত্বা বচ-স্তস্ম মুনিবেশধরস্ম হি ।

উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞাং মুনিবেশবিধারিণীং ॥ ৮ ॥

ধাক্ষ্য ভবান্ জ্যোতি-রিব প্রকাশতে

মন্ত্রে চাহং ত্বা-মভিবাদনীয়ং ।

পাদ্যং বৈ সংপ্রদাস্মামি যথা

সিধ্যেৎ কৰ্ম্মফলানি চৈব ॥ ৯ ॥

কৌশ্ঠাং ব্রব্যামাস যথোপবেশং

কৃষ্ণাজিনে বাবুতায়ান্ স্খায়াং ।

ক চাশ্রম-স্তব কিং নাম চেদং

ব্রাহ্ম্যং ভাতি তদেব ব্যক্তং ॥ ১০ ॥

তেজস্বী । এ আশ্রমে আপনকার রমণী আপনার সহিত রমণ
করেন্ ত ? আমি আপনকার প্রিয়াকে দেখিবার কারণ সম্প্রতি
আসিয়াছি (৬) । ভবদীয় তপস্যা বর্দ্ধমানা হইতেছে ? অহুপ্তিম
ফলমূল ভোজন করেন্ ত ? নিত্যহোম ও বেদবেদাঙ্গ পাঠ হয়
তো (৭) ? এইরূপ মুনিবেশধারিণীর অতিমনোহর বাক্য শ্রবণে
মুনি মুনিবেশধারিণী-বেষ্ঠাকে সাক্ষাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ দেখিয়া
কহিয়াছিলেন (৮),—আমি প্রণাম করি ; পাদ প্রক্ষালনকরুন ;
অদ্য আমার তপস্তার ফল সুসিদ্ধ হইল (৯) ; কুশান্তরণে বা কৃষ্ণা-
জিনে যথাস্থ উপবেশন করুন ; আপনকার আশ্রম কোথায় ?
কি নাম ? বোধ হয়, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব বিরাজমান (১০) ।

ততো-বেশ্যা প্রভৃষাচ দ্বিজেন্দ্রঃ

শঙ্কায়ুক্তা কাশ্যপশ্রাগমে তু ।

মমাশ্রমঃ কাশ্যপপুত্র রম্য-

স্ত্রিয়োজনং শৈলমিমং পরেণ ॥ ১১ ॥

তত্র স্বধর্মোহনভিবাদনং মে

ন চোদকং পাদ্য-মুপস্পৃশামি ॥ ১২ ॥

ভবতা নাভিবাদ্যোহহ-মভিবাদ্যো-ভবান্ময়া ।

ব্রত-মেতাদৃশং ব্রহ্মন্ পরিষজ্যো-ভবান্ময়া ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রুত্বা বচ-স্তস্ত পুন-রাহ তপোধনঃ ।

ফলানি পকানি দদানি তেহহম্

ভল্লাতকান্মলকানি চৈব ।

করুষকানীক্ষুদকানি তাবৎ

যথোপযোষং ফলমত্র ভুঞ্জস্ব ॥ ১৪ ॥

স্মা তানি সর্বানি বিবর্জয়িষ্য

ভক্ষ্যং মহার্ষং প্রদদৌ ততোহস্ত ।

তান্যব্যশৃঙ্গস্ত মহারসানি

ভৃশং সুরূপাণি রুচিং দহু-র্হি ॥ ১৫ ॥

দদৌ চ মাল্যানি স্নগন্ধিবন্তি

চিত্রাণি বাসাংসি চ ভানুমন্তি ।

পানানি চাগ্র্যাণি ততো-গৃহীত্বা

মুমোদ চিক্রীড় জহাস চোচ্চৈঃ ॥ ১৬ ॥

তদা চুচুস্বামলগণ্ডমূলে

বিলজ্জমানা ফলিতা লতেব ।

গাত্রৈ-শ্চ গাত্রাণি নিষেবমাণা

সমাল্লিষ-চ্চাসকু-দৃষ্যশৃঙ্গং ॥ ১৭ ॥

বিলজ্জমানেনব মলাভিভূতা

প্রলোভয়ামাস স্ততং মহর্ষেঃ ।

অর্থব্যশৃঙ্গং বিকৃতং নিরীক্ষ্য

পুনঃ পুনঃ পীড়্য চ কায়মস্ত ।

অবেক্ষ্যমাণা শনকৈ-র্জগাম

কৃত্যগ্নিহোত্রস্ত তদাপদেশং ॥ ১৮ ॥

মুনি ইত্যাদিরূপ পরিচয়গ্রহণে প্রার্থিত হইলে, বিভাণ্ডক ঋষির আগমনে অতিশয়শঙ্কাকুলচিত্তা মুনিবেশধারিণী বারনারী কহিতেছে, হে কাশ্যপপুত্র! আমার আশ্রম অতিরমণীয়; এই পর্ত্ততহইতে তিন বোজন পথ দূরগামী (১১)। তাহাতে আমার অনভিবাদন নিজধর্ম, অর্থাৎ আমরা কাহাকেও প্রণাম করি নাই এবং কাহারও পাদ্যজল স্পর্শকরি না (১২)।

আগনকার আমি অনভিবাদ্য ও আপনি আমার অভিবাদ্য। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমার এই ব্রত, বাহাতে আপনি আমাকে আলিঙ্গন করেন (১৩)। এই কথা কহিলে, তপোধন মুনি-বেশধারিণী বারনারীকে পুনর্বার কহিতেছেন,—বস্ত্র ফল মূল প্রদানকরি, ভক্ষণ কর। বিশেষ ভল্লাতক, হরীতকী, আমলকী, করুষ, ইক্ষুদ, নাগরঙ্গ, জম্বীর, নীবার, কলার, কঙ্কু, তিল, মুদগ, বব, গোধূম, হৈমন্তিক মূলক, কেমুক, নারিকেল, শ্রীফল, কদলী, লবণী, লকুচ, পনস, আত্র, মরীচ ইত্যাদি সমস্ত

ফলমূল অত্যুত্তম, ভোজনে অতিসুস্বাদু। মুনি এই বলিয়া বারাজ্ঞপাকে ফল দান করিলে, (১৪) মুনিবেশধারিণী বারনারী মুনিদত্ত তাবৎ ফল পরিত্যাগকরিয়া নিজসম্বিত শোভিত উত্তমরসাস্বাদিত নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ও স্নগন্ধমালা, বিচিত্র বসন, কপূর, বাসিততাস্থলাদিদ্বারা মুনিকে যথেষ্ট পরিতৃপ্ত করিয়া মুনির সহিত হাস্তপরিহাস্তআমোদপ্রমোদরূপ কিয়ৎকাল বিহার করিলে, বিলজ্জমানা ফলিতা লতা যদ্রূপ বৃক্ষকে বারম্বার পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ বৃক্ষরূপ মুনিকে লতারূপা বারনারী বারম্বার মুখচুষন গাত্র-স্পর্শনালিঙ্গন পুনঃ পুনঃ কায়পীড়নাদিকরতঃ মুনিকে পরমাহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন দেখিয়া বিভাণ্ডকের আগমনে ব্যাকুলচিত্তা বারনারী নৌকাশ্রমে পলায়ন করিল (১৫) (১৬) (১৭) (১৮)।

তস্মাৎ গত্যাং মদনেন চিত্ত-
 বিচেতনঃ প্রীতবদৃশ্যশৃঙ্গঃ ।
 তামেব চিত্তেন গতেন শৃঙ্গো-
 বিনিঃস্বস-মার্ভবপু-র্ভবভূব ॥ ১৯ ॥
 ততো-মুহুৰ্ত্তং হরিপিঙ্গলাক্ষঃ-
 প্রবেষ্টিতো-রোমভি-রানথাগ্রাৎ ।
 স্বাধ্যায়বান্ হৃষ্টসমাধিযুক্তো-
 বিভাণ্ডকঃ কাশ্যপ-আবিরাসীৎ ॥ ২০ ॥
 সোহপশ্য-দাসীন-মুপেত্য পুত্রং
 ধ্যায়ন্ত-মেবং বিপরীতচিত্তং ।
 বিনিঃস্বসন্তং মুহূৰ্ত্তদৃষ্টিং
 বিভাণ্ডকঃ পুত্র-মুবাচ দীনং ॥ ২১ ॥
 নরৈ-র্যথা পূর্ব-মিবাসি পুত্র
 চিন্তাপর-শ্চাপি বিচেতন-শ্চ ।
 দিনোহপি মাত্রং হুমিহাদ্য কি-ন্মু
 পৃচ্ছামি ত্বাং ক-ইহাভ্যাগতোহভূৎ ॥ ২২ ॥
 ন কল্ম্যন্তে সমিধঃ কি-ন্মু তাত
 কচ্চি-দ্ধু তং চাগ্নিহোত্রং ত্বয়াদ্য ।
 স্তুনির্গিতং অকৃৎসং হোমধেনুঃ
 কচ্চিৎ সবৎসা চ কৃতা ত্বয়াদ্য ॥ ২৩ ॥

পরে মদনমুদ্রালসাক্ষ স্ব্যশৃঙ্গ প্রভৃতনিঃস্বাসপরিত্যাগপূর্বক
 অসাধারণ পরিশ্রমবশতঃ শুক্লবদনে বিরাজিত আছেন (১৯) ।
 ইত্যবসরে অগ্নিহোত্রপরায়ণ, হরিপিঙ্গলাক্ষ, স্বাধ্যায়সফলসমাধি-
 কশ্যপপুত্র বিভাণ্ডক ঋষি ক্ষণকালমধ্যে আশ্রয়জাত্রে আসিয়া
 (২০) বিপরীতচিত্ত, মুহূৰ্ত্তনিঃস্বাসযুক্ত, উৰ্দ্ধদৃষ্টি এবম্প্রকারে
 হুঃখিত পুত্রমুখাবলোকনে জিজ্ঞাসাকরিতেছেন, (২১) পুত্র !
 সামান্য বিচেতন মানবের ত্বাং কি হেতু চিন্তাপর দেখিতেছি ?
 এখানে কি অদ্য কোন ব্যক্তি আসিয়াছিল ? (২২) সমিধকল্পনা

ইতি শ্রুত্বা পিতৃ-স্তস্ত বচো-মুদ্রাক্ষরং পরং ।
 উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞং পিতরং করুণাশ্রিতং ॥ ২৪ ॥
 ইহাগতো-জটিলো-ব্রহ্মচারী
 ন বৈ হ্রস্বো-নাতিদীর্ঘো-মনস্বী ।
 স্তবর্ণবর্ণঃ কমলায়তাক্ষঃ
 স্তূতঃ স্তরাণা-মিব লোভমানঃ ॥ ২৫ ॥
 স্তম্ভিরূপঃ সবিতেব দীপ্তঃ
 স্তম্ভকৃষ্ণাক্ষি-রতীবর্গোরঃ ।
 নীলা বিবিক্তা চ জটা স্তগন্ধা
 হিরণ্যরজ্জুপ্রথিতা স্তদীর্ঘা ॥ ২৬ ॥
 আলম্ব্যমানা পুন-রস্ত কণ্ঠে
 বিদ্যোততে বিদ্যু-দিবা-স্তরীক্ষে ।
 দ্বৌ মাংসপিণ্ডা-বধরেণ কণ্ঠা-
 দলোমশৌ চাপি মনোহরৌ চ ॥ ২৭ ॥
 বিলম্বমধ্যস্থ স নাভিদেশে
 কটিশ্চ তস্যাপি বৃহৎপ্রমাণা ।

হইয়াছে ? অগ্নিহোত্র হবনকৰ্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে ? অকৃৎসবাদি
 প্রক্ষালন করিয়াছ ত ? সবৎসা হোমধেনু প্রভৃতির গুণাবা হই-
 য়াছে ? ভাবিদিনের কুশবস্তুজমোজ্জী-মেখলাদির আহরণ করি-
 য়াছ ত ? (২৩) জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণকরিয়া করুণাশ্রিত
 বাক্যজ্ঞ জনকের প্রতি স্ব্যশৃঙ্গ প্রভৃতাদর প্রদানকরিয়া-
 ছিলেন (২৪) । পিতঃ ! এখানে একজন জটিল আসিয়াছিলেন ।
 তিনি অতিশয় হ্রস্ব এবং অতিশয় দীর্ঘও নহেন । মহামাত্র,
 স্তবর্ণবর্ণ, কমলায়তাক্ষ, দেবতাগণের লোভমান, (২৫) স্তম্ভি-
 রূপ, স্তম্ভকৃষ্ণাক্ষি, স্তম্ভকৃষ্ণাক্ষি, স্তম্ভকৃষ্ণাক্ষি ও
 গন্ধামোদিত হিরণ্যরজ্জুপ্রথিত স্তদীর্ঘজটা (২৬) গগনমণ্ডলে
 বিদ্যুৎসম শোভামান জটিল কণ্ঠদেশে আলম্ব্যমানা, আর
 পারিজাতবিনিদিত ওষ্ঠাধর, এবং বক্ষঃস্থলবিরাজিত অনোমশ
 অতিমনোহর মাংসপিণ্ডব (২৭) ও বেদিবিলম্ববৎ বিলম্বমধ্যস্থিত

অথাস্য চীরাস্তরতঃ প্রভাতি
 হিরণ্ময়ীৰ মম মেখলেয়ং ॥ ২৮ ॥
 অন্য-চ্চ তস্যাদ্ভুতদর্শনীয়ং
 বিকুক্ষিতং পাদয়োঃ সংবিরোতি ।
 পাণ্যো-শ্চ তদ্বদ্রুচিরং নিবন্ধো
 কলাপকা-বন্ধমালা যথেষং ॥ ২৯ ॥
 বিচেষ্টমানস্য চ তস্য নাভিঃ
 কুজন্তি হংসাঃ শরদীব মতাঃ ।
 চীরার্ণি তস্যাদ্ভুতদর্শনানি
 লোমানি তদ্ব-ন্মম রূপবন্তি ॥ ৩০ ॥
 বক্তুং তস্যাদ্ভুতদর্শনীয়ং
 প্রবাহতং হ্লাদয়তীব চেতঃ ।
 পুংস্কোকিলস্যেব চ তস্ম বাণী
 তাং শৃণ্বতো মে ব্যথিতাস্তুরাত্মা ॥ ৩১ ॥
 স মে সমাল্লিষ্য পুনঃ শরীরং
 জটাস্থ গৃহ্নাত্য-বনম্য বক্তুং ।

বক্তে ৭ বক্তুং প্রণিধায় শব্দং
 চকার তন্মে জনয়েৎ প্রহর্ষং ॥ ৩২ ॥
 ন চাপি পাদ্যং বহুমন্ততে-হসৌ
 ফলানি চেলানি ময়া হতানি ।
 এবং ত্রতোহস্মীতি চ মা-মবোচৎ
 ফলানি পাদ্যানি ন চাদদ-ন্মে ॥ ৩৩ ॥
 'ময়োপযুক্তানি ফলানি তস্য
 নেমানি তুল্যানি রসেন তেবাং ।
 তোয়ানি চৈবা-তিরসানি মহং
 প্রাদাৎ স বৈ পাতু-মুদাররূপঃ ॥ ৩৪ ॥
 গীত্বৈব যান্ত্র-ভ্যষিকঃ প্রহর্বো-
 মমাভব-দ্ভূ-শ্চলিতেব চাসীৎ ।
 ইমানি চিত্রাণি চ গন্ধবন্তি
 মাল্যানি তস্যোদ্গ্রথিতানি পট্টে ॥ ৩৫ ॥
 ইচ্ছামি তস্যাস্তিক-মেব তাত
 কা নাম সা ত্রতচর্যা নু তস্য ।

নাভিদেশ আর বৃহৎপ্রমাণ নিতম্বদেশ, তাহে স্কন্ধবসনাশ্রিত
 মম নেথলাসমা হিরণ্ময়ী মেখলা জাজল্যমানা (২৮) ।

আর ব্রহ্মচারির পদযুগলে কি অদ্ভুতদর্শনীয় ক্রৌঞ্চবক্
 বিরাব করিতেছে এবং করতলদ্বয়ে বজ্রপ আমার এই অঙ্গমালা,
 উজ্জ্বল সূরুচির কলাপকদ্বয় ব্রহ্মচারির পাণিতলদ্বয়ে নিবন্ধ
 আছে (২৯) ; এবং শরৎকালপ্রাপ্ত প্রমত্ত হংস যাদৃক্ সর্বদা
 শব্দায়মান হইয়া থাকে, তাদৃক্ ব্রহ্মচারির বিচেষ্টমান নাভি ও
 অশ্বদীপরূপসম আশ্চর্য্যদর্শন লোমাবলি এবং চীরবসন (৩০) ।
 হৃদয়হ্লাদকর কি আশ্চর্য্য দর্শনীয়বিহারবক্তৃ, বিশেষ পুংস্কো-
 কিলোপম বাণী শ্রবণে তদবধি আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত
 আছেন (৩১) । উক্ত ব্রহ্মচারী অশ্বদীপ শরীর পুনঃ পুনঃ
 আলিঙ্গন দানে এবং জটাস্থ গ্রহণে মদীয় বক্তৃ অবনত করিয়া

মুখে মুখ প্রণিধানকরতঃ কি অপূর্ব শব্দ করিয়া আমার
 প্রকৃষ্ট হর্ষ জন্মিল, তাহা বলিতে অসমর্থ (৩২) ; এবং অশ্বদন্ত
 ফলমূল ও চেলবসন উক্ত জটিল বহমানিত না করিয়া আমাকে
 কহেন যে, আমার এই ত্রত ভবদত্ত পাদ্য ও ফল মূলাদি স্বীকার
 করি না (৩৩) । অনন্তর উদাররূপ ব্রহ্মচারী আমার পানার্থ
 উত্তম স্নান ও ওষ্ঠাবলোপ্য নিজস্বিত ফল মূল আমাকে
 প্রদান করিলেন (৩৪) ।

অভ্যবিক্ত ঋষি প্রহর্ষ হইয়া ব্রহ্মচারিদত্ত ফলমূল তোয়াদি
 পানকরিবামাত্র আমাসম্বন্ধে, বোধ হয়, যেন পৃথিবী চলিতা হন
 আর পট্টহ্রদ্বারা ব্রহ্মচারিকর্তৃক গ্রথিত আশ্চর্য্যগন্ধবিশিষ্ট
 এই সমস্ত পুষ্পমালা (৩৫) । অতএব, হে তাত ! এক্ষণে ব্রহ্ম-
 চারির নিকটে বাসকরিতে ইচ্ছাকরি। পিতঃ ! এ ত্রতচর্য্যার কি

ইচ্ছাম্যহং চরিতং তেন সার্কং
 যথা তপঃ স চরত্যাগ্রকর্ম্মা ॥ ৩৬ ॥
 ইত্যেব বাক্যং মুনি-রাত্নজস্য
 শ্রুত্বা মহাবাক্যবিশারদোহসৌ ।
 উবাচ বাক্যং পরিশান্তয়ন্ হি
 বিভাণ্ডক-স্তপসা জ্ঞাততত্ত্বঃ ॥ ৩৭ ॥
 রক্ষাংসি চৈতানি চরন্তি পুত্র
 রূপেণ তেনাদ্ভুতদর্শনেন ।
 অতুল্যবীৰ্য্যাণ্য-তিরূপবন্তি
 বিঘ্নং সদা তপস-শ্চিন্তয়ন্তি ॥ ৩৮ ॥
 ন তানি সেবেত মুনি-র্ষতাত্মা
 ফলানি পেয়ানি মধুনি তানি ।
 মাল্যানি চৈতানি ন বৈ মুনীনাং
 গ্রাহ্যাণি চিত্তোৎপলগন্ধবন্তি ॥ ৩৯ ॥

রক্ষাংসি তানীতি নিবার্য্য পুত্রং
 বিভাণ্ডক-স্তপসে নির্জগাম ।
 যদা পুনঃ কাশ্যপো-নির্জগাম
 ফলানি হর্ভুং বিধিনা বনা-দ্ধি ॥ ৪০ ॥
 তদা পুন-লৌভয়িতুং জগাম
 সা বারযোষা মুনি-মৃষ্যশৃঙ্গং ।
 দৃষ্টেব তা-মৃষ্যশৃঙ্গং প্রহর্য্যঃ
 সংভ্রান্তরূপো-ন্যপত-ভদানীং ॥ ৪১ ॥
 প্রোবাচ চৈনাং ভবদা-শ্রমায়
 গচ্ছামি যাব-ন্ন পিতা মমেতি ।
 ততো-বেশ্যা কাশ্যপশ্চৈকপুত্রং
 প্রবেশ্য যোগেন বিমুচ্য নাবং ॥ ৪২ ॥
 প্রমোদয়ন্ত্যো-বিবিধৈ-রূপায়ৈ-
 রাজগু-রক্ষাধিপরাজধানীং ।

নাম ? ব্রহ্মচারির সহিত এই ব্রতচরণ করিতে আমি বিলক্ষণ
 বাসনা করি ; যেহেতু সেই ব্রহ্মচারী এই ব্রতচরণ করিয়া উগ্র-
 কণ্ঠী হইয়াছেন (৩৬) । অনন্তর মহাবাক্যবিশারদ, তপসা-
 জ্ঞাতসমস্ততত্ত্ব বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমের এইরূপ বাক্য শ্রবণ
 করিয়া নানাবিধ হিতবাক্যরূপ-জলসেকদ্বারা কামবাণানল-
 দহুচিত্ত তনুরকে সাস্ত্রনাকরতঃ কহিয়াছিলেন (৩৭),—পুত্র !
 আশ্চর্য্যদর্শনহেতু মন্যতে বিবেচনা হয় যে, এখানে সেই সমস্ত
 রাক্ষসগণ বিচরণে আসিয়া থাকিবে ; কেন না, তাহাদিগের
 শৌর্য্য বীৰ্য্য ঔদার্য্য রূপ গুণের তুলনা নাই । স্বাভাবিক
 তাহারা তপস্তার বিঘ্নচরণ সর্ব্বদা করিয়া থাকে (৩৮) ।
 সংযতাত্মা মুনিগণ তাহাদিগের সহিত একত্র কখন বাস করেন
 নাই এবং অস্বদন্ত ফল মূল ও মধুপান করেন নাই, তাহা বর্ষ-
 শীত্রে বিশেষ নিষেধ আছে, আর বিশেষ চিত্তোৎপলগন্ধযুক্ত
 মাল্য মুনিগণের অগ্রাহ্য (৩৯) । পরে সেই সমস্ত রাক্ষস

বলিয়া সাতিশয়স্নেহবশতঃ মত্তমাতঙ্গবৎ ধৈর্য্যগুণাবলম্বনে অসহ-
 মান পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে বারম্বার নিবারণক্ষম গিতা কাশ্যপ
 বিভাণ্ডকমুনি বিধিবোধিত তপস্তার নিমিত্ত কাননহইতে
 ফলকুসুমসমিধ্ সঞ্চয়নবাসনার যৎকালে আশ্রমাস্তর গ্রহণ
 করেন, তৎকালে ব্রহ্মচারিরূপধারিণী বারনারী ঋষ্যশৃঙ্গমুনির
 নিকট পুনরায় উপস্থিতা হইল (৪০) ।

অশেষলোভদর্শনলালসায় যৎকালে বারনারী ঋষ্যশৃঙ্গ
 মুনির নিকট উপস্থিতা হইল। তৎকালে প্রহৃষ্টচিত্ত ঋষ্যশৃঙ্গ
 বারনারীকে দৃষ্টমাত্রেই সংভ্রান্তরূপে গাত্রোত্থান (৪১)
 করিয়া বারনারীকে কহিলেন যে, যাবৎকাল আমার পিতা
 এ আশ্রমে না আসিবেন, তাবৎকাল ভবদীয় আশ্রমে আমি
 গুভাগমন করিব । পরে বারনারী মুনির নিকট এই কথা শ্রবণ-
 মাত্র কোন যোগবলে পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া কাশ্যপের
 শ্রেষ্ঠপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে সর্ব্ববিষয় অনাপত্ত জীবাত্মপরমাত্ম-
 তত্ত্বের অভেদচিন্তনরূপ সমাধি ভঙ্গকরিতা তরুণীমধ্যে অব-
 রোহণ করাইল (৪২) । পশ্চাৎ অশেষ উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গমুনি-

অন্তঃপুরে তন্তু নিবেশ্য রাজা
 বিভাণ্ডকস্ত্রাজমেকপুত্রঃ ॥ ৪৩ ॥
 দদর্শ দৈবং সহসা প্রবৃষ্ট-
 মাপূর্যমাণঞ্চ জগজ্জলেন ।
 স লোমপাদঃ পরিপূর্ণকামঃ
 স্ত্রতাং দদৌ ঋষ্যশৃঙ্গায় শান্তাং ॥ ৪৪ ॥
 ক্রোধপ্রতীকারকঞ্চ চক্রে
 গা-শৈব মার্গেষু চ কর্ষকাণি ।
 বিভাণ্ডকস্ত্রাজতঃ স রাজা
 পশূন্ প্রভূতান্ পশুপাংশ্চ বীরান্ ॥ ৪৫ ॥
 সমাদিশৎ পুত্রমার্গী মহর্ষি-
 র্বিভাণ্ডকঃ পরিপ্লেদ-যদা বঃ ।
 স বক্তব্যঃ প্রাঞ্জলিভি-র্ভবন্তিঃ
 পুত্রস্ত তে পশবঃ কর্ষকঞ্চ ॥ ৪৬ ॥

অধোপবাতঃ স মুনি-শ্চকোপ
 স্বমাশ্রমং কলমূলং গৃহীত্বা ।
 অবেষমাণশ্চ ন তত্র পুত্রং
 দদর্শ চুক্রোধ ততো-ভৃশং সঃ ॥ ৪৭ ॥
 ততঃ স কোপেন বিদীৰ্য্যমাণ-
 আশঙ্কমানো-নৃপতে-বিধানং ।
 জগাম চম্পাং প্রতিবীক্ষ্যমাণ-
 স্ত-মঙ্গরাজং সপুং সরাক্তং ॥ ৪৮ ॥
 স বৈ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ কাশ্যপ-স্তান্
 ঘোষান্ দেশান্ সাদিচরান্ সমুদ্বান্ ।
 গোপৈশ্চ তৈর্বিধিবৎ পূজ্যমানো-
 রাজেব তাং রাত্রি-মুদাস তত্র ॥ ৪৯ ॥
 অবাপ সংকার-মতীব তস্ত
 প্রোবাচ কস্ত প্রহিতাঃ স্ব গোপাঃ ।

সমভিব্যাহারে সাতিশয় প্রমোদমান বারান্ধগাণ গণ অঙ্গাধিপ-
 রাজধানী সমুপস্থিত হইলে, বারান্ধগাণর সমভিব্যাহারে কাশ্যপ
 বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গমুনি রাজধানী আসিয়াছেন, এই কথা
 দূতমুখাৎ শ্রবণমাত্রে সাতিশয় আনন্দচিত্ত লোমপাদনামা
 নৃপতি অন্তঃপুরমধ্যে মুনিকে প্রবেশ করাইবামাত্র (৪৩)
 দৈব অমৃতবর্ষণকরতঃ জগৎসংসার পরিপূরণ করিলেন। এই
 অলৌকিক ব্যাপারদর্শনে পূর্ণমনস্কাম লোমপাদনরপতি ঋষ্য-
 শৃঙ্গমুনিকে শান্তানারী কৃত্যপ্রদান করিলেন (৪৪)। অনন্তর
 আত্মজের অবেষণার্থ রাজ্যে অবস্থাই শুভাগমনকারী বিভাণ্ডক-
 মুনির ক্রোধপ্রতিকারকর কতিপয় সর্বংসা ধেনু ও কর্ষকগণ
 প্রভূত পশু এবং বীরপশুসকল পশ্চিমধ্যে নরপতি লোমপাদ
 স্থানে স্থানে নিয়োজিত করিয়া (৪৫) তাহাদিগকে লোমপাদ
 নরপতি এই অহুমতি কল্পিলেন যে, পুত্রমার্গী মহর্ষি বিভা-
 ণ্ডকমুনি এপর্য্যন্ত আসিয়া, এই সকল পশু ও পশুপাল কোন্
 রাজার? এই কথা যখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন,
 তখন তোমরা কৃতজ্ঞলিপূর্বক অতিবিনীতভাবে কহিবে যে,

এই সমস্ত পশু ও কর্ষকগণ মহাশয়ের পুত্রের (৪৬)। অনন্তর
 বহুক্ষণ পুত্রদর্শনলালসায় সাতিশয়োৎসুক কলমূলহস্ত অগ্নিহোত্র-
 পরায়ণ বিভাণ্ডকমুনি অবিলম্বে আশ্রমপদপ্রাপ্তে আশ্রমে
 পুত্রকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অবেষণকরতঃ নিতান্ত ক্রোধ-
 পরবশ হইলেন (৪৭)। পশ্চাৎ ক্রোধাগ্নিবিদীৰ্য্যমাণ মুনি
 লোমপাদনরপতির চরিত্রের চাতুর্য্যতা আশঙ্কাকরিয়া ক্রবিক্ষেপে
 সপুং সরাক্ত অঙ্গরাজ অবলোকনকরতঃ চাম্পানগরী প্রতি ধাব-
 মান হইয়া (৪৮) কিয়দূরে আসিয়া পশ্চিমধ্যে শ্রান্ত ও ক্ষুধিত
 কাশ্যপ ঘোষ দেশ প্রভৃতি প্রচুর পশাদিবিভূষিত বিলক্ষণ-
 সম্পত্তিবৃত্ত নগর দেখিয়া তত্রস্থ গোপগোপিকা গোপবালক-
 কর্তৃক রাজবৎ যথাবিধি পূজ্যমান মুনি একরজনীকাল অতি-
 বাহিত করিয়া (৪৯), অতিসংকারপ্রাপ্ত মুনি তত্রস্থ পশুপালক
 গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ওহে বাপু গোপগণ! তোমরা
 কাহাকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছ? এই কথা শ্রবণমাত্র অতিবিনীত
 ভাবৎ গোপগণ মুনির নিকট কৃতজ্ঞলিপূর্বক আসিয়া “এই

উচু-স্তত-স্তেহভ্যুপগম্য সর্বৈ
 ধনং তবেদং বিহিতং স্ততশ্চ ॥ ৫০ ॥
 এবং সদেশেষতিপূজ্যমান-
 স্তাং-শৈব শৃগুন্ মধুরপ্রলাপান্ ।
 প্রশান্তভূয়িষ্ঠরজাঃ প্রহৃষ্টঃ
 সমাসসাদাক্ষপতিং পুরস্হং ॥ ৫১ ॥
 স পূজিত-স্তেন নরর্ষভেণ
 দদর্শ পুত্রং দিবি দেব-মিত্রং ।
 শান্তাং স্মৃষাং চৈব দদর্শ তত্র
 সৌদামিনীমুচ্চরন্তীং যথৈব ॥ ৫২ ॥
 গ্রামাংশ্চ ঘোষাংশ্চ স্ততশ্চ দৃষ্ট্বা
 শান্তাঞ্চ শান্তশ্চ পরং সাকোপঃ ।
 চকার তস্মৈ চ পরং প্রসাদং
 বিভাগকো-ভূমিপতেন্নরেন্দ্রঃ ॥ ৫৩ ॥
 স তত্র নিঃক্ষিপ্য স্ততং মহর্ষি-
 রুবাচ সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভাবঃ ।

সমস্ত ধন আপনকার পুত্রের” এই কথা গোপগণ নিবেদন করিল (৫০)। পরে সেই দেশে এইরূপ সর্বতোভাবে পূজ্যমান এবং পশুরব ও পশুপালক গোপগোপিকাদিগের মধুরালাপ-শ্রবণে প্রশান্তভূয়িষ্ঠরজা প্রহৃষ্টাশ্রা কাশ্যপ পুরস্হ অঙ্গপতিকে ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইলেন (৫১)।

অনন্তর, নরশাদুল লোমপাদনুপতিপূজিত মুনি যেন দেবালয়ে দেবরাজইন্দ্রসমতনয় এবং অলৌকিকরূপদেদী-প্যমানা সৌদামিনীসদৃশী শান্তানারী পুত্রবধুসমবলো-কনে স্হচিহ্ন পুত্রের পূর্বোক্ত গ্রামপশুঘোষবর্ণ প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিভাগক প্রচণ্ড হইলেও ভূমিপতির প্রতি পরম প্রসন্ন হইলেন (৫২) (৫৩)। তৎপরে লোমপাদনুপতি-রাজ্যে পুত্র ও পুত্রবধু রাখিয়া স্বর্য্যঅগ্নিসমপ্রভ মহর্ষি মহারা-জার সমস্ত প্রিয়কর্ম্ম সম্পাদনান্তে ও তোমার পুত্রোৎপত্তি হইলে

জাতে তু পুত্রে বনমাত্রজেথা
 রাজ্ঞঃ প্রিয়াণ্যশ্চ সর্ব্বাণি কৃত্বা ॥ ৫৪ ॥
 স তদ্বচঃ কৃতবানুষ্যশৃঙ্গে
 যযৌ চ যত্রোশ্চ পিতা বভূব ।
 শান্তা চৈনং পর্য্যচরদ্যথা বৈ
 খে রোহিণী সোম-মেবং তথা সা ॥ ৫৫ ॥
 অরুন্ধতী বা স্তভগা বশিষ্ঠং
 লোপামুদ্রা বাপি তথা হৃগস্ত্যং ।
 তথা শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গং বনস্হং
 প্রীত্যা যুক্তা পর্য্যচরন্নরেন্দ্রঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি তে সর্ব্বমাখ্যাতং ঋষ্যশৃঙ্গপরাক্রমং ।
 তমানয় মহারাজ যন্তে যজ্ঞং করিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥
 তথৈতি মুনিমানীয় মন্ত্রিভিঃ সহিতঃ শুচিঃ ।
 যজ্ঞকর্ম্ম সমারেতে মুনিভির্বীতকল্মষৈঃ ॥ ৫৮ ॥

বানপ্রস্থাপ্রমগমন করিবে (৫৪), পুত্রকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে অতিবিনীত ঋষ্যশৃঙ্গ যে আজ্ঞা বলিয়া পিতৃব্যাক্য প্রতিপালনে তৎপর হইলে, বিভাগক স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া-ছিলেন (৫৫)। পরে বশিষ্ঠসমীপে স্তভগা অরুন্ধতী ও অগস্ত্যমুনিসমীপে রাজকন্যা লোপামুদ্রা, ইহঁরা যজ্ঞপ পতি-সেবানুষ্ঠানে আশ্রিতা ছিলেন, তজ্জপ গগণমণ্ডলে রোহিণীসমা শান্তা শশধরসদৃশ বনস্হ ঋষ্যশৃঙ্গপতিশ্রবণপারায়ণা ছিলেন (৫৬)। তৎকালে বশিষ্ঠমুনি রাজা দশরথের নিকট এইরূপ সমস্ত ঋষ্যশৃঙ্গের পরাক্রম নিবেদনকরিয়া কহিলেন যে, মহা-রাজ! যিনি আপনকার যজ্ঞ করিবেন, সেই ঋষ্যশৃঙ্গমুনির আন-য়নে যত্নবান হউন (৫৭)।

অনন্তর অযোধ্যাধিপতি শ্রীমান্ দশরথ কৃতাজ্ঞলিভাবে কুলপুরোহিত গুরু বশিষ্ঠ-ব্যাক্যশ্রবণে সচিবসহিত পরামর্শ সমাপনান্তে অঙ্গাধিপরাজধানী চপোনগরীহইতে যত্নসহকারে মহর্ষি বিভাগকমুনিকুমার মহাতপা তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গমুনি স্বপূরে সমানীত হইলে পরমপবিত্রভাবে নিত্যকৃত্যনির্ব্বাহে বীতকল্মষ উক্ত মুনিগণের সহিত যথাবিধি পুণ্যেষ্টযজ্ঞ কর্ম্ম

অক্লয়ানুমানেনহগ্নৌ তপ্তজাম্বুনদপ্রভঃ ।
 পায়সং স্বর্ণপাত্রস্থং গৃহীত্বোবাচ হব্যরাট্ ॥ ৫৯ ॥
 গৃহাণ পায়সং দিব্যং পুত্রার্থং দেবনির্গ্মিতং ।
 লপ্যাসে পরমাত্মানং পুত্রত্বেন ন সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥
 ইত্যুক্ত্বা পায়সং দত্ত্বা রাজ্ঞে সোহস্তদধেহনলঃ ।
 ববন্দে মুনিশাদুলৌ রাজা লব্ধমনোরথঃ ॥ ৬১ ॥
 বশিষ্ঠঋষ্যশৃঙ্গাভ্যামনুজ্ঞাতোদদৌ হবিঃ ।
 কৌশল্যায়ৈ সকেকয্যৈ হর্দ্বমর্দ্বং বিভজ্য সঃ ॥ ৬২ ॥
 ততঃ স্মিত্রা সংপ্রাপ্তা জগৃহে পৈষ্ঠিকং চরুং ।
 কৌশল্যা তু স্বভাগার্দ্ধং দদৌ তস্মৈ মুদাম্বিতা ॥ ৬৩ ॥
 কেকয়ী চ স্বভাগার্দ্ধং দদৌ প্রীতিসমম্বিতা ।
 উপভূজ্য চরুং সর্বাঃ স্ত্রিয়ো-গর্ত্তসমম্বিতাঃ ॥ ৬৪ ॥
 দেবতা-ইব তা-রেজুঃ স্বভাসারাজমন্দিরে ॥ ৬৫ ॥

দশমে নানি কৌশল্যা স্মৃবে পুত্রমব্যয়ং ।
 মধুমাংসে মিতে পক্ষে নবগ্যাং কৰ্কটে শুভে ॥ ৬৬ ॥
 পুনর্ববস্কসহিতে উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে ।
 মেঘং পৃথগি সংপ্রাপ্তে পুষ্পবৃষ্টিসমাকুলে ॥ ৬৭ ॥
 আবিরানীজ্জগন্নাথঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
 নীলোৎপলদলশ্রামঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৬৮ ॥
 জলজারুগনেত্রান্তঃ স্কুরংকুণ্ডলমণ্ডিতঃ ।
 সহস্রার্কপ্রতীকাশঃ কিরীটী কুক্ষিতালকঃ ॥ ৬৯ ॥
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিরাজিতঃ ।
 অনুগ্রহাখ্যহংসেন্দুসূচকঃ স্মিতচন্দ্রিকঃ ॥ ৭০ ॥
 করুণারসসংপূর্ণোবিশালোৎপললোচনঃ ।
 শ্রীবৎসহারকেয়ূরনুপুরাদিবিভূষণঃ ॥ ৭১ ॥
 দৃষ্টা তং পরমাত্মানং কৌশল্যা বিস্ময়াকুলা ।
 হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়না নত্বা প্রাজ্জলি-মত্রবীৎ ॥ ৭২ ॥

আরম্ভ করিলেন (৫৮) । পরে অতিশ্রদ্ধাভক্তিসহকৃত প্রবুদ্ধ
 বজ্রীয় হতাশন ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকর্তৃক আহুয়মান হইলে, তপ্ত-
 জাম্বুনদপ্রভ হব্যরাট্ স্বর্ণপাত্রস্থ পায়স গ্রহণকরিয়া মহারাজকে
 কহিলেন যে, (৫৯) মহারাজ! এই পুত্রার্থ দেবনির্গ্মিত দিব্যপায়স
 গ্রহণ করুন। ইহাতে পরমাত্মা পুত্রলাভ করিতে পারিবেন,
 তাহার সংশয় নাই; (৬০) এই বলিয়া রাজাদশরথকে পায়স প্রদা-
 নান্তে পূর্ণাহতি হবনদানে অতিমুসন্দ্বষ্ট অনল অন্তর্হিত হইলে,
 লব্ধমনোরথ রাজা দশরথ মুনিপুঙ্গব বশিষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিগণের
 শ্রীচরণাবিন্দবৃগলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন (৬১) । অন-
 ত্তর অবনিপাল বশিষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকর্তৃক অনুজ্ঞাত হবি হই অংশে
 বিভক্ত করিয়া, একাংশ কৌশল্যাকে অপরাংশ কৈকেয়ীকে
 প্রদান করিলেন (৬২) । পরে হর্বযুক্তা কৌশল্যা নিজাংশের
 অর্দ্ধাংশ পৈষ্ঠিকচরু স্মিত্রাকে প্রদান করেন অমর প্রীতি-
 ভাবাপন্ন কৈকেয়ীও নিজাংশের অর্দ্ধাংশ চরু স্মিত্রাকে সমর্পণ
 করিলে, একত্র তিস্র রাজমহিষী পায়সচরু ভোজনান্তে সকলেই
 গর্ত্তলক্ষণ ধারণকরতঃ রূপগুণ ও দিব্যালঙ্কার বস্ত্রাদিবিভূষণের
 সমুজ্জলতার অধিকতাহেতু দেবতাসমা রাজ্যভবনে বিরাজ
 করিতে লাগিল (৬৩) (৬৪) (৬৫) ।

অনন্তর কৌশল্যা সম্পূর্ণদশমাসপ্রাপ্তাবস্থায় স্বর্ঘ্যদেব
 মেঘরাশি গমন করিলে, অর্থাৎ চাত্র-চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয়
 নবমীতিথিতে কৰ্কটলগ্নে পুনর্ববস্কসহিতে গ্রহপঞ্চক উচ্চপদস্থ
 হইলে, মধ্যাহ্নকালে অক্ষয়পুত্র প্রসব করিবার সময়ে অমরগণ
 কুসুমবর্ষণে ব্যাকুলিত হইলে, পরমাত্মা সনাতন জগন্নাথ
 আবির্ভূত হইলেন (৬৬) (৬৭) * । নীলোৎপলদলশ্রাম,
 পীতবসন, চতুর্ভুজ, কোকনদবৎ অরুণবর্ণ নয়নান্ত, দীপ্তি-
 বিশিষ্টকর্ণকুণ্ডলশোভিত, সহস্রস্বর্ঘ্যসদৃশমুকুটালঙ্কার, পুঞ্জিত-
 অলকতিলকাবলি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিরাজিত, সানুগ্রহ-
 হৃদয়, চন্দ্রহৃৎক ঐবদ্বাস্তমুখচন্দ্রিক, করুণারসসংপূর্ণ, পদ্ম-
 পলাশলোচন, শ্রীবৎসহারকেয়ূরনুপুরাদিবিভূষণ, হর্ষাশ্রুপূর্ণ-
 নয়না বিস্ময়াকুলা কৃতাজ্জলি কৌশল্যা ঐদৃশ পরমাত্মারূপ পুত্র

* ৬৬—৬৭ । উক্ত মূলে যদিও মধ্যাহ্নকাল নাই, তথাপি অভিনেতাগণ
 স্বর্ঘ্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকালীন সমস্ত অঙ্ককার পলায়ন করিয়াছিল,
 একারণ অনুবাদে লেখা হইল যেহেতু পুরাণান্তরে মধ্যাহ্নকাল বিশেষ বর্ণিত
 আছে, “কিঞ্চা মধ্যাহ্নে জন্ম ভাবয়েৎ” ইতি তিথিতবে আর্তিভট্টাচার্য্য
 মহা-
 শয়ের লিখিত আছে, অতএব অনুবাদ অত্যন্ত নীরসভাবহেতু অতুলা মধ্যাহ্ন-
 কাল উল্লেখ হইল ।

কৌশল্যোবাচ ।

দেবদেব নমস্তভ্যঃ শঙ্খচক্রগদাধর ।

পরমাত্মাচ্যুতোহনন্তঃ পূর্ণ-স্বং পুরুষোত্তম ॥ ৭৩ ॥

বদন্ত্যগোচরং বাচাং বুদ্ধাদীনামতীন্দ্রিয়ং ।

ত্বাং বাদিবেদিনঃ সত্তামাত্রং জ্ঞানৈকবিগ্রহং ॥ ৭৪ ॥

ত্বমেব মায়য়া বিশ্বং সৃজন্তবসি হংসি চ ।

সত্তাদিগুণসংযুক্তঃ সূর্য্যএবামলঃ সদা ॥ ৭৫ ॥

করোষীব ন কর্তা ত্বং গচ্ছসীব ন গচ্ছসি ।

ন শৃণোষি শৃণোষীব পশ্যসীব ন পশ্যসি ॥ ৭৬ ॥

অপ্রাণোহমনাঃ শুভ্র-ইত্যাদি শ্রুতিরব্রবীৎ ।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নপি ন লক্ষ্যসে ॥ ৭৭ ॥

অজ্ঞানধ্বান্তচিত্তানাং ব্যক্ত-এব স্মেধসাং ।

জঠরে তব দৃশ্যন্তে ব্রহ্মাণ্ডাঃ পরমাণবঃ ॥ ৭৮ ॥

সন্দর্শনে বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন (৬৮) (৬৯) (৭০) (৭১) (৭২) ।

হে দেবদেব ! তুভ্যং নমামি, হে শঙ্খচক্রগদাধর ! ত্বং পরমাত্মা, ও অচ্যুত, অর্থাৎ পতন না থাকায় অচ্যুত, অন্ত না থাকায় অনন্ত, অংশ না থাকায় পূর্ণ, অবকৃষ্টতা না থাকায় পুরুষোত্তম (৭৩), তুমি বাক্যের অগোচর, বুদ্ধাদির অতীন্দ্রিয়, ভগবদ্বাদিবেদিগণ আপনাকে জ্ঞানময়মাত্র শরীর, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সত্তামাত্র বলিয়া বিদিত আছেন (৭৪) । তুমি মায়াদ্বারা সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়করণের মুখ্য কর্তা ; সত্ত্বরজস্তমোগুণযুক্তবপুঃ, সাক্ষাৎজ্যোতিঃপদার্থ, স্বর্য্যবৎ নির্মল (৭৫) ; তুমি কর্ম কর, কিন্তু কর্মের কর্তা নও ; তুমি গমন কর, কিন্তু গমনের কর্তা নও ; তুমি শ্রবণ কর, কিন্তু শ্রবণ নাই ; তুমি দেখেও দেখ নাই (৭৬) ; তুমি অপ্রাণ, অমন, নিত্যশুভ্র ইত্যাদি শ্রুতি কহেন । তুমি সর্ব্বপ্রাণিতে সমভাব অবলম্বন করিলেও কাহাকর্তৃক লক্ষিত হও নাই (৭৭) ; তুমি অজ্ঞানির জ্ঞানদাতা, অব্যক্তজনের ব্যক্তরূপ ; তব জঠরে পরমাণুরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হইতেছে (৭৮) । তুমি এই হতভাগ্যার উদরে উৎপন্ন হইয়া কি সমস্তলোক বিড়ম্বনা করিতেছ ?

ত্বং মমোদরসংভূত-ইতি লোকান্ বিড়ম্বসে ।

ভক্তেষু পারবশ্যন্তে দৃষ্টং মেহদ্য রঘুদ্বহ ॥ ৭৯ ॥

সংসারসাগরে মগ্না পতিপুঞ্জধনাদিষু ।

ভ্রমামি মায়য়া তেহদ্য পাদমূল-মুপাগতা ॥ ৮০ ॥

দেব ত্বদ্রূপমেতন্মে সদা তিষ্ঠতু মানসে ।

আবুণোতু ন মাং মায়া তব বিশ্ববিমোহিনী ॥ ৮১ ॥

উপসংহর বিশ্বাশ্নেতদ্রূপমলৌকিকং ।

দর্শয়স্ব মহানন্দং বালভাবং স্নকোমলং ।

লনিতালিঙ্গনালাপৈ স্তরিস্যাম্যৎকটং তমঃ ॥ ৮২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

যদ্যদিকটং তবাস্ত্যশ্ব তত্তদ্বতু নান্যথা ॥ ৮৩ ॥

অহস্ত ব্রহ্মণা পূর্ব্বং ভূমেভারাপনুভয়ে ।

প্রার্থিতোরাবণং হস্তং মানুষ্যমুপাগতঃ ॥ ৮৪ ॥

ত্বয়া দশরথেনাহং তপসারাধিতঃ পুরা ।

হে রঘুকুলোদ্বহ ! অদ্য ভবদীয় ভক্তের প্রতি পারবশ্যতা আমাকর্তৃক দৃষ্ট হইল (৭৯) । ভগবদ্বিশ্ববিমোহিনী মায়া বাধ্যবশতঃ পতিপুঞ্জধনাদিরূপসংসারসাগরতীব্রতরঙ্গকলোলে অনবরত ভ্রমণ করিয়া অদ্য ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মমূল প্রাপ্ত হইলাম (৮০) । হে দেব ! তোমার এই রূপ মম মানসে যেন সর্ব্বদাই থাকে, তাহাতে তব বিশ্ববিমোহিনী মায়া আমার যেন আবরণ না করিতে পারে (৮১) । হে বিশ্বাশ্ন ! এই অলৌকিকরূপলাবণ্য সম্বরণ করিয়া সম্প্রতি মহানন্দজনক বালভাব অতিস্নকোমলরূপনয়নপদ্মে আনিয়া আলিঙ্গন ও আলাপনসম্ভাষণাদিদ্বারা উৎকটতমোরাগিকে বিনাশ করিয়া ভববজ্রগাহইতে পরিজ্ঞান পাই (৮২) ।

অনন্তর কৌশল্যার এবংপ্রকারে স্তবে পরিতুষ্ট ভগবান্ কৌশল্যাকে কহিয়াছিলেন, হে মাতঃ ! তোমার যাহা যাহা স্মৃতি আছে, তাহা তাহাই সিদ্ধ হইবে, তাহার অন্তথা হইবে না (৮৩) । আমি ভূভারহরণ করিবার বাসনায় পূর্ব্বে ব্রহ্মাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া দশানন বধ করিবার নিমিত্ত মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি (৮৪) । হে অনিন্দিতে ! পূর্ব্বে আমার পুত্রেক্ষাকরতঃ দশরথ

মৎপুত্রহাভিকাক্ষিণ্যা তথা কৃতমনিন্দিতে ॥৮৫॥
 রূপমেতত্ত্বয়া দৃষ্টং প্রাক্তনং তপসঃ ফলং ।
 মদদর্শনং বিমোক্ষায় কল্পতে হৃদ্যহুলভং ॥ ৮৬ ॥
 সম্বাদমাবয়োর্যস্ত পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি ।
 স যাতি মম সারূপ্যং মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ ॥৮৭॥
 ইত্যুক্ত্বা মাতরং রামোবালোভূত্বা রুরোদ হ ॥৮৮॥
 বালোমহেন্দ্রনীলাভো-বিশালাক্ষোহতিসুন্দরঃ ।
 বালারূপপ্রতীকাশোলালিতাখিললোকপঃ ॥৮৯॥
 অথ রাজা দশরথঃ শ্রুত্বা পুত্রভবোৎসবঃ ।
 আনন্দার্ণবমগ্নোহসাবায়র্যো গুরুণা সহ ॥৯০॥
 রামং রাজীবপত্রাক্ষং দৃষ্ট্বা হর্ষাশ্রুসংপ্লুতঃ ।
 গুরুণা জাতকর্মাগি কর্তব্যানি চকার সঃ ॥ ৯১ ॥
 কৈকেয়ী চাথ ভরতমসূত কমলেক্ষণং ।

সুমিত্রায়াং সর্মো জাতৌ পূর্ণেন্দুসদৃশাননৌ ॥৯২॥
 তদা গ্রামসহস্রাণি ত্রাক্ষণেভ্যো-মুদা দদৌ ।
 সুবর্ণানি চ রত্নানি বাসাংসি সুরভীঃ শুভাঃ ॥৯৩॥
 যস্মিন্‌মন্ত্রে মুনয়ো-বিদ্যয়া জ্ঞানবিপ্লবে ।
 তং গুরুঃ প্রাহরামেতি রমণাদ্রাম-ইত্যপি ॥ ৯৪ ॥
 ভরণান্তরতোনাম লক্ষণং লক্ষণাশ্রিতং ।
 শত্রুশ্রং শত্রুহস্তারং এবং গুরুরভাষত ॥ ৯৫ ॥
 লক্ষ্মণো রামচন্দ্রেণ শত্রুশ্রো-ভরতেন চ ।
 দ্বন্দ্বীভূয় চরন্তৌ তৌ পায়সাংশানুসারতঃ ॥ ৯৬ ॥
 রামস্ত লক্ষ্মণেনাথ বিচরন্ বালনীলয়া ।
 রময়ামাস পিতরৌ চেষ্টিতৈর্মুহূর্ত্তাবিভৈঃ ॥ ৯৭ ॥
 ভালে স্বর্ণময়ান্বথপর্ণং মুক্তাফলপ্রভং ।
 কণ্ঠে লগ্নমণিত্রাতং মধ্যে দ্বীপিনখাশ্রিতং ॥ ৯৮ ॥

ও তোমাকর্তৃক অতিকঠোর তপস্তাচরণ করিলে, আমি উক্ত তপস্তার আরাধিত হইয়া পুত্রত্বভাব অঙ্গীকার করি। এক্ষণে সেই প্রাক্তনতপস্তার ফলবশতঃ আমার এই অলৌকিকরূপ তুমি দর্শন করিলে, অস্ত্রের সুহুলভ আমার এই রূপদর্শন কেবল তোমার মুক্তিनिমিত্ত কল্পিত হইয়াছে (৮৫) (৮৬)। যে জন আমাদের দুইজনের কথোপকথনরূপ সম্বাদ পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা আমাদের সারূপ্যরূপদপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকালে আমার নামশ্রবণ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন (৮৭)। শ্রীরাম মাতাকে এই বলিয়া বাল-ভাবপ্রাপ্তে রোদন করিতে বাসনা করিলেন (৮৮)। উক্ত বালক মহেন্দ্রনীলপর্কতের ত্রায় নীলবর্ণ, বিশালচক্ষু, অতি-সুগঠন-হেতু সুন্দর, প্রাতঃকালের অরুণসদৃশপদতল, বাহার পালনে সৈমন্ত লোক প্রতিপালন হয়(৮৯)। অনন্তর পুত্রোৎপত্তিজন্তুমহামহোৎসবশ্রবণে আনন্দার্ণবে মগ্ন রাজা শ্রীমান্ দশরথ পুত্রমুখ সমর্ব-লোকনার্থ গুরু বশিষ্ঠ মূনির সহিত স্মৃতিকাবাসে গমন করিয়াছিলেন (৯০)।

পরে পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামমুখদর্শনে, পরমহর্ষসাগরো-খিত নয়নবারাভিষিক্ত দশরথ কুলগুরুবশিষ্ঠমুনিকর্তৃক কর্তব্য

জাতকর্মাদি সম্পাদন করিলে(৯১), কৈকেয়ী ভরতকে ও সুমিত্রা পূর্ণেন্দুসদৃশানন লক্ষণ আর শত্রুশ্র দুই পুত্র প্রদান করিলেন(৯২)। অনন্তর গ্রামসহস্র ও সুবর্ণাদি নানারত্ন সবস্ত্র ধেনু ত্রাক্ষণদিগের রাজা প্রদান করিতে লাগিলেন (৯৩)। পশ্চাৎ বে জ্ঞানসাগরে মুনীগণ বিদ্যা-হেতু রমণ করেন, তাহাকে রাম বলিয়া গুরু বশিষ্ঠ সম্ভাষণ করিলেন, অথবা রমণাৎ রাম রমণ-হেতু রামনাম প্রকাশ করিলেন (৯৪)। পরে গুরু ভরণ-হেতু ভরত, লক্ষ্মণযুক্ত দেখিয়া লক্ষ্মণ, শত্রুবিনাশে সক্ষম দেখিয়া শত্রুশ্র নাম রাখিলেন (৯৫)। এইরূপে পুত্রচতুষ্টয়ের নামকরণ নিষ্পত্তি হইলে, রামের সহচর লক্ষ্মণ, ভরতের সহচর শত্রুশ্র, এইরূপ দ্বন্দ্বীভাবে পায়সাংশানুসারে বিচরণকরিতে লাগিল (৯৬)। অনন্তর শ্রীরাম বাল্যাবস্থায় লক্ষ্মণের সহিত ইত্যন্ততঃ বিচরণকরতঃ কোমল অস্পষ্টাক্ষর বাক্য আর অস্ত্রোত্তর চরিত্রের সুশীলতাচরণদ্বারা জনকজননীকে কি পর্য্যন্ত আনন্দচিত্তে রাখিতেন, তাহা অনির্বচনীয়(৯৭)। শ্রীরামের বাল্যাবস্থায় কি কি বেশভূষণ ছিল, গ্রন্থকার তাহা বর্ণন করিতেছেন। কপালে সুবর্ণময় অশ্বথপত্র আর মুক্তাফলের ত্রায় রূপে দেদীপ্যমান কণ্ঠে মণিসর হার, তাহার মধ্যস্থিত ব্যাঘ্রনখশোভিত বক্ষঃ-

কর্ণয়োঃ সর্গসম্পন্নরত্নোজ্জলকপোলকং ।
 শিঞ্জানমগিমঞ্জীরকটিনূত্রাঙ্গদৈর্যুতং ॥ ৯৯ ॥
 স্মিতবক্ত্রান্নদশনমিন্দ্রনীলমগিপ্রভং ।
 অঙ্গনে রিঙ্গমাং তং তন্তু কালানুসর্বতঃ ॥ ১০০ ॥
 দৃষ্ট্বা দশরথো-রাজা কৌশল্যা মুমুদে তদা ।
 ভোক্ষ্যমাণোদশরথোরামমেহীতি চাসক্লং ॥ ১০১ ॥
 আস্থয়ত্যতিহর্দেন প্রেন্না নায়্যতি লীলয়া ।
 আনয়েতি চ কৌশল্যামাহ সা সস্মিতা স্মৃতম্ ॥ ১০২ ॥
 ধাবত্যতি ন শক্নোতি প্রক্টুং যোগিমনোহতিগং ।
 প্রহসন্ স্বয়মায়্যতি কর্দমাক্ষিতপাণিনা ॥ ১০৩ ॥
 কিঞ্চিদগৃহীত্বা কবলং পুনরেব পলায়তে ।
 এবমানন্দসন্দোহো-জগদানন্দকারকঃ ।
 মায়াবালবপুধ্বত্বা রময়ামাস দম্পতীং ॥ ১০৪ ॥

স্থলবিরাজিত নিকট (৯৮) এবং স্বর্ণময় কর্ণকুণ্ডলস্থিত যে রত্ন,
 তাহাতে উজ্জলিত গণ্ডযুগল, শঙ্কারমান মগিময় নূতন নুপুর,
 কটিনূত্রস্থিত কেয়ুরবৃত্ত (৯৯), কখন কখন জীবৎ হস্তবৃত্তবদন-
 হইতে অন্ন অন্ন দন্তচ্ছদ দৃষ্ট হয়, ইন্দ্রনীলমগি-সদৃশরূপ শ্রীরাম
 তত্তৎকালে এইরূপ পুরস্থিত প্রাঙ্গনে সুশোভিত থাকি-
 তেন (১০০) ।

এই দেখিয়া রাজা দশরথ ও কৌশল্যা পরমপ্রীতিপ্রাপ্ত
 হইতেন । পরে ভোজনসময়ে ক্ষিতিপতি দশরথ স্নেহভাব-
 বশতঃ “রাম ! আইস আইস” বলিয়া বারম্বার সাদরে আহ্বান
 করিলে (১০১), প্রেমলীলাভাবপ্রযুক্ত কখন রাম মহারাজের
 নিকট না আসিলে, মহারাজ কৌশল্যাকে কহিতেন, “রামকে
 আনয়ন কর” । পরে হস্তবদনা কৌশল্যা পুত্রের প্রতি ধাবমানা
 হইতেন (১০২), কিন্তু যোগিগণের অধ্বা শ্রীরামকে ধরিয়া
 আনিতে সমর্থ হইতেন না । পরে ধূলিধূসরিতহস্ত রাম স্বয়ং
 হস্তবদনে নিকটে আসিয়া এক গ্রাস গ্রহণকরিয়া পুনরায়
 পলায়ন করিতেন । এইরূপে আনন্দরসে পরিপূর্ণ এবং জগদা-
 নন্দকারক রাম মায়াবাবশতঃ বালবপুঃ ধারণ-করিয়া উক্ত
 দম্পতীকে পরিতৃপ্ত করিতেন (১০৩) (১০৪) । অনন্তর কিরং-

অথ কালেন তে সর্বের কৌমারং প্রতিপেদিরে ।
 উপনীতা-বশিষ্ঠেন সর্ববিদ্যা-বিশারদাঃ ॥ ১০৫ ॥
 ধনুর্বেদে চ নিরতাঃ সর্বশাস্ত্রাস্ত্রবেদিনঃ ।
 বভূবুর্জগতাংনাথ-লীলয়া নররূপিণঃ ॥ ১০৬ ॥
 লক্ষ্মণস্ত তদা রামমনুগচ্ছতি সাদরং ।
 সেব্যসেবকভাবেন শত্রুঘ্নো-ভরতস্তথা ॥ ১০৭ ॥
 রামশ্চাপধরোনিত্যং ভূগীবাণাশ্রিতঃ প্রভুঃ ।
 অশ্বারূঢ়োবনং যাতি যুগয়ায়ে সলক্ষ্মণঃ ॥ ১০৮ ॥
 হস্তা দুষ্টযুগান্ বন্যান্ পিত্রে সর্বং শ্রবেদয়ৎ ॥ ১০৯ ॥
 প্রাতরুথায় স্নানাতঃ পিতরাবভিবাদ্য চ ।
 পৌরকার্য্যাণি সর্বাণি কৰোতি বিনয়াশ্রিতঃ ॥ ১১০ ॥
 বন্ধুভিঃ সহিতো-নিত্যং ভুক্ত্বা মুনিভিরবহং ।
 ধর্মশাস্ত্ররহস্যানি শৃণোতি ব্যাকরোত্যপি ॥ ১১১ ॥

এবং পরমাত্মা মনুজাবতারো-
 মনুষ্যালোকাননুসৃত্য সর্বান্ ।

কালাবসানে বালকগণ কুমারাবস্থাপ্রাপ্তে বশিষ্ঠমুনিকর্তৃক উপ-
 নীত হইলে, সর্ববিদ্যা-বিশারদ ও ধনুর্বেদে নিরত এবং সর্ব-
 শাস্ত্রবিদ্যায় সবিশেষ পারগতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । একারণ
 জগতের নাথ লীলাভাবপ্রকাশ করিবার বাসনায় নররূপ ধারণ-
 করিয়াছিলেন (১০৫) (১০৬) । পশ্চাৎ লক্ষ্মণ সাদরে সেব্য-
 সেবকভাবে শ্রীরামের অনুগত হইলে এবং শত্রুঘ্ন ভরতের
 সহচর হইলে (১০৭), সানুজ রাম ধনুর্বাণভূগীর ধারণ করতঃ
 অশ্বারোহণে যুগয়ানিমিত্ত বনগমনান্তে বন্য দুষ্ট যুগ বিনাশ
 করিয়া পিতাকে সমর্পণ করিতেন (১০৮) (১০৯) । পরে
 প্রতিদিবস প্রাতঃকালে শয্যাহইতে গাত্রোথান করিয়া প্রাতঃ-
 কৃত্যসমাপনান্তে স্নানাত রাম জনকজননী শ্রীচরণারবিন্দে
 অভিবাদনানন্তর বিনীতভাবে সমস্ত পৌরকার্য্যনির্বাহে ভোজ-
 নান্তে বন্ধুগণের সহিত প্রত্যহ মুনিদিগের নিকটে যাইয়া
 ধর্মশাস্ত্রপ্রভৃতি নানাকাব্যলঙ্কাররহস্য শ্রবণ অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা
 করিতেন (১১০) (১১১) । এইরূপ পরিণামহীন পরমাত্মা

চক্রেহবিকারী পরিণামহীনো-

বিচার্যমাণো-ন করোতি কিঞ্চিৎ ॥১১২ ॥

মল্লজাবত্বারে সমস্ত মল্লয্যের অধিকারী হইলেও মারাদীন
অনুগত হইলেন; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, শ্রীরাম কিছুই
করেন নাই (১১২)।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উনামহেশ্বর-

সংবাদে আদিকাণ্ডে রামাদ্যুৎপত্তি-

নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥

এই অধ্যায়রামায়ণে উনামহেশ্বরকথোপকথনে আদিকাণ্ডে
রামাদির উৎপত্তিকথনরূপ চতুর্থ অধ্যায় উক্ত হইল।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহেশ্বর-উবাচ ।

কদাচিৎ কৌশিকোহভ্যাসাদযোধ্যাং জ্বলনপ্রভঃ ।

দ্রক্ষুঃ রামং পরাশ্রানং জাতং জ্ঞাত্বা স্বমায়য়া ॥১॥

দৃষ্টা দশরথোরাজা প্রভুখায়াচিরেণ তু ।

বশিষ্ঠেন সমাগম্য পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ২ ॥

প্রভুবাচ মুনিং রাজা প্রাজ্ঞলির্ভক্তিনব্রধীঃ ।

কৃতার্থোহস্মি মুনীন্দ্রাহং ত্বদাগমনকারণাৎ ॥ ৩ ॥

ত্বদ্বিধা-বদগৃহং যান্তি তত্রৈবায়ান্তি সম্পদঃ ॥ ৪ ॥

যদর্থমাগতোহসি ত্বং ক্রহি সত্যং করোমি তৎ ।

বিশ্বামিত্রোহপি তং প্রীতঃ প্রভুবাচ মহামতিঃ ॥৫॥

অহং পর্বণি সম্প্রাপ্তে ইক্ট্যা বকুং স্ত্রান্ পিতৃন্ ।

যদারেভে তদা দৈত্যা-বিল্লং কুর্কন্তি নিত্যশঃ ॥৬॥

মারীচশ্চ স্রবাহশ্চ পরে চানুচরাস্তয়োঃ ।

অতস্তয়োর্বধার্থায় জ্যেষ্ঠং রামং প্রযচ্ছ মে ॥ ৭ ॥

হর (৪)। সম্প্রতি যন্নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, তাহা স্বাভিপ্রায়
প্রকাশ করুন। আমি সে বিষয়ে সত্যপ্রতিপালন করিব। পরে
মহামতি প্রীতমনা বিশ্বামিত্র দশরথের প্রতি প্রভুভর প্রদানে,
সাহস করিতেছেন (৫)। চতুর্দশী অষ্টমী অমাবস্তা পৌর্ণমাসী
ও রবিসংক্রান্তি, এই পঞ্চপর্বকালপ্রাপ্তে দেবলোক ও পিতৃ-
লোক তৃপ্তিকরিবার মানসে আমি দর্শপৌর্ণমাসবাগ প্রভৃতি
পিণ্ডপিতৃযজ্ঞাখ্য শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান যৎকালে আরম্ভ করি, তৎ-
কালে মারীচ স্রবাহ প্রভৃতি আর যে কেহ তাহাদিগের অনুচর
আছে, সেই সমস্ত রাক্ষসরূপ দৈত্যগণ প্রতিদिवস আসিয়া
আমার তাবৎ যজ্ঞ নষ্ট করে; এই কারণ তাহাদিগের বধের
নিমিত্ত লক্ষ্যগৃহচর জ্যেষ্ঠ শ্রীরামকে যদি আমার সমর্পণ
করেন (৬) (৭), তাহা হইলে মহারাজ আপনকার পরম-

শ্রীমহেশ্বর কহিয়াছিলেন, অবটনবটনপটায়সী স্বকীয়মায়া-
শক্তিসহকারে পরমাত্মা জন্মিয়াছেন, এইটি অসামান্য নিজবোগ-
পধাবলম্বনে সমস্ত জানিয়া কোন দিবস শ্রীরামসন্দর্শনার্থ বৈখা-
নরোপমরূপ কুশিকতনয় বিশ্বানিত্রমুনি অযোধ্যাপুরী সমাগত(১)
দেখিয়া রাজা দশরথ অচিরে প্রভুখানকরিয়া বশিষ্ঠমুনির
সহিত যথাযোগ্য পূজাপূজনাতে (২) ভক্তিনতকঙ্কর ভূমিগতিত
বদ্ধাঞ্জলিভাবে মুনিকে কহিয়াছিলেন, হে মুনীন্দ্র! ভবদীয় শুভা-
গমনকারণ আমি কৃতার্থ হইলাম(৩), বিশেষ ভবদ্বিধ ব্যক্তিগণ যে
স্থানে শুভাগমন করেন সমস্ত সম্পত্তির সেহানেই আবির্ভাব

লক্ষ্মণেন সহ ভাত্ৰা তব শ্রেয়ো-ভবিষ্যতি ।
 বশিষ্ঠেন সহামিত্র্য দীয়তাং যদি রোচতে ॥ ৮ ॥
 পপ্রচ্ছ গুরুমেকান্তে রাজা চিন্তাপরায়ণঃ ।
 কিং করোমি গুরো রামং ত্যক্তুং নোৎসহতে মনঃ ॥ ৯ ॥
 বহুবর্ষসহস্রান্তে কঠেনোৎপাদিতাঃ সূতাঃ ।
 চত্বারো-মম তুল্যাস্তে তেষাং রামোহতিবল্লভঃ ॥ ১০ ॥
 রামো-বদা গচ্ছতি চেম জীবামি কথঞ্চন ।
 প্রত্যাখ্যাতো যদি মুনিঃ শাপং দাস্ত্যত্য়সংশয়ম্ ॥ ১১ ॥
 কথং শ্রেয়োভবেন্নহ-মসত্যঞ্চাপি ন স্পৃশেৎ ॥ ১২ ॥

বশিষ্ঠ-উবাচ ।

শৃণু রাজন্ দেবগুহ্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ।
 রামো-ন মানুষ্যোজাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১৩ ॥
 ভূমের্ভারাবতারায় ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা ।
 স-এব জাতো ভগবান্ কৌশল্যায়াং তবানঘ ॥ ১৪ ॥

মঙ্গল হইবে, সে বিষয় বশিষ্ঠমুনির সহিত সংপরামর্শ করিয়া
 যদি ভবতের অভিপ্রেত হয়, তবে দাতব্য করুন (৮) । পরে
 চিন্তাপরায়ণ রাজা দশরথ নির্জনে গুরু বশিষ্ঠমুনিকে জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলেন, গুরো! এক্ষণে আমি কি করি, রামকে নয়ন-
 পথের অতিবাহিত করিতে কোনমতে চিত্ত উৎসাহী হয়
 না (৯), কারণ বহুবর্ষসহস্রান্তে অতিকষ্টে মম তুল্য চারি
 তনয় উৎপন্ন হইয়াছে । তাহার মধ্যে রাম আমার অতিপ্রিয়-
 পাত্র (১০) । রাম যদি মুনির সহিত গমন করেন, তবে তো
 আমি কখনই জীবিত থাকিবো না, আর মুনি যদি প্রত্যাখ্যাত
 হয়েন, তবে নিশ্চয় আমার অভিশপ্ত করিবেন (১১), তবে
 কিরূপে আমার মঙ্গল হইবে, আর কিরূপেই বা সত্যকথা
 প্রতিপালন করিব, উপায় কি? (১২) ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণকরুন । এই দেবতাদিগের
 গুপ্তকথা যত্নপূর্বক গোপন করিবে । রাম সামান্য মানব নহেন,
 সাক্ষাৎ সনাতন পরমাত্মা (১৩), ইনি ভূভারহরণেচ্ছার পূর্বে
 ব্রহ্মাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া কৌশল্যার জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া-

হস্ত প্রজাপতিঃ পূর্বং কশ্যপো ব্রহ্মণঃ সূতঃ ।
 কৌশল্যা চাদিতিঃ পূর্বং দেবমাতা যশস্বিনী ॥ ১৫ ॥
 ভবন্তৌ তপ-উগ্রং বৈ তেপাতে বহুবৎসরং ।
 অগ্রাম্যবিষরৌ বিষ্ণুপূজাধ্যানৈকতৎপরৌ ॥ ১৬ ॥
 তদা প্রসন্নো-ভগবান্ বরদোভক্তবৎসলঃ ।
 বৃগীষ বরমিত্যুক্তৌ স্বং মে পুত্রৌ ভবানঘ ॥ ১৭ ॥
 ইতি স্থয়া যাচিতো-বৈ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
 তথৈতু্যক্তাদ্যপুত্রাস্তে জাতোরামঃ স-এব হি ॥ ১৮ ॥
 শেষস্ত লক্ষ্মণো রাজন্ রামমেবান্বপদ্যত ।
 জাতৌ ভরতশক্রনৌ শঙ্খচক্রে গদাভূতঃ ॥ ১৯ ॥
 যোগমায়া তু সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী ।
 বিশ্বামিত্রোহপি রামায় তাং যোজয়িতু-মাগতঃ ॥ ২০ ॥
 এতদগুহ্যতমং রাজন্ ন বক্তব্যং কদাচন ॥ ২১ ॥

ছেন (১৪) । তিনি পূর্বে ব্রহ্মার পুত্র কশ্যপ প্রজাপতি ছিলে এবং
 যশস্বিনী কৌশল্যাও পূর্বে দেবমাতা অদिति ছিলেন (১৫) ।
 তাহাতে বহুবৎসর অতিকঠোর তপস্তায় আশ্রিতবিধায় অশ্র
 রাজ্যাদি ঐশ্বৰ্য্যে অভিলাষ না থাকায় কেবল সেই পরাংপর
 পরমাত্মা বিষ্ণুর পূজন ও চিন্তনাদিতেই একাগ্রচিত্ত ছিল (১৬) ।
 পরে অতিদয়াদ্রুচিত্ত ভক্তবৎসল ভগবান্ স্প্রসন্নবদনে বরদানে
 ধাবিত হইলে, তোমরা দম্পতী ভগবান্কে পুত্রভাবরূপ বর
 যাচঞা করিলে (১৭), সর্বভূতভাবন ভগবান্ গোলোকবিহারী
 হরি তথাস্ত বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন । একারণ অদ্য-তব পুত্রত্বভাবে
 রামনামক রঘুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন (১৮) । আব শ্রীরামের
 সেবা-করিবার বাসনায় স্বয়ং অনন্তদেব লক্ষ্মণনামে বিখ্যাত
 হইয়াছেন এবং গদাধরের শঙ্খচক্রস্বরূপ ভরত ও শক্রয় নাম-
 ধারণ করিয়াছেন (১৯), আর যোগমায়া সীতানায়ী কন্যা জনক-
 রাজভবনে জন্মিয়াছেন, সেই কন্যার সহিত বিবাহ দিবার
 অভিপ্রায়ে বিশ্বামিত্রমুনি শ্রীরামকে লইতে আসিয়াছেন (২০) ।
 যাহা হউক, হে রাজন্! এই গুপ্ততম বাক্য কাহারও নিকটে
 কদাচ প্রকাশ করিবে না (২১) । এক্ষণে হৃষ্টান্তঃকরণে মুনিকে

অতঃ প্রীতেন মনসা পূজয়িত্বাথ কৌশিকং ।
 প্রেরয়স্ব রমানাথং রামঞ্চ সহলক্ষ্মণং ॥ ২২ ॥
 বশিষ্ঠেনৈব-মুক্ত-স্ত রাজা দশরথ-স্তদা ।
 কৃতকৃত্য-মিবাত্মানং মেনে প্রমুদিতান্তরঃ ॥ ২৩ ॥
 আহুয় রামরামেতি লক্ষ্মণেতি চ সাদরং ।
 আলিঙ্গ্য মূৰ্দ্ধন্যবস্ত্রায় কৌশিকায় সমর্পয়েৎ ॥ ২৪ ॥
 ততোহতিহৃষ্টো-ভগবান্ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ।
 আশীৰ্ত্তি-রতিনন্দ্যাত্ম রাজানং রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৫ ॥
 গৃহীত্বা চাপতুগীরবাণখড়গধরৌ শুভৌ ।
 কঞ্চিদেব-মতিক্রম্য রাম-মাহুয় ভক্তিতঃ ॥ ২৬ ॥
 দদৌ বলাঞ্চাতিবলাং বিদ্যে দ্বৈ দেবনির্ম্মিতে ।
 যয়োগ্রহণমাত্রেণ ক্ষুৎপিপাসা ন জায়তে ॥ ২৭ ॥
 তত-উত্তীৰ্য্য গঙ্গাং তে তাড়কাবনমাগমন্ ।
 বিশ্বামিত্রস্তদা প্রাহ রামং সত্যপরাক্রমং ॥ ২৮ ॥
 অত্রাস্তে তাড়কা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী ।
 বাধতে লোকমখিলং জহি তামবিচারয়ন্ ॥ ২৯ ॥

বধাবিধি পূজাকরিয়া সলক্ষণরমানাথ রামকে প্রেরণকরুন (২২) ।
 পরে এইরূপ বশিষ্ঠবাক্যশ্রবণে প্রহৃষ্টাত্মা দশরথ আত্মাকে
 কৃতকৃত্য মানিয়া (২৩), রাম রাম ! লক্ষণ ! এইরূপ সাদরে সাহুজ
 রামকে আহ্বান করিয়া আলিঙ্গন মস্তকাস্ত্রাণে জীবনের সার্থ-
 কতা করিয়া কুশিকুমার বিশ্বামিত্রমুনির হস্তে অকাতরে
 সমর্পণ করিলেন (২৪) ।

অমন্তর অতিহৃষ্টাত্মা প্রতাপশালী ভগবান্ বিশ্বামিত্র ঋষি
 পরমশুভাশীর্ষাদবাক্যদ্বারা রাজাকে পরমানন্দে রাখিয়া চাপ-
 তুগীরবাণখড়গধর রামলক্ষণসমভিব্যাহারে কিয়দূর অতিবাহিত
 করিলে, ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরামকে সমাহ্বান করিয়া (২৫) (২৬), যে
 বিদ্যাগ্রহণমাত্রে ক্ষুৎপিপাসা জন্মাইতে পারে না, এমন দেব-
 নির্ম্মিত বলা আর অস্তি-বলা-নাম্নী দুই বিদ্যা প্রদান করিয়া (২৭),
 গঙ্গার পরকূলবর্ত্তী বিশ্বামিত্রী তাড়কানাম্নী নিশাচরীর আশ্রমস্থ
 বনগমন করিলেন । পশ্চাৎ অমিত ও সত্যপরাক্রম রামকে মুনি
 কহিলেন যে (২৮), এই বনমধ্যে তাড়কানাম্নী কামরূপিণী একা
 রাক্ষসী সমস্তলোক বাধিত করিয়া আছে ; তাহাকে অবিচারে
 বিনাশ করুন (২৯) । মুনি এই কহিলে, “তথাহু” বলিয়া রঘুনন্দন

তথৈতি ধনু-রাদায় সগুণং রঘুনন্দনঃ ।
 টঙ্কারমকরোত্তেন শব্দেনাপূরয়ন্ বনং ॥ ৩০ ॥
 তচ্ছুত্বাসহমানা সা তাড়কা ঘোররূপিণী ।
 ক্রোধসংমুচ্ছিতা রামমভিহুত্বাব মেঘবৎ ॥ ৩১ ॥
 তাড়কাং তাড়য়ামাস শরৈগৈকেন বক্ষসি ।
 পপাত বিপিনে ঘোরা বমন্তী রুধিরং মুহঃ ॥ ৩২ ॥
 ততোহতিহৃন্দরী বক্ষী সৰ্ব্বাভরণভূষিতা ।
 শাপাৎ পিশাচতাং প্রাপ্তা মুক্তা রামপ্রসাদতঃ ॥ ৩৩ ॥
 নত্বা রামং পরিক্রম্য গতা রামাঙ্জয়া দিবং ॥ ৩৪ ॥
 ততোহতিহৃষ্টঃ পরিরভ্য রামং
 মূৰ্দ্ধান-মাত্রায় বিচিন্ত্য কিঞ্চিৎ ।
 সৰ্ব্বাস্ত্রজালং সরহস্তমস্ত্রং
 প্রীত্যাভিরামায় দদৌ মুনীন্দ্রঃ ॥ ৩৫ ॥
 ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
 আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্রেণ সহ বনগমন-
 তাড়কাবধৌ-নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ধনুর্জ্যোপারোপণের টঙ্কারশব্দে বনমধ্যপরিপূরণনিদান-অসহমানা
 ঘোররূপিণী তাড়কা ক্রোধভরে মুচ্ছিতা হইয়া মেঘবৎ রামের
 প্রতি ধাবমানা হইল । পরে শ্রীরাম তাড়কার বক্ষঃস্থলে এক
 শর নিক্ষেপকরিয়া বনমধ্যে পতিতা ভয়ানকা নক্তধরী বারম্বার
 রুধিরবমনকরিলে (৩০) (৩১) (৩২), সৰ্ব্বাভরণ-ভূষিতা অতিহৃন্দরী
 বক্ষকণ্ঠা শাপাধীন পিশাচতা-প্রাপ্ত হইলেও শ্রীরামপ্রসাদাৎ
 নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত শ্রীরামচরণে প্রণামপ্রদক্ষিণাবসানে
 রামাঙ্জয়া স্বর্লোকগমন করিল (৩৩) (৩৪) । তদনন্তর পরমহৃষ্ট
 বিশ্বামিত্র মুনিপুঙ্গব শ্রীরামকে ক্রোড়ে আনিয়া মস্তকাস্ত্রাণে
 সবিশেষ তৃপ্তিলাভ করিবার মানসে কিয়ৎকাল চিন্তাকরিয়া
 শ্রীরামকে সরহস্ত সমস্ত্রক সমস্ত অস্ত্রজাল প্রদানকরিলেন (৩৫) ।

এই শ্রীমদধ্যায়রামায়ণের উমামহেশ্বরকথোপকথনে
 আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্রসহায়তা ও তাড়কাবধনামে
 পঞ্চম অধ্যায় উক্ত হইল ॥ ৫ ॥ ০ ॥

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

—০০—

তত্র কাম্যাত্মমে রম্যে কাননে মুনিসঙ্কুলে ।
 উষিহা রজনীমেকাং প্রভাতে প্রস্থিতাঃ শনৈঃ ॥১॥
 সিদ্ধাশ্রমংগতাঃ সর্বৈ সিদ্ধচারণসেবিতং ।
 বিশ্বামিত্রেণ সন্দিষ্ঠা-মুনয়-স্তম্বিবাসিনঃ ॥ ২ ॥
 পূজা-ঞ্চ মহতী-ঞ্চকু-রামলক্ষ্মণয়ো-জ্ঞাতং ।
 শ্রীরামঃ কৌশিকং প্রাহ মুনে দীক্ষা প্রবিশ্যতাং ॥৩॥
 দর্শয়স্ব মহাভাগ কুত-স্তো রাক্ষসাদমো ।
 তথৈতু্যক্তা মুনি-র্যচ্চু-মারেভে মুনিভিঃ সহ ॥ ৪ ॥
 মধ্যাহ্নে দদৃশাতে তৌ রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ ।
 মারীচশ্চ স্রবাহশ্চ বর্ষস্তৌ রুধিরাস্থিনী ॥ ৫ ॥
 রামোহপি ধনুরানম্য দ্বৌ বাণৌ সন্দধে স্রবীঃ ।
 আকর্ণান্তং সমাকৃষ্য বিসমর্জ্য তয়োঃ পৃথক্ ॥ ৬ ॥

অনন্তর বিশ্বামিত্রপুরঃসর সাহুজ্জ শ্রীরাম অতিরমণীয় কাম্যাত্মমস্থ কাননে একবাসিনীকাল বাপনকরিয়া পরদিন প্রভাতে মন্দমন্দগতিদ্বারা (১), সিদ্ধচারণসেবিত সিদ্ধাশ্রম গমন করিলেন। পরে বিশ্বামিত্রকর্তৃক উপদিষ্ট তত্রস্থ মুনিগণ (২) অবিলম্বে রাম লক্ষ্মণের মহতী পূজা করিলে, শ্রীরাম বিশ্বামিত্র-মুনিকে কহিলেন, হে মুনে! আমাদিগের দীক্ষাবিধি প্রদান করিয়া (৩), হে মহাভাগ! কোথায় আছে মারীচস্রবাহপ্রভৃতি রাক্ষস-গণ, দেখাইয়া স্থিরচিত্ত হউন। তদনন্তর শ্রীরামবাক্যে সন্তত মুনি “তথাস্ত” বলিয়া মুনিগণের সহিত যাগারম্ভ করিলে (৪), মধ্যাহ্নকালে গগনমণ্ডলে কামরূপ মারীচ স্রবাহ রাক্ষসাদম মাংসশোণিত বর্ষণকরতঃ রামলক্ষ্মণকর্তৃক দৃষ্ট হইলে (৫), অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন শ্রীরাম শরাসনে ছইশর একত্র সন্ধান-করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ করিলে, উক্ত রাক্ষসাদমের প্রতি ছই বাণ পৃথক্ পৃথক্ নিঃক্ষেপ করিলেন (৬)। উভয়বাণের মধ্যে এক-

তয়োরেকস্ত মারীচং ভ্রাময়ন্ দশযোজনং ।
 পাতয়ামাস জলধৌ তদদ্রুতমিবাভবৎ ॥ ৭ ॥
 দ্বিতীয়োহগ্নিময়োবাণঃ স্রবাহ্ মদহৎ ক্ষণাৎ ।
 অপরে লক্ষ্মণেনাশু হতাস্তদনুযায়িনঃ ॥ ৮ ॥
 পুষ্পোষৈ-রাকিরন্ দেবা-রাঘবং সহলক্ষ্মণং ।
 দেবহৃন্দুভয়োনেছু-স্তচ্চুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥ ৯ ॥
 বিশ্বামিত্রস্ত সংপূজ্য পূজাহং রঘুনন্দনং ।
 অক্ষে নিবেশ্য চালিন্দ্র্য ভক্ত্যা বাস্পাকুলেক্ষণঃ ॥ ১০ ॥
 ভোজয়িত্বা সহ ভাত্রা রামং পক্ককলাদিভিঃ ।
 পুরাণবাক্যৈ-বিবিধৈ-র্নির্নায় দিবসত্রয়ং ॥ ১১ ॥
 চতুর্থৈহহনি সম্প্রাপ্তে কৌশিকো-রাম-মত্রবীৎ ।
 রাম রাম মহায়জ্ঞং দ্রষ্টুমিচ্ছামহে বয়ং ॥ ১২ ॥

বাণ মারীচনামক রাক্ষসকে দশযোজন ভ্রমণকরাইয়া জলধি-সমীপে যৎকালে মারীচ পতন হইল, তৎকাল যেন অদ্রুত-ব্যাপার হইয়া উঠিল (৭)। পরে দ্বিতীয় অগ্নিময় বাণ ক্ষণকাল-মধ্যে স্রবাহ রাক্ষসকে ভস্মসাৎ করিলে, লক্ষ্মণ তদদ্রুতর নিশাচরগণকে অবিলম্বে অন্তকের অধীন করিলেন (৮)। পশ্চাৎ অমরগণ সলক্ষ্মণরাঘবের প্রতি কুসুমবারিবর্ষণরূপপুষ্পাঞ্জলি প্রদানে দেবহৃন্দুভিবাদ্যধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সিদ্ধচারণ-গণ স্তবকরিতে আরম্ভ করিলেন (৯)। অনন্তর বাস্পবারি-ধারায় ব্যকুলিতলোচন বিশ্বামিত্র মুনি ভক্তিপূর্বক আশিঙ্গন দানে স্বকীয় অক্ষে রাখিয়া লক্ষ্মণসহিত পূজাহং রঘুনন্দনের যথা-বিধি পূজাসমাপনান্তে (১০) বিবিধ পক্ককলাদি ভোজনকরাইয়া নানাপুরাণবাক্যে দিবসত্রয়কালক্ষয়ে (১১) চতুর্থদিবসপ্রাপ্তে প্রাতঃকৃত্যাদিনির্ব্বাহে বিশ্বামিত্র মুনি কহিলেন, রাম! মহায়জ্ঞ-দর্শনার্থ ইচ্ছাকরিতেছি (১২)। ; বিদেহরাজনগরস্থ মহাদ্রা

বিদেহরাজনগরে জনকস্য মহাত্মনঃ ।
 তত্র মাহেশ্বর-ঋপ-মস্তি স্তম্ভং পিনাকিনা ।
 দ্রক্ষ্যসি ত্বং মহাসত্ত্বং পূজ্যসে জনকেন চ ॥ ১৩ ॥
 ইতু্যক্ত্বা মুনিভি-স্তাভ্যাং বর্যো গঙ্গাসমীপগং ।
 গোতমস্ত্রাশ্রমং পুণ্যং যত্রাহল্যা শিলাময়ী ॥ ১৪ ॥
 দিব্যপুষ্পকলোপেতং পাদপৈঃ পরিবেষ্টিতং ।
 যুগপক্ষিগর্গণৈ-হীনং নানাভুজবিবর্জিতং ॥ ১৫ ॥
 দৃষ্টোবাচ মুনিং শ্রীমান্ রামো-রাজীবলোচনঃ ।
 কশ্চৈতদাশ্রমপদং তপতাং সুখদং মহৎ ॥ ১৬ ॥
 তত্র পুষ্পফলৈ-যুক্তং জন্তুভিঃ পরিবর্জিতম্ ।
 আহ্লাদয়তি মে চেতো-ভগবন্ ক্রহি তত্ত্বতঃ ॥ ১৭ ॥
 বিশ্বামিত্র-উবাচ ।

শৃণু রাম পুরাতনং গোতমো-লোকবিশ্রুতঃ ।
 সর্বধর্মভূতাংশ্রেষ্ঠ-স্তপসা-রাধয়ন্ হরিং ॥ ১৮ ॥
 তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ কন্যা-মহল্যাং লোকসুন্দরীং ।

জনকরাজ্যভবনে সাক্ষাৎ সদাশিবদত্ত অসাধারণশুভ্র যাহা
 মাহেশ্বর ধর্মুঃ আছে, তাহা একবার দৃষ্টি করিতে যাইলে, বোধ
 হয়, জনকরাজকর্তৃক সবিশেষ পূজ্যমান হইবেন (১৩) ।

মুনি এই কথা কহিলে, সলক্ষণ শ্রীরাম যেখানে অহল্যা
 শিল্পময়ী আছেন, এমন পুণ্যদ ভাগীরথী-সমীপবর্তী গোতমা-
 শ্রম গমনকরিয়া (১৪), নানামহীকূহপরিবেষ্টিত দিব্যফলকুম্ভম-
 শোভিত ও যুগপক্ষি-প্রভৃতি জন্তুগণ-শূন্য সুন্দর আশ্রম দেখিয়া
 রাজীবলোচন রাঘব মুনিকে কহিলেন, এ আশ্রম কোন্ মহা-
 ত্মার ? তপস্বিগণের অতিসুখদ, বিশেষ জন্তুবিবর্জিত, অথচ ফল-
 পুষ্পযুক্ত ; এই আশ্রম দেখিয়া, ভগবন্ ! মচিত্ত নিতান্ত আহ্লা-
 দিত হইয়াছে । ইহার পূর্ববৃত্তান্ত কি ? প্রকাশকরিয়া স্থিরচিন্ত
 করিতে অনুমতি হয় (১৫) (১৬) (১৭) । পরে বিশ্বামিত্র
 কহিলেন, রাম ! পূর্ববৃত্তান্ত শ্রবণকরন । এই আশ্রমে থাকিয়া
 ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ও সর্বলোকবিখ্যাত গোতনমুনি তপস্তাধারা
 হরির আরাধনা করেন (১৮) । পরে ব্রহ্মা মুনির অসাধারণ ব্রহ্ম-

ব্রহ্মচর্য্যেণ সন্তুষ্টিঃ স্ত্রজ্ঞপণপরায়ণাং ॥ ১৯ ॥
 তয়া সার্ক-মিহাবাৎসীদ গোতম-স্তপতাস্বরঃ ।
 শক্র-স্ত তাং ধর্ম্ময়িতু-মন্তরং প্রেম্পু-রম্বহং ॥ ২০ ॥
 কদাচি-মুনিবেশেন নির্গতে গোতমে গৃহাৎ ।
 তাং ধর্ম্ময়িত্বা নিরগাৎ ত্বরিতং পুন-রপ্যগাৎ ॥ ২১ ॥
 দৃষ্টা-স্মান্তং স্বরূপেণ মুনিঃ পরমকোপনঃ ।
 পপ্রচ্ছ ক-স্ত্বং দৃষ্টাত্মন্ মম রূপধরো-হধমঃ ॥ ২২ ॥
 সত্যং ক্রহি নচুদ-ভস্ম করিম্যামি ন সংশয়ঃ ।
 সোহব্রবীদেবরাজোহংপাহিমাংকামকিঙ্করং ॥ ২৩ ॥
 কৃতং জুগুপ্সিতং কর্ম্ম ময়া কুৎসিতচেতসা ।
 গোতমঃ ক্রোধতাত্রাক্ষঃ শশাপ দিবিজাধিপং ॥ ২৪ ॥
 যোনিলম্পট দৃষ্টাত্মন্ সহস্রভগবান্ ভব ।
 শপ্তা তং দেবরাজানং প্রবিষ্ট স্বাশ্রমে দ্রুতং ॥ ২৫ ॥

চর্য্যানুষ্ঠানদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া সেবার্থ লোকসুন্দরী অহল্যানামী
 কন্যাদান করিয়াছিলেন (১৯) । অনন্তর স্ত্রজ্ঞপণপরায়ণা অহল্যা-
 ভাষ্যার সহিত তপতাস্বর গোতম এই আশ্রমে বাসকরেন ।
 কিন্তু অহল্যাদত্তমনা ইন্দ্র প্রতিদিন এ আশ্রমে যাতায়াত
 করেন (২০) । একদিবস কুটীরহইতে গোতম নির্গত হইলে,
 অর্থাৎ দণ্ডচতুষ্টয় রজনীসময়ে প্রাতঃস্নানাদি করিবার মানসে
 নদ্যাতিতীরগমন করিলে, অবিকল গোতমবেশবিজ্ঞাসধর
 পুরন্দর অহল্যাকে লইয়া ধাবমান হইতেছে (২১) । মুনি স্বরূপে
 দেখিয়া কোপপরতন্ত্র গোতম মুনিবেশধারিকে জিজ্ঞাসা করি-
 লেন, রে পামর ! কত্বং ? তুই কে ? রে দৃষ্টাত্মন্ ! কথং মম রূপ-
 ধর ? কি হেতু আমার রূপ ধারণকরিয়াছিস্ (২২) ? ইহা অসত্য
 কহিলে, নিঃসংশয় ভস্ম করিব । গোতম এই বলিলে মুনিবেশ-
 ধারী কহিল, কামকিঙ্কর দেবরাজ ইন্দ্র আমি, আমাকে রক্ষা-
 করন্ (২৩) । কুৎসিতচিত্তে গর্হিত-কার্য্য করিয়াছি । পরে
 দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে গোতমের বশব্দ হইলে, ক্রোধতাত্রাক্ষ
 গোতম, “রে যোনিলম্পট ! রে দৃষ্টাত্মন্ ! ত্বং সহস্রভগবান্
 ভব,” এই বলিয়া দেবরাজইন্দ্রকে অভিসম্পাতকরতঃ স্বাশ্রমে
 শীঘ্র প্রবেশকরিয়া (২৪) (২৫), অঞ্জলিবদ্ধা অতিকম্পিতবতী

দৃষ্টাহল্যাং বেপমানাং প্রাজ্ঞলিং গোতমোহব্রবীৎ ।
 দুষ্কে ত্বং তিষ্ঠ দুৰ্ব্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম ॥২৬॥
 নিরাহারা দিবারাত্রং তপঃ পরমমাস্থিতা ॥ ২৭ ॥
 আতপানিলবর্ষাদিসহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরং ।
 ধ্যায়ন্তী রামরামেতি মনসা হৃদি সংস্থিতং ॥ ২৮ ॥
 নানাজন্তুবিহীনোহয়মাশ্রমো-মে ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥
 এবং বর্ষসহশ্ৰেষু বনেষুপবনেষু চ ।
 রামো-দাশরথিঃ শ্রীমানাগমিষ্যতি সানুজঃ ॥ ৩০ ॥
 যদা ত্বদাশ্রমশিলাং পদাভ্যা-মাক্রমিষ্যতি ।
 তদৈব ধূতপাপা ত্বং রামং সংপূজ্য ভক্তিতঃ ॥৩১॥
 পরিক্রম্য নমস্কৃত্য স্তুত্বা শাপা-দ্বিমোক্যসে ।
 পূর্ববন্যম শুশ্রুষাং করিষ্যসি যথাস্থখং ॥ ৩২ ॥
 ইত্যুক্তা গোতমঃ প্রাগাদ্ধিমবস্তং নগোত্তমং ।
 তদা হহল্যা ভূতানা-গদৃষ্টা স্বাশ্রমে শুভে ॥ ৩৩ ॥
 তব পাদরজঃস্পর্শং কাঙ্ক্ষন্তী পাপনাশনং ।

অহল্যাকে দেখিয়া কহিলেন, হুঁষ্টে! হুঁচরিত্রে! আমার
 এই আশ্রমশিলাতে দিবারাত্র অনাহারে পরমতপস্চারণকরিয়া
 থাক (২৬) (২৭) ।

শ্রীতগ্রীষ্মবর্ষাদি সর্বকাল লঙ্ঘ করিয়া কেবল হৃদিস্থিত রাম-
 রাম পরমেশ্বর চিন্তা করিয়া ধ্যানযোগে কালক্রমে পাপক্ষয় কর
 আর অদ্যাবধি এই আশ্রম নানাজন্তুবিহীন হইবে (২৮) (২৯) ।
 এইরূপে সহস্রবর্ষকাল সমতীত হইলে, বনে ও উপবনে সানুজ
 দাশরথি শ্রীরাম আসিয়া (৩০), যৎকালে তব আশ্রমশিলাতে
 পদরজ প্রদান করিবেন, তৎকালে হৃদ্ধতিহইতে নিষ্কৃতি পাইয়া
 ভক্তিযোগসহকারে শ্রীরামের পূজনস্তবনপ্রণাম-প্রদক্ষিণাদিক্রিয়া
 করিলে, শাপহইতে মুক্তি পাইবে, পরে পূর্ববৎ যথাস্থখ মম
 শুশ্রুষা করিবে (৩১) (৩২), এইকথা কহিয়া গোতম যদবধি
 নগাধিরাজ হিমাচলে গমনকরিয়াছেন, তদবধি অহল্যা সর্ব-
 পাপক্ষয়কর ভবদীয় পদারবিন্দরজঃকণাস্পর্শনলালসার স্বাশ্রমে
 সর্বভূতের অদৃষ্ট ভাবে অদ্যাপি, হে রঘুবংশাবতংস! হৃদর-

আন্তেহদ্যাপি রঘুশ্রেষ্ঠ তপো-দুষ্কর মাস্থিতা ॥৩৪॥
 পাবয়স্ব মুনৈ-ভার্য্যা-মহল্যাং ব্রহ্মণঃ স্তুতাং ॥ ৩৫ ॥
 ইত্যুক্তা রাঘবং হস্তে গৃহীত্বা মুনিপুঙ্গবঃ ।
 দর্শয়ামাস চাহল্যা-মুগ্ধেণ তপসা স্থিতাং ॥ ৩৬ ॥
 রামঃ শিলাং পদা স্পৃষ্টা তা-ঞ্চাপশ্য-ভ্রপোধনাং ।
 ননাম রাঘবোহহল্যাং রামোহহমিতি চাত্রবীৎ ॥৩৭॥
 ততো-দৃষ্টা রঘুশ্রেষ্ঠং পীতকৌষেয়বাসসং ।
 ধনুর্বাণধরং রামং লক্ষ্মণেন সমন্বিতং ॥ ৩৮ ॥
 স্মিতবক্ত্রং পদ্মনেত্রং শ্রীবৎসাক্তিবক্ষসং ।
 নীলমাণিক্যসঙ্কাশং দ্যোতয়ন্তং দিশোদশ ॥ ৩৯ ॥
 দৃষ্টা রামং রমানাথং হর্ষবিস্কুরিতেক্ষণা ।
 গোতমশ্চ বচঃ স্মৃত্বা জ্ঞাত্বা নারায়ণং পরং ॥ ৪০ ॥
 সংপূজ্য বিধিব-দ্রাম-মর্যাদাভি-রনিন্দিতা ।
 হর্ষাঞ্জলনেত্রান্তা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য সা ॥ ৪১ ॥
 উথায় চ পুন-দৃষ্ট্বা রামং রাজীবলোচনং ।

তপোযোগাবলম্বনে আছেন (৩৩) (৩৪) । এক্ষণে তপোধন
 গোতম মুনির ভার্য্যা বিশ্বশ্রুৎবিরিঞ্চিতনয়া অহল্যাকে অবি-
 লম্বে পরিত্রাণকরুন (৩৫), এই বলিয়া মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র
 শ্রীরামের হস্তদ্বয় অবলম্বনকরিয়া উগ্রতপোযোগে একাগ্রচিত্তা
 পাষণ্ডময়ী অহল্যাশিলা দৃষ্টিকরাইলে (৩৬), শ্রীরাম স্তম্ভিৎসমূর্ত্তি
 স্নশীতলবিমলশিলার উপরি শ্রীচরণাবিন্দবিশ্রাসসমাত্রে তপো-
 ধনা অহল্যাকে দৃষ্টিকরিয়া প্রণিপাতক্রিয়াবসানে কহিলেন,
 “আমি শ্রীরাম” (৩৭) । অনন্তর পীতবরণ কৌষেয়বসনবিরাজিত
 সানুজ ধনুর্বাণধর ঈষদ্ধাস্ত-যুক্ত বদন, তাহে পদ্মপলাশবৎ
 লোচন, বক্ষঃস্থলবিরাজমানশ্রীবৎসপদচিহ্নিত নীলমাণিক্যবৎ
 রূপে দিক্‌বিদিক্‌ দেদীপ্যমান (৩৮) (৩৯), ঈদৃশ রঘুশ্রেষ্ঠ রমানাথ
 শ্রীরামসন্দর্শনে নয়ন পবিত্র করিয়া হর্ষবিস্কুরিতলোচনা অহল্যা
 অমোঘবাক্য পতিবাক্য শ্রবণকরিয়া পরমনারায়ণজ্ঞানে যথা-
 বিধি অর্ঘ্যাদিদ্বারা হরারাদ্য রামের পূজাবসানে বিধৌতপাপা
 সজ্জনয়নান্তা অহল্যা দণ্ডবৎপ্রণামাভিবাদনান্তে গাত্রোপাধান

পুলকাস্তিতসর্বাক্ষা গিরি গদগদয়েড়য়ৎ ॥ ৪২ ॥

করিয়া পুনরার রাজীবলোচন রাম-মুখ নিরীক্ষণে হর্ষরোগাক্ষিত
শরীরে ভক্তি গদগদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন । যথা—

হে মধুসূদন ! তব পদতল পরাজিত শত শত বালারূপ
কিরণ নিকর পদ্মাবতী হুত পদারবিন্দ মকরন্দ মধুর রস
পানানন্দিত শত শত ষট্পদসেবিত পরম পবিত্র শিব বিরিক্ষি
বাহিত নানা নির্ভর নির্জরগণ গুপ্তশিষ্যগণ গন্ধর্বাপর কিম্বর
নর নাগ যক্ষ রকোঁকুল প্রভৃতি শত সহস্র শাণ্ডিল্য কোণ্ডিন্য
মাণ্ডব্য জৈগীষব্য ধৌম্য শৌনকাদি সনক সনন্দ সনাতন
কপিলাদি মনুস্মরীচ্যাদি পরাশর ব্যাস বিশ্ব হারীত যাঁজবল্ক্য
উশেনো হস্তির যম আপস্তম্ব সম্বর্ত কাভ্যারন শাকটায়ন
বৃহস্পতি শঙ্খ লিখিত দক্ষ শাতাতপ বশিষ্ঠ জমদগ্নি
কাশ্যপ ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র গোতমাগস্ত্য পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু
প্রচেতাদি, চেদিরাজ বয়শ্বন, মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ, নারদাদি
ঋষিগণ, অগ্নিস্বাত্বাদি হব্য কব্য বাহনাদি পিতৃগণ, গন্ধা গোপতি
গোমতী গণপতি গন্ধর্ব গন্ধার গোগণ গোতম গালব
গগণ গোলোক গোবর্দ্ধন গোষ্ঠ গন্ধবহ গদাধর গরা গন্তীর
গোদাবরী গায়ত্রী গ্রহগোপ গোকুল কুল সঙ্কুল, রব্যাদি
সপ্ত বার, অমাদি পঞ্চদশ তিথি, অধিন্যাতি সপ্তবিংশতি
লক্ষত্র, বিষ্ণুভাদি সপ্তবিংশতি যোগ, ববাদি একাদশ করণ,
মেঘাদি দ্বাদশ রাশি, রাশি কাল বারবেলাদি সময়, গন্ধাদি নদী,
শোণাদি নদ, তক্ষকাদি নাগ, সুমেরুাদি সর্ব পর্বত, জলচর
স্থলচর খচর চরাচর স্থাবর জঙ্গমাди সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডার,
দামোদর, ক্ষীরসাগর সুতাধর সুধারস পান চিত্তবিনোদন,
কশিপু প্রভৃতি প্রবল রিপুদল দমন, দিবাকর স্মৃত কর কিরণ
বিজীবণ ধ্বাস্ত বিশ্বংসন ভবদীয় চরণ দর্শন হৃদয় সরোজ বিকা-
শন সরসজ্ঞান বিশেষ শেষ শরন বিসর কমঠ বরাহ নৃসিংহ
রামন ক্ষত্রকুলসংহর পরশুরাম রাম বলরাম কৃষ্ণ কঙ্কীত্যাদি
দশাবতার রূপধর, মমচিন্তভবন সন্তত বাস কর, শৌক তাপ
হর, তব চরণ পতিত ক্রুতি স্মৃতি পুরাণ শাস্ত্র পাতঞ্জল মীমাংসা
বৈশেষিক বেদান্ত বেদান্ত বেদ তর্কশাস্ত্র সমূহ শোভিত,
রাজরাজেশ্বরী প্রভৃতি দেবীগণ শক্তিসাধ্য অসাধ্য সাধকগণ
মনোভীষ্ট দায়ক, পদতলোপরি নখরস্থিত দশাংশ শত শত
শারদীয় সুধাংশু মৃদুশ সুসৌন্দর্য্য সমুজ্জল শত শত মরকত
মনিময় প্রবাল বাল বৈদূর্য্য বজ্র হীরক নানারত্ন জড়িত খচিত

অহল্যোবাচ ।

অহো কৃতার্থাশ্মি জগন্নিবাস তে

পদাগ্রসংলগ্নরজঃকণানহং ।

স্পৃশামি যৎ পঙ্কজশঙ্কুরাদিভি

বিমৃগ্যতে বর্দ্ধিতমানসৈঃ সদা ॥ ৪৩ ॥

অহো বিচিত্রং তব রাম চেষ্টিতং

মনুষ্যভাণেন বিমোহয়ন্ জগৎ ।

চলন্তজন্তুং চরণাদিবর্জিতঃ

সম্পূর্ণ আনন্দময়োহপি মায়িকঃ ॥ ৪৪ ॥

হৃশোভিত ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাক্ষিত মনিময় হুতন হৃপূর পুরন্দরাদি
জনগণ সুন্দর শ্রুতিমুখজনক মুখসারণ ত্রিলোকপাবন অশেষ
পাতকীগণ নিস্তারণ, হে ভবতারণ ! তদবজ্রুষ্ঠাসুলি নির্গত
নির্মূল মর্ম্য পাবক ঘর্ম্ম জল হিম্মোল সুশীতল সমুজ্জরী
তুলসীদল গুণরাশি হৃশোভিত হুচর গুড় জাম্বু জঙ্ঘ মনোহ-
রোরু কটিতট বেষ্টিত কিঙ্কিনী জাল বসন ধনুর্বাণধর, দ্বিভূজ
আজামূলস্থিতবাহ নব, নিন্দিত নীল নীরদ নব হৃর্বাদল শ্যাম রাম
নীলকমলোপমলোচন শ্রুতিমুগল কুণ্ডল নাসিকাহিলকাভরণ
মণ্ডিত হার কেয়ুর কিরীট কটকাঢ়ালকৃত কণ্ঠচ্ছদ প্রচ্ছদ বনমালা
বিরাজিত ষষ্ঠাধর ধর, জিত দাড়িমদন্তপংক্তি পলায়িত
তর্কপংক্তি সমুজ্জল হাস্য পরিহাস্য বদন, সিতচন্দন, চর্চিত
শ্রীবংশ শুভ কৌস্তভ শোভিত বক্রঃস্থল, তিলকাবলি ভাল
বিভূষিত, কেশচয় কেশবিন্যাস ছবীকেশ, মাধব জগন্নিবাস
দিবাকর কুল চূড়ামণি ধন্যতৈকধাম, গুণধাম রঘুবংশোদ্ভব
দশরথ তনয়, জয়ং বীজাঙ্কুর প্ররোহ, হে জানকী জীবন,
কেশিনিহৃদন, যত্ননন্দন, জগদমুরঞ্জন, নিত্যরঞ্জন, কলিকলু-
নাশন, দুরন্ত কৃতান্ত বিশ্বংসন, পরম রূপাময়, হে অনাথ
নাথ ! ॥ ৪২ ॥

অহল্যা আরও কহিলেন—হে জগন্নিবাস ! বর্দ্ধিতমানস পঙ্কজ
শঙ্কুরাদির অনিশ অবেশ্যমান আপনকার বাহা পদাগ্রসংলগ্ন
রজঃকণা তাহা স্পর্শ করিয়া অদ্য কৃতার্থা হইলাম (৪৩) । হে
রাম ! তব কি চিত্র চরিত্র, যেহেতু মানব দেহে এই অসার সং-
সারকে অনবরত অনন্ত মারাজালে মোহিত করিয়া আবার চরণাদি
বিহীনে কিরূপে নিরন্তর গমনাগমন করেন এবং আনন্দময়

যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রগাত্রা
ভাগীরথী ভববিরিক্ষিমুখান্ পুনাতি ।
সাক্ষাৎ স এব মম দৃষ্টিষয়ে যদাস্তে
কিং বর্ণ্যতে মম পুরাকৃতভাগধেয়ম্ ॥ ৪৫ ॥
মর্ত্যাবতারে মনুজাকৃতিং হরিং
রামাভিধেয়ং রমণীয়দেহিনম্ ।
ধনুর্ধরং পদ্মবিশাললোচনং
ভজামি নিত্যং ন পরান্ ভজিষ্যে ॥ ৪৬ ॥
যৎপাদপঙ্কজরজঃশ্রুতিভির্বিমৃগ্যং
যন্মাভিপঙ্কজভবঃ কমলাসনশ্চ ।
যন্মামসাররসিকোভগবান্ পুরারি
স্তং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি ॥ ৪৭ ॥
বস্ত্রাবতারচরিতানি বিরিক্ষিলোকে
গায়ন্তি নারদমুখা ভবপদ্মজাদ্যাঃ ।
আনন্দজাশ্রপরিষিক্তকুচাগ্রসীমা
বাগীশ্বরী চ তমহং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৮ ॥
সোহয়ং পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণ
এষঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ ।

হইলেও পূর্ণমায়িক বলিয়া ভুবনে বিখ্যাত (৪৪) । আর পাদপদ্ম-
পরাগ স্পর্শমাত্রে পবিত্রগাত্রা ত্রিপথগা ও শিব বিরিক্ষি প্রভৃতি
গৌরবান্বিতগণকে যিনি পবিত্র করিয়াছেন সেই সনাতন পরমেশ্বর
আমার নয়নপথ গোচরের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলেন । আহা
পূর্বজন্মকৃত ভাগ্যের কথা কি বর্ণিব (৪৫) বিশেষ মর্ত্যাবতারে
মনুজাকৃতি ধনুর্ধর পদ্মবিশাললোচন রমণীয় দেহ রাম
নামক হরি ভিন্ন অন্য ভজিবার আর আবশ্যকতা নাই (৪৬) ।
আর যাহার পাদপদ্মরজ শ্রুতি অন্বেষণ করেন এবং যাহার
নাভিপদ্ম হইতে কমলাসনের উদ্ভব ও যাহার নাম শ্রবণে ভগবান্
ত্রিপুরারি রসিক, ঈদৃশ শ্রীরামচন্দ্রকে অনুক্ষণ চিন্তা করি (৪৭) ।
আর যে রাম-চরিত্র নারদ প্রভৃতি শিব বিরিক্ষি দেবগণ
ব্রহ্মলোকে গান করেন এবং আনন্দ রস পরিপূর্ণ হেতু নয়ন
বারিধারা পরিষিক্ত কুচাগ্র সীমা ব্রহ্মাণী, ঈদৃশ রামের শরণাগত
হই (৪৮) এবং যিনি স্বয়ং পরমাত্মা পুরাণ পুরুষ সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ

মায়াতনুং লোকবিমোহিনীং যো
ধত্তে পরানুগ্রহ এষ রামঃ ॥ ৪৯ ॥
অয়ং হি বিশ্বোদ্ভবসংস্রমানা
মেকঃ স্বমায়াক্ষণসমম্বিতোয়ঃ ।
বিরিক্ষিবিক্ণুশ্বর নামভেদান্
ধত্তে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণ আত্মা ॥ ৫০ ॥
নমোস্তু হে রাম তবাক্ষিপঙ্কজং
শ্রিয়া ধৃতং বক্ষসি লালিতং প্রয়াৎ ।
আক্রান্তমেকেন জগত্রয়ং পুরা
ধ্যোয়ং মুনীন্দ্রৈরভিমানবর্জিতৈঃ ॥ ৫১ ॥
জগতামাদিভূতস্ত্বং জগদ্বৎ জগদাশ্রয়ঃ ।
সর্বভূতেষু সংস্কৃত একোভাতি ভবান্ পরঃ ॥ ৫২ ॥
কার বাচ্যস্ত্বং রাম ওঁ বাচামবিষয়ঃ পুমান্ ।
বাচ্যবাচকভেদেন ভবানেব জগন্ময়ঃ ॥ ৫৩ ॥
কার্য্যকারণকর্তৃত্বফলসাধনভেদতঃ ।
একো বিভাসি রাম ত্বং মায়য়া বহুরূপয়া ॥ ৫৪ ॥
ত্বমায়ামোহিতধিয়স্ত্বাং ন জানন্তি তত্ত্বতঃ ।

স্বরূপ অনাদি অনন্ত, তিনিই লোক বিমোহিনী মায়ামূর্তি ধারণে
পরানুগ্রহ বিতরণে অকাতর (৪৯) । যিনি নিজমায়্য গুণাবল্যনে
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণ হইয়া বিরিক্ষি
বিষ্ণু মহেশ্বর পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণে সক্ষম (৫০) । হে রাম!
যে পাদপদ্ম লক্ষ্মী বক্ষঃস্থলে রাখিয়া অঙ্গভূষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন
এবং যে পাদপদ্ম জগত্রয় আক্রমণ করিয়াছেন এবং অভিমান-
শূন্য মুনিগণের সতত চিন্তনীর যে পাদপদ্ম, সেই পাদপদ্মে
প্রণাম হই (৫১) ।

এবং তুমি জগতের আদিকারণ ও জগন্ময় জগদাশ্রয় সর্ব-
ভূতে সংস্কৃতরূপে একমাত্রই দীপ্তি পাইতেছ অতএব
আপনকার পর আর কে আছে । (৫২) হে রাম! তুমি প্রণব পদ
বাচ্য এবং ওঁবাক্যের অগোচর পুরুষ এবং বাচ্য বাচক ভাব-
বিশেষে ভবান্মাত্রই জগন্ময় ও কার্য্যকারণ ভাবহেতু কর্তৃত্ব
ফল সাধনে সক্ষম; বহুরূপ মায়াহেতু হে রাম! একমাত্র
জগতে দীপ্তি পাইতেছ (৫৩, ৫৪); ভবদীর মায়্য মোহিত বুদ্ধি
ব্যক্তি সমস্ত আপনাকে স্বার্থ-ভাবে না জানিয়া কেবল পরমেশ্বর

মানুষং হ্যভিমন্যন্তে মায়িনং পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৫ ॥
 আকাশবদ্রং সর্বত্র বহিরন্তর্গতোহমলঃ ।
 অসঙ্গোহ্যচলোনিত্যঃ শুদ্ধোবুদ্ধঃ সদাশ্রয়ঃ ॥ ৫৬ ॥
 যোষিন্মুঢ়াহমজ্ঞাতে তত্ত্বং জানে কথং বিভো ।
 তস্মাত্তে শতশোরাম নমস্কুর্য্যা মনন্যধীঃ ॥ ৫৭ ॥
 দেবমে যত্র কুত্রাপি স্থিতায়া অপি সর্বদা ।
 ত্বৎপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্ত মে ॥ ৫৮ ॥
 নমস্তে পুরুষাধ্যক্ষ নমস্তে ভক্তবৎসল ।
 নমস্তেহস্ত হৃষীকেশ নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥ ৫৯ ॥
 ভবভয়হরমেকং ভানুকোটিপ্রকাশম্,
 করধৃতশরচাপং কালমেঘাবভাসম্ ।
 কনকরুচিরবস্ত্রং রত্নবৎকুণ্ডলাঢ্যং,
 কমলবিশদনেত্রং সানুজং রামমীড়ে ॥ ৬০ ॥
 স্তম্ভৈবং পুরুষং সাক্ষাৎ রাঘবং পুরতঃ স্থিতং ।
 পরিক্রম্য প্রণম্যাস্তু সানুজ্ঞাতা যযৌ সতী ॥ ৬১ ॥
 অহল্যা কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ ।

স মূচ্যতেহখিলৈঃ পার্শ্বৈঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৬২ ॥
 পুত্রাদ্যর্থৈ পঠেদ্ভক্ত্যা রামং হৃদি নিধায় চ ।
 সংবৎসরেণ লভতে বক্ষ্যাম্যাপি পুত্রকম্ ॥ ৬৩ ॥
 সর্বান্ কামানবাশ্নোতি রামচন্দ্রপ্রসাদতঃ ॥ ৬৪ ॥

ব্রহ্মলোপ্তরুতল্পগোহপি পুরুষঃ
 স্তেয়ী সুরাপোহপিবা,
 মাতৃ-ভ্রাতৃ-বিহিং সকোপি সততং
 ভোগৈকবাঞ্ছাতুরঃ ।
 নিত্যং স্তোত্রমিদং জপন্ রঘুপতিং
 ভক্ত্যা হৃদা সংস্মরন্
 ধ্যানমুত্তমমুপৈপতি কিং পুনরর্সো
 স্বাচারযুক্তো নরঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
 আদিকাণ্ডে সসৈন্য-মারীচ-স্ববাহু নিধন-
 বিবরণং অহল্যাশাপবিমোচনং তৎকৃতং
 শ্রীরামস্তোত্রকথনঞ্চ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

মায়ী গুণাবলম্বী মানব বলিরা অভিমান করে কিন্তু বহিরন্তর্গত
 সর্বত্র নির্মল আকাশ স্বরূপ ও অসঙ্গ, অচল, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ,
 অথচ সদা অদ্বয় (৫৬) । অতএব যোষিং বিধায় মুঢ়া হেতু হে
 প্রভো তব তত্ত্ব কিরূপে জানিতে পারিব ? হে বিভো তব চরণে
 অধিনীর শতশত প্রণাম (৫৭) হে দেব! যেখানে সেখানে অব-
 স্থিতি করিলেও যেন তব পাদপদ্মে মদীর ভক্তি অনপায়িনী
 হয় (৫৮) । হে পুরুষাধ্যক্ষ! হে ভক্তবৎসল হৃষীকেশ হে নারায়ণ
 তুভ্যং নমঃ (৫৯) । ভব ভয় হরণের একমাত্র কারণ, কোটি সূর্য্য
 সমরূপে জাজ্বল্যমান, করে ধৃত বাণ ও ধনু, কালমেঘ সম বরণ,
 কলধৌত সুবর্ণবৎ বসন, রত্নবিশিষ্ট কুণ্ডল যুক্ত, পদ্মপত্রের ন্যায়
 শুক্লবর্ণ নেত্র, এই রূপ সানুজ শ্রীরামকে স্তব করি (৬০) । পুরতঃ
 স্থিত সাক্ষাৎ রাঘব পুরুষকে এইরূপে স্তব করিয়া, প্রণাম প্রদ-
 ক্ষিণাবলানে সানুজ্ঞাতা অহল্যা সতী হিমাচলস্থ গৌতম পতির
 পূর্ববৎ সেবা করিবার মানসে গমন করিলেন (৬১) ।

যে ব্যক্তি অহল্যাকৃত শ্রীরামের স্তব ভক্তিপূর্বক পাঠ
 করিবেন তিনি যে কেবল অশেষ পাতক হইতে মুক্ত হইবেন

এমং নহে পরম ব্রহ্মপদও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন (৬২) । আর
 শ্রীরামকে হৃদয়ে ভাবনা করিয়া ভক্তিযোগ সহকারে বক্ষা
 যদি পুত্রাদি নিমিত্ত এই স্তব পাঠ করেন তাহা হইলে সম্বৎসর
 মধ্যে পুত্র লাভ করিতে পারিবেন । বিশেষ শ্রীরাম প্রসাদাৎ
 সমস্ত কামনাই সিদ্ধি হইতে পারে (৬৩) পরন্তু ব্রহ্মর গুরুদারগামী
 ব্রাহ্মণের অশীতি রত্নিকা সুবর্ণ চৌর্য্যকারী সুরাপানে রত
 মাতৃ ভ্রাতৃ বিহিংসক ও সতত ভোগ বাঞ্ছাতুর ইহার্য্যও যদি
 রঘুপতি রামকে ভক্তিপূর্বক স্মরণ বা চিন্তা করিয়া প্রতি
 দিবস স্তোত্র পাঠ করে, অস্ত্রে নির্ঝানপদ প্রাপ্তি হইতে পারে ;
 সদাচার নরের কথা কি কহিবো (৬৪) ।

এই শ্রীঅধ্যায় রামায়ণে উমা মহেশ্বর কথোপকথনে
 আদিকাণ্ডে সসৈন্য মারীচ স্ববাহু নিধন বিবরণ

অহল্যার শাপমোচন এবং অহল্যাকৃত

শ্রীরামের স্তব কথন ষষ্ঠ অধ্যায়

উক্ত হইল ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিশ্বামিত্রোহপি তং প্রাহ রাঘবঃ সহলক্ষণং ।
 গচ্ছামো বৎস মিথিলাং জনকেনাভিপালিতাম্ ॥ ১ ॥
 দৃষ্ট্বা ক্রতুবরং পশ্চাদযোধ্যাং গন্তুমহসি ।
 ইত্যুক্ত্বা প্রযায়ৌ গঙ্গা মুত্তীৰ্য্য সহরাঘবঃ ॥ ২ ॥
 বিদেহস্য পুরং প্রাতর্থা ঘিরাজঃ সমাবিশং ।
 প্রাপ্তং কৌশিক সাকর্ণ্য জনকোহপি মুদাস্থিতঃ ॥ ৩ ॥
 পূজাদ্রব্যানি সংগৃহ্য সোপাধ্যায়ঃ সমাযযৌ ।
 দণ্ডবৎ প্রণিপত্যথ পূজয়ামাস কৌশিকম্ ॥ ৪ ॥
 পপ্রচ্ছ রাঘবৌ দৃষ্ট্বা সৰ্ব্বলক্ষণলক্ষিতৌ ।
 দ্যোতয়ন্তৌ দিশঃ সৰ্ব্বাশ্চন্দ্রসূর্য্যাবিষাপরৌ ॥ ৫ ॥
 কষ্টেতৌ নরশাদূলৌ পুত্রৌ দেবস্তুতোপমৌ ।
 মনঃপ্রীতিকরৌ মে হৃদ্য নরনারায়ণাবিব ॥ ৬ ॥

অনন্তর বিশ্বামিত্রধ্বি সলক্ষণ রাঘবকে কহিয়াছিলেন
 বৎস জনকপালিতা মিথিলা রাজধানী গমন করিয়া তত্রস্থ মহা-
 যজ্ঞ দর্শনান্তে অগোধ্যাপুরী গমন করিবেন এই পরামর্শ করিয়া
 সরাস্বতী নদীর গঙ্গার পরকূলবর্তি বিদেহপুর প্রাতঃকালে
 প্রবেশ করিলেন পরে জনক রাজা দৃষ্টমুখ্য রাজ্যে কৌশিক-
 মহাশয়ের শুভাগমন বার্তাশ্রবণ হর্ষে নিজপুরোহিত শ্রীযুক্ত-
 শতানন্দ সোপাধ্যায় সমভিব্যাহারে ভগবান্ বিশ্বামিত্র ধ্বির
 যথাবিধি অর্চনা করিয়া রাজর্ষি জনক কৌশিক মহাশয়ের
 নিকট বালকদ্বয়ের পরিচয়লাভে সম্যক্ যজ্ঞবান্ হইয়া কি
 আশ্চর্য্য সৰ্ব্বলক্ষণ লক্ষিত রূপে দিক্ বিদিক্ দেদীপ্যমান
 দেবস্তুতোপম যেন সাক্ষাৎ নরনারায়ণ বা অশ্বিনীকুমার কিম্বা

প্রত্যুবাচ মুনিঃ প্রীতোহর্ষয়ন্ জনকং তদা ।
 পুত্রৌ দশরথস্যেতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষণৌ ॥ ৭ ॥
 মথরক্ষণার্থায় গয়ানীতৌ পিতুঃ পুরাৎ ।
 আগচ্ছন্ রাঘবোগার্গে তাড়কাং বিশ্বঘাতিনীম্ ॥ ৮ ॥
 শরৈর্গৈকেন হতবাংশেচাদিতৌ মিতবিক্রমঃ ।
 ততো মমাশ্রমং গত্বা মম যজ্ঞবিহিংসকান্ ॥ ৯ ॥
 সুবাহুপ্রমুখান্ হত্বা মারীচং সাগরে ক্ষিপৎ ।
 ততো গঙ্গাতটে পুণ্যে গোতমস্যাশ্রমে শুভে ॥ ১০ ॥
 দৃষ্ট্বাহল্য নমস্কৃত্য তয়া সম্যক্ প্রপূজিতঃ ।
 পাদান্বজরজঃস্পর্শাং সাপি শাপাদ্বিমোচিতা ॥ ১১ ॥

দ্বিতীয় চন্দ্রসূর্য্য এই দুই বালক দেখিয়া অদ্য আমার সাতিশয়
 মনঃপ্রীতি হইয়াছে ভগবান্ কোন মহাত্মার এই নরশাদূল
 দুই পুত্র ? এইকথা জনক বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন তৎ-
 কালে প্রজ্ঞা বিশ্বামিত্র জনক রাজর্ষিকে প্রত্যুত্তর প্রদানে সাহসী
 হইলেন । মহারাজ এই পুত্রদ্বয় অগোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের
 রামলক্ষণ নামক দুই ভাই, ধ্বিদিগের যজ্ঞরক্ষণার্থ আমাকর্তৃক
 আনীত হইয়া অমিতবিক্রম শ্রীরাম পথিহিতা বিশ্বঘাতিনী
 তাড়কানারী নিশাচরী বদানন্তর সিদ্ধাশ্রমপদ প্রাপ্তে যজ্ঞবিহিং-
 সক সর্বসমু সুবাহু প্রভৃতি ঘোররত্ন নিশাচর নিধনান্তে এক-
 বৎসে মারীচকে সাগরপারে নিক্ষেপ করিয়াছেন পরে সুরধুনী-
 তীরসমীপবর্তি অতি পুণ্যদ গোতমস্যাশ্রমে আসিয়া কৃতারাদিতা
 অহল্যাকে পাদান্বজরজঃস্পর্শ দানে শাপ হইতে সঙ্গতি প্রদান
 করিয়াছেন । ১১ ।

ইদানীং দ্রুতকামস্তে গৃহে মাহেশ্বরং ধনুঃ ।
 পূজিতং রাজভিঃ সর্বৈর্দ্রুতকামিত্যনুশ্রুতমঃ ॥ ১২ ॥
 অতো দর্শয় রাজেন্দ্র শৈবং চাপমনুভূতমং ।
 দৃষ্ট্বাবোধ্যাং জিগমিষুঃ পিতরং দ্রুতমিচ্ছতি ॥ ১৩ ॥
 ইত্যুক্তো মুনির্নাজা পূজার্হো বহুপূজয়ৎ ।
 পূজয়ামাস ধর্মজ্ঞো বিবিদৃষ্টেন কৰ্মণা ॥ ১৪ ॥
 ততঃ সংশ্রেষয়ামাস মন্ত্রিণং বুদ্ধিমন্তরং ।
 শীত্রমানয় বিশেষচাপং রামায় দর্শয় ॥ ১৫ ॥
 ততো গতে মন্ত্রিবরে রাজা কৌশিকমব্রবীৎ ।
 যদি রামো ধনুর্ধ্বা কোট্যারোপয়েদুগুণম্ ॥ ১৬ ॥
 তদা মমাত্মজা সীতা দীয়তে রাঘবায় হি ।
 তথেতি কৌশিকঃ প্রাহ রামমুদ্বীক্য সন্মিতম্ ॥ ১৭ ॥
 শীত্রং দর্শয় চাপাশ্রয়ং রামায়ামিততেজসে ।
 এবং বদতি মৌনীশে আগতান্চাপবাহকঃ ॥ ১৮ ॥

হে রাজেন্দ্র ! রাম নিখিল রাজগণপূজিত মাহেশ্বর-ধনু-দর্শন
 লালমায় এই স্থানে সনাগত হইয়াছেন (১২) । অতএব এক্ষণে
 অনুভূতম হরধনু প্রদর্শন করুন । রাম লক্ষণ হরকোদণ্ড দর্শন করিয়া
 অযোধ্যা বাইতে বাসনা করিতেছেন, কারণ বহু দিবস হইল ইহারা
 পিতাকে দর্শন করেন নাই (১৩) । এই মুনিবাক্যের পর্যাবসানে
 বিবিধ পর্যালোচনা করিয়া ধর্মজ্ঞ জনক রাজা বিবিদৃষ্ট কৰ্ম দ্বারা
 পূজাইহু রঘুনন্দনের পূজা করিয়া (১৪) রাম লক্ষণের অবলোক-
 নার্থ বিশেষশরাসন আনিবার জন্ত শীত্র বুদ্ধিমন্তর মন্ত্রিকে
 প্রেরণ করিলেন (১৫) ।

তদনন্তর হরকোদণ্ড আনয়ন করিবার জন্ত মন্ত্রিবর অন্তঃপুর
 মধ্যে গমন করিলে পর রাজা কৌশিকমহাশয়কে কহিলেন,
 যদি রাম ধনু ধারণ করিয়া প্রাস্তভাগে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ
 হন (১৬) তাহা হইলে রাঘবকে মণীয়াত্মজা সীতা সম্প্রদান করিব ।
 তথাস্তবলিয়া ঈষদাত্মবৃত্ত রামমুখ নিরীক্ষণ করত কৌশিক কহি-
 লেন (১৭) অমিতবিক্রম শ্রীরামকে সত্বর শিবধনু দর্শন করাও ।
 এই বলিয়া মুনি মৌনভাবাবলম্বনে অবস্থিতি করিলেন (১৮) মহা-

চাপং গৃহীত্বা বলিনঃ পঞ্চসাহস্রসংখ্যকঃ ।
 ঘণ্টাশতসমায়ুক্তং স্বর্ণপট্টেবিভূষিতম্ ॥ ১৯ ॥
 দর্শয়ামাস রামায় মন্ত্রী মন্ত্রবিদাংবরঃ ।
 দৃষ্ট্বা রামঃ প্রহৃষ্টাত্মা বদ্ধা পরিকরং দৃঢ়ম্ ॥ ২০ ॥
 গৃহীত্বা বামহস্তেন লীলয়া তোলায়ন্ধনুঃ ।
 আরোপয়ামাস গুণং পশ্চাৎস্বখিলরাজস্ব ॥ ২১ ॥
 ঈষদাকর্ষয়ামাস পাণিনা দক্ষিণেন সঃ ।
 বভঞ্জাখিলহুংসারো দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥ ২২ ॥
 দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব স্বর্গংমর্ত্যং রসাতলম্ ।
 তদদ্রুতমভূতত্র দেবানাং দিবি পশ্যতাম্ ॥ ২৩ ॥
 আচ্ছাদয়ন্তুঃ কুসুমৈর্দেবাস্তুতিভিরীড়িরে ।
 দেবহুন্দুভয়োনৈহুর্নবুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ২৪ ॥
 দ্বিধাভগ্নং ধনুর্দৃষ্ট্বা রাজালিন্দ্য রঘুবহুম্ ।
 বিশ্বয়ং লেভিরে সন্তোমাতরোহন্তুঃপূরাজিরে ॥ ২৫ ॥

বলপরাক্রান্ত পঞ্চ সহস্র সংখ্যক বাহক শতঘণ্টাবোজিত এবং
 স্বর্ণপট্টবিভূষিত (১৯) কোদণ্ড লইয়া সমাগত হইলে মন্ত্রবিদা-
 য় মন্ত্রী অসীমভেজা রামের নয়নগোচর করাইলে উক্ত
 কোদণ্ড দর্শনে প্রহৃষ্টাত্মা রাম গাভ্রীয় কবজাদি পরিকর দৃঢ়-
 রূপে বন্ধন করিয়া (২০) অবলীলাক্রমে বামহস্তে পূর্বোক্ত গুরুতর-
 সত্বসম্পন্ন ধূর্জটীধনু উত্তোলনকরিলেন; সেই আশ্চর্য্য দর্শনে সমস্ত
 রাজগণের দৃষ্টি সমভাবে স্থির হইলে (২১) দক্ষিণ হস্তদ্বারা ঈষৎ
 আকর্ষণপূর্বক জ্যারোপণ করিলেন অমনি নিখিলহুংসার শ্রীরাম
 কর্তৃক ধনুর্দ্বিধা ভগ্ন হইল (২২); তৎকালে ধনুর শব্দে দিক্ বিদিক্
 ও স্বর্গমর্ত্যরসাতল পরিপূর্ণ হইল, এবং ত্রিদিবস্ব দর্শনকারী দেবতা-
 দিগের উহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল (২৩) ।

স্বরগণ শ্রীরামের উপর পুষ্প-বৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্বক স্তব
 করিতে লাগিলেন এবং দেব হুন্দুভি বাদ্য সহকারে অঙ্গরোগণ
 নৃত্য করিতে নিযুক্ত হইল (২৪) । পরে রাজর্ষি জনক হর-
 কোদণ্ড দ্বিধা ভগ্ন দেখিয়া রঘুবলোদহ শ্রীরামকে আলিঙ্গন
 করিলেন এবং পণ্ডিতগণ ও অন্তঃপুরস্থিত রাজমহিষীগণ
 পরম বিশ্বয় লাভ করিলেন (২৫) । তদনন্তর ঈষদাত্মবদনা স্বর্ণ-

সীতা স্বর্ণময়ীং মালাং গৃহীত্বা দক্ষিণে করে ।
 স্মিতবদন্তা স্বর্ণবর্ণা সর্বাভরণভূষিতা ॥ ২৬ ॥
 মুক্তাহারৈঃ কর্ণপত্রৈঃ কণ্ঠচলিতনুপুরা ।
 ছুকূলপরিসম্বীতা বস্ত্রান্তব্যাঞ্জিতস্তনী ॥ ২৭ ॥
 রামশোপরি নিক্ষিপ্য স্নায়মানা মুদং যযৌ ।
 ততোমুমুদিরে সর্বৈ গজদারাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৮ ॥
 গবাক্ষজালরন্ধ্রে ভ্যোদৃষ্টা লোকবিমোহিনীম্ ।
 ততোহব্রবীন্মুনিং রাজা পত্রং প্রেষয় সত্বরং ॥ ২৯ ॥
 রাজা দশরথঃ শীঘ্রমাগচ্ছতু সপুত্রকঃ ।
 বিবাহার্থং কুমারাণাং সদারঃ সহ মন্ত্ৰিভিঃ ॥ ৩০ ॥
 তথৈতি প্রেষয়ামাস দূতাংস্তুরিতবিক্রমান্ ।
 তে গত্বা নরশাদূলং রামশ্রেয়োত্তবেদয়ন্ ॥ ৩১ ॥
 শ্রুত্বা রামকৃতং রাজা হর্ষেণ মহতাপ্নুতঃ ।
 মিথিলাগমনার্থায় স্বরয়ামাস মন্ত্ৰিণম্ ॥ ৩২ ॥

গচ্ছন্ত মিথিলাং সর্বৈ গজাশ্বরথপত্নয়ঃ ।
 রথমানয় মে শীঘ্রং গচ্ছাম্যদ্যৈব মাচিরং ॥ ৩৩ ॥
 বশিষ্ঠস্তুত্রতোযাতু সদারঃ সহিতোহগ্নিভিঃ ।
 রামমাতরমাদায় মুনির্মে ভগবান্ গুরুঃ ॥ ৩৪ ॥
 এবং প্রস্থাপ্য সকলং রাজর্ষিবিপুলং রথং ।
 মহত্যা সেনয়া সার্কিমারুহ্য ত্বরিতোযযৌ ॥ ৩৫ ॥
 আগতং রাঘবং শ্রুত্বা রাজা হর্ষসমাকুলঃ ।
 প্রত্যুজ্জগাম জনকঃ শতানন্দপুরোধসা ॥ ৩৬ ॥
 যথোক্তং পূজয়া পূজ্যং পূজয়ামাস সংকৃতং ।
 রামস্ত লক্ষ্মণেনাশু ববন্দে চরণৌ পিতুঃ ॥ ৩৭ ॥
 ততোহষ্টোদশরথো রামং বচনমব্রবীৎ ।
 দিক্ট্যা পশ্যামি তে রাম মুখং ফুল্লাম্বুজোপমং ॥ ৩৮ ॥
 মূনেরনুগ্রহাৎ সর্বং সম্পন্নং মম শোভনং ॥ ৩৯ ॥
 ইত্যুক্ত্বাত্মায় মূর্দ্ধানমালিন্য চ পুনঃ পুনঃ ।
 হর্ষেণ মহতাবিষ্টো ব্রহ্মানন্দং গতৌ যথা ॥ ৪০ ॥

বর্ণা সর্বাভরণভূষিতা (২৬) মুক্তাহারে উজ্জলিতকণ্ঠী, কর্ণপত্র-
 স্নশোভনা, শস্যমানচলিতনুপুরা, ফোঁমবস্ত্রপরীধানা, বস্ত্রমধ্য
 হইতে প্রকাশিতস্তনী (২৭) সীতা দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণময়ী মালা গ্রহণ
 করিয়া শ্রীরামের উপর নিঃক্ষেপ করত লজ্জিতা ও আনন্দিতা
 হইলেন। স্বলঙ্কৃতা রাজমহিষীরা (২৮) গবাক্ষজালরন্ধ্র হইতে
 লোকবিমোহিনী সীতাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিলেন।
 পরে রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিলেন (২৯), কুমার-
 দিগের বিবাহার্থ সদার সামাত্য সপুত্রক রাজা দশরথের মদীয়
 ভবনে শীঘ্র শুভা গমন জন্ত মহাশয় অযোধ্যা রাজধানীতে
 অবিলম্বে পত্র প্রেরণ করুন (৩০)।

অনন্তর মহামতি বিশ্বামিত্র তথাস্ত বলিয়া কতকগুলি স্বরিত-
 বিক্রম দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ কোশলাধিপতির নিকট
 উপস্থিত হইয়া রামের মঙ্গল নিবেদন করিল (৩১)। রাজা দশরথ
 শ্রীরামকৃত পূর্বাপর তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণে নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া
 মিথিলা গমন জন্ত সন্ত্রীকে সত্বর হইতে আদেশ করিলেন (৩২)।

কহিলেন, গজ, অশ্ব, রথ ও পতি সমস্ত মিথিলা গমন করুক।
 শীঘ্র আমার রথ আনয়ন কর; অদ্যই গমন করিব; বিলম্বে
 প্রয়োজন নাই (৩৩)। গুরু ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনি অগ্নিচতুষ্টয় ও
 রামমাতাকে লইয়া সঙ্গীক সর্বাগ্রে যাত্রা করুন (৩৪)।

রাজর্ষি এইরূপে সকলকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বৃহৎরথে আরো-
 হণপূর্বক মহতী সেনা সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন (৩৫)।

অনন্তর, রাজা দশরথ আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, হর্ষ সমাকুল
 জনক রাজা শতানন্দ পুরোহিত সহ অগ্রবর্তী হইয়া (৩৬) যথা-
 যোগ্য বিধানে মাননীয় রাজার সন্মান রক্ষা করিলেন। শ্রীরাম ও
 লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে পিতৃচরণে অভিবাদন করিলেন (৩৭)।
 তদনন্তর প্রহৃষ্টাত্মা দশরথ শ্রীরামকে কহিলেন, রাম আমার ভাগ্য
 বশতঃ তোমার প্রফুল্ল কমলোপম মুখ দর্শন করিলাম (৩৮) সে
 সমস্তই বিশ্বামিত্র মুনির অনুগ্রহ বশতঃ স্তম্ভিত হইয়াছে (৩৯)।
 এই বলিয়া মন্তকাত্মা পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে লইয়া যেন ব্রহ্মানন্দে
 পরমানন্দিত হইলেন (৪০)। পরে জনক রাজ্য কর্তৃক আবাদে

ততো জনকরাজেন মন্দিরে সংনিবেশিতঃ ।
 শোভনে সৰ্বভোগাঢ্যে সদারঃ সংস্থিতঃ সখী ॥৪১॥
 ততঃ শুভে দিনে লগ্নে স্নানান্তে রঘুভ্রমঃ ।
 আনয়ামাস ধৰ্ম্মজ্ঞঃ সভাপিতৃকং তথা ॥ ৪২ ॥
 রত্নস্তুভে স্তবিত্তারে স্তবিতানে স্তবোরণে ।
 মণ্ডপে সৰ্বভোগাঢ্যে মুক্তাপুষ্পফলান্বিতে ॥৪৩॥
 বেদবিদ্বিঃ স্তবসংবাসে ব্রাহ্মণৈঃ স্বৰ্ণভূষণৈঃ ।
 স্তবাসিনোভিঃ পরিতো নিষ্ককণ্ঠীভিরাবৃতৈঃ ॥ ৪৪ ॥
 ভেরীদ্বন্দ্বিভিনির্বোধে নৃত্যগীতসমাকুলে ।
 দিব্যরত্নাঙ্কিতে স্বৰ্ণপীঠে রামং ন্যবেশয়ৎ ॥ ৪৫ ॥
 বশিষ্ঠং কৌশিককৈব শতানন্দপুরোহিতঃ ।
 যথাক্রমং পূজয়িত্বা রামস্তোভয়পার্শ্বয়োঃ ॥ ৪৬ ॥
 স্থাপয়িত্বা স তত্রাগ্নিং জ্বালয়িত্বা যথাবিধি ।
 সীতামানীয় শোভাঢ্যাং নানারত্নবিভূষিতাং ॥৪৭॥

সভার্যোজনকঃ প্রাদাৎ রামং রাজীবলোচনম্ ।
 পাদৌ প্রক্ষাল্য বিধিবদপোমুর্দ্ধাধারয়ৎ ॥ ৪৮॥
 বা ধৃতামুর্দ্ধি সৰ্বেণ ব্রহ্মণা মুনিভিঃ সদা ॥ ৪৯ ॥
 ততঃ সীতাং করে ধৃত্বা সাক্ষতোদকপূর্বকম্ ।
 রামায় প্রদদৌ প্রীত্যা পাণিগ্রহবিধানতঃ ॥ ৫০ ॥
 সীতা কমলপত্রাক্ষী স্বর্ণমুক্তাবিভূষিতা ।
 দীয়তে মে স্ততা তুভ্যং প্রীতোভব রঘুভ্রম ॥ ৫১ ॥
 ইতি প্রীতেন মনসা সীতাং রামকরেহর্পয়ৎ ।
 'মুগ্ধোদ জনকো লক্ষ্মীং ক্ষীরাক্ষিরিব বিষ্ণবে ॥৫২॥
 উর্দ্ধিলাঞ্চৌরসীং কন্যাং লক্ষ্মণায় তদা দদৌ ।
 তথৈব ঋতকীৰ্ত্তিঞ্চ মাণ্ডবীং ভাতৃকন্যকাম্ ।
 ভরতায় দদাবেকাং শত্রুহায়াপরাং দদৌ ॥ ৫৩ ॥
 চত্বারোদারসম্পন্না ভাতরঃ শুভলক্ষ্মণাঃ ।
 বিরেজুঃ প্রভয়া সৰ্বে লোকপালাইবাপরে ॥ ৫৪॥

নিবেশিত সদার সপুত্র দশরথ স্তবোভনীয় সৰ্বভোগাঢ্য রাজ-
 মন্দিরে সংস্থিত হইয়া সখী হইলেন (৪১) । পশ্চাৎ শুভদিনে
 বৈবাহিক লগ্ন মুহূর্ত্তে ধৰ্ম্মজ্ঞ জনক রাজা সভাপিতৃক রঘুভ্রম
 শ্রীরামকে আবাসস্থান হইতে আনিয়া (৪২) বৃহৎ রত্নস্তুভ-
 যুক্ত তোরণ চক্রাতপাচ্ছাদিত ছায়ামণ্ডপে মুক্তাপুষ্পফলান্বিত (৪৩)
 সৰ্বভোগাঢ্যস্থানে স্তবভূষিত বেদবিদ্বাঙ্কগণবেষ্টিত নিষ্ককণ্ঠী-
 স্তবাসিনী-প্রমদা-বিরাজিত (৪৪) ভেরী দ্বন্দ্বিত বাদ্যশব্দে, নৃত্য
 গীত সমাকুল উত্তম রত্ন পূজিত স্বৰ্ণ পীঠোপরি উপবেশন করা-
 ইলেন (৪৫) । পরে শতানন্দ পুরোহিত জনকরাজা শ্রীরামের উভয়
 পার্শ্বস্থিত বশিষ্ঠ আর কৌশিককে ক্রমাগত পূজা করিয়া (৪৬)
 যথাবিধি প্রজ্বলিত বহি স্থাপনান্তে নানারত্ন বিভূষিতা শোভাঢ্যা
 সীতাকে ছায়ামণ্ডপে আনিয়া (৪৭) ।

সভার্য জনক রাজীবলোচন রামের যথাবিধি পাদ প্রক্ষালন
 করাইয়া, শিব বিরিক্ষি মুনিগণ বে চরণায়ত মস্তকে ধারণ করেন,
 সেই চরণায়ত নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন (৪৮ । ৪৯) পরে
 পাণি গ্রহণ বিধানে সীতাকে করে ধরিয়া মনঃ প্রীতি সহকারে
 সাক্ষত উদকদানপূর্বক শ্রীরামকে সম্প্রদান করিয়া কহিলেন (৫০)
 স্বর্ণমুক্তাবিভূষিতা কমলপত্রাক্ষী মদীয় স্ততা সীতা তোমায় প্রদান
 করিলাম, হে রঘুভ্রম ! তুমি সন্তুষ্ট হও ; (৫১) এই বলিয়া তৃপ্ত-
 মনো জনক রামকরে সীতা সমর্পণ করিয়া, ক্ষীর সাগর বিষ্ণুকে লক্ষ্মী
 সমর্পণ করিয়া যজ্ঞপ হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তজ্জপ তৃপ্তি লাভ করি-
 লেন । (৫২) পশ্চাৎ লক্ষ্মণকে উর্দ্ধিলা নারী ওরসী কন্যা সম্প্রদান
 করিলেন ; তৎপর ভরতকে ঋতকীৰ্ত্তি, আর শত্রুহকে মাণ্ডবী নারী
 ভাতৃকন্যা প্রদান করিলেন, (৫৩) এই রূপ শুভলক্ষ্মণাক্রান্ত
 ভাতৃচতুষ্টয় দারসম্পন্ন হইলে দ্বিতীয় লোকপালসম উজ্জলতায় বিরাজিত
 হইলেন । (৫৪) অনন্তর মিথিলাধিপতি বশিষ্ঠ এবং বিষ্ণা-

ততোহব্রবীদ্বশিষ্ঠায় বিশ্বামিত্রায় মৈথিলঃ ।
 স্বস্তুতীয়া যথোদন্তং নারদেনাভিভাষিতম্ ॥ ৫৫ ॥
 যজ্ঞভূমিবিশুদ্ধার্থং কুষ্যতোলাঙ্গলশ্চ মে ।
 সীরখাতসমুৎপন্ন কন্য়কা শুভলক্ষণা ॥ ৫৬ ॥
 তামেবৈক্ষ্মহং প্রীত্যা পুত্রিকাভাবভাবিতা ।
 অর্পিতা প্রিয়ভার্য্যায়ৈ শরচ্চন্দ্রনিভাননা ॥ ৫৭ ॥
 একদা নারদোপ্যাগাৎ বিবিক্তে ময়ি সংস্থিতে ।
 রণয়ন্মহতীং বীণাং গায়নারায়ণং বিভূম্ ॥ ৫৮ ॥
 পূজিতঃ স্তুতমাসীনো গায়ুবাচ মুদান্বিতঃ ॥ ৫৯ ॥
 নারদ উবাচ ॥ ৬০ ॥
 শৃণু বচনং শুভং তবাত্ম্যদয়কারণং ।
 পরমাত্মা হৃষীকেশো ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ৬১ ॥
 দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং রাবণশ্চ বধায়চ ।
 জাতোরাম ইতিখ্যাতো মায়ামানুষরূপধ্বক্ ॥ ৬২ ॥

আস্তে দাশরথিভূত্বা চতুর্ধা পরমেশ্বরঃ ।
 যোগমায়াপি সীতে তি জাতা বৈতব বেষ্মনি ॥ ৬৩ ॥
 অতস্তং রাঘবায়ৈব দেহি সীতাং প্রবত্ততঃ ।
 নান্মেভ্যঃ পূর্বভার্য্যেয়া রামশ্চ পরমাত্মনঃ ॥ ৬৪ ॥
 ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ দেবগতিং দেবমুনিস্তদা ।
 তদারভ্য ময়া সীতা বিষ্ণোলক্ষ্মীতি ভাব্যতে ॥ ৬৫ ॥
 কথং ময়া রাঘবায় জানকী দীয়তে শুভা ।
 ইতিচিন্তাসমাবিক্তঃ কার্য্যমেকমচিন্তয়ম্ ॥ ৬৬ ॥
 মৎপিতামহগেহেষু ত্রাসভূতমিদং ধনুঃ ।
 ঈশ্বরেণ পুরা ক্ষিপ্তং পুরদাহাদনস্তরম্ ॥ ৬৭ ॥
 ধনুরেতৎ পণং কার্য্যমিতি চিন্ত্য তথাকৃতম্ ।
 সীতাপাণিগ্রহার্থায় সর্বেষাং মাননাশনং ॥ ৬৮ ॥
 ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ রামো রাজীবলোচনঃ ।
 আনীতোহব্রবদুদ্ভ্রষ্টো ফলিতোমে মনোরথঃ ॥ ৬৯ ॥

মিত্রকে নারদকথিত স্বস্তুতা সীতার বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগি-
 লেন; (৫৫) যজ্ঞভূমি শোধন করিবার জন্ত আমি লাঙ্গলকর্ষণ করিতে
 ছিলাম; ঐ সময় সীরখাত হইতে শুভলক্ষণা কন্য়কা উৎখিত
 হইল; (৫৬) আমি শরচ্চন্দ্রনিভাননা কন্য়াকে পুত্রিকাভাবে গ্রহণ
 করিয়া প্রীতি সহকারে প্রিয় মহিষীকে অর্পণ করিলাম। (৫৭)
 অনন্তর একদা একাকী উপবেশন করিয়া আছি এমন সময় নারদ
 মহতী বীণাবাদনপূর্বক বিভু নারায়ণের গুণগান করিতে করিতে
 আগমন করিলেন; (৫৮) আমি তাঁহার পূজা করিলাম। তিনি
 আসনে উপবেশনপূর্বক শ্রান্তি দূর করত তুষ্ট হইয়া আমাকে
 কহিলেন, (৫৯) আমি তোমার মঙ্গলের জন্ত এক গোপনীয়
 কথা কহিতেছি শ্রবণ কর; পরমাত্মা হৃষীকেশ ভক্তজনের প্রতি
 অনুগ্রহ প্রকাশ, (৬০) দেবকার্য্য সাধন ও রাবণ বধ করিবার জন্ত
 মায়ামানুষ রূপ ধারণপূর্বক জন্মগ্রহণ করিয়া রামনামে বিখ্যাত
 হইয়াছেন। (৬১) পরমেশ্বর চারি অংশে দশরথের চারি পুত্র হইয়া

অবস্থিতি করিতেছেন। আর যোগমায়া সীতা নামে তোমার গৃহে
 জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (৬৩) অতএব তুমি যত্ন করিয়া রাঘবকেই
 সীতা সম্প্রদান করিবে, অতঃ কাহাকেও দান করিবে না;
 কারণ ইনি পরমাত্মা রামের পূর্বভার্য্যা। (৬৪) এই কথা বলিয়া
 দেবমুনি আকাশ পথে প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি আমি সীতাকে
 বিষ্ণুর লক্ষ্মী মনে করিয়া আসিতেছি। (৬৫) রামকে কি প্রকারে
 শুভলক্ষণা সীতা সম্প্রদান করিব এই বিষয়ে বহু চিন্তা করিয়া
 এক কর্তব্য স্থির করিয়াছিলাম। (৬৬) পূর্বকালে পুরদাহের পর
 মহাদেব আমার পিতামহের নিকট ত্রাস স্বরূপ এই ধনু রক্ষা
 করিয়া যান। (৬৭) সীতার বিবাহের জন্ত এই ধনু পণ রাখিব
 এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাই করিয়াছিলাম; ইহাতে সকল রাজার
 মান হানি হইয়াছে। (৬৮) হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি প্রসন্ন হইয়া
 ধনুর্দর্শন করিবার জন্ত রমীবলোচন রামকে এইস্থানে আনয়ন
 করিলেন; আমার মনোরথ সফল হইল। (৬৯) রাম! আধ

অদ্য মে সফলং জন্ম রাম ত্বাং সীতয়া সহ ।
 একাসনস্থং পশ্যামি ভ্রাজমানং রবিং যথা ॥ ৭০ ॥
 ত্বংপাদানুধরো ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্রপ্রবর্তকঃ ।
 বলিস্ত্বংপাদমলিলং ধ্বজাভূদ্বিতিজাধিপঃ ॥ ৭১ ॥
 ত্বংপাদপাংশুসংস্পর্শাদহল্যা ভর্তৃশাপতঃ ।
 সদ্যএব বিনিমুক্তা কোহন্যস্তদ্বোহধিরক্ষিতা ॥ ৭২ ॥
 তংপাদপঙ্কজপরাগসরাগিবোগি-
 বৃন্দৈর্জিতং ভবভয়ং জিতকালচক্রেঃ ।
 যন্মাকীর্তনপরাজিতদুঃখশোকা
 দেবাস্তমেব শবণং সততং প্রপদ্যে ॥ ৭৩ ॥
 ইতি স্তব্ধা নৃপঃপ্রদাৎ রাঘবায় মহাত্মনে ।
 দাসাদীনাং কোটিশতং রথানামযুতং তথা ॥ ৭৪ ॥
 অশ্বানাং নিযুতং প্রাদাদাজানামযুতং তথা ।
 পত্তীনাং লক্ষমেকঞ্চ দাসীনাং ত্রিশতং দদৌ ॥ ৭৫ ॥
 দিব্যান্ধরাণি হারাংশ্চ মুক্তারত্নময়োজ্বলান্ ।
 সীতারৈ জনকঃ প্রদাৎ প্রীত্যা হৃহিতুবৎসলঃ ॥ ৭৬ ॥

আমার জন্ম সফল হইল ; আমি সীতার সহিত তোমাকে একা-
 সনে স্বর্ঘ্যের ত্রায় বিরাজ করিতে দর্শন করিলাম (৭০) ।

ভবদীয় ত্রীচরণামৃত ধারণ করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্রের প্রবর্তক
 এবং বলিরাজা দম্ভজাধিপ হইয়াছেন। (৭১) তোমার ত্রীচরণাবিন্দ-
 রেণু সম্পকে অহল্যা অনায়াসে পতিশাপ হইতে মুক্তি পাইয়া-
 ছেন ; অতএব তোমা ভিন্ন আর কে রক্ষা কর্তা আছে ? (৭২)
 ভবদীয় পাদপদ্মে সবিশেষ মনোযোগি যোগিগণ কালচক্র
 জয় করিয়া সমস্ত ভবভয় পরাজয় করিয়াছেন। আর
 তোমার পরম পবিত্র নামগুণ কীর্তনে দেবগণের সমস্ত দুঃখ
 ও শোক দূর হয়। অতএব তোমার পাদপদ্মেই সতত
 শরণাগত হই। (৭৩) জনক রাজা এই বলিয়া মহাত্মা রাঘবকে
 শত কোটি দাস ও অযুত সংখ্যক রথ, (৭৪) নিযুত অশ্ব, অযুত
 মাতঙ্গ, একলক্ষ পদাতি, ও ত্রিশত সংখ্যক দাসী প্রদান
 করিয়া (৭৫) হৃহিতবৎসল্যপরাক্রম জনক দিব্য বসন ও মুক্তা
 রত্ন ময়োজ্বল হার সীতাকে দান করিলেন (৭৬) পরে বশিষ্ঠাদির

বশিষ্ঠাদীন্ সুসংপূজ্য ভরতং লক্ষণং তথা ।
 পূজয়িত্বা যথা ত্রায়ং তথা দশরথং নৃপম্ ॥ ৭৭ ॥
 প্রস্থাপয়ামাস নৃপো রাজানং রঘুসন্তমম্ ।
 সীতামালিন্য রুদতীং মাতরঃ সাক্ষ্যলোচনাং ॥ ৭৮ ॥
 অক্রবন্ গদগদং ধীরামৃজন্তো দুহিতু মুখম্ ।
 শ্বশ্রুশুশ্রবণরতা নিত্যং রামমবুভতা ॥ ৭৯ ॥
 পাতিব্রত্যমুপালক্য তিষ্ঠ বৎসে যথা সুখম্ ॥ ৮০ ॥
 প্রয়াণিকালে রঘুনন্দনস্ত
 ভেরীমৃদঙ্গানকতুর্য্যঘোষঃ ।
 স্বর্বাসিভেরীঘনতুর্য্যশব্দ-
 সংমুচ্চিতো ভূতভয়ঙ্করোহভূৎ ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 আদিকাণ্ডে হরধনুর্ভঙ্গ রামাদীনাং বিবাহো
 নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

ও ভরত লক্ষণ প্রভৃতির এবং রাজা দশরথের বথাবিধি
 বথাক্রমে পূজা করিয়া (৭৭) জনক রাজা রঘুকুলতিলক শ্রীরামকে
 অঘোধ্যা ভবন প্রস্থান করাইলেন। অন্তঃপুরবাসিনী জননীগণ
 কাঁদিতে কাঁদিতে রোরুদ্যমানা সীতাকে আলিঙ্গন করত
 তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিয়া গদগদ স্বরে ধীর ভাবে কহিলেন,
 বৎসে ! শ্বশ্রুর শুশ্রবণে পরায়ণা হইবে। আর নিত্য শ্রীরামের
 অন্তঃগত থাকিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মাবলম্বনে কালক্ষয় করিবে। (৭৮ ।
 ৭৯ । ৮০)

রঘুনন্দনের অঘোধ্যাপুরী ষাত্রাকালীন ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক,
 তুর্য্য প্রভৃতির শব্দ দেবতাদিগের ভেরী ও তুর্য্য বাদ্যরবে সং-
 ক্ষিপ্ত হইয়া ভূতগণের অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। (৮১)

এই শ্রীমদধ্যায় রামায়ণের উমামহেশ্বর কথোপকথনে
 আদিকাণ্ডে হরধনুর্ভঙ্গে রামাদির বিবাহ
 নাম সপ্তম অধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ গচ্ছতি শ্রীরামে মৈথিলাদ্যো জনত্রয়ম্ ।
 নিমিত্তান্য়তিঘোরানি দদর্শ নৃপসত্তমঃ ॥ ১ ॥
 নহা বশিষ্ঠং পপ্রচ্ছ কিমিদং মুনিপুঙ্গব ।
 বশিষ্ঠস্তমথপ্রাহ ভয়মাগামি সূচ্যতে ॥ ২ ॥
 পুনরপ্যভয়ন্তেহদ্য শীঘ্রমেব ভবিষ্যতি ।
 যুগাঃ প্রদক্ষিণং যান্তি হুবহুং শুভসূচকাঃ ॥ ৩ ॥
 ইত্যেবং বদতস্তস্ম ববৌ ঘোরতরোহনিলঃ ।
 যুষ্মৎশচক্ষুঃসি সর্বেষাং পাংশুৱষ্টিভিরদ্রয়ন্ ॥ ৪ ॥
 ততোদদৃশে ভগবান্ যামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।
 নীলমেঘনিভপ্রাংশু জটামন্দলমণ্ডিতঃ ॥ ৫ ॥
 ধনুঃপরশুপাণিশ্চ সাক্ষাৎকাল ইবাস্তকঃ ।
 কার্তবীৰ্য্যাস্তকোরামোভৃগুঃ ক্ষত্রিয়মর্দনঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীরাম মিথিলা হইতে তিন যোজন পথ আসিলে পশ্চি-
 মধ্যে সহসা উপস্থিত ভয়ানক নিমিত্ত সকল দেখিয়া (১) রাজা
 দশরথ বশিষ্ঠ মুনির শ্রীচরণাবিন্দে প্রণিপাতপূর্বক জিজ্ঞাসা
 করিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! একি? এই বলিলে সৰ্ব তত্ত্ববিৎ বশিষ্ঠ
 কহিলেন, মহারাজ! হঠাৎ ভয়ের কারণ বটে, (২) কিন্তু অদ্য
 অবিলম্বেই নির্ভয় হইবে; যে হেতু যুগগণ আমাদিগকে প্রদক্ষিণ
 করিয়া যাইতেছে, তাহাতে অবশ্যই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা
 আছে। (৩) এই কথা বলিবামাত্র ঘোরতর বায়ু ধূলি রাশি
 বর্ষণে তত্রস্থ সমস্ত লোকের দৃষ্টি হরণ ও পীড়ন করিয়া বহিতে
 আরম্ভ করিল। (৪) পর ক্ষণেই প্রতাপশালী কার্তবীৰ্য্যাস্তকর
 ক্ষত্রিয়মর্দন সাক্ষাৎ অন্তক সদৃশ ভৃগুবংশীয় ভগবান্ যামদগ্নি-
 তনয় রাম দৃষ্টিগোচর হইলেন। উহার হস্তে ধনু ও পরশু;
 মস্তক নীল মেঘ সন্নিভ অত্যাশ্রিত জটাতারে মণ্ডিত। (৫।৬)

প্রাপ্তো দশরথস্ত্রাণে কালযুতুরিবাপরঃ ।

তং দৃষ্ট্বা ভয়সংত্রস্তো রাজাদশরথস্তদা ॥ ৭ ॥
 অৰ্ঘ্যাদি পূজাং বিস্থত্য ত্রাহি ত্রাহী তিচারবীৎ ।
 দণ্ডবৎ প্রণিপত্যা হ পুত্রপ্রাণান্ প্রযচ্ছ মে ॥ ৮ ॥
 ইতি ক্রবাণং রাজানমনাদৃত্য রঘুভ্রমং ।
 উবাচ নিষ্ঠুরং বাক্যং ক্রোধাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥

যামদগ্ন্য উবাচ ।

ত্বং রাম ইতি নান্নাচ চরসি ক্ষত্রিয়াধম ।
 হৃন্দযুদ্ধং প্রযচ্ছাশু যদি ত্বং ক্ষত্রিয়োহসি মে ॥ ১০ ॥
 পুরাণং জর্জরং চাপং ভঙক্ত্বা ত্বং কথমে যুবা ।
 ইদন্তু বৈষ্ণবং চাপমারোপযসি চেদ্ গুণম্ ॥ ১১ ॥

ভার্গব এই বেশে দ্বিতীয় নৃত্যর ত্রায় দশরথের সম্মুখে
 উপস্থিত হইলেন। রাজা দশরথ তাঁহাকে দর্শন করত ভয়ে
 বিহ্বল হইয়া (৭) অৰ্ঘ্যাদি পূজা প্রদানপূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম
 করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন, ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন;
 আমার পুত্রের প্রাণদান করুন। (৮)

রাজা এই কথা কহিলে যামদগ্ন্য তাঁহাকে গ্রাহ না করিয়া
 হোঁধ হেতু বিচলিতেন্দ্রিয় হইয়া রঘুভ্রম রামকে নিষ্ঠুর বাক্যে
 কহিলেন, (৯) অরে ক্ষত্রিয়কুলাধম! রাম নাম ধারণ করিয়া
 ভূতলে বৃথা পর্যটন করিতেছিস্। যদি ক্ষত্রিয়কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া
 থাকিস্, তবে শীঘ্র আমাকে হৃন্দ যুদ্ধ প্রদান কর। (১০) পুরাতন, বহু
 দিবস এক স্থানে অবস্থিতি হেতু কীট নিষ্কৃষিত জর্জর ধনুভঙ্গ
 করিয়া বৃথা অভিমানী হইয়াছিস্। এই বৈষ্ণব শরাসনে যদি
 জ্যারোপণ করিতে পারিস্, (১১) তবে হে রঘুবংশজ! তোর সহিত

তদাবুদ্ধং তয়াসাক্ষং কেরোমি রঘুবংশজ ।
 নোচেৎ সর্বান্হনিষ্যামি ক্ষত্রিয়ান্ধকরোন্ম্যহং ॥১২॥
 ইতি ক্রবতি বৈ তস্মিংশচাচর বহুধা ভূশং ।
 অন্ধকারো বভূবাত্ সৰ্বেষামপি চক্ষুযাং ॥ ১৩ ॥
 রামোদাশরথীর্বীরো বীক্ষ্য তং ভার্গবং রুধা ।
 ধনুরাচিত্য তদ্বস্তাদারোপ্য গুণমঞ্জসা ॥ ১৪ ॥
 ভূগীরাধাণমাদায় সন্ধায়াক্ষ্য বীর্যবান্ ।
 উবাচ ভার্গবং রামং ব্রহ্মন্ শৃণু বচোমম ॥ ১৫ ॥
 লক্ষং দর্শয় বাণশ্চ হ্রমোঘো রামশায়কঃ ।
 লোকান্ পদযুগংবাপি বদ শীত্রং মমাজ্ঞয়া ॥১৬॥
 এবং বদতি শ্রীরামে ভার্গবো বিকৃতাননঃ ।
 সংস্মরন্ পূর্ববৃত্তান্তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥

বামদন্ত্য উবাচ ।

রাম রাম মহাবাহো জানে ত্বাং পরমেশ্বরং ।
 পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং জগৎস্বর্গলরৌদ্ভবম্ ॥ ১৮ ॥

বাল্যেহহং তপসা বিষ্ণু মারাধয়িতু মঞ্জসা ।
 চক্রতীর্থং শুভংগত্বা তপসা বিষ্ণু মন্বহম্ ॥ ১৯ ॥
 ভূতোষয়ং মহাত্মানং নারায়ণ মনন্তধীঃ ।
 ততঃ প্রসন্নোদেবেশঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
 উবাচমাং রঘুশ্রেষ্ঠ প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

উত্তীর্ণতপসো ব্রহ্মন্ কলিতস্তে তপোমহৎ ॥২১॥
 মচ্চিদংশেন যুক্তস্তং জহি হৈহয় পুঙ্গবম্ ।
 কার্তবীর্য্যং পিতৃহনং যদর্থং তপসঃ শ্রমঃ ॥ ২২ ॥
 ততস্ত্রি সপ্তকৃত্বস্তং হত্বা ক্ষত্রিয় মণ্ডলং ।
 কৃৎস্নাং ভূমিং কশ্যপায়দত্বা শান্তি মবাপহ ॥২৩॥
 ত্রেতাযুগে দাশরথি ভূত্বারামোহমব্যয়ঃ ।
 উৎপৎসে পরয়াশক্তা তদাদ্রক্ষ্যসিমাং পুনঃ ॥২৪॥
 মত্তেজঃ পুনরাদাস্তেত্বয়িদত্তং ময়াপুরা ।
 তদাতপশ্চরন্লোকে তিষ্ঠত্বং ব্রহ্মণো দিতম্ ॥২৫॥

আমি যুদ্ধ করিব, নতুবা সমস্তই বিনাশ করিব; আমি ক্ষত্রিয়-
 কুলের অন্তকর। (১২) পরশুরাম রামের প্রতি এই প্রকার কহিলে
 মেদিনী অতিশয় কম্পমানা ও সমস্তলোকের চক্ষু অন্ধকারে
 আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল (১৩) ।

অনন্তর অসাধারণ বীর দাশরথি রাম ক্রোধ দৃষ্টিতে
 ভৃগুনন্দনকে দর্শন করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ধনু আকর্ষণ করত
 জ্যারোপণ করিয়া (১৪) ভূগীর হইতে বাণ লইয়া সন্ধানপূর্বক
 আকর্ষণ করিয়া পরশুরামকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার বাক্য
 শ্রবণ কর (১৫) এই রামশায়ক অব্যর্থ; ইহার লক্ষ্য কোথায়
 দেখাও; ত্রিভুবন বা ভবদ্বীপ পদারবিন্দয় ভেদ করিব, আমার
 আজ্ঞানুসারে গীত্র বল। (১৬) শ্রীরামের এই প্রগল্ভ বাক্য শ্রবণে
 শুকবদন ভৃগুনন্দন পূর্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগি-
 লেন। (১৭) হে রাম রাম! হে মহাবাহো! তুমি পরমেশ্বর; আমি
 জানি তুমি সনাতন পুরুষ ও বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের

এক মাত্র কারণ। (১৮) আমি বাল্যাবস্থায় তপস্তা দ্বারা
 বিষ্ণুর আরাধনা নিমিত্ত শুভ চক্রতীর্থে গমন করিয়া তপস্তা
 দ্বারা বিষ্ণুকে প্রতি দিন স্তব করিতাম। (১৯) পরে অনন্ত চিন্তের
 স্তবে পরিতুষ্ট মহাত্মা শঙ্খচক্র গদাধর দেবেশ নারায়ণ প্রসন্ন
 হইলেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! সেই প্রসন্নমুখপঙ্কজ ভগবান্ আমাকে
 কহিয়াছিলেন, (২০) হে ব্রহ্মন্! তপস্তা হইতে নিবৃত্ত হও। তোমার
 মহত্তপস্তার ফল কলিয়াছে। (২১) মচ্চিদংশ প্রাপ্ত হইয়া হৈহয়-
 পুঙ্গব পিতৃহন্তা কার্তবীর্য্যকে বিনাশ কর, বন্নিমিত্ত তোমার তপস্তার
 পরিশ্রম। (২২) তদনন্তর একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়মণ্ডল বিনাশ
 করিয়া সমস্ত ভূমি কশ্যপকে প্রদান করিয়া শান্তি পাইও। (২৩)
 ত্রেতাযুগে অক্ষয় আমি দাশরথি রামনামে পরম শক্তি সহকারে
 উৎপন্ন হইব; তখন পুনর্বার আমাকে দেখিতে পাইবে (২৪)
 এখন যে তেজঃপুঞ্জ তবায়ীন করিলাম, তৎকালে সেই সমস্তই
 পুনর্বার অঙ্গ শরীরে প্রবেশ করিবে; পরে ব্রহ্ম বাক্যানুসারে
 তপস্তাচরণে অবস্থিতি-পূর্বক কালযাপন করিবে। (২৫)

ইত্যুক্তান্তর্দধে দেবস্তুথাসর্বং কৃতং ময়া ।
 সত্রৈব বিষ্ণু স্ত্বং রাম জাতোহসি ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥২৬॥
 ময়ি স্থিতস্ত তত্তেজ স্ত্বয়েব পু নরাহতম্ ।
 অদ্য মে সফলং জন্ম প্রতীতোহসি মম প্রভো ॥২৭॥
 ব্রহ্মাদিভিরলভ্যস্তং প্রকৃতেঃ পারগোমতঃ ।
 ত্বয়ি জন্মাদিষড়্ ভাবা ন সন্ত্যজ্ঞানসম্ভবাঃ ॥২৮॥
 নির্বিকারোহসি পূর্ণস্তং গমনাদিবিবর্জিতঃ ।
 যথাজলে ফেণজালো ধুমোবহ্নৌ তথা ত্বয়ি ॥ ২৯ ॥
 হৃদাধারা ত্বদ্বিষয়া মায়া কার্য্যং সৃজত্যহো ।
 বাবন্মায়ারুতালোকা তাবদ্ব্যং নবিজানতে ॥ ৩০ ॥
 অবিচারিতসিদ্ধৈষা বিদ্যাবিদ্যাবিরোধিনী ॥ ৩১ ॥
 অবিদ্যাকৃতদেহাদিসংঘাতে প্রতিবিস্তিতা ।
 চিচ্ছক্তি জীবলোকেহগ্নিন্ জীব ইত্যভিধীয়তে ॥৩২॥

যাবদেহ মনঃ প্রাণ বুদ্ধাদিষভিমানবান্ ।
 তাবৎ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব স্থখ দুঃখাদি ভাগভবেৎ ॥৩৩॥
 আত্মনঃ সংসৃতির্নাস্তি বুদ্ধে জ্ঞানং নজাহ্নিতি ।
 অবিবেকান্তঃসংযুক্তো সংসারীতি প্রবর্ততে ॥৩৪॥
 জড়স্রুতিং সমাযোগা চিত্তং ভূয়াচ্চিত্তে স্তথা ।
 জড়সঙ্গা জড়ত্বংহি জলাগ্নৌ মেলনং যথা ॥৩৫॥
 যাবত্ত্বং পাদভক্তানাং সঙ্গসৌখ্যং নবিন্দতি ।
 তাবৎ সংসার দুঃখোঘাননিবর্তনরঃ সদা ॥ ৩৬ ॥
 সংসঙ্গলব্ধ্যভক্ত্যা যদাত্মাং সমুপাসতে ।
 তদামায়া শনৈর্ধাতি ত্বামেবং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৭ ॥
 ততস্তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নঃ সদগুরুস্তম্ভলভ্যতে ।
 বাক্যজ্ঞানং গুরোর্লব্ধ্বা ত্বংপ্রসাদাদ্বিমুচ্যতে ॥৩৮॥
 তস্মাত্তদভক্তি হীনানাং কল্পকোটি শতৈরপি ।
 নমুক্তিশঙ্কাবিজ্ঞানশঙ্কানৈব স্ত্বং তথা ॥ ৩৯ ॥

এই কথা কহিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হৃত হইলে তাঁহার আদেশানুসারে সমস্ত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলাম। অতএব হে রাম! সেই বিষ্ণু তুমি; হিরণ্যগর্ভের প্রার্থনায় অবতীর্ণ হইয়াছ (২৬) আমাতে ভবদত্ত যে সমস্ত তেজঃপুঞ্জ ছিল, সে সকলই সংহার করিলে। হে প্রভো! অদ্য আমার জন্ম সফল। আজ আমি তোমাকে চিনিতে পারিলাম। (২৭) আপনি ব্রহ্মাদির অলভ্য এবং প্রকৃতি শক্তির পারগ; অজ্ঞানজাত জন্মাদি ছয় অবস্থা আপনাতে বিদ্যমান নাই। (২৮) আপনি অনন্ত জ্ঞানসম্ভব নির্বিকার পূর্ণ গমনাদিরহিত। যদ্রূপ জলে ফেণজাল ও অনলে ধূমজাল তদ্রূপ তোমাতে আশ্রয়কারিণী এবং তোমার বিষয় (২৯) মায়া কি আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছেন যাবৎকাল লোক সমস্ত ভবদ্বীয় মায়ায় মুগ্ধ থাকে, তাবৎকাল আপনাকে কেহ জানিতে পারে না। (৩০) অবিচারিত অর্থাৎ স্বাভাবিক বিদ্যা আর অবিদ্যাকৃত দুই প্রকার সিদ্ধি আছে তাহাতে অবিদ্যাকৃত দেহাদি সমূহে প্রতিবিস্তিয়ারূপে চিৎশক্তি জীবলোকে থাকিলে জীবী বলিয়া ব্যবহৃত হয়। (৩১। ৩২) যাবৎকাল দেহ মনঃ প্রাণ ও বুদ্ধাদিতে অভিমান থাকে,

তাবৎ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রূপ অশেষ স্থখ দুঃখাদির বিলক্ষণ ভাগী হইয়া আত্মার স্বরণ ও বুদ্ধি জ্ঞানাদি হইতে পরিভ্রংশপূর্ব্বক অবিবেকসংযোগে সংসারী বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকেন। (৩৩। ৩৪) জ্ঞানের সহিত জড়ের সংযোগ হইলে জড়েরও জ্ঞানত্ব জন্মে, আবার জড়ের সহিত সংযোগ হইলে জ্ঞানেরও জড়ত্ব উৎপন্ন হয়, যেমন জল আর অগ্নির মিলন। (৩৫) মনুষ্য যতদিন তোমার চরণভক্ত সাধুদিগের সঙ্গস্বখ লাভ না করে, ততদিন সংসারদুঃখরাশি হইতে নিবৃত্তি পায় না। (৩৬) যখন মানব সংসঙ্গ লাভ করিয়া ভক্তি সহকারে আপনাকে ভজনা করে, তখন অবিদ্যা-রূপ মায়া ক্রমশ দূর হয়; এই প্রকারে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৩৭) অনন্তর তাহার ভগবন্তজ্ঞানসম্পন্ন সদগুরু সঙ্গতিও লাভ হয়; পরে সদগুরু হইতে বাক্যজ্ঞান লাভ করিলেই ভবৎ প্রসাদাৎ মুক্ত হয়। (৩৮) অতএব ভগবন্তক্তি বিহীন জ্ঞানের কোটিশত কল্পেও মুক্তি বা বিজ্ঞান ও স্থখ লাভ হইতে পারে না। (৩৯)

অতন্তুৎ পাদযুগলে ভক্তির্মে জন্মজন্মনি ।
 স্ত্রাৎত্বভক্তিমতাং সঙ্গোহবিদ্যাভাং বিনশ্চতি ॥৪০॥
 লোকে ত্বভক্তিনিরতাস্তু দ্বন্দ্বীমৃতবর্ষণঃ ।
 পুনস্তি লোকমখিলং কিং পুনঃ স্বকুলোদ্ভবান্ ॥৪১॥
 নমোহস্ত জগতাং নাথ নমস্তে ভক্তিভাবন ।
 নমঃ কারুণিকানস্তু রামচন্দ্র নমোহস্ত তে ॥৪২॥
 দেব যদ্যৎ কৃতং পুণ্যং ময়া লোকজিগীষয়া ।
 তৎসর্বং তব বাণায় ভূয়াদ্রাম নমোহস্ততে ॥৪৩॥
 ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীরামঃ করুণাকরঃ ।
 প্রসন্নোহস্মি তব ব্রহ্মন্ যন্তে মনসি বর্ততে ॥৪৪॥
 দাস্তে তদখিলং কামং মাকুরুষাত্র সংশয়ম্ ।
 ততঃ প্রীতেন মনসা ভার্গবো রামমব্রবীৎ ॥৪৫॥
 যদি মেহনুগ্রহো রাম তবাস্তি মধুসূদন ।
 ত্বদন্তসঙ্গস্তৎপাদপদ্মভক্তিঃ সদাস্তু মে ॥ ৪৬ ॥

স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্যস্ত ভক্তিহীনোহপি সর্বদা ।
 ত্বদভক্তিস্তত্ত্ববিজ্ঞানং ভূয়াদন্তে স্মৃতিস্তব ॥৪৭॥
 তথ্যেতি রামেনৈবোক্তঃ পরিক্রম্য প্রণম্য তম্ ।
 পূজিতস্ত দমুজাতো মহেন্দ্রাচলমম্বগাৎ ॥ ৪৮ ॥
 রাজা দশরথো হৃষ্টো রামং মৃতমিবাগতম্ ।
 আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য হর্ষেণ নেত্রাভ্যাং জলমুৎসৃজৎ ॥৪৯॥
 ততঃ প্রীতেন মনসা স্তম্ভচিত্তঃ পুরং বর্যো ॥৫০॥
 রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্নভরতা দেবসম্মিতাঃ ।
 স্বাং স্বাং ভার্য়ামুপাদায় রেগিরে স্বস্বমন্দিরে ॥৫১॥
 মাতাপিতৃভ্যাং সংহৃষ্টো রামঃ সীতাসমম্বিতঃ ।
 রেমে বৈকুণ্ঠভবনে শ্রিয়া সহ যথাহরিঃ ॥ ৫২ ॥
 যুধাজির্নাম কৈকেয়ীভ্রাতা ভরতমাতুলঃ ।
 ভরতং নেতুমাগচ্ছৎ স্বরাজ্যং প্রীতিসংযুতঃ ॥৫৩॥

অতএব ভবদীয় পদারবিন্দযুগলে যেন প্রতি জন্মেই আমার
 ভক্তি অচলা থাকে এবং ভগবন্তভক্তিৎপর ব্যক্তিদের
 সহিত সঙ্গম হয় ; এই উভয়ই অবিদ্যা বিনাশ করে । (৪০)
 জীবলোকে ঈশ্বর ভক্তিনিরত ব্যক্তিরা ভগবানের ধর্ম কর্মরূপ
 অমৃত বর্ষণ করত তাবৎলোক পবিত্র করিতেছেন, স্বকুলোদ্ভব
 ব্যক্তিদের কথা আর কি বলিব । (৪১) হে জগন্নাথ ! হে
 ভক্তিভাবন ! হে কারুণিক ! হে অনন্ত ! হে রামচন্দ্র ! তোমাকে
 নমস্কার । (৪২) হে দেব ! লোকজিগীষাবশতঃ আমি যাহা
 যাহা পুণ্য কর্ম করিয়াছি, সে সমস্তই তোমার বাণ দ্বারা নষ্ট
 হউক । হে রাম ! তোমাকে প্রণাম করি । (৪৩) পরে করুণাসাগর
 ভগবান্ শ্রীরাম প্রসন্নবদনে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! তুমি যাহা
 মনোভিলাষ প্রার্থনা করিবে তাহা সমস্তই প্রদান করিব
 সন্দেহ নাই । অনন্তর প্রীতমনা ভৃগুনন্দন পরশুরাম 'শ্রীরামকে'
 কহিলেন । (৪৪ । ৪৫) হে রাম ! হে মধুসূদন ! যদি আমার
 প্রতি আপনকার অমুকম্পা হইয়া থাকে, তাহা হইলে যেন ভবন্ত-
 সঙ্গ ও ভবদীয় পদারবিন্দে আমার ভক্তি থাকে । (৪৬) আর

ভক্তি বিহীন ব্যক্তিও যদি এই স্তবপাঠ করে, তবে ভগবন্তভক্তি ও
 বিজ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুকালে তোমার নাম স্মরণ করিতে
 পারে । (৪৭) পরে শ্রীরাম তথাস্ত বলিলে রামানুজাত রাম
 প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে গমন করিলেন । (৪৮)

রাজা দশরথ আনন্দিত হইয়া, যেন মৃত্যু মুখ হইতে প্রত্যাগত
 রামকে বারবার আলিঙ্গন করিয়া উভয় নেত্রে আনন্দাশ্রু
 বিসর্জন করিতে লাগিলেন । পরে স্তম্ভচিত্ত হইয়া প্রীতমনে
 অযোধ্যা যাত্রা করিলেন । (৪৯ । ৫০) অনন্তর দেবোপম রাম
 লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন স্ব স্ব ভার্য়্যা সমভিবাহারে স্ব স্ব ভবনে
 পরম সুখে কালক্ষয় করিতে লাগিলেন । (৫১) বৈকুণ্ঠভবনে
 কমলালয়ার সহিত হরি যজ্ঞপ আনন্দে কালযাপন করেন, তজ্জপ
 পিতা মাতাকে আশ্লাদচিত্তে রাখিয়া সীতা সহ শ্রীরাম
 সদানন্দে কালক্ষয় করিতে লাগিলেন । (৫২) এই রূপে কিয়দ্দি-
 বস অতিবাহিত হইলে যুধাজির্নামক ভরতমাতুল কেকয়নন্দিনী-
 ভ্রাতা প্রীতিভাবে নিজরাজধানীতে ভরতকে লইবার জন্ত সমাগত

প্রেময়ামাস ভরতং রাজা স্নেহসমম্বিতঃ ।

শক্রঘ্নঞ্চাপি সংযুজ্য যুধাজিতমরিন্দমঃ ॥ ৫৪ ॥

কৌশল্যা শুশুভে দেবী রামেণ সহ সীতয়া ।

দেবমাতেব পৌলম্যা শচ্যা শক্রেণ শোভনা ॥ ৫৫ ॥

সাকেতে লোকনাথ-প্রথিতগুণ গণোলোক

সংগীতকীর্তিঃ ।

শ্রীরামঃ সীতয়াস্তেহখিল সুরনিকরানন্দসন্দোহ

মূর্তিঃ ।

নিত্যশ্রীনির্বিষ্কারো নিরবধি বিভবো নিত্যমায়ী

নিরাসো মায়াকার্যানুসারী মনুজইব সদা ভাতি

দেবোহখিলেশঃ ॥ ৫৬ ॥

হইলে (৫৩) অরিন্দম রাজা দশরথ স্নেহ সহকারে শক্রঘ্ন সমভি
বাহারে মাতুলসহিত ভরতকে প্রেরণ করিলেন । (৫৪)
পৌলোমী শচী ও শক্রেণ সহিত দেবমাতা যজ্ঞপ শোভমানা
হন, রাম ও সীতার সহিত কৌশল্যাদেবীও তজ্জপ শোভা
পাইয়াছিলেন । (৫৫) দেখ কি আশ্চর্য্য, লোকনাথ প্রসিদ্ধ
গুণগণ সমস্তলোকে সংগীতকীর্তি নিখিলদেবের আনন্দমূর্তি
নিত্যশ্রী, নির্বিষ্কার অতুল-বিভবশালী নিত্যমায়ানিরাসকারী
অখিলেশ্বর দেবমায়ী কার্যানুসারী হইয়া মনুষ্যের ত্রায় বিরাজ
করিতে লাগিলেন । (৫৬)

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

আদিকাণ্ডে পরশুরামস্ত পরাজয়বিবরণে

রামাদীনাং যোধ্যায়ামধিবাসো নামা-

ষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

সমাপ্তক্ষেদমাদিকাণ্ডম্ ॥ ০ ॥

এই অধ্যায়রামায়ণের উমামহেশ্বর কথোপকথনে আদিকাণ্ডে
পরশুরামের পরাজয় বিবরণে রামাদির অবোধায়
অধিবাস-নামক অষ্টম অধ্যায় ।

আদিকাণ্ড সমাপ্ত ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

একদা স্মখমাসীনং রামং স্বাস্তঃপুরাজিরে ।
সৰ্বাভরণসম্পন্নং রত্নসিংহাসনে স্থিতম্ ॥ ১ ॥
নীলোৎপলদলশ্যামং কোমলভামুক্তকন্ধরম্ ।
সীতয়া রত্নদণ্ডেন চামরেণাথ বীজিতম্ ॥ ২ ॥
বিনোদয়ন্তং তাম্বুলচৰ্ব্বণাদিভিরাদরাৎ ।
নারদোহবাতরং দ্রষ্টুমম্বরাদ্যত্র রাঘবঃ ॥ ৩ ॥
শুদ্ধস্ফটিকসংকাশঃ শরচ্ছন্দ ইবামলঃ ।
অতর্কিতমুপায়াতো নারদো দিব্যদর্শনঃ ॥ ৪ ॥
তং দৃষ্ট্বাসহসোস্থায় রামঃ প্রীত্যা কৃতাজ্জলিঃ ।
ননাম শিরসা ভূমৌ সীতয়া সহ ভক্তিমান্ ॥ ৫ ॥

একদা নীলোৎপলদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র কোমলভামুক্তকন্ধরমণি প্রভৃতি
নানাবিধ রত্নভরণে বিভূষিত হইয়া নিজ অস্তঃপুর মধ্যে রত্ন
সিংহাসনোপরি স্মগন্ধি তাম্বুল প্রভৃতি রাজভোগ্য ভোগ দ্বারা
চিত্ত বিনোদন করিতেছেন ; সীতাদেবী পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মানা
হইয়া রত্নদণ্ডশোভিত চামর দ্বারা বীজন করিতেছেন, এমন
সময়ে পরম ভাগবত মহর্ষি নারদ ভগবদ্বদর্শনার্থ সেই স্থানে
আকাশ পথ হইতে অবতরণ করিলেন । (১ । ২ । ৩) শ্রীরামচন্দ্র
শরৎকালীন শশধরের আয় দেদীপ্যমান এবং বিশুদ্ধ স্ফটিক মণি-
সদৃশ সমুজ্জল ও সুদৃশ মহর্ষি নারদের সহসা অসম্ভাবিত সমা-
গমনাবলোকনে সচকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং পরম
প্রীতি ও ভক্তি সহকারে কৃতাজ্জলি হইয়া সীতাদেবীর সহিত প্রণাম

উবাচ নারদং রামঃ প্রীত্যা পরময়া যুতঃ ।

সংসারিণাং মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্লভং তব দর্শনম্ ॥ ৬ ॥
অস্ম্যাকং বিষয়াসক্তচেতসাং নিতরাং মুনে ।
অবাণ্ডং মে পূর্বজন্মকৃতপুণ্যমহোদয়ৈঃ ।
সংসারিণাপি হি মুনে লভ্যতে সংসমাগমঃ ॥ ৭ ॥
অতন্তদদর্শনাদেব কৃতার্থোহস্মি মুনীশ্বর ।
কিং কার্য্যং তে ময়াকার্য্যং ক্রহি তৎ করবাণি ভো ॥ ৮ ॥
অথ তং নারদোহপ্যাহ রাঘবং ভক্তবৎসলম্ ।
কিং মোহয়সি মাং রাম বাট্যৈল্লো কানুসারিভিঃ ॥ ৯ ॥

করিলেন (৪ । ৫) এবং সাদরে কহিলেন, ভগবন্! সাধারণ
সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ভবাদৃশ মহান্নপুরুষদর্শন দুর্লভ । বিশে-
ষতঃ বিষয়াসক্তচিত্ত মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব ;
কারণ নিরবকাশ বশতঃ ধর্ম চিন্তা আমাদের হৃদয় হইতে
একবারে তিরোহিত হইয়াছে । বোধ করি অদ্য পূর্বকৃত
পুণ্যবলেই আপনার দর্শনসুখলাভ করিলাম । যাহা ইউক
অদ্য আমি আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি । এক্ষণে অনুমতি
করুন আপনার অভিলষিত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপ্ত করিয়া
এই পঞ্চভূতময় দেহকে পবিত্র করিব (৬ । ৭ । ৮) পরম
জ্ঞানী নারদ শ্রীরামের এইরূপ মনুষ্যবদ্যবহার দেখিয়া কহিলেন,
ভগবন্! লৌকিক বাক্য দ্বারা আমাকে কি মুগ্ধ করিতেছেন ।
আপনার প্রসাদে আমার অজ্ঞাত কিছুই নাই । আপনি যে
আপনাকে সংসারী করিতেছেন, তাহা মিথ্যা নহে ; কারণ
ত্রিলোকস্বরূপ গৃহ মধ্যে আপনি প্রধান গৃহস্থ, এবং সমস্ত
জগতের আদি কারণ মহামায়া আপনার গৃহিণী । সেই মহা-
মায়াস্বরূপা প্রকৃতির সহিত আপনার সংসর্গ হওয়ায় ব্রহ্মা
প্রভৃতি সন্তানগণ উৎপন্ন হইয়াছেন । সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী ভবদ-
ধীনা মহামায়া জননীর গুণানুসারে বিষ্ণু সৎগুণ, ব্রহ্মা রজোগুণ,

SRI JAGADGURU VISHWAKSANA
JNANA SIMHASANA

CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi

Jangamwadi Math, Varanasi

সংসার্যাহমিতি প্রোক্তং সত্যমেতত্তয়া বিভো ।
 জগত্তামাদিভূতা যা সা মায়া গৃহিণী তব ॥ ১০ ॥
 ত্বৎসম্নিকর্ষাজ্জায়ন্তে তস্তাং ব্রহ্মাদয়ঃ প্রজাঃ ।
 ত্বদাশ্রয়া সদা ভাতি মায়া যা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ১১ ॥
 সূতেহজস্রং শুক্লকৃষ্ণলোহিতাঃ সর্বদা প্রজাঃ ।
 লোকত্রয়মহাগেহে গৃহস্থস্তু মুদাহতঃ ॥ ১২ ॥
 ত্বৎ বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শিবস্তু জ্ঞানকী শিবা ।
 ব্রহ্মা ত্বং জানকী বাণী সূর্য্যস্তু জ্ঞানকী প্রভা ॥ ১৩ ॥
 ভবান্ শশাঙ্কঃ সীতাতু রোহিণী শুভলক্ষণা ।
 শক্রস্তু মেব পৌলোমী সীতা স্বাহানলো ভবান্ ॥ ১৪ ॥
 যমস্তু কালরূপশ্চ সীতা সংযমনী প্রভো ।
 নিখাতিস্তু জগন্নাথ তামসী জানকী শুভা ॥ ১৫ ॥
 রামস্তু মেব বরুণো ভার্গবী জানকী শুভা ।
 বায়ুস্তু রাম সীতা তু সদাগতিরিতীরিতা ॥ ১৬ ॥
 কুবেরস্তু রাম সীতা সর্বসম্পৎ প্রকীর্তিতা ।
 রুদ্রাণী জানকী প্রোক্তা রুদ্রস্তু লোকনাশকৃৎ ॥ ১৭ ॥

ও শিব তমোগুণ প্রাপ্ত হইরাছেন । (৯। ১০। ১১। ১২) হে সর্বভূতান্তরাশ্রয়! আপনি বিষ্ণু পুরুষ, সীতাদেবী পরমা প্রকৃতি । প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন জগতে কিছুই নাই । আপনি বিষ্ণু, সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; আপনি শিব, সীতা সাক্ষাৎ ভগবতী; আপনি ব্রহ্মা, জনকনন্দিনী সরস্বতী; আপনি জগৎপ্রকাশ আদিত্য, সীতা প্রভা; আপনি চন্দ্র, সীতা রোহিণী; আপনি ইন্দ্র, সীতা শচী; আপনি অগ্নি, সীতা স্বাহা । হে জগদীশ্বর! আপনি সমস্ত ভূতের কালরূপী যম, সীতা সংযমনী । আপনি নিখাতি, সীতাদেবী তামসী । আপনি বরুণদেব, সীতা ভার্গবী । আপনি পবনদেব, সীতা সদাগতি । আপনি যক্ষপতি কুবের, সীতা সর্বসম্পৎ স্বরূপা । আপনি সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, সীতা রুদ্রাণী । (১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭)

লোকে স্ত্রীবাচকং যাবত্তৎ সর্বং জানকী শুভা ।
 পুন্মামবাচকং যাবত্তৎ সর্বং ত্বং হি রাঘব ॥ ১৮ ॥
 তস্মাল্লোকত্রয়ে দেব যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন ॥ ১৯ ॥
 ত্বদাভাসোদিতাজ্ঞানমব্যাকৃতমিতীর্ষ্যতে ।
 তস্মান্মহাংস্ততঃ সূত্রং লিঙ্গং সর্বাশ্রয়ং ততঃ ॥ ২০ ॥
 অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পঞ্চপ্রাণেন্দ্রিয়ানি চ ।
 লিঙ্গমিত্যুচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্জন্মমৃত্যুস্বখাদিমৎ ॥ ২১ ॥
 স এব জীবসংজ্ঞশ্চ লোকে ভাতি জগন্ময়ঃ ।
 অবাচ্যানাদ্যবিদ্যৈব কারণোপাধিরুচ্যতে ॥ ২২ ॥
 স্থূলং সূক্ষ্মং কারণাখ্যমুপাধিত্রিতয়ং চিতেঃ ।
 এতৈর্কিংশিষ্টো জীবঃ স্তাদ্বিযুক্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥
 জাগ্রৎস্বপ্নস্থগুপ্তাখ্যা সংসৃতির্যা এবর্ততে ।
 তথা বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রস্তু রঘুন্তম ॥ ২৪ ॥

অধিক কি বলিব, এই জগতে স্ত্রীবাচক যাবৎ শব্দই জানকী-
 ও পুরুষবাচক শব্দ মাত্রই আপনাকে বোধ করাইতেছে;
 অতএব হে দেবদেব! এই ত্রিলোক মধ্যে আপনারা দুই জন
 ভিন্ন অল্প পদার্থই নাই । হে পরমাত্মন! আপনার সংসর্গাধীন
 জগৎস্বজনোন্মুখী প্রকৃতি অজ্ঞান রূপে পরিণত হয় । ঐ প্রকৃতি
 হইতে বুদ্ধি তত্ত্ব, বুদ্ধি তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে
 অহঙ্কার বুদ্ধি পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় এই সর্বময় লিঙ্গ শরীর
 উৎপন্ন হয় । ঐ লিঙ্গ শরীরকে জীব বলিয়া নির্দেশ করে । ঐ
 জীব জন্ম মৃত্যু ও স্বখাদি ভোগ করিয়া থাকে । ঐ জীবও আপনা
 হইতে পৃথক নহে, কারণ অজ্ঞান পরিণত প্রকৃতির নাম অবিদ্যা
 ঐ ব্রহ্মের উপাধি । আপনি যখন উপাধির সহিত মিলিত
 হন, তখন আপনার জীবসংজ্ঞা হয়, আবার অবিদ্যা মুক্ত হইলে
 শুদ্ধ পরমেশ্বর বলিয়া প্রতীতি হয় । (১৮। ১৯। ২০। ২১।
 ২২। ২৩) হে সর্বসাক্ষিন! এই সমস্ত জগতে জাগ্রৎ স্বপ্ন
 স্থগুপ্তাবস্থাতে সমস্ত প্রাণী যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা
 আপনার অবিদিত কিছুই নাই । আপনি সকল কার্য্যের অসা-

ত্বত্ত্বএব জগজ্জাতং স্তৃয়িসর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 ত্বম্যেব লীয়তে কৃতস্মৎ তস্মাৎ ত্বং সর্বকারণম্ ॥২৫॥
 রজ্জ্বাবহিমিবাত্মানং জীবং জ্ঞাত্বাভয়ং ভবেৎ ।
 পরাত্মাহমিতিহ্রাস্তা ভয়দুঃখৈর্বিমুচ্যতে ॥ ২৬ ॥
 চিন্মাত্রজ্যোতিষা সর্বাঃ সর্বদেহেষু বুদ্ধয়ঃ ।
 ত্বয়াযস্মাৎ প্রকাশ্যন্তে সর্বস্মাত্মা ততোভবান্ ॥২৭॥
 অজ্ঞানানশ্বতে সর্বং ত্বয়িরজ্জ্বাভুজ্জবৎ ।
 ত্বজ্জ্ঞানান্নায়তে সর্বং তস্মাৎ জ্ঞানং সদাভ্যসেৎ ॥২৮॥
 ত্বৎপাদভক্তিবুদ্ধানাম্ বিজ্ঞানং ভবতি ক্রমাৎ ।
 তস্মাৎ ত্বদ্ভক্তবুদ্ধা য়ে মুক্তিভাজস্ত এবহি ॥২৯॥

মাত্র সাফী ও কলদাতা । (২৪) হে প্রভো! আপনা হইতে
 এই জগৎ উৎপন্ন হইয়া আপনাতেই অধিষ্ঠান করিতেছে, এবং
 সমস্তানুসারে আপনাতেই লীন হইতেছে। হে অনন্ত! আপনি
 এই সকল প্রাণীতে অবস্থিতি করিয়া সকল কার্যে তাঁহাদিগকে
 নিয়োজিত করিতেছেন। দেহীরা ভ্রান্ত হইয়া যাবৎকাল-
 পর্যন্ত রজ্জুতে সর্প বুদ্ধির শায় দেহস্থ আত্মাতে জীবের আরোপ
 করিবে, তাবৎকাল মোহাক্ষকারে পতিত হইয়া নিকৃতি পাইবে
 না। সেই আত্মাতে পরমাত্ম বুদ্ধি হইলে তাহাদিগের পরমপদ
 লাভ হইবে। হে সর্বভূতেশ্বর! আপনি নিজ জ্ঞানময় জ্যোতি-
 বারা সকল দেহে অন্তঃকরণবৃত্তি প্রকাশিত করিতেছেন;
 অতএব সকলের অন্তরাত্মা আপনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই;
 মূঢ়েরা অজ্ঞানবশতঃ আপনাতে কতই আরোপ করিয়া থাকে,
 সে কেবল রজ্জুতে ভুজ্জ্বারোপ মাত্র। আপনাকে যথার্থ
 জানিলে দেহীর সকল অজ্ঞান দূরীভূত হয়, সেই হেতু সর্বদা
 জ্ঞানাভ্যাসে যত্ন করা বিধেয়। হে জগদীশ্বর! সেই জ্ঞান-
 ভ্যাসের অগ্র উপায় নাই, কেবল আপনার পাদপদ্মে একান্ত
 ভক্তি থাকিলে, জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, জ্ঞান হইলেই
 মুক্তি লাভ হয়। (২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯) আমি আপনার

অহং স্বদত্ত ভক্তানাং তদ্বক্তানাঞ্চ কিং করঃ ।
 অতোমামনুগৃহীষ্য মোহয়স্ব ন মাং প্রভো ॥৩০॥
 ত্বনাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা মে জনকঃ প্রভো ।
 অতস্তবাহং পৌত্রোহস্মি ভক্তং মাং পাহি রাঘব। ॥৩১॥
 ইতু্যক্তা বহুশোনত্বা স্বানন্দাশ্রুপরিপ্লুতঃ ।
 উবাচ বচনং রাম ব্রহ্মণা নোদিতোহস্ম্যাহম্ ॥৩২॥
 রাবণশ্চ বধার্থায় জাতোহস্মি রঘুসন্তম ।
 ইদানীং রাজ্যরক্ষার্থং পিতাম্হামভিবেক্ষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
 যদি রাজ্যাভিসংসক্তো রাবণং ন হনিষ্যসি ।
 প্রতিজ্ঞা তে কৃতারাম ভূভারহরণায় বৈ ॥৩৪॥
 তৎ সত্যং কুরুরাজেন্দ্র সত্যসন্ধ স্তমেবহি ।
 শ্রুত্বৈতদগদিতং রামো নারদং প্রাহ সস্মিতম্ ॥৩৫॥

ভক্ত মহাপুরুষদিগের দাসত্ব স্বীকার করিতেছি, অতএব
 আমার প্রতি সদয় হউন, বারম্বার মুগ্ধ করিবেন না। হে
 প্রভো! আমি আপনার নাভিকমলোৎপন্ন কমলযোনির শরীর
 হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, অতএব আমি আপনার পৌত্র;
 এক্ষণে আমাকে রক্ষা করুন। (৩০। ৩১)

নারদ ভক্তিসহকারে এইরূপ স্তব করিয়া কহিলেন, শ্রীরাম!
 পিতা কমলযোনি আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন,
 এবং আপনার উদ্দেশে কতিপয় প্রয়োজনীয় বাক্য কহিয়া দিয়া-
 ছেন শ্রবণ করুন। ভগবন্! আপনি রাবণবধার্থ ভ্রমণে লক্ষগ্রহণ
 করিয়াছেন; সম্প্রতি রাজা দশরথ আপনাকে যৌবরাজ্যে অভি-
 ষিক্ত করিবেন; আপনি রাজ্যভোগাসক্ত হইয়া যদি রাক্ষসা-
 ধর্মের সমুলোচ্ছেদ না করেন তাহা হইলে আপনার ভূভার হরণ
 প্রতিজ্ঞা বিফল হইবে (৩২। ৩৩। ৩৪)। শ্রীরামচন্দ্র শ্রবণ
 করিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে কহিলেন, নারদ! শ্রবণ কর। আমার
 অবিদিত কিছুই নাই; পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা
 অবিলম্বে সকল করিব; ভোগ দ্বারা অনুরাগণের প্রারম্ভ হয়
 হইলেই আমার প্রতিজ্ঞা ফলোন্মুখী হইবে; এজন্ত সময় অপেক্ষা
 করিতেছি। হে দেবর্ষে! তুমি কমলযোনিকে আমার আদেশ
 বিজ্ঞাপন কর, যে আগামি দিবসে আমি রাবণবধার্থ দণ্ডকারণ্যে
 যাত্রা করিয়া সেই স্থানে জটাবল্লভ ধারী হইয়া চতুর্দশ বর্ষবাস

শৃণু নারদ মে কিঞ্চিদ্বিদ্যতেহবিদিতংকচিৎ ।
 প্রতিজ্ঞাতং চ যৎ পূর্বং করিষ্যে তন্ন সংশয়ঃ ॥৩৬॥
 কিন্তু কালানুরোধেন তত্তৎপ্রারব্ধসংক্ষয়াৎ ।
 হরিষ্যে সর্বভূতারং ক্রমেণাস্ত্রমণ্ডলম্ ॥ ৩৭॥
 রাবণস্ত্র বিনাশার্থং শ্বোগস্তা দণ্ডকাননম্ ।
 চতুর্দশসমাস্তত্র হ্যাবিত্রা মুনিবেশংস্থক্ ॥ ৩৮ ॥
 সীতামিষেণ তং দুষ্কং সকুলং নাশয়াম্যহম্ ।
 এবং রামে প্রতিজ্ঞাতে নারদঃ প্রমুখোদ হ ॥৩৯॥
 প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা দণ্ডবতপ্রণিপত্য তম্ ।
 অনুজ্ঞাতশ্চ রামেণ বযৌ দেবগতিংমুনিঃ ॥৪০॥

করিব ও সীতাহরণাপরাধে রাবণকে সমূলে উন্মূলিত করিব ।
 মহর্ষি শ্রীরামের এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্যে আনন্দিত হইয়া
 তাঁহাকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করণানন্তর প্রণাম করিয়া শ্রীরামের
 আজ্ঞানুসারে স্বর্গধামে গমন করিলেন । (৩৫ । ৩৬ । ৩৭ ।
 ৩৮ । ৩৯ । ৪০)

সম্বাদং পঠতি শৃণোতি সং স্মরেদ্বা
 যো নিত্যং মুনিবররাময়োঃ স ভক্ত্যা ।
 সংপ্রাপ্নোত্যমরহুতুলভং বিমোক্ষং
 কৈবল্যং বিরতি পুরঃসরং ক্রমেণ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 অষোধ্যাকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ ও শ্রীরামচন্দ্র উভয়ের এইরূপ কথোপকথন সম্বাদ
 বে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক পাঠ কিম্বা শ্রবণ অথবা স্মরণ করে, সেই
 মহাত্মা দেবহুতুল মুক্তিপদ ক্রমশঃ লাভ করিতে পারে । (৪১)

শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 অষোধ্যাকাণ্ডে প্রথম অধ্যায় ।

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ রাজা দশরথঃ কদাচিদ্‌ব্রহ্মসি স্থিতঃ ।

বশিষ্ঠং স্বকুলাচার্যমাহুয়েদ মভাসত ॥ ১ ॥

ভগবন্ ! রামমখিলাঃ প্রশংসন্তি মুহুর্মুহঃ ।

পৌরাশ্চ নৈগমা বৃদ্ধা মন্ত্ৰিণশ্চ বিশেষতঃ ॥ ২ ॥

ততং সৰ্বগুণোপেতং রামং রাজীবলোচনম্ ।

জ্যেষ্ঠং রাজ্যেহভিষেক্যামি বৃদ্ধোহহং মুনিপুঙ্গব ॥ ৩ ॥

ভরতো মাতুলং দ্রষ্টুং গতঃ শত্রুস্বসংযুতঃ ।

অভিষেক্যে শ্ব এবাশু ভবাংস্তচ্চানুমোদতাম্ ॥ ৪ ॥

সম্ভারাঃ সংব্রিয়ন্তাং চ গচ্ছ মন্ত্ৰয় রাববম্ ।

উচ্ছীয়তাং পতাকাশ্চ নানাবর্ণাঃ সমস্ততঃ ॥ ৫ ॥

একদা রাজা দশরথ একাকী বিশ্রাম ভবনে সমাহৃত কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে সন্মোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন (১) ভগবন্ ! প্রজাবর্গ সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের সর্বদাই প্রশংসা করিয়া থাকেন । বিশেষতঃ পুরবাসিগণ ও শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ মন্ত্রিবর্গেরা শ্রীরামের গুণের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন (২) এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; অতএব অভিলাষ করি সর্বগুণযুক্ত রাজীবলোচন জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব (৩) বিশেষতঃ এ সময় শত্রু সহিত ভরত মাতুল আশ্রমে গমন করিয়াছেন; এই অবসরে আগামী দিবসেই শুভকার্য্য নির্বাহ করিব; ভরত বাটী আসিলে উক্ত কার্য্যে আপত্তি উত্থাপনের সম্ভাবনা হইবে । (৪) মহর্ষে ! আপনি এ বিষয়ে অনুমোদন করিয়া শ্রীরামের সহিত মন্ত্ৰণা করুন এবং আপনার অভিপ্রায়ানুসারে অভিষেকোপযোগী দ্রব্য সকল

তোরণানি বিচিত্রাণি স্বর্ণমুক্তাময়ানি বৈ ।

আহুয় মন্ত্ৰিণং রাজা স্তম্ভ্রং মন্ত্ৰিসত্তমম্ ॥ ৬ ॥

আজ্ঞাপয়তি মদ্যন্তাং মুনি স্তম্ভ্রংসমানয় ।

যৌবরাজ্যেহভিষেক্যামি শ্বেভূতে রঘুনন্দনম্ ॥ ৭ ॥

তথেতি হর্ষাতু স মুনিং কিল্করোগী ত্যভাবত ।

তমুবাচ মহাতেজা বশিষ্ঠো জ্ঞানিনাং বরঃ ॥ ৮ ॥

শ্বঃ প্রভাতে মধ্যাক্ষে কল্যকাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ ।

সমাহৃত হউক (৫) অযোধ্যানগরীতে নানাবর্ণোপশোভিত পতাকা সকল উড্ডীয়মান হউক এবং বিচিত্র স্বর্ণমুক্তাময় তোরণ সকল নগরীর শোভা সম্পাদন করুক । (৬) রাজা বশিষ্ঠদেবকে এইরূপ বলিতে বলিতে অতিবাগ্রতা সহকারে মন্ত্ৰিশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মন্ত্রিবর ! আগামী দিবসে শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব, অতএব মহর্ষি যে যে বিষয় তোমাকে আজ্ঞা করেন তুমি তৎপ্রতিপালনে যত্নবান হও । স্তম্ভ্র সাতিশয় সন্তোষ সহকারে তথাস্ত বলিয়া রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, মহর্ষে ! আমার প্রতি কি আজ্ঞা করিবেন করুন (৭।৮) পরমজ্ঞানী বশিষ্ঠদেব কহিলেন, স্তম্ভ্র ! আগামী প্রভাত সময়ে রাজবাটীর মধ্যাক্ষে স্ববর্ণালঙ্কারভূষিতা পরমরূপবতী ষোড়শ ষোড়শ পৌরকত্তা ও সূচাক দশন চতুষ্টয় শোভিত ঐরাবতবংশোদ্ভব একটা গজরাজ এবং নানাতীর্থোদকপূরিত সহস্র স্বর্ণকুন্ত ও সূচাক শাদূল চর্ম্মত্রয় এবং বিবিধ মুক্তামণি বিরাজিত ও স্ববর্ণদণ্ডশোভিত একটা খেতছত্র এবং সহস্র স্বর্ণক্লিমালা ও কতিপয় সূচাকবস্ত্র এবং রাজভোগ্য নানাবিধ রত্নভরণাদি

তিষ্ঠন্তু ষোড়শগজঃ স্বর্ণরত্নাদিভূষিতঃ ॥৯॥

চতুর্দন্তঃ সমযাতু ঐরাবতকুলোদ্ভবঃ ।

নানা তীর্থোদকৈঃ পূর্ণাঃ স্বর্ণকুস্তাঃ সহস্রশঃ ॥১০॥

স্থাপ্যন্তাং নববৈ ব্যাঘ্রচর্ম্মাগিত্রীণিচানয় ।

শ্বেতচ্ছত্রং রত্নদণ্ডং মুক্তাগণি বিরাজিতং ॥১১॥

দিব্যাল্যানিবস্ত্রাণি দিব্যান্যভরণানিচ ।

মুনয়ঃ সংকৃতান্তত্র তিষ্ঠন্তু কুশপাণয়ঃ ॥১২॥

নর্তক্যোবারমুখ্যাশ্চ গায়কা বেণুকাস্তথা ।

নানাবাদিত্রকুশলা বাদয়ন্তুনৃপাঙ্গনে ॥১৩॥

হস্ত্যশ্বরথপাদাতা বহিস্তিষ্ঠন্তু সায়ুধাঃ ।

নগরেষানি তিষ্ঠন্তি দেবভায়তনানিচ ॥১৪॥

তেষুপ্রবর্ততাং পূজানানাবলিভিরাবৃতা ।

রাজানঃ শীঘ্রমায়ান্ত নানোপায়ন পাণয়ঃ ॥১৫॥

ইত্যাদিশ্য মুনিঃ শ্রীমান্হুমন্ত্রং নৃপমন্ত্রিণং ।

স্বয়ং জগামভবনং রাঘবস্যাতি শোভনং ॥১৬॥

রথমারুহ্য ভগবান্ বশিষ্ঠমুনিসত্তমঃ ।

সমুদয় প্রস্তুত করা আবশ্যক ; অতএব অবিলম্বে তুমি এ বিষয়ে সচেষ্ট হও এবং ঋত্বিক কর্ম্মকুশল ঋষিগণ কুশপাণি হইয়া ঐ স্থানে অবস্থিতি করুন। নর্তকী বারাজনারা নৃত্য আরম্ভ করুক। বৈদিক সম্প্রদায়েরা বেদপাঠ আরম্ভ করুন। বাদ্য-করেরা বিবিধ বাদ্যধ্বনি দ্বারা রাজভবন আনন্দময় করুক। নগরস্থ দেবতাদিগের পূজা আরম্ভ হউক। নিকটবর্ত্তি রাজগণ নানা প্রকার উপহার গ্রহণ করিয়া বাহাতে অযোধ্যানগরীতে আগমন করেন, ঐরূপ উদ্যোগ কর। (৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫)। অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং রথারোহণপূর্ব্বক শ্রীরাম ভবনাভিমুখে গমন করিলেন (১৬) অব্যবহিত কালকুলগুরু বশিষ্ঠদেব ক্রমশঃ কক্ষ-ত্রয় অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র সমাগত মহর্ষিকে প্রাণভূতাদগমনানন্তর

ত্রীণিকক্ষাগ্যতিক্রম্যরথাংক্ৰিতিমবাতরং ॥১৭॥

অন্তঃপ্রবিশ্য ভবনং স্বাচার্থম্বাদনারিতঃ ।

গুরুমাগতমাজ্জায় রামস্তুর্গং কৃতাজ্জলিঃ ॥১৮॥

নমস্কার করিলেন। জনকনন্দিনী সীতা স্বর্ণপাত্রের পাদ্যোদক আনয়ন করিয়া রত্নাসনোপবিষ্ট মহর্ষির পাদ প্রফালন করিয়া দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত গুরুপাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! অদ্য আমি ভবদীয় চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বশিষ্ঠদেব শ্রীরামের এই রূপ ভক্তিগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্ বৈকুণ্ঠনাথ! আপনার পাদোদক ধারণ করিয়া দেবদেব গিরিজাপতি আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। পূজ্যপাদ মৎ পিতা কমলযোনি ও আপনার চরণামৃত স্পর্শ করিয়া সকল অন্তঃ হইতে পরিভ্রাণ পাইয়াছেন। এক্ষণে আপনি যে আমার প্রতি এই সকল গুরুজনোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন তাহা কেবল লোক শিক্ষার্থ বোধ হইতেছে। যদিও আপনার প্রসাদে আমি ধ্যানাবলম্বন করিয়া সকলই জানিতেছি যে আপনি পরমাত্মা দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধার্থ রাবণ বধোদ্দেশে সাক্ষাৎ কমলাদেবীর সহিত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তথাপি দেবকার্য্য বিষয় সম্ভাবনার এই সকল গুহ্য বিষয় কাহার নিকট প্রকাশ করিব না। আপনি আমার প্রতি যে প্রকার পূজ্যভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমি তদনুসারে শিষ্যভাব প্রকাশ করিব। কিন্তু ভগবন্! আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে আপনি গুরুজনের গুরু ও পিতৃলোকের পিতামহ এবং সর্বাস্তর্যামী ও সমস্ত জগতের নিয়ন্তা এবং অবাঙ্ মনসগোচর সেই পরমাত্মা গুরুশোণিত সম্পর্ক ব্যতিরেকেও শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ ধারণ করিয়া যোগমায়ী দ্বারা এই মহুধ্য জগতে মহুষ্যের ত্রায় প্রকাশ পাইতেছেন। হে দেব! আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে ইক্ষ্বাকুবংশে পরমাত্মা জন্মগ্রহণ করিবেন তদবধি তোমার আচার্য্য হইব এই অভি-
লাষেই অতি গর্হিত পৌরহিত্য কার্য্যও স্বীকার করিয়াছি হে সর্বভূতান্তরাশ্রয়! এক্ষণে আমার হৃদির মনোরথ সফল হইয়াছে আপনার নিকট একটি প্রার্থনা করি যে আপনার সর্বলোক মোহিনী মহামারা প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া বেন আপনাকে বিশ্বস্ত না হই যদি গুরুজনের নিকৃতি করিতে বাঞ্ছা থাকে তাহা হইলে আমার এই প্রার্থনীয় বিষয়টি সিদ্ধ করিবেন (১৭। ১৮।

প্রভুদ্ গম্য নমস্কৃত্য দণ্ডবদ্ধভ্রিসংযুতঃ ।
 স্বর্ণপাত্রেণ পানীরমানিনায়াশু জানকী ॥ ১৯ ॥
 রত্নাসনে সমাবেশ্য পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।
 তদাপঃ শিরসা ধৃত্বা সীতয়া সহ রাঘবঃ ॥ ২০ ॥
 ধন্যোহস্মীত্যব্রবীদ্রামস্তব পাদামু ধারণাৎ ।
 জীরাগৈব মুক্তস্ত প্রহসন্মুনিরব্রবীৎ ॥ ২১ ॥
 তৎপাদসলিলং ধৃত্বা ধন্যোহভুদ্গিরিজাপতিঃ ।
 ব্রহ্মাপি মৎপিতা তে হি পাদতীর্থহতাস্তভঃ ॥ ২২ ॥
 ইদানীং ভাষসে যত্রং লোকানামুপদেশকৃৎ ।
 জানামি ত্বাং পরাত্মানং লক্ষ্ম্যা সঞ্জাতমীশ্বরং ॥ ২৩ ॥
 দেবকার্যার্থসিদ্ধার্থং তক্তানাং ভক্তিসিদ্ধয়ে ।
 রাবণস্য বধার্থায় জাতং জানামি রাঘব ॥ ২৪ ॥
 তথাপি দেবকার্যার্থং গুহ্যং নোদ্ঘাটয়াম্যহং ।
 যথা ত্বং মায়য়া সর্বং করোষি রঘুনন্দন ॥ ২৫ ॥
 তথৈবানুবিধাশ্চহং শিষ্যস্ত্বং গুরুরপ্যহং ।
 গুরুগুরুণাং ত্বং দেব ! পিতৃণাং ত্বং পিতামহঃ ॥ ২৬ ॥
 অন্তর্ধামী জগদ্যাত্রাবাহকস্ত্বমগোচরঃ ।
 শুদ্ধসত্ত্বময়ং দেহং ধৃত্বাস্বাধীন সত্ত্ববৎ ॥ ২৭ ॥
 মনুষ্য ইব লোকেহস্মিন্ ভাসি ত্বং যোগমায়য়া ।
 পৌরোহিত্যমহং জানে বিগহং ত্বম্যজীবনং ॥ ২৮ ॥
 ইক্ষাকুণাং কুলে রামঃ পরমাত্মা জনিষ্যতে ।
 ইতি জাতং ময়া পূর্বং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা ॥ ২৯ ॥
 ততোহহমাশয়া রাম ! তব সম্বন্ধকাজ্জফর্য ।
 অকার্ষং গহিতমপি ত্বাচার্য্যত্বসিদ্ধয়ে ॥ ৩০ ॥
 ততো মনোরথো মেহৃদ্য কলিতো রঘুনন্দন ।
 হৃদধীন। মহামায়া সর্বলোকৈকমোহিনী ॥ ৩১ ॥

মাং বধা মোহয়েনৈব তথা কুরু রঘুদ্রহ ।
 গুরুনিষ্কৃতিকামস্ত্বং যদি দেহেতদেব মে ॥ ৩২ ॥
 প্রসঙ্গাৎ সর্বমপ্যুক্তং ন বাচ্যং কুত্রচিন্ময়া ।
 রাজ্ঞা দশরথেনাহং প্রেষিতোহস্মি রঘুদ্রহ ॥ ৩৩ ॥
 ত্বামাগন্তরিতুং রাজ্যে শ্বোহভিষেক্তি রাঘব ।
 অদ্য ত্বং সীতয়া সার্বভূমপবাসং বধাবিধি ॥ ৩৪ ॥
 কৃত্বা শুচিভূমিশায়ী ভব রাম ! জিতেক্রিয়ঃ ।
 গচ্ছামি রাজসান্নিধ্যং ত্বং তু প্রাতর্গমিষ্যসি ॥ ৩৫ ॥
 ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য যযৌ রাজগুরুজ্ঞতম্ ।
 রামোহপি লক্ষণং দৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥
 সৌমিত্রে! যৌবরাজ্যেমে শ্বোহভিষেকো ভবিষ্যতি ।
 নিমিত্তমাত্রমেবাহং কর্ত্তা ভোক্তা ত্বমেব হি ॥ ৩৭ ॥

॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥
 ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

হে রাম, কথাপ্রসঙ্গে তোমার নিকটেই এই সকল গুহ্য-
 বার্তা প্রকাশ করিলাম অন্য কোন স্থানে ব্যক্ত হইবে না,
 সম্প্রতি রাজা দশরথ তোমার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়া-
 ছেন, তাঁহার অভিপ্রায় যে আগামি দিবসে তোমাকে
 যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তুমি সীতাদেবীর সহিত
 অদ্য বধাবিধি উপবাস ও ইন্দ্রিয় সংযমের অনুষ্ঠান কর এবং
 বৈধর্ষ্যচাবলম্বন করিয়া ভূমিশয়া শয়নদ্বারা অদ্য রজনী
 অতিবাহিত কর, এক্ষণে আমি রাজসান্নিধ্যানে গমন করি, তুমি
 নিশাবসান হইলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবে । ৩৩ ।
 ৩৪ । ৩৫ । মহর্ষি রামের সহিত এরূপ কথোপকথনান্তে
 রথারোহণপূর্বক রাজসদনাতিমুখে গমন করিলেন । ইত্যবসরে
 জীরাগ লক্ষণকে দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে কহি-
 লেন । ৩৬ । বৎস সৌমিত্রে, কুলগুরুবশিষ্ঠদেবের নিকট
 শুনিলাম পিতা আগামি দিবসে আমাকে যৌবরাজ্যে অভি-
 ষিক্ত করিবেন, তাতঃ তুমি আমার অন্তরস্থপ্রাণ অপেক্ষা-
 প্রিয়তম, প্রাণের স্বরূপ যেহেতু সর্বদা তোমাকে দর্শন করিয়া

মম হুং হি রহিঃ প্রাণো নাত্র কার্য্য। বিচারণা ।
 ততো বশিষ্ঠেন যথা ভাবিতং তত্তথাকরোৎ ॥ ৮ ॥
 বশিষ্ঠোহপি নৃপং গভ্রা কৃতং সর্বং নাবেদৎ ।
 বশিষ্ঠস্ত পুরো রাজ্ঞা হ্যুত্তং রামাভিষেকেন্ম ॥ ৩৯ ॥
 যদা তদৈব নগরে শ্রুত্বা কশিচৎ পুমান্ জগৌ ।
 কোশল্যায়ৈ রামমাত্রে স্মিত্রায়ৈ তথৈব চ ॥ ৪০ ॥
 শ্রুত্বা তে হর্ষসম্পূর্ণং দদতুর্হরিমুত্তমম্ ।
 তস্মৈ ততঃ প্রীতমনাঃ কোশল্যা পুত্রবৎসলা ॥ ৪১ ॥
 লক্ষ্মীং পর্য্যচরদেবীং রামস্মার্তপ্রসিদ্ধয়ে ।
 সত্যবাদী দশরথঃ করোত্যেব প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৪২ ॥
 কৈকেয়ীবশগঃ কিন্তু কামুকঃ কিং করিষ্যতি ।
 ইতি ব্যাকুলচিত্তা সা দুর্গাং দেবীমপূজয়ৎ ॥ ৪৩ ॥

পরিভূপ্ত লাভ করিতেছি। অতএব পিতৃদত্তরাজ্যের ভোক্তা ও কর্তা তুমিই জানিবা। এবিষয়ে কোন বিবেচ্য নাই, অনন্তর ঐরামচন্দ্র গুণবাক্যানুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৭। ৩৮। বশিষ্ঠদেবও রাজার নিকটে ঐরামের গুণভক্তি ও সন্ধিবেচকতাদি নানাগুণের পরিচয়প্রদান করিলেন, এমত সময়ে কোন পৌরজন রাজীবলোচন রামের রাজ্যাভিষেক সম্বাদ অস্তঃপুরমধ্যে কোশল্যা ও স্মিত্রার নিকটে নিবেদন করিল। ৩৯। ৪০। কোশল্যা ও স্মিত্রা এই সকল অমৃত-তুল্য সম্বাদ শ্রবণ করিয়া মহামোদ মহাশ্রবণ নীরপূরে নিমগ্ন হইলেন এবং সম্বাদদাতাকে মহামূল্য সুবর্ণাভরণাদি প্রদান করিলেন, পুত্রবৎসলা কোশল্যা শুভসম্বাদ শ্রবণাবধি ঐরামের অর্থসিদ্ধিচামনা করিয়া কমলাদেবীর পূজারস্ত করিলেন। যদিও দেবী কোশল্যা রাজা দশরথকে সত্য প্রতিজ্ঞ জানিতেন তথাপি তাঁহার মন কার্য্যসিদ্ধিপক্ষে নিতান্ত সংশয়াপন্ন ছিল, যে হেতু রাজাকে কৈকেয়ীবশতাপন্ন এবং কামপরতন্ত্র বলিয়া বিশেষ জানিতেন, সুতরাং ব্যাকুলচিত্তে বিশ্ববিনাশার্থ সর্ববিষয় বিনাশিনী ভগবতীদুর্গাদেবীর পূজারস্ত করিলেন। ৪১। ৪২। ৪৩। ইত্যবসরে দেবগণ এই

এতস্মিন্মন্তরে দেবা দৈবীং বাণীমচোদয়ন্ ।
 গচ্ছ দেবি! ভূবো লোকমযোধ্যারাত্ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪ ॥
 রামাভিষেকমিচ্ছার্থং যতস্ব ব্রহ্মবাক্যতঃ ।
 মন্তুরাং প্রবিশস্বাদৌ কৈকেয়ীঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥
 ততো বিস্মে সমুৎপন্নৈ পুনরোহি দিৎ শুভে ।
 তথৈতু্যত্বা তথা চক্রে প্রবিবেশায় মন্তুরাম্ ॥ ৪৬ ॥
 সাহসি কুজা ত্রিষক্কা তু প্রাসাদাগ্রমথারুহৎ ।
 নগরং পরিতো দৃষ্ট্বা সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাপার দর্শনে শত্রুনাশে হতাশ হইয়া বাগ্‌দেবীকে কহিলেন দেবি! ব্রহ্মার আদেশানুসারে অযোধ্যানগরীতে গমন করিয়া ঐরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের বিষয় বাধাতে হয় এই প্রকার যত্ন কখন প্রথমতঃ মন্তুরাতে প্রবেশ কখন, অনন্তর কৈকেয়ীকে আশ্রয় করিয়া উক্তকার্য্যের বিষয়সম্পাদন করন্। তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হইব, আপনিও স্বর্লোকে আগমন করিবেন। বাগ্‌দেবী দেবগণের বাক্যে সন্মত হইয়া প্রথমতঃ মন্তুরাকে আশ্রয় করিলেন। ৪৪। ৪৫। ৪৬। অতিকুজাকৃতি মন্তুরা ঐ দিবসে প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া দেখিলেন অযোধ্যানগরী বিচিত্রদ্বজপতাকাদি দ্বারা সূশোভিত হইয়া যেন হৃত্য করিতেছে। এইরূপ ব্যাপারাবলোকনে অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রাসাদাগ্র হইতে অবতরণানন্তর মন্তুরাদাসী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ, অদ্য প্রাসাদ হইতে দেখিলাম অযোধ্যানগরী বিচিত্র দ্বজপতাকাদিদ্বারা বিচিত্রশোভা ধারণ করিয়াছে এবং কোশল্যা দেবী আনন্দপূর্ণহৃদয়ে সমুপস্থিত বেদজব্রাহ্মণগণকে মহামূল্য বিবিধ বিচিত্রবস্ত্রাদি দান করিতেছেন, ইহার কারণ কিছুই জানিতে পারিলাম না। শুদ্ধাস্তচারিণী ধাত্রী কহিল মন্তুরে, তুমি শ্রবণ কর নাই—আগামী দিবসে রাজা দশরথ গুণাভিরাম ঐরামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এই কারণে নিযুক্ত রাজপুত্রস্বেরা নগরীকে 'অলঙ্কৃত করিতেছে, মন্তুরা সহসা এইরূপ মৰ্ম্মভেদী সম্বাদশ্রবণে সাতিশয় হৃদয়বেদনাদ্বারা বিদ্ধ হইয়া দ্রুতপাদক্ষেপে কৈকেয়ী ভবনে গমনানন্তর নির্জন মেদিনী পর্য্যক্ষশাসিনী বিপাললোচনা কৈকেয়ীকে

নানাতোরণসম্মাখং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ।
 সর্বোৎসবসমায়ুক্তং বিম্বিতা পুনরাগতম্ ॥৪৮॥
 খাত্তীং পশ্চচ্ছমাতঃ কিং ? নগরং সমলঙ্কৃতম্ ।
 নানোৎসবসমায়ুক্তা কৌশল্যা চাতি হস্তিতা ॥৪৯॥
 দদাতি বিশ্রমুখ্যেভ্যো বস্ত্রানি বিধানি চ ।
 তামুবাচ তদা খাত্তী রামচন্দ্রাভিষেচনম্ ॥৫০॥
 শ্বোভবিষ্যতি তেনাদ্য সর্বতাহলঙ্কৃতং পুরম্ ।
 তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতং গত্বা কৈকেয়ীং বাক্যমব্রवीৎ ॥৫১॥
 পর্য্যঙ্কস্থঃ বিশালাক্ষীমেকাং তে পর্য্যবস্থিতাং !
 কিং শেষে দুর্ভগে ! মূঢ়ে মহন্তরমুপস্থিতং ॥৫২॥
 ন জানীঃ বহ্নতিসৌন্দর্য্যমানিনী মত্তগামিনী ॥৫৩॥
 রামস্থানুগ্রহাদ্রাজঃ শ্বোভতিষেকো ভবিষ্যতি ।
 তচ্ছ্রুত্বা মহসোখার কৈকেয়ী প্রিয়বাদিনী ॥৫৪॥
 তস্মৈ দিব্যং দদৌ স্বর্ণনুপুরং রত্নভূষিতং ।
 হর্ষস্থানে কিমিতি মে কথ্যতে ? ভরমাগতং ॥৫৫॥

কহিলেন-। হে দুর্ভগে, হে মন্দবুদ্ধে, তুমি এখন কি শরন
 করিয়া রহিয়াছ। তোমার অতি ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে ।
 ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। হে মত্তগজেন্দ্রগামিনি,
 সৌন্দর্য্যমদে মত্ত হইয়া নিজ গুণভূষণ কিছুই জানিতে পার
 না, অম্মি খাত্তীর নিকট গুণিলাস যে, মহারাজের অনুগ্রহে
 শুভগণ তনয় শ্রীরামচন্দ্র আগামি দিবসে যোবরাজ্যে অভিষিক্ত
 হইবেন । ৫৩। নরলাভঃকরণা প্রিয়ভাষিনী কৈকেয়ী শুভ-
 সম্বাদ শ্রবণে সহসা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মহরাজকে
 আনন্দোপহারস্বরূপ দিব্য রত্ননুপুর ও রত্ন ভূষণপ্রদান করি-
 লেন । ৫৪। এবং হর্ষাদগদ বচনে কহিলেন, মহশ্বে ! আমি
 তোমার বাক্যের সকল মন্তার্থ বুঝিতে পারিলাম না, কারণ
 প্রাণাবিক শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকরূপ আনন্দজনক বাণীপারকে
 তুমি ভয়ের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, দেখ রাম আমার
 ভরত অপেক্ষা প্রিয়কারী ও প্রিয়বদ নিজগর্ভধারিণী কৌশল্যার
 প্রতি বৈরূপ ব্যবহার করেন, আবার প্রতি দেহরূপ ব্যবহারে

ভরতাদধিকে। রামঃ প্রিয়কৃত্য প্রিয়ম্বদঃ ।
 কৌশল্যাং মৎসমং পশ্চান্ নদাশ্রয়তে হি মাং ॥৫৬॥
 রামাস্তরং কিমাপন্নং তব মূঢ়ে বদস্ব মে ।
 তচ্ছ্রুত্বা বিবসানাত কুজা কারণবৈরিণী ॥৫৭॥
 শৃণু মদ্বচনং দেবি ! যথার্থং তে মহন্তরম্ ।
 ত্বাং ভোষয়ন্সদা রাজাপ্রিয়বাক্যানি ভাষতে ॥৫৮॥
 কামুকোহতথ্যবাদী চ ত্বাং বাচা পরিতোষয়ন্ ।
 কার্য্যং কৰোতি তস্মা বৈ রামমাতুঃ সুপুঙ্কলং ॥৫৯॥
 মনস্তেতন্নিধারৈব প্রেযয়ামাস তে স্ততং ।
 ভরতং মাতুলকূলে প্রেযয়ামাস সানুজং ॥৬০॥
 সুমিত্রায়াঃ সমীচীনং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 লক্ষ্মণে রামমন্ত্বেতি রাজ্যং সোহনুভবিষ্যতি ॥৬১॥

কদাচ ক্রটি করেন না। অতএব হে মূঢ়, রাম হইতে তোমার কি
 ভয়ের আশঙ্কা হইল, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর । ৫৬। ৫৭।
 মহরাজ কৈকেয়ীবাক্য শ্রবণ করিয়া বিবসান্তঃকরণে কহিলেন ।
 দেবি ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, তাহা হইলে ভয়ের কারণ
 বুঝিতে পারিবেন । ৫৭। দেখুন রাজা দশরথ আপনাকে মিথ্যা
 প্রিয়বাক্য দ্বারা সতত সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন । কিন্তু কৌশল্যা-
 দেবীকে হিতসাধন কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট করেন বিবেচনা করুন
 রাজাদিগের কি দূরদর্শিত ভরত এখানে থাকিলে শ্রীরামের
 রাজ্যপ্রাপ্তিসম্বন্ধে যদি কোন আপত্তি উত্থাপন হয়, এই কার-
 ণেই শত্রুর সহিত ভরতকে পূর্বে মাতুলান্নয়ে প্রেরণ করিয়াছেন,
 সুমিত্রাদেবীর পক্ষে কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই, বরং তাহার
 ঈষ্ট হইতেছে । ৫৮। ৫৯। ৬০। কারণ লক্ষ্মণ শ্রীরামের নিতান্ত
 অনুগামী অবশ্যই রাজ্যাংশভাগী হইবে। অতএব শ্রীরামের
 রাজ্যাভিষেক পক্ষে সুমিত্রাদেবীর কোন প্রতিবাদের আব-
 শ্যকতা নাই। স্ততরাং তোমার পক্ষেই ভয়াবহ হইতেছে, যে
 হেতু শ্রীরামের অগ্র ভরতের দামস্ব স্বীকার করিতে হইবে,
 অথবা নগর হইতে বহিস্কৃত হইতে হইবে। দৈবঘটনা বলাও
 যায় না, চিত্রাভিমানে ভরত অভিমানে প্রাণত্যাগ করিলেও
 করিতে পারেন, আর তোমাকেও কৌশল্যার পরিচর্যা

ভরতো রাঘবস্ত্রাণে কিল্করো বা ভবিষ্যতি ।
 বিবাস্ততে বা নগরাং প্রাগৈব হাপ্যতেহচিরাং ॥৩২॥
 ত্বং তু দাসীব কৌশল্যাং নিতাং পরিচরষ্যসি ।
 ততোহপি মরণং শ্রেয়ো যৎসপত্ন্যাঃ পরাতবঃ ॥৩৩॥
 অতঃ শীঘ্রং যতস্বাত্ত ভরতস্তাতিষেচনে ।
 রামস্ত বনবাসার্থং বর্ষাণি নবপঞ্চ চ ॥৩৪॥
 ততো কটোহভয়ে পুত্রস্তব রাজ্ঞি ! ভবিষ্যতি ।
 উপারন্তে প্রবক্ষ্যামি পূর্বমেব স্মৃতিশ্চিতং ॥৩৫॥
 পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে রাজা দশরথঃ স্বয়ং ।
 ইন্দ্রেন বাচিতো ধর্মী সহায়ার্থং মহারথঃ ॥৩৬॥
 জগাম সেনয়া সার্কং ত্বয়া সহ শুভাননে ।
 যুদ্ধং প্রকুরুতস্তস্মৈ রাক্ষসৈঃ সহ ধন্বিনঃ ॥৩৭॥
 তদাক্ষকীলো ন্যপতচ্ছিন্নস্তস্য ন বেদ সঃ ।
 ত্বং তু হস্তং সমাবেশ্য কীলরন্ধ্রে হতিধৈর্য্যতঃ ॥৩৮॥

স্থিতবতাসিতাপাক্ষী পতিপ্রাণপরীক্ষয়া ।
 ততো হস্তাহসুরান্ সর্বান দদর্শ ত্বামরিন্দমঃ ॥৩৯॥
 আশ্চর্য্যং পরমং লেভে ত্বামালিঙ্গ্য মুদান্বিতঃ ।
 রুণীষু যন্তে মনসি বাঞ্ছিতং বরদোহস্মাহং । ৭০॥
 বরদ্বয়ং রুণীষুত্বমেবং রাজাহবদং স্বয়ম্ ।
 ত্বয়োক্তো বরদো রাজন্ যদি দত্তং বরদ্বয়ং ॥৭১॥
 ত্বয্যেব তিষ্ঠতু চিরং ন্য স ভূতং মমানঘ ।
 'যদা মেহবসরো ভূয়ান্তদা দেহি বরদ্বয়ং ॥ ৭২ ॥
 তথৈতুক্ত্বা স্বয়ং রাজা মন্দিরং ব্রজ সূত্রতে ।
 ত্বতঃ শ্রুতং ময়া পূর্বনিদানীং স্মৃতিমাগতং ॥৭৩॥
 অতঃ শীঘ্রং প্রবিশ্বাদ্য ক্রোধাগারং কবান্বিতা ।
 বিমুচ্য সর্বাতরণং সর্বতো বিনিকীৰ্য্য চ ।
 ভূমাবেবশয়ানা ত্বং তু কীমাতিষ্ঠ ভামিনী ॥ ৭৪ ॥

কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে । ৩১। ৩২। অধিক কি বলিব
 দেবি, আমি বিবেচনা করি, সপত্নীরদাসীত্ব অপেক্ষা তোমার
 মরণই শ্রেয়স্কর । যদি তোমার জীবন রাখিতে ইচ্ছা থাকে তাহা
 হইলে শীঘ্র ভরতের রাজ্যাভিষেক ও শ্রীরামের চতুর্দশ বর্ষ বন-
 বাস বাহাতে হয় তদ্বিষয়ে যত্ন কর, তাহা হইলে তোমার
 সাম্রাজ্য হইবেক । ৩৩। ৩৪। এসময়ে তোমাকে স্মৃতি
 প্রদান করিতেছি, স্মরণ করিয়া দেখ—দেবাসুর সংগ্রামে সাহায্য
 প্রার্থি দেবরাজ কর্তৃক আহূত হইয়া সসৈন্য রাজা দশরথ তোমার
 সঞ্চিত দেবতবনে গমন করিয়াছিলেন । ৩৫। ৩৬। তৎকালে
 রাক্ষসগণের সহিত রণোন্মত্ত মহাবীর মহারাজের রথকীল ছিন্ন
 হইয়া পতিত হয়, রাজা কিছুই জানিতে পারেন নাই । ৩৭।
 তুমি পতিপ্রাণরক্ষার্থ ঐ কীলস্থানে তৎপরিবর্তে নিজহস্তরক্ষা
 করিয়া তৎকালে মহারাজের প্রাণরক্ষা করিয়াছ । অনন্তর
 মহারাজ সমর বিজয়লাভ করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করি-
 লেন ও অতিসন্তোষ সধকারে কহিলেন । ৩৮। ৩৯। প্রিয়ে,

তুমি এই যৌবনতর ভয়াবহ সমরে কীলপরিবর্তে হস্তপ্রদান
 করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, অতএব তুমি অভিলষিত
 বরপ্রার্থনা কর ॥ আমি তোমাকে বরদ্বয়প্রদানে প্রস্তুত আছি
 এই প্রকার অতিসন্তোষকর মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া,
 তুমি তৎকালে কহিয়া ছিলে যে, মহারাজ দাসীর প্রতি সানুকম্প
 হইয়া যদি বরপ্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, সে প্রতিজ্ঞা
 কখনই বিচলিত হইবে না । ঐ বরদ্বয় আমার গ্রহণ করা
 হইল, এক্ষণে আপনার নিকট ত্রস্ত রাখিলাম । যে সময়
 আমার কার্য্য উপস্থিত হইবে, তৎকালে অভিলষিত প্রকাশ
 করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিব । আমি এই সকল বৃত্তান্ত পূর্বে
 শুনিয়াছি ইদানী স্মৃতিপথাক্রম হইল । অতএব সত্বর ক্রোধ-
 গারে প্রবেশ কর, এবং রত্নাভরণাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া
 মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভূমিশয়াবলম্বন কর । ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩।
 ৭৪। - রাজা তোমাকে মগিনা ও অভিমানিনী দেখিয়া যখন

যাবৎ সত্যং প্রতিজ্ঞায় রাজ্যহীর্ষ্যং কৰোতি তে ।
 শ্রদ্ধা ত্রিবক্রয়োক্তং তত্তদা কৈকয়নন্দিনী ॥৭৫॥
 তথ্যমেবাখিলং মেনে দুঃসঙ্কাহিত বিভ্রমা ।
 তামাহ কৈকয়ী দুৰ্গা কুতস্তে বুদ্ধিরীদৃশী ॥৭৬॥
 এবং ত্বাং বুদ্ধিসম্পন্নাং ন জানে বক্রমুন্দরি ।
 ভরতো যদি রাজা মে ভবিষ্যতি সূতঃ প্রিয়ঃ ॥৭৭॥
 গ্রামান্ শতং প্রদাস্যামি মম ত্বং প্রাণবল্লভা ।
 ইত্যুক্তা কোপভবনং প্রবিশু সহসা রুবা ॥৭৮॥
 বিমুচ্য সৰ্ব্বাভরণং পরিকীৰ্য্য সমন্ততঃ ।
 ভূমৌ শরানা মলিনা মলিনাস্বরধারিণী ॥৭৯॥
 প্রোবাচ শৃণু মে কুন্তে যাবজ্জামো বনং ব্রজেৎ ।
 প্রাণাং স্ত্যক্তেহথবা বক্রে শয়িষ্যে তাবদেব হি ॥৮০॥

তোমার সন্তোষার্থ অভিষ্টদানে সত্যপ্রতিজ্ঞা করিবেন, তৎ-
 কালে ঐ বরদ্বয়দ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক ও চতুর্দশবর্ষ
 শ্রীরামের বনবাস প্রার্থনা করিবে। কৈকয়নন্দিনী মম্বরার এই
 সকল নুশংসভাপূর্ণ বচনাবলীকে হিতকর এবং প্রিয়ভরজ্ঞান
 করিলেন, কহিলেন মম্বরে, তোমার এইরূপ বুদ্ধির প্রতিভা
 কিরূপে হইল। যদি আমার ভরত রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন,
 তাহা হইলে তোমার বুদ্ধির অনুরূপ পারিতোষিক প্রদান
 করিব। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা তোমাকে শত
 গ্রামপ্রদান করিয়া সন্তোষ লাভ করিব। অনন্তর সৰ্ব্বাভরণ-
 পরিচ্যুতা মলিনবসনা কৈকেয়ী ক্রোধাগার মধ্যে ভূমিশয়া-
 গ্রহণ করিলেন। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। কহিলেন মম্বরে,

নিশ্চয়ং কুরু কল্যাণি ! কল্যাণং তে ভবিষ্যতি ।
 ইত্যুক্তা প্রযো কুজা গৃহং সাপি তথাকরোৎ ॥৮১॥
 ধীরোহিত্যন্তদয়ান্বিতোহপি স্মৃণুণাচারান্বিতোবাহথবা
 নীতিজ্ঞো বিধিবাদদেশিকপরো বিদ্যা বিবেকোহথবা
 দুষ্কানাং মতিপাপভাবিতধিয়াং সঙ্কং সদাচেদ্বজ্রেৎ ।
 তদ্বুদ্ধ্যা পরিভীষিতো ব্রজতি তৎসাম্যক্রমেণ স্মৃটং
 অতঃ সঙ্কঃ পরিত্যজ্যো দুষ্কানাং সৰ্বদৈব হি ।
 দুঃসঙ্কী চ্যবর্তে স্বার্থাদ্যধেয়ং রাজকন্যকা ॥৮৩॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উষ্মামহেশ্বর সম্বাদে
 অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

এই শয়ন করিলাম। শ্রীরামের বনগমন করাইব নতুবা প্রাণ-
 ত্যাগ করিব, এই শয্যা হইতে উঠিব না। ৮০। অনন্তর মহিষি,
 তোমার অবশ্যই কল্যাণ হইবে, এই কথা বলিয়া মম্বরা প্রস্থান
 করিলেন। ৮১। স্মৃণু অতিদয়ানু এবং বহুগুণ বিশিষ্ট ও
 আচারযুক্ত নীতিবেত্তা এবং গুরুসেবাপর বিদ্যা বিবেকী ব্যক্তিও
 পাপমতিদুষ্টের সহবাসে পাপবুদ্ধির অনুসারী হইয়া ক্রমশঃ
 দুষ্টপদবীতে পদার্পণ করিয়া থাকে। ৮২। অতএব দুষ্টজন-
 সংসর্গ সৰ্বদা পরিহার্য্য দুষ্টসংসর্গী ব্যক্তির স্বার্থ হইতে পরিচ্যুত
 হয়, কৈকেয়ী তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হইয়াছেন। ৮৩।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যায়রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে
 দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

কিং শেষে বসুধাপৃষ্ঠে ? পর্য্যঙ্কাদীন্ বিহারচ ।
 মাং ত্বং খেদয়সে ভীৰু যতো মাং নাবভাষসে ॥৭॥
 অলঙ্কারং পরিত্যজ্য ভূমৌ মলিনবাসসা ।
 কিমর্থং ক্রাহি সকলং বিধাস্যে তব বাঞ্ছিতং ॥৮॥
 কো বা তবাহিতং কৰ্ত্তা নারী বা পুরুষোহপি বা ।
 স মে দণ্ড্যশ্চ বধ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৯॥
 ক্রাহি দেবি ! যথা প্রীতিস্তদবশ্যং মমাগ্রতঃ ।
 তদিদানীং সাধয়িষ্যে স্তুদুল্লভ মপি ক্ষণাৎ ॥১০॥
 জানাসি ত্বং মম স্বাস্ত্যং প্রিয়ং মাং স্ববশে স্থিতং ।
 তথাপি মাং খেদয়সে বৃথা তব পরিশ্রমঃ ॥১১॥
 ক্রাহি ? কং ধনিনং কুর্যাং দরিদ্রং তে প্রিয়ঙ্করং ।
 ধনিনং ক্ষণমাত্রেন নিধনঞ্চ তবাহিতং ॥১২॥
 ক্রাহি ? কং বা বধিষ্যামি বধাহেঁ বা রিমোক্ষ্যতে ।
 কিমত্র বহুনোক্তেন প্রাণাং দাস্যামি তে প্রিয়ে ১৩
 মমপ্রাণাং প্রিয়তরো রামো রাজীবলোচনঃ ।
 তস্যোপরি শপে ক্রাহি ত্বদ্বিতং তৎকরোম্যহং ॥১৪॥
 ইতি ক্রবাণং রাজানং শপন্তং রাঘবোপরি ।
 শনৈর্ধ্বিমৃজ্য নেত্রে সা রাজানং প্রাত্যভাবত ॥১৫॥
 যদি সত্যপ্রতিজ্ঞোহসি শপথং কুরুষে যদি ।
 বাচ্ঞাং মে সফলাং কৰ্ত্তুং শীঘ্রমেব ত্বমহঁসি ॥১৬॥

পূৰ্ব্বং দেবাস্থরে যুদ্ধে মরা ত্বং পরিরক্ষিতঃ ।
 তদা বরদ্বয়ং দত্তং ত্বয়া মে তুষ্টচেতসা ॥ ১৭ ॥
 তদ্বয়ং ন্যাস তুতং মে স্থাপিতং ত্বয়ি সূত্রত ।
 তত্রৈকেন বরেণাশু ভরতং মে প্রিয়ং স্মৃতং ১৮ ॥
 এতিঃ সম্ভূতসম্ভারৈর্যৌবরাজ্যেহভিষেক্য ।
 অপরেণ বরেণাশু রামো গচ্ছতু দণ্ডকান্ ॥ ১৯ ॥
 মুনিবেশধর শ্রীমান্ জটাবল্কল ভূষণঃ ।
 চতুর্দশমাস্তত্র কন্দমূলফলাশনঃ ২০ ॥
 পুনরায়াতু তস্যাস্তে বনে বা তিষ্ঠতু স্বয়ং ।
 প্রভাতে গচ্ছতু বনং রামো রাজীবলোচনঃ ২১ ॥
 যদি কিঞ্চিং বিলম্বত প্রাণাং স্ত্যক্ত্যে তবাগ্রতঃ ।
 তব সত্য প্রতিজ্ঞস্তু মেতদেব মমপ্রিয়ম্ ॥ ২২ ॥

মদহুষ্ঠিত সেবাধারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং অবাচিত হইয়াও
 সদভিলষিত বরদ্বয়প্রদানে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আমি তৎ-
 কালে ঐ বরদ্বয় আপনার নিকট গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছিলাম।
 এক্ষণে তাহার কার্যোপস্থিত হইয়াছে, অতএব মহারাজ প্রতি-
 জ্ঞত বরদ্বয় প্রদানদ্বারা আমাকে চরিতার্থ করুন। প্রার্থনীর
 বিষয় প্রকাশ করিতেছি—এক বরদ্বারা শ্রীরামের চতুর্দশ বর্ষ বন-
 বাস অপর বরদ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক হয়, এই কার্যদ্বয়
 মহারাজেরই ইচ্ছাধীন শ্রীরাম চতুর্দশ বর্ষান্তে পুনঃ প্রত্যাগমন
 করুন, অথবা মুনিবেশ ও জটাবল্কলধারী হইয়া কন্দমূল ফলাদি
 ভক্ষণদ্বারা দণ্ডকারণে কালাতিপাত করুন তদ্বিষয় আমার
 কোন আপত্তি নাই। হে সত্য প্রতিজ্ঞ, রজনীপ্রভাত হইলেই
 রাজীবলোচন রাম দণ্ডকারণে যাত্রা করুন, বিলম্ব হইলে
 আমি আপনার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি
 স্বার্থপরায়ণ হইয়া আপনার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি
 ইহা বিবেচনা করিবেন না, আপনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গন না পাপে
 কলঙ্কিত না হন ইহা আমার অভিপ্রেত জানিবেন। ১৭। ১৮।
 ১৯। ২০। ২১। ২২। রাজা কৈকেয়ীর অতিদারুণ ও রোম-

আপনি যদি সত্য প্রতিজ্ঞ হন, তবে আমার একটি প্রার্থনা
 সফল করুন। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।
 ১৬। পুরাকালে দেবাস্থর সংগ্রামে বিকৃত শরীর হইয়া

শ্রুতৈতদাক্রুণং বাক্যং কৈকেয়্যো রোমহর্ষণং ।
 নিপপাত মহীপালো বজ্রাহত ইবাচল ॥২৩॥
 শনৈরুন্মীল্য নয়নে বিমূঢ়্য পরয়া তিরা ।
 দুঃস্বপ্নো বা ময়া দৃষ্টো হৃথবা চিত্তবিভ্রমঃ ॥ ২৪ ॥
 ইত্যালোক্য পুরঃ পত্নীং ব্যাঘ্রীমিব পুরঃস্থিতাং ।
 কিমিদং ভাষসে ? ভদ্রে মম প্রাণহরং বচঃ ॥২৫॥
 রামঃ কমপরাধং তে কৃতবান্ কমলেক্ষণঃ ।
 মমাগ্রে রাঘব গুণান্ বর্ণয়স্য নিশং শুভান্ ॥২৬॥
 কৌশল্যাং মাং সমং পশান্ শুশ্রুবাং কুরুতে সদা ।
 ইতি ক্রবন্তী ত্বং পূর্বমিদানীং ভাষসেহন্যাথা ॥২৭॥
 রাজ্যং গৃহাণ পুত্রায় রামস্তিষ্ঠতু মন্দিরে ।
 অনুগ্রহীষু মাং বামে রামান্নাস্তি ভয়ং তব ॥২৮॥

হর্ষণ বচন শ্রবণ করিয়া বজ্রাহত ভূবরের শ্রায় মেদিনীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন । ২৩ । কিয়ৎক্ষণ পরে সভয়ে নয়নদ্বয়ের উন্মীলন ও হস্তদ্বারা মার্জ্জন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন আমি কি অদ্য দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলাম—অথবা বার্কক্য-বশতঃ ভ্রান্তি হইয়া থাকিবে। পুনর্বীর দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাঘ্রীর ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান কৈকেয়ীকে অবলোকন করত পূর্ববদ্বিবাদ পূর্ণান্তঃকরণে কহিলেন। হে ভদ্রে। একি তুমি বাক্যদ্বারা আমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছ ! রাজীবলোচন রাম তোমার নিকট কি অপরাধী হইয়াছে ? পূর্বে তুমি আমার নিকট জীরামের কতই প্রশংসা করিতে এবং কৌশল্যা নির্বিশেষে তোমার শুশ্রূষা করার জীরামের প্রতি কতই সম্ভাব প্রকাশ করিয়াছ, এক্ষণে কি হেতু তাহার বিপরিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে চাকড়াবিগি, ভরতের নিমিও রাজ্য গ্রহণ কর, আমি এই দণ্ডেই প্রদান করিতেছি, জীরামের বনগমন প্রার্থনার পরাঙ্মুখ হও। হে বামলোচনে, তুমি আমার ও জীরামের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশ

ইত্যুক্ত্ব। হর্ষপরীতাক্ষঃ পাদয়োনিপপাতহ ।
 কৈকেয়ী প্রত্যাচেষদং সাপি রক্তান্বলোচনা ॥২৩॥
 রাজেন্দ্র কিং ত্বং ভ্রান্তোহসি উক্তং তদ্ভাষসেহন্যাথা
 মিথ্যাকরোষিচেৎস্বীয়ং ভাবিতং নরকোত্তবেৎ ॥২৪॥
 বনং ন গচ্ছেৎ যদি রামচন্দ্রঃ
 প্রভাতকালেহজিনচীরযুক্তঃ ।
 উদ্বন্ধনং বা বিষভক্ষণং বাকৃদ্বানরিষ্যে পুরতন্ত্বাহং ৩১
 সত্য প্রতিজ্ঞোহহমিতীহলোকে
 বিভ্রমসে সর্বসভান্তরেষু ।
 রামোপরি ত্বং শপথং চ কৃত্বা মিথ্যা প্রতিজ্ঞো
 নরকং প্রয়াহি ॥ ৩২ ॥
 ইত্যুক্তঃ প্রিয়য়া দীনো মগ্নো দুঃখার্ণবে নৃপঃ ।
 মুচ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ বিসংজ্ঞো মৃতকো যথা ॥

কর, গুণজনবল্লভরাম হইতে তোমার কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। রাজা অক্ষপূর্ণলোচনে এইরূপ বলিতে বলিতে কৈকেয়ীর পাদদ্বয়ে পতিত হইলেন, কৈকেয়ী আরক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহারাজ আপনি ভ্রান্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে উদ্রত হইয়াছেন, জানী হইয়া মিথ্যাবাদীদিগের পদবীতে পদার্পণ করিতেছেন। যাহাহউক আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আগামী প্রভাতে যদি জীরামচন্দ্র জটাবল্কল ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমননা করেন, তাহা হইলে আমি উদ্বন্ধন অথবা বিষভক্ষণ দ্বারা প্রাণপরিষোগ করিব। তুমি স্বয়ং আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিয়া থাক; কিন্তু এক্ষণে রামের উপর শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞাগঙ্ঘন দোষে নিরয়গামী হইতেছ। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। রাজা কৈকেয়ীর এইরূপ বচনানলে দগ্ধ হইয়া যোচনঃখার্ণবে মগ্ন ও ভুমিশয্যায় মুচ্ছিত হইলেন এবং একরাত্রিকে দংবৎসর তুল্য জ্ঞান করিয়া

এবং রাত্রিগতা তস্য দুঃখাৎ সম্বৎসরোপমা ।

অরুণোদয়কালেতু বন্দিনো গায়িকা জগুঃ । ৩৪ ॥

নিবারয়িত্বা তান্ সৰ্বান্ কৈকেয়ীরোষমাস্থিতা ।

ততঃ প্রভাত সময়ে মধ্যাক্ষমুপস্থিতা ॥ ৩৫ ॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ঋষয়ঃ কন্যাসুখা ।

হ্রতঃ চামরং দিব্যং গজোবাজী তথৈব চ ॥ ৩৬ ॥

অন্যাশ্চ বারমুখ্যা বাঃ পৌরজানপদাসুখা ।

বশিষ্ঠেন যথাক্ষণং তৎসৰ্বং তত্রসংস্থিতং ॥ ৩৭ ॥

ত্রিরো বাল্যশ্চ বৃদ্ধাশ্চ রাত্রৌ নিদ্রাং ন লেস্তিরে ।

কদা দ্রক্ষ্যামহে রামং পীতকৌশল্যবাসসং ॥ ৩৮ ॥

কথঞ্চিৎ অতিবাহিত করিলেন অরুণোদয়কালে বন্দিগণ স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিল । ৩৩। ৩৪। কৈকেয়ী রোষসহকারে তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন । এদিকে কুলগুরুবশিষ্ঠ দেবের আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ঋষিগণ ও ষোড়শ সৌর-কন্যা স্বেতচ্ছত্র দিব্য চামর গজবাজী প্রভৃতি রাজভোগ্য বস্তু সকল ও অন্যান্য বারাজনাগণ ও জানপদবৃন্দ সকলে সমবেত হইয়া রাজবাটীর মধ্য কক্ষে উপস্থিত হইলেন । ৩৫। ৩৬। ৩৭। গত রজনীতে নিদ্রা দেবী বালবৃদ্ধ ও স্ত্রীজাতি প্রভৃতি কাহারও নরনম্পর্শ করিতে পারে নাই, কারণ তাহারা শয্যা-শয়ান হইয়া সতত চিন্তা করিয়াছিলেন যে শতকন্দর্পকমনীয় নবহর্ষদলশ্যাম রাজীবলোচন রাম পীতাস্বর ও কোমল প্রভৃতি নানাবিধ রত্নভরণে বিভূষিত হইয়া সহাস্য বদনে গজরাজপৃষ্ঠে কখন আরোহণ করিবেন তাঁহার শিরস্থিত রাজমুকুটের সমুজ্জল প্রভাষ দর্শনিক আলোকময় হইবে। শুভ-লক্ষণ সম্পন্ন সুকুমার লক্ষ্মণ তাঁহার অতিথিত মন্তকোপরি স্বেতচ্ছত্র ধারণ করিবেন কখনইবা প্রভাত হইবে আমরা সেই নরনানন্দবর্দ্ধন অভূতপূর্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিব সুতরাং এই সকল চিন্তায় সকলেই রজনীজাগরণ করিয়া ওৎসুক্য বশত প্রভাত হইতে না

সর্বাভরণসম্পন্নং কিরীটকটকোজ্জ্বলং ।

কোমলভাভরণং শ্যামং কন্দর্পশতসুন্দরং ॥ ৩৯ ॥

অতিথিত্বং সমায়াতং গজাক্রতং স্মিতাননং ।

স্বেতচ্ছত্রধরং তত্র লক্ষ্মণং লক্ষণাস্থিতং ॥ ৪০ ॥

রামং কদা বা দ্রক্ষ্যামঃ প্রভাতং বা কদা ভবেৎ ।

ইত্যুৎসুকধিরঃ সর্বের বভূবুঃ পুরবাসিনঃ ॥ ৪১ ॥

নেদানীমুস্থিতো রাজা কিমর্থঞ্চেতি চিন্তয়ন্ ।

সুমন্ত্রঃ শনকৈঃ প্রায়াদ্যত্র রাজাবতিষ্ঠতে ॥ ৪২ ॥

বর্দ্ধয়ন্ জয়শব্দেন প্রণমন্ শিরসা নৃপং ।

অতিথিন্নং নৃপং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ীং সমপৃচ্ছত ॥ ৪৩ ॥

দেবি কৈকেয়ি! বর্ধস্ব কিং? রাজা দৃশ্যতেহন্যথা ।

তমাহ কৈকেয়ী রাজা রাত্রৌ নিদ্রাং ন লব্ধবান্ ॥ ৪৪ ॥

রাম রামেতি রামেতি রামমেবানুচিন্তয়ন্ ।

প্রজাগরেনৈব রাজা হসন্ত ইব লক্ষ্যতে ।

রামমানয় শীঘ্রং ত্বং রাজা দ্রষ্টুমিহেচ্ছতি ॥ ৪৫ ॥

হইতেই জীরামদর্শনার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন । এই সময়ে মন্ত্রী প্রধান সুমন্ত্র মহারাজের সমাগমন না দেখিয়া চিন্তিতান্তঃকরণে অন্তঃপুর মধ্যে রাজসম্মিধানে গমন করিলেন, এবং মহারাজের জয়হউক বলিয়া প্রণাম করিলেন । রাজা কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না । সুমন্ত্র অবস্থাদর্শনে রাজাকে অতি থিন্ন বিবেচনা করিয়া কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। দেবি! অদ্য উৎসব সময়ে মহারাজকে মলিন দেখিতেছি । কৈকেয়ী কহিলেন—সুমন্ত্র, গতরাত্রিতে মহারাজ জীরামেরই শুভাশুভ-চিন্তা করত জাগরণ করিয়াছেন, অতএব অসুস্থের ন্যায় বোধ হইতেছে, তুমি শীঘ্র জীরামকে ওস্থানে আনয়ন কর । মহারাজ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন । ৪৪। ৪৫।

সুমন্ত্র উবাচ ।

অশ্রুত্ব রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি ।
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো বাক্যং রাজ্যামন্ত্রিণমব্রবীৎ ॥৪৬॥
সুমন্ত্র ! রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুন্দরং ।
ইত্যুক্তব্রবিতং গত্বা সুমন্ত্রো রামমদ্ভিরং ॥৪৭॥
অবারিতঃ প্রবিষ্টোহয়ং ভবিতং রামমব্রবীৎ ।
শীঘ্রমাগচ্ছ তদ্রং তে রাম ! রাজীবলোচন ! ॥৪৮॥
পিতুর্গেহং ময়াসার্কং রাজ্যং ত্বাং দ্রষ্টু মিচ্ছতি !
ইত্যুক্তো রথমারুহ সন্ত্রমাং ভবিতো বর্যো ॥৪৯॥
রামঃ সারথিনা সার্কং লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।
মধ্যকক্ষে বশিষ্ঠাদীন্ পশুন্নেব ত্বরাস্থিতঃ ॥৫০॥

সুচতুর সুমন্ত্র কহিলেন ভামিনি প্রভুর বাক্য শ্রবণ না করিয়া কি হেতু ত্রিরামকে আনয়ন করিব, রাজ্য মন্ত্রীবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র প্রাণাধিক ত্রিরামকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, শীঘ্র আনয়ন কর, সুমন্ত্র রাজকর্ষক আদিষ্ট হইয়া অবারিতদ্বার ত্রিরামভবনে প্রবেশ করিলেন এবং ত্রিরাম-চন্দ্রকে কহিলেন হে রাম ! মহারাজ তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, শীঘ্র আগমন কর । ত্রিরামচন্দ্র পিতার আজ্ঞা শ্রবণমাত্র ব্যাগ্র হইয়া লক্ষ্মণের সহিত সুমন্ত্র চালিত-রথে আরোহণপূর্বক গমন করিলেন, মধ্যকক্ষে সমুপস্থিত বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে কার্য্যানুরোধবশত অতিক্রম করিয়া সত্ত্বর পিতৃভবনে গমন করিলেন । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । এবং পিতৃদেবের চরণ বন্দন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন । রাজ্য দশরথ ত্রিরামকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিয়া বাহুদ্বয় বিস্তার করিলেন । কিন্তু তাঁহার সেই আশা বিফল হইল, যেহেতু অশ্রুধারা নয়নদ্বয়কে সহসা বন্ধ করিয়া মহারাজের দর্শনশক্তির প্রতিবন্ধক হইল । রাজ্য সেই ক্ষণে সমস্ত গুন্যময় অবলোকন করিয়া ভূমিতে পতনোন্মুখ

পিতুঃ সমীপং সঙ্কম্য ননাম চরণৌ পিতুঃ ।
রামমালিঙ্গিতুং রাজ্য সমুত্থায় সসন্ত্রমঃ ॥৫১॥
বাহুপ্রসার্য্য রামেতি দুঃখান্মদ্যো পপাত হ ।
হাহেতি রামস্তং শীঘ্রমালিঙ্গ্যাক্ষে ন্যবেশয়ৎ ॥৫২॥
রাজানং মুচ্ছিতং দৃষ্ট্বা চুক্রশুঃ সর্বরোষিতঃ ।
কিমর্থং রোদনমিতি বশিষ্ঠোহপি সমাবিশৎ । ৫৩ ।
রামঃ পপ্রচ্ছ কিমিদং রাজ্ঞো দুঃখস্য কারণং ।
এবং পৃচ্ছতি রামে সা কৈকেয়ী রামমব্রবীৎ ॥৫৪॥
তমেব কারণং হত্ব রাজ্ঞো দুঃখোপশান্তয়ে ।
কিঞ্চিৎ কার্য্যং ত্বয়া রাম ! কর্তব্যং নৃপতেহিতং । ৫৫

হইলেন । ত্রিরামচন্দ্র হা মহারাজ বলিয়া পিতাকে মুচ্ছাবস্থায় নিজক্রোড়ে ধারণ করিলেন, পুরনারীগণ রাজাকে মুচ্ছিত দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । বশিষ্ঠদেব মধ্যকক্ষ হইতে পুরনারীগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সত্ত্বর আগমন করিলেন । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । ত্রিরামচন্দ্র মহারাজের আকস্মিক দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈকেয়ী কহিলেন ত্রিরাম তুমিই এক্ষণে মহারাজের দুঃখশান্তির উপায় হইয়াছ, অতএব মহারাজের কিঞ্চিৎ হিতকার্য্য কর, তুমি সত্য প্রতিজ্ঞ বলিয়া বাল্যকালে খ্যাতিলাভ করিয়াছ, এক্ষণে পিতাকে সত্যবাদী কর, পূর্বে মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে অভিলষিত বরদ্বয় প্রদানে প্রতিজ্ঞিত হইয়াছিলেন, মহারাজের ঐ সত্য রক্ষা তোমারই অধীন, রাজ্য স্বয়ং বলিতে লজ্জিত হইতেছেন । হে ক্ষত্রিয়বর সত্যপাশবদ্ধ বৃদ্ধ পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর যে সন্তান পুত্রাম নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করে সেই ব্যক্তি পুত্র শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে । ত্রিরামচন্দ্র কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্লাহতের ন্যায় ব্যথিতান্তঃকরণে কহিলেন মাতঃ ! আমাকে আপনি কি উপদেশ দিতেছেন আমি পিতার নিমিত্ত জীবনপর্য্যন্ত দান করিতে পারি এবং উদ্বন্ধন ও দ্বিপণনেও প্রস্তুত আছি । জানকী ও গর্ভধারিণী কোশল্যা, এবং সাত্রাজ্য সমস্ত পরি-ত্যাগ করিতে পারি । যে পুত্র পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া

কুরু সত্যপ্রতিজ্ঞস্বং রাজানং সত্যবাদিনং ।
 রাজ্ঞা বরদ্বয়ং দত্তং মম সন্তুষ্টচেতসা ॥৫৬॥
 ভৃদধীনং তু তৎসর্বং বক্তুং ত্বাং লজ্জতে নৃপঃ ।
 সত্যপাশেন সম্বদ্ধং পিতরং ত্রাতুমহঁসি ॥৫৭॥
 পুত্রশব্দেন চৈতদ্ধিনরকাজ্ঞারতে পিতা ।
 রামস্তয়োদিতং শ্রুত্বা শূলেনাভিহতো যথা ॥৫৮॥
 ব্যথিতঃ কৈকরীং প্রাহ কিং মামেবং প্রভাষসে ।
 পিত্রর্থে জীবিতং দাশ্যে পিবেয়ং বিষমূলবগং ॥৫৯॥
 সীতাং ত্যক্তেয্য কৌশল্যাং রাজ্যং চাপিত্যজাম্যহং
 অনাজ্ঞপ্তোহপি কুরুতে পিতুঃ কার্য্যং স উত্তমং ॥৬০॥
 উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ সমধ্যম উদাহৃতং ।
 উক্তোহপি কুরুতে নৈবসপুত্রো মল উচ্যতে ॥৬১॥
 অতঃ করোমি তৎ সর্বং যন্মামাহ পিতামম ।
 সত্যং সত্যং করোমেযব রামো দ্বিনাভিভাষতে ॥৬২॥
 ইতি রাম প্রতিজ্ঞাং সা শ্রুত্বা বক্তুং প্রচক্রমে ।
 রাম ! ত্বরভিষেকার্থং সন্তারামঃ সন্তৃত্যশ্চ যে ॥৬৩॥
 তৈরেব তরতোহবশ্য মভিষেক্যঃ প্রিয়ো মম ।
 অপরেণ বরেনাশু চীরবাসা জটধরঃ ॥ ৬৪ ॥

আজ্ঞাপ্রতীক্ষা করে না সে উত্তম সন্তান, যে ব্যক্তি আজ্ঞানু-
 সারে পিতৃবাক্য রক্ষাকরে সে মধ্যম, যে ব্যক্তি আদিষ্ট হইয়া
 পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করে সেই সন্তান বিষ্ঠাদির ন্যায় পিতার
 মলমাত্র অতএব আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি পিতা আমাকে
 বাহা আজ্ঞা করিবেন অর্থাৎ কৃতার্থ হইয়া মন্তকে গ্রহণ
 করিব রামচন্দ্র স্বীকৃতবিষয়ে কখনই অন্যথা বাক্য বলিবেন
 না । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ ।
 রামচন্দ্রের এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ী

বনং প্রয়াহি শীঘ্রং ত্বমষ্টৌব পিতুরাজ্ঞরী ।
 চতুর্দশ সমাস্তত্র বস মুন্যন্নভোজনঃ ॥ ৬৫ ॥
 এতদেব পিতুস্তেহদ্য কার্য্যং ত্বং কর্ত্তু মহঁসি ।
 রাজাতু লজ্জতে বক্তুং ত্বামেবং রঘুনন্দন ॥৬৬॥
 শ্রীরাম উবাচ ।
 ভরতশ্চৈব রাজ্যং শ্রাদ্ধং গচ্ছামি দণ্ডকান্ ।
 কিন্তু রাজা ন বক্তীহ মাং ন জানেহত্র কারণং ॥৬৭॥

কহিলেন, হে রাম তোমার অভিষেকার্থ যে সকল বস্তু আহৃত
 হইয়াছে ঐ সমুদায় বস্তু আমার প্রিয় সন্তান ভরতের-
 রাজ্যাভিষেক সাধন হউক এবং তুমি মুনিবেশ ও জটাবল্কল
 ধারণ করিয়া চতুর্দশ বর্ষ দণ্ডকারণ্যে বাস কর, তোমার
 পিতার এইরূপ অভিপ্রায় তুমি এক্ষণে স্মরণ কর, মহারাজ
 তোমাকে স্বয়ং বলিতে লজ্জিত হইতেছেন। শ্রীরাম কহিলেন
 ভরতের রাজ্য হউক আমি বনগমন করিতে প্রস্তুত আছি,
 তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু পিতা যে আমাকে কোন
 আজ্ঞা করিতেছেন না, ইহার কারণ কি । ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬।
 শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ হৃঃখি-
 তান্তঃকরণে কহিলেন। বৎস রাম! কুপথগামি স্ত্রৈণ এবং
 ভ্রান্তচিত্ত পিতার নিগ্রহ করিয়া এই সাত্রাজ্য গ্রহণ কর,
 তাহাতে তোমার পাপস্পর্শ হইবে না, আমাকেও মিথ্যা
 প্রতিজ্ঞাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না। হা রাম! হা
 প্রাণবল্লভ! হা জগন্নাথ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি
 কিরূপে বোর অরণ্য গমনে সম্মত হইতেছ, রাজা এইপ্রকার
 বিলাপ সহকারে শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিয়া মূলকণ্ঠে রোদন
 করিতে লাগিলেন, নীতিজ্ঞ রাম হস্তধারণ পিতার সম্বলনমন
 মার্জ্জন্য করিয়া আশ্বাস বাক্যে কহিলেন তাহা! রোদন করিতে-
 ছেন কেন? আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পুনর্বীর অযোধ্যায়
 আগমন করিব, আপনার আশীর্বাদে রাজ্যাপেক্ষা অরণ্যে
 অধিক স্নুগ ও পিতৃ সত্যপালনস্বরূপ মহৎকার্য্য সাধন হইবে।
 কৈকেয়ী দেবীরও প্রিয়তম কার্য্যসাধন ও হৃদয়জর অপনীত

শ্রুতৈতদ্রাবচনং দৃষ্ট্বা রামং পুরস্থিতং ।
 প্রাহরাজাদশরথো দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ ॥ ৬৮ ॥
 স্ত্রীজিতং ব্রাহ্মহৃদয়মুন্মার্গপরিবর্তিতং ।
 নিগৃহ মাং গৃহাণেদং রাজ্যং পাপং ন তন্তবেৎ ॥ ৬৯ ॥
 এবং চেদনৃতং নৈব মাং স্পৃশেজঘুনন্দন ।
 ইত্যুক্তা দুঃখসন্তপ্তো বিললাপ নৃপসুতা ॥ ৭০ ॥
 হা রাম ! হা জগন্নাথ ! হা মম প্রাণবল্লভ ! ।
 মাং বিসৃজ্য কথং ঘোরং বিপিনং গন্তুমহঁসি ॥ ৭১ ॥
 ইতি রামং সমালিঙ্গ্য মুক্তকণ্ঠো রুরোদহ ।
 বিমূঢ়্যনয়নে রামঃ পিতুঃ সজলপাণিনা ॥ ৭২ ॥
 আশ্বাসয়ামাস নৃপং শনৈঃ সনয়কোবিদঃ ।
 কিমত্র দুঃখেন বিভো ! রাজ্যং শামতুমেহজঃ ॥ ৭৩ ॥
 অহং প্রতিজ্ঞাং নিস্তীৰ্ণ্য পুনর্ধাম্যামি তে পুরং ।
 রাজ্যাৎ কোটিগুণং সৌখ্যং মম রাজন্ বনে সতঃ ॥
 ত্বং সত্যপালনং দেব কার্যং চাপি ভবিষ্যতি ।
 কৈকেয়্যাশ্চ প্রিয়োরাজন্ বনবাসো মহাগুণঃ ॥ ৭৫ ॥
 ইদানীং গন্তুমিচ্ছামি ব্যোতুমাতুশ্চ হৃজ্জরঃ ।
 সম্ভারাম্ চোপহ্রীতমভিষেকার্থমাগতাঃ ॥ ৭৬ ॥

হইবে অভিষেকোদযোগ স্থগিত হউক, মাতা কৌশল্যাকে আশ্বাস
 বাক্যে দ্বারা ও জানকীকে অনুনয় দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া আপনার
 চরণারবিন্দ বন্দনা পূর্বক সহাস্যে অদ্যই বন গমন করিব । ৬৮ ।

মাতরং চ সমাশ্বাস্ত্র অনুনীয়চ জানকীং ।
 আগত্য পাদৌবন্দিত্বা তব যাশ্চে সুখং বনং ॥ ৭৭ ॥
 ইত্যুক্তা তু পরিক্রম্য মাতরং দ্রষ্টুমা যযৌ ।
 কৌশল্যাপি হরেঃ পূজাং কুরুতে রামকাংরাণাং ॥ ৭৮ ॥
 হোমং চ কারয়ামাস ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ ধনং ।
 ধ্যায়তে বিষ্ণুমেকাগ্রে মনসা মৌনমাস্থিতা ॥ ৭৯ ॥
 অন্তস্থ মে কংঘনচিতপ্রকাশং
 নিরন্তসর্বাভিশয়ম্বরূপং ।
 বিষ্ণুং সদানন্দময়ং হৃদজ্জেশা
 ভাবয়ন্তীনদদর্শরামং ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 অযোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায় ।

। ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ । ৭৭ । শ্রীরাম
 পিতাকে এইরূপে কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত করিয়া কৌশল্যা দর্শনার্থ
 গমন করিলেন, কৌশল্যাদেবীও শ্রীরামের মঙ্গলার্থে বিষ্ণুপূজা
 করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণদ্বারা ঐ পূজাঙ্গহোম করাইতেছেন ;
 ব্রাহ্মণগণকে ধন বজ্রাদি প্রদানদ্বারা সন্তুষ্ট ও একাগ্রচিত্তে উপ-
 বেশন করিয়া ভগবচ্চরণারবিন্দ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে
 শ্রীরামচন্দ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । ৭৮ । ৭৯ । কৌশল্যা-
 দেবী জানময় সর্বান্তর্ধারী অদ্বিতীয় ও সদানন্দস্বরূপ ভগবদ্-
 বিষ্ণুকে হৃদয়পদ্মে ধারণ করিয়া বাহু বিষয়ক জ্ঞানে অন্ধ হইয়া
 সম্মুখস্থিত শ্রীরামচন্দ্রকে জানিতে পারিলেন না । ৮০ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে অযোধ্যাকাণ্ডে
 তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্ত ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ স্মিত্রা দৃষ্টে নং রামং রাজ্ঞীং সমম্ভুমা।
কৌশল্যাং বোধয়ামাস রামোহয়ং সমুপস্থিতঃ ॥১॥
শ্রুত্বৈব রামনাটমবা বহির্দৃষ্টিপ্রবাহিতা।
রামং দৃষ্ট্বা বিশালাক্ষমালিঙ্গ্যাক্ষে ন্যবেশয়ৎ ॥২॥
মূৰ্ছ্যাবস্থায় পম্পর্শ গাত্রং নীলোৎপলচ্ছবিং।
ভুজ্জপুত্রেতি চ প্রাহ মিষ্টমস্নং ক্ষুধাদিতঃ ॥৩॥
রামঃ প্রাহ ন মে মাতত্বেজ্ঞনাবসরঃ কৃতঃ।
দণ্ডকাগমনে শীঘ্রং মম কালোহদ্য নিশ্চিতঃ ॥৪॥
কৈকেয়ীবরদানেন সত্যসন্ধঃ পিতা মম।
ভারতায় দদৌ রাজ্যং মমাপ্যারণ্যমুত্তমং ॥৫॥
চতুর্দশমাস্তত্র হ্যষিভা মুনিবেশধৃক্।
আগমিষ্যে পুনঃ শীঘ্রং ন চিন্তাং কর্তুমহঁসি ॥৬॥

তচ্ছ্রুত্বা সহসৌদ্বিগ্না মুচ্ছিতা পুনরুত্থিতা।
আহ রামং সুদুঃখার্ভা দুঃখসাগর সংপ্লুতা ॥ ৭ ॥
যদি রাম! বনং সত্যং যাসি চেন্নয়মামপি।
ত্বদ্বিহীনা ক্ষণাচ্ছ বা জীবিতং ধারয়ে কথং ॥৮॥
যথা গোবালকং বৎসং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠেমকুত্রচিৎ।
তথৈব ত্বাং ন শক্নোমি ত্যক্ত্বাং প্রাণাং প্রিয়ং সুতং
ভরতায় প্রসন্নশ্চেৎ রাজ্যং রাজা প্রযচ্ছতু।
কিমর্থং বনবাসায় ত্বামাজ্ঞাপয়তি প্রিয়ং ॥১০॥
কৈকেয়া বরদো রাজা সর্বস্বং বা প্রযচ্ছতু।
ত্বয়া কিমপরাজ্ঞং হি কৈকেয়া বা নৃপশ্চ বা ॥১১॥

অনন্তর স্মিত্রাদেবী শ্রীরামকে দর্শন করিয়া ব্যথ্রতা সহকারে কৌশল্যাদেবীকে প্রবোধিত করিয়া কহিলেন, দেবি! তোমার প্রাণাধিক রামচন্দ্র আসিয়াছেন কৌশল্যা রাম নাম শ্রবণমাত্রে নয়নোন্মীলন করিয়া বিশাললোচন শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিলেন এবং নীলোৎপলদলশ্রাম শ্রীরামের মস্তকোত্তর ও সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, বৎস রাম! ক্ষুধার্ত হইয়াছি এই মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়া ভোজন কর ॥ ৩ ॥ শ্রীরাম কহিলেন, মাতঃ আমার ভোজনের অবসর নাই, পিতৃদেব কৈকেয়ীর অভিলষিত বরদানে প্রতিশ্রুত হইয়া ভরতকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন এবং আমাকে চতুর্দশ বর্ষ মুনিবেশ ধারণ পূর্বক দণ্ডকারণ্য গমনে অনুমতি করিয়াছেন, এইক্ষণই আমার বনগমনার্থ নিশ্চিত হইয়াছে।

জননি, আপনি চিন্তা করিবেন না, পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া অতি সত্ত্বর অযোধ্যায় আগমন করিব ॥ ৬ ॥ কৌশল্যা শ্রীরামের নিদাক্ষণ বাক্য শ্রবণমাত্র মুচ্ছিতা হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রগাঢ় শোক সন্তপ্ত অন্তঃকরণে কহিলেন, বৎস রাম! যদি পিতার আদেশানুসারে বনগমন তোমার নিতান্ত অভিমত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী গমন করিও না, কারণ—বৎস বিরহিত ধেম্বর ন্যায় তোমাকে না দেখিয়া আমি কোন স্থানেও অবস্থিতি করিতে পারিব না, ভাল রাম! রাজা যদি কৈকেয়ীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে ভরতকেই রাজ্য প্রদান করুন, কি অপরাধে তোমাকে বনবাস আজ্ঞা প্রদান করিলেন, ভ্রমিত কখনই মহারাজের ও কৈকেয়ীর নিকট কোন অপরাধ কর নাই, হে প্রাণাধিক! পুত্রের পক্ষে জন্মদাতা অপেক্ষা গতবারিণী অধিকতর গৌরবের পাত্র তাহা তোমার অবিদিত নহে, মহারাজ

পিতা গুরুত্বা রাম তবাহমথিকা ততঃ ।

পিত্রাজ্ঞাণো বনং গন্তুং বারয়েন্নমহং সূতং ॥১২॥

যদি গচ্ছসি মদ্বাক্যমুল্লঙ্ঘ্য নৃপবাক্যতঃ ।

তদা প্রাণান্ পরিত্যজ্য গচ্ছামি যমসাদনং ॥১৩॥

লক্ষণোহপি ততঃ শ্রুত্বা কৌশল্যা বচনং রুষা ।

উবাচ রাঘবং বীক্ষ্য দহমিব জগজ্জয়ং ॥১৪॥

উন্নতং ভ্রান্তমনসং কৈকেয়ীবশবর্তিনং ।

বদ্ধা নিহমি তরতং তদ্বন্ধূন্ মাতুলানপি ॥১৫॥

অদ্য পশন্তু মে শৌর্য্যং লোকান্ প্রদহতঃ পুরা ।

রাম ত্বমভিষেকায় কুরু যত্নমরিন্দমঃ ॥১৬॥

ধনুস্পাণিরহং তত্র নিহন্যাং বিশ্বকারিণঃ ।

ইতি ক্রবন্তং সৌমিত্রিমালিন্য রঘুনন্দনঃ ॥১৭॥

তোমাকে বনগমনে অহুমতি করিয়াছেন আমিও তাহার প্রতি-
রোধ করিতেছি এক্ষণে বিবেচনা কর পিতৃআজ্ঞা অপেক্ষা মাতৃ-
আজ্ঞার গৌরব আছে কি না—শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া যদি তুমি মাতৃ-
আজ্ঞা লঙ্ঘন কর তাহাই হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব ৭।
৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। অনন্তর লক্ষণ কৌশল্যা দেবীর
এইরূপ ককণ গর্তবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধোদ্বীগুনের যেন
ত্রিভুগং দন্ধ করিবার নিমিত্ত শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-
লেন এবং গম্ভীর স্বরে কহিলেন হে দেব! আপনি অহুমতি
করুন আমি এই দণ্ডেই ভ্রান্তচিত্ত স্ত্রীজিত ও উন্নত রাজা
দশরথ এবং ভরত তাহার বন্ধুগণ ও মাতুলগণ এই সমস্ত ব্যক্তির
প্রাণসংহার করিব। অদ্য চরাচরবাসি জীবগণ আমার ত্রিলোক
সংহারক বিক্রম অবলোকন করুন, আমি এই কোদণ্ড গ্রহণ
করিলাম। আপনার অভিষেক কার্যের বিশ্বকারী ব্যক্তিগণের
মধ্যে কেহই নিষ্কৃতি পাইবে না, আপনি অভিষেকার্থ যত্ন
করুন। অনন্তর রঘুবীর রাম লক্ষণকে আলিঙ্গন করিয়া শাস্ত্রনা-
বাক্যে কহিতে লাগিলেন ১। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ভ্রাতঃ

শুরোহসি রঘুশাদূল! মমাত্যন্তং হিতেরতঃ ।

জানামি সর্বং তে সত্যংকিন্তু তে সময়ো ন হি ॥১৮॥

যদিদং দৃশ্যতে সর্বং রাজ্যং দেহাদিকং চ যৎ ।

যদি সত্যং ভবেত্তত্র আয়াসঃ সফলশ্চ তে ॥১৯॥

ভোগা মেঘবিতানস্থ বিদ্যুল্লেক্ষেব চঞ্চলাঃ ।

আয়ুরপ্যগ্নি সন্তপ্তলোহস্থ জলবিন্দুবৎ ২০॥

যথা ব্যালগলস্থোহপি ভেকো দংশানপেক্ষতে ।

তথা কালাহিনা প্রস্তো লোকো ভোগানশাশ্বতান্ ॥

করোতি দুঃখেন হি কৰ্ম্মতন্ত্রং

শরীর ভোগার্থ মহর্নিশং নরঃ ।

দেহস্ত ভিন্নঃ পুরুষাৎ সমীক্ষ্যতে

কো বাত্র ভোগঃ পুরুষেণ ভূজ্যতে ॥২২॥

ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আমি বিশেষ অবগত আছি যে, তুমি প্রচণ্ড-
কোদণ্ডে শর সন্ধান করিলে ত্রিভুগং দন্ধ করিতে পার এবং
আমার হিতসাধনার্থ সকল কার্যে প্রস্তুত আছ। ভ্রাতঃ,
তোমাকে আমি সহপদে প্রদান করি শ্রবণ কর, দেখ এই
শরীর-সাম্রাজ্য প্রভৃতি বাহ্য প্রত্যক্ষ বিষয় পদার্থ সকল যদি
সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার আয়াস সফল হইতে পারে
বিবেচনা করিয়া দেখ সকলই অলীক ভোগাদিস্থ মেঘমল্লা-
স্থিত বিদ্যুল্লেক্ষার ভায় চঞ্চল, মনুষ্যের পরমায়ুও অগ্নি সন্তপ্ত
লোহস্থিত জলবিষুপ্রায় অচিরস্থায়ী, যে রূপ ভূজঙ্গগলস্থিত
ভেকও ভূজঙ্গদষ্ট না হইলে কালকবলে পতিত হয় না,
তদ্রূপ দেহীমাঝেই কালরূপ ভূজঙ্গপ্রস্তু হইয়াও প্রারম্ভকর্ম্মের
ভোগবাসনানা হইলে দেহত্যাগ করে না। অতএব অলীক
বিষয়বাসনার মুগ্ধ হইয়া গুরুজনদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অতি
অনুচিত কার্য, মনুষ্যেরা আত্মশরীরের সুখভোগবাসনার দিবা-
রাত্র অতি কষ্টকর ধনোপার্জনব্যাপার দ্বারা আত্মাকে কলুষিত
করিতেছে, কি মোহ! শরীর জড়পদার্থ—সে কখন কি সুখাদির
ভোক্তা হইতে পারে? সুখাদির ভোক্তা পুরুষ—ঐ পুরুষ হইতে

পিতৃ মাতৃ স্মৃত ভ্রাতৃ দার বন্ধাদি সঙ্গমঃ ।

প্রপারাগিব জন্তুনাং নদ্যাং কাষ্ঠৌষবচ্চলঃ ॥২৩॥

ছায়েব লক্ষ্মীশচপলা প্রতীতা তারুণ্যমবুর্ন্বিদধ্রুবঞ্চ

স্বপ্নোপমং স্ত্রীমুখমায়ুরপ্পং

তথাপি জন্তোরভিমান এষঃ ॥২৪॥

সংসৃতিঃ স্বপ্নসদৃশী সদা রোগাদিসঙ্কুল।

গন্ধর্বনগরংপ্রখ্যা মুচস্তামনুবর্ততে ॥ ২৫ ॥

আয়ুৰ্য্যং ক্ষীরতে যস্মাদাদিত্যস্য গতাগতৈঃ ।

দৃষ্টান্যোষাং জরামৃত্যু কথঞ্চিন্বেব বুদ্ধ্যতে ॥ ২৬ ॥

দেহের বিভিন্নতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, শরীরস্থিত পুরুষেরও স্ত্রীদিগের ভোগ নিত্যন্ত অসম্ভব, যেহেতু পুরুষ বিগুণ্যভাব— স্ত্রীর সন্মিলনই অলীক বাসনা, যে রূপ পাণির নালার পিপাসা- তুর জন্ত সকলের এবং মহানদীতে শ্রোতঃ সমানীত কাষ্ঠ- সমূহের একত্র সমাগম হয় তদ্রূপ মনুষ্যদিগের পিতা মাতা পুত্র ভ্রাতা কলত্র ও বন্ধুগণের সহিত সমাগম হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! মনুষ্যেরা প্রতিফণেই ছায়ার ছায় লক্ষ্মীর অস্থিরতা ও জলোন্মির ন্যায় যৌবনের অস্থায়িত্ব আয়ুর অন্ততা ও স্ত্রীসন্তোগ স্ত্রীর স্বপ্নোপমত্ব অনুভব করিয়াও অভিমান পরতন্ত্র হইয়া অকিঞ্চিংকর স্ত্রীর জন্য আত্মাকে কতই কষ্টদিতেছে, মুখেরাই গন্ধর্ব নগরবৎ ক্ষণবিক্ষণসী স্বপ্নসদৃশও রোগাদি-সঙ্কুল সংসারে অহুরক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ স্ত্রীর গমনাগমন সময় দ্বারা যাবৎ প্রাণির আয়ু ক্ষয় হইতেছে ইহা অপর ব্যক্তির জরামরণ দর্শনে কি অনুভব হয় না? নিশাবসানে দিবস সমাগম হইলে দিবস ভোগ্য স্থানান্তর করিয়া দিবাবসানে রজনী স্ত্রীসমা- গমে মনুষ্যেরা কতই অহুরক্ত হইতেছে কি আশ্চর্য্য! কালের শ্রোত দেখিয়া তাহাদের কি ক্ষণকালের জন্য পরমায়ু ক্ষয়ের আশঙ্কা হয় না? এবং অপর কলসস্থিত জলের ন্যায় প্রতি- ফণেই পরমায়ু ক্ষরণ হইতেছে, রোগ সমূহ প্রবল রিপূর ন্যায় শরীরে সতত প্রহার করিতেছে? জরাও ব্যাঘ্রীর ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া তর্জন করিতেছে এবং মৃত্যু সময় প্রতীক্ষা

স এব দিবসঃ সৈব রাত্রিরিত্যেব মুচ্যধীঃ ।

ভোগাননুপত্যেব কালবেগং ন পশ্যতি ॥২৭॥

প্রতিক্ষণং ক্ষরত্যেতদায়ুরাম ঘটাম্বুবৎ ।

সপত্না ইব রোগৌধাঃ শরীরং প্রহরন্ত্যহো ॥২৮॥

জরা ব্যাঘ্রীর পুরতন্তুর্জরন্ত্যবতিষ্ঠতে ।

মৃত্যুঃ সঠৈব যাতিত্যেব সময়ং সম্প্রতীক্ষতে ॥২৯॥

দেহেহং ভাবমাপনো রাজাহং লোকবিক্ষৃতঃ ।

ইত্যস্মিন্মম্বতে জন্তুঃ কুমিবিড় তন্মসংজ্ঞিতে ॥৩০॥

ভ্রগস্থি মাংস বিগ্নুজরেতো রক্তাদি সংযুতঃ ।

বিকারী পরিণামী চ দেহ আত্মা কথং বদ ॥ ৩১ ॥

যমান্স্থায় ভবান্নোকং দধুমিচ্ছতি লক্ষণ ।

দেহাভিমানিনঃ সর্বৈ দোষাঃ প্রোতৃত বস্তু হি ॥ ৩২ ॥

দেহোহহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্তিতা ।

নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভন্যতে ॥ ৩৩ ॥

করিতেছে তথাপি মনুষ্যেরা কুমিবিষ্ঠাদিময় দেহে আত্ম- বুদ্ধি করিয়া আমি জগদ্বিখ্যাত রাজা ও অতিরূপবান এই সকল মনে মনে করনা করিয়া থাকেন, কি ভ্রম! তৎকালস্থি মাংস বিগ্নু মূত্র রেত ও রক্ত এই সকল বস্তু পরিপূরিত রসাদিধাতু বিকার যুক্ত ও বিনশ্বর দেহ কি আত্মা হইতে পারে? যেহেতু আত্মা অবিকারী ও অবিনশ্বর, তুমি যে দেহাভিমান আশ্রয় করিয়া সকল লোকদগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, ঐ দেহাভিমান অতি অকি- ঞ্চিংকর ও সর্বদোষের আকর জানিবে ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ হে লক্ষণ! দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, আমিই দেহ এই প্রকার বুদ্ধির নাম অবিদ্যা, আমি দেহা- তিরিক্ত চিন্ময় আত্মা, এই প্রকার বুদ্ধির নাম বিদ্যা, পূর্বোক্ত অবিদ্যা সংসারের কারণ, বিদ্যা কেবল সংসার নিবর্তিকা, সেই হেতু মুমুক্শু ব্যক্তিদিগের বিদ্যাভ্যাসে বরু করা উচিত। সেই বিদ্যাভ্যাসে কাম ক্রোধ প্রভৃতি প্রবল রিপু—ঐ রিপুগণের মধ্যে ক্রোধ সর্বাপেক্ষায় মুক্তির বিঘ্নকারী, যে ক্রোধপ্রভাব

অবিদ্যা সংসৃতেহৈতুর্বিদ্যা তস্মা নিবর্তিকা ।
 তস্মাদ্ভয়ঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্শুভিঃ ।
 কামক্রোধাদয়স্তত্র শত্রবঃ শত্রুহৃদনঃ । ৩৪ ।
 তত্রাপি ক্রোধ এবালং মোক্ষবিঘ্নায় সর্বদা ।
 যেনাবিষ্কঃ পুমান হস্তি পিতৃভাতৃসুহৃৎ সখীন্ ।
 ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারবন্ধনং ।
 ধর্মক্ষয়করঃ ক্রোধস্তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ ॥ ৩৬ ॥

অভিভূত হইয়া মনুষ্যেরা পিতা মাতা ভ্রাতা স্বজন ও সখা
 এই সকলের বধোপায়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। হে ভ্রাতঃ!
 ক্রোধ হইতে মনস্তাপ, সংসার বন্ধন ও ধর্মনাশ হয়। সেই
 হেতু ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। হে লক্ষ্মণ!
 ক্রোধ পরম শত্রু তুমি বৈতরণী নদীর ন্যায় হস্তরা—সন্তোষ
 নন্দন বনের ন্যায় ফলপ্রদান করিয়া থাকে, এবং শান্তি কাম-
 খেতুর স্বরূপ সেই হেতু শান্তি ভজন্য কর, তাহা হইলে কেহ
 শত্রুতাচরণ করিবে না বস্তগত্যা আত্মা বিত্তক জ্যোতির্ময়
 নির্মিকার নিরাকার—দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে বিল-
 ক্ষণ, মনুষ্যেরা বাবৎ কালপর্য্যন্ত দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ হইতে
 আত্মাকে বিভিন্ন জ্ঞান না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বারম্বার
 সংসার-দুঃখার্ণবে ও মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। সেই হেতু তুমি
 আমাকে সর্বদা বুদ্ধাদি হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করিবে। কিন্তু
 লৌকিক ব্যবহারে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আচার করিবে
 কখনও খেদবৃত্ত হইবে না, লৌকিক ব্যবহারে সাধারণ মনুষ্যের
 ন্যায় আচার করিলে খেদ হওয়া সম্ভব, কিন্তু যে ব্যক্তি
 হৃদয়ে আত্মাকে সর্বদা দেহাদি হইতে বিভিন্ন চিন্তা করে
 এবং লৌকিক ব্যবহারে সাধারণের অন্তরঙ্গ করে সেই ব্যক্তি
 সংসার নিবন্ধন মুখহুংখাদি প্রারক ভোগী হইয়াও তাহাতে
 লিপ্ত হয় না। বিত্তান্তঃকরণ ব্যক্তি সংসার প্রবাহে পতিত হইয়া
 লৌকিক ব্যবহারানুযায়ী সকল কার্য্য করিলেও পাপ বা পুণ্য
 লিপ্ত হয় না। হে লক্ষ্মণ, তুমি বিশেষ যত্নসহকারে মন্থিত এই সমস্ত
 উপদেশ হৃদয়ে চিন্তা কর তাহা হইলে কখনই সংসার দুঃখে
 বাধিত হইবে না। হে সাতঃ, আপনিও মন্থিত বচন পরস্পরা

ক্রোধ এব মহান্ শত্রুশৃঙ্গা বৈতরণী নদী ।
 সন্তোষো নন্দনবনং শান্তিরেব হি কামধুক্ ॥ ৩৭ ॥
 তস্মাচ্ছান্তিং ভজস্বাদ্য শত্রুরেবং ভবেন্ন তে ।
 দেহেন্দ্রিয়মনঃ প্রাণবুদ্ধাদিত্যো বিলক্ষণঃ ॥ ৩৮ ॥
 আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরবিকারী নিরাকৃতিঃ ।
 যাবদেহেন্দ্রিয়প্রাণৈর্ভিন্নত্বং নান্ননো বিদুঃ ॥ ৩৯ ॥
 তাবৎ সংসারদুঃখোঽধৈঃ পীড়্যন্তে মৃত্যুসংযুতাঃ ।
 তস্মাত্ত্বং সর্বদা ভিন্নমাত্মানং হৃদি ভাবয় ॥ ৪০ ॥
 বুদ্ধাদিত্যো বহিঃসর্গ মনুবর্ত্তস্ব মা খিদ ।
 ভুঞ্জন্ প্রারক মখিলং সুখং বা দুঃখমেব বা ॥ ৪১ ॥
 প্রবাহপতিতঃ কার্য্যং কুর্কন্নপি ন লিপ্যতে ।
 বাহ্যে সর্বত্র কৰ্ত্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব । ৪২ ॥
 অন্তঃশুদ্ধস্বভাবস্ত্বং লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ ।
 এতন্ময়োদিতং কৃৎস্নং হৃদি ভাবয় সর্বদা ॥ ৪৩ ॥
 সংসারদুঃখৈরখিলৈর্কাথ্যসে ন কদাচন ।
 ত্বমপ্যস্ব ময়াদিষ্টং হৃদি ভাবয় নিত্যদা ॥ ৪৪ ॥
 সমাগমং প্রতীক্ষস্ব ন দুঃখৈঃ পীড়্যসেহ্চিত্রং ।
 ন সদৈকত্র সম্বাসঃ কর্ম্মমার্গানুবর্ত্তিনাম্ ॥ ৪৫ ॥
 যথা প্রবাহপতিতপ্লবানাং সরিতাং তথা ।
 চতুর্দশসমাসংখ্যা ক্ষণক্ৰিমিব জায়তে ॥ ৪৬ ॥

হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করুন, তাহা
 হইলে দুঃখ পাইবেন না। নদীপ্রবাহ পতিত প্লবের ন্যায়
 কর্ম্মমার্গানুসারিদিগের চিরদিন সহাবস্থান কখন সম্ভবেনা, চতু-
 র্দশ বৎসর স্মরণ কালের ন্যায় ক্ষণীভূত হইবে। ৩৭। ৩৮।
 ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। আপনি হৃদয়

অনুমন্যস্ব মামম্ ! দুঃখং সন্ত্যজ্য দূরতঃ ।
 এবং চেৎ সুখসম্বাসো ভবিষ্যতি বনে মম ॥ ৪৭ ॥
 ইত্যুক্তা দণ্ডবন্মাতুঃ পাদরোরপতচ্চিরম্ ।
 উখাপ্যাক্ষে সমাবেশ্য আশীর্ভিরভিনন্দয়ৎ ॥ ৪৮ ॥
 সর্বৈ দেবাঃ সগন্ধর্বা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
 রক্ষন্তু ত্বাং সদা যান্তুং তিষ্ঠন্তুং নিদ্রয়া যুতং ॥ ৪৯ ॥
 ইতি প্রস্থাপয়ামাস সমালিঙ্গ্য পুনঃপুনঃ ।
 লক্ষ্মণোহপি তদা রামং নত্বা হর্ষাশ্রুগদগদঃ ॥ ৫০ ॥
 আহ রাম ! মমাস্তুঃ সংশয়োহয়ং ত্বয়া হৃতঃ ।
 যাম্যামি পৃষ্ঠতো রাম ! সেবাং কর্তুং তদাদিশ ॥ ৫১ ॥
 অনুগৃহীষ মাং রাম ! নোচেৎ প্রাণাং স্ত্যজাম্যহং ।
 তথৈতি রাঘবোহপ্যাহ লক্ষণং যাহি মা চিরং ॥ ৫২ ॥
 প্রতস্থে তাং সমাধাতুং গতঃ সীতাপতির্বিভুঃ ।
 আগতং পতিমালোক্য সীতা স্তম্ভিতভাষিনী । ৫৩ ॥

হইতে দুঃখাপনয়ন করিয়া আমাকে বনগমনে অনুমতি করুন
 আপনার অনুমতি হইলে আমি বনবাসে অনুমাত্র কষ্ট পাইব
 না । ৪৭ । শ্রীরাম এইরূপ সদর্পগত উপদেশ করিয়া মাতার
 চরণযুগলে পতিত হইলেন, কৌশল্যা দেবীও শ্রীরামকে ক্রোড়ে
 করিয়া আশীর্কচন করিলেন । রাম ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি
 দেবতাগণ ও গন্ধর্বগণ আগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তোমাকে রক্ষা
 করুন, অনন্তর শ্রীরামকে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিয়া বনগমনে
 অনুমতি করিলেন, লক্ষ্মণও প্রণাম করিয়া হর্ষগদগদবচনে কহি-
 লেন হে দেব ! আপনি সহপদেশের দ্বারা চিরসংশয়াপনোদন
 করিয়াছেন, এইক্ষণে আপনার সেবার্থ দণ্ডকারণে অনুগমন
 করিব আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই অভিলাষ পূর্ণ করুন, নতুবা
 প্রাণত্যাগ করিব । শ্রীরাম তথাস্তু বলিয়া লক্ষ্মণের প্রার্থিত বিষয়
 অনুমোদন পূর্বক কহিলেন হে লক্ষ্মণ, শীঘ্র বনগমনের উদ্যোগ
 কর বিলম্ব না হয় । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । অনন্তর শ্রীরাম জানকীকে
 আশ্বাসিত করিবার জন্য স্বাহে প্রস্থান করিলেন ; সীতাদেবীও

স্বর্ণপাত্রস্থ সলিলৈঃ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।
 পত্রচ্ছ পতিমালোক্য দেবঃ কিং সেনয়া বিনা ॥ ৫৪ ॥
 আগতোহসি গতঃ কুত্র শ্বেতচ্ছত্রঞ্চ তে কুতঃ ।
 বাদিত্রাণি ন বাদ্যন্তে কিরীটাদিবিবর্জিতঃ ॥ ৫৫ ॥
 সামন্তরাজসহিতঃ সন্ত্রমায়্যাগতোহসি কিং ।
 ইতি স্ম সীতয়া পৃষ্ঠৌ রামঃ সন্মিতমব্রবীৎ ॥ ৫৬ ॥
 রাজ্ঞা মে দণ্ডকারণ্যে রাজ্যং দত্তং শুভেহখিলং ।
 অতন্তুং পালনার্থায় শীঘ্রং যাস্তামি ভামিনি ! ॥ ৫৭ ॥
 অদৈব যাম্যামি বনং তন্তু শ্রুশ্রমসমীপগা ।
 সুশ্রবাং কুরু মে মাতুর্ন মিথ্যাবাদিনো বয়ং ॥ ৫৮ ॥
 ইতি ক্রবন্তুং শ্রীরামং সীতা ভীতাহব্রবীদ্বচঃ ।
 কিমর্থং বনরাজ্যন্তে পিত্রা দত্তং মহাত্মনা ॥ ৫৯ ॥

শ্রীরামচন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া স্বর্ণপাত্রস্থ সলিল দ্বারা ভক্তি-
 পূর্বক পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা
 করিলেন আর্ঘ্য ! আপনি পরিজন রহিত হইয়া একাকী কোথায়
 আসিয়াছিলেন; আপনার শ্বেতছত্র ও রাজমুকুটাদি কোথায় ?
 অযোধ্যা নগরে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি ও অন্যান্য উৎসব কি হেতু
 হইতেছে না, আপনি কি সন্মানিত হইয়া সামন্ত রাজগণকে পক্ষা-
 ভাগে রাখিয়া আসিয়াছেন ? সীতাদেবী কষ্টক এইরূপ জিজ্ঞাসিত
 হইয়া সহাস্য বদনে শ্রীরাম কহিলেন । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । হে শুভে ?
 মহারাজ আমাকে দণ্ডকারণ্যে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, অতএব
 সেই রাজ্য পালনার্থ অদ্যই গমন করিব তুমি গুরুজন সন্নিহিতা
 হইয়া আমার জননীর শুশ্রূষা কর; মাদৃশ ব্যক্তি গুরুজন সন্নিহানে
 প্রতিশ্রুত হইয়া কখনও মিথ্যাবাদি হইতে পারিবেনা । ৫৭ । ৫৮ ।
 সীতাদেবী শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন দেব ! মহারাজ
 কি কারণে আপনাকে বনরাজ্য প্রদান করিলেন । শ্রীরাম কহিলেন
 ভদ্রে ! মহারাজ কৈকেয়ীকে বরদ্বয় প্রদান করিয়াছেন—এক বর
 দ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক অপর বরদ্বারা আমার চতুর্দশবর্ষ

তামাহ রামঃ কৈকেয়ৈ রাজা প্রীতো বরং দদৌ ।
 ভরতায় দদৌ রাজ্যং বনবাসং মমানঘে ॥৬০॥
 চতুর্দশসমাস্ত্র বাসো মে কিল ষাচিতঃ ।
 তন্না দেব্যা দদৌ রাজা সত্যবাদী দম্যপরঃ ॥৬১॥
 অতঃ শীঘ্রং গমিষ্যামি মা বিঘ্নং কুরু ভামিনি ! ।
 শ্রুত্বা তদ্রামবচনং জানকী প্রীতিসংযুতা ॥৬২॥
 অহমগ্রে গমিষ্যামি বনং পশ্চাত্তমেব্যসি ।
 ইত্যাহ মাং বিনা গন্তুং তব রাঘব! সোচিতং ॥৬৩॥
 তামাহ রাঘবঃ প্রীতঃ স্বপ্রিয়াং প্রিয়বাদিনীং ।
 কথং বনং ত্বাং নেষ্যেহং বহুব্যাঘ্রমৃগাকুলং ॥৬৪॥

বনবাস হইল। সত্যবাদী মহারাজ সূতরাং পূর্ব প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইরাছেন, অতএব আমি শীঘ্র বনগমন করিব, তুমি বিয়াচরণ করিও না। সীতা রাম বাক্য শ্রবণানন্তর প্রীতিসহকারে কহিলেন দেব! আমি অগ্রেই বনগমন করিব। অনন্তর তুমি বনগমন করিবে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার গমন করা উচিত হয় না। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়বাদিনী প্রিয়র প্রণয় গর্তবচনে পরম প্রীত হইরা কহিলেন, প্রিয়ে! যে বনে বহুতর ব্যাঘ্র মৃগ ও মানুষভোজী ভীষণমূর্তি রাক্ষসগণ সিংহগণ ও বন্যবরাহ সকল সমস্তাৎ সঞ্চরণ করিতেছে সেই বনে তোমাকে কিরূপে সহচারিণী করিব, সে স্থানে কটু, তিক্ত ও অন্ন ফল মাত্র ভক্ষণদ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে। পিচ্ছিক ও ব্যঞ্জনাদি সে স্থানে অতি অপ্রাপ্য, অতএব অতি যৎকিঞ্চিৎ কটু তিক্ত প্রভৃতি ফলদ্বারা কিপ্রকারে তোমার তৃপ্তিলাভ হইবে, কোন কোন দিন বা কটু তিক্তফলও নয়নগোচর হইবে না, উপবাস দ্বারা দিনাতিপাত করিতে হইবে—কোন কোন স্থানে শর্করা ও কণ্টক এই সকল বস্তুদ্বারা দুর্গম মার্গ সকল সূচক লক্ষিত হইবে না। ঝিল্লী ও দংশাদি পরিবৃত্ত দুর্গম গিরিগহ্বর আমাদের বাস ভবন হইবে, এবংবিধ নানাপ্রকার দোষে অতিদূষিত দণ্ডকা-

রাক্ষসা ঘোরকপাশ সন্তি মানুষভোজিনঃ ।
 সিংহ ব্যাঘ্র বরাহাশ্চ সঞ্চরন্তি সমস্ততঃ ॥৬১॥
 কটু ক্লকলমূলানি ভোজনার্থং সুমধ্যমে ।
 অপূপানি ব্যঞ্জনানি বিদ্যন্তে ন কদাচন ॥৬২॥
 কালে কালে কলং বাপি বিদ্যতে কুত্র সুন্দরি !
 মার্গো ন দৃশ্যতে কাপি শর্করাকণ্টকাশ্রিতঃ ॥৬৩॥
 গুহাগহ্বরসম্বাধং ঝিল্লীদংশাদিভিষুতং ।
 এবং বহুবিধং দোষং বনং দণ্ডকসংজ্ঞিতং ॥৬৪॥
 পাদচারণে গন্তব্যং শীতবাতাতপাদিমং ।
 রাক্ষসাভীষনে দৃষ্ট্বে জীবিতং হাস্যসে চিরাৎ ॥
 তস্মাস্তুদ্রে! গৃহে তিষ্ঠ শীঘ্রং দ্রক্ষসি মাং পুনঃ ।
 রামস্য বচনং শ্রুত্বা সীতা লুঃখসমম্বিতা ॥ ৭০ ॥

রণ্য পাদচারণ দ্বারা গমন করিতে হইবে, শীত বাত ও আতপ জন্য অসহনীয় কষ্ট সহ করিতে হইবে। পতিপরায়ণার আমি সন্নিধানে সকল কষ্ট নাশ করে; কিন্তু সেই ঘোরতর ভয়ঙ্কর বনে তুমি স্ত্রী জাতি সুলভ ভীক স্বভাব-বশত ভীষণমূর্তি রাক্ষসাদি দর্শন করিয়া নিশ্চয় প্রাণ-পরিষোগ করিবে। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। হে ভদ্রে! এই সকল কারণে তোমাকে বনগমনে নিবারণ করি, গৃহে অবস্থিতি করিয়া গুহজনের শুশ্রূষা কর শীঘ্র আমাকে পুনর্দর্শন করিবে। শ্রীরামচন্দ্রের এইপ্রকার উদাসীন বাক্য শ্রবণানন্তর সীতাদেবী অতিদুঃখিতা হইরা কুলবালা সুলভ নৈসর্গিক মার্দব পরিষোগপূর্বক কিঞ্চিৎ কোপসহকারে কহিতে লাগিলেন হে ধার্মিক প্রবর! আপনি পতিপরায়ণা নিজ ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে দয়াময়! আপনি সম্মুখবর্তি থাকিলে কেহ কি আমাকে পরা-ভব করিতে পারে? আপনার ভুক্তাবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ ফল-মূলদি আমি অমৃত তুল্য জ্ঞান করিয়া ভক্ষণ করিব, তাহা-

প্রভুবাচ ক্ষুরদন্তঃ। কিঞ্চিৎ কোপসমম্বিতা ।
কথং মানিচ্ছসে ত্যক্তুং ধর্মপত্নীং পতিব্রতাং ॥৭১॥
ভৃদনন্যামদোষাং মাং ধর্মজ্যোহসি দয়াপরঃ ।
ভৃৎসমীপে স্থিতাং রাম! কো বা মাং ধর্ময়েদ্বনে ২৭
ফলমূলাদিকং সদ্যস্তব ভুক্তাবশেষিতং ।
তদেবামৃততুল্যং মে তেন ভুক্তা রমাম্যহং ॥৭৩॥
ত্বয়া সহ চরন্ত্যামে কুশাঃ কাশাশ্চ কণ্টকাঃ ।
পুষ্পাস্তরণতুল্যা মে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪ ॥
অহং ত্বাং ক্লেশয়ে নৈব ভবেয়ং কার্যসাধিনী ।
বাল্যে মাং বীক্ষ্য কশ্চিচ্ছৈ জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদঃ ॥
গ্রাহ তে বিপিনে বাসঃ পত্যাংসহ ভবিষ্যতি ।
সত্যবাদী দ্বিজো ভূয়াক্ষমিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥৭৬॥
অন্যৎ কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্বা মাং নয় কাননং ।
রামায়ণানি বহুশঃ শ্রুতানি বহুভির্দ্বিজৈঃ ॥৭৭॥
সীতাং বিনা বনং রামো গতঃ কিং কুত্রচিদ্ধদ ? ।
অতস্ত্বয়া গমিষ্যামি সর্বথা ত্বং সহায়িনী ॥৭৮॥

যদিগচ্ছসি মাং ত্যক্তু। প্রাণাং স্ত্যক্ষ্যামি তেইগ্রতঃ।
ইতি তং নিশ্চয়ং জাহ্না সীতারামা রঘুনন্দনঃ ॥৭৯॥
অত্রবীন্দেবি! গচ্ছ ত্বং বনং শীঘ্রং ময়া সহ ।
অরুন্ধতৈ্য প্রবচ্ছাস্ত হারানাতরুণানি চ ॥৮০॥
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং সর্বকৈ দত্ত্বা গচ্ছামহে বনং ।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণেনাশু দ্বিজানাং ভক্তিতঃ ॥৮১॥
• দদৌ গবাং বৃন্দশতং ধনানি
বস্ত্রানি দিব্যানি বিভূষণানি ।
কুটুম্ববন্ত্যঃ শ্রুতশীলবন্ত্যো
মুদা দ্বিজোভ্যো রঘুবংশকেভুঃ ॥৮২॥
অরুন্ধতৈ্য দদৌ সীতা মুখ্যান্যাতরুণানি চ ।
রামো মাতুঃ সেবকেভ্যো দদৌ ধনমনেকধা ॥৮৩॥

সম্বাদ কিঞ্চিৎ বলিব শ্রবণ করিয়া আমাকে সহচারিণী
ককন, ব্রাহ্মণ মুখে বহুধা রামায়ণ শ্রবণ করিয়া থাকিবেন,
কখন কি সীতা বিরহিত জীরামের বনগমন শুনিয়াছেন? অত-
এব, হে দয়াময়! সর্বথা আপনার সহধর্মিণী হইব যদি
আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করেন, তাহা হইলে
আপনার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। সীতার এইরূপ
আগ্রহাতিশয় দেখিয়া জীরাম কহিলেন, দেবি! শীঘ্র উদ্-
যোগ কর বনগমনে বিলম্ব না হয়। গুরুপত্নী অরুন্ধতী-
দেবীকে হার ও অন্যান্য আভরণাদি প্রদান কর। ৭০। ৭১।
৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ব্রাহ্মণ-
গণকে ধনদান করিয়া আমরা সকলে বনগমন করিব। জীরাম
এই কথা বলিয়া অনুমত লক্ষ্মণদ্বারা আনীত বেদজ্ঞ এবং
বহুপরিবার যুক্ত ব্রাহ্মণগণকে গৌরব শত নানাবিধ বস্ত্র ও
দিব্য অলঙ্কারাদি প্রদান করিলেন, সীতাদেবীও অরুন্ধতী-
দেবীকে মহারত্নাভরণাদি প্রদান করিলেন। জীরাম কোশ-

তেই আমার পরম পরিতৃপ্তি হইবে, আপনি সম্মুখীন থাকিলে
অতিক্রান্তকর পদার্থও আমার পরম সুখসাধন হইবে, কুশ-
কাশ ও কণ্টক প্রভৃতি কঠিন পদার্থকে কুসুমশয্যাসম জ্ঞান
করিব। আমার জন্য আপনার কোম কষ্ট হইবে না।
কেবল আপনার সেবাতে নিযুক্ত হইয়া দিন যামিনী বাপন
করিব। হে প্রভো! আপনার সহিত আমি বনবাসিনী
হইব, ইহা পূর্বেই বিদিত আছি।—একজন জ্যোতিষ শাস্ত্র
বিশারদ ব্রাহ্মণ বাল্যকালে পিতৃভবনে আমাকে দর্শন করিয়া
সহসা কহিলেন এই কন্যাটির স্বামিসহ বনে বাস করিতে
হইবে, ইহা সাময়িক লক্ষ্মণদ্বারা বোধ হইতেছে, অত-
এব হে দ্বিজ ভক্ত! সেই ব্রাহ্মণকে সত্যবাদী ককন অন্য

স্বকান্তঃ পুরবাসিতাঃ সেবকেত্যন্তথৈবচ।

পৌরজানপদেভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ ॥৮৪॥

লক্ষ্মণোহপি সুমিত্রাং তু কৌশল্যায়ৈ সমর্পয়ৎ।

ধনুঃ পাণিঃ সমাগত্য রামস্যাগ্রে ব্যবস্থিতঃ ॥৮৫॥

রামঃ সীতা লক্ষ্মণশ্চ জগ্মুঃ সর্বৈ নৃপালয়ং ॥৮৬॥

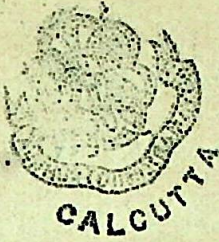
ল্যার ও নিজের দাস দাসীগণ পুরবাসী ও জানপদ বৃন্দকে
প্রচুর পরিমাণে ধন বিতরণ করিলেন, লক্ষ্মণ সুমিত্রাদেবীকে
কৌশল্যাহন্তে সমর্পণ করিয়া প্রচণ্ড কোদণ্ড গ্রহণপূর্বক
শ্রীরামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ
সকলে সমবেত হইয়া রাজভবনাভিমুখে গমন করিলেন।
শ্রীরাম চন্দ্র সহস্র কন্দর্প সদৃশ সুন্দর ও হুর্বাদলশ্যামবর্ণ
নিজ শরীরের কমনীয় কাস্তিদ্বারা দশদিক উজ্জল করত সীতা
ও লক্ষ্মণের সহিত রাজপথে পদার্পণ করিয়া অভূতপূর্ব

শ্রীরামঃ সহসীতয়া নৃপপথে গচ্ছন্ শনৈঃ সান্নজঃ
পৌরান্ জানপদান্ কুতুহলদৃশঃ সানন্দমুদীক্ষয়ন্।
শ্রামঃ কামসহস্রসুন্দর বপুঃ কাস্ত্যা দিশো ভাসয়ন্
পাদন্যাস পবিত্রিতাখিলজগৎ প্রাপালয়ন্তুৎপিভুঃ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ।

রমণীয় রূপ সন্দর্শনার্থ সমাগত পৌর ও জনপদবৃন্দের উপরি
আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মহারাজভবনাভিমুখে
গমন করিলেন ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ঃ।



পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।



শ্রীমহাদেব উবাচ।

আস্মাৎ নাগর্য দৃষ্ট্য মার্গে রামং সজ্ঞানকিং ।
লক্ষ্মণেন সমং বীক্ষ্য উচুঃ সৰ্বৈ পৱস্পরং ॥১॥
কৈকেয়া বরদানাদি শ্রুত্বা দুঃখসমারতাঃ ।
বত রাজা দশরথঃ সত্যসন্ধং প্রিয়ং স্মৃতং ॥২॥
স্ত্রী হেতোরত্যজং কামী তস্য সত্যবতা কুতঃ ।
কৈকেয়ী বা কথং দৃষ্ট্য রামং সত্যং প্রিয়ঙ্করং ॥৩॥
বিবাসয়ামাস কথং ক্রুরকস্মাতিমুঢ়ধীঃ ।
হে জনা নাত্র বস্তব্যং গচ্ছামোহদৈব কাননং ॥৪॥
যত্র রামঃ সত্যার্থ্যশ্চ মানুজে। গন্তুমিচ্ছতি ।
পশান্তু জ্ঞানকীং সৰ্বৈ পাদচারণে গচ্ছতীং ॥৫॥

পুংতিঃ কদাচিদ্দৃষ্ট্য বা জ্ঞানকী লোকমুন্দরী ।
সাপি পাদেন গচ্ছন্তী জনসংঘেন্নানরতা ॥৬॥
রামোহপি পাদচারণে গজাশ্বাদি বিবর্জিতঃ ।
গচ্ছতি দ্রক্ষ্যথ বিভুং সৰ্বলোকৈকমুন্দরং ॥৭॥
রাক্ষসী কৈকেয়ী নামী জাতা সৰ্ববিনাশিনী ।
রামস্যাপি ভবেদুঃখং সীতার্যাঃ পাদয়ানতঃ ॥৮॥
বলবান্ বিধিরেবাত্র পুং প্রযতোহি দুৰ্লভঃ ।
ইতি হুঃখাকুলে রুন্দে সাধুনাং মুনিপুঙ্গবঃ ॥৯॥
অত্রবীদ্বামদেবোহথ সাধুনাং সঙ্কমধ্যগঃ ।
মানুশোচথ রামং বা সীতাং বা বচমি তত্ত্বতঃ ॥১০॥

নগরবাসিগণ সীতা ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে রাজপথে
সমাগত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ
পূর্বক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ
সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সর্বজনাত্মরাম শ্রীরামকে কৈকেয়ীর অতি-
লাষমাত্র পূরণার্থ পরিত্যাগ করিলেন, তিনি জনসমাজে নিজ
সত্যচ্যুতি ভীকতা অনর্থের কারণ বলিয়াই প্রকাশ করিয়া-
ছেন; স্ত্রীজিত পুরুষের সত্যবাদীতা কোথায়? সে বাঁহা
হউক স্ত্রীজাতি মূলত নৈসর্গিক কোমল স্বভাবসম্পন্ন ও
বিশুদ্ধবংশসম্পূর্ণ। কৈকেয়ী প্রিয়কারী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ নব-
দুর্বাদলশ্রাম শ্রীরামকে অবলোকন করিয়া কিরূপে মৃঢ়া
ও ধলস্বভাবা নারীর ন্যায় ইষ্টাকে বিবাসিত করিলেন। হে
জাত! এবিষয়ে আমাদের বিবেচ্য কিছুই নাই, এক্ষণে
যে অরণ্য মণ্ডে সীতা ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে শ্রীরাম বাস

করিতে ইচ্ছা করেন, আমরা সকলে সমবেত হইয়া সেই
স্থানে বাস করিব। দেখ দেখ কি হুঃখের বিষয়—অসুখ্যাম্পাশ্র-
রূপা কোমলাঙ্গী জনক নন্দিনী রাজ পথে পদসঞ্চরণ করি-
তেছেন। ১। ২। ৩। ৪। ৫। বাঁহাকে শ্রীরাম ব্যতিরিক্ত
অন্য পুরুষেরা কখনই দেখেন নাই, সেই ত্রিলোকমুন্দরী
সীতা জনসমূহ সঙ্কুল নগরমার্গে অনারতা হইয়া গমন করি-
তেছেন সর্বলোকৈক মুন্দর শ্রীরামও গজাশ্বাদি রহিত হইয়া
রাজ পথে পদসঞ্চরণ করিতেছেন। হা! কৈকেয়ী
রাক্ষসী এই সকল সর্বনাশের আদিকারণ, শ্রীরামচন্দ্র ও জ্ঞান-
কীকে পৃথিবীতে পদসঞ্চরণ করিতে হইল। বিধাতার ইচ্ছাই
বলবতী—পুরুষের যত্ব কোন কার্যকর হয় না রাজপথমধ্যে
সাধুসমূহের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে মহা-
তপা বামদেব মুনি তাঁহাদিগের মধ্যবর্তী হইয়া কহিতে
লাগিলেন। হে সাধু বৃন্দ! তোমরা শ্রীরামের ও সীতার এত-

এষ রামঃ পরো বিষ্ণুরাদিনারায়ণঃ স্মৃতঃ ।
 এষা সা জ্ঞানকী লক্ষ্মীর্যোগমায়েতি বিস্তুতা ॥ ১১ ॥
 অসৌ শেষস্তমস্বেতি লক্ষ্মণাখ্যঞ্চ সাম্প্রতং ।
 এষ মায়াগুণৈর্যুক্তস্তত্তদাকারবানিব ॥ ১২ ॥
 এষ এব রজোযুক্তো ব্রহ্মাহুত্বিশ্চতাবনঃ ।
 সত্ৰাবিক্তস্তথা বিষ্ণুস্ত্রিজগৎ প্রতীপালকঃ ॥ ১৩ ॥
 ত্রষ রুদ্রস্তামসোহন্তে জগৎপ্রলয়কারণং ।
 এষ মৎস্যঃ পুরা ভুত্বা তত্ত্বং বৈবস্বতং মনুং ॥ ১৪ ॥
 নাব্যারোপ্য লয়স্যাস্তং পালয়ামাস রাঘবঃ ।
 সমুদ্রমধনে পূর্বং মন্দরে সূতলঙ্ঘতে ॥ ১৫ ॥

দৃশ্য অবস্থা দেখিয়া শোক করিও না, ইহারা সাধারণ ব্যক্তি নহেন আমি যথার্থ বলিতেছি জীৱামচন্দ্র সেই সনাতন বিষ্ণু—জনক নন্দিনী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ইনিই যোগমায়া বলিয়া জগতে বিখ্যাত আছেন । এই লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ অনন্ত দেব জীৱামের অনুগমন করিতেছেন ; জীৱাম পরমাত্মা যৎকালে মায়াগুণ-যুক্ত হন, তখনই সাকার হইয়া থাকেন । ইনিই রজোগুণ সম্পর্কে ব্রহ্মা হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সত্ত্বগুণ যোগে বিষ্ণুরূপী হইয়া ত্রিজগৎ পালন করিতেছেন, এবং তমোগুণ যোগে রুদ্ররূপী হইয়া সংহার করিবেন, ইনিই মহাপ্রলয় সময়ে মৎস্যরূপী হইয়া পরমভক্ত বৈবস্বত মনুকে নৌকার আরোহন করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, ইনিই সমুদ্রমন্ডন সময়ে কুম্ভরূপী হইয়া রসাতল-প্রবিষ্ট মন্দর পর্বতকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইনিই প্রলয় সময়ে শূকর-রূপী হইয়া দম্ভাগ্রদ্বারা রসাতল-প্রবিষ্টা পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, ইনিই নরসিংহ শরীর ধারণ করিয়া প্রহ্লাদকে বরপ্রদান ও মহাবল প্রদীপ্ত ত্রিলোক কণ্টক হিরণ্য কশিপুর বক্ষঃস্থল নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন । যৎকালে

অধারয়ৎ স্বপৃষ্ঠে হৃদ্রিং কুর্শ্বরূপী রঘুত্তমঃ ।
 মহী রসাতলং বাতা প্রলয়ে শূকরোহভবৎ ॥ ১৬ ॥
 তোলয়ামাস দংষ্ট্রাগ্রে তাং ক্ষোণীং রঘুনন্দনঃ ।
 নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা প্রহ্লাদ বরদঃ পুরা ॥ ১৭ ॥
 ত্রিলোক কণ্টকং রক্ষঃ পাটয়ামাস তন্নৈঃ ।
 পুন্ড্ররাজ্যং হতং দৃষ্ট্বা হৃদিত্যা যাচিতঃ পুরা ॥ ১৮ ॥
 বামনভ্রমুপাগম্য যাচঞয়া চাহরৎপুনঃ ।
 দুষ্কৃত্যজিয় ভুতার নিরুত্তো ভার্গবোহভবৎ ॥ ১৯ ॥
 স এব জগতাং নাথ ইদানীং রামতাং গতঃ ।
 রাবণাদীনি রক্ষাংনি কোটিশো নিহনিষ্যতি ॥ ২০ ॥
 মানুষ্যেণৈব মরণং তস্মৈ দৃষ্টং দুরাত্মনঃ ।
 রাজ্ঞা দশরথেনাপি তপসারাদিতো হরিঃ ॥ ২১ ॥
 পুন্ড্রহাকাজ্জক্সা বিক্ষোস্তদা পুত্রোহভবদ্ধরিঃ ।
 স এব বিষ্ণুঃ জীৱামো রাবণাদি বধায় হি ॥ ২২ ॥

অধিতি বলি কর্তৃক অপহৃত নিজপুত্র রাজ্য ইহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন তৎকালে ইনিই বামনরূপী হইয়া যাচঞা করিলে ঐ রাজ্য পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইনিই দুষ্কৃত্যজিয়গণ কৃত ভুতার হরণের নিমিত্ত পরশুরাম হইয়াছেন । ১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯। এক্ষণে সেই জগন্নাথ জীৱামরূপী হইয়াছেন, রাবণাদি কোটি কোটি রাক্ষসগণের উন্মূলন করা জীৱামের প্রধান উদ্দেশ্য জানিবে । দুরাত্মা রাবণ মনুষ্য হইতে মরণ কামনা করিয়া দেবগণের নিকট বরপ্রার্থনা করিয়াছে । রাজা দশরথ বিষ্ণুতে পুত্রত্ব কামনা করিয়া বহু তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন । ভক্ত-বৎসল হরি ও তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া পুন্ড্র স্বীকার করিয়াছিলেন, জীৱাম সেই বিষ্ণু রাবণ বধোদ্দেশে লক্ষ্মণ সহায় হইয়া অদ্য বনগমন করিতেছেন । এই সীতা সৃষ্টিস্থিতি

গন্তাহৈদ্যব বনং রামো লক্ষ্মণেন সহায়বান্ ।
 এষা সীতা হরেমার্যা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥২৩॥
 রাজা বা কৈকেয়ী বাপি নাত্র কারণমন্বপি ।
 পূর্বেদুর্নারদঃ প্রাহ ভূভারহরণায় চ ॥ ২৪ ॥
 রামোহপ্যাহ স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্বো গমিষ্যামাহং বনং
 অতো রামং সমুদ্दिशा চিন্তাং তাজ্জত বালিশাঃ ॥
 রামরামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভূবি ।
 তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন ॥ ২৬ ॥
 কা পুনস্তস্য রামস্য দুঃখশঙ্কা মহাত্মনঃ ।
 রামনামৈব মুক্তিঃ স্যাৎ কলৌ নান্যেন কেনচিৎ ॥
 মায়া মানুষ্যরূপেণ বিড়ম্বরতি লোকরূপে ।
 ভক্তানাং ভক্তনার্থায় রাবণস্য বধায় চ ॥ ২৮ ॥

রাজশ্চাভীক্তিসিদ্ধার্থং মানুসং বপুরাশ্রিতঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ বামদেবো মহাত্মনিঃ ॥২৯॥
 শ্রুত্বা তেহপি দ্বিজাঃ সর্বের রামং জ্ঞাত্বা হরিং বিভুং
 জহুর্হং সংশয়গ্রস্থিং রামমেবানুচিন্তয়ন্ ॥৩০॥
 ব ইদং চিন্তয়েন্নিত্যং রহস্যং রামসীতরোঃ ।
 তস্য রামে দৃঢ়া তজ্জিতবেদিজ্ঞানপূর্বিকা ॥৩১॥
 রহস্যং গোপনীয়ং বো যুয়ং বৈ রাঘবপ্রিয়াঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা প্রবর্যো বিপ্রস্তেহপি রামং পরং বিদুঃ ॥
 ততো রামঃ সমাবিশ্য পিতৃগেহমবারিতঃ ।
 সাত্বজঃ সীতয়া গত্বা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥৩৩॥

বামদেব এই সমস্ত গুহ্যবৃত্তান্ত কহিয়া বিরত হইলেন, সমবেত
 ব্রাহ্মণগণ তদ্বাক্যানুসারে শ্রীরামকে সনাতন বিষ্ণু জ্ঞানিয়া
 জদয়স্থিত সংশয় গ্রন্থি অগ্নোদন করিলেন এবং একাগ্রচিত্তে
 শ্রীরামকে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥২৯॥ ৩০॥ যে সকল
 ব্যক্তি রাম ও সীতাদেবীর এই সমস্ত গুহ্য বৃত্তান্ত সর্বদা
 চিন্তা করে তাহাদিগের বিজ্ঞান ও শ্রীরামচন্দ্রে দৃঢ়াভক্তি
 হইয়া থাকে ।

অবারিতদ্বার শ্রীরামচন্দ্রে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত
 পিতৃ গৃহে প্রবেশ করিয়া সম্মুখবর্ত্তিনী কৈকেয়ীকে কহি-
 লেন, মাতঃ! আমরা আপনার অভিষেক বনগমনে রুতসংকল্প
 হইয়া আসিয়াছি, কিন্তু পিতার অনুমতি অপেক্ষা করি-
 তেছি। কৈকেয়ী শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহসা
 গাত্ৰোত্থানপূর্বক রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র
 গুণ্ডত্র প্রদান করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে পরিধেয়
 বস্ত্র ত্যাগ করিয়া চীরখণ্ডপরিধান করিলেন, রাজকুমারী
 জানকী হস্তে চীরখণ্ড ধারণপূর্বক লজ্জাবনতমুখী হইয়া
 শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্রে
 জানকী হস্ত হইতে চীরখণ্ড গ্রহণ করিয়া তদীয় পরিধেয়
 বসনোপরি বেষ্টিত করিয়া দিলেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

প্রলয়কারিণী বিষ্ণু মারা স্মৃত্তরাং বিষ্ণুর অনুগমন করিবেন ৩০
 ১২১। ১২২। ১২৩। রাজা বা কৈকেয়ী এ বিষয়ে অনুমাত্র
 নোত্তী নহে; গত দিবসে মহর্ষি নারদ আগমন করিয়া ভূভার
 হরণ প্রতিজ্ঞা শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার
 সমক্ষে শ্রীরামও স্বীকার করিয়াছেন যে, আমি আগামি
 দিবসে ভূভারহরণের নিমিত্ত বনগমন করিব, অতএব
 তোমরা মৃত্যু ন্যায় শ্রীরামের জন্য শোক করিও না ॥ ২৪ ॥
 ১২৫। মনুষ্যেরা যে রামের নাম জপ করিয়া মৃত্যু ভয়
 হইতেও পরিত্রাণ পায় সেই রামচন্দ্রের দুঃখবিবরে আশঙ্কা
 কি অধিক? কি বলিব কলিতে, শ্রীরামের নাম বাতীরেকে
 অন্য নামোচ্চারণে মুক্তি হইবে না। সেই শ্রীরাম লৌকদিগকে
 শিক্ষা দিবার জন্য মারাদ্বারা মনুষ্যরূপ গ্রহণ করিয়া লোক
 ব্যবহার রক্ষা করিতেছেন এবং বিভিন্ন কচিবিশিষ্ট লোক-
 দিগের উপাসনার নিমিত্ত উপাস্য মূর্তি গ্রহণ করিয়াছেন;
 ইহাদ্বারা রাজা দশরথের ইচ্ছাসিদ্ধি ও দেবগণের চিরবিদ্যেয়ী
 রাবণের নিধনও সম্পাদিত হইবে ॥২৬॥২৭॥২৮॥ মহাত্মনি

আগতাস্মৌ বয়ং মাতঙ্গয়ন্তে সন্মতং বনং ।
 গন্তুং কৃতধিরঃ শীঘ্রমাজ্ঞাপয়তু নঃ পিতা ॥ ৩৪ ॥
 ইত্যুক্তা সহসোপায় চীরানি প্রদদৌ স্বয়ং ।
 রামায় লক্ষণায়ৈ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৫ ॥
 রামস্ত বজ্রাণ্যুৎসৃজ্য বনাচীরানি পর্যাধাৎ ।
 লক্ষণোহপি তথা চক্রে সীতাতন্ন বিজানতী ॥ ৩৬ ॥
 হস্তে গৃহীত্বা রামস্য লঙ্কায় মুখমৈক্ষতং ।
 রামো গৃহীত্বা তচ্চীরমংশুকে পর্যবেক্ষয়ৎ ॥ ৩৭ ॥
 তদৃষ্ট্বা রুরুদুঃ সর্বৈ রাজদারাঃ সমন্ততঃ ।
 বশিষ্ঠস্ত তদাকর্ণ্য রুদিতং তৎসন্ন রুবা ॥ ৩৮ ॥

। ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । রাজমহিবীগণ এই সকল ব্যাপার অব-
 লোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । মহর্ষি-
 বশিষ্ঠ রাজমহিবীগণের সকলগণ রোদন শ্রবণে বাধিত হইয়া
 ক্রোধসহকারে কৈকেয়ীকে কহিলেন । হে দুষ্করিत्रে ! তুমি
 রাজার নিকট কেবল জীরামের বনগমন প্রার্থনা করিয়াছ,
 রাজা তাহাই স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং জীরামকে চীরগণ
 প্রদান করিতে তোমার অধিকার আছে, পতিব্রতা জানকী
 যদি স্বেচ্ছাবশতঃ জীরামের অনুগামিনী হন, তাহাতে কাহা
 রও কিঞ্চিৎবাত্র বক্তব্য নাই; এক্ষণে আমি অনুমতি করিতেছি
 যে সীতাদেবী সর্বভরণ ভূষিতা ও দিব্যাস্বরধারিণী হইয়া
 স্বামীর সহচারিণী হউন, তাহাতে জীরামের বনবাস দুঃখ
 নিবারণ হইবেক ।

অনন্তর রাজা দশরথ সুমন্ত্রে কহিলেন সুমন্ত্র রথ
 আনয়ন কর, জীরামচন্দ্র প্রভৃতি ঐ রথে আরোহণ করিয়া বন-
 গমন করুন, রাজা এই সকল বলিতে বলিতে রাম সীতা ও
 লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন
 এবং অতি দুঃখার্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন কৃতিে আরম্ভ
 করিলেন । অনন্তর সুমন্ত্রানীত রথে সীতাদেবী প্রথমতঃ
 আরোহণ করিলেন জীরামও পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া

কৈকেয়ীং প্রাহ দূরং তে ! রাম এব ভ্রূয়া ব্রতঃ ।
 বনবাসায় দুর্কে ! ত্বং সীতায়ৈ কিং প্রযচ্ছসি ? ॥ ৩৯ ॥
 যদি রামং সমন্বতি সীতা তন্ত্যা পতিব্রতা ।
 দিব্যাস্বরধরা নিত্যং সর্বভরণভূষিতা ॥ ৪০ ॥
 রময়ত্বনিশং রামং বনদুঃখনিবারিণী ।
 রাজা দশরথোহপ্যাহ সুমন্ত্রং রথমানয় ॥ ৪১ ॥
 রথমারুহ্য গচ্ছন্ত বনং বনচরপ্রিয়াঃ ।
 ইত্যুক্তা রামমালোকা সীতাং চৈব সনক্ষণং ॥ ৪২ ॥
 দুঃখান্নিপতিতো ভূমৌ রুরোদাশ্রুপরিপ্লুতঃ ।
 আরুরোহ রথং সীতা শীঘ্রং রামস্ত পশ্যতঃ ॥ ৪৩ ॥
 রামঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা পিতরং রথমারুহৎ ।
 লক্ষণঃ খজ্রযুগলং ধনুস্তুণীযুগং তথা ॥ ৪৪ ॥
 গৃহীত্বা রথমারুহ্য নোদয়ামাস সারথিং ।
 তিষ্ঠ তিষ্ঠ সুমন্ত্রেতি রাজা দশরথোহব্রবীৎ ॥ ৪৫ ॥
 গচ্ছ গচ্ছেতি রামেণ নোদিতোহচোদয়দ্রুতং ।
 রামে দূরং গতেরাজা মুচ্ছিতঃ প্রাপতদুবি ॥ ৪৬ ॥

আরোহণ করিলেন, লক্ষণ খজ্রদ্বয়, ধনু ও তুণীর দ্বয়গ্রহণ
 করিয়া রথারোহণ করিবামাত্র সারথীকে রথচালনে অনুমতি
 করিলেন, রাজা দশরথ রথ চালন ধনি শ্রবণকরিয়া উচ্চৈঃ
 স্বরে কহিলেন । হে সুমন্ত্র ! ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর—আমি
 একবার জীরামকে দর্শন করি । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ ।
 ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । জীরামপিতার আর্তনাদ শুনিয়া কহিলেন—
 সুমন্ত্র রথ চালন কর, শোক সন্তপ্ত পিতার বাক্য শ্রবণ
 করিও না । জীরামের আদেশানুসারে সুমন্ত্র দ্রুতবেগে
 রথ চালন করিলেন, ক্ষণকাল মধ্যে জীরামের রথ দর্শন পথ
 অতিক্রম করিল । রাজা দশরথ বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ
 করিলেন, রথ নয়নপথের অতীত হইলে রাজা মুচ্ছিত হইয়া
 ভূতলে পতিত হইলেন । ৪৬ । পুরবাসী বালরুদ্ধ ও ব্রাহ্মণ,

পৌরাস্ত্র বালরুদ্ধাশ্চ বুদ্ধা ব্রাহ্মণসন্তমাঃ ।

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি রামেতি ক্রোশন্তো রথমম্বয়ুঃ ॥৪৭॥

রাজা রুদ্ধিত্বা সুচিরং মানসস্ত গৃহং প্রতি ॥

কৌশল্যায়া রামমাতুরিত্যাহ পরিচারকান্ ॥ ৪৮ ॥

কিঞ্চিৎ কালং ভবেত্তত্র জীবনং দুঃখিতস্ত মে ।

অত উদ্ধং ন জীবামি চিরং রামং বিনা কৃতঃ ॥৪৯॥

ততো গৃহং প্রবিষ্ট্যৈব কৌশল্যায়াঃ পপাত হ ।

মুচ্ছিতশ্চ চিরাদ্ বুদ্ধা ভুক্ষীমেবাবতস্থিবান্ ॥ ৫০ ॥

রামস্ত তমসাতীরং গতা তত্রাবসৎ সুখী ।

জলং প্রাশ্য নিরাহারো বৃক্ষমূলেহষপদ্বিভুঃ ॥৫১॥

গণ রাজার এইরূপ দুঃখবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্তম্ভকে-
আহ্বান করিতে করিতে রথের অনুগমন করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর রাজা পরিচারকদিগকে বলিলেন, হে পরিচারক
গণ ! তোমরা আমাকে শ্রীরাম-জননী কৌশল্যার মন্দিরে রক্ষা-
কর, তাহা হইলে কিঞ্চিৎকাল জীবন রক্ষার সম্ভব, ফলতঃ রাম
বিরহিত হইয়া অধিক কাল জীবিত থাকিব না । পরিচারকেরা
এইরূপ অভিহিত হইয়া রাজাকে কৌশল্যাগৃহে রক্ষা করিলেন,
রাজা গৃহ প্রবেশমাত্রই পতিত ও মুচ্ছিত হইলেন, কিঞ্চিৎ-
কালের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া কৌশল্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ
করত মৌনী রহিলেন । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । এদিকে শ্রীরাম-
চন্দ্র, সীতা ও লক্ষণ তমসা নদী তীরে উপস্থিত হইয়া বাস করিতে
লাগিলেন । ধর্ম্মাত্মা রাম দিবাভাগে জলমাত্র আহার করিয়া
রজনীযোগে সীতাদেবীর সহিত নিদ্রিত হইতেন, ঐ অবস্থায়
লক্ষণ স্তম্ভসমভিব্যাহারে ধনুর্ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে
রক্ষা করিতেন । পুরবাসিগণ শ্রীরামকে অযোধ্যার পুনঃপ্রত্যা-
গমন করাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঐ স্থানে আগমনপূর্বক
শ্রীরামের অবিদুরে বাস করিতে লাগিলেন এবং সকলে এইরূপ
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, শ্রীরাম যদি নগর প্রত্যাগমন
না করেন, তাহা হইলে আমরা শ্রীরামের অনুগমন করিব । ৫১ ।

সীতয়া সহ ধর্ম্মাত্মা ধনুঃপাণিস্ত লক্ষণঃ ।

পালয়ামাস ধর্ম্মজঃ স্তম্ভস্ত্রেণ সমস্থিতঃ ॥ ৫২ ॥

পৌরাঃ সর্বে সমাগত্য স্থিতাস্তম্যা বিদূরতঃ ।

শক্তা রামং পুরং নেতুং নোচেদ্ গচ্ছামহে বনং ॥

ইতি নিশ্চয়মাজ্ঞায় তেবাং রামোহতিবিস্মিতঃ ।

নাহং গচ্ছামি নগরমেতে বৈ ক্লেশভাগিনঃ ॥ ৫৪ ॥

ভবিষ্যন্তীতি নিশ্চিত্য স্তম্ভমিদমব্রবীৎ ।

ইদানীমেব গচ্ছামঃ স্তম্ভ ! রথমানয় ॥ ৫৫ ॥

ইত্যাজ্ঞপ্তঃ স্তম্ভোহপি রথং বাহৈরযোজয়ৎ ।

আরুহ্য রামঃ সীতা চ লক্ষণোহপি যযুর্জ্বতং ॥৫৬॥

অযোধ্যাভিমুখং গতা কিঞ্চিদূরং ততো যযুঃ ।

তেহপি রামমদৃষ্টে ব প্রাতরুথায় দুঃখিতাঃ ॥৫৭॥

। ৫২ । ৫৩ । শ্রীরাম তাঁহাদিগের এইরূপ অভিপ্রায় জানিয়া
অতি বিষয় সহকারে স্তম্ভকে কহিলেন, স্তম্ভ । আমি চতু-
র্দশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কদাচ নগর প্রত্যাগমন করিব না । এই
সকল পুরবাসিগণ আমার নিমিত্ত বৃথা ক্লেশ ভোগ করিতেছে,
অতএব আমি এইক্ষণে স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি
রথ আনয়ন কর, স্তম্ভ শ্রীরামের আদেশানুসারে রথ আনয়ন
করিয়া বাহ যোজনা করিলেন । শ্রীরাম সীতা ও লক্ষণ স্তম্ভ
আনীতরথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন । প্রথমতঃ
বনাভিমুখে গমন করিলে পুরবাসিগণ বিস্ময়চরিত করিবেন, শ্রীরাম
এইরূপ স্থির করিয়া অযোধ্যাভিমুখে রথ চালন করিতে অহু-
মতি করিলেন । স্তম্ভ প্রভুর আদেশানুসারে কিরংক্ষণ
অযোধ্যাভি মুখে রথ চালন করিয়া বনাভিমুখে অশ্বদিগকে
ধাবিত করিলেন । পুরবাসিগণ প্রাতঃকালে গাত্ৰোত্থানানন্তর
শ্রীরাম সীতা ও লক্ষণকে অবলোকন না করিয়া অতিদুঃখি-
তান্তঃকরণে শ্রীরামের রথ নেমি চিহ্নিত পথদর্শনানুসারে অযো-
ধ্যাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অযোধ্যার আসিয়া প্রতি-
দিন সীতা ও শ্রীরামচন্দ্রকে হৃদয়ে ধ্যান করত সংসার মুখে

রথনেমিগতং মার্গং পশ্যন্তস্তে পুরং যযুঃ।
 হৃদি রামং সসীতং তে ধ্যায়ন্তস্তস্তু রত্নহম্ ॥৫৮॥
 সূমন্ত্রোহপি রথং শীঘ্রং নোদয়ামাস সাদরং।
 স্কীতান্ জনপদান্ পশ্যান্ রামঃ সীতাসমম্বিতঃ ॥৫৯॥
 গঙ্গাতীরং সমাগচ্ছৎ শৃঙ্গিবেরাবিদুরতঃ।
 গঙ্গাং দৃষ্ট্ৱা নমস্কৃত্য স্নাত্বা সানন্দয়ানসঃ ॥ ৬০ ॥
 শিশুপা বৃক্ষমূলে স নিবসাদরঘূত্তমঃ।
 ততো গুহো জটনৈঃ শ্রুত্বা রামাগমমহোৎসবং ॥৬১॥
 সখায়ং স্বামিনং দ্রষ্টুং হর্ষাৎ তুর্গং সমাপতৎ।
 ফলানি মধুপুষ্পাদি গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৬২ ॥

জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। শ্রীরাম-
 চন্দ্র নানা জনপদ উত্তীর্ণ হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে
 শৃঙ্গবের পুর সমিহিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। ভাগীরথী
 দর্শনানন্তর প্রণাম ও স্নান করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সানন্দচিত্তে
 শিশুপা বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। অনন্তর শৃঙ্গবের পুরা-
 ধিপতি গুহক লোক মুখে পরমসখা শ্রীরামের আগমনবার্তা
 শ্রবণানন্তর দর্শনার্থ পুলকিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হই-
 লেন। চণ্ডাধিপতি গুহক পরমভক্তি সহকারে শ্রীরামচরণে
 নানাবিধ স্নানাদি ফল ও মধুপুষ্পাদি উপহার প্রদান করিয়া
 ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন; ভক্তবৎসল শ্রীরাম নিম্নভক্ত
 গুহককে ভূমি হইতে সত্বর উত্থাপিত করিয়া পরমসাদরে
 আলিঙ্গনানন্তর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। গুহক শ্রীরাম
 কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া কৃতাজলিপুটে কহিলেন, হে ভগবন্! অদ্য
 আমি ও আমার নৈষাদজন্ম ধন্য হইল, যেহেতু ত্রিলোকবাসি-
 দিগের অতিদুর্লভ আপনার আলিঙ্গন লাভ করিলাম, এই
 সকল রাজ্য সম্পত্তি আপনার নিমিত্ত রক্ষা করিয়াছি, আপনি
 অধীশ্বর হইয়া এই কিঙ্করকে কৃতার্থ করুন। দয়াময়! নিষাদ
 নগরে আগমন করিয়া আমার গৃহাদি পবিত্র করুন, আপনার
 নিমিত্ত চিরসঞ্চিত ফলমূলাদি আনয়ন করিয়াছি গ্রহণ করিয়া
 এই দাসের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। ৫৯। ৬০। ৬১।

রামস্তাশ্রে বিনিষ্কিপ্য দণ্ডবৎ প্রাপতন্তু বি।
 গুহমুখ্যাপ্য তং তুর্গং রাঘবঃ পরিবস্বজে ॥৬৩॥
 সংপৃষ্ঠকুশলো রামং গুহঃ প্রাঞ্জলিরত্নবীৎ।
 ধন্যোহহমদ্য মে জন্ম নৈষাদং লোকপাবন! ॥৬৪॥
 বভূব পরমানন্দঃ স্পৃষ্ট্ৱা তেহঙ্কং রঘূত্তম।
 নৈষাদরাজ্যমেতত্তে কিঙ্করস্ত রঘূত্তম! ॥ ৬৫ ॥
 ত্বদধীনং বসন্তত্র পালয়াম্মান্ রঘূদ্বহ!।
 আগচ্ছ যামো নগরং পাবনং কুরু মে গৃহং ॥৬৬॥
 গৃহাণ ফলমূলানি ত্বদর্থং সঞ্চিতানি মে।
 অনুগৃহীষু ভগবন্! দাসস্তেহহং সুরোত্তম! ॥৬৭॥
 রামস্তমাহ সুপ্রীতো বচনং শৃণু মে সখে।
 ন বেক্ষ্যামি গৃহং গ্রামং নববর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ৬৮ ॥
 দত্তমন্যোন নো ভুঞ্জে ফলমূলাদিকিঞ্চন।
 রাজ্যং মমৈতত্তে সর্বং ত্বং সখা মেহতিবল্লভঃ ॥৬৯॥
 বটকীরং সমানায়্য জটামুকুটমাদরাৎ।
 ববন্ধ লক্ষ্মণেনাথ সহিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৭০ ॥

৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। শ্রীরাম গুহের এইরূপ
 ভক্তি ও প্রণয়সহকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সখে!
 শ্রবণ কর আমি চতুর্দশ বর্ষ মধ্যে গ্রাম বা গৃহে প্রবেশ করিব না,
 অন্যদন্ত ফলমূলাদি ও ভক্ষণ করিব না, তুমি পরমমুখে
 রাজ্যাদি ভোগ কর, তাহাতে আমার পরম সন্তোষ হইবে।
 যেহেতু তুমি আমার অতি প্রিয়তমসখা। ৬৮। ৬৯। অনন্তর
 শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ চণ্ডাধিপতি গুহ দ্বারা বটকীর আন-
 য়ন করিয়া জটামুকুট বন্ধন করিলেন এবং ঐ স্থানে জলমাত্র
 ভক্ষণ করিয়া রজনীতে লক্ষ্মণ নিশ্চিত কুশ শয্যায় অবোধা-
 প্রাসাদস্থিত রত্ন পর্য্যক জ্ঞান করিয়া সীতার সহিত শয়ন-

৫ম অধ্যায়ঃ ।]

অযোধ্যাকাণ্ডম্ ।

৮৩

জলমাত্রস্ত সংপ্রাশা সীতয়া সহ রাঘবঃ ।

আস্তৃতং কুশপর্ণাদৈর্যঃ শয়নং লক্ষ্মণেন হি ॥৭১॥

উবাস তত্র নগরপ্রাসাদাগ্রে যথা পুরা ।

সুবাপ তত্র বৈদেহ্যা পর্যন্ত ইব সংস্কৃতে ॥ ৭২ ॥

ততো বিদুরে পরিগৃহ্য চাপং

সবাণতুণীরধনুঃ সলক্ষ্মণঃ ।

করিলেন, লক্ষ্মণ ও গুহ ধনুর্বাণ ও তুণীর গ্রহণ করিয়া চতুর্দিক

ররক্ষ রামং পরিতো বিপশ্যন্ত

গুহেন সর্দ্ধং সশরাসনেন ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়ানামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অবলোকন করত তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । ৭৭।

। ৭১ ৬৭২ । ৭৩ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়ানামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

সুপ্তং রামং সমালোক্য গুহঃ সোহশ্রুপরিপ্লুতঃ ।

লক্ষণং প্রাহ বিনয়াদ্ভাতঃ ! পশ্যসি রাঘবম্ ॥ ১ ॥

শয়ানং কুশপত্রৌঘসংস্তুরে সীতয়া সহ ।

যঃ শেতে স্বর্ণপর্যঙ্কে স্নান্তীর্ণে ভবনোত্তমে ॥ ২ ॥

কৈকেয়ী রামদুঃখস্ত কারণং বিধিনা কৃত্য ।

মহুর্বা বুদ্ধিমান্স্থায় কৈকেয়ী পাপমাচরৎ ॥ ৩ ॥

তচ্ছ্রুত্বা লক্ষণঃ প্রাহ সখে ! শৃণু বচো মম ।

কঃ কস্ত হেতুর্দুঃখস্ত কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা ॥ ৪ ॥

স্বপূর্বার্জিতকর্মৈব কারণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৫ ॥

সুখস্য দুঃখস্য ন কোহপি দাতা

পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা ।

অহং করোমীতি ব্রথাহিতিমানঃ

স্বকর্মসূত্রপ্রথিতো হি লোকঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর চণ্ডালাধিপতি গুহ জিরামকে কুশ-শয্যায় শয়ন দেখিয়া সজলনয়নে ও বিনীতভাবে লক্ষণকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! অবলোকন করিতেছ যিনি ইতিপূর্বে অযোধ্যাভূবন-স্থিত মহানুভ্য স্বর্ণপর্যঙ্কে শয়ন করিতেন, অদ্য সেই নবদূর্গা-দলভ্রাম রাম কঠিন কুশপত্র সমূহ বিরচিত শয্যায় সীতাদেবীর সহিত শয়ন করিতেছেন । তা বিধাতা! কৈকেয়ীকে এই সকল অনর্থের কারণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এবিষয়ে একা কৈকেয়ী নিদান নহে, যেহেতু মহুর্বা তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তিকে অন্যথা করিয়া দিয়াছে । লক্ষণ গুহকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন সখে! শ্রবণ কর, এই জগতে এক ব্যক্তি অপরের

সুহৃন্মিত্রাষু দাসীনদ্বেষ্টামধ্যস্থবান্ধবাঃ ।

স্বয়মেবাচরন্ কন্ম তথা তত্র বিভাব্যতে ॥ ৭ ॥

সুখং বা যদি বা দুঃখং স্বকর্মবশগো নরঃ ।

যদাযদ্যথাগতং তত্তদুজ্জ্বল্য স্বহৃদমনা ভবেৎ ॥ ৮ ॥

ন মে ভোগাগমে বাঞ্ছা ন মে ভোগবিবর্জনে ।

আগচ্ছত্থং নাগচ্ছত্থভোগবশগো ভবে ॥ ৯ ॥

সুখের বা দুঃখের কারণ হইতে পারে না; যেহেতু পূর্বজন্ম-কৃত নিজ কর্মদ্বারা লোকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অমুক ব্যক্তিদ্বারা আমার সুখ বা দুঃখ হইতেছে এই প্রকার মহুর্বাদিগের বুদ্ধিকে কুবুদ্ধি বলিতে হইবে এবং আমি স্বয়ং দুঃখজনক বা সুখজনক কার্য্য করিতেছি, এই প্রকার বুদ্ধিকে অভিমান বলা যায় । যেহেতুক লোক মাত্রেই কর্মসূত্রে প্রথিত রহিয়াছে, অর্থাৎ কাহারও কোন কার্য্যে স্বতঃ প্রভুতা নাই । যেমন সূত্রধারী পুরুষ সূত্রসংযুক্তা কাঞ্চ পুতলীকে সূত্র-চালন দ্বারা নানাপ্রকারে নৃত্য করাইয়া থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বর কর্মসূত্রে আবদ্ধ লোকদিগকে নানা কার্য্যে ভ্রমণ করাইতেছেন; যেমন লোকেলা নিজকর্মবশতঃ শত্রুতা বা মিত্রতা লাভ করিয়া থাকে, সুখ দুঃখাদি বিষয়ে সেইরূপ দেখিতে হইবে অর্থাৎ সুখজনক কার্য্য করিলে সুখ, দুঃখজনক কার্য্যে করিলে অসুখ হইয়া থাকে । অতএব স্বকর্মবশগো লোকেলা যে সময় যাহা উপস্থিত হইবে সুখ বা দুঃখ হউক তাহা অবশ্যই সহনীয় বিবেচনা করিয়া সূহৃদচিত্তে রহন করিবে । ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। হে ভ্রাতঃ! আমার সুখ ভোগে বা সুখ বিরামে বাঞ্ছা নাই; সুখ বা দুঃখ হউক অবশ্য সহন করিব কদাচ ভোগের বশবর্তী হইব না, ইহা নিশ্চয় জানি যে, যে দেশে যে কালে যাহা হইতে যে ব্যক্তি

যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যস্মাদ্বা যেন কেন বা ।
 কৃতং শুভাশুভং কর্ম ভোজ্যং তত্ত্ব নান্যথা ॥১০॥
 অলং হর্ষবিবাদাভ্যাং শুভাশুভফলোদয়ে ।
 বিধাতা বিহিতং যদ্যত্নদলজ্বাং সুরাসুরৈঃ ॥ ১১ ॥
 সর্বদা সুখদুঃখাভ্যাং নরঃ প্রত্যবরুধ্যতে ।
 শরীরং পুণ্যপাপাভ্যামুৎপন্নং সুখদুঃখবৎ ॥ ১২ ॥
 সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্ ।
 দ্বয়মেতদ্বি জন্তু নামলজ্বাং দিনরাত্রিবৎ ॥ ১৩ ॥
 সুখমধ্যে স্থিতং দুঃখং দুঃখমধ্যে স্থিতং সুখম্ ।
 দ্বয়মন্যোহন্য সংযুক্তং প্রোচাতে জলপঙ্কবৎ ॥১৪॥
 তস্মাচ্ছৈর্যোগ বিদ্বাংস ইচ্ছানিচ্ছোপপত্তিষু ।
 ন হৃষ্যন্তি ন মুহ্যন্তি সর্বং মায়েতি ভাবনাৎ ॥১৫॥

যে যে শুভাশুভ কার্য্য করিবে, সেই দেশে সেই কালে তাহা
 হইতে সেই ব্যক্তি সেই সকল শুভাশুভ কর্মের অবশ্যই ফল
 ভোগ করিবে। অতএব শুভাশুভ ফল হইলে হর্ষ বা বিবাদ
 করা অনুচিত; বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেবতা বা
 অমুর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। দেহিমাত্রেরই সুখ দুঃখ
 ভোগ অবশ্যই হইবে, যেহেতু এই শরীর পাপ ও পুণ্যদ্বারা
 উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই শরীরাবচ্ছেদে পাপের পরিণাম
 দুঃখ ও পুণ্যের পরিণাম সুখ হইবে তাহার সন্দেহ কি? সুখ-
 ভোগানন্তর দুঃখ ভোগ—দুঃখভোগানন্তর সুখ ভোগ দেহি-
 মাত্রের অবশ্যই হইয়া থাকে; দিবসান্তে যে রজনী সমাগম—
 রজনী প্রভাতে পুনর্বার দিবসোদয় ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত
 হইয়াছে। হে জাতঃ, যে প্রকার জলস্থিত পঙ্কের মধ্যে জল—
 ঐ জলমধ্যে পঙ্ক এইরূপে পরস্পরের নিয়ত সম্বন্ধ দেখা যায়,
 সেইরূপ সুখ দুঃখেরও নিয়ত সম্বন্ধ অর্থাৎ সুখের মধ্যে দুঃখ ও
 দুঃখের মধ্যেও সুখ থাকে, দুঃখ রহিত সুখ মনুষ্য দেহে সম্ভব
 হয় না—যেমন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা দ্বারা ইচ্ছানিচ্ছাপ্রাপ্ত হইলে
 কাহারও হর্ষ বা বিবাদ হয় না, তজ্জপ পণ্ডিতেরা স্বকার্য্য-
 বশতঃ ইচ্ছানিষ্ট প্রাপ্তি হইলে হৃষ্ট বা মুগ্ধ হন না। ৭।৮।৯।১০।
 ১১।১২।১৩।১৪।১৫। শুদ্ধ ও লক্ষ্মণের এইরূপ কথোপকথন

শুভলক্ষ্মণয়োরেবং ভাবতোর্দ্বিমলং নতঃ ।
 বভূব রামঃ সলিলং স্পৃষ্টা প্রাতঃসমাহিতঃ ॥১৬॥
 উবাচ শীঘ্রং সুদৃঢ়াং নাবমানর মে সখে ।
 শ্রদ্ধা রামস্য বচনং নিবাদ দ্বিপতি গুহঃ ॥১৭॥
 স্বয়মেব দৃঢ়াং নাবমানিয়ার সুলক্ষণাং ।
 স্বামিয়ারুহতাং নৌকা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥১৮॥
 বাহয়ে জ্ঞাতিভিঃ সার্কিমহমেব সমাহিতঃ ।
 তথৈতি রাঘবঃ সীতামারোপ্য শুভলক্ষণাং ॥১৯॥
 গুহস্য হস্তাবলম্ব্য স্বয়ং চারুহৃদচ্যুতঃ ।
 আয়ুধাদীন সমারোপ্য লক্ষ্মণোহপ্যারুরোহ চ ॥২০॥
 গুহস্তাঙ্গাহরামাস জ্ঞাতিভিঃ সহিতঃ স্বয়ং ।
 গঙ্গামধ্যে গতা গঙ্গাং প্রার্থয়ামাস জানকী ॥২১॥

হইতে হইতেই নভোমণ্ডল নিম্নল হইয়া উঠিল। শ্রীরামচন্দ্র
 প্রভাত দর্শনে আনন্দিত হইয়া সলিলস্পর্শ করিলেন এবং
 কহিলেন।—হে সখে! শীঘ্র সুদৃঢ় নৌকা আনয়ন কর, নিবা-
 দাধিপতি গুহ শ্রীরামের আদেশানুসারে স্বয়ং সুদৃঢ় নৌকা
 আনয়ন করিয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি এই নৌকার
 সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ করুন, আমি স্বয়ং জ্ঞাতি-
 বর্গের সহিত সমবেত হইয়া নৌকা চালন করিব। শ্রীরাম
 তথাস্ত বলিয়া অগ্রে সীতাদেবীকে আরোহণ করাইয়া
 স্বয়ং গুহকের হস্তাবলম্বন পূর্বক নৌকারোহণ করি-
 লেন। অনন্তর লক্ষ্মণ ঐ নৌকার অস্ত্রাদি রক্ষা করিয়া
 আরোহণ করিলেন। গুহক জ্ঞাতিবর্গের সহিত ঐ নৌকা
 বাহন আরম্ভ করিলেন, জানকী ভাগীরথীর মধ্যবর্তিনী হইয়া
 প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, দেবি, ভগবতি, ভাগীরথি গঙ্গে!
 তোমাকে নমস্কার করি, আমরা বনবাস হইতে নিরুক্ত হইয়া
 নানাবিধ ফল পুষ্পোপহার দ্বারা তোমার পূজা করিব।
 কিয়ৎক্ষণ মধ্যে নৌকা ভাগীরথীর পরকূলে উপস্থিত হইল।
 রাম সীতা ও লক্ষ্মণ নৌকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রধান

দেবি গৃহে ! নমস্তুভ্যং নিরস্তা বনবাসতঃ।

রামেন সহিতাহং ত্বাং লক্ষ্মণেন চপূজয়ে ॥২২॥

কলপুষ্পোপহারৈশ্চ নানা বসিতিরাদৃতা।

ইত্যুক্ত্বা পরকুলং তৌ শনৈরুত্তীৰ্য্য জগ্মতুঃ ॥২৩॥

গুহোহপি রাঘবং প্রাহ গমিষ্যামি ত্বয়া সহ।

অনুজ্ঞাং দেহি রাজেন্দ্র নোচেৎপ্রাপ্যন্ত্যজাম্যহং ।

শ্রুত্বা নৈষাদবচনং শ্রীরামস্তমথাত্রবীৎ ।

চতুর্দশমহাঃ স্থিত্বা দণ্ডকে পুনরপ্যহম্ ॥ ২৫ ॥

আরাশ্চাম্যাদিতং সত্যং নামত্যং রামভাবিতম্ ।

ইত্যুক্ত্বালিঙ্গ্য তং তক্তং সমাশ্রাম্য পুনঃপুনঃ ॥ ২৬ ॥

নিবর্ত্তয়ামাস গুহং সোহপি কৃচ্ছাদ্যযৌ গৃহম্ ।

তত্র মেধ্যং মৃগং হত্বা পক্ত্বা হত্বা চ তে ত্রয়ঃ ॥২৭॥

ভুক্ত্বা বৃক্ষদলে সুপ্তা সুখমাসত তাং নিশাম্ ।

ততো রামস্ত বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥২৮॥

ভরদ্বাজাশ্রমপদং গত্বা বহিরূপস্থিতঃ ।

তত্রৈকং বটুকং দৃষ্ট্বা রামঃ প্রাহ চ হে বটো ॥ ২৯ ॥

রামো দাশরথিঃ সীতালক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ ।

আস্তুে বহির্বনশ্চেতিহ্যচ্যতাং মুনিসন্নিধৌ ॥ ৩০ ॥

তচ্ছ্রুত্বা মহীমা গত্বা পাদয়োঃ পতিতো মুনেঃ ।

স্বামিন্ রামঃ সমাগত্য বনাদ্বহিরবস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥

সভার্যঃ সান্নজঃ শ্রীমানাহ মাং দেবসন্নিভঃ ।

ভরদ্বাজায় মুনয়ে জ্ঞাপয়স্ব বথোচিতম্ ।

তচ্ছ্রুত্বা সহসোথায় ভরদ্বাজো মুনীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বাহর্যং চ পাদ্যঞ্চ রামসামীপ্যামাযযৌ ॥ ৩৩ ॥

সমীপবর্ত্তী এক জন বটুকে কহিলেন। হে বটো! তুমি গমন করিয়া মহর্ষিকে বিজ্ঞাপন কর, যে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র উপস্থিত হইয়া বহির্দেশে দণ্ডায়মান আছেন ॥২৪॥২৫॥২৬॥২৭ ২৮॥২৯ ৩০। অনন্তর বটু মহর্ষি সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন হে মহর্ষে! সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র বহির্দেশে উপস্থিত হইয়া আপনাকে বিজ্ঞাপন করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। মহর্ষি রাম নাম শ্রবণমাত্র পুলকিত হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণপূর্বক রাম সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর শ্রীরামকে যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন। হে রাজীবলোচন রাম! আপনারা সকলে আগমন করিয়া চরণ ধূলি দ্বারা আমার পর্ণশালা পবিত্র করুন, অনন্তর শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভরদ্বাজের পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ পুনর্বার সেই স্থানে তাঁহাদিগের পূজাকরণান্তর আতিথ্য করিয়া কহিলেন, হে রাম! অদ্য আমি আপনার দর্শনে তপঃসিদ্ধি লাভ করিলাম। হে ভগবন্! আমি আপনার অনুগ্রহে ভূত ভবিষ্যৎ সকলই জানিতে পারি স্বচরাং, আপনার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যদবস্থা আমার অবদিত নহে। আপনি পরমাত্মা ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে নান্য মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং

করিলেন। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। গুহক কিঞ্চিৎ অনুগমন করিয়া কহিলেন, হে সখে! আমি আপনার অনুগমন করিব, হে রাজেন্দ্র! অল্পমতি ককন, নচেৎ প্রাণতাগ করিব। শ্রীরাম কহিলেন, হে সখে! তুমি ব্রুংখিত হইও না; চতুর্দশ বর্ষ বন বাসান্তে পুনর্বার তোমার এই স্থানেই প্রত্যাগমন করিব, ইহা সত্য কহিলাম শ্রীরামের বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না। অনন্তর গুহককে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিলেন চণ্ডালরাজ অতি কষ্টে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন গুহক গমন করিলে, শ্রীরাম সেই স্থানে মৃগদ্বাহত মৃগমাংস পাক করিয়া দেব ও পিতৃ লোকের উদ্দেশে প্রদানানন্তর নিবেদিতাবশিষ্ট মাংস পত্নী ও অনুজের সহিত ভোজন করিলেন, এবং বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া ব্রজনী অতিবাহিত করিলেন, প্রাতঃকালে গাভ্রোস্থানানন্তর সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইয়া

দৃষ্ট্ৱ। রামং বথান্যায়ং পূজয়িত্বা লক্ষ্মণম্ ।
 আহ মে পৰ্ণশালাং ভো রাম ! রাজীবলোচন ! ।
 আগচ্ছ পাদরজসা পুনীহি রঘুনন্দন ! ।
 ইত্যুক্তে টটজমানীয় সীতয়া সহ রাঘবো ॥ ৩৫ ॥
 তত্ৱা পুনঃ পূজয়িত্বা চকারাতিথ্যমুত্তমম্ ।
 অদাহং তপসঃ পারং গতৌহস্মি তব সঙ্কমাৎ ॥
 জ্ঞাতং রাম ! তবোদন্তং ভূতং চাংগামিকং চ যৎ ।
 জানামি ত্বাং পরাভ্রানং মাযয়া কার্যমানুষম্ ॥ ৩৭ ॥
 বদৰ্থমবতীর্ণৌহসি প্রার্থিতো ব্রহ্মণা পুরা ।
 বদৰ্থং বনবাসস্তে যৎকরিষ্যসি বৈ পুরঃ ॥ ৩৮ ॥
 জানামি জ্ঞানদৃষ্ট্যাহং জাতয়া ত্বদুপাসনাৎ ।
 ইতঃ পরং ত্বাং কিং বক্ষে কৃতার্থৌহং রঘুত্তম ॥ ৩৯ ॥
 যন্তাং পশ্যামি কাকুৎস্থং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
 রামস্তমতিবাদ্যাহ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ ॥ ৪০ ॥
 অনুগ্রাহ্যাস্তয়া ব্রহ্মন্ ! বয়ং ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ ।
 ইতি সন্ত্যাজ্যতেহন্যোহন্যমুবিষ্টা মুনিসন্নিকৌ ॥ ৪১ ॥

প্রাতরুথায় যমুনামুত্তীৰ্য্য মুনিদারকৈঃ ।
 কৃতাপ্তবেন মুনিনা দৃষ্টমার্গেণ রাঘবঃ ॥ ৪২ ॥
 প্রযযৌ চিত্রকূটাদ্রিং বাল্মীকেৰ্যত্র চাশ্রমঃ ।
 গত্বা রামৌহথ বাল্মীকেরাশ্রমং ঋষিসংকুলম্ ।
 নানামৃগদ্বিজাকীর্ণং নিত্যপুষ্পকলাকুলম্ ।
 তত্র দৃষ্ট্ৱ। সমাঙ্গীনং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥
 ননাম শিরসা রামৌ লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ।
 দৃষ্ট্ৱ। রামং রমানাথং বাল্মীকিলৌকমুন্দরম্ ॥ ৪৫ ॥
 জানকীলক্ষ্মণোপেতং জটামুকুটমণ্ডিতম্ ।
 কন্দৰ্পসদৃশাকারং কমনীয়ায়ুজেক্ষণম্ ॥ ৪৬ ॥
 দৃষ্ট্ৱ। বসহসৌত্তপ্তৌ বিস্ময়ানিমিষে ক্ষণঃ ।
 আলিঙ্গ্য পরমানন্দং রামং হর্ষাশ্রলোচনঃ ॥ ৪৭ ॥
 পূজয়িত্বা জগৎপূজ্যং তত্ৱাহৰ্যাদিত্তিরাদৃতঃ ।
 কলমূলৈঃ সুমধুরৈর্ভোজয়িত্বা চ লালিতঃ ॥ ৪৮ ॥

। ৪১ । পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোপধানান্তর মুনি বালক-
 গণের সহিত যমুনা পার হইয়া প্রাতঃস্নানান্তর ভরদ্বাজ
 মুনিকর্তৃক দর্শিত পথ অবলম্বন পূর্বক মহর্ষি বাল্মীকির
 তপোবন শোভিত চিত্রকূটে গমন করিলেন । অনন্তর রাম
 সীতা ও লক্ষ্মণ মহর্ষি সংকুল—সততঃ পুষ্পফলাদি সমাকীর্ণ
 এবং নানাবিধ মৃগ ও দ্বিজাতিবর্গ কর্তৃক পরিবেষ্টিত তপোবনে
 উপস্থিত হইয়া বাল্মীকিকে প্রণাম করিলেন । মহাতপা
 বাল্মীকি কন্দৰ্প সদৃশ সুন্দর ও জটামুকুট মণ্ডিত রাজীব-
 লোচন রামকে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সমাগত দেখিয়া
 বিস্ময় সহকারে সহসা গাত্রোপধানান্তর সহবালিঙ্গন করিয়া
 পরম ভক্তি ও আদর পূর্বক পাদ্যধায়া দ্বারা পূজা করিলেন,
 এবং সুমধুর কলমূলদি আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন
 করাইলেন । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । অনন্তর

বে কারণে বনবাসী হইয়াছেন ও বনবাসাবস্থায় বাহা করি-
 বেন, তাহা ভবদুপাসনা লব্ধ জ্ঞান দৃষ্টিদ্বারা আমি প্রত্যক্ষ
 করিতেছি, অধিক কি বলিব, হে রঘুনন্দন ! অদ্য আমি পরম
 পুরুষদর্শনে কৃতার্থ হইলাম । জীৱাম মহর্ষির জ্ঞানগর্ভ বাক্য
 শ্রবণ করিয়া অভিবাদন পূর্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মণ ! আমরা
 ক্ষত্রিয় সন্তান, আপনাদিগের অনুগ্রহের পাত্র অলৌকিক
 বাক্যদ্বারা আমরা দিগকে শুভ করিবেন না । পরম্পরের
 এইরূপ কথোপকথন সমাপ্ত হইলে জীৱাম সীতা ও লক্ষ্মণ
 সেই দিবা ও রজনী ভরদ্বাজপ্রসঙ্গে অভিবাহিত করিলেন ।
 । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ।

রাঘবঃ প্রাঞ্জলিঃ গ্রাহ বাস্তুকিং বিনয়ান্বিতঃ ।
 পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানাগতা বয়ম্ ॥ ৪৯ ॥
 ভবন্তো যদি জানন্তি কিং বক্ষ্যামোহত্রকারণম্ ।
 যত্র মে সুখবাসায় ভবেৎ স্থানং বদন্ত তৎ ॥ ৫০ ॥
 সীতয়া সহিতঃ কালং কিঞ্চিৎকৃত্ব নয়াম্যহম্ ।
 ইত্যুক্তো রাঘবেণাসৌ মুনিঃ সন্মিতমব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥
 ভূমেব সর্বলোকানাং নিবাসস্থানমুত্তমম্ ।
 তথাপি সর্বভূতানি নিবাসসদনানিহি ॥ ৫২ ॥
 এবং সাধারণং স্থানমুক্তং তে রঘুনন্দন ! ।
 সীতয়া সহিতশ্চেতি বিশেষং পৃচ্ছতস্তব ॥ ৫৩ ॥
 তদ্বক্ষ্যামি রঘুশ্রেষ্ঠ ! যন্তে নিয়তমন্দিরম্ ।
 শান্তানাং সমদৃষ্টীনামদেয়ুগাং চ জন্তুযু ॥
 ত্রামেব ভজতাং নিত্যং হৃদয়ং তেহধিমন্দিরম্ ॥ ৫৪ ॥
 ধর্মাধর্মান্ পরিত্যজ্য ত্রামেব ভজতোহমিশম্ ।
 সীতয়া সহ তে রাম ! তস্য হৃৎ সুখমন্দিরম্ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীরাম কৃতাজলি হইয়া কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি তপ
 প্রভাবে সকলই বিদিত হইয়া থাকিবেন যে, আমরা পিতৃ
 আজ্ঞা পালনার্থ দণ্ডকারণে আগমন করিয়াছি ও অধিক
 আপনাকে কি জানাইব। এক্ষণে আমরাদিগের সুখবাস
 যোগ্য স্থান আদেশ ককন, যে স্থানে জানকী সমভিব্যাহারে
 কিঞ্চিৎকাল বাস করিতে পারি।* বাস্তুকি শ্রীরামের বাক্য
 শ্রবণানন্তর সহাস্য বদনে কহিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! ভূমি সর্ব-
 লোকের আবাস স্থান এবং সর্বভূতগণ তোমার আবাসস্থান,
 এইরূপ তোমার সাধারণ বাসস্থান কহিলাম। কিন্তু সীতা
 সহ বসতি স্থান বিশেষ করিয়া কহিতেছি শ্রবণ ককন। ৪৯।
 ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩।* হে-রাম! যে ব্যক্তি লোভ শূন্য

ত্রমুক্তজ্ঞাপকো যন্ত ত্রামেব শরণং গতঃ ।
 নিবৃত্তো নিম্পৃহস্তস্য হৃদয়ং তে সুমন্দিরম্ ॥ ৫৬ ॥
 নিরহঙ্কারিণঃ শান্তা যে রাগদ্বेषবর্জিতাঃ ।
 সমলোকাশ্রয়কণকান্তেবাং তে হৃদয়ং গৃহম্ ॥ ৫৭ ॥
 ত্রয়ি দত্তমনোবুদ্ধির্যঃ সন্তুষ্ঠঃ সদা ভবেৎ ।
 ত্রয়ি সন্ত্যক্তকর্ম্মা যন্তমনস্তে শুভং গৃহম্ ॥ ৫৮ ॥
 যো ন দেহ্যপ্রিয়ং প্রাপ্য প্রিয়ং প্রাপ্য ন হৃষ্যতি ।
 সর্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্রাং ভজেত্তন্মনো গৃহম্ ।
 বড় ভাবাদিবিকারান্ যো দেহে পশ্যতি নাশ্রয়ি ।
 ক্ষুণ্ণং সুখং ভয়ং দুঃখং প্রাণবুদ্ধ্যানি রীকতে ॥
 সংসারধর্ম্মৈর্নিবৃত্তস্তস্য তে মানসং গৃহম্ ॥ ৬১ ॥

এবং শরণাগত হইয়া তোমার মন্ত্র জপ করে, তাহার মন
 তোমাদিগের নিয়ত বাসস্থান এবং শান্তি-গুণাবলম্বী, নির-
 হঙ্কার ও রাগদ্বেষ রহিত হইয়া, যে, ব্যক্তি লোভে কাঞ্চন
 ও প্রস্তরে সমজ্ঞান করে, তাহার মন তোমাদিগের বাসস্থান।
 হে রঘুনন্দন! যে ব্যক্তি তোমাতে মন, বুদ্ধি ও কর্মফল অর্পণ
 করিয়া সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে তাহার মনও তোমাদিগের বাস-
 স্থান, যে ব্যক্তি অপ্রিয় বস্তুতে দ্বেষ করে না—প্রিয় বস্তু
 লাভ করিয়াও হর্ষিত হয় না এবং জগতকে মাত্রা কুস্পিত
 অলীক বিবেচনা করিয়া তোমাকে ভজনা করে—তোমার
 হৃদয় তোমাদিগের বাসস্থান এবং যে ব্যক্তি জন্ম, মর্ত্য, বিনাশ,
 ভ্রাস, বুদ্ধি, ও বৈপরিত্য এই বড়বিধ বিকার আত্মাতে কল্পনা
 না করিয়া নিজ দেহ-ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছে এবং ক্ষুধা,
 তৃষ্ণা, সুখ, ভয় ও দুঃখ প্রভৃতি গুণকে প্রাণ ও বুদ্ধি এই উভ-
 যের ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া পাপ পুণ্যাদিরূপ-সংসার-ধর্ম্ম
 পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার মানস তোমাদিগের বাসস্থান।
 হে জগদীশ্বর! যাহারা সর্বব্যাপী এবং অনন্ত-সত্য-চৈতন্য-
 স্বরূপ ও নিলেপ এবং অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়,
 আনন্দময় স্বরূপ নিত্য স্থানে অবস্থিত পরমাত্মাকে তোমা-

পশ্যন্তি যে সৰ্বগুহাশয়স্থং
জ্ঞাৎ চিদ্রনং সত্যমনন্তমেকং ।
অলপকং সৰ্বগতং বরেন্যং
তেষাং হৃদজে সহ সীতয়া বস ॥৬২॥
নিরন্তরাভ্যাসদৃঢ়ীকৃতান্ননাং
ত্বৎপাদসেবাপরিনিষ্ঠিতানাং ।
ত্বমামকীৰ্ত্তা হতকলুষাণাং
সীতাসমে তস্য গৃহং হৃদজে ॥৬৩॥

রাম ! ত্বমামমহিমা বর্ণ্যতে কেন বা কথং ।
যৎপ্রভাবদিহং রাম ! ব্রহ্মর্ষিত্বমবাগুবান্ ॥ ৬৪ ॥
অহং পুরা কিরাতেষু কিরাতেঃ সহ বর্জিতঃ ।
জন্মমাত্রদ্বিজত্বং মে শূদ্রাচাররতঃ সদা ॥৬৫॥
শত্রুয়াং বহবঃ পুত্রা উৎপন্না মেহজিতান্ননাঃ ।
ততশ্চোন্নৈশ্চ সঙ্গম্য চোরহমভবং পুরা ॥৬৬॥

হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে তাহাদিগের হৃদয়
পদ্মে তুমি সীতার সহিত পরম সুখে বাস কর, বাহারা ধ্যানা-
ভ্যাস করিয়া তোমাতে মন দৃঢ়তর নিয়োজিত করিয়া তোমা-
রই পদসেবানুষ্ঠানে সতত রত আছে এবং তোমার নাম
কীর্তন করিয়া সৰ্বপাপ হইতে মুক্তি হইয়াছে তাহা-
দিগের হৃদয়ে সীতার সহিত বাস কর । ৬৩। হে
রাম ! তোমার নামের অপার মহিমা—কেহ বর্ণন করিতে
পারে না । তোমার নাম প্রভাবে আমি মহর্ষি হইয়াছি ।
পূর্বকালে কিরাভাধিষ্ঠিত দেশে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া
কিরাত বালকগণের সহিত গ্লানিবর্জিত হইয়াছিলাম ; কাল-
ক্রমে শূদ্রাচারে আমার গুণসে কতিপয় সন্তান উৎপন্ন হইল ।
অনন্তর তাহাদিগের উদর পোষণার্থ চোরগণের সহিত মিলিত
হইয়া চৌর্য্য রুটি আরম্ভ করিলাম, ৬৬। সৰ্বদা ধর্ম্মান

ধর্ম্মবানধরো নিত্যং জীবানামন্তকোপমঃ ।
একদা মুনয়ঃ সপ্ত দৃষ্টা মহতি কাননে ॥৬৭॥
সাক্ষান্ময়া প্রকাশন্তো জননার্কসমপ্রভাঃ ।
তানমুখাবৎ লোভেন তেবাং সৰ্বপরিচ্ছদান্ ॥৬৮॥
এহীতুকামস্তত্রাহং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাক্রবন্ ।
দৃষ্টামাং মুনয়োহপৃচ্ছন্ কিমায়ানি দ্বিজাধম ! ॥৬৯॥
অহং তানক্রবং কিঞ্চিদাদাতুং মুনিসন্তমাঃ ।
পুঞ্জদারাদয়ঃ সন্তি বহবো মে বুদ্ধিক্রিতাঃ ॥৭০॥

ধারণ-পূর্বক নানা পণ্ডপক্ষীদিগের হিংসা করা আমার এক মাত্র
ব্যবসায় হইল । একদা মহারণ্য মধ্যে সূর্য্যাসি সদৃশ দেদীপ্য-
মান ও ভেজঃপুঞ্জ শরীর বিশিষ্ট সপ্তর্ষি দর্শন করিয়া তাহা-
দিগের যৎকিঞ্চিৎ স্বল্পমূল্য পরিচ্ছদ গ্রহণাভিলাষে অন্তঃগমন
করিয়া উঠিলে; পরে ‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ’ এই বলিয়া বারবার শব্দ করিলাম,
মুনিগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রে দ্বিজাধম ! কি হেতু তুমি
অন্তঃগমন করিতেছ ? তৎকালে উত্তর করিলাম—আমি বহুদুঃখী
ও দরিদ্র, আমার স্ত্রী পুত্রাদি অশান্তভাবে ক্ষুধার্ত হইয়াছে তাহা-
দিগের উদর পোষণার্থ আমি এই গিরিকাননমধ্যে দ্রব্যসুত্তি
করিয়া ধন গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । এক্ষণে পরিচ্ছদা-
পহরণাশয়ে তোমাদিগের অন্তঃগমন করিতেছি । অনন্তর মুনি-
গণ আমাকে কহিলেন, রে নরাধম ! তুমি গৃহে গমন করিয়া
স্ত্রী পুত্রাদিকে জিজ্ঞাসা কর যে, “আমি তোমাদিগের উদর
পোষণার্থ পাপ করিতেছি—তোমরা তাহার অংশভাগী হইবে—
কি আমি একাকী অনন্তকালের জন্য নিররগামী হইব ? রে মূর্থ !
তুমি বাবৎকালপর্যন্ত এই বাক্যের উত্তর গ্রহণ করিয়া না
আসিবে ভাবৎকাল আমরা এখানে তোমার অপেক্ষা করিব ।
অনন্তর মুনিবাক্যে বিধ্বস্ত হইয়া গৃহে গমনপূর্বক পরিবারগণকে
মুনিবাক্যানুসারে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা উত্তর করিল
যে ‘তুমি গৃহস্থামী—আমরা স্বতন্ত্রপাপ পুণ্যের অংশভাগী
কখনই নহে, যেহেতু আমরা প্রতিপাল্য—তোমার উপার্জিত
ধনবারা আমরা অবশ্য সুখভোগ করিব’ ৬৭। ৬৮। ৬৯।

তেষাং সংরক্ষণার্থায় চরামি গিরিকাননে ।
 ততো মানুষচুরব্যগ্রাঃ পৃচ্ছ গত্বা কুটুম্বকম্ ॥৭১॥
 যো যো ময়া প্রতিদিনং ক্রিয়তে পাপসঞ্চয়ঃ ।
 যুগং তন্তাগ্নিনঃ কিম্বা নেতি বেতি পৃথক্ পৃথক্ ॥৭২॥
 বয়ং স্থাস্যামহে তাবদাগমিষ্যসি নিশ্চয়ঃ ।
 তথৈতু্যক্ত্বা গৃহং গত্বা মুনিভির্ষদুদীরিতম্ ॥৭৩॥
 আপৃচ্ছং পুত্রদারাদীনি তৈরুক্তোহহং রঘুশ্রম ।
 পাপং তবৈব তৎসর্বং বয়ং তু কলভাগিনঃ ॥৭৪॥
 তচ্ছ্রুত্বা জাতনির্বেদো বিচার্যা পুনরাগমং ।
 মুনয়ো যত্র তিষ্ঠন্তি করুণাপূর্ণমানসাঃ ॥৭৫॥
 মুনীনাং দর্শনাদেব শুদ্ধান্তঃকরণোহমবং ।
 ধনুর্দাদীন্ পরিত্যজ্য দণ্ডবৎপতিতোহস্ম্যহং ॥৭৬॥
 রক্ষধং মাং মুনিশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্তং নিরয়ার্ণবং ।
 ইত্যগ্রে পতিতং দৃষ্ট্বা মানুষচূর্ম্ম নিসন্তুমাঃ ॥৭৭॥

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ তত্রং তে সফলঃ সৎসমাগমঃ ।
 উপদেক্ষ্যামহে ভূত্যং কিঞ্চিন্তেনৈব মোক্ষ্যসে ।
 পরস্পরং সমালোচ্য দূরন্তোহয়ং দ্বিজাধমঃ ॥৭৮॥
 উপেক্ষ্য এব সদুদ্বৈতেন্তথাহপি শরণং গতঃ ।
 রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নেন মোক্ষমার্গোপদেশতঃ ॥৭৯॥
 ইতু্যক্ত্বা রাম তে নাম ব্যত্যস্তাক্ষরপূর্ব্বকং ।
 একাগ্রমনসাত্ৰৈব মরেতি জপ সর্বদা ॥৮০॥
 আগচ্ছামঃ পুনর্যাবস্তাবদুক্তং সদা জপ ।
 ইতু্যক্ত্বা প্রযযুঃ সর্কে মুনয়ো দিব্যদর্শনাঃ ॥৮১॥
 অহং যথোপদিষ্টং তৈস্তথাহকরবমঞ্জসা ।
 জপেন্নেকাগ্রমনসা বাহ্যং বিন্মৃতবানহম্ ॥৮২॥
 এবং বহুতিথে কালে গতে নিশ্চলরূপিণঃ ।
 সর্বসঙ্কবিহীনস্য বল্মীকোহভুম্মমোপরি ॥৮৩॥

৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। অনন্তর আমি পরিবারগণের
 নির্দাক্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে মুনিগণ
 সমিধান্নে পুনঃপ্রত্যাগমন করিবা মাত্র তাঁহাদিগের দিব্যরূপ-
 দর্শনে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া ধনুর্দাদী পরিভ্যাগপূর্ব্বক সেই মহা-
 পুরুষদিগের চরণে পতিত হইলাম এবং বিনয়সহকারে কহি-
 লাম, হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমাকে অপার নরকার্ণব
 হইতে পরিভ্রাণ করুন। মহর্ষিগণ আমাকে শরণাগত দেখিয়া
 কহিলেন, গাজোখান কর—তোমার মঙ্গল হইবে—সজ্জনসংসর্গ
 অবশ্যই সফল হইয়া থাকে। হে বৎস! আমরা তোমাকে
 কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিব, তদ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে।
 অনন্তর মহর্ষিগণ পরস্পর সুখাবলোকন করিয়া কথোপকথন
 করিতে লাগিলেন, যে এই ব্রাহ্মণাধম অতিদুর্বৃত্ত—সদৃশব্যক্তি-
 দিগের নিতান্ত স্বপার পাত্র—কিন্তু শরণাগত হইয়াছে, সুতরাং
 মোক্ষমার্গোপদেশ দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। ৭৫।

৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। হে রাম! অনন্তর মহর্ষিগণ আমাকে
 তোমার নামাক্ষর বিপর্যায় করিয়া জপ করিতে অনুরোধ করিয়া
 কহিলেন—যে কালপর্যন্ত আমরা এখানে পুনঃপ্রত্যাগমন না
 করিব, তাবৎকাল তুমি এই মরণশব্দ সতত জপ করিবে,
 দিব্য দর্শন ঋষিগণ আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়া গমন
 করিলেন। আমিও বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া মহর্ষিগণের উপ-
 দেশানুরূপ জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ৮০। ৮১। ৮২।
 এই প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে আমার নিঃসঙ্গ ও নিশ্চল
 দেহের উপরিভাগে বৃহৎ বল্লীক উৎপন্ন হইল, ক্রমশঃ যুগ-
 সহস্র অতীতি হইলে ঋষিগণ সেই স্থানে পুনরুপস্থিত হইয়া,
 বৎস! গাজোখান কর, এই শ্লোকোচ্চারণ করিয়া আমাকে
 আহ্বান করিলেন। অনন্তর স্বর্গদেব নীহার হইতে নির্গত
 হইয়া যেক্রপ সুপ্রকাশিত হন আমিও তক্রপ ঋষিগণের প্রশান্ত
 মন শ্রবণ করিয়া বল্লীক হইতে গাজোখান করিলাম। ঋষিগণ

ততো যুগসহস্রান্তে ঋষয়ঃ পুনরাগমন্ ।
মামুচুর্নিষ্ক্ৰমস্বেতি তচ্ছ্রুত্বা তুর্গমুখিতঃ ॥৮৪॥
বল্লীকান্নির্গতচ্চাহং নীহারাদিব ভাক্ষরঃ ।
মমাপ্যাহুর্নু নিগণা বাল্লীকিস্ত্বং মুনীশ্বর ॥৮৫॥
বল্লীকাং সম্ভবো যস্মাৎ তিষ্ঠীয়ং জন্মভেদভবৎ ।
ইতু্যুক্ত্বা তে যদুর্দিব্যগতিং রঘুকুলোত্তম ॥৮৬॥
অহং তে রামনামশ্চ প্রভাবাদীদৃশোহভবম্ ।
অদ্য সাক্ষাৎপ্রপশ্যামি সনীতং লক্ষ্মণেন চ ॥৮৭॥
রামং রাজীবপত্রাক্ষং ত্বামুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ।
আগচ্ছ রাম ! ভদ্রং তে স্থলং বৈদর্শরাম্যাহং ॥৮৮॥

আমাকে দেখিয়া কহিলেন, মহর্ষে ! যেহেতু বল্লীক হইতে
তোমার পুনর্জন্ম হইল, অতএব অদ্যপ্রভৃতি তোমার বাল্লীকি
এই সার্থক নাম হইল, মহর্ষিগণ আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়া
আকাশমার্গে গমন করিলেন । হে রাম ! আমি তোমারই রাম
নাম প্রভাবে ঈদৃশাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, সে যাহা হউক অদ্য
নীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চয়ই
মুক্তিলাভ করিলাম । হে দাশরথ্যে ! এখানে আগমন কর,
তোমার মঙ্গল হইবে । আমি তোমার মনাতীষ্ট বাসস্থান প্রদান
করিতেছি । বাল্লীকি এই সকল বিনয় বাক্যদ্বারা শ্রীরামের
সন্তোষোৎপাদন করিয়া শিষ্যগণ ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ভাগী-
রথী ও পর্বত উভয়ের মধ্যভূমিতে গমন করিলেন এবং লক্ষ্মণের
অভিপ্রায়ানুসারে মহর্ষি বাল্লীকি সেই স্থানে পর্বত নিবাসী ভিন্ন
জাতিদ্বারা একটি পর্ণশালা ও পূর্ব পশ্চিম বিস্তীর্ণ একটি বাস
ভবন এবং উত্তর দক্ষিণ বিস্তীর্ণ অপর বাস ভবন একটি প্রস্তুত
করাইলেন, দেবোপম শ্রীরাম দ্বানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সেই

এবমুক্ত্বা মুনিঃ শ্রীমাল্লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।
শিষ্যৈঃ পরিবৃত্তো গত্বা মধ্যো পর্বতগঙ্ঘরোঃ ॥৮৯॥
তত্র শালাং সুবিস্তীর্ণাং কারয়ামাস বাসভূঃ ।
প্রাক্পশ্চিমং দক্ষিণোদক্ শোভনং মন্দিরদ্বয়ং ॥
জানক্যা সহিতো রামো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।
তত্র তে দেবসদৃশা হ্যবসন্ ভবনোত্তমৈঃ ॥৯০॥
বাল্লীকিনা তত্র সুপুঞ্জিতোহস্রং
রামঃ সনীতঃ সহ লক্ষ্মণেন ।
দেবৈর্নু নীলৈঃ সহিতো মুদান্তে
স্বর্গে যথা দেবপতিঃ সশচ্যা ॥৯১॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়ানামাগ্রণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অবোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

ভবনে বাস করিতে লাগিলেন । ৮৩ । ৮৪ । ৮৫ । ৮৬ । ৮৭ । ৮৮ । ৮৯ ।
৯০ । ৯১ । দেবরাজ বৈষ্ণব স্বর্গধামে শচী ও দেবগণের সহিত বাস
করেন শ্রীরামচন্দ্র বাল্লীকি কর্তৃক পুঞ্জিত হইয়া নীতা লক্ষ্মণ ও
মুনিগণ সমভিব্যাহারে সেই রূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন
। ৯২ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়ানামাগ্রণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
অবোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোঃধ্যায়ঃ।

সুমন্তোঃপি তদাঃষোধ্যাঃ দিনান্তে প্রবিবেশ হ ।
 বস্ত্রেন মুখমচ্ছাদ্য বাম্পাকুলিতলোচনঃ ॥ ১ ॥
 বহিরেব রথং স্থাপ্য রাজানং দ্রষ্টু মীয়র্যো ।
 জয়শব্দেন রাজানং স্তুভ্য তং প্রণনাম হ ॥ ২ ॥
 ততো রাজা নমস্তং তং সুমন্তং বিম্বলোঃত্রবীৎ ।
 সুমন্ত ! রামঃ কুত্রান্তে সীতয়া লক্ষণেন চ ॥ ৩ ॥
 কুত্র ত্যক্তস্তয়া রামঃ কিং মাং পাপিনমত্রবীৎ ।
 সীতা বা লক্ষ্মণো বাপি নির্দয়ং মাং কিমত্রবীৎ ॥
 হা রাম ! হা গুণনিধে ! হা সীতে ! প্রিয়বাदिनि ।
 দুঃখার্ণবে নিমগ্নং মাং ত্রিয়মাণং ন পশ্যসি ॥ ৫ ॥

বিলপ্যবৎ চিরং রাজা নিমগ্নো দুঃখসাগরে ।
 এবং মন্ত্রী রুদন্তং তং প্রাঞ্জলির্কাক্যমত্রবীৎ ॥ ৬ ॥
 রামঃ সীতা চ সৌমিত্রির্ময়া নীতা রথেন তে ।
 শৃঙ্গিবেরপুরাত্যাসে গঙ্গাকূলে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৭ ॥
 গুহেন কিঞ্চিদানীতং ফলমূলাদিকং চ যৎ ।
 স্পৃষ্ট্বা হস্তেন সম্প্রীত্যা নাগ্রহীদ্বিসমর্জ তৎ ॥ ৮ ॥
 বটকীরং সমানাত্য গুহেন রঘুনন্দনঃ ।
 জটামুকুটমাবধ্য মামাহ নৃপতে ! স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥
 সুমন্ত ! ক্রাহি রাজানং শোকস্তেহস্ত ন মৎকৃতে ।
 মাকেতাধিকং সৌখ্যং বিপিনে নো ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

এদিকে সন্ধ্যাসময়ে রোহিত্যমান সুমন্ত বজ্রাঞ্চলদ্বারা মুখা-
 ছাদন করিয়া বাম্পাকুলিত লোচনে অবোধানগরে প্রবেশ
 করিলেন। অনন্তর বহির্দেশে রথ রক্ষা করিয়া রাজদর্শনার্থ
 অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। রাজ ভবন প্রবেশানন্তর জয়
 শব্দ উচ্চারণ করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা দশরথ
 প্রণত সুমন্তকে অবলোকন করিয়া বিম্বলান্তঃকরণে কহিলেন,
 হে সুমন্ত ! শ্রীরাম সীতা ও লক্ষণ কোথায় আছেন, কোন বনে
 বা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে? শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি এই
 মহাপাতকী পিতাকে কি বলিয়াছেন? রাজা এই কথা বলিতে
 বলিতে হা রাম! হা গুণনিধে! হা প্রিয়বাदिनि সীতে! আমি
 দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া ত্রিয়মাণ হইয়াছি তোমরা একবার অব-
 লোকন কর, এই প্রকার বহু বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।
 সুমন্ত কুতাস্থি হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অবোধ্যা হইতে
 রথ চালন করিয়া শৃঙ্গবের নগর সমীপবর্তী গঙ্গাতীরে উপস্থিত

হইয়াছিলাম, সেই স্থানে শ্রীরাম সীতা ও লক্ষণ রথ হইতে
 অবতরণ করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়
 চণ্ডালাধিপতি গুহক ফলমূলাদি আনয়ন করিয়া পরম ভক্তি-
 সহকারে ভোজনার্থ তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন, শ্রীরাম পরম
 প্রীতি লাভ করিয়া ঐ ফলমূলাদি স্পর্শ করিলেন, কিন্তু
 ভোজন করিলেন না। ১।১২।৩।৪।৫।৬।৭।৮। অন-
 তর গুহকের দ্বারা বটকীর আনয়ন করাইয়া শ্রীরাম ও লক্ষণ
 জটামুকুট বন্ধন করিলেন এবং আমাকে অনুমতি করিলেন—
 হে সুমন্ত! তুমি অবোধ্যায় গমন করিয়া মহারাজকে কহিবে,
 যে তিনি আমার নিমিত্ত শোকাবুল না হন। বন মধ্যে আমার
 অবোধ্যায় বাস অপেক্ষা অধিকতর সুখ হইবে এবং মাতা
 কৌশল্যাকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, তিনি আমার
 নিমিত্ত শোকার্তা না হন। তুমিও শোক-সন্তপ্ত-বৃদ্ধ পিতাকে

মাতুর্মে বন্দনং ক্রাহি শোকং ত্যজতু মৎকৃতে ।
 আশ্বাসয়তু রাজানং বৃদ্ধং শোকপরিপ্লুতম্ ॥১১॥
 সীতা চাক্রপরীতাক্ষী মামাহ নৃপসত্তম ।
 হুঃখগদগদয়া বাচা রামং কিঞ্চিদবেক্ষতী ॥১২॥
 সাক্ষাৎ প্রণিপাতং মে ক্রাহি শ্বশ্রোঃ পদাশুজে ।
 ইতি প্ররুদতী সীতা গতী কিঞ্চিদবাস্থখী ॥১৩॥
 ততস্তেহাক্রপরীতাক্ষা নাবমারুরুহুস্তদা ।
 বাবদ্যাক্ষাং সমুত্তীৰ্য্য গতাস্তাবদহং স্থিতঃ ॥১৪॥
 ততো হুঃখেন মহতা পুনরেবাহমাগতঃ ।
 ততো রুদন্তী কৌশল্যা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥১৫॥
 কৈকেয়ৈ প্রিয়ভার্য্যায়ৈ প্রসন্নো দত্তবান্ বরম্ ।
 ত্বং রাজ্যং দেহি তমৈ্যব মৎপুত্রঃ কিং বিবাসিতঃ ॥

কৃত্বা ভ্রমেব তৎসৰ্বমিদানীং কিং নু রোদিষি ?
 কৌশল্যা বচনং শ্রুত্বা ক্রতে স্পৃষ্ট ইবাগ্নিনা ॥১৭॥
 পুনঃ শোকাশ্রুপূর্ণাক্ষঃ কৌশল্যামিদমব্রবীৎ ।
 হুঃখেন ত্রিয়মাণং মাং কিং পুনহুঃখরস্যালম্ ॥১৮॥
 ইদানীমেব মে প্রাণা উৎক্রমিষ্যন্তি নিশ্চয়ঃ ।
 শপ্তোহহং বাল্যভাবেন কেনচিন্মুনিনা পুরা ॥১৯॥
 পুরাহহং যৌবনে দৃশুশ্চাপবাণধরো নিশি ।
 অচরং যুগয়ান্তো নদ্যাস্তীরে মহাবনে ॥২০॥
 তত্রাঙ্গুরাত্রসময়ে মুনিঃ কশ্চিত্ত্বাদিতঃ ।
 পিপাসাহর্দিতয়োঃ পিত্রোর্জলমানেতু মুদ্যতঃ ।
 অপূরয়জ্জলে কুন্তং তদা শব্দোহভবন্মহান্ ॥২১॥

স্বয়ং আশ্বাস বাক্যদ্বারা আশ্বাসিত করিবে ॥১০।১১। অনন্তর
 সজল নয়না জানকী শ্রীরামের প্রতি কিঞ্চিদৃষ্টিপাত করিয়া
 হুঃখ মিশ্রিত গদগদবচনে আমাকে কহিলেন, আৰ্য্য! আপনি
 শ্বশুর ও শ্বশুর চরণযুগলে আমার সাক্ষাৎ প্রণাম জানাইবেন—
 সম্পূর্ণরূপে বাক্য সমাপ্তি না হইতেই রোদন করিয়া জানকী
 অধোমুখী হইলেন। অনন্তর সকলে রোদন করিতে করিতে
 নৌকায় আরোহণ করিলেন, যাবৎকালপর্য্যন্ত তাঁহারা ভাগী-
 রথী পরকূলে উত্তীর্ণ না হইলেন তাবৎকাল আমি সেই স্থানে
 দণ্ডায়মান হইয়া অনিমেষলোচনে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত
 করিতে লাগিলাম, তাঁহারা দর্শন পথ অতীত হইলে হতাশ
 হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছি। কৌশল্যা স্বমন্ত্রের বাক্য শ্রবণান-
 তর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া রাজাকে কহিলেন—মহারাজ !
 আপনি প্রসন্ন হইয়া কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিয়াছেন।
 ভাল, তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যই প্রদান ককন—আমার রামকে
 কি কারণে বনবাসী করিলেন? হে প্রভো! আপনি এই

সকল অনর্থের নিদান হইয়া কি হেতু রোদন করিতেছেন?
 শত্রুঘাত জনিত ব্রণ-বিবরে অগ্নিস্পর্শ হইলে যে রূপ যন্ত্রণা
 উপস্থিত হয়, রাজা দশরথ কৌশল্যাবাক্যে তাদৃশ যন্ত্রণা-
 গ্রস্ত হইয়া শোকাশ্রুপূর্ণলোচনে দৃষ্টিপাত করত কৌশল্যাকে
 কহিলেন, হে প্রিয়ে! আমি স্বতই হুঃখে ত্রিয়মাণ হইয়াছি,
 পুনর্ব্বার বাক্ষল্য দ্বারা আমাকে বৃথা হুঃখিত করিতেছ—
 আমার জীবন এইক্ষণে নির্গত হইবে নিশ্চয় জানিয়াছি।
 পূর্ব্বকালে এক জন ঋষিকুমার আমাকে অভিসম্পাত করিয়া-
 ছিলেন, বোধ করি সেই শাপ এতদিনে ফলোন্মুখী হইল—
 অভিষাপের কারণ কহিতেছি শ্রবণ কর।—

একদা রাত্রিকালে আমি যৌবনমদোন্মত্ত হইয়া ধনুর্কান
 ধারণ পূর্ব্বক যুগয়োদ্দেশে মহাবন সংকুল নদীতীরে ভ্রমণ
 করিতেছিলাম, অর্দ্ধরাত্র সময়ে কোন ঋষিকুমার পিপাসাতুর
 বৃদ্ধ পিতা ও মাতার নিমিত্ত জলানয়নার্থী হইয়া জলমধ্যে কুন্ত-
 পূরণ করিতেছিলেন, তৎকালে কুন্তপূরণ-জনিত গভীর শব্দ

গজঃ পিবতি পানীয়মিতি মহা মহানিশি ।
 বাণং ধনুৰি সংধায় শব্দবেধিনমক্ষিপম্ ॥২২।
 হা হতোহস্মীতি তত্রাভুচ্ছব্দো মানুসম্ভূতকঃ ।
 কস্যাপি ন ক্রতো দোষো ময়া কেন হতো বিধে ! ॥
 প্রতীক্ৰতে মাং মাতা চ পিতা চ জলকাজ্জকরা ।
 তচ্ছ্রুত্বা তন্নসন্ত্রস্তস্ততোহহং পৌরুষং বচঃ ॥২৪।
 শনৈর্গত্বাহং তৎপার্শ্বং স্বামিন্ ! দশরথোহস্ম্যহং ।
 অজানতা ময়া বিদ্ধজ্ঞাতুমহঁসি মাং মূনে ! ॥২৫।
 ইত্যুক্ত্বা পাদয়োস্তম্য পতিতো গদগদাক্ষরঃ ।
 তদা মামাহ স মুনির্মানভৈষীনু পসন্তম ! ॥২৬।
 ব্রহ্মহত্যা স্পৃশেন্ন ত্বাং বৈশ্যোহহং তপসি স্থিতঃ ।
 পিতরৌ মাং প্রতীক্ৰতে ক্ষুত্ৰুভ্যাম্ পরিপীড়িতৌ ॥

উৎপন্ন হওয়াতে হস্তিকৃত জলপানের শব্দ-ভ্রম জন্মিল, আমি
 ধনুতে শব্দ-ভেদী বাণ নির্যোজিত করিয়া ঐ শব্দানুসারে
 পরিত্যাগ করিলাম । অনন্তর, 'হা হতোহস্মি' ইত্যাকার শব্দ
 শ্রবণ করিয়া মনুষ্য জ্ঞান করিলাম । ঋষিকুমার আহত হইয়া
 কাতর স্বরে কহিলেন, হা বিধাতঃ ! আমি কাহারও নিকট
 কোন অপরাধ করি নাই, আমাকে বিনাদোষে কোন্ ব্যক্তি
 নষ্ট করিল ; ব্রহ্ম পিতা ও মাতা পিপাসাতুর হইয়া আমার
 পথনিরীক্ষণ করিয়া আছেন । ১৭/১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২।
 ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। আমি তাদৃশ কাতর বচন শ্রবণান-
 তর সত্তর হৃদয়ে শনৈঃ শনৈঃ ঋষিকুমারের পার্শ্বদেশে উপ-
 স্থিত হইয়া কহিলাম, হে প্রভো ! আমি রাজা দশরথ—
 অজানবশতঃ এই অকার্য্য করিয়াছি—আমাকে ক্ষমা করিতে
 হইবে । অনন্তর ঋষিকুমার আমাকে নিজচরণ যুগলে পতিত-
 ও রোক্তদ্যমান দেখিয়া কহিলেন, হে নৃপতি শ্রেষ্ঠ ! তুমি
 ভীত হইও না—আমি বৈশ্য-সন্তান, অতএব ব্রহ্ম হত্যা জনিত

তয়োস্তমুদকং দেহি শীঘ্রমেবাবিচারয়ন্ ।
 ন চেত্বাং ভস্মসাৎকুর্য্যাৎপিতা মে যদি কুপ্যতি ॥
 জলং দত্ত্বা তু তৌ নত্বা ক্রুতং সৰ্বং নিবেদয় ।
 শল্যমুদ্বর মে দেহাৎপ্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি পীড়িতঃ ॥
 ইত্যুক্তো মুনির্না শীঘ্রং বাণমুৎপাদয় দেহতঃ ।
 সজ্জলং কলশং ধৃত্বা গতৌহহং যত্র দম্পতী ॥৩০।
 অতিবুদ্ধাবন্ধদৃশৌ ক্ষুৎপিপাসাদিতৌ নিশি ।
 নার্যাতি সলিলং গৃহ্য পুত্রঃ কিম্বাহত্র কারণম্ ॥৩১।
 অনন্যগতিকৌ বুদ্ধৌ শোচ্যৌ তৃট্ পরিপীড়িতৌ ।
 আবামুপেক্ষতে কিম্বা ভক্তিমানাবয়োঃ স্ততঃ ॥৩২।
 ইতি চিন্তাব্যাকুলৌ তৌ মৎপাদন্যাসজং ধনিং ।
 শ্রুত্বা প্রাহ পিতা পুত্র ! কিং বিলম্বঃ কৃতস্তুরা ॥৩৩

পাপে তুমি কলুষিত হইবে না । কিন্তু ব্রহ্ম পিতা ও মাতা
 পিপাসাতুর হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন—তুমি জল-
 প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণদান কর, নচেৎ তাঁহারা কুপিত
 হইয়া তোমাকে ভস্মসাৎ করিবেন । হে মহারাজ ! তুমি
 জলপ্রদানপূর্বক তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া আত্ম কৃত-
 কার্য্য নিবেদন কর, তাহা হইলে অজানকৃত পাপ হইতে
 নিষ্কৃতি পাইবে । হে মহারাজ ! আমার হৃদয় হইতে শলা
 উদ্ধার কর, আমি প্রাণত্যাগ করি—বহুকাল যন্ত্রণা সহ
 করিতে পারি না । ২৭/২৮। ২৯। অনন্তর আমি মুনিব্রহ্মার
 দেহ হইতে বাণ উত্তোলন করিয়া জলপূর্ণ কলস গ্রহণ পূর্বক
 সেই ব্রহ্ম ও পিপাসাতুর অজদম্পতীর নিকট গমন করিয়া
 তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিলাম যে, 'কি হেতু বৎস
 জল লইয়া এখন পর্য্যন্ত আগমন করিল না ।' অন্যান্য
 গতিকে শোচনীয় দশাগ্রস্ত পিপাসাতুর ও ব্রহ্মতম পিতা
 মাতাকে কি উপেক্ষা করিল ? না—কখনই এরূপ হইবে না—
 যেহেতু বৎস আমাদের অতিভক্ত ও ধার্মিক । অনন্তর আমার
 পাদবিক্ষেপ জনিত শব্দ শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে

দেহ্যবয়োঃ সুপানীয়ং পিব ত্বমপি পুত্রক ! ।
 ইত্যেবং লপতোত্তোত্যা সকাশগমনং শনৈঃ ॥ ৩৪ ॥
 পাদয়োঃ প্রণিপত্যাহমক্রবং বিনয়ান্বিতঃ ।
 নাহং পুত্রস্বয়োধারী রাজা দশরথোহস্ম্যহং ॥ ৩৫ ॥
 পাপোহহং মৃগয়াশক্তো রাত্রৌ মৃগবিহিংসকঃ ।
 জলাবতারাদুরেহহং স্থিত্বা জলগতং ধনিম্ ॥ ৩৬ ॥
 শ্রুত্বাহং শব্দবেধিত্বাদেকং বাণমথাত্যজম্ ।
 হতোহস্মীতি ধনিং শ্রুত্বা ভয়াতত্রাহমাগতঃ ॥ ৩৭ ॥
 জটাবিকীর্য পতিতং দৃষ্ট্বাহং মুনিদারকং ।
 ভীতো গৃহীত্বা তৎপাদৌ রক্ষ রক্ষতি চাক্রবং ॥ ৩৮ ॥

মা তৈষীরিতি মাং প্রাহ ব্রহ্মহত্যাভয়ং ন ত্তে ।
 মৎপিত্রোঃ সলিলং দত্ত্বা নত্বা প্রার্থয় জীবিতম্ ॥
 ইত্যুক্তো মুনির্না তেন হ্যাগতো মুনিহিংসকঃ ।
 রক্ষতাং মাং দয়াযুক্তো যুবাং হি শরণাগতম্ ॥
 ইতি শ্রুত্বা তু দুঃখার্ভৌ বিলপ্য বহুশোচ্য তং ।
 পতিতো নো স্ততো যত্র নয় তত্রাবিলম্বয়ন্ ॥ ৪১ ॥
 ততো নীতো স্তুতো যত্র ময়া তো ব্রহ্মদম্পতী ।
 স্পৃষ্ট্বা স্তুতং তো ইস্তাভ্যাং বহুশোহং বিলেপতুঃ ॥
 হা হেতি ক্রন্দমানো তো পুত্র পুত্রোত্যবোচতাম্ ।
 জনং দেহীতি পুত্রোতি কিমর্থং ন দদাম্যলম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মদম্পতী কহিলেন, হে পুত্র ! তুমি কি হেতু জল আনয়নে
 বিলম্ব করিলে, বাহা! ইউক এক্ষণে আমাদিগকে জলপ্রদান
 করিয়া অবশিষ্ট জল স্বয়ং পান কর । আমি তাঁহাদিগের
 সাক্ষর কাতরোক্তি শ্রবণান্তর ভীত ও দুঃখিত হইয়া পাদ-
 দ্বয়ে নিপতিত হইলাম এবং বিনীত সহকারে কহিলাম.
 হে মহাজন ! আমি আপনাদিগের পুত্র নহি, অবোধ্যাধি-
 পতি দশরথ আমার নাম, আমি অতি পাপকার্য্য করিয়াছি—
 ক্ষমা করিতে হইবে—অদ্য রজনীতে মৃগয়াশক্ত হইরা মৃগ-
 বধাভিপ্রায়ে জলাবতারে র কিয়দূরে ভ্রমণ করিতেছি, এমন
 সময়ে জলমধ্যে শব্দ শ্রবণ করিলাম । জল পানার্থ সমাগত
 মৃগের শব্দ ভ্রম হওয়ায় আমি ঐ শব্দানুসারে শব্দবেধি বাণ
 পরিত্যাগ করিলামাত্র ‘হা হতোস্মি’ এই প্রকার মগ্নভেদী
 শব্দ কর্ণগোচর করিলাম, পরম ভীতি সহকারে জলাবতারে
 উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটা ঋষিবালাক আনুলারিতকেশে
 ভূমি-শয্যা শয়ান রহিয়াছেন । অনন্তর আমি পরম ভীতি
 সহকারে তাঁহার পাদপ্রোহণপূর্বক নিজ নিরপরাধিতা প্রকাশ
 করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম । পরম দয়ায় মুনিবালাক

কহিলেন—তোমার ভয় নাই—ব্রহ্মহত্যা-জনিত-পাপে কলু-
 সিত হইবে না । কিন্তু আমার পিতা ও মাতাকে জলপ্রদান-
 ন্তর নমস্কার করিয়া নিজ জীবন প্রার্থনা করিবেন । ৩০ । ৩১ ।
 ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । হে মুনে !
 আমি সেই মুনিবাতি নরাধম—ঋষিকুমারের বাক্যানুসারে
 আগমন করিয়াছি—দয়াপ্রকাশ পূর্বক শরণাগত বিবেচনা
 করিয়া আমাকে রক্ষা করুন । অন্ধমুনি-দম্পতী আমার বাক্য
 শ্রবণান্তর শোকসহকারে বহুতর বিলাপ করিয়া আমাকে
 কহিলেন, দশরথ ! সেই আমাদিগের প্রিয়তম সন্তান যে স্থানে
 পতিত আছে এইক্ষণে আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চল—
 আমিও তাঁহাদিগের আদেশে তদুপেই অন্ধদম্পতীকে জলা-
 বতারে আনয়ন করিলাম । অনন্তর তাঁহারা ভূমি পতিত মৃত
 সন্তানকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া—হা পুত্র, হা পুত্র ! তুমি আমা-
 দিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে—জল প্রদান
 করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর, হা বৎস ! কি হেতু বিলম্ব

ততো দ্বায়ুচতুঃ শীঘ্রং চিতিং রচয় ভূপতে ।
 ময়া তদৈব রচিতা চিতিস্তত্র নিবেশিতাঃ ।
 ত্রয়স্ত্রাণিকৃৎসৃষ্টৌ দক্ষান্তে ত্রিদিবং যযুঃ ॥৪৪॥
 তত্র বৃদ্ধঃ পিতা আহ ত্বমপ্যেবং ভবিষ্যসি ।
 পুত্রশোকেন মরণং প্রাপ্যসে বচনান্মম ॥৪৫॥
 স ইদানীং মম প্রাপ্তা শাপকালোহনিবারিতঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা বিললাপাথ রাজা শোক সমাকুলঃ ॥৪৬॥
 হা রাম ! পুত্র ! হা সীতে ! হা লক্ষণ ! গুণাকর ।
 ত্বদ্বিরোগাদহং প্রাপ্তো মৃত্যুং কৈকেয়িসম্ভবং ॥৪৭॥
 বদন্তেবং দশরথঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা দিবং গতঃ ।
 কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ তথান্যা রাজযোষিতঃ ॥৪৮॥

চুক্রুভুশ্চ বিলেপুশ্চ উরস্তাড়ন পূর্বকং ।
 বশিষ্ঠঃ প্রযযৌ তত্র প্রাতর্মন্ত্রিভিরাব্রতঃ ॥৪৯॥
 তৈলজ্রোণ্যাং দশরথং ক্ষিপ্ত্বা দূতান্থাত্রবীৎ ।
 গচ্ছত ত্বরিতং সান্থা যুধাজিগ্নগরং প্রতি ॥৫০॥
 তত্রাস্তে ভরতঃ শ্রীমান্ শক্রয় সহিতঃ প্রভুঃ ।
 উচ্যতাং ভরতঃ শীঘ্র মাগচ্ছেতি মমাজ্ঞয়া ॥৫১॥
 অযোধ্যাং প্রতি রাজানং কৈকেয়ীং চাপি পশ্যতু ।
 ইত্যুক্ত্বা স্ত্বরিতং দূতা গতা ভরতমাতুলং ॥৫২॥
 যুধাজিতং প্রণম্যোচুর্ভরতং সানুজং প্রতি ।
 বশিষ্ঠস্তাত্রবীজাজন ! ভরতঃ সানুজঃ প্রভুঃ ॥৫৩॥

করিতেছ ? এইরূপ বহুতর বিলাপ করিয়া আমাকে কহিলেন, হে মহারাজ ! অতি সত্ত্বর আপনি চিতা প্রস্তুত করুন । তাঁহা-
 দিগের কথানুসারে আমি তৎক্ষণাৎ চিতা প্রস্তুত করিলাম, বৃদ্ধদম্পতী মৃতপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া চিতা-শয়নান্তে আমাকে কহিলেন, হে মহারাজ ! 'তোমারও আমাদিগের ন্যায় পুত্রশোকে মরণ হইবে,' বাহা হউক, এক্ষণে চিতাতে অগ্নি প্রদান কর, আমিও সেইক্ষণে চিতানল প্রজ্জ্বলিত করিলাম । অনন্তর তাঁহারা সকলে চিতানলদগ্ধ হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন । ৪০ / ৪১ / ৪২ / ৪৩ / ৪৪ / ৪৫ । এক্ষণে আমার সেই শাপ সময় উপস্থিত—নিশ্চয়ই পুত্র শোকে মরণ হইবে । শোকাকুল রাজা দশরথ এই প্রকার বহু বিলাপানন্তর, হা রাম, হা পুত্র, হা সীতে, হা লক্ষণ গুণাকর, তোমাদিগের বিরহে আমার প্রাণ বিরোগ হইল ! রাক্ষসী কৈকেয়ী এই সকল অনর্থের কারণ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া প্রানত্যাগ পূর্বক স্বর্গ গমন করিলেন ।

কৌশল্যা সুমিত্রা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ মহারাজের

মৃত্যু দর্শনে বক্ষঃস্থল তাড়ন করিয়া উর্দ্ধঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালে বশিষ্ঠ-
 দেব' কতিপয় মন্ত্রিগণের সহিত অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিয়া মৃতরাজদেহ তৈল জ্রোণীতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন এবং দূতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দূতগণ ! তোমরা অতি সত্ত্বর অস্থারোহণ পূর্বক যুধাজি-
 গ্নগরে গমন করিয়া ভরতকে আমার আজ্ঞানুসারে কহিবে যে, তুমি সত্ত্বর অযোধায় আগমন করিয়া রাজা ও কৈকেয়ীকে দর্শন কর । অনন্তর বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞানুসারে দূতগণ দ্রুতবেগে যুধাজিগ্নগরে গমন করিয়া ভরতমাতুল যুধাজিৎ ভরত ও শক্রয়কে প্রণামানন্তর কহিলেন, দেব ! বশিষ্ঠদেব আজ্ঞা করিয়াছেন যে, শক্রয় সহিত রাজকুমার ভরতের অতি সত্ত্বর অযোধায় আগমন করিতে হইবে । ভরত বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞা শ্রবণে অতি ভীত হইয়া মাতুলাদি-
 গুলকজনের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক শক্রয় সমভিব্যাহারে অযোধ্যাভিমুখে গমন করত পথিমধ্যে মহারাজের ও শ্রীরামের সম্বন্ধে বহুতর অনিষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

শীঘ্রমাগচ্ছতু পুরীমবোধ্যামবিচারয়ন্ ।
 ইত্যাচ্ছপ্তোহথ ভরতস্তুরিতং ভরবিস্কলঃ ॥ ৫৪ ॥
 আযযৌ গুরুণাদিকঃ সহ দূতৈস্তু সানুজঃ ।
 রাজ্ঞো বা রাঘবস্যাপি দুঃখং কিঞ্চিদুপস্থিতং ॥ ৫৫ ॥
 ইতিচিন্তাপরো মার্গে চিন্তয়ন্নগরং যযৌ ।
 নগরং ভ্রষ্টলক্ষ্মীকং জনসম্বাধবর্জিতং ॥ ৫৬ ॥
 উৎসবৈশ্চ পরিত্যক্তং দৃষ্ট্বা চিন্তাপরোহভবৎ ।
 প্রবিশ্য রাজভবনং রাজলক্ষ্মীবিবর্জিতং ॥ ৫৭ ॥
 অপশ্যৎকৈকরী তত্র একামেবাসনেস্থিতাম্ ।
 ননাম শিরসা পাদৌ মাতুতজ্জিসমন্বিতঃ ॥ ৫৮ ॥
 আগতং ভরতং দৃষ্ট্বা কৈকরী প্রেমসম্ভ্রমাৎ ।
 উথার্মালিঙ্গ্য রতন্য স্বাস্থ্যমারোপ্য সংস্থিতা ॥ ৫৯ ॥

কিয়ৎক্ষণ পরে অবোধ্যার উপস্থিত হইয়া নগর প্রবেশ
 সময়ে নানাবিধ উৎসব রহিত নগরের পূর্বশোভা অব-
 লোকন না করিয়া পুনর্বার অতি চিন্তিত হইলেন । অন-
 ন্তর পূর্বশোভাবিরহিত রাজ ভবনে প্রবেশ করিবারাত্র
 একাকিনী আসনোপবিষ্টা কৈকরীকে দর্শন করিয়া ভক্তি-
 পূর্বক জননীর চরণে প্রণাম করিলেন । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ ।
 ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ ।
 কৈকরী সমাগত, ভরতকে দর্শনানন্তর সন্মুখে সমালিঙ্গন
 করিয়া নিজক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে
 মস্তকাত্মাণ করিয়া নিজ পিতৃকুলের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন,
 হে বৎস ! আমার পিতা মাতা ও ভ্রাতা সকলে কুশলে
 আছেন ত ? হে পুত্র ! অদ্য বহুভাগ্যে তোমাকে কুশলী দেখি-
 লাম । অনন্তর ভরত কৈকরী বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান
 না করিয়া চিন্তাকুলান্তঃকরণে জননীকে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করি-
 লেন—মাতঃ ! আমাদিগের পিতা কোন্ স্থানে অবস্থিতি

মুখ্যবস্থায় পপ্রচ্ছ কুশলং স্বকুলস্য সা।
 পিতা মে কুশলী ভ্রাতা মাতা চ শুভলক্ষণা ॥ ৬০ ॥
 দিষ্ট্য ত্বমদ্য কুশলী যয়া দৃষ্টোহসি পুত্রক ।।
 ইতি পৃষ্ঠঃ স ভরতো মাত্রা চিন্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬১ ॥
 দূরমানেন মনসা মাতরং সমপৃচ্ছত ।
 মাতঃ ! পিতামৈ কুত্রাস্তে একা তুমিহসংস্থিতা ॥ ৬২ ॥
 ত্বয়া বিনা ন মে তাতঃ কদাচিদ্দ্রহসি স্থিতঃ ।
 ইদানীং দৃশ্যতে নৈব কুত্র তিষ্ঠতি মে বদ ॥ ৬৩ ॥
 অদৃষ্টা পিতরং মেহদ্য ভরং দুঃখং চ জ্ঞারতে ।
 অথাহ কৈকরী পুত্রং কিং দুঃখেন তবানঘ ! ॥ ৬৪ ॥
 যা গতিধর্ম্মশীলানামশ্বমেধাদিযাজিনাং ।
 তাং গতিং গতবানদ্য পিতা তে পিতৃবৎসল ! ॥ ৬৫ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা নিপপাতোর্ব্যাং ভরতঃ শোকবিস্কলঃ ।
 হা তাত ! কু গতোহসি ত্বং ত্যক্ত্বা মাং রজিনার্ণবে ॥
 অসমর্প্যৈব রামায় রাজ্ঞে মাং কু গতোহসি ভো ।

করিতেছেন, তুমিই বা সামান্য রমণীর ন্যায় কি কারণে
 একাকিনী নির্জন সেবা করিতেছ ? মহারাজ তোমা ব্যতিরেকে
 কখনই একাকী নির্জন সেবা করিতেন না, এক্ষণে তাঁহাকে
 তোমার ভবনে দর্শন না করিয়া অতি ব্যাকুল হইয়াছি ।
 মাতঃ ! বিলম্ব করিবেন না পিতা কোন্ স্থানে আছেন বলিয়া
 আমাকে নিঃকুণ্ঠ করুন—তাঁহার অদর্শনে আমার ভয়
 ও দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে । কৈকরী কহিলেন, বৎস ! তোমার
 দুঃখের কারণ কিছুই নাই, হে পিতৃবৎসল ! মহারাজ অশ্ব-
 মেধ যাজক ধার্মিকদিগের সমুচিত সঙ্গতি লাভ করিয়াছেন ।
 ৫৯ । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ । অনন্তর ভরত
 পিতার শোচনীয় দশা শ্রবণে শোকবিস্কল হইয়া সক্রণ
 রোদন করত বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হা তাত, আমাকে

ইতি বিহ্বলিতং পুত্রং পতিতং মৃত্যুমুখং ॥৬৭॥

উপাধ্যায়স্য নয়নে কৈকেয়ী পুত্রমব্রবীৎ ।

সমাস্থসি হি ভদ্রং তে সর্বং সম্পাদিতং ময়া ॥৬৮॥

তামাহ ভরতস্তাতো ব্রিয়মাণঃ কিমব্রবীৎ ।

তমাহ কৈকেয়ী দেবী ভরতং ভয়বজ্জিতা ॥৬৯॥

হা রাম ! রামসীতেতি লক্ষ্মণেতি পুনঃ পুনঃ ।

বিলপন্যেব স্মৃতিরং দেহং ত্যক্ত্বা দিবং যযৌ ॥৭০॥

তামাহ ভরতো হেহম্ব ! রামঃ সন্নিহিতো ন কিং ।

তদানীং লক্ষ্মণো বাপি সীতা বা কুত্র তে গতাঃ ॥৭১॥

কৈকেয়্যবাচ ।

রামস্য যৌবরাজ্যার্থং পিত্রা তে সন্ত্রমঃ কৃতঃ ।

তব রাজ্যপ্রদানায় তদাহং বিয়মাচরং ॥৭২॥

রাজ্ঞা দত্তং হি মে পূর্বং বরদেন বরদ্বয়ং ।

যাচিতং তদিদানীং মে তয়োরেকেন তেহখিলং ॥

রাজ্যং রামস্য টৈকেন বনবাসো মুনিব্রতং ।

ততঃ সত্যপরে রাজ্ঞা রাজ্যং দত্তা তবৈব হি ॥৭৪॥

রামং সম্প্রেষয়ামাস বনমেব পিতা তব ।

সীতাহপ্যনুগতা রামং পাতিব্রতমুপাশ্রিতা ॥৭৫॥

সৌভ্রাজ্যং দর্শয়ন্ রামমব্রুবাতেহপি লক্ষ্মণঃ ।

বনং গতেষু সর্বেষু রাজ্ঞা তানৈব চিন্তয়ন্ ॥৭৬॥

প্রলপন্ রাম রামেতি মমার নৃপসন্তমঃ ।

ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রাহত ইব ক্রমঃ ॥৭৭॥

পপাত ভূমৌ নিঃসংজ্ঞস্তং দৃষ্ট্বা দুঃখিতা তদা ।

কৈকেয়ী পুনরপ্যাহ বৎস ! শোকেন কিং ? তব ॥

হুঃসাগরে বিসর্জন করিলেন! হা পুত্র বৎসল, আমাকে শ্রীরামের হস্তে সমর্পণ না করিয়া কোথায় গমন করিলেন? অনন্তর কৈকেয়ী ভূমিশ্রিত আলুলায়িত কেশ ও বিহ্বলান্তঃকরণ ভরতকে ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার নয়নদ্বয় মার্জনানন্তর কহিলেন, হে বৎস! আশ্বাসিত হও; আমি কর্তৃক তোমার সমস্ত মঙ্গল সম্পাদিত হইয়াছে। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ভরত কহিলেন, মাতঃ! পিতা মরণ সময়ে কি বলিয়াছিলেন? কৈকেয়ী ভরতবাক্যের তাৎপর্যার্থ অবগত না হইয়া নির্ভরান্তঃকরণে কহিলেন, মহারাজ মরণ সময়ে, হা রাম, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ! এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভরত কহিলেন, মাতঃ! তৎকালে শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ কোন্ স্থানে ছিলেন, তাঁহারা কি মহারাজের সন্নিহিত ছিলেন না? কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর,—মহারাজ শ্রীরামের যৌবরাজ্যে অভিষেকার্থ উদ্যোগ করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিমিত্ত রাজ্য প্রার্থনা করিয়া মহারাজের অভিপ্রেত কার্যের বিয়াচরণ করিয়াছি। পূর্বে মহারাজ আমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদ্বয় প্রদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহার একটি বরদ্বারা তোমার নিমিত্ত সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি—অপর বরদ্বারা শ্রীরামের জটাবদ্ধল ধারণপূর্বক চতুর্দশবর্ষ বনবাস হইয়াছে। ধর্মপরায়ণ রাম পিতৃ আজ্ঞা শ্রবণ

মাত্র তোমাকে রাজ্যপ্রদান করিয়া বনগমন করিয়াছেন, পতি-পরায়ণা জানকী ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বনগমনানন্তর মহারাজ হা রাম, হা লক্ষ্মণ ইত্যাদি বহু বিলাপ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ভরত কৈকেয়ীর নিদারুণ বাক্য শ্রবণানন্তর অচেতন হইয়া বজ্রাহত তরুর শ্রায় ভূতলে পতিত হইলেন। কৈকেয়ী ভরতের তাদৃশাবস্থা দর্শন করিয়া হুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর, তোমার হুঃখের কারণ কি? বিপুল সম্রাট্য ভোগের সময় কি হুঃখ হইতে পারে? ভরত এইপ্রকারে স্মৃতি বাক্য শ্রবণানন্তর মাতাকে যেন ক্রোধানলে দগ্ধ করিবার আশয়ে আরক্ত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন। ৬৯। ৭০।

রাজ্যে মহতি সম্প্রাপ্তে দুঃখস্যাবসরঃ কুতঃ ।

ইতি ব্রবন্তীমালোকা মাতরং প্রদহন্নিব ॥৭৯॥

অসন্ত্যাব্যাহ্নি পাপে মে ঘোরে ত্বং ভর্তৃঘাতিনী ।

পাপে ত্বদগব্রুজাতোহহং পাপবানস্মি সাম্প্রতং ।

অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি বিষং বা ভক্ষয়াম্যহং ॥৮০॥

খঞ্জন বাথ চাত্মানং হত্বা যামি যমক্ষয়ং ।

ভর্তৃঘাতিনি ! দূৰ্কে ত্বং কুন্তীপাকং গমিষ্যসি ॥৮১॥

ইতি নির্ভৎস্য কৈকেয়ীং কৌশল্যাভবনং যযৌ ।

সাপি তং ভরতং দৃষ্ট্বা যুক্তকণ্ঠা রুরোদ হ ॥৮২॥

।৭১।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯। রে পাপীয়সি ভর্তৃঘাতিনি ! তোমার সহিত সন্ত্যবণ করিলে পাপস্পর্শ হয়—আমি তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আত্মাকে পাপিষ্ঠ বোধ করিতেছি। অতএব অদ্য অগ্নি প্রবেশ, বিম্ভক্ষণ বা খড়্গাঘাত দ্বারা এই দেহ নষ্ট করিয়া যম সদনে গমন করিব। রে হৃষ্টে ! তোমার ভর্তৃ-বিনাশন জনিত পাপে নিশ্চয়ই কুন্তীপাক নরক ভোগ হইবে।

ভরত কৈকেয়ীকে এই প্রকার ভৎসনা করিয়া কৌশল্যা ভবনে গমন করিলেন। কৌশল্যা দেবীও ভরতকে অবলোকন করিয়া যুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮০।৮১।৮২। ভরতও কৌশল্যা চরণে পতিত হইয়া তুল্য রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রম পরে পতিপরায়ণা রাম-মাতা ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া শোকাগ্নি মিশ্রিত লোচনে দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন—পুত্র ! তুমি বিদেশস্থ থাকায় এই সকল অনর্থ ঘটনা হইয়াছে। হে বৎস ! তোমার মাতার কার্য্য সকল শ্রবণ করিয়াছ—আমার রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত জটাবদ্ধল ধারণ করিয়া বন-গমন করিয়াছেন—হা রাম, হা রঘুবংশনাথ ! তুমি যে পরমাত্মা, আমার উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তাহা আমি জানি, তথাপি আমার মন কোন প্রকারে দুঃখ হইতে নিবৃত্ত হয় না। হে রাম ! নিশ্চয় জানিলাম—বিধিলিপি কখনই খণ্ডন হয় না। ভরত ঐরূপ বিলাপ-কারিণী ও শোক-সন্তপ্তা কৌশল্যার চরণদ্বয়

পাদয়োঃ পতিতস্তম্যা ভরতোহপি তদারুদন্ ।

আলিঙ্গ্য ভরতং সাস্রী রামমাতা যশস্বিনী ॥৮৩॥

কৃশাতিদীনবদনা সাক্ষনেত্রেদমব্রবীৎ ।

পুত্র ! ত্বয়ি গতে দূরমেবং সর্বমভূদিদং ।

উক্তং মাত্রা শ্রুতং সর্বং ত্বয়া তে মাতৃচেষ্টিতং ॥৮৪॥

পুত্রঃ সভার্যো বনমেব বাতঃ

সলক্ষ্মণো মে রঘুরামচন্দ্রঃ ।

চৌরান্বরো বদ্ধজটাকলাপঃ

সন্ত্যজ্য মাং দুঃখ সমুদ্ভমগ্নাং ॥৮৫॥

হা রাম ! হা মে রঘুবংশনাথ !

জাতোহসি মে ত্বং পরতঃ পরাত্মা ।

তথাপি দুঃখং ন জহাতি মাং বৈ

বিধিবলীয়ানিতি মে মনীষা ॥৮৬॥

স এবং ভরতো বীক্ষ্য বিলপন্তীং ভৃশং শুচা ।

পাদৌ গৃহীত্বা প্রাহেদং শৃণু মাতর্বচো মম ॥৮৭॥

কৈকেয়্যা বৎকৃতং কৰ্ম্ম রামরাজ্যাভিষেচনে ।

অন্যদ্বা যদি জানামি মা ময়া নোদিতা যদি ॥৮৮॥

ধারণ করিয়া পুনর্বার কহিলেন, মাতঃ ! শ্রবণ করণ—শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক সময়ে কৈকেয়ী যে সকল ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যদি আমার বিদিতপূর্বক হয়, তাহা হইলে আমি ব্রহ্ম-হত্যাশত জনিত পাপে অবশ্য কলুষিত হইব, অধিক কি বলিব, ভূতকার্য্য সকল যদি আমার বিদিত বা অভিমত হয়, তাহা হইলে অরুদ্রতী সহিত কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের হত্যা জনিত পাপে আমি লিপ্ত হইব। ভরত এইপ্রকার শপথ করিয়া অতিশয়

অধ্যাত্মরামায়ণম্।

১০০

পাপং মেহিস্ত তদা মাতঃ ! ব্রহ্মহত্যাশতোদ্রবং ।
 হত্বা বশিষ্ঠং ধ্বজেন অরুক্ষত্যা সমন্বিতং ॥৮৯॥
 ভূয়াস্তংপাপ মখিলং মম জানামি যদ্যহং ।
 ইত্যেবং শপথং কৃত্বা রুরোদ ভরতস্তদা ॥৯০॥
 কৌশল্যা তমখালিঙ্গ্য পুত্র ! জানামি মা শুচঃ ।
 এতস্মিন্ভবন্তরে শ্রুত্বা ভরতস্য সমাগমং ॥৯১॥
 বশিষ্ঠো মন্ত্রিভিঃ সাক্ষং প্রযযৌ রাজমন্দিরং ।
 রুদন্তং ভরতং দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠঃ প্রাহ সাদরং ॥৯২॥
 রুদ্ধো রাজা দশরথো জ্ঞানী সত্যপরাক্রমঃ ।
 ভুক্ত্বা মর্ত্য সুখং সর্বমিচ্ছা বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥৯৩॥
 অশ্বমেধাদিভির্বিজ্জেল'কা রামং সূতং হরিং ।
 অস্তেজগাম ত্রিদিবং দেবেন্দ্রাচ্ছাসনং প্রভুঃ ॥৯৪॥

রোদন করিতে লাগিলেন । ৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।৮৭।৮৮।৮৯।৯০।
 কৌশল্যা দেবী তাঁহাকে সম্মেলন করিয়া কহিলেন, বৎস !
 শপথ করিতে হইবে না বাল্যাবধি তোমার চরিত্র কাহারও
 অবিদিত নাই ।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব ভরত সমাগম শ্রবণানন্তর সুমন্ত্র প্রভৃতি
 কতিপয় মন্ত্রীগণের সহিত রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রোদন-
 মান ভরতকে দর্শন করিয়া কহিলেন, বৎস ভরত ! অতি
 বৃদ্ধতম পরম জ্ঞানী ও সত্য পরাক্রম রাজা দশরথ অশ্ব-
 মেধাদি বজ্রদ্বারা বিষ্ণুরূপী সন্তান লাভ করিয়া সর্বস্ব-
 ভোগান্তে যথাসময়ে স্বর্গগমন করিয়াছেন, সে স্থানেও অম-
 রেন্দ্রের সহিত অর্দ্ধাসনোপবিষ্ট হইয়া দেবগণের সদসংসর্গ
 বিচারে স্বরপতির সাহায্য করিবেন, অতএব অশোচ্যাবস্থা ও
 মোক্ষভাজন পিতার জন্ত যথা শোক করিতেছ, বাঁহারা আত্মাকে

তং শোচসি রুথৈব ত্বমশোচ্যং মোক্ষভাজনং ।
 আত্মা নিত্যোহব্যয়ঃ শুদ্ধো জন্মনাশাদিবর্জিতঃ ॥৯৫॥
 শরীরং জড়মত্যর্থমপবিত্রং বিনশ্বরং ।
 বিচার্যমাণে শোকস্য নাবকাশঃ কথঞ্চন ॥৯৬॥
 পিতা বা তনয়ো বাপি যদিমৃত্যুবশংগতঃ ।
 মৃত্যুস্তমন্মুশোচন্তি স্বাত্মতাড়ন পূর্বকং ॥৯৭॥
 নিঃসারে খলু সংসারে বিরোগো জ্ঞানিনাং যদা ।
 ভবেদৈরাগ্যাহেতুঃ স শান্তিসৌখ্যং তনোতি চ ॥৯৮॥
 জন্মবান্ যদি লোকেহস্মিন্ তর্হিতং মৃত্যুরন্বগাৎ ।
 তস্মাদপরিহার্যোহয়ং মৃত্যুজন্মবতাং সদা ॥৯৯॥

শুদ্ধ ও নিত্য স্মরণ্য জন্ম মৃত্যুরহিত এবং শরীরকে জড়, অতি
 অপবিত্র ও বিনাশী বোধ করে, তাহাদিগের কোন কালে শোক
 হয় না । ৯১।৯২।৯৩।৯৪।৯৫।৯৬। পিতা বা পুত্র কাল-
 কবলে পতিত হইলে মূঢ়েরাই নিজ বক্ষঃস্থল তাড়ন পূর্বক শোক
 করিয়া থাকে । দেখ এই অসার সংসারে জ্ঞানি ব্যক্তির। বন্ধু-
 জন বিরোগ কামনা করিয়া থাকে, যেহেতু বন্ধুজন বিরোগ
 বৈরাগ্য ও শান্তি সুখের কারণ হইয়া থাকে । হে ভরত ! জ্ঞাত
 ব্যক্তিদিগের অবশ্যই মৃত্যু হইবে, স্মরণ্য জন্মমাত্রেরই মৃত্যু
 স্বাভাবিক ধর্ম, স্বকীয় কর্ম্মানুসারে নিয়মিত সময়ে তাহাদিগের
 মৃত্যু হইবে—ইহা কেহ অন্তথা করিতে পারে না । হে বৎস ! তুমি
 এই সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও অনভিজ্ঞের ন্যায় বন্ধুজন
 বিরোগ জনিত শোকে কাতর হইতেছ—দেখ, কোটি কোটি
 ব্রহ্মাণ্ড বহুধা বিনষ্ট হইয়াছে—এই সৃষ্টি ও বারম্বার পরিবর্তিত হই-
 তেছে—সাগর সকল সময়ে শুষ্ক হইয়া থাকে, অতএব প্রাণিগণের
 ক্ষণ বিধ্বংসী জীবনে কি আশা হইতে পারে ? চঞ্চল পত্রান্ত
 সংলগ্ন জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণ ভঙ্গুর পরমায়ু অসময়ে নষ্ট হইয়া
 থাকে, তাহার স্থায়িত্ববিষয়ে কাহারও কি বিশ্বাস আছে ?

স্বকর্মবশতঃ সর্বজন্মনাং প্রভাবাপ্য যৌ ।

বিজ্ঞানমপ্যবিদ্বান্যঃ কথং শোচতি বান্ধবান্ ॥১০০॥

ব্রহ্মাণ্ডকে.টয়োঃ নষ্টাঃ সৃষ্টয়ো বহুশো গতাঃ ।

শ্রুত্যান্তি মাগরাঃ সর্বে কৈবাস্থা ক্ষণজীবিতে ॥১০১॥

চলপত্রান্তুলাগ্নাযু বিন্দবৎ ক্ষণভঙ্গুরং ।

আয়ুস্ত্যজতাবেলায়াং কস্তত্র প্রত্যরন্তব ॥১০২॥

দেহী প্রাক্তনদেহোথকর্মণা দেহবান্ পুনঃ ।

তদেহোথেন চ পুনরেবং দেহঃ সদা জ্ঞানঃ ॥১০৩॥

বথা তাজ্জতি বৈ জীর্ণং বাসো গৃহাতি নূতনং ।

তথা জীর্ণং পরিত্যজ্য দেহী দেহং পুনরন্বং ॥১০৪॥

ভজত্যেব সদা তত্র শোকস্যাবসরঃ কুতঃ ।

আত্মা ন ভ্রিয়তে জাতু জায়তে ন চ বর্জ্যতে ॥১০৫॥

ষড়্ ভাবরহিতোহনন্তঃ সত্যবিজ্ঞানবিগ্রহঃ ।

আনন্দরূপো বুদ্ধাদিসাক্ষী লয়বিবর্জিতঃ । ১০৬ ॥

প্রাক্তন দেহ কৃত কর্ম বশতঃ আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধ হয়—ঐ দেহান্তর, কৃত কর্ম-প্রবাহ দ্বারা পুনঃ পুনর্বার দেহান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মা দেহ-সংসর্গ পরিত্যাগ করেন না । ১০৬। ১০৭। ১০৮। ১০৯। ১১০। ১১১। ১১২। ১১৩। বেক্রপ মনুষ্যেরা জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, বক্রপ আত্মাও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহান্তর গ্রহণ করেন । আত্মার মৃত্যু বা জন্ম, বৃদ্ধি বা হ্রাস কিছুই হয় না। যেহেতু তিনি সর্বপ্রকার দিকার রহিত এবং অপরিচ্ছিন্ন মহিমা—সত্য—জ্ঞানময় ও আনন্দ স্বরূপ এবং যাবৎ প্রাণিদিগের অন্তঃকরণস্থিত মদুমদু দ্বিরসাক্ষী, অবিনাশী ও অদ্বিতীয় । হে বৎস ! সর্বদেহস্থিত এক আত্মাকে 'দৃঢ়তররূপে' বিদিত হইয়া শোক

এক এব পরো হাত্মা হৃদ্বিতীয়ঃ সমস্থিতঃ ।

ইত্যাত্মানং দৃঢ়ং জাতাত্মকু শোকং কুরু ক্রিয়াং ॥

তৈলজোণ্যাঃ পিতুর্দেহমুৎখৃত্য সচিবৈঃ সহ ।

কৃত্যং কুরু যথা ন্যায়মস্মাভিঃ কুলনন্দন ! ॥১০৮॥

ইতি সম্বোধিতঃ সাক্ষাদ্গুরুণা ভরতস্তদা ।

বিসৃজ্যাজ্ঞানজং শোকং চক্রে স বিধিবৎক্রিয়াং ॥

গুরুণোক্তপ্রকারেণ আহিতাশ্রের্থথা বিধি ।

সংস্কৃত্য স পিতুর্দেহং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥১১০॥

একাদশেহহনি প্রাঃ শু ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ ।

ভোজয়ামাস বিধিবচ্ছতশোহথ সহস্রশঃ ॥১১১॥

উদ্दिश्या পিতরং তত্র ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহু !

দদৌ গবাং সহস্রাণি গ্রামান্ রত্নামরাণি চ ॥১১২॥

অবসৎ স্বগৃহে তত্র রামমেবানুচিন্তয়ন্ ।

বশিষ্ঠেন সহ ভ্রাতা মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ॥১১৩॥

পরিত্যাগ কর এবং সময়েচিত কার্য্যানুষ্ঠানে ভংপর হও । হে ধর্ম পরায়ণ ! অমাত্যাগের সমভিব্যাহারে তৈল-জোণী হইতে রাজ-দেহ উদ্ধার করিয়া দাহাদি কার্যের উদ্যোগ কর । ভরত নিজগুরু বশিষ্ঠ দেবের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণে জ্ঞান লাভ করিয়া অজ্ঞান জনিত শোক পরিত্যাগ করিলেন । অনন্তর সাংখ্যিক ক্ষত্রিয়দিগের বিধানানুগা পিতৃদেহ সংস্কার করিয়া একাদশ দিবসে শত সহস্র বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন এবং পিতার পারিত্রিক সুখোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে বহুপরিমাণে ধন, গৌসহস্র, নানা জনপদ ও রত্নাভরণাদি প্রদান করিয়া বশিষ্ঠ শত্রুঘ্ন ও কতিপয় মন্ত্রী কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া ভরত স্বগৃহে বাস করিতে লাগিলেন । ১০৮।

রামেহরণ্যং প্রস্নাতে সহ জনকসুতা
লক্ষণাভ্যাং সুঘোরং মাতা মে রাক্ষসী
প্রদহতি হৃদয়ং দর্শনাদেব সদ্যঃ ।
গচ্ছাম্যারণ্যমদ্য স্থিরমতিরখিলং

দূরতোহপাস্য রাজ্যং রামং সীতাসমেতং
স্মিতরুচিরমুখং নিত্যমেবানুসেবে ॥১১৪॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

১০৫। ১০৬। ১০৭। ১০৮। ১০৯। ১১০। ১১১। ১১২। ১১৩।
ভাতৃ বৎসল ভরত অযোধ্যা ভবনে বাস করিয়া রাজ কার্য
পরিত্যাগ করিলেন, প্রত্যুত অনবরত চিন্তা করিতেন যে,
রাক্ষসীর ন্যায় কৈকেয়ীকে দর্শন করিয়া আমার হৃদয় দক্ষ
হইতেছে, অতএব এস্থানে বাস করিব না—অদ্যই রাজ্য

পরিত্যাগ পূর্বক রাম সীতা ও লক্ষণ যে বনে গমন করিয়া-
ছেন সেই বনে গমন করিয়া স্থির চিত্তে ও সহাস্য বদনে
সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের চরণ সেবা করিব। ১১৪।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বশিষ্ঠো মুনিভিঃ সার্দ্ধং মন্ত্ৰিভিঃ পরিবারিতঃ।

রাজ্ঞঃ সতাং দেবসভাসম্মিতামবিশদ্বিভুঃ ॥১॥

তত্রাসনে সমাসীনশ্চতুর্মুখ ইবাপরঃ।

অনীয় ভরতং তত্র উপবেশ্য সহানুজং ॥২॥

অত্রবীহচনং দেশকালোচিতমরিন্দমং।

বৎস! রাজ্যেহভিষেক্যামস্তুমদ্য পিতৃশাসনাৎ ॥৩॥

কৈকেয়্যা যাচিতং রাজ্যং ত্বদৰ্থে পুরুষৰ্ষভ!।

সত্যসন্ধো দশরথঃ প্রতিজ্ঞায় দদৌ কিল ॥৪॥

অনন্তর কুলগুরু বশিষ্ঠদেব মুনিগণ এবং কতিপয় রাজ মন্ত্রী সমভিব্যাহারে দেবসভা সদৃশ সুদৃশ্য রাজসভা মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় কমলবোনির ন্যায় আসনে উপবেশন করিলেন এবং ভরত ও শত্রুঘ্নকে আনয়নানন্তর সেই স্থানে উপবেশন করাইয়া দেশকালোচিত বচনাবলী বিন্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন—হে বৎস ভরত! অদ্য তোমাকে স্বর্গীয় মহারাজের আজ্ঞানুসারে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব; হে পুরুষৰ্ষভ! কৈকেয়ী তোমার নিমিত্ত মহারাজের নিকট রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সত্য প্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ পূর্ব প্রতিজ্ঞাবশবর্তী হইয়া সমস্ত রাজ্য তোমাকে প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে সমুপস্থিত মুনিগণ যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক

অভিষেকো ভবত্বদ্য মুনিভির্মন্ত্রপূর্বকং।

তচ্ছ্রুত্বা ভরতোহপ্যাহ মম রাজ্যেন কিং মুনে। ॥৫॥

রামো রাজাধিরাজশ্চ বয়ং তস্মৈব কিস্করাঃ।

শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামো রামমানেতুমঞ্জসা ॥৬॥

অহং যুয়ং মাতরশ্চ কৈকেয়ীং রাক্ষসীং বিনা।

হনিষ্যাম্যধুনৈবাহং কৈকেয়ীং মাতৃগন্ধিনীং ॥৭॥

কিন্তু মাং নো রঘুশ্রেষ্ঠঃ স্ত্রীহন্তারং সহিষ্যতে।

তচ্ছোভুতে গমিষ্যামি পাদচারণে দণ্ডকান্ ॥৮॥

অভিষেক কার্য সম্পাদন করুন। ভরত মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে গুরো! রাজ্যে প্রয়োজন নাই—আমরা রাজাধিরাজ শ্রীরামের দাস, অতএব তাঁহার দাসত্ব কার্য দ্বারা এই অসার দেহকে পবিত্র করিব, হে মহর্ষে! আগামী প্রভাতে আমি মাতৃগণ এবং সমুপস্থিত স্বর্ষিগণ সমভিব্যাহারে আপনাকে অগ্রসর করিয়া শ্রীরামের প্রত্যানয়নার্থ বনগমন করিব, কৈকেয়ীকে সমভিব্যাহারে লইবার কথা দূরে থাকুক, প্রত্যুত এই দণ্ডেই সেই রাক্ষসীর প্রাণসংহার করিব—মাতৃ-সম্বন্ধের গোঁরব রক্ষা করিব না। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতেছি যে, স্ত্রীহত্যা করিলে শ্রীরাম আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিবেন না, বাহাইউক আপনারা আগমন করুন বা না করুন, আমি শত্রুঘ্নকে সমভিব্যাহারে লইয়া আগামী দিবসেই পদসংহারণ দ্বারা দণ্ডকারণে গমন করিব। ৮। রঘুকুল প্রদীপ শ্রীরামচন্দ্র যতদিন প্রত্যাগমন না

শত্রুসহিতস্তু গুং যুয়মায়ান্ত বা নবা ।

রামো যথা বনে যাতস্তথাহং বল্কলায়রঃ ॥১০॥

কলমূলকুতাহারঃ শত্রুসহিতো যুনে ।।

ভূমিশায়ী জটাধারী যাবজ্জামো নিবর্ততে ॥১০॥

ইতি নিশ্চিত্য ভরতস্ত স্ত্রীমেবাবতস্থিবান্ ।

সখু সান্বিতি তং সর্কে প্রশশংস্তুর্দুদান্বিতাঃ ॥১১॥

ততঃ প্রভাতে ভরতং গচ্ছন্তুং সর্কসৈনিকাঃ ।

অনুজগ্মুঃ সূমন্ত্রেণ নোদিতাঃ সাংস্কৃঞ্জরাঃ ॥১২॥

কৌশল্যা দ্যা রাজদারা বশিষ্ঠ প্রমুখা দ্বিজাঃ ।

ছাদয়ন্তো ভুবং সর্কে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোহগ্রতঃ ॥১৩॥

শৃঙ্গিবেরপুরং গতা গঙ্গাকূলে সমন্বতঃ ।

উবাস মহতী সেনা শত্রুপরিচোদিতা ॥১৪॥

করিবেন, তাবৎ কাল আমি শত্রুসহিত জটা বল্কল
ধারণ—কল মূলদি ভক্ষণ ও ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া সেই
অরণ্য মধ্যেই দিনপাত করিব । ১০ । ভরত এইরূপ
কথনান্তর মৌনাবলম্বন করিলে সমুপস্থিত সভ্যবর্গেরা
তাঁহাকে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । ১১ ।
পরদিন প্রভাত সময়ে ভরতকে বনাভিমুখ প্রস্থানোদ্যত
দেখিয়া সূমন্ত্র কর্তৃক আদেশিত হস্তাশ্ব সুশোভিত সেনা
সমুদয়, কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি
দ্বিজগণ মহোৎসব কোলাহল দ্বারা দশদিক প্রতিধ্বনিত
করনানন্তর ভরতের অগ্র পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব দেশ সমাচ্ছাদিত
করিয়া অহুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন ১২ । ১৩ । শত্রু
পরিরক্ষিত সেনা সকল শৃঙ্গবের পুর সমীপবর্তী ভাগিরথী
কূলে উপস্থিত হইয়া ঐ দিবস সেই স্থানে বাস করিলেন । ১৪ ।

আগতং ভরতং শ্রুত্বা গুহঃ শঙ্কিতমানসঃ ।

মহত্যা সেনয়া সান্বিত্যগতো ভরতঃ কিলঃ ॥১৫॥

পাপং কর্তুং ন বা যাতি রামস্যা বিদিতা অননঃ ।

গতা তচ্ছদয়ং জ্ঞেয়ং যদি শুদ্ধস্তুরিবাতি ॥১৬॥

গঙ্গাং নো চেৎ সমাক্রুয্য নাবস্তিষ্ঠন্তু সায়ুধাঃ ।

জাতয়ো মে সমায়ত্তাঃ পশ্যন্তুঃ সর্কতো দিশং ॥১৭॥

ইতি সর্বান্ সমাদিশ্য গুহো ভরতমাগতঃ ।

উপায়নানি সংগৃহ্য বিবিধানি বহুনাপি ॥১৮॥

প্রযযৌ জ্ঞাতিভিঃ সান্বিত্য বহুভিবি বিধায়ুধৈঃ ।

নিবেদ্যোপায়নান্যগ্রে ভরতস্য সমন্বতঃ ॥ ১৯ ॥

চওলাধিরাজ গুহক লোক মুখে—সর্কসেনা ভরতের সমা-
গমন বার্তা শ্রবণ করিয়া সংশয়িত চিত্তে জ্ঞাতিবর্গকে আদেশ
করিলেন—হে বন্ধুগণ! বোধকরি ভরত স্ত্রীরামের অনিচ্ছাচরণ
নিমিত্তই সর্কসেন্যে বনগমন করিতেছেন। যাহা হউক এক্ষণে
নিকটবর্তী হইলেই ভরতের হৃদয়তাব অবগত হইব, যদি
তাঁহার পবিত্র হৃদয় বুঝিতে পারি তাহা হইলে গঙ্গাপার-
গমনে কোন বিঘ্নাচরণ করিব না, নচেৎ তোমরা শস্ত্রাদি ধারণ
পূর্বক সাংগ্ৰামিক নৌকারোহণ করিয়া সাবধানে চতুর্দিক
অবলোকন করতঃ তদীয় সৈন্যগণের গঙ্গাপারগমনে বিঘ্ন
করিবে। ১৫ । ১৬ । ১৭ । অনন্তর গুহক বিবিধাশ্রয়ী বহু
সংখ্যক জ্ঞাতিবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপহার
প্রদানান্তর ভরত ও শত্রুকে অবনতমুস্তক দ্বারা প্রণাম
করিলেন। স্ত্রীরামের জটামুকুটধারী নবজন্মধর শ্যাম ভরত
কতিপয় মন্ত্রিগণের সহিত আসনে উপবেশন করিয়া
সাতিশর শোকসহকারে সতত ‘রাম’ ‘রাম’ এই শব্দ উচ্চারণ
করিতেছিলেন, সূত্রাং বাহু-জ্ঞান-শক্তির অভাব বশতঃ
সমাগত গুহককে আনিতে পারিলেন না, গুহক ভরতকে
তাদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, হে সখে! আমি গুহক

দৃষ্ট। ভরতমাসীনং সানুজং সহ মল্লিভিঃ ।
 চীরান্বরং ঘনশ্যামং জটামুকটধারিণং ॥২০।
 রামমেবানুশোচন্তং রামরামেতি বাদিনং ।
 ননাম শিরসা ভূমৌ গুহোহহমিতি চাত্রবীৎ ॥২১।
 শীঘ্রমুখাপ্য ভরতো গাঢ়মালিন্য সাদরং ।
 পৃষ্ঠাহনাময়মব্যগ্রঃ সখারমিদমব্রবীৎ ॥২২।
 ভ্রাতৃত্বং রাঘবেণাত্র সমেতঃ সমবস্থিতঃ ।
 রামেণালিঙ্গিতঃ সাদ্রনয়নেনামলাগ্ননা ॥২৩।
 ধন্যোহসি কৃতকৃত্যো! সি যত্নয়া পরিভাষিতঃ ।
 রাগো রাজীবপত্রাক্ষো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ॥২৪।
 যত্র রামত্বয়া দৃষ্টস্তত্র মাং নয় সূত্রত ! ।
 সীতয়া সহিতো যত্র সুপ্তস্তদর্শনম্ মে ॥২৫।
 ত্বং রামস্য প্রিয়তমো ভক্তিমানসি ভাগ্যবান্ ।
 ইতি সংসৃত্য সংসৃত্য রামং সাক্ষ্যবিলোচনঃ ॥২৬।

উপস্থিত হইরাছি। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ভরত শ্রবণমাত্র
 প্রণত গুহকের মস্তক ভূমি হইতে স্বয়ং উত্তোলন করিয়া
 গাঢ়ালিঙ্গন পূর্বক তাঁহাকে পরম সাদরে অনাময় জিজ্ঞাসা
 করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! এ জগতে তোমাকেই কেবল
 ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছি, যেহেতু বিমলান্তঃকরণ
 শ্রীরাম কর্তৃক সজ্জন নরনে অবলোকিত ও আজানুলম্বিত বাহু-
 যুগল দ্বারা সাদরে আলিঙ্গিত হইরাছি এবং সীতা ও লক্ষ্মণ
 সহিত শ্রীরামকে বহুভাবে সম্ভাষণ করিয়াছি। ২২। ২৩। ২৪।
 বাহা হউক, হে সখে! তুমি তাঁহাকে যে স্থানে দর্শন করিয়া-
 ছিলে সেই স্থানে আমাকে লইয়া চল, এবং রাজীবলোচন
 রাম সীতাদেবীর সহিত যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন সেই
 স্থান আমাকে দর্শন করাও, হে ভ্রাতঃ! তুমি অতি ভাগ্যবান্,

গুহেন সহিতস্তত্র যত্র রামঃ স্থিতো নিশি ।
 যযৌ দদর্শ শয়নস্থলং কুশসমাস্তৃতং ॥ ২৭ ॥
 সীতাভরণসংলগ্নস্বর্ণবিন্দুভিরঞ্জিতং ।
 দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ো ভরতঃ পর্য্যদেবয়ৎ ॥২৮।
 অহোহতিমুকুমারী বা সীতা জনকনন্দিনী ।
 প্রাসাদে রত্নপর্য্যঙ্কে কোমলাস্তরণে শুভে ॥২৯।
 রামেণ সহিতা শেতে সা কথং কুশবিষ্ঠরে ।
 সীতা রামেণ সহিতা লুঃখেন মম দোষতঃ ॥৩০।
 ধিজ্ঞাং জাতোহস্মি কৈকেয্যাং পাপরাশিসমানতঃ ।
 মল্লিমিত্তমিদং ক্লেশং রামস্য পরমাত্মনঃ ॥৩১।

যে ভাগ্যবলে শ্রীরামের প্রতি একান্ত ভক্তি ও তাঁহার প্রিয়-
 বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছি। ভরত এইরূপ কাভরোক্তি করিতে
 করিতে সজল নরনে শ্রীরামকে স্মরণ করতঃ গুহকের সহিত
 সীতা রামের নিশাশয়ন প্রদেশে গমন করিয়া কুশসমাস্তৃত
 এবং জানকীর রত্নভরণাঙ্কিত শ্রীরামের শয়নস্থান অবলোকন
 করিয়া অতি সন্তপ্ত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২৫।
 ২৬। ২৭। ২৮। হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? বিনি
 পূর্বে অযোধ্যা ভুবনস্থ প্রাসাদোপরি বিরাজিত এবং সুকো-
 মল আস্তরণ শোভিত সূচাক রত্নপর্য্যঙ্কে শ্রীরামের সহিত
 শয়ন করিতেন, সেই কোমলাঙ্গী জনক রাজকুমারী এক্ষণে
 কুশনির্মিত শয্যায় শয়ন করিতেছেন, বিধাতাকেই বা কি
 বলিব—আমি এক্ষণে পরমাত্মা রামের ক্লেশের কারণ
 হইরাছি। হা বিধে! আমাকে দিক—যেহেতু পাপিয়সী
 কৈকেয়ীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অহো! মহাত্মা
 লক্ষ্মণের জন্ম অদ্য সফল হইল, যেহেতু তিনি অরণ্য মধ্যেও
 সহর্ষচিত্তে শ্রীরামের অনুগমন করিতেছেন; আমি যদি
 শ্রীরামচন্দ্রের দাসগণের দাসের দাসত্ব স্বীকার করিতে পারি,

অহোহুতি সফলং জন্ম লক্ষণস্য মহাত্মনঃ ।
 রামমেব সদাশ্চেতি বনস্থমপি হৃদ্যধীঃ ॥৩২॥
 অহং রামস্য দাসা। যে তেষাং দাসস্য কিঙ্করঃ ।
 যদি স্যাং সফলং জন্ম মম ভূয়ান্ন সংশয়ঃ ॥৩৩॥
 ভ্রাতর্জানাসি যদি তৎকথয়স্ব যমাখিলং ।
 বত্র তিষ্ঠতি তত্রাহং গচ্ছাম্যানেতুমঙ্গসা ॥৩৪॥
 গুহকং গুহকহৃদয়ং জ্ঞাত্বা সন্নেহমব্রবীৎ ।
 দেব ! ত্বমেব ধনোহসি যস্য তে ভক্তিরীদৃশী ॥৩৫॥
 রামে রাজীবপত্রাক্ষে সীতার্যাং লক্ষ্মণে তথা ।
 চিত্রকূটাদ্রিনিকটে মন্দাকিন্যাবিদূরতঃ ॥৩৬॥
 মুনীনামাশ্রমপদে রামস্তিষ্ঠতি সান্নজঃ ।
 জ্ঞানকা সহিতো নন্দাৎ সুখমাস্তে কিল প্রভুঃ ॥৩৭॥
 তত্র গচ্ছামহে শীঘ্রং গঙ্গাং তর্জু মিহাহঁসি ।
 ইত্যুক্ত্বা ত্বরিতং গত্বা নাবঃ পঞ্চশতানি হ ॥৩৮॥

সমানয়ৎ সৈন্যস্য তর্জুং গঙ্গাং মহানদীং ।
 স্বয়মেবানিনায়েকাং রাজনাবং গুহকদা ॥৩৯॥
 আরোপ্য ভরতং তত্র শত্রুঘ্নং রামমাতরং ।
 বশিষ্ঠং চ তথাহন্যত্র কৈকেয়ীং চান্যাবোধিতঃ ॥৪০॥
 তীর্থী গঙ্গাং যযৌ শীঘ্রং ভরদ্বাজাশ্রমং প্রতি ।
 দূরে স্থাপ্য মহাসৈন্যং ভরতঃ সান্নজো যযৌ ॥৪১॥
 আশ্রমে মুনিমাসীঃ জলহৃদিব পাবকং ।
 দৃষ্ট্বা ননাম ভরতঃ সাক্ষাৎ প্রতিভক্তিঃ ॥৪২॥
 জ্ঞাত্বা দাশরথিং ত্রীত্যা পূজয়ামাস মৌনিরাট্ ।
 পপ্রচ্ছ কুশলং দৃষ্ট্বা জটাবল্কলধারিণং ॥৪৩॥
 রাজ্যং প্রশাসতন্ত্বেহদ্য কিমতদ্বল্কলাদিকং ।
 আগতোহসি কিমর্থং ত্বং বিপিনং মুনিসেবিতং ॥

তরণার্থ নৌকারোহণ ককন । গুহক ভরতের সহিত এইরূপ
 কথোপকথনানন্তর সৈন্য গণের গঙ্গাতরণার্থ জাতিবর্গ দ্বারা
 পঞ্চশত নৌকা আনয়ন করাইয়া ভরতের নিমিত্ত স্বয়ং
 এক রাজযোগ্য নৌকা আনয়ন করিলেন ৩৮। ৩৯ ।

অনন্তর ভরত, শত্রুঘ্ন, কোশলা ও বশিষ্ঠদেব গুহকানীত
 নৌকায়—কৈকেয়ী ও অনান্য রাজমহিষীগণ অপর নৌকার
 আরোহণ করিয়া ভাগিরথী তরণানন্তর সত্বর মহর্ষিভরদ্বা-
 জের আশ্রমভিমুখে প্রস্থান করিলেন । তপোবনের অনতিদূরে
 মহাসৈন্য স্থাপন করিয়া ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে মুনি সন্নিধানে
 গমন করিলেন । ৪০। ৪১ । অনন্তর ভরত প্রজ্জলিত পাবক
 নদৃশ তেজস্বী ভরদ্বাজকে আশ্রমোপবিষ্ট অবলোকন করিয়া
 সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিলেন । ৪২ । মৌনব্রতধারী মহর্ষি ভর-
 দ্বাজ সমাগত জটাবল্কলধারী দাশরথি ভরতকে যথাযোগ্য
 অভ্যর্থনানন্তর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে যুবরাজ !
 তুমি পিতৃদত্ত রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জট

তাহা হইলে আমার জন্ম সফল হইবে । ২৯। ৩০। ৩১ ।
 ৩২। ৩৩। ভরত এইরূপ বহু বিলাপানন্তর গুহককে কহিলেন,
 হে ভ্রাতঃ ! শ্রীরামচন্দ্র এক্ষণে কোন স্থানে অবস্থিতি করিতে-
 ছেন তুমি যদি বিদিত থাক তাহা হইলে ব্যক্ত কর, আমি
 এই দণ্ডেই তাঁহাকে আনয়নের নিমিত্ত গমন করিব । ৩৪ ।
 চণ্ডালাধিপতি গুহক ভরতকে পবিত্র হৃদয় জানিয়া সন্নেহ
 বচনে কহিলেন, হে দেব ! রাজীবলোচন রাম সীতা ও
 লক্ষ্মণের প্রতি তোমার যে রূপ ভক্তি অনুভব করিতেছি
 তদ্বারা বোধ হয় তুমিই এ জগতে একমাত্র ধন্য । বাহা হউক
 এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূট পর্বত
 সমীপবর্তী গঙ্গাতীরস্থ তপোবনে পরমানন্দে বাস করিতে-
 ছেন । ৩৫। ৩৬। ৩৭। হে সখে ! অদ্য আমরা সকলেই সে
 স্থানে গমন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব, আপনি গঙ্গা-

ভরদ্বাজবচঃ শ্রুত্ব। ভরতঃ সঃশ্রলোচনঃ।

সৰ্বং জানামি ভগবন্ ! সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥৪৫॥

তথাপি পৃচ্ছসে কিঞ্চিদনুগ্রহ এব মে।

কৈকেয়া। যৎকৃতং কৰ্ম রামরাজ্যবিঘাতনং ॥৪৬॥

বনবাসাদিকং বাপি ন হি জানামি কিঞ্চন।

ভবৎপাদযুগং মেহদ্য প্রমাণং মুনিসত্তম! ॥৪৭॥

ইত্যুক্ত্ব। পাদযুগলং মুনেঃ স্পৃষ্ট্ব। ত্তিমানসঃ।

জ্ঞাতুমহঁসি মাং দেব! শুদ্ধো বাশুদ্ধ এব বা ॥৪৮॥

মম রাজ্যেন কিং স্বামিন্ ! রামে তিষ্ঠতি রাজ্ঞি

কিঙ্করোহং মুনিশ্রেষ্ঠ ! রামচন্দ্রস্য শাস্বতঃ ॥৪৯॥

অতো গত্ব। মুনিশ্রেষ্ঠ রামস্য চরণান্তিকে।

পতিত্ব। রাজ্যসম্ভারান্ সমর্প্যাত্রেব রাঘবং ॥৫০॥

বল্কল ধারণ পূর্বক তপস্বি জন সেবিত গহন কানন মধ্যে
অদ্য কি হেতু আগমন করিয়াছ? ভরত ভরদ্বাজের বাক্য শ্রবণ
করিয়া সজল নরনে কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি সর্বভূতের
অন্তর্ধামী, তপঃপ্রভাবে আপনার অবিদিত কিছুই নাই, এই
ক্ষণে আপনি আমাকে যেকিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছেন তদ্বারা
কেবল অনুগ্রহ প্রকাশ হইতেছে। বাহ্যহর্ডক আপনার প্রত-
্যেক প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি। হে মহর্ষে! আপনার পাদ-
স্পর্শ করিয়া কহিতেছি যে, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক কার্যে
কৈকেয়ী বেক্ষপ বিঘ্নাশ্রয় করিয়াছেন এবং শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দশ
বর্ষ কালের জন্য পীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইয়াছেন,
এই সকল বিষয়ে আমি অনুমাত্র বিদিত ছিলাম না, হে মহা-
জন! এ সম্বন্ধে আমি দোষী—কি নির্দোষী আপনি সকলই
জানিতেছেন, হে প্রভো! শ্রীরামচন্দ্র সত্ত্বে আমি কি রাজ্যভার
গ্রহণ করিতে পারি? যেহেতু আমি শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য দাস,
হে মুনিসত্তম! এইক্ষণে মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়াছি যে,
বনমধ্যে আমি শ্রীরামচরণে পতিত হইয়া রাজ্যভার প্রদান

অভিষেক্যে বশিষ্ঠাদৈঃ পৌরজানপদৈঃ সহ।

নেব্যেহবোধ্যাং রমানাথং দাসং সেবেহতিনীচবৎ ॥

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য ভরতস্য বচো মুনিঃ।

আনিষ্ট্য মুখ্যবয়স্য প্রশংসং সবিস্ময়ঃ ॥৫১॥

বৎস! জ্ঞাতং পুরৈবৈতদ্বিষং জ্ঞানচক্ষুবা।

মা শুচস্ত্বং পরো ভক্তঃ শ্রীরামে লক্ষ্মণাদপি ॥৫২॥

আতিথ্যং কর্তুমি ছামি সসৈন্যস্য তবানঘ!।

অদ্য ভুক্ত্ব। সসৈন্যস্ত্বং শ্বো গন্তারামসন্নিধিং ॥৫৩॥

যথা জ্ঞাপয়তি ত্বাংস্তথৈতি ভরতোহব্রবীৎ।

ভরদ্বাজস্তপঃ স্পৃষ্ট্ব। মৌনী হোমগৃহে স্থিতঃ ॥৫৪॥

দধ্যৌ কামদুঘাং কামবর্ষিণীং কামদো মুনিঃ।

অসৃজৎকামধূক্ সৰ্বং যথাকামমলৌকিকং ॥৫৫॥

পূর্বক বশিষ্ঠদেব, পুরবাসিগণ ও জনপদবৃন্দের সহিত মহা-
সমারোহে তাঁহাকে অভিবিক্ত করিয়া অযোধ্যার প্রত্যাগমন
করিব এবং অতি নীচ দাসের ন্যায় আজ্ঞানুবর্তী হইয়া
রাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্রের চরণ সেবা করিব। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬।
৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ সন্মোহানিজন
পূর্বক ভরতের মস্তকাস্পর্শ করিয়া বিস্ময় সহকারে বহুতর
প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে বৎস! পূর্বেই আমি জ্ঞানচক্ষু
দ্বারা এই সকল ভবিষ্যদ্বা্ত্য বিদিত হইয়াছি, অতএব শোক
পরিত্যাগ কর, তুমি লক্ষ্মণ অপেক্ষা শ্রীরামের ভক্ত। ৫২। ৫৩।
হে দাশরথ্যে! আমার আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া আতিথ্য
গ্রহণ কর—সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে অদ্য এখানে ভোজ-
নাদি কার্য সম্পাদন করিয়া আগামি দিবসে রাম সন্নিধানে
গমন করিবে, অনন্তর ভরত তথাস্ত বসিয়া মুনিবাক্যে সন্তত
হইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজও তৎক্ষণাৎ হোমগৃহে প্রবেশা-
নন্তর মৌনব্রতাবলম্বন পূর্বক জলস্পর্শ করিয়া কাম-প্রসবিনী

ভরতস্য সৈন্যস্য বধেক্তং চ মনোরথং ।
 তথা ববর্ষ সকলং তৃপ্তান্তে সর্বসৈনিকাঃ ॥৫৭॥
 বশিষ্ঠং পূজয়িত্বাশ্রে শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ।
 পশ্চাৎ সৈন্যং ভরতং তর্পয়ামাস যোগিরাট্ ॥৫৮॥
 উষিত্বা দিনমেকন্তু আশ্রমে স্বর্গসন্নিভে ।
 অভিবাদ্য পুনঃ প্রাতঃভরদ্বাজং সহানুজঃ ।
 ভরতস্তু কৃতানুজঃ প্রায়যৌ রামসন্নিধিং ॥৫৯॥
 চিত্রকূটমস্থাপ্য দূরে সংস্থাপ্য সৈনিকান্ ।
 রামসন্দর্শনাকাজক্ষী প্রায়যৌ ভরতঃ স্বয়ং ॥৬০॥
 শক্রঘ্নেন স্তম্ভেণ গুহেন চ পরন্তপঃ ।
 তপস্বিমণ্ডলং সর্বং বিচিন্ধানো ন্যবর্তত ॥৬১॥
 অদৃষ্ট্য রামভবনমপৃচ্ছদৃষিমণ্ডলং ।
 কুত্রান্তে সীতয়া সার্ব্ধং লক্ষ্মণেন রঘুত্তমঃ ॥৬২॥

কামধেনুকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুনিবরের তপঃ-
 প্রভাবে কামধেনু আগমন করিয়া সৈন্য ভরতের উপ-
 ভোগ যোগ্য অতি মনোহর অলৌকিক বস্তু সকল প্রদান
 করিলেন। ৫৪। ৫৫। ৫৬। যোগিরাট ভরদ্বাজ প্রথমতঃ বশিষ্ঠ
 দেবের যথা শাস্ত্র পূজা করিলেন, অনন্তর সৈন্যে ভরতকে নানা-
 বিধ উপভোগ্য দিব্য বস্তু প্রদান করিয়া পরম সন্তুষ্ট করিলেন।
 ৫৭। ৫৮। ভরত পরিজন সমভিব্যাহারে স্বর্গসদৃশ মনোহর তপো-
 বনে একদিন বাস করিয়া পরদিন মহর্ষির অভিবাদনানুসারে তদীয়
 অনুজ্ঞানুসারে রামসন্নিধানে গমন করিলেন। অনন্তর চিত্রকূট-
 পর্বতে আরোহণ করিয়া কিঞ্চিদূরে সৈন্য স্থাপন পূর্বক শক্র
 স্তম্ভ ও গুহক সমভিব্যাহারে রামদর্শনাভিলাষে গমন করিলেন।
 ভরত কিয়দূর পর্যন্ত গমন করিয়া কেবল সাসিমণ্ডল দেখিতে
 লাগিলেন শ্রীরামের বাসভবন কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না,
 সূতরাং হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ভরত কিয়দূর প্রতিনি-
 বৃত্ত হইয়া ঋষিগণকে পুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধনগণ!
 সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র কোন্ স্থানে বাস করিতেছেন
 ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ঋষিগণ কহিলেন—চিত্রকূট পর্বতের পশ্চাৎ

উচুরগ্রে গিরেঃ পশ্চাদ্গঙ্গায়ান্ উত্তরে তটে ।
 বিবিক্তং রামসদনং রম্যং কাননমণ্ডিতং ॥৬৩॥
 সকলৈরাশ্রপনসৈঃ কদলীখণ্ডসমুতং ।
 (কদলীখণ্ডমণ্ডিতং ইত্যপি পাঠঃ)
 চম্পকৈঃ কোবিদারৈশ্চ পুন্নাগৈর্কিপুটৈস্তথা ॥৬৪॥
 এবং দর্শিতমালোক্য মুনিভির্ভরতোহগ্রতঃ ।
 হর্ষাদ্যযৌ রঘুশ্রেষ্ঠভবনং মল্লিণা সহ ॥ ৬৫ ॥
 দদর্শ দূরাদতিভাসুরং শুভং
 রামস্যা গেহং মুনিব্রন্দসেবিতং ।
 বৃক্ষাশ্রমং লগ্নত্বকেকলাজিনং
 রামাভিরামং ভরতঃ সহানুজঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

ভাগিরথীর উত্তর তীরে শ্রীরামচন্দ্র বিচিত্র কাননমণ্ডিত রমণীয়
 অতি নির্জন বাস ভবন প্রস্তুত করিয়াছেন, বাহার চতুর্দিকে আশ্র
 পনস এবং কদলী প্রভৃতি তরুগণ কলভরে অবনত হইয়া বিচিত্র
 শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং চম্পক কোবিদারক পুন্নাগ
 প্রভৃতি পাদপগণ পুষ্পিত হইয়া চতুর্দিক আমোদিত করিতেছে।
 ৬৩। ৬৪। অনন্তর ভরত পরমানন্দিত হইয়া পরিজন সমভিব্যাহা-
 হারে মুনিগণ সন্দর্শিত শ্রীরামভবনভিমুখে গমন করিলেন, ভরত
 শক্রঘ্নের সহিত কিয়দূর গমনানন্তর মুনিজন সমাকীর্ণ অতি
 সমুজ্জল শ্রীরামভবন অবলোকন করিয়া সমীপস্থ বৃক্ষাশ্রমা
 সংলগ্ন শ্রীরামের বকুল ও মৃগচন্দ্রাদি সকল সজল নরনে বারম্বার
 অবলোকন করিতে লাগিলেন। ৬৫। ৬৬।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ গতাঃশ্রমপদসমীপং ভরতোমুদা ।

সীতারামপদৈযুক্তং পবিত্রমতিশোভনং ॥১॥

স তত্র বজ্রাক্ষুশবারিজাঙ্কিত-

ধ্বজাদিচিহ্নানি পদানি সৰ্বতঃ ।

দদর্শ রামস্য ভুবোহতিমঙ্কলা-

ন্যাচেয়ংপাদরজঃ স সান্নজঃ ॥২॥

অহো সুধন্যোহহমমূনি রাম-

পাদারবিন্দাঙ্কিতভূতনানি ।

পশ্যামি যৎপাদরজোবিমৃগ্যং

ব্রহ্মাদিদেবৈঃ শ্রুতিভিষ্চ নিত্যং ॥৩॥

ইত্যন্তু তপ্রেমরসাপ্লুতাশরৌ

বিগাঢ়চেতা রঘুনাথভাবেন ।

আনন্দজাশ্রমপিতন্তনান্তরঃ

শনৈরধাপাশ্রমসন্নিধিং হরেঃ ॥৪॥

স তত্র দৃষ্ট্বা রঘুনাথমাস্থিতং

দূর্বাদলশ্যামলমায়তেক্ষণং ।

জটাকিরীটং নববন্ধলাম্বরং

প্রসন্নবক্ত্রং তরুণারুণদ্যুতিং ॥৫॥

বিলোকয়ন্তুং জনকাত্মজাং শুভাং

সৌমিত্রিণা সেবিতপাদপঙ্কজং ।

তদাভিদুদ্ভাব রঘুন্তমং শুচা

হর্ষাচ্চ তৎপাদযুগং ত্বরাগ্রহীৎ ॥৬॥

রামস্তমাক্রুধ্য সুদীর্ঘবাহু-

দৌত্যং পরিবৃজ্য সিবিধং নেত্রজৈঃ ।

জলৈরথাক্ষোপরি সম্যবেশরৎ

পুনঃপুনঃ সম্পরিষস্বজে বিভুঃ ॥৭॥

অনন্তর ভরত পরমাক্সাদে সীতা-রামের চরণচিহ্ন শোভিত সু-
চারু পবিত্র আশ্রমাদে গমন করিয়া ভবন সমীপে ধ্বজবজ্রাক্ষুশ
পদ্মাদিরূপ শ্রীরামের পাদচিহ্ন দর্শন করিলেন । অনন্তর শ্রীরামের
পাদচিহ্নিত ধূলি সমূহোপরি পতিত হইয়া গাত্র লুণ্ঠন করিতে ২
চিন্তা করিতে লাগিলেন । অহো ! ব্রহ্মাদি দেবগণ ও শ্রুতিগণ
যাঁহার চরণধূলিকণা সতত অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সেই
শ্রীরামের চরণারবিন্দ চিহ্নিত ভূমিতল দর্শন করিয়া আমরা অতি
ধন্য হইলাম । ভরত প্রেমরস পরিপূরিতান্তঃকরণে এই সকল
নানা প্রকার চিন্তা করিতে ২ শ্রীরামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া

আনন্দাশ্রমপূর্ণ লোচনে শ্রীরামকে দর্শন করিলেন । বানারূপ নমু-
জ্জল নবদূর্বাদলশ্যাম জটাবন্ধলধারী শ্রীরামচন্দ্র আসনোপবেশন
করিয়া সহানুভবদনে সীতাদেবীর প্রতি আয়ত দৃষ্টিপাত করিতে-
ছেন, শুভ লক্ষণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণ দাসের ন্যায় তাঁহার চরণ সেবা
করিতেছিলেন, এমন সময়ে-ভরত শোকাবেগ বশতঃ দ্রুত-
বেগে গমন করিয়া পরমানন্দে শ্রীরামের চরণদ্বয় ধারণ করি-
লেন । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । অনন্তর শ্রীরাম সুদীর্ঘ বাহু-যুগল
দ্বারা ভরতকে আলিঙ্গনানন্তর নয়নজন বর্ষণবায়ু অভিষিক্ত

অথ তান্মাতরঃ সৰ্ব্বাঃ সমাজগু সুবাসিতাঃ ।
 রাঘবং দ্রষ্টু কামান্তান্তৃষার্তা গোৰ্যথা জলং ॥৮॥
 রামঃ স্বমাতরং বীক্ষ্য দ্রুতমুখায় পাদয়োঃ ।
 ববন্দে সংশ্রু সা পুজ্যালিঙ্গ্যাতীব দুঃখিতা ॥৯॥
 ইতরাশ্চ তথা নত্বা জননী রঘুনন্দনঃ ।
 ততঃ সমাগতং দৃষ্টা বশিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবং ॥১০॥
 সাক্ষাৎপ্রণিপত্যাহ ধন্যোহস্মীতি পুনঃপুনঃ ।
 যথাইমুপবেশ্যাহ সৰ্ব্বানুব রঘুদহঃ ॥১১॥
 পিতা মে কুশলী কিম্বা মাং কিমাহাতিদুঃখিতঃ ।
 বশিষ্ঠস্তমুবাচেদং পিতা তে রঘুনন্দন ! ॥১২॥

ত্বদ্বিয়োগাভিতপ্তাত্মা ত্বামেব পরিচিন্তয়ন্ ।
 রাম ! রামেতি সীতেতি লক্ষ্মণেতি মমারহ ॥১৩॥
 শ্রদ্ধা তৎকর্ণশূলাভং গুরোৰ্বচনমঙ্গুসা ।
 হা হতোহস্মীতি পতিতো রুদন্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥
 ততোহনু রুরুতুঃ সৰ্ব্বা মাতরশ্চ তথাপরে ।
 হা তাত ! মাং পরিত্যজ্য ক্লগতোহসি ঘৃণাকর ॥১৪॥
 অনাথোহস্মি মহাবাহো মাং কো বা লালয়েদিতঃ ।
 সীতা চ লক্ষ্মণশ্চৈব বিলেপতুরতো ভৃশং ॥১৫॥
 বশিষ্ঠঃ শাস্তবচনৈঃ শময়ামাস তাং শুচং ।
 ততো মন্দাকিনীং গত্বা স্নাত্বা তে বীতকল্মষাঃ ॥১৬॥
 রাজ্ঞে দহুর্জলং তত্র সৰ্ব্বৈ তে জলকাজিক্রমে ।
 পিণ্ডান্নিৰ্বাপয়ামাস রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ ॥১৮॥

করিয়া স্বকীয় ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন, এবং সেই সহ-
 কারে বারম্বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন । ৭। অনন্তর তৃপ্ত
 গাভীগণ জল দর্শন করিয়া যেরূপ দ্রুতবেগে গমন করে,
 কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণও শ্রীরামকে দর্শন করিবার নিমিত্ত
 তদ্রূপ ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । ৮। শ্রীরাম
 নিজ জননী কৌশল্যাকে দর্শন করিবারাত্র সহসা গাজোথান
 করিয়া তাঁহার পদ-যুগল বন্দনা করিলেন । অতি দুঃখার্তা
 কৌশল্যাদেবীও শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে
 লাগিলেন । ৯। অনন্তর রঘুনন্দন অন্যান্য মাতৃগণকে প্রণাম
 করিয়া সমাগত বশিষ্ঠদেবকে দর্শনানন্তর সাক্ষাৎ প্রণিপাত
 করিলেন এবং বারম্বার কহিলেন, হে গুরো ! আমি ধন্য হইলাম
 যেহেতু এই বিজন বনে আপনার দর্শন লাভ করিলাম । অনন্তর
 রঘুত্তম রামচন্দ্র গুরুজন ও অন্যান্য পরিজনদিগকে যথাযোগ্য
 উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । ১০। ১১। আমাদিগের
 পিতৃদেব কুশলে আছেন ? দুঃখার্ত হইয়া আমাকে কি কোন
 আদেশ করিয়াছেন ? বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে রঘুনন্দন ! রাজা

দশরথ তোমার বিরহে অতি দুঃখিত হইয়া গদগদচিহ্নে হা রাম !
 হা লক্ষ্মণ ! হা সীতে ! এই প্রকারে বহু বিলাপ করত মৃত্যুমুখে
 পতিত হইয়াছেন । ১২। ১৩। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কর্ণশূল সদৃশ গুরু
 বাক্য সহসা শ্রবণ করিয়া হা হতোস্মি ! এইরূপ বহু বিলাপ ও
 রোদন করত ভূতলে পতিত হইলেন । ১৪। শ্রীরামের রোদন
 ধনি শ্রবণ করিয়া রাজমহিষীগণ ও অন্যান্য সকলে উচ্চৈঃ-
 স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । অনন্তর সীতা ও লক্ষ্মণ বহুতর
 বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, হা তাত ! দয়ানিধে ! আমা-
 দিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় গমন করিলেন ? হা
 মহাবাহো ! আমরা এইক্ষণে অনাথ হইলাম, আমাদিগকে অন্য
 কৈন্ ব্যক্তি রক্ষা করিবেন ? ১৫। ১৬। অনন্তর বশিষ্ঠদেব
 শাস্ত বাক্যদ্বারা সকলের শোকশান্তি করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে
 সকলে সমবেত হইয়া মন্দাকিনী গমনানন্তর স্নাত ও কৃতাহিক
 হইয়া মৃতমহারাজের তৃপ্তি সাধনার্থ জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন ।

ইক্ষুদীকলপিণ্যাকরচিভান্মধুসংপ্লুতান্ ।

বয়ং বদমাঃ পিতরস্তদমাঃ স্মৃতিনোদিতাঃ । ১৯ ॥

ইতি দ্বঃখাশ্রুপূর্ণাক্ষঃ পুনঃ স্নাত্বা গৃহং যযৌ ।

সৰ্কে রুদিভা স্ত চরং স্নাত্বা জগ্মু স্তথাশ্রমম্ ॥ ২০ ॥

তস্মিংশ্চ দিবসে সৰ্কে উপবাসং প্রকৃত্বিরে ।

ততঃ পরেছ্যর্কিমণে স্নাত্বা মন্দাকিনীতলে ॥ ২১ ॥

উপবিষ্টং সমাগম্য ভরতো রামমব্রবীৎ ।

রাম রাম মহাভাগ ! স্বান্নানমভিষেচয় ॥ ২২ ॥

রাজ্যং পালয় পিত্র্যন্তে জ্যেষ্ঠ স্ত্বং মে পিতা তথা ।

ক্ষত্রিয়ানাময়ং ধর্মো যৎপ্রজাপরিপালনং ১২ ॥

ইক্। যজ্ঞৈর্কর্ষবিধৈঃ পুত্রানুৎপাদ্য তন্তবে ।

রাজ্যে পুত্রং সমারোপ্য গমিষ্যসি ততো বনং ১২৪

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ সেই স্থানে ইক্ষুদী ফল ও পিণ্যাক দ্বারা পিণ্ড
নিৰ্ম্মাণ করিলেন এবং আমরা এক্ষণে যেরূপ অন্ন ভক্ষণ করি-
তেছি পিতৃলোক সেইরূপ অন্ন ভোজন করুন এটি কথা বলিয়া
মধুমিশ্রিত ঐ পিণ্ড যতমহারাজকে প্রদান করিলেন। ১৭। ১৮। ১৯
অনন্তর পুনর্বার স্নান করিয়া দ্বঃখাশ্রুপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করতঃ
গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, অদ্য পরিজনগণও কিঞ্চিৎ কাল
রোদন করিয়া পুনঃ স্নানান্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং
বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞানুসারে ঐ দিবস ঐ স্থানে সকলে উপবাসও
বিশ্রাম করিলেন। পঞ্চদিন প্রাতঃকালে বিমল গঙ্গাজলে স্নানাদি
কৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র উপবেশন করিয়াছেন এমন
সময়ে ভরত সেই স্থানে আগমন করিয়া কহিতে আরম্ভ করি-
লেন—হে মহাভাগ ! আপনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইউন,
আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ অতএব পিতার ন্যায় পিতৃরাজ্য
প্রতিপালন করা আপনারই সমুচিত কার্য্য, হে ধর্ম্মীয়ন ! প্রজা-
পালনই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম—আপনি ধার্ম্মিক কখনই
স্বধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ২০। ২১। ২২। ২৩। আপনার যদি

ইদানীং বননামমা কালো নৈব প্রসীদমি।

মতির্মে দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ স্মর্তুং নাসি পাহি নঃ ॥

ইত্যুক্ত্বা চরণৌ ভ্রাতৃঃ শিরস্যাধায় ভক্তিতঃ ।

রামস্য পুরতঃ সাক্ষাদ্গুবৎপতিতো ভুবি ২৬।

উত্থাপ্য রাঘবঃ শীঘ্রমারোপ্যাক্ষেতিভক্তিতঃ ।

উবাচ ভরতং রামঃ স্নেহাদর্দনয়নঃ * নৈঃ ॥ ২৭ ॥

শৃণু বৎস ! প্রবক্ষ্যামি ত্বয়োক্তং যন্তথৈব তং ।

কিন্তু মামব্রবীততো নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ২৮ ॥

উষিত্বা দণ্ডকারণো পুরং পশ্চাৎ সমাবিশ ।

ইদানীং ভরতারেদং রাজ্যং দত্তং ময়া খিলং । ২৯

ততঃ পিত্রৈব সূব্যক্তং রাজ্যং দত্তং তবৈব হি ।

দণ্ডকারণ্যরাজ্যং মে দত্তং পিত্রা তথৈব চ ॥ ৩০ ॥

বনগমন নিতান্ত অভিমত হইয়া থাকে তাহাও ক্ষত্রিয়দিগের
ধর্ম্ম, কিন্তু তাহার সময় বিশেষ নির্ণীত আছে—হে মহাবাহো !
কিঞ্চিৎ কাল প্রজাপালন, বহুবিধ যজ্ঞাদিহুষ্ঠান, এবং বংশধারা
রক্ষার্থ সন্তানোৎপাদনাদিকার্য্য সমাধা করিয়া অনুরূপ সন্তানে
রাজ্য ভার প্রদান পূর্ব্বক বনগমন করিবেন। ২৪। এক্ষণে
আপনার বনগমন করিবার সময় নহে, হে দয়াময় ! আপনি
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৈকেয়ীর অকার্য্য স্বরণ করি-
বেন না, হে প্রভো ! আমাদের রক্ষা করুন, ভরত এইরূপ
কহিতে কহিতে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরামের চরণযুগল মন্তকে ধারণ
করিয়া সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ২৫। ২৬। শ্রীরাম স্নেহ-
সহকারে ভরতের মন্তকোত্তলন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে
উপবেশন করাইয়া মুহূর্ত্তের কহিলেন, বৎস ! শ্রবণ কর তুমি বাহা
কহিলে সকলই সত্য, কিন্তু পিতা আমাদের আজ্ঞা করিয়াছেন যে,
তুমি চতুর্দশবর্ষ দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া অযোধ্যায় পুনর্বাসন
করিবে, আমি ভরতকে সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলাম। অতএব
পিতার স্পষ্ট অভিপ্রায় যে, তোমাকর্ত্তক রাজ্য পালন ও আমা
কর্ত্তক দণ্ডকারণ্য রক্ষা হয়, পিতার বাক্য আমাদের শিরোধার্য্য

১১২

অধ্যায়রামায়ণম্ ।

অতঃ পিতুর্কচঃ কার্যমাবাত্যামতিযত্নতঃ ।

পিতুর্কচনমুল্লজ্য স্বতন্ত্রো যন্ত বর্ততে ॥৩২॥

ন জীবনেন মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেৎ ।

তস্মাদ্রাজ্যং প্রশাধি ত্বং বয়ং দণ্ডকপালকাঃ ॥৩২॥

ভরতস্তব্রবীজামং কামুকো মূঢ়ধীঃ পিতা ।

স্ত্রীজিতো ভ্রাতৃহৃদয় উন্মত্তো যদি বক্ষ্যতি ।

তং সত্যমিতি ন গ্রাহ্যং ভ্রাতৃবাক্যং যথা সূধীঃ ।

রাম উবাচ ।

ন স্ত্রীজিতঃ পিতা ক্রয়ান্ধকানী নৈব মূঢ়ধীঃ ।

পূর্বং প্রতিশ্রুতং তস্মৈ সত্যবাদী দদৌ ভয়াৎ ॥

অসত্যাস্ত্রীতিরথিকা মহতাং নরকাদপি ।

করোমীত্যহমপ্যেতৎ সত্যং তস্মৈ প্রতিশ্রুতং ॥

করিতে হইবে, যে ব্যক্তি পিতৃবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীনতা
অবলম্বন করে সেই ব্যক্তির জীবন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং
মরণ হইলে অবশ্য তাঁহাকে নরকভোগ করিতে হয়। অতএব
আমি সহপদে প্রদান করিতেছি—তুমি রাজ্য শাসন কর ।
আমরা দণ্ডকারণ্য রক্ষা করিব ১২৭-২৮-২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২
ভরত কহিলেন হে প্রভো ! আমাদের পিতা কামাক ও জৈণ
স্বতরাং ভ্রাতৃহৃদয়, যদি উন্মত্ত হইয়া মহারাজ কোন কথা
কহিয়া থাকেন আপনি তাহা পরমার্থ বলিয়া গ্রহণ করিবেন
না । পণ্ডিতেরা ভ্রাতৃ জনের বাক্য কখন কি বার্থ বলিয়া গ্রহণ
করেন ? ৩৩। জীরাম কহিলেন হে ভরত ! পিতা আমাকে
জৈণতা বা কামুকতা কিম্বা মহাদ্ধতার অধীন হইয়া বনগমনে
অনুমতি করেন নাই । সত্যচ্যুতি ভয় বশতই কৈকেয়ীকে পূর্ব
প্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, বেহেতু মহাদ্ধতির নরক
অপেক্ষা অসত্য হইতে ভীত হইয়া থাকেন—আমিও পিতার
নিকট তদাজ্ঞা প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, হে বৎস !

কথং বাচ্যমহং কুর্য্যামসত্যং রাঘবো হি সন্ ? ।

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য রামস্য ভরতো (পুরতো

ইতাপি পাঠঃ) হব্রবীৎ ১৩৬ ।

তথৈব চীরবসনো বনে বৎস্যামি স্মৃতত । ।

চতুর্দশসমাস্তং তু রাজ্যং কুরু যথা স্মৃৎ ॥৩৭॥

রাম উবাচ ।

পিত্রাদন্তং তবৈবৈতদ্রাজ্যং মহ্যং বনং দদৌ ।

ব্যত্যয়ং যদ্যহং কুর্য্যামসত্যং পূর্ববৎ স্থিতং ।

ভরত উবাচ ।

অহমপ্যাগমিষ্যামি সেবে ত্বাং লক্ষ্মণো যথা ।

নো চেৎ প্রায়োপবেশেন তাজ্যম্যেতৎ কলেবরং ॥

ইত্যেবং নিশ্চয়ং কৃত্বা দর্ভানাস্তীৰ্য্য চাতপে ।

মনসাপি বিনিশ্চিত্য প্রাজ্জুখোপবিবেশ সঃ ॥৪০॥

রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে পূর্ব প্রতিশ্রুত অর্থ
করিব। ভরত জীরামের এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া
কহিলেন । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । হে রঘুবংশাবতঃস ! আমি
আপনার প্রতিনিধি হইয়া চতুর্দশবর্ষ জটা-বস্ত্র ধারণ
ও বনবাস করিব । আপনি পরম স্মৃতে রাজ্য ভোগ করুন । ৩৭ ।
রাম কহিলেন পিতা তোমাকে রাজ্য ও আমাকে অরণ্য
প্রদান করিয়াছেন । যদি আমরা ইহা বৈপরীত্য করি
তাহা হইলেও পিতা মিথ্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না । ৩৮ ।
অনন্তর ভরত কহিলেন, হে রঘুনন্দন ! আপনি যদি বনবাসে দৃঢ়
প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমিও লক্ষ্মণের ন্যায়
আপনার অনুগামী হইয়া চরণ সেবা করিব, ইহাতে আপনার
অসম্মতি হইলে আমি প্রায়োপবেশনদ্বারা এই শরীর পরিত্যাগ
করিব । ৩৯ । অনন্তর ভরত প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আতপ-
সম্পত্তি ভূতলে বিন্যস্ত কুশোপরি পূর্বাস্য হইয়া উপবেশন করি-

ভরতস্যাপি নির্বন্ধং দৃষ্ট্বা রামোহতিবিস্মিতঃ ।
 নেত্রান্তসংজ্ঞাং গুরবে চকার রঘুনন্দনঃ ॥ ৪১ ॥
 একান্তে ভরতং প্রাহ বশিষ্ঠো জ্ঞানিনাং বরঃ ।
 বৎস! গুহ্যং শৃণুস্বৈদং মম বাক্যাৎ সুনিশ্চিতং ॥ ৪২ ॥
 রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ভ্রক্ষণা যাচিতঃ পুরা ।
 রাবণস্য বধার্থায় জাতো দশরথাত্মজঃ ॥ ৪৩ ॥
 যোগমায়াপি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী ।
 শেবোহপি লক্ষ্মণো জাতো রামমম্ব্যেতি সর্বদা ॥ ৪৪ ॥
 রাবণং হস্তকাশান্তে গমিষ্যস্তু ন সংশয়ঃ ।
 কৈকেয়্যা বরদানাদি বদ্যন্তিষ্ঠুরভাষণং ॥ ৪৫ ॥
 সর্বং দেবকৃতং নো চেদেবং সা ভাষয়েৎকথং ।
 তস্মাত্যজ্ঞাগ্রহং তাত ! রামস্য বিনিবর্তনে ॥ ৪৬ ॥

লেন ৪০। শ্রীরামচন্দ্র ভরতের আগ্রহাতিশয় দর্শনে অতি
 বিস্ময়াপন্ন হইয়া বশিষ্ঠদেবকে নেত্র ভঙ্গি দ্বারা সঙ্কেত করিলেন ।
 ৪১। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব ভরতকে নির্জন প্রদেশে আহ্বান
 করিয়া কহিলেন—হে বৎস! অতিগুহ্য স্বভাস্ত আমার নিকট
 শ্রবণ কর ।

শ্রীরাম সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ নাথ নারায়ণ, রাবণ বধার্থ কমল-
 যোনি কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া দশরথগৃহে জন্ম গ্রহণ
 করিয়াছেন, যোগমায়াও সীতারূপে জনক গৃহে শরীর পরি-
 গ্রহ করিয়াছেন, সুনন্দদেব লক্ষ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া
 সর্বদা শ্রীরামের অনুগমন করিতেছেন । ৪২। ৪৩। ৪৪।
 এক্ষণে ইহারা সকলেই রাবণ বধার্থ নিশ্চয় লঙ্কার গমন
 করিবেন, কৈকেয়ী এ সম্বন্ধে যে সকল নির্ভূর ব্যবহার করিয়া-
 ছেন সে সকল দেবতাদিগের অভিমত কার্য্যনচেৎ ঈশ্বরপারায়ণ
 কৈকেয়ী কিহেঁতু এরূপ নির্ভূর ব্যবহার করিবেন? অতএব
 হে ভরত! শ্রীরামের প্রত্যানয়নার্থ আগ্রহাতিশয় ত্যাগ
 করিয়া পরিজন সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হও ।
 শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন

নিবর্ত্তস্ব মহাসৈন্যৈর্ভাতৃভিঃ সহিতঃ পুরং ।
 রাবণং সকুলং হস্তা শীঘ্রমেবাগমিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥
 ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং ভরতো বিস্ময়াস্থিতঃ ।
 গত্বা সমীপং রামস্য বিস্মরোৎফুল্ললোচনঃ ॥ ৪৮ ॥
 পাদুকে দেহি রাজেন্দ্র ! রাজ্যায় তব পুঞ্জিতে ।
 তয়োঃ সেবাং করোম্যেব যাবদাগমনং তব ॥ ৪৯ ॥
 ইত্যুক্ত্বা পাদুকে দিব্যে যোজয়ামাস পাদয়োঃ ।
 রামস্য তে দদৌ রামো ভরতায়াতিতক্লিতঃ ॥ ৫০ ॥
 গৃহীত্বা পাদুকে দিব্যে ভরতো রত্নভূষিতে ।
 রামং পুনঃ পরিক্রম্য প্রণামং পুনঃ পুনঃ ॥ ৫১ ॥
 ভরতঃ পুনরাহেদং ভক্ত্যা গঙ্গাদয়া গিরা ।
 নবপঞ্চমাস্তে তু প্রথমে দিবসে যদি ? ॥ ৫২ ॥
 নাগমিষ্যসি চেদ্ভ্রাম ! প্রবিশামি মহানলং ।
 বাচমিত্যেব তং রামো ভরতং সন্ম্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ৫৩ ॥

করিবেন । ৪৫। ৪৬। ৪৭। ভরত গুরুদেবের বাকা শ্রবণা-
 নন্তর অতি বিস্ময় সহকারে শ্রীরামের নিকট গমন করিয়া কহি-
 লেন, হে রাজেন্দ্র ! আপনি পরমার্চনীয় পাদুকাধর আমাকে
 প্রদান করুন, আপনি যাবৎকাল প্রত্যাগমন না করিবেন
 তাবৎকাল এই পাদুকাধর সেবা করিয়া রাজ্যপালন করিব ।
 ৪৮। ৪৯। অনন্তর ভরত শ্রীরামের চরণদ্বয়ে পাদুকা যোজনা
 করিলেন, শ্রীরাম ভরতের অতিভক্তি দর্শনে সাতিশয় প্রীত
 হইয়া পাদুকাধর প্রদান করিলেন । ৫০। ভরত রত্নাদি ভূষিত
 দিব্য পাদুকা যুগল গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ পূর্বক
 পুনঃ পুনর্বার প্রণাম করিলেন, এবং ভক্তিগঙ্গাদ বাক্যে
 কহিলেন, হে প্রভো ! চতুর্দশবর্ষ সমাপ্তির অব্যবহিত পর
 দিবসে আপনি যদি অযোধ্যায় আগমন না করেন, তাহা হইলে
 আমি নিশ্চয় অনলে প্রবেশ করিব । শ্রীরাম তাঁহার প্রার্থনার
 সন্মত হইয়া ভরতকে নিবৃত্ত করিলেন । ৫১। ৫২। ৫৩।

সসৈন্যঃ সুবশিষ্ঠশ্চ শক্রয়সাহিঃ সুধীঃ ।
 মাতৃভিমম্মিত্তিঃ সার্দ্ধং গমনায়োপচক্রমে ॥৫৪॥
 কৈকেয়ী রামমেকাঙ্ক্যে শ্রবনেন্ত্রজলাকুলা ।
 প্রাঞ্জলিঃ গ্রাহ হে রাম তবরাজ্যবিঘাতনং ॥৫৫॥
 কৃতং ময়া দুষ্টিধিয়া মায়ামোহিতচেতসা ।
 ক্ষমস্ব মম দৌরাভ্যং ক্ষমাসীরা হি সাধবঃ ॥৫৬॥
 ত্বং সাক্ষাদ্বিকুরব্যক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
 মায়ামানুষকপেণ মোহয়স্যখিলং জগৎ ।
 ত্বয়ৈব প্রেরিতো লোকঃ কুরুতে সাধুসাধু বা ॥৫৭॥

তদধীনমিদং বিশ্বনস্বতন্ত্রং করোতি কিং? ।
 বথা কৃত্রিমনর্ভকো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া ॥৫৮॥
 তদধীনা তথা মায়া নর্ভকী বহুকপিণী ।
 ত্বয়ৈব প্রেরিতাহং চ দেবকার্য্যং করিষ্যতা ॥৫৯॥
 পাপিষ্ঠং পাপমনসা কৰ্ম্মাচরমরিন্দম! ।
 অদ্য প্রীতীতোহসি মম দেবানামপ্যগোচরঃ ॥৬০॥
 পাহি বিশ্বেশ্বরানন্ত ! জগন্নাথ ! নমোহস্ত তে ।
 হিঙ্গিস্নেহময়ং পাশং পুত্রবিত্তাদিগোচরং ॥৬১॥
 ত্বজ্জানামলখঞ্জন ভ্রামহং শরণং গতা ।
 কৈকেয়্যা বচনং শ্রুত্বা রামঃ সশ্লিতমব্রবীৎ ॥৬২॥
 যদাহ মাং মহাভাগে ন নৃত্যং নৃত্যমেব তৎ ।
 ময়ৈব প্রেরিতা বানী তব বক্তৃদ্বিনির্গতা ॥৬৩॥
 দেবকার্য্যার্থসিদ্ধার্থমত্র দোষঃ কুতস্তব ? ।
 গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশং ॥

অনন্তর ভরত, বশিষ্ঠ, শক্রয়, মন্ত্রিবর্গ, মাতৃগণ ও সৈন্যগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন । ৫৪। কৈকেয়ী নির্জন স্থানে ত্রীরামকে আহ্বান করিয়া কৃতাজলিপুটে কহিলেন, হে রাম ! আমি তোমারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তোমার অহিতাচরণ করিয়াছি, এক্ষণে নিজ গুণে আমার পূর্বকৃত দৌরাভ্য ক্ষমা করিতে হইবে, ক্ষমাশীল সাধু পুরুষেরা শত্রুর প্রতিও ক্ষমা করিতে পরাঙ্মুখ হইয়েন না । ৫৫। ৫৬। হে গুণাকর ! তুমি সাক্ষাৎ পরমাত্মা—সনাতন বিষ্ণু—সত্ত্ব গুণময়, নিজমূর্ত্তি গোপন করিয়া মায়ামানুষ্য রূপে সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিতেছ। লোক সকল তোমাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সৎ ও অসৎ কার্য্য সমস্তই করিতেছে, এই বিশ্ব তোমারই অধীন সূতরাং অস্বতন্ত্র বশত স্বয়ং কি কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে? যেমন সূত্র সরঙ্গ কৃত্রিম পুতলিকা কুহক ব্যক্তির হস্ত চালনদ্বারা হৃত্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহুকপিণী মায়া তোমারই ইচ্ছার অধীন হইয়া এই সংসার মধ্যে হৃত্য করিতেছে—হে প্রভো ! দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধার্থ তোমাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি অতি পাপ কার্য্য করিয়াছি; এক্ষণে বিশেষ রূপে অবগত হইলাম যে তুমি দেবতাদিগেরও বাধ্যনাভীত পদার্থ, হে বিশ্বেশ্বর ! হে অনন্ত ! হে জগন্নাথ ! আমি তোমাকে নমস্কার করি, আমাকে পূর্বকৃত

পাপ হইতে পরিজ্ঞান কর, হে ভগবন্ ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম—তদ্বজ্ঞান রূপ অসি দ্বারা আমার ধন পুত্রাদি স্নেহ রূপ রজ্জ্বকে ছিন্ন কর । ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ত্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ীর এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাসা বদনে কহিলেন—হে মহাভাগে ! আপনি আমাকে যাহা কহিলেন তাহা মিথ্যা নহে, সকলই সত্য—আমিই দেব কার্য্য সিদ্ধার্থ ছুটি সরস্বতীকে প্রেরণ করিয়া ছিলাম, তিনিই আপনার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া এই সকল অনর্থ ঘটনা করিয়াছেন, এ বিষয়ে আপনার দোষ কি? হে মাতঃ ! আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে না এক্ষণে গমন করুন, কিন্তু নির্দম হইয়া আমাকে ঐকান্তিক ভক্তিবোধে সতত ভাবনা করিবেন তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে মুক্তিলাভ হইবে। আমি সকল পদার্থে সমজ্ঞান করিয়া থাকি, এই জগতে আমার দ্বেষ বা প্রিয়পদার্থ কিছুই নাই, যে রূপ

সৰ্বত্র বিগতশ্লেহা মন্তৃত্য। মোক্ষসেহচিরাৎ ।
 অহং সৰ্বত্র সমদুক দ্বেষো বা প্রিয় এব বা ॥৬৫॥
 নাস্তি মে কণ্ঠকসোব ভজতোহনুভজাম্যহং ।
 মন্যায়ামোহিতধিরো মামস্ব । মনুজাকৃতিং ॥৬৬॥
 সুখদুঃখাদ্যনুগতং জানন্তি ন তু তত্ত্বতঃ ।
 দিক্য। মদোচরং জ্ঞানমুৎপন্নং তে ভবাপহং ॥৬৭॥
 স্মরন্তী তিষ্ঠ ভবনে লিপ্যসে ন চ কৰ্ম্মভিঃ ।
 ইত্যুক্ত। স্ম। পরিক্রম্য রামং সানন্দবিস্ময়া ॥৬৮॥
 প্রণম্য শতশো ভূমৌ যমৌ গেহং মুদাস্বিতা ।
 ভরতস্ত সহামাতৈর্যমাতৃভিঃ পুংরুণা সহ ॥৬৯॥
 অযোধ্যাগমচ্ছীঘ্রং রামমেবামুচিস্তয়ন্ ।
 পৌরজানপদান্ সৰ্বানযোধ্যায়ানুদারধীঃ ॥৭০॥

মারাৰি পুরুষের মায়া কল্পিত পদার্থে দ্বেষাত্ম বুদ্ধি বা প্রিয়ত্ব
 জ্ঞান হয় না, আমার ও মনোরত্তি ভজপ জানিবেন; কিন্তু যে
 ব্যক্তি আমাকে অনন্য চিতে সতত ভজনা করে আমিও
 তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকি, হে মাতঃ যাহারা
 আমারই মারা-বিমোহিত হইয়া আমাকে প্রাকৃত মনুষ্য
 বিবেচনা করে তাঁহারা আমাকে যথার্থ রূপে জানিতে পারে
 না। বাহ্যহর্ভক অদৃষ্ট বশতঃ আপনার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন
 হইয়াছে পুনর্জন্ম হইবে না। এক্ষণে অযোধ্যায় গমন
 করিয়া আমাকে হৃদে স্মরণ পূর্বক গৃহে অবস্থিতি ককন, তাহা
 হইলে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। কৈকেয়ী জীরামের
 সহপদেণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দ ও বিস্ময় সহকারে
 প্রদক্ষিণ করতঃ জীরামকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া
 অযোধ্যায় গমনে ক্লতসংকল্প হইলেন।

মহামতি ভরত জীরামকে চিন্তা করতঃ অমাত্য মাতৃগণ ও
 বশিষ্ঠদেব সমভিব্যাহারে সূত্বর অযোধ্যায় গমনানন্তর পুর-
 বাসিগণ ও জনপদ বর্গকে তথায় রক্ষা করিয়া স্বয়ং নন্দি-

পূজয়িত্বা যথা রামং গন্ধপুষ্পাঙ্কতাদিভিঃ ।
 রাণোপচারৈরখিলৈঃ প্রত্যহং নিরতততঃ ॥৭২॥
 কলমূলশনো দান্তো দ্রটাবল্লসধারকঃ ।
 অধঃশারী ব্রহ্মচারী শক্রয়সহিতস্তদা ॥৭৩॥
 স্থাপয়িত্বা যথান্যায়ং নন্দিগ্রামং ববৌ স্বয়ং ।
 তত্রসিংহাসনে নিত্যং পাদুকে স্থাপ্য ভক্তিতঃ ॥৭৪॥
 রাজকাৰ্য্যাণি সৰ্ব্বাণি যাবন্তি পৃথিবীতলে ।
 তানি পাদুকয়োঃ সম্যক্ নিবেদয়তি রাঘবঃ ॥৭৫॥
 গগয়ন্ দিবসান্যেব রামাগমনকাজ্জকরা ।
 স্থিতো রামার্ণিতমনাঃ সাক্ষাদ্ভ্রুক্শুনির্বথা ॥৭৬॥
 রামস্ত চিত্রকূটাজৌ বসনমুনিভিরারুতঃ ।
 সীতয়া লক্ষ্মণেনাপি কিঞ্চিৎকালমুপাবসৎ ॥৭৭॥

গ্রামে গমন করিলেন, এবং কেবলী নন্দন সেই স্থানে
 রাজসিংহাসনোপরি রামপাদুকা-যুগল ভক্তি পূর্বক রক্ষা
 করিয়া গন্ধপুষ্প অঙ্কত ও অন্যান্য রাজভোগ্য উপচারদ্বারা
 জীরামপূজার ন্যায় প্রতিদিন পাদুকা পূজা করিতে আরম্ভ
 করিলেন। এইরূপে ভরত শক্রয়ের সহিত জটা বল্লক ধারণ,
 কল মূল ভক্ষণ, ভূমিশয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিয়া দিনা-
 তিপাত করিতে লাগিলেন। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬।
 ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। এবং সমস্ত পৃথিবী
 রাজ্যের যাবতীর কার্য্য প্রতিদিন রামপাদুকা সন্নিধানে
 নিবেদন করিয়া রাজপ্রতিনিধির ন্যায় স্বয়ং নিকট হই করিতেন।
 দিবসের অধিকাংশ সময় সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষির ন্যায় জীরামচন্দ্রে
 মনোনিবেশ করিয়া জীরামের প্রত্যাগমন দিন গণনা
 করিতেন।

এ দিকে জীরামচন্দ্র মুনিগণ সমারুত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের
 সহিত চিত্রকূট পার্শ্বতে কিঞ্চিৎ কাল বাস করিতে লাগি-

নাগরাসীমদা যান্তি রামদর্শনলালসাঃ ।
চিত্রকূটস্থিতং জাহ্নবা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥৭৭॥
দৃষ্ট্বা তজ্জনসম্বাধং রামস্তত্যাঙ্গ তং গিরিং ।
দণ্ডকারণ্যগমনে কার্য্যমপ্যনুচিন্তয়ন্ ॥৭৮॥
অনুগাং সীতয়া ভাত্রা হ্যত্রেরাশ্রমমুত্তমং ।
সর্বত্র সুখসম্বাসং জনসম্বাধবর্জিতং ॥৭৯॥
গত্বা মুনিমুপাসীনং ভাসয়ন্তং তপোবনং ।
দণ্ডবৎপ্রণিপত্যা হ রামোহহমভিবাদয়ে ॥৮০॥
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানহমাগতঃ ।
বনবাসমিবেণাপি ধন্যোহহং দর্শনান্তব ॥৮১॥
শ্রুত্বা রামস্য বচনং রামং জাহ্নবা হরিং পরং ।
পূজয়ামাস বিধিবদ্ভক্ত্যা পরময়া মুনিঃ ॥৮২॥

লেন, নগরবাসীগণ চিত্রকূটস্থ জীরামচন্দ্রকে অবগত হইয়া
প্রতিদিন তদর্শনাভিলাষে সেইস্থানে গমনাগমন করিতে আরম্ভ
করিল। জীরামচন্দ্র চিত্রকূট পর্বতে নগর বাসীগণের সমাগম
দর্শনে মহর্ষিগণের আশ্রমোপরোধ সম্ভাবনা এবং নিশাচর
পূর্ণ দণ্ডকারণ্য গমন নিতান্ত প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া চিত্র-
কূট পরিত্যাগ পূর্বক সীতা লক্ষ্মণের সহিত অতি নির্জন এবং
সুখবাসতেষ্য অত্রি মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। ৭৪। ৭৫।
৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। অনন্তর ব্রহ্মোপসনা নিরত তপোধন
জ্যোতি স্বরূপ পরম তেজস্বি মহর্ষিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া
কহিলেন, হে মহর্ষে! অভিবাদন করি, আমি রামচন্দ্র পিতার
আজ্ঞানুসারে বনবাস ছলে দণ্ডকারণ্য আগমন করিয়াছি,
বাহাইউক অদ্য আপনার দর্শনে ধন্য হইলাম। মহর্ষি জীরাম
বাক্য শ্রবণ মাত্র জীরামকে পরম বিষ্ণু জানিয়া পরমা ভক্তি
সহকারে যথাবিধি পূজা করিলেন এবং বন্য ফল মূলাদি
দ্বারা আতিথ্য করিয়া আসনোপবিষ্ট জীরামকে পরম সম্ভাষ
সহকারে কহিলেন, হে রাম! আমার অননুয়া নারী ধর্ম-
পরায়ণা বর্ষারসী ভার্যা সুদীর্ঘ তপ দ্বারা অন্তঃপুর মধ্যে

বন্যঃ ফলৈঃ কুতাতিথ্যমুপবিষ্টং রঘুত্তমং ।
সীতাং চ লক্ষ্মণশ্চৈব সন্তুষ্টৌ বাক্যমব্রবীৎ ॥৮৩॥
ভার্যা মেহতীব সমৃদ্ধা হ্যনুস্ময়েতি বিষ্ণুতা ।
তপশ্চরন্তী সূচিরং ধর্মজ্ঞা ধর্মবৎসলা ॥৮৪॥
অন্তুস্তিষ্ঠতি তাং সীতা পশুত্বরিনিমুদন! ।
তথ্যেতি জানকীং প্রাহ রামো রাজীবলোচনঃ ॥৮৫॥
গচ্ছ দেবীং নমস্কৃত্য শীঘ্রমেহি পুনঃ শুভে ।
তথ্যেতি রামবচনং সীতা চাপি তথাহকরোৎ ॥৮৬॥
দণ্ডবৎপতিতামগ্রে সীতাং দৃষ্ট্বাহতি হৃষ্টধীঃ ।
অনুস্ময়া সমালিঙ্ঘ্য বৎসে! সীতেতি সাদরং ॥৮৭॥
দিব্যে দদৌ কুণ্ডলে হে নির্মিতে বিশ্বকর্মণা ।
দুকূলে হে দদৌ তস্মৈ নির্মলে ভক্তিসংযুতা ॥৮৮॥
অঙ্গরাগন্ধং সীতারৈ দদৌ দিব্যং শুভাননা ।
নত্যক্ষ্যন্তেহঙ্গরাগেণ শোভা ত্বাং কমলাননে ॥৮৯॥

কালতিপাত করিতেছেন জানকী সেই স্থানে গমন করিয়া
তাঁহাকে অবলোকন করুন। জীরামচন্দ্র মুনিবাক্যে সন্ত
হইয়া জানকীকে কহিলেন, হে শুভে! তুমি অন্তঃপুর বাসিনী
দেবী অননুয়াকে প্রণাম করিয়া শীঘ্র এইস্থানে প্রত্যাগমন
কর। সীতা জীরামের বচনানুসারে অন্তঃপুরমধ্যে গমন
করিয়া অননুয়াদেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, অননুয়া
সীতাকে দণ্ডবৎ পতিত দেখিয়া সহর্ষালিঙ্গনানন্তর সাদরে
কহিলেন, বৎসে সীতে! গাত্রোপস্থান কর ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩
। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। অনন্তর অননুয়া বিশ্বকর্মা নির্মিত
কনক কুণ্ডলদ্বয় নির্মল দুকূল যুগল এবং দিব্য অঙ্গরাগ দ্রব্য
সকল ভক্তি সহকারে জানকীকে প্রদান করিয়া কহিলেন, হে
জানকি! এই অঙ্গরাগ লেপন করিলে কল্পিত কালে তোমার
সৌন্দর্য্য হানি হইবে না, হে কমলাননে! পাতিব্রত্য অবলম্বন

[৯ম অধ্যায়ঃ ।]

অবোধাকাণ্ডঃ ।

পাতিব্রত্যাং পুরস্কৃত্য রামমম্বৈহি জানকি ! ।
 কুশলী রাঘবো যাতু ত্বয়া সহ পুনর্গৃহং ॥১০০
 ভোজয়িত্বা যথা ন্যায্যং রামং সীতাসমম্বিতং
 লক্ষ্মণঞ্চ তদা রামং পুনঃ প্রাহ কৃতাজ্জলিঃ ॥১০১
 রাম ! ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেবাং
 সংরক্ষণায় সুরমানুষভির্ভাগাদীন্ ।

করিয়া স্বামির অনুগমন কর, শ্রীরামচন্দ্র নিরাপদে বনবাস
 হইতে নিবৃত্ত হইয়া তোমার সহিত পুনর্বার গৃহে গমন করুন।
 অনন্তর মহর্ষি শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে যথাযোগ্য ভোজন
 করাইয়া শ্রীরামকে কৃতাজ্জলি পুটে কহিলেন, হে রাম ! তুমি
 অখিল ভুবন নির্মাণ করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত বারম্বার

দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিষ্ট-
 স্বভো বিভেত্যখিলমোহকরী চ মায়া ॥১০২

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামারণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 অবোধাকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ।

দেব দেহ, মনুষ্য দেহ, ও তির্ভাগাদি দেহধারণ করিতেছ,
 কিন্তু কাম ক্রোধাদি রূপ দেহ গুণ তোমাকে স্পর্শ করিতে
 পারেনা এবং অখিল মোহকারিণী মায়াও তোমা হইতে ভীত
 হইয়া দূরে পলায়ন করে। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামারণে অবোধাকাণ্ডে
 উমামহেশ্বর সংবাদে নবমোহধ্যায়ঃ ।



অ র ণ্য কা ণ্ড ম্ ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

অথ তত্র দিনং স্থিত্বা প্রভাতে রঘুনন্দনঃ ।
 স্নাত্বা মুনিং সমামন্ত্র্য প্রয়াণারোপচক্রমে ॥১॥
 মুনে ! গচ্ছামহে সৰ্ব্বৈ মুনিমণ্ডলমণ্ডিতং ।
 বিপিনং দণ্ডকং যত্র ত্বমাজ্জাতুমিহাহসি ॥২॥
 মার্গপ্রদর্শনার্থায় শিষ্যানাজ্জগুমহসি ।
 ক্রত্বা রামস্য বচনং প্রহস্যাত্ৰিমহাযশাঃ ॥৩॥
 সৰ্ব্বস্য মার্গদ্রষ্টা ত্বং তব কো মার্গদর্শকঃ ।
 তথাপি দর্শয়িষ্যন্তি তব লোকানুসারিণঃ ॥৪॥
 ইতি শিষ্যান্ সমাদিশ্য স্বয়ং কিঙ্কিণ্তমম্বগাৎ ।
 রামেন বারিতঃ প্রীত্যা অত্রিঃ স্বভবনং যযৌ ॥ ॥

ক্রোশমাত্রং ততো গভ্রা দদর্শ মহতীং নদীং ।
 অত্রৈঃ শিষ্যান্ববাচেদং রামো রাজীবলোচনঃ ॥৬॥
 নদ্যাঃ সন্তরণে কচ্ছিতুপায়ো বিদ্যতে ন বা ।
 উচুস্তে বিদ্যতে নৌকা স্তদৃঢ়া রঘুনন্দন ! ॥৭॥
 তারয়িষ্যামহে যুগ্মান্ বয়মেব ক্ষণাদিহ ।
 ততো নাবি সমারোপ্য সীতাং রাঘবলক্ষ্মণৌ ॥৮॥
 ক্ষণাৎ সন্তারয়ামাস্তূর্নদীং মুনিকুমারকাঃ ।
 রামাভিনন্দিতাঃ সৰ্ব্বৈ জগ্মু রত্নেরথাশ্রমং ॥৯॥
 তাবেত্য বিপিনং ঘোরং বিল্লীঝঙ্কারনাদিতং ।
 নানামৃগগণাকীর্ণং সিংহব্যঘ্রাদিভীষণম্ ॥১০॥

শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অত্রিমুনির আশ্রমে
 ঐ দিবস বাস করিয়া প্রভাতকালে স্নানান্তর মহর্ষিকে
 প্রণাম পূর্বক প্রস্থানোদ্যোগ করিলেন এবং বিনীত বচনে
 কহিলেন, মহর্ষে ! আমরা মুনিগণসমাকীর্ণ দণ্ডকারণ্যে গমন
 করিতে অভিলাষ করিয়াছি আপনি অনুমতি করুন, এবং
 আমাদের অপরিচিত পথ প্রদর্শনার্থ শিষ্যগণকে আদেশ
 করুন, তাঁহারা আমাদের পথ প্রদর্শন করাইবেন । মহা-
 যশা অত্রিমুনি শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্বক
 কহিলেন, হে রাম ! তুমি সকলের পথ-প্রদর্শক অপর কোন্
 ব্যক্তি তোমার পথ-প্রদর্শক হইবে ? যাহা হউক, এক্ষণে
 তুমি লোক ব্যবহারের অনুসারী হইয়াছ—সুতরাং আমার
 শিষ্যেরা তোমাকে পথ প্রদর্শন করাইবেন । ১। ২। ৩।
 ৪। অনন্তর মহর্ষি শিষ্যগণকে শ্রীরামের পথ প্রদর্শনার্থ
 আজ্ঞা করিয়া স্বয়ং শ্রীরামের অনুগমন করিতে লাগিলেন ।

শ্রীরাম কিরদূর গমনান্তর মহর্ষিকে নিবারণ করিলেন—
 তপোধন অত্রি শ্রীরাম কর্তৃক নিবারিত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যা-
 গমন করিলেন । অনন্তর রাজীবলোচন রাম ক্রোশ পরিমিত
 পথ অতিক্রম করিয়া সমুখস্থিত অতি প্রবলতর নদী দর্শনে
 শিষ্যদিগকে কহিলেন, হে মহাত্মগণ ! এই নদী-তরণের
 উপায় আছে কি না ? মুনি-শিষ্যগণ কহিলেন এখানে
 নৌকা আছে, আমরা নৌকা বাহন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে
 তোমাদিগকে পরপারে উত্তীর্ণ করিব । অনন্তর রাম, সীতা ও
 লক্ষ্মণ সকলে নৌকাযোগে করিলেন, মুনিকুমারেরা ক্ষণকাল
 মধ্যে তাঁহাদিগকে নদীপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিলেন, শ্রীরামচন্দ্র
 মহর্ষির শিষ্যগণকে বিনয় বচনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায়
 করিলেন, তাঁহারাও সেই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া
 মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলেন । ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। শ্রীরাম-
 চন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বিল্লীঝঙ্কারপূর্ণ ও নানা-

রাক্ষসৈর্ঘোরকটৈশ্চ সেবিতং রোমহর্ষণম্ ।
 প্রবিশ্য বিপিনং ঘোরং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১১৫
 ইতঃ পরং প্রযত্নেন গন্তব্যং সহিতেন মে ।
 ধনুর্গুণেন সংযোজ্য শরানপি করে দধৎ ॥১১৬
 অগ্রেযাম্যাম্যহং পশ্চাত্ত্ব মম্বেহি ধনুর্ধরঃ ।
 আবরোর্মধ্যগা সীতা মায়েবান্নপরাশ্রনোঃ ॥১১৭
 চক্ষুশ্চারয় সর্বত্র দৃষ্টং রক্ষোভয়ং মহৎ ।
 বিদ্যাতে দণ্ডকারণ্যে শ্রুতপূর্বমরিন্দম ॥১১৮
 ইত্যেবং ভাবমাণো তৌ জগ্মতুঃ সার্কৈষাজনম্ ।
 তত্রৈকা পুষ্করিণ্যাস্তে কল্লারকুমুদোৎপলৈঃ ॥১১৯
 অম্বুজৈঃ শীতলোদেন শোভমানা ব্যদৃশ্যত ।
 তৎসমীপমথো গতা পীত্বা তৎসলিলং শুভম্ ॥১২০
 উমুস্তে সলিলাভ্যাসে ক্ষণং ছায়ামুপাশ্রিতাঃ ।
 ততো দদৃশুরায়াস্তং মহাসত্ত্বং ভয়ানকং ॥১২১

বিধ যুগ সমাকীর্ণ সিংহ ব্যাজ এবং ভীষণ মূর্তি রাক্ষসগণ
 দ্বারা অতিভীষণ—সুতরাং সাধারণের রোমহর্ষণ দণ্ডকা-
 রণ্যে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! এই
 স্থানে ধনুর্কাণ ধারণ পূর্বক অতি সাবধানে আমার অনুগমন
 কর—মায়া যেরূপ জীবাত্মা ও পরমাআর মধ্যবর্তিনী, তদ্রূপ
 এক্ষণে সীতা আমাদিগের মধ্যবর্তিনী হইয়া গমন করুন, এবং
 চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, হে অরিন্দম! আমি পূর্বে
 শুনিয়াছি দণ্ডকারণ্যে অতিশয় রাক্ষস-ভয় আছে। শ্রীরাম ও
 লক্ষ্মণ এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সার্কৈক ষোজন-
 পথ অতিক্রম করিয়া কল্লার কুমুদ কমল প্রভৃতি জল-পুষ্প
 শোভিত সুশীতল জলপূর্ণ জলাশয় দর্শন করিলেন, অনন্তর
 তাঁহারা সরোবর সমীপে গমন করিয়া সুশীতল জলপান
 এবং সমীপস্থ ছায়াবলয়ন পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

করালদংষ্ট্রবদনং ভীষণবৃত্তং স্বগর্জিতৈঃ ।
 বামাংশে ন্যস্তশূলগ্রথিতানেকমানুষবম্ ॥১২২
 ভক্ষয়ন্তুং গজব্যাঘ্রমহিষং বনগোচরং ।
 জ্যারোপিতং ধনুর্ধ্বা রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১২৩
 পশ্য ভাতম'হাকারো রাক্ষসোহরমুপাগতঃ ।
 আয়াত্যভিমুখং নোহগ্রে ভীকণাং তন্নমাবহন্ ॥১২৪
 সজ্জীকৃতধনুস্তিষ্ঠ মা ভৈর্জনকনন্দিনি ।।
 ইতুস্ত্বা বাণমাদায় স্থিতো রাম ইবাচলঃ ॥১২৫
 স ত্বু দৃষ্ট্বা রমানাথং লক্ষ্মণং জানকীং তদা ।
 অট্টহাসং ততঃ কৃতা ভীষণম্নিদমব্রবীৎ ॥১২৬
 কো যুবাং বাণতুণীরজটাবল্কলধারিণৌ ।
 মুনিবেশধরৌ বালৌ স্ত্রীসহারৌ স্তুত্বম'দৌ ॥১২৭

এই সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ভয়ানক দন্তযুক্ত ভীষণগর্জন
 নিশাচর শূলগ্র-প্রথিত বহুসংখ্যক মানুষদেহ বামদিক
 নিক্ষেপ করিয়া হস্তী, মহিষ প্রভৃতি আরণ্যক জন্তু সকল
 ভক্ষণ করিতে করিতে সেই স্থানে আগমন করিতে লাগিল।
 শ্রীরামচন্দ্র ভীষণমূর্তি রাক্ষসকে দর্শন করিবামাত্র ধনুতে
 জ্যারোপণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন। ১০। ১১। ১২।
 ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। হে ভাতঃ! অব-
 লোকন কর এই মহাদীর্ঘকার রাক্ষস ভীক জনের তরবর্জন
 করতঃ আমাদিগের সম্মুখীন হইতেছে, অতএব সুসজ্জিত
 ধনুর্ধারণ করিয়া এই স্থানে দণ্ডায়মান হও, হে জানকি!
 তোমার কোন ভয় নাই। শ্রীরাম লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ
 করিয়া স্বয়ং ধনুর্কাণ ধারণ পূর্বক অচলগিরির ন্যায় সেই
 স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর রাক্ষসাধম শ্রীরাম, সীতা
 ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া অট্টাট্টহাস্য পূর্বক কহিতে লাগিল,
 হে বালকদ্বয়! তোমাদিগের নাম কি? তোমাদিগকে পরম
 সুন্দর এবং আমার যুগপ্রাসের উপযুক্ত দেখিতেছি—কি
 কারণে জটাবল্কল ধনুর্কাণ এবং তুণীর ধারণ করিয়া পরী

সুন্দরো বৃত মে বক্তু এবিক্তকবলোপমৌ ।
কিমর্থমাগতো ঘোরং বনং ব্যালনিসেবিতং ॥২৪॥
শ্রুত্বা রক্ষোবচো রামঃ স্মরমান উবাচ তম্ ।
অহং রামস্ত্বং ভাতা লক্ষ্মণো মম সন্মতঃ ॥২৫॥
এষা সীতা মম প্রাণবল্লভা বরমাগতাঃ ।
পিতৃবাক্যং পুরস্কৃত্য শিক্ষণার্থং ভবাদৃশাং । ২৬।
শ্রুত্বা তদ্রামবচনমউহাসমথাকরোৎ ।
ব্যাদায় বক্তুং বাহুভ্যাং শূলমাদায় স্তবরঃ ॥২৭॥
মাং ন জানাসি রাম ! ত্বং বিরোধং লোকবিশ্রুতং ।
মন্তরাস্ম নয়ঃ সর্বৌ ত্যক্ত্বা বনমিতো গতাঃ ॥২৮॥
যদি জীবিতুমিচ্ছাস্তি ? ত্যক্ত্বা সীতাং নিরায়ুধৌ ।
পলায়তং ন চেৎ শীঘ্রং ভক্ষয়ামি যুবামহং ॥২৯॥

ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসঃ সীতামাদাতুমভিভূজবে ।
রামশিচ্ছেদ তদ্বাহু শরং প্রহসন্নিব ॥৩০॥
ততঃ ক্রোধপরীতাত্মা ব্যাদায় বিকটং মুখং ।
রামমভ্যাজবদ্রামশিচ্ছেদ পরিধাবতঃ ।
পদদ্বয়ং বিরোধস্য তদন্তু তমিবাভবৎ ॥৩১॥
ততঃ সপ'ইবাস্যেন প্রসিতুং রামমাপতৎ ।
ততোহর্দ্ধচন্দ্রাকারেণ বাণেনাস্য মহচ্ছিরঃ । ৩২।
চিচ্ছেদ রুধিরৌঘেণ পপাত ধরণীতলে ।
ততঃ সীতা সমালিঙ্গ্য প্রশংসং রঘুন্তমং ॥৩৩॥
ততো হুন্তুভয়ো নেহুর্দিবি দেবগণেরিতাঃ ।
ননুতুশ্চাপসরো হৃষ্টা জগুর্গন্ধর্বকিন্নরাঃ ॥৩৪॥

সমভিব্যাহারে মুনিবেশে এই হিংস্র জন্তু পরিপূরিত ভয়ঙ্কর
দণ্ডকারণে আগমন করিয়াছে ? শ্রীরাম রাক্ষসের বাক্য শ্রবণা-
নন্তর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, হে নিশাচর ! আমার নাম
রাম, ইনি আমার ভাতা লক্ষ্মণ, এই আমার প্রাণবল্লভা সীতা ;
এক্ষণে আমরা পিতার আজ্ঞানুসারে তোমাদিগের দমনার্থ
এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ ।
২৫ । ২৬ । রাক্ষস শ্রীরামের বাক্য শ্রবণানন্তর অতি সত্ত্বর
শূল গ্রহণ করিয়া মুখবিস্তার পূর্বক অট্টাট্টহাস্য করিল এবং
গম্ভীর স্বরে কহিল, হে রাম ! তুমি জ্ঞামার লোক প্রসিদ্ধ নাম
শ্রবণ কর নাই ? আমার নাম বিরোধ, বাহার ভয়ে ঋষিগণ দণ্ডকা-
রণ্য পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছে ; এক্ষণে তোমাদিগের
যদি জীবনাশা থাকে তাহা হইলে অস্ত্র শস্ত্র ও সীতাকে পরি-
ভ্যাগ করিয়া পলায়ন কর, নতুবা শীঘ্র তোমাদিগকে ভক্ষণ

করিব । রাক্ষস এই কথা কহিয়া জানকীকে গ্রহণ করিবার
নিমিত্ত ক্রতবেগে আগমন করিতে লাগিল । শ্রীরামচন্দ্র হাস্য
করিতে করিতে বাণ দ্বারা তাহার বাহুদ্বয় ছেদন করিলেন ।
অনন্তর রাক্ষস ক্রোধভরে মুখ বিস্তার করিয়া শ্রীরামের প্রতি
ক্রতবেগে ধাবিত হইল । শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ শরদ্বারা তাহার
পদদ্বয় ছেদন করিলেন, সেই সময় বিরোধের শরীর অতি অদ্ভূত
দর্শন হইল—সর্পের ন্যায় মুখব্যাধান করিয়া শ্রীরামকে গ্রাস
করিবার আশয়ে সর্পের ন্যায় বক্ষঃস্থল দ্বারা আগমন করিতে
লাগিল । শ্রীরামচন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন
করিলেন । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ঐ মস্তক রক্তাক্ত
হইয়া ভূতলে পতিত হইল । অনন্তর সীতাদেবী শ্রীরামকে
আলিঙ্গন করিয়া বহুতর প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এই সময়ে
দেবগণ হৃষ্ট হইয়া আকাশ মার্গে হুন্তুভি ধ্বনি করিতে লাগি-
লেন এবং অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, গন্ধর্ব ও কিন্নর-
গণ মহোৎসব সহকারে সঙ্গীত করিতে লাগিলেন । ৩৩ । ৩৪ ।

বিরোধকায়াদতিসুন্দরাকৃতি-
 বিভাজমানো বিমলাম্বরারতঃ।
 প্রতপ্তচামীকরচারুভূষণে।
 ব্যাদৃশ্যতাগ্রে গগনে রবির্বিধা ॥৩৫।
 প্রণম্য রামং প্রণতাস্তিহারিণং
 ভবপ্রবাহোপরমং ঘৃণাকরং।
 প্রণম্য ভুয়ঃ প্রণনাম দণ্ডবৎ
 প্রপন্নসর্বাস্তিহরং প্রসন্নধীঃ ॥৩৬।

বিরোধ উবাচ।

শ্রীরাম ! রাজীবদলারতাক্ষ !
 বিদ্যাধরোহিং বিমলপ্রকাশঃ।
 দুর্বাসনা কারণকোপমূর্তিনা
 শপ্তঃ পুরা নোহদ্য বিমোচিতস্তুরা ॥৩৭।
 ইতঃপরং তুচ্ছরণারবিন্দরোঃ
 স্মৃতিঃ সদা মেহস্ত ভবোপশান্তরে।

অনন্তর বিরোধের শরীর হইতে স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত কাস্তিময়
 একটি পরম সুন্দর শরীর নির্গত হইয়া গগনমণ্ডলে দ্বিতীয় রবির
 ন্যায়শোভা ধারণ করিল। শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ
 বিশ্বরূপ হইয়া অনিমেষ লোচনে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অব-
 লোকন করিতে লাগিলেন। নিশাচর শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া
 শরণাগত-প্রতিপালক দয়াময় রামকে ভববন্ধন মোচনार्থ
 প্রসন্নাস্তঃকরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন। ৩৫-৩৬।

হে রাজীবলোচন রাম ! আমি বিদ্যাধর কুলে জন্মগ্রহণ
 করিয়াছি, পূর্বকালে দুর্বাসা মুনি অকারণে আমার প্রতি কোপ
 প্রকাশ করিয়া অভিশপ্তাং করিয়াছিলেন, তদবধি ব্রহ্মশাপে
 পতিত হইয়া এতাবৎকাল রাক্ষস রূপে এই দণ্ডকারণ্যে সঞ্চরণ
 করিয়াছি, অদ্য আপনি ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত করিলেন, হে
 দয়াময় ! আমি এক্ষণে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে,

স্বয়ামসংকীৰ্ত্তনমেব বাণী
 করোতু মে কর্ণপুটং ত্বদীয়ম্ ॥৩৮।
 কথামৃতং পাতু করদ্বরং তে
 পাদারবিন্দার্চনমেব কুর্য্যাৎ।
 শিরশ্চ তে পাদযুগপ্রণামং
 করোতু নিত্যং ভবদীয়মেবং ॥৩৯।

নমস্ত্যক্ত্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞান যুগ্মস্বৈ।
 আশ্রামায় রামায় সীতারামায় বেধসে ॥৪০।
 প্রপন্নং পাহি মাং রাম ! বাস্যামি ত্বদনুজ্ঞয়া।
 দেবলোকং রঘুশ্রেষ্ঠ ! মায়া মাং মা বৃণোতু তে ॥
 ইতি বিজ্ঞাপিতস্তেন প্রসন্নো রঘুনন্দনঃ।
 দদৌ বরং তদা প্রীতো বিরাম্য মহামতিঃ ॥৪১।

অদ্যাবধি আমার মন আপনার পাদপদ্মযুগলে সর্বদা অনু-
 রক্ত থাকে কদাচ বিস্মৃত না হয়, এবং আমার বাণী আপনার
 নাম সঙ্কীৰ্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া বৃথালোপে কালাতিপাত
 না করে, হে রাম ! আমার কর্ণ যুগল আপনার কথা-
 মৃতপানে সর্বদা রত থাকে, এই কর যুগল আপনার
 পাদপদ্ম পূজার বিরত না হয় এবং আমার মস্তক নিত্যই
 আপনার পাদযুগলে প্রণাম করে—হে তক্তাভীষ্টন ! আমার
 এই সকল অভিলাষ দয়া প্রকাশ পূর্বক সন্মিষ্ট করিবেন—
 হে ভগবন্ ! আপনাকে নমস্কার করি—যেহেতু আপনি
 আশ্রাম বিশুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মপদার্থ, এক্ষণে রামরূপে জন্মগ্রহণ
 করিয়া সীতারূপিণী প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়াছেন—হে
 রাম ! আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি, অতএব আমাকে
 রক্ষা করুন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে দেবলোকে গমনার্থ
 আপনার অনুমতি অপেক্ষা করিতেছি—হে প্রভো ! আপনার
 নিকট কাতর হইয়া বারবার প্রার্থনা করি যে, আপনার বিশ্ব-
 মোহিনী মায়া পুনর্বীর আমার জ্ঞানপথ রোধ না করে ৩৭।
 ৩৮-৩৯-৪০-৪১। শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার বিবিধ স্ববাক্যে সমুদ্র

গচ্ছ বিদ্যাধরাশেষমায়াদোষগুণা জিতাঃ ।

ভুয়া মদর্শনাং সদ্যো মুক্তো জ্ঞানবতাম্বরঃ ॥৪৩॥

মুক্তির্দুর্লভা লোকে জাতা চেন্মুক্তিদায়কতঃ ।

অতস্ত্বং তত্ত্বিসম্পন্নঃ পরং যাহি মমাজ্ঞয়া ॥৪৪॥

রামেণ রক্ষোনিধনং সুঘোরং

শাপাদ্বিমুক্তির্বরদানমেবং ।

হইয়া বিরাধকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন, হে বিরাধ !
তুমি গমন কর, পুনর্বীর আমার মায়ী গুণে আবদ্ধ হইবে না—
হে জ্ঞানবর ! তুমি আমাকে দর্শন করিয়া অবশ্যই মোক্ষলাভ
করিবে, যেহেতু এই জগতে মুক্তিদায়িনী মমুক্তি অতি দুর্লভ
হইলেও তোমাতে বিলক্ষণরূপে লক্ষিত হইতেছে । শ্রীরামচন্দ্র
বিরাধকে রাক্ষসদেহ বিনাশানন্তর ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত

বিদ্যাধরস্ত্বং পুনরেব লব্ধং

রামং গৃহ্নেতি নরোহখিলার্থান ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে

অরণ্যকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

করিয়া অভিলষিত বর প্রদান করিলেন, বিরাধও পুনর্বীর
বিদ্যাধর দেহ লাভ করিল—ইহা বিচিত্র নহে । পরমব্রহ্ম
শ্রীরামকে স্তব্বাক্যে সন্তুষ্ট করিলে জীবন ইহা অপেক্ষা
দুশ্রাপ্য অভীষ্ট বস্তুও অনায়াসে লাভ করিতে পারে । ৪২।
৪৩। ৪৪। ৪৫।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে অরণ্যকাণ্ডে
প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিরোধে স্বর্গতে রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ।
জগাম শরভঙ্গস্য বনং সর্বসুখাবহং ॥১॥
শরভঙ্গস্ততো দৃষ্ট্বা রামং সৌমিত্রিণা সহ ।
আয়াতং সীতয়া সার্ব্ধং সন্তুমা দুখিতঃ সুখীঃ ॥২॥
অভিগম্য সুসম্পূজ্য বিক্রেয়ুপবেশয়ৎ ।
আতিথ্যমকরোত্তেবাং কন্দমূলফলাদিভিঃ ॥৩॥
প্রীত্যা হ শরভঙ্গোহপি রামং ভক্তপরায়ণং ।
বহুকালমিহ বাসং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৪॥
তব সন্দর্শনাকাজক্ষী রাম ! ত্বং পরমেশ্বরঃ ।
অদ্য মতপসা সিদ্ধং যৎ পুণ্যং বহুবিদ্যতে ।
তৎ সর্বং তব দাস্যামি ততো মুক্তিং ব্রজাম্যহং ॥

বিরোধের স্বর্গগমনান্তর শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া মহর্ষি শরভঙ্গের পরম রমণীয় তপোবনে গমন করিলেন—তপোধন শরভঙ্গ শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণকে সমাগত দেখিয়া সসন্ত্রমে গাত্রোপস্থানান্তর প্রত্যুদ্যমন করিলেন এবং পাদাধারা দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিয়া আসন প্রদান করিলেন । শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আসনোপবেশন করিয়া মহর্ষিকৃত আতিথ্য স্বীকার করিলেন । অনন্তর মহর্ষি শরভঙ্গ ভক্তবৎসল রামকে পরম প্রীতি সহকারে কহিলেন—হে রাম ! আমি তোমার পাদপদ্ম দর্শনাভিলাষে তপস্যানিরত হইয়া বহুকাল এই বনে কালাতিপাত করিতেছি, এক্ষণে চিত্তাভিলাষ সিদ্ধ হইল—হে পরমেশ্বর ! আমি সুদীর্ঘ তপস্যা দ্বারা যে সকল পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি—তাহা তোমাতে

সমর্প্য রামস্য মহৎসুপুণ্য-

কলংবিরক্তঃ শরভঙ্গযোগী ।

চিতিং সমারোহয়দপ্রমেরং

রামং সনীতং সহসা প্রণম্য ॥৬॥

ধ্যায়ং শ্চিরং রামমশেষহৃৎস্থং

দূর্বাদলশ্যামলমম্বুজাক্ষং ।

চীরাশ্বরং স্নিগ্ধজটাকলাপং

সীতাসহায়ং সহলক্ষণং তম্ ॥৭॥

কো বা দরালুঃ স্মৃতকামধেনু-

রন্যো জগত্যাং রঘুনায়কাদহো ।

স্মৃতো যয়া নিত্যমনন্যভাজা

জাহ্নবা স্মৃতিং মে স্বরমেব যাতঃ ॥৮॥

অর্পণ করিলাম—তদ্বারা অবশ্যই মুক্তিলাভ করিব ।১।২। ৩।৪।৫। পরম বিরাগী যোগৈক সাধন শরভঙ্গ চির-সঞ্চিত সুদীর্ঘ পুণ্যফল শ্রীরামে সমর্পণান্তর তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া চিত্তারোহণ করিলেন, এবং ভক্তি সন্নতচিত্তে সর্বান্তর্বামী নবদূর্বাদলশ্যাম রাণীবলোচন রামের চীরাশ্বর-বৃত স্নিগ্ধ জটাকলাপ মণ্ডিত পরম রমণীয় মূর্তি চিন্তা করিতে করিতে কহিলেন, এই ত্রিলোক মধ্যে দয়াময় শ্রীরাম ভিন্ন ভক্তজনের অভিলাষ পূরণে কেহ সমর্থ নহে—ভক্তবৎসল রাম ভক্তের মনোরতি অবগত হইয়া আমার অন্তঃকরণে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন ; যাহা হউক এক্ষণে আমি স্বকীয়

পশ্যত্বিদানীং দেবেশো রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ ।
 দক্ষা স্বদেহং গচ্ছামি ব্রহ্মলোকমকল্যাণঃ ॥৯॥
 অবোধাধিপতির্মহেন্দ্র হৃদয়ে রাঘবঃ সদা ।
 বদ্যমাক্ষে স্থিতা সীতা মেঘসোব তড়িলতা ॥১০॥
 ইতি রামং চিরং ধ্যাত্বা দৃষ্ট্বা চ পুরতঃ স্থিতম্ ।
 প্রজ্বাল্য সহসা বহ্নিং দক্ষা পঞ্চাশ্রকং বপুঃ ॥১১॥
 দিব্যদেহধরঃ সাক্ষাৎসর্বো লোকপতেঃ পদম্ ।
 ততো মুনিগণাঃ সর্বৈ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।
 আজগ্মু রাঘবং দ্রষ্টুং শরভঙ্গনিবেশনম্ ॥১২॥
 দৃষ্ট্বা মুনিসমূহং তং জানকীরামলক্ষণাঃ ।
 প্রণেমুঃ সহসা ভূমৌ মায়ামানুষকপিণঃ ॥১৩॥
 আশীর্ভিরতিনন্দ্যাথ রামং সর্ব্বহাদিস্থিতম্ ।
 উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বৈ ধনুর্কাগধরং হরিম্ ॥১৪॥

দেহ দক্ষ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব—দেবদেব দাশরথি
 স্বয়ং অবলোকন করুন । ৬। ৭। ৮। ৯। আমার অন্য কোন
 অভিলাষ নাই, সেই অবোধাধিপতি রামচন্দ্র আমার হৃদয়ে
 সর্ব্বদা সন্নিহিত হউন—যাহার বামভাগে মেঘ সন্নিহিত
 বিজ্বালিতার ন্যায় জনকনন্দিনী সীতা বিরাজ করিতেছেন ।
 অনন্তর মহর্ষি শরভঙ্গ সম্মুখস্থিত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিতে
 করিতে প্রজ্বলিত চিত্তানলে দেহ দক্ষ করিয়া দিব্য দেহ ধারণা-
 নন্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ; এই অবসরে দণ্ডকারণ্য-
 বাসী মুনিগণ শ্রীরাম দর্শনাভিলাষে শরভঙ্গাশ্রমে আগমন
 করিলেন । মায়ামানুষরূপী রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সকলে সমাগত
 মহর্ষিমণ্ডল সহসা অবলোকন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ।
 ১০। ১১। ১২। ১৩। মহর্ষিগণ সর্ব্বান্তর্ম্মামী ধনুর্কাগধারী হরিকে
 আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন,
 হে বৈকুণ্ঠনাথ ! ভূভারহরণের নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে

ভূমেভারাবতারায় জাতোহসি ব্রহ্মণার্থিতঃ ।
 জানীমস্বাং হরিং লক্ষ্মীং জানকীং লক্ষ্মণং তথা ॥
 শেবাংশং শঙ্খচক্রে হে ভরতং সান্নজং তথা ।
 অতশ্চাদৌ ঋষীণাং ত্বং দুঃখং মোক্তু মিহা হসি ॥
 আগচ্ছ ষামো মুনিসেবিতানি
 বনানি সর্বাণি রঘুত্তম ! ক্রমাৎ ।
 দ্রষ্টুং সুমিত্রাস্তুতজানকীভ্যাং
 তদা দয়াম্বৎ সুদৃঢ়া ভবিষ্যতি ॥১৭॥
 ইতি বিজ্ঞাপিতো রামঃ কৃতাজ্জলিপুটের্বিভুঃ ।
 জগাম মুনিভিঃ সাক্ষং দ্রষ্টুং মুনিবনানি সঃ ॥১৮॥
 দদর্শ তত্র পতিতান্যনেকানি শিরাংসি সঃ ।
 অস্থিভূতানি সর্ব্বত্র রামো বচনমব্রবীৎ ॥১৯॥

আপনি মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং লক্ষ্মী জানকী-
 রূপে—অনন্তদেব লক্ষ্মণরূপে এবং আপনার করকমলস্থিত
 শঙ্খ ও চক্র ভরত শত্রুয় রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা
 এই সকল বৃত্তান্ত পূর্বেই অবগত হইয়াছি, অতএব হে ভগবন্!
 আপনি এক্ষণে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের দুঃখমোচন ককন,
 হে রাম ! আপনি সীতা ও সৌমিত্রি সমভিব্যাহারে আগমন
 করিয়া মুনি-সেবিত অরণ্য সকল ক্রমশঃ অবলোকন ককন,
 তাহা হইলে আমাদেরই জানিতে পারিবেন এবং
 আপনার নৈসর্গিক দয়াজ্জলিপুটে আমাদের প্রতি অবশ্যই
 দয়ার সঞ্চার হইবে । শ্রীরামচন্দ্র কৃতাজ্জলিপুটে ঋষিগণ
 কর্তৃক এই প্রকার বিজ্ঞাপিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত তপো-
 বন দর্শনার্থ গমন করিলেন । ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।
 কিরূপে গমনানন্তর ভূমিপতিত অস্থিময় নরমস্তক অবলোকন
 করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ, এই সকল অস্থিময়
 মস্তক কাহাদের—কিজন্যই বা ভূতলে লুপ্ত হইতেছে ?

অস্থানি কেশামেতানি কিমর্থং পতিতানি বৈ ।
 তমুচুর্মুনয়ো রাম ! ঋষীণাং মন্তুকানি হি ॥২০॥
 রাক্ষসৈর্ভক্ষিতানীশ ! প্রমত্তানাং সমাধিতঃ ।
 অন্তরাং মুনীনাং তে পশ্যন্তোহনু চরন্তি হি ॥২১॥
 শ্রুত্বা বাক্যং মুনীনাং স ভয়দৈন্যাসমস্থিতং ।
 প্রতিজ্ঞামকরোদ্ভ্রামো বধ্যাশেষবরক্ষসাং ॥২২॥
 পুঙ্খমানঃ সদা তত্র মুনিভির্দ্বনবাসিভিঃ ।
 জানক্যা সহিতো রামো লক্ষ্মণেন সমস্থিতঃ ॥২৩॥
 উবাস কতিচিত্তত্র বর্ষাণি রঘুনন্দনঃ ।
 এবং ক্রমেণ সম্পশ্যন্ ঋষীণামাশ্রমান্ বিভূঃ ॥২৪॥
 স্মৃতীক্ষ্মস্যাশ্রমং প্রাগাং প্রখ্যাতম্বিসংকুলম্ ।
 সর্বত্র গুণসম্পন্নং সর্বকালস্থখাবহম্ ॥২৫॥
 রামমাগতমাকর্ষ্য স্মৃতীক্ষ্ম স্বয়মাগতঃ ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে রাম ! রাক্ষস ভক্ষিত ঋষিগণের মন্তক সকল ভূতলে লক্ষিত হইতেছে, হে দয়াময় ! হৃৎসং রাক্ষস-গণ তপঃ প্রমত্ত ঋষিগণের তপোবিন্দ করত এই বোরতর অরণ্য মধ্যে সর্বদা সঞ্চরণ করিতেছে, এক্ষণে আপনি এই বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন । শ্রীরামচন্দ্র ঋষিগণের ভয়ভ্রুংখমিশ্রিত বাক্য শ্রবণানন্তর রাক্ষসকুলের সমূলোচ্ছেদনে, প্রতিজ্ঞা করিয়া অরণ্যবাসী তপোধনগণের আগ্রহানুসারে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কতিপয় বর্ষ সেই প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন । ১৯/২০/২১/২২/২৩/২৪/ অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সেইস্থানে কিঞ্চিৎ কাল অতিবাহিত করিয়া সর্বত্র সুখপ্রদ সুবিখ্যাত মহর্ষিকুলমণ্ডিত স্মৃতীক্ষ্ম আশ্রমে গমন করিলেন । রামমন্ত্রোপাসক অগস্ত্যশিষ্য স্মৃতীক্ষ্মমুনি শ্রীরামের সমাগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং প্রত্যাগমনানন্তর

অগস্ত্যশিষ্যো রামস্য মন্ত্রোপাসনতৎপরঃ ।
 বিধিবৎ পূজয়ামাস ভক্ত্যুৎকৃষ্টতলোচনঃ ॥২৬॥
 স্মৃতীক্ষ্ম উবাচ ।

তন্মন্ত্রজ্ঞাপ্যহমনন্তগুণাপ্রমের !
 সীতাপতে ! শিববিবিক্ষিসমাপ্রিতাজ্জৈ ! ।
 সংসারসিদ্ধুতরণামলপোতপাদ !
 রামাভিরাম ! সততং তব দাসদাসঃ ॥২৭॥
 মামদ্য সর্বজগতামবিগোচরস্তং
 তন্মায়য়া স্ততকলত্রগৃহাককুপে
 মগ্নং নিরীক্ষ্য মলমুদলপিণ্ডমোহ-
 পাশানুবদ্ধহৃদয়ং স্বয়মাগতোহসি ॥২৮॥
 ত্বং সর্বভূতহৃদয়েষু কৃতালয়োহপি
 তন্মন্ত্রজ্ঞাপ্যবিমুখেষু তনোসি মায়াং ।
 তন্মন্ত্রসাধনপরেষ্কপয়াতি মায়া
 সেবানুরূপকলদোহসি যথা মহীপঃ । ২৯॥
 বিশ্বস্য সৃষ্টিলয়সংস্থিতিহেতুরেক-
 স্ত্বং মায়ায়াত্রিগুণয়া বিধিরীশ বিষ্ণু ।

নির্নিমেষচক্ষে শ্রীরামকে পুনঃপুনঃ দর্শন করত ভক্তিযোগে যথা-বিধি পূজা করিয়া কহিলেন । ২৫/২৬/ হে অনন্ত গুণাশ্রয় ! হে অপ্রমের ! হে সীতাপতে ! তোমার পাদপদ্ম যুগল সংসারসাগর তরণে পোত স্বরূপ এবং শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণের আশ্রয় । হে রাম ! আমি চিরদিন তোমার মন্ত্রজপ করিতেছি । হে অভি-রাম ! আমি তোমার দাসের চিরদাস । হে রাম ! আমি তোমা-রই মায়াপ্রভাবে জী পুত্রগৃহাদিস্বরূপ অন্ধকূপে পতিত হইয়াছি এবং মলমূত্রাদি পরিপূর্ণ অকিঞ্চিৎকর শরীরে নরদা আত্মাতি-

ভাসীশ! মোহিতধিয়াং বিবিধাকৃতিভুং

যদ্বদ্বিঃ সলিলপাত্রগতো হনেকঃ ॥ ৩০ ॥

প্রত্যক্ষতোহদ্য ভবতশ্চরণারবিন্দং

পশ্যামি রাম! তমসঃ পরতঃ স্থিতস্য

দৃগুপতস্তুমলভামবিগোচরোহপি।

তন্মদ্রপূতহৃদয়েষু সদা প্রসন্নঃ ॥ ৩১ ॥

পশ্যামি রাম! তব রূপমরূপিণোহপি

মায়াবিভূষনকৃতং সুমনুষ্যবেশম্।

কন্দর্পকোটিস্থ ভগং কমলীয়চাপ-

বাণং দয়াদ্রহৃদয়ং স্মিতচাক্ষুবক্তুং ॥ ৩২ ॥

সীতাসমেতমজিনাস্বরমপ্রধূষ্যং

সৌমিত্রিণা নিয়তসেবিতপাদপদ্মম্-

নীলোৎপলছাতিমনন্তগুণং প্রশান্তং

তদ্ভাগধেরমনিশং প্রণমামি রামং ॥ ৩৩ ॥

মান করিয়া থাকি। হে দয়ানয়! তুমি সর্বজনের অতীন্দ্রিয়
পদার্থ, কেবল আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই মায়া মনুষ্যরূপ-
ধারণ করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছ। হে ভগবন! তুমি
সমস্ত ভূতের অন্তঃকরণে জাগরণ করিতেছ, কিন্তু স্বমগ্ন 'জপ-
রহিত ব্যক্তিতে মায়াপ্রকাশ এবং তত্তপসায়ণ ব্যক্তিতে মায়া
সংহার করিয়া থাক, অতএব প্রজারা রাজা হইতে যেরূপ সেবা-
সদৃশ কল্যাণ করে মনুষ্যবোরাও তোমা হইতে তাদৃশ সেবামূ-
রূপ কল্যাণ করিয়া থাকে; তুমি একাকীই সমস্ত জগতের সৃষ্টি-
স্থিতি সংহারের কারণ, কেবল সত্য রজ স্তমোগুণগম্যী মায়া রূপ
উপাধি ভেদে বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব এই ত্রিতয় মূর্ত্তিধারণ করিয়া এই
জগতে ভিন্নবৎ প্রকাশ পাইতেছ। হে ঈশ্বর! মূঢ় চিন্তেরা
তোমার বিভিন্ন আকৃতি দেখিয়া ঈশ্বরকে সলিলপাত্রস্থিত
রবির স্থায় অনেকবিধ জ্ঞান করে। হে জগদীশ্বর! সদ্য তোমার

জ্ঞানন্তু রাম! তব রূপমর্শেবদেশকানা-

দ্যুপাধিরহিতং ঘনচিৎপ্রকাশং

প্রত্যক্ষতোহদ্য মম গোচরমেতদেব।

রূপং বিভাতু হৃদয়ে ন পরং বিকাজেক ॥ ৩৪ ॥

ইত্যেবং স্তবতস্তন্য রামঃ সন্মিতমব্রবীৎ।

মুনে! জ্ঞানামি তে চিত্তং নির্মলং মদুপাসনাং ॥

অতোহহমাগতো দ্রষ্টুং মদৃতে নানাসাধনম্।

মন্মন্তোপাসকা লোকে নামেব শরণং গতাম্ ॥ ৩৬ ॥

চরণারবিন্দ প্রত্যক্ষ করিয়া বিবেচনা করিলাম যে, তুমি
অদৃশ্যবস্তুর দৃষ্ট পদের অগোচর হইলেও তন্মদ্র জপদ্বারা যে
সকল অসদ্ব্যক্তির হৃদয় পবিত্র হইয়াছে তাহাদিগের প্রতি
সর্বদা প্রসন্ন আছ। হে পরমাত্মন! আমি বিশেষরূপ অবগত
আছি যে, তুমি রূপাদি বিষয় রহিত, কিন্তু অদ্য তোমার
ধনুর্কোণধারী অজিনাস্বরশোভিত সহাস্ত বদন এবং কোটি-
কন্দর্প কমলীয় রূপসম্পন্ন নীলোৎপলদলপ্রভ এবং অনন্ত গুণ-
দয়াদ্রমূর্ত্তি ও লক্ষণ সেবিত পাদপদ্মযুগল এবং স্বদীর বাম-
ভাগস্থিত সীতাদেবীকে অবলোকন করিতেছি, অতএব
পূরাকৃত নিজ ভাগ্যকেই প্রণাম করি। হে পরমাত্মন!
অন্ত যোগিরা তোমাকে বায়ুনোষ্ঠীত শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ এবং
দেশকানালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বোধ করিয়া তাহাতেই প্রীতি-
লাভ করেন, কিন্তু আমার তাহাতে প্রীতি নাই—কেবল দৃষ্টি-
মান তোমার এই রামরূপ আমার হৃদয়ে সর্বদা বিরাজিত
হউক। হে প্রভো! আমি এতদ্বিন্দ আপনার নিকট কিছুই
প্রার্থনা করি না। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪।
শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষির এই প্রকার স্তববাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বর
হাস্তপূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনে! মদুপাসনা দ্বারা তোমার চিত্ত
শুদ্ধি হইয়াছে জানিয়া আমি তোমার দর্শনার্থ এখানে আনি-
রাছি, রামভক্তি ব্যতিরেকে জগতে অন্য সাধন নাই, তাহার
নিরপেক্ষ হইয়া আমার মন্তোপাসনা করে এবং আমারই শরণা-

নিরপেক্ষা নান্যগতান্তেষাং দৃশ্যোহমমমমম্ ।
 স্তোত্রমেতৎপঠেদ্যন্তু তৎকৃতং মৎপ্রিয়ং সদা ॥৩৭
 সম্ভক্তির্মে ভবেন্তস্য জ্ঞানং চ বিমলং ভবেৎ ।
 ত্বং মামাপাসনাদেব বিমুক্তোহসীহ সৰ্ব্বতঃ । ৩৮ ॥
 দেহান্তে মম সাযুজ্যং লপ্যাসে নাত্র সংশয়ঃ ।
 গুরুং তে দ্রষ্টু মিচ্ছামি হ্যগস্ত্যং মুনিবাক্যং ।
 কিঞ্চিৎ কালং তত্র বস্তুং মনো মে ভ্রময়তানম্ ॥ ৩৯

সুতীক্ষ্ণোহপি তথৈতাহ শ্বেগনিব্যানি রাঘব ! ।
 অহমপ্যাগমিব্যানি চিরাদৃক্টো মহামুনিঃ ॥৪০॥
 অথ প্রভাতে মুনির্না সমেতো
 রামঃ সগীতঃ সহ লক্ষ্মণেন চ ।
 আগস্ত্যসম্ভাষণলৌলমানসঃ ।
 শনৈরগস্ত্যানুভ্রম্যদ্বিরং ববৌ ॥৪১॥
 ইতি শ্রীমদখ্যানরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
 অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

গ ৩ হইয়া অন্য মূর্তির উপাসনা করে না—আমি সতত তাহা-
 দিগের নয়নগোচর থাকি, যে ব্যক্তি আমার প্রতিজনক ত্বং
 কৃতন্তব সৰ্ব্বদা পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তির আমাতে স্থায়ীভক্তি
 এবং নিখিল জ্ঞানলাভ হইবে। হে মুনে! তুমি আমার উপা-
 সনা দ্বারা সৰ্ব্বতোভাবে বিমুক্ত হইয়াছ, দেহান্তে নিশ্চয় আমার
 সাযুজ্য লাভ করিবে, বাহা হউক হোনার গুরু মুনিশ্রেষ্ঠ অগ-
 স্ত্যের দর্শন করিতে ইচ্ছা করি এবং তাঁহার নিকটে কিঞ্চিৎ
 কাল বাস করিব এইরূপ আমার নিত্যস্থ অভিলাষ হইয়াছে।

সুতীক্ষ্ণ শ্রীরামবাক্যে সন্দেহ হইয়া কহিলেন—আমি দিবসে
 আপনি সেই স্থানে গমন করিবেন আমি বহুদিন গুরু দর্শন
 করি নাই, অতএব আপনার অনুগমন করিব, অনন্তর পর-
 দিন প্রভাতকালে অগস্ত্য দর্শনোৎসুক শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ
 ও সুভীক্ষ সন্নিবিধ্যাহারে অগস্ত্যশ্রনাভিমুখে গমন করিলেন ।
 ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ ।

ইতি শ্রীমদখ্যানরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে অরণ্যকাণ্ডে
 দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অথ রামঃ স্মৃতীক্লেম জানক্যা লক্ষ্মণেন চ ।
 অগস্ত্যাস্যানুজ্ঞানং মধ্যাহ্নে সমপদ্যত ॥১॥
 তেন সম্পূজিতঃ সম্যক্ ভুক্ত্বা মূলকনাদিকং ।
 পরেদ্যুঃ প্রাতরুখায় জগ্মুস্তেহগস্ত্যমণ্ডলম্ ॥২॥
 সৰ্ব্বভুতফলপুষ্পাভ্যং নানামৃগগণৈর্যুতং ।
 পক্ষিসংগৈশ্চ বিবিধৈর্নাদিতং নন্দনোপমম্ ॥৩॥
 ব্রহ্মর্ষিভির্দেবর্ষিভিঃ সেবিতং মুনিমন্দিরৈঃ ।
 সৰ্ব্বতোহলঙ্কৃতং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মলোকমিবাপরম্ ॥৪॥
 বহিরেবাশ্রমস্যাপি স্থিত্বা রামোহব্রবীমুনিং ।
 স্মৃতীক্ল গচ্ছ ত্বং শীঘ্রমাগতং মাং নিবেদয় ॥৫॥
 অগস্ত্যমুনিবর্ষায় সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।
 মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা স্মৃতীক্লঃ প্রযযৌ গুরোঃ ॥৬॥

অনন্তর জীরাম, সীতা লক্ষ্মণ ও স্মৃতীক্লের সহিত গমন করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে পথিমধ্যে অগস্ত্যানুজ্ঞের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন, অগস্ত্যানুজ্ঞ মহর্ষি তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিয়া ফলমূলাদি দ্বারা আতিথ্য করিলেন, তাঁহারাও ঐ স্থানে ঐ দিবস বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোথানান্তর প্রস্থান করিলেন এবং কিয়দূর গমনানন্তর সর্বপ্রকার ফলপুষ্পশোভিত, নানাবিধ মৃগগণ সঙ্কুল, বিবিধ বিহঙ্গম কলনাদপূর্ণ বিস্তীর্ণ নন্দনকাননোপম এবং দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত ব্রহ্মলোক সদৃশ ও চতুর্দিকে মুনি মন্দির দ্বারা সমলঙ্কৃত অগস্ত্যশ্রমে উপস্থিত হইলেন । ১ । ২ । ৩ । ৪ । জীরামচন্দ্র আশ্রমের বহির্দিশে দণ্ডায়মান হইয়া স্মৃতীক্ল মুনিকে কহিলেন, হে মহর্ষে! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া অগস্ত্যের নিকট সীতা

আশ্রমং ত্বরয়া তত্র ঋষিসঙ্ঘসমাবৃতম্ ।
 উপবিষ্টং রামতন্তৈর্কির্বিশেষেণ সমাবৃতম্ ॥৭॥
 ব্যাখ্যাতরামমন্ত্রার্থং শিষ্যোভ্যশ্চাতিভক্তিভঃ ।
 দৃষ্ট্বাগস্ত্যং মুনিশ্রেষ্ঠং স্মৃতীক্লঃ প্রযযৌ মুনেঃ ॥৮॥
 দণ্ডবৎপ্রণিপত্যা হ বিনয়াবনতঃ সুধীঃ ।
 রামো দাশরথির্ব্রহ্মন্ ! সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।
 আগতো দর্শনার্থং তে বহিস্তিষ্ঠতি সাজ্জলিঃ ॥৯॥

অগস্ত্য উবাচ ।

শীঘ্রমানয় ভদ্রন্তে রামং মম হৃদিস্থিতং ।
 তমেব ধ্যায়মানোহহং কাজ্জক্ৰমাণোহত্র সংস্থিতঃ ॥

লক্ষ্মণের সহিত আমার সমাগম সন্বাদ নিবেদন কর, স্মৃতীক্ল-মুনি জীরামের আজ্ঞা অতিসাদরে শিরোধারণ করিয়া অগস্ত্য-শ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিদূরে অবলোকন করিলেন যে, আসনোপবিষ্ট মহর্ষি অগস্ত্য জীরামভক্ত মহর্ষিগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া শিষ্যগণকে জীরামমন্ত্রব্যাখ্যা উপদেশ করিতেছেন । অনন্তর স্মৃতীক্লমুনি গুরুসন্নিধানে গমন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতানন্তর বিনয় বচনে কহিলেন—হে ব্রহ্মন্ ! দাশরথি জীরামচন্দ্র, সীতা লক্ষ্মণের সহিত কৃতাজ্ঞ হইয়া আপনার দর্শনার্থ বহির্দিশে দণ্ডায়মান আছেন । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ । ৯ । অগস্ত্য রামনাম শ্রবণমাত্র ব্যগ্র হইয়া কহিলেন । হে স্মৃতীক্ল, তোমার মঙ্গল হউক—এক্ষণে আমার হৃদয়াধিষ্ঠিত জীরামচন্দ্রকে এই স্থানে আনয়ন কর, যাহার দর্শনাভিলাষে ধ্যানাবলম্বন করিয়া অরণ্যমধ্যে বাস করিতেছি । অগস্ত্যমুনি স্মৃতীক্লকে

ইত্যুক্ত। স্বরমুখায় মুনিভিঃ সহিতো দ্রুতং ।
 অভয়াৎপরয়া ভক্ত্যা গচ্ছা রামমথাত্রবীৎ ॥১১॥
 আগচ্ছ রাম ! তদন্তে দিক্টিা তেহদ্য সমাগমঃ ।
 প্রিয়াতিথির্মম প্রাপ্তোহস্যাদ্য মেসফলং দিনম্ ॥১২॥
 রামোহপি মুনিমাস্তান্তং দৃষ্ট্বা হর্ষসমাকুলঃ ।
 সীতয়া লক্ষ্মণেনাপি দণ্ডবৎপতিতো ভুবি ॥১৩॥
 দ্রুতমুখাপ্য মুনিরাট্ রামমালিন্য ভক্তিতঃ ।
 তদ্যাত্রস্পর্শজ্বালাদম্রবনৈত্রজলাকুলঃ ॥ ১৪ ॥
 গৃহীত্বা করমেকেম করেণ রমুনন্দনম্ ।
 জগাম স্বাশ্রমং হৃষ্টো মনসা মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১৫ ॥
 মুখোপবিস্কং সম্পূজ্য পূজয়া বহুবিস্তরম্ ।
 ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং ভোজ্যৈর্বর্নৈরনেকথা ॥১৬॥

এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং ঋষিগণের সহিত জীরাম সমীপে উপস্থিত হইলেন, অনন্তর পরম ভক্তিসহকারে কুশল জিজ্ঞাসানন্তর জীরামকে কহিলেন, হে রাম । আগমন কর, অদ্য আমি বহুভাগ্যে তোমার সমাগম লাভ করিয়াছি, এক্ষণে চিরান্তর লবিত অতিথি সংকার করিয়া দিন সফল করিব। জীরামচন্দ্র সমাগত অগস্ত্য ঋষিকে দর্শন করিয়া সীতা লক্ষ্মণের সহিত ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, মুনিরাজ অগস্ত্য জীরামকে সত্তর ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া ভক্তিসহকারে আলিঙ্গন করিলেন এবং ত্বদস্পর্শজনিত আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে বারম্বার দৃষ্টিপাত করত নিজহস্তদ্বারা জীরামের কর গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন । ১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।

অনন্তর মহর্ষি জীরামকে আসনোপবেশন করাইয়া বহুবিস্তর পূজানন্তর বহুবিধ বন্য ফলমূলদি দ্বারা যথাযোগ্য ভোজন করাইলেন, এবং সীতা লক্ষ্মণকেও সেইরূপ যথাযোগ্য ভোজন করাইয়া জীরামকে নির্জনস্থানে আনয়নপূর্বক আসন

মুখোপবিস্কমেকান্তে রামং শশিনিভাননং ।
 কৃতাজ্জলিরুবাচেদমগন্ত্যো ভগবানৃষিঃ ॥১৭॥
 ত্বদাগমনমেবাহং প্রতীক্ষন্ সমনস্থিতঃ ।
 যদা ক্ষীরসমুদ্ভাস্তে ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা ॥ ১৮ ॥
 ভূমেভারাপনুভূতর্থং রাবণস্য বধায় চ ।
 তদাদিদর্শনাকাজ্জকী তব রাম ! তপশ্চরন ।
 বসামি মুনিভিঃ সাক্ষং ত্বামেব পরিচিন্তয়ন্ ॥ ১৯ ॥
 সৃষ্টেঃ প্রাগেক এবাসীন্নির্ঝিকম্পোহনুপাধিকঃ ।
 ত্বদাশ্রয়া ত্বদ্বিষয়া মায়ী তে শক্তিরুচ্যতে ॥ ২০ ॥
 ত্বামেব নিগুণং শক্তিরানুগোতি যদা তদা ।
 অব্যাকৃতমিতি প্রাহুর্বেদান্তপরিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ২১ ॥
 মূলপ্রকৃতিরিত্যেকে প্রাহুর্মারেতি কেচন ।
 অবিদ্যা সংসৃতির্যক ইত্যাди বহুধোচ্যতে ॥ ২২ ॥

প্রদান করিলেন । পূর্ণচন্দ্র সদৃশ জীরামচন্দ্র আসনোপবেশন করিলে অগস্ত্যমুনি কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন । ১৬। ১৭। হে ভগবন্ ! ষৎকালে কমলবোনি ভূতরাপনোদনের নিমিত্ত ক্ষীর সমুদ্র তীরে আপনাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন— তৎকালাবধি আমি তোমার দর্শনাকাজকী হইয়া অনন্য-চিত্তে তপোব্রতান করত এই অরণ্যমধ্যে মুনিগণের সহিত বাস করিতেছি। হে পরমাত্মন ! সৃষ্টির পূর্বকালে তোমাতে মায়ারূপ উপাধির সহকরা থাকায় এই জগৎ প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় নাই, তৎকালে তুমিই গুণাতীত এক মাত্র পদার্থ ছিলে, অত্র পদার্থ কিছুই ছিলনা । সৃষ্টিকালে স্বদীয় শক্তিরূপ মায়ী তোমাকে আবরণ করে, বেদান্তিকেরা ঐ শক্তিকে তদবস্থায় অব্যাকৃত বলিয়া নির্দেশ করে । ১৮।১৯।২০।২১। সাংখ্যেরা তাঁহাকে মূল প্রকৃতি বলে, কোন কোন পণ্ডিতেরা অবিদ্যা সংসার ও বন্ধন এইরূপ নানাবিধ সংজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করেন,

অহঙ্কারো মহত্ত্বসংবৃত্তিবিধোহভবৎ ।

সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চেতি ভণ্যতে ॥ ২৩ ॥

তামসাং সূক্ষ্মতন্মাত্রাণ্যাসন্ ভূতান্যতঃ পরম্ ।

স্থূলানি ক্রমশো রাম ! ক্রমোত্তরগুণানি হ ॥ ২৪ ॥

রাজসানীন্দ্রিরাণ্যেব সাত্ত্বিকা দেবতা মনঃ ।

তেভ্যোহভবৎ সূত্ররূপং লিঙ্গং সর্বগতং মহৎ ॥ ২৫ ॥

ততো বিরাট্ সমুৎপন্নঃ স্থলাদুতকদম্বকাৎ ।

বিরজঃ পুরুষাৎ সর্বং জগৎ স্বাবরজজন্মং ॥ ২৬ ॥

মূলপ্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়, ঐ বুদ্ধিতত্ত্বের নামান্তর, মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়—ঐ অহঙ্কার ত্রিবিধ; সাত্ত্বিক, রাজস, তামস (অর্থাৎ) মূলপ্রকৃতির সত্ত্ব রজ তমোগুণ থাকায় তদুৎপন্ন মহত্ত্বেরও ঐ ত্রিবিধ গুণ সংক্রমিত হয়। ক্রমশ মহত্ত্বজন্য অহঙ্কারেও কারণ গুণানুসারে ঐ ত্রিবিধ গুণ উৎপন্ন হয়, তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটী সূক্ষ্মতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, সূক্ষ্মতন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়—অর্থাৎ লব্ধ হইতে আকাশ; শব্দ ও স্পর্শ হইতে বায়ু; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ হইতে তেজ; শব্দ স্পর্শ রূপ রস হইতে জল; শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পঞ্চ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ২২। ২৩। ২৪। রাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়—তন্মধ্যে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটী ক্রমেন্দ্রিয়—চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, জ্ঞান এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে চক্ষুর অধিষ্ঠাতারবি, শ্রোত্রের দিক্, ত্বগেন্দ্রিয়ের বায়ু, রসনার বক্ৰণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অশ্বিনী কুমার, বাক্যেন্দ্রিয়ের অগ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের উপেন্দ্র, পাউর মিত্র, উপস্থের ব্রহ্মা, এই সকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মনোরূপ অন্তরেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম তন্মাত্রাদিরূপ অহঙ্কারের কার্য্য হইতে সূক্ষ্ম সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ নামক লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়, তাহার নামান্তর সূত্র, সেই সূত্র হইতে স্থূল সমষ্টি রূপ বিরাট পুরুষ উৎপন্ন হয়—বিরাট পুরুষ হইতে স্বাবরজজন্ম সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে;

দেবতীর্ষ্যদ্ব্যনুষ্ঠাশ্চ কালকর্ম্মক্রমেণ তু ।

ত্বং রজোগুণতো ব্রহ্মা জগতঃ সর্বকারণম্ ॥ ২৭ ॥

সত্বাদিসুস্বমেবাস্য পালকঃ সন্তিরুচ্যতে ।

লয়ে রুদ্র স্ত্রমেবাস্য তন্মাত্রাণ্ডগতেদতঃ ॥ ২৮ ॥

জাগ্রৎস্বপ্নসুশুপ্ত্যাখ্য। ব্রহ্মরো বুদ্ধিজৈগুণৈঃ ।

তাসাং বিলক্ষণো রাম ! ত্বং সাক্ষী চিন্ময়োহব্যয়ঃ ॥

সৃষ্টিলীলাং যদা কর্ত্তুমীহসে রঘুনন্দন ! ।

অঙ্গীকরোষি মায়াং ত্বং তদা বৈ গুণবানিব ॥ ৩০ ॥

রাম ! মায়া দ্বিধা ভাতি বিদ্যাবিদ্যোতি তে মদা ।

প্রবৃত্তিমার্গনিরতা। অবিদ্যাবশবর্ত্তিনঃ ।

নিবৃত্তিমার্গনিরতা। বেদান্তার্থবিচারকাঃ ॥ ৩১ ॥

তন্মধ্যে দেবতা তীর্ষ্যগোষানি ও মনুষ্যরূপ জন্ম পদার্থ কাল-সংক্রান্ত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। হে জগদীশ্বর ! এই অগতে তুমি ভিন্ন কিছুই নাই, তুমি কখন রজোগুণ রূপ উপাধিযোগে ব্রহ্মা হইয়া জগতের নিষ্কাশ করিতেছ, কখন সত্ত্ব গুণ যোগে বিষ্ণু হইয়া পালন করিতেছ, প্রলয় কালে তমোগুণময় কদ্ররূপী হইয়া সমস্ত জগতের সংহার করিতেছ। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯ কালে প্রাণিগণের বুদ্ধি সত্ত্বগুণাবলম্বিনী হয় তৎকালে তাহাদিগের জাগ্রদবস্থা, রজোগুণাবলম্বিনী হইলে স্বপ্নাবস্থা, তমোগুণাবলম্বিনী হইলে তাহাদের সুশুপ্তাবস্থা হইয়া থাকে। হে রাম ! তুমি সাক্ষিস্বরূপ হইয়া তাহাদিগের ঐ সকল অবস্থা অবলোকন করিতেছ, অর্থাৎ তোমার কোন কালে অবস্থান্তর হয়না, যেহেতু তুমি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ। হে রঘুনন্দন ! ২৯কালে তোমার জগৎ সৃষ্টিরূপ লীলা করিতে ইচ্ছা হয় তৎকালে মায়া তোমাকে অবলম্বন করে; হে পরমাত্মন ! তুমি নিগুণ কিন্তু মায়া সম্বন্ধ হইলে সত্ত্বগুণের ন্যায় তোমার প্রকাশ হয়। হে জগদীশ্বর ! তোমার মায়াই সংসার বন্ধন ও মুক্তি

তত্ত্বজ্ঞানিরতা যে চ তে বৈ বিদ্যাময়াঃ স্মৃতাঃ ।
 অবিদ্যাবশগা যে তু, নিত্য সংসারিণশ্চ তে ।
 বিদ্যাভ্যাসরতা যে তু নিত্যমুক্তাস্তু এব হি ॥ ৩২ ॥
 লোকেতত্ত্বজ্ঞানিরতাস্ত্বম্ভ্রোপাসকাস্চ যে ।
 বিদ্যা প্রাদুর্ভবেত্বেষাং নেতরেষাং কদাচন ॥ ৩৩ ॥
 অতস্তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ।
 তত্ত্বজ্ঞানমৃতহীনানাং মোক্ষঃ স্বপ্নেহপি নো ভবেৎ ।
 কিং রাম ! বহুনোক্তেন সারং কিঞ্চিদব্রবীমি তে ।
 সাধুসঙ্গতিরেবাত্ত মোক্ষহেতুরুদাহতা ॥ ৩৫ ॥
 সাধবঃ সমচিত্তা যে নিম্পৃহা বিগতৈষিণঃ ।
 দান্তাঃ প্রশান্তাস্তত্ত্বজ্ঞানিরতাখিলকামনাঃ ॥ ৩৬ ॥

উভয়ের সাধন, যেহেতু মারা দ্বিবিধ, একের নাম অবিদ্যা—
 অপরের নাম বিদ্যা। অবিদ্যা বশবর্তী লোকেরা প্রবৃত্তিমার্গে
 রত হয়, স্মৃতরাং তাহাদের মুক্তি হয়না—ক্রমশঃ সংসার বন্ধন
 হয়, বিদ্যাবশবর্তী লোকেরা নিরতি মার্গে রত হইয়া তোমাতে
 দৃঢ় ভক্তি লাভ করে স্মৃতরাং তাহাদের মোক্ষ হয়, যাহারা
 ভক্তিপূর্বক তোমার মন্ত্রোপোমনা করে তাহারাই বিদ্যাবশ-
 বর্তী হইয়া থাকে। অতএব ত্বম্ভ্রোপাসক ভক্ত দিগের
 নিশ্চয় মুক্তি লাভ হইবে—তত্ত্বজ্ঞান শূন্য ব্যক্তিদিগের অপ্রেও
 মুক্তিলাভ হইবে না। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪ হে রাম!
 যাহারা বিপদে সম্পদে সমচিত্ত নিম্পৃহ, তপঃক্লেশ সহিষ্ণু,
 শান্তিগুণাবলম্বী, এবং তোমার ভক্ত হর্ষ বা বিষাদ সময়ে হৃষ্ট
 বা বিষন্ন নহে এবং সর্বদা নির্জন স্থানে কামনারহিত হইয়া
 ব্রহ্মচিন্তা করে, যম, নিয়মাসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান,
 ধারণা ও সমাধি রূপ নানা গুণ যুক্ত হয়, তাহারাই এই জগতে
 সাধু, সাধু সঙ্গই মোক্ষের কারণ যেহেতু সংসঙ্গ হইলে তত্ত্ব
 কথা শ্রবণে অনুরাগ হয়, অনুরাগ হইলে তোমাতে দৃঢ় ভক্তি,
 ভক্তি হইলেই বিপুল বিজ্ঞান—বিজ্ঞান হইলে অবশ্যই মুক্তি

ইচ্ছাপ্রাপ্তিবিপত্ত্যোশ্চ সমাঃ সঙ্গবিবর্জিতাঃ ।
 সংন্যস্তাখিলকর্মাণঃ সর্বদা ব্রহ্মতৎপরাস্তে ॥ ৩৭ ॥
 যমাদিগুণসম্পন্নাস্তত্ত্বজ্ঞান যেন কেনচিত্তে ।
 সংসঙ্গমো ভবেদ্যহি ত্বৎকথা শ্রবণে রতিঃ ॥ ৩৮ ॥
 সমুদেতি ততো ভক্তিস্থিরি রাম ! সনাতনে ।
 তত্ত্বজ্ঞানরূপমায়াম্ বিজ্ঞানং বিপুলং ক্ষুটম্ ॥ ৩৯ ॥
 উদেতি মুক্তিমার্গোহয়মাদ্যশ্চতুরসেবিতঃ ।
 তস্মাদ্রাঘব ! সত্ত্বজ্ঞানস্থিরি মে প্রেমলক্ষণা ! ॥ ৪০ ॥
 সদা ভূয়ান্নরে ! সঙ্গতত্ত্বজ্ঞানেষু বিশেষতঃ ।
 অদ্য মে সফলং জন্ম ভবৎসম্পদর্শনাদভূৎ ॥ ৪১ ॥
 অদ্য মে ক্রতবঃ সর্বৈ বভূবুঃ সফলাঃ প্রভো ! ।
 দীর্ঘকালং ময়া তপ্তমনন্যমতিনা তপঃ ।
 তস্যেহ তপসো রাম ! ফলং তব বদর্শনম্ ॥ ৪২ ॥
 সদা মে সীতয়া সাক্ষিৎ হৃদয়ে বস রাঘব ।
 গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাহপি স্মৃতিঃ স্যাম্মে সদা ত্বয়ি ॥ ৪৩ ॥
 ইতি স্তুত্বা রাঘবনাথমগন্ত্যো মুনিসত্তমঃ ।
 দদৌ চাপং মহেন্দ্রেন রামার্থে স্থাপিতং পুরা ॥ ৪৪ ॥

লাভ হয়, পণ্ডিতেরা এই প্রধান মুক্তিমাৰ্গ সেবা করিয়া থাকেন।
 হে রাম! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, তোমাতে
 আমার প্রেম রূপ ভক্তি ও সাধুসঙ্গ হউক। হে দাশরথি! অদ্য
 তোমার দর্শনে আমার জন্ম ও বাগ যজ্ঞাদি সকল হইয়াছে,
 দীর্ঘকাল অনন্যচিত্তে যে সকল তপোনিষ্ঠান করিয়াছি অদ্য
 ত্বদীয় পূজাকরণ সেই সকল তপস্যার ফল বিবেচনা করিতেছি
 ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। যাহা হউক রাম! তোমার
 নিকট আমি প্রার্থনা করি যে, তুমি সীতাদেবীর সহিত
 আমার হৃদয়ে সর্বদা বাস কর, এবং আমি গমন ও উপবেশন
 কালে তোমাকে হৃদয়ে স্মরণ করিতে পারি। অগস্ত্যমুনি এই
 রূপ স্তব করিয়া শ্রীরাম চন্দ্রকে একটি অতুল্য কোদণ্ড অক্ষর

অক্ষয়ৌ বাণতুণীরৌ খঞ্জো রত্ন বিভূষিতঃ ॥ ৪৫ ॥

জহি রাঘব ! ভুভারভুতং রাক্ষসমণ্ডলং ॥ ৪৫ ॥

যদর্থমবতীর্ণোহসি মায়য়া মনুজাকৃতিঃ ।

ইতো যোজনযুগ্মে তু পুণ্যকাননমণ্ডিতঃ ॥ ৪৬ ॥

অস্তি পঞ্চবটীনাং আশ্রমো গোতমীতটে ।

নেতব্যস্তত্র তে কালঃ শেবো রঘুকুলোদ্বহ ! ॥ ৪৭ ॥

তত্রৈব বহুকার্য্যাণি দেবানাং কুরু সৎপতে ! ॥ ৪৮ ॥

তুণীর বাণ ও রত্নভূষিত খঞ্জা প্রদান করিলেন, যাহা শ্রীরামকে দিবার নিমিত্ত স্বরূপতি পূর্বকালে অগস্ত্যের নিকট স্থাপিত করিয়াছিলেন । অনন্তর অগস্ত্যমুনি কহিলেন হে রাম ! আপনি ভুভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, এক্ষণে ভুভার-স্বরূপ রাক্ষস বংশ সমূলে উচ্ছিন্ন করুন, এ স্থান হইতে যোজন দ্বয় পরিমিত পথ অতিক্রম করিয়া গোতমী নদীতটে পঞ্চবটী নামক আশ্রম দেখিতে পাইবেন, সেই স্থানেই চতুর্দশবর্ষের

শ্রদ্ধা তদাগস্ত্যশুভাষিতং বচঃ

স্তোত্রঞ্চ তদ্বার্ষসমম্বিতং বিভূঃ

মুনিং সমাভাষ্য মুদান্বিতো যযৌ ।

প্রদর্শিতং মার্গমশেষবিদ্ধিরিঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে উমা-

মহেশ্বর সম্বাদে তৃতীয়োহধ্যায় ।

অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করতঃ দেবতাদিগের বহুতর কার্য সাধন করুন । শ্রীরাম চন্দ্র অগস্ত্যের বাক্য ও তৎকৃতসদর্থ পূর্ণ-স্তব শ্রবণানন্তর আনন্দ সহকারে মুনিকে সম্ভাষণ করিয়া তৎপ্রদর্শিত পথাবলম্বন পূর্বক পঞ্চবটীমুখে গমন করিলেন । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে

অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায় ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ।

স্বত উবাচ ।

মার্গে ব্রজন্দর্শাথ শৈলশৃঙ্খমিব স্থিতম্ ।
 বৃদ্ধং জটায়ুধং রামঃ কিমেতদ্বিত্তি বিস্মিতঃ ॥ ১ ॥
 ধনুরানয় সৌমিত্রে ! রাক্ষসোহয়ং পুরঃ স্থিতঃ ।
 ইত্যাহ লক্ষ্মণং রামো হনিষ্যাম্যবিভক্ষকম্ ॥ ২ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা রামবচনং গৃধ্রাট্ ভয়পীড়িতঃ ।
 বথাহোঁহহং ন তে রাম! পিতৃশ্বেহহং প্রিয়ঃ সখা ॥
 জটায়ুর্নাম ভদ্রশ্বে গৃধ্রোহয়ং প্রিয়কৃত্তব ॥ ৪ ॥
 পঞ্চবট্যাগহং বসন্ত্য তবৈব প্রিয়কাম্যয়া ।
 যুগয়ায়াং কদাচিত্তু প্রয়াতে লক্ষ্মণেহপি চ ॥ ৫ ॥

স্বত কহিলেন—তদন্তর রাম গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে
 পর্কত শৃঙ্গ সদৃশ বৃদ্ধ জটায়ুকে সন্দর্শন করিয়া অতি বিস্ময়
 সহকারে লক্ষ্মণকে কহিলেন—হে সৌমিত্রে! দেখ দেখ আমা-
 দিগের পুরোভাগে একটা রাক্ষস রহিয়াছে, অতএব শীঘ্র
 ধনুরানয়ন কর আমি ঐ ঋষিভক্ষককে বিনাশ করিব।
 ত্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া গৃধ্ররাজ ভয়ব্যাকুলিত হইয়া
 কহিলেন, হে ত্রীরাম! আমি তোমার পিতার পরম বন্ধু জটায়ু
 নামক পক্ষী—তোমার হিতকারী, অতএব তোমার অবধ্য।
 তোমারই হিত কামনোদ্দেশে পঞ্চবটী বনে বাস করিতেছি,
 দেখ কোন দিন লক্ষ্মণদেব যুগয়ায় গমন করিলে আমি জনক
 নন্দিনী জানকীকে পরম যত্নের সহিত রক্ষা করিব। রামচন্দ্র
 গৃধ্রের এই বাক্য শুনিয়া সনেহে কহিলেন হে গৃধ্ররাজ! তুমি

সীতাজনককন্যা মে রক্ষিতব্য প্রবৃত্তঃ ।

শ্রুত্বা তদগৃধ্রবচনং রামঃ সস্নেহমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥
 সাধু গৃধ্রমহারাজ! তথৈব কুরু মে প্রিয়ম্ ।
 অত্রৈব মে সমীপস্থো নাতিদূরে বনে বসন্ ॥ ৭ ॥
 ইত্যামন্ত্রিতমালিঙ্গ্য বর্যো পঞ্চবটীং প্রভুঃ ।
 লক্ষ্মণেন সহ ত্রাত্বা সীতয়া রঘুনন্দনঃ ॥ ৮ ॥
 গত্বা তে গৌতমীতীরং পঞ্চবট্যাং সুবিস্তরম্ ।
 মন্দিরং কারয়ামাস লক্ষ্মণেন সুবুদ্ধিনা ॥ ৯ ॥

সাধু, তবে এই বনের অনতি দূরে থাকিয়া আমার প্রিয় কার্য
 উত্তমরূপে সম্পন্ন কর। এই প্রকার আমন্ত্রণ করিয়া রঘুনন্দন
 রাম তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে
 পঞ্চবটী গমন করিলেন। তাঁহারা গোদাবরী তীরে আগমন
 করিলে রাম ধীশক্তি সম্পন্ন লক্ষ্মণ কর্তৃক পঞ্চবটী বনে প্রশস্ত
 বাস গৃহ নির্মাণ করাইলেন। ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।
 ৮।৯। তাঁহারা সেই কদম্ব পনস চূত প্রভৃতি পাদপ সমা-
 যুক্ত, লোকোপদ্রব ও রোগ বিরহিত গঙ্গার উত্তর তীরে
 অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ত্রীরাম জনকাত্মজ। জানকীর
 আনন্দ বর্দ্ধন করতঃ সর্ব শাস্ত্র বিশারদ লক্ষ্মণের সহিত দেব
 লোক ইন্দের ন্যায় পরম সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।
 লক্ষ্মণত্রীরামের সেবার জন্য প্রতিদিন কন্দ-মূল ও ফলাদি
 আহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন এবং
 ধনুর্কীর ধারণ করতঃ নিত্য নিত্য রাজি জাগরণ করিতেন।
 তাঁহারা তিন জনে গোদাবরীর নির্মল সলিলে অবগাহন

তত্র তে ন্যবসন্ সর্বৈ গঙ্গারা উত্তরে তটে ।

কন্দম্বপনসাত্তাদিকলব্ধসমাকুলে ॥ ১০ ॥

বিবিল্ভে জনসম্বাধবর্জিতে নীরুজস্থলে ।

বিনোদয়ন্ জনকজাং লক্ষ্মণেন বিপশ্চিতা ॥ ১১ ॥

অখ্যবাস সুখং রামো দেবলোক ইবামরঃ ।

কন্দমূলফলাদীনি লক্ষ্মণোহনুদিনং তরোঃ ॥ ১২ ॥

আনীর প্রদদৌ রামসেবাতৎপরমানসঃ ।

ধনুর্বাণধরো নিত্যং রাত্রৌ জাগর্তি সর্বতঃ ॥ ১৩ ॥

স্নানং কুর্বন্ত্যনুদিনং ত্রয়ন্তে গোতমীজলে ।

উত্তরোন্মধ্যগা সীতা কুরুতে চ গমাগমৌ ॥ ১৪ ॥

আনীর সলিলং নিত্যং লক্ষ্মণঃ প্রীতমানসঃ ।

সেবতেহহরহঃ প্রীত্যা এবমাসন্ সুখং ত্রয়ঃ ॥ ১৫ ॥

একদা লক্ষ্মণো রামমেকান্তে সমুপস্থিতম্ ।

বিনয়াবনতো ভূত্বা পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥

তগবন্! শ্রোতুমিচ্ছামি মোক্ষশ্চৈকান্তিকৌং গতিম্

ত্বন্তঃ কমলপত্রাক্ষ! সঙ্ক্ষেপপাদন্তু মহ'মি? ॥ ১৭ ॥

পূর্বক স্নান করিতেন, এবং রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যবর্তিনী হইরা সীতা গমনাগমন করিতেন। লক্ষ্মণ প্রীতান্তঃকরণে গোতমী নদী হইতে জলানয়ন করিয়া জীরাম ও সীতার সর্বদা সেবা করিতেন; ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।

একদিন বিশ্বপতি রাম একাকী উপবেশন করিয়া আছেন ইত্যবসরে লক্ষ্মণ সবিনয় প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভগবন্! আপনি ভিন্ন ভূমণ্ডলে আর কেহই বক্তা নাই, অতএব আমি আপনার নিকট মোক্ষের ঐকান্তিক কারণ শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি—হে কমল লোচন! তাহা কি সংক্ষেপে কহিবেন? হে রঘু কুল শ্রেষ্ঠ! ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা পরিবর্দ্ধিত মননাদিরূপ জ্ঞান ও নিদিধ্যাসন

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং ভক্তিবৈরাগ্যবৃৎহিতম্ ।

আচক্ষু মে রঘুশ্রেষ্ঠ! বক্তা নান্যোহস্তি ভূতলে ॥ ১৮ ॥

জীরাম উবাচ ।

শৃণু বক্ষ্যামি তে বৎস! গুহাদৃগুহতরং পরম্ ।

যদ্বিজায় নরো জহাৎ সদ্যো বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥

আদৌ মায়াস্বরূপং তে বক্ষ্যামি তদনন্তরম্ ।

জ্ঞানস্য সাধনং পশ্চাৎ জ্ঞানং বিজ্ঞানসংযুতম্ ॥ ২০ ॥

জ্ঞেয়ং চ পরমাত্মানং যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ ।

অনাত্মনি শরীরাদাবান্নবুদ্ধিস্ত যা ভবেৎ ॥ ২১ ॥

সৈব মায়া তস্মৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে ॥ ২২ ॥

কপে হে নিশ্চিতং পূর্বং মায়ায়াঃ কুলনন্দন! ॥ ২৩ ॥

জনিত আত্মসাক্ষাৎকার স্বরূপ বিজ্ঞান এই দুইটা বিশেষ করিয়া আমাকে বলুন। ১৬। ১৭। ১৮।

জীরাম কহিলেন—হে বৎস! যাহা অবগত হইলে লোক মাত্রই বৈকল্পিক ভ্রম (অর্থাৎ অলীক জগতের সত্য স্বরূপে প্রতীতি) হইতে সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহার নিগূঢ় বিষয় বর্ণনা করিব শ্রবণ কর। হে লক্ষ্মণ! অগ্রে মায়া স্বরূপ কহিব— তাহার পর জ্ঞানের সাধন—তদনন্তর বিজ্ঞান সংযুক্ত জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করিব—পরিশেষে জ্ঞাতব্য পরমাত্মার কথা বলিব—হে লক্ষ্মণ! ঐ সমস্ত অবগত হইলে সংসার ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। শরীর প্রভৃতি সমুদয় পদার্থ আমার নহে, কিন্তু ঐ সকল আমার বলিয়া প্রতীতি হওয়ার নাম মায়া এবং উহা দ্বারাই সংসার পরিকল্পিত হইয়া থাকে; হে কুল-নন্দন! ঐ মায়ায় আদি দুই রূপ নির্দিষ্ট আছে,—বিক্ষেপ শক্তি ও আর্ষণ শক্তি, ইহার মধ্যে প্রথমটী মহত্বাদি ব্রহ্মা পর্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে বিশ্বকে প্রকাশ করে, এবং অপর-টী অখিল জ্ঞান আবরণ করিয়া অবস্থিতি করে। হে লক্ষ্মণ! চৈতন্য অপ্রকাশিত থাকিলে মনুষ্যেরা বিক্ষেপ শক্তি কল্পিত জগতকে সত্য বলিয়া প্রত্যয় করে। জ্ঞানি রশতঃ বজ্জ্বলে

বিক্ষেপাবরণে তত্র প্রথমং কম্পরেজ্জগৎ ।

লিঙ্গাদ্যা ব্রহ্মপর্যন্তং স্থূলসূক্ষ্মবিভেদতঃ ॥ ২৪ ॥

অপরং ত্বখিলং জ্ঞানং রূপমাত্রত্য তিষ্ঠতি ।

মায়য়া কম্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে ॥ ২৫ ॥

রজ্জে ভুজঙ্গবদ্ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন ।

শ্রয়তে দৃশ্যতঃ বদ্যৎ স্মর্যতে বা নরৈঃ সদা ॥ ২৬ ॥

অসদেব হি তৎসর্বং যথা স্বপ্নমনোরথো ।

দেহ এব হি সংসাররক্ষমূলং দৃঢ়ং স্মৃতম্ ॥ ২৭ ॥

তন্মূলং পুত্রদারাদিবন্ধঃ কিস্ত্যেহন্যথাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥

দেহস্ত স্থূলভূতানাং পঞ্চতন্মাত্রপঞ্চকম্ ।

অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ ইন্দ্রিয়ানি তথা দশ ॥ ২৮ ॥

চিদাত্মসো মনশ্চৈব মূলপ্রকৃতিরেব চ ।

এতৎক্ষেত্রমিতি জ্ঞেয়ং দেহ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৯ ॥

যেমন ভুজঙ্গ জ্ঞান হয়, সেইরূপ অধিষ্ঠান তত্ত্বজ্ঞান বিচার করিলে কিছুই নাই; মনুষ্যেরা বাহ্য কিছু শ্রবণ করে—দর্শন করে, অথবা স্মরণ করে, সে সমস্তই স্বপ্ন-দৃশ্যবস্তুর ন্যায় মিথ্যা। এই দেহ সংসাররূপ ব্রহ্মের দৃঢ় মূল স্বরূপ, এবং তাহাই পুত্র দারাদির উৎপত্তির মূল—অতএব ঐ দেহ না থাকিলে আত্মার কিছুই নাই। অর্থাৎ পুত্রাদির উৎপত্তি হয় না। দেহ দুই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল দেহ স্থূলপঞ্চ-ভূত (অর্থাৎ ক্ষিতি জল তেজ বায়ু আকাশ এই সমস্ত পদার্থ-ময়) সূক্ষ্ম শরীরের নাম লিঙ্গদেহ—ঐ লিঙ্গদেহ সূক্ষ্মভূত (অর্থাৎ রূপরস গন্ধ স্পর্শ শব্দ) এবং অহঙ্কার বুদ্ধি ও পাঁচটা কণ্ঠেন্দ্রিয় ও পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনোরূপ অন্তরেন্দ্রিয় এই অষ্টাদশ পদার্থের স্বরূপ, ঐ দেহেতে মনুষ্যেরা অহং বুদ্ধি করিয়া থাকে। হে ভ্রাতঃ! মনুষ্যাদি শরীর বিকৃতি (অর্থাৎ জন্ম), দৈশ্বর শরীর মূলপ্রকৃতি (অর্থাৎ নিত্য), এই শরীর জড়পদার্থ, এই কারণে পণ্ডিতেরা ইহাকে ক্ষেত্র বলিয়া

এতৈর্বিনক্ষণে জীবঃ পরমাত্মা নিরাসয়ঃ ।

তস্য জীবন্ত বিজ্ঞানে সাধনান্যপি মে শৃণু ॥ ৩০ ॥

জীবশ্চ পরমাত্মা চ পর্যায়া নাত্র ভেদধীঃ ।

মানাতাবস্ত্বাদস্তহিংসাদিপরিবর্জনম্ ॥ ৩১ ॥

পরাক্ষেপাদিসহনং সর্বত্রাবক্রতা তথা ।

মনোবাক্কায় সদ্ভুক্তা সদৃশুরোঃ পরিসেবনম্ ॥ ৩২ ॥

বাহ্যাত্মন্তরসংশুদ্ধিঃ স্থিরতা সংক্রিয়াদিষু ।

মনোবাক্কায়দগুশ্চ বিষয়েষু নিরীহতা ॥ ৩৩ ॥

নিরহঙ্কারতা জন্মজরাদ্যাণোচনং তথা ।

অসক্তিঃ স্নেহশূন্যত্বং পুত্রদারধনাদিষু ॥ ৩৪ ॥

ইষ্টানিষ্টাগমে নিত্যং চিন্ত্য সমতা তথা ।

ময়ি সর্বাত্মকে রামে হ্যানন্যবিষয়া মতিঃ ॥ ৩৫ ॥

নির্দেশ করেন, জীব দেহ হইতে বিভিন্ন, জীব হইতে নিরা-ময় পরমাত্মার বৈলক্ষণ্য নাই। হে কুলনন্দন! আমি সেই জীবের বিজ্ঞান সাধন কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। মুমুক্শুব্যক্তির জীব হইতে পরমাত্মাকে কখনই ভিন্ন জ্ঞান করিবে না এবং অভিমান দস্ত হিংসা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিবে। পরকৃত নিন্দা সহন কায়মনোবাক্য দ্বারা ভক্তি দ্বারা সদগুরু সেবন ও সর্বপ্রাণির সহিত সরল বাব-হার করিবে এবং বাহ ও আন্তরিক শৌচ অবলম্বন করিবে। পরের অনিষ্ট চিন্তা, পরনিন্দা ও পরকে হস্তাদি দ্বারা প্রহার করিবে না, এবং নিরহঙ্কার হইয়া দেহের জন্ম জরা মরণ আলোচনা করিবে স্নেহশূন্য হইয়া পুত্র দারা ধনাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিবে এবং ইষ্টানিষ্ট সমাগমে চিন্তকে সমভাবে রাখিয়া আমাতে অন্যান্য বিষয়ামতি অর্পণ করিবে। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। এবং জন-সদ্ব্যবহারিত বিশুদ্ধস্থানে বাস করিয়া প্রাকৃত জনসমূহের

জনসম্বাদরহিতশুদ্ধদেশনিষেবণম্ ।

প্রাকৃতৈর্জনসংজ্ঞৈশ্চ হ্যরতিঃ সর্বদা ভবেৎ ॥৩৬॥

আত্মজ্ঞানে সদোদ্যোগো বেদান্তার্থাবলোকনম্ ।

উক্তৈরেতৈর্ভবেজ্ঞানং বিপরীতৈর্বিপৰ্য্যয়ঃ ॥৩৭॥

বুদ্ধিপ্রাণমনোদেহাহঙ্কৃতিভ্যো বিলক্ষণঃ ।

চিদাত্মাহং নিত্যশুদ্ধো বুদ্ধ এবোতি নিশ্চয়ম্ ॥৩৮॥

যন জ্ঞানেন সংবিশ্তে তজ্জ্ঞানং নিশ্চিতং চ মে ।

বিজ্ঞানঞ্চ তদৈবৈতৎ সাক্ষাদনুভবেদ্যদা ॥ ৩৯ ॥

আত্মা সর্বত্র পূর্ণঃ স্ফাটিদানন্দাত্মকোহব্যয়ঃ ।

বুদ্ধাদ্যুপাধিরহিতঃ পরিণামাদিবর্জিতঃ ॥ ৪০ ॥

স্বপ্রকাশেন দেহাদীন ভাষয়ন্ননপারতঃ ।

এক এবাদ্বিতীয়শ্চ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণঃ ॥ ৪১ ॥

সহবাস পরিত্যাগ করিবে। অনবরত আত্ম তত্ত্বজ্ঞানে উদ্-
যোগ ও সময়ে সময়ে বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থালোচনা করিবে।
হে বৎস ! জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিরা এইরূপ কার্য্য করিলে অনার্য্যাসে
জ্ঞান লাভ করিতে পারে, ইহার বৈপরীত্যচরণে বিপরীত ফল
লাভ হয়। হে ভ্রাতঃ ! আত্মা, বুদ্ধি, প্রাণ, মন, দেহ, ও অহ-
ঙ্কার ইহাতে অতিরিক্ত চিদাত্মস্বরূপ এবং নিত্য ও শুদ্ধ এই
প্রকার নিশ্চয় যে জ্ঞান ইহাতে উৎপন্ন হয়, ঐ জ্ঞানের নাম
জ্ঞান—পরমাত্মা সাক্ষাৎকারের নাম বিজ্ঞান, ঐ বিজ্ঞান দ্বারা
সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অব্যয় নিকপাধি এবং সর্বদা
সমানাবস্থাপন্ন স্বপ্রকাশ দ্বারা দেহাদি প্রকাশক, স্মৃতরাং সয়ং
প্রকাশ বিশিষ্ট সঙ্গরহিত অদ্বিতীয় সত্যজ্ঞানস্বরূপ এবং স্বকীয়
প্রভা দ্বারা সমস্ত জগতের দ্রষ্টা সেই পরমাত্মাকে জানিতে
পারা যায়। হে লক্ষ্মণ ! যৎকালে মনুষ্যেরা আচার্য্যশাস্ত্রোপ-
দেশানুসারে জীবাত্মা পরমাত্মা দ্বয়ের অভেদ জ্ঞান করে,
তৎকালে তাহাদিগের মূল অবিভ্রা স্থূল ও ইন্দ্రిয়াদিরূপ সূক্ষ্ম-
পদার্থের সহিত পরমাত্মাতে লীন হয়, ঐ অবিভ্রালয়াবস্থাকে
মোক্ষাবস্থা বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দেশ করিয়াছেন। হে

অসঙ্গঃ স্বপ্রভো দ্রষ্টা বিজ্ঞানেনাবগম্যতে ।

আচার্য্যশাস্ত্রোপদেশাদৈক্যজ্ঞানং বদা ভবেৎ ॥৪২॥

আত্মনোজীবপরয়োর্মূলবিদ্যা তদৈব হি ।

লীয়েতে কার্য্যকরণৈঃ সত্বেব পরমাত্মনি ॥ ৪৩ ॥

সাবস্থা মুক্তিরিত্যুক্তা ছ্যপচারোহয়মাত্মনি ।

ইদং মোক্ষস্বরূপং তে কথিতং রঘুনন্দন ! ॥ ৪৪ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানবৈরাগ্যসহিতং মে পরাত্মনঃ ।

কিং ত্বেতদ্বুল্লভং মন্যে মন্তুক্তিবিমুখাত্মনাম্ ॥৪৫॥

চক্ষুশ্চাত্মমপি যথা রাত্রৌ সম্যক্ ন দৃশ্যতে ।

পদং দীপসমৈতানাতদৃশ্যতে সম্যগেব হি ॥ ৪৬ ॥

এবং মন্তুক্তিযুক্তানামাত্মা সম্যক্ প্রকাশতে ।

মন্তুক্তেঃ কারণং কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ ॥৪৭॥

রঘুনন্দন ! তোমাকে এইরূপ জ্ঞান বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য মিশ্রিত
মোক্ষপদার্থ কহিলাম। কিন্তু মন্তুক্তি রহিত ভক্তদিগের এই
মোক্ষ অতি দুর্লভ। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।
। ৪৩। ৪৪। ৪৫। যেসকল চক্ষুশ্চাত্ম ব্যক্তি রাত্রিকালে
সম্যক্ দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু দীপসংযোগ হইলে
অনার্য্যাসে দেখিতে পার, তদ্রূপ মন্তুক্তি যোগ থাকিলে
আত্মাকে মনুষ্যেরা অনার্য্যাসে দেখিতে পার, এইক্ষণে মনু-
ষ্যেরা যে প্রকারে আমাতে ভক্তিলাভ করিতে পারে তাহার
কিছু উপায় ব্যক্ত করি প্রবণ কর।

যাহারা নিরন্তর মন্তুক্তের সহিত সঙ্গ ও আমার ভক্তের
সেবা, একাদশীতে উপবাস এবং আমার পর্ব্বদিনে উৎসব
করে এবং আমার কথা রামায়ণের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে
অনুরক্ত এবং আমার নামকীর্তন ও পূজাদি কার্য্যের অনুর্ত্তান
করিয়া থাকে, সেই সকল সতত যোগীপুরুষদিগের আমাতে
অব্যভিচারিণী ভক্তি জন্মিয়া থাকে, ভক্তি জন্মিলে কোন
বস্তুর অভাব থাকে না, যেহেতু ভক্তিইহাতে জ্ঞান, বিজ্ঞান

মন্তুস্তমস্কে মৎসেবা মন্তুস্তানাং নিরন্তরম্ ।

একাদশ্যুপবাসাদি মম পক্ষান্তমোদনম্ ॥ ৪৮ ॥

মৎকথাশ্রবণে পাঠে ব্যাখ্যানে সর্বদা রতিঃ ।

মৎপূজাপরিনিষ্ঠা চ মম নামানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ ৪৯ ॥

এবং সততযুক্তানাং ভক্তিরব্যতিচারিণী ।

ময়ি সঙ্গায়তে নিত্যং ততঃ কিমবশিষ্যতে ॥ ৫০ ॥

অতো মন্তুক্তিযুক্তস্য জ্ঞানং বিজ্ঞানমেব চ ।

বৈরাগ্যং চ ভবেচ্ছীত্রং ততো মুক্তিযুবাণুনাং ।

কথিতং সর্বমেতন্তে তব প্রশ্নানুসারতঃ ।

অস্মিগ্নানঃ সমাধায় যন্তিষ্ঠেৎ স তু মুক্তিভাক্ ॥ ৫২ ॥

ন বক্তব্যমিদং যত্রাং মন্তুক্তিবিমুখায় হি ।

মন্তুক্তায় প্রদাতব্যমাহুরাপি প্রযত্নতঃ ॥ ৫৩ ॥

ও বৈরাগ্য অতিসত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে, বিজ্ঞানাদি হইলে মুক্তিলাভ হয়। ৪৬।৪৭।। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। হে বৎস! তোমার প্রশ্নানুসারে এই সকল গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিলাম। যে ব্যক্তি আমার এই সকল উপদেশবাক্যে মনোনিবেশ করিবে সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিবে, অতএব হে লক্ষ্মণ! তুমি মন্তুক্তি বিরহিত ব্যক্তিদিগের নিকট আমার এই উপদেশ যত্নপূর্বক ব্যক্ত করিবে এবং আমার ভক্তপুঙ্খ-দিগকে আহ্বান করিয়া এই সমস্ত কহিবে। হে ভাতঃ! যে

য ইদন্তু পঠেন্নিত্যং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।

অজ্ঞানপটলধান্তং বিধূয় পরিমুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥

ভক্তানাং মম যোগিনাং

সুবিমলস্বাস্থ্যতিশাস্তান্নানাং

মৎসেবাভিরতান্নানাং চ

বিমলজ্ঞানান্নানাং সর্বদা ।

সঙ্গং যঃ কুরুতে সদোদ্যত-

মতিঃ মৎসেবনানন্যধী-

মোক্ষন্তস্য করে স্থিতোহমনিশং

দৃশ্যো ভবে নান্যথা ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে

অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ।

ব্যক্তি মৎকৃত উপদেশ শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে প্রতিদিন পাঠ করে সেই ব্যক্তি অজ্ঞান রূপ অন্ধকার হইতে মুক্ত হয়। ৫২।৫৩।৫৪।

যে সকল ব্যক্তি মৎসেবনে অনন্য বুদ্ধি হইয়া মন্তুক্তি নিঃস্র-
লাভঃকরণ শাস্ত্রপ্রকৃতি এবং মৎসেবাপরায়ণ পরমজ্ঞানী
যোগীগণের সঙ্গ করে, আমি সর্বদা তাহাদিগের দর্শন পথে
অবস্থিতি করি; এবং হ্রস্ব ভ মুক্তিপদার্থ তাহাদিগের করস্থিত
জানিবে। ৫৫।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

চতুর্থোধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

তন্মিন্ কালে মহারণ্যে রাক্ষসী কামরূপিণী ।
 বিচচার মহাসত্ত্বা জনস্থাননিবাসিনী ॥ ১ ॥
 একদা গোতমীতীরে পঞ্চবট্যাঃ সমীপতঃ ।
 পদ্মবভ্রাকুশাক্কানি পদানি জগতীপতেঃ ॥ ২ ॥
 দৃষ্ট্বা কামপরীতায়া পাদসৌন্দর্যমোহিতা ।
 পশুন্তী সা শনৈরায়াজ্যঘবন্ত নিবেশনম্ ॥ ৩ ॥
 তত্র সা তং রমানাথং সীতয়া সহ সংস্থিতম্ ।
 কন্দর্পসদৃশং রামং দৃষ্ট্বা কামবিমোহিতা ॥ ৪ ॥
 রাক্ষসী রাঘবং প্রাহ কস্য ? ত্বং কঃ ? কিমাত্মমে ?
 যুক্তো জটাবল্কলাদৈঃ সাধ্যং কিস্ত্যত্র ? মে বদ ॥ ৫ ॥

সেই কালে দণ্ডকারণ্যবাসিনী মহাবলপরাজ্ঞাস্তা কাম-
 রূপিণী এক রাক্ষসী মহারণ্যমধ্যে সর্বদা বিচরণ করিতেন ।
 একদা ঐ রাক্ষসী পঞ্চবটী সমীপবর্তী গোতমী নদী তীরে শ্রীরাম-
 চন্দ্রের স্বজ বভ্রাকুশ চিহ্নিত চরণচিহ্নসৌন্দর্য্য সন্দর্শনে কাম
 মোহিত হইয়া চরণ চিহ্নের অনুসরণ করতঃ শ্রীরাম ভবনে
 উপস্থিত হইল । অনন্তর রাক্ষসী সীতাদেবীর সহিত একা-
 সনোপবিষ্ট কন্দর্প সদৃশ শ্রীরামকে দর্শন করিয়া কামভাবে
 জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কোন্ ব্যক্তির সন্তান এবং তোমার নাম
 কি—কি কারণেইবা জটাবল্কল ধারণ করিয়া আত্মমে বাস
 করিতেছ ? এখানে বাস করিবার উদ্দেশ্যই বা কি ? এই সকল
 বৃত্তান্ত আমার নিকট ব্যক্ত কর । আমি শূর্ণগন্ধানামী কামরূপিণী
 রাক্ষসাধিপতি মহাত্মা রাবণের ভগিনী খরনামক অপর
 ভ্রাতার সহিত এই অরণ্য মধ্যে বাস করিয়া থাকি । ১ । ২ । ৩ ।

অহং শূর্ণগন্ধা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী ।
 ভগিনী রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬ ॥
 খরেন সহিতা ভাত্ৰা বসাম্যত্রৈব কাননে ।
 রাজ্ঞা দত্তঞ্চ মে সর্বং বৃনিভক্ষা বসাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
 ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছামি বদ মে বদতাস্বর ! ।
 তামাহ রামনামাহমযোধ্যাধিপতেঃ সূতঃ ॥ ৮ ॥
 এষা মে সুন্দরী ভার্য্যা সীতা জনকনন্দিনী ।
 স তু ভ্রাতা কনীরান্ মে লক্ষ্মণোহতীব সুন্দরঃ ॥ ৯ ॥
 কিং ? কৃত্যন্তে ময়া ক্রহি কার্য্যং ভুবনসুন্দরি ! ।
 ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা কামার্তা সাত্রবীদিদম্ ॥ ১০ ॥

১৪ । ৫ । ৬ । ৭ । এক্ষণে তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি । হে
 বদতাস্বর ! নিজ নাম ও ধাম ব্যক্ত কর । শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন
 হে সুন্দরি ! আমি অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের পুত্র আমার
 নাম রাম—এই পরমাসুন্দরী জনকনন্দিনী সীতা আমার ভার্য্যা
 এবং আমার অপেক্ষা অতি সুন্দর লক্ষণ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনি
 ও এখানে আছেন—হে ত্রিভুবন মোহিনি ! আমা দ্বারা তোমার
 কি কার্য সাধনে ইচ্ছা আছে তাহা ব্যক্ত কর । কামার্তা রাক্ষসী
 শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে রাম !
 আগমন করিয়া আমার সহিত গিরিকানন মধ্যে রমণ কর—
 হে কমললোচন ! আমি এক্ষণে অতি কামার্তা হইয়াছি

এহি রাম ! ময়া সাক্ষিঃ রমস্ব গিরিকাননে ।
 কামার্জাহং ন শক্লোমি ত্যক্তুং ত্বাং কমলেক্ষণম্ ॥ ১১ ॥
 রামঃ সীতাং কটাক্ষেণ পশ্যান্ সন্মিতমব্রবীৎ ।
 ভার্য্যা মমৈষা কল্যাণী বিদ্যতে হ্যনপারিণী ॥ ১২ ॥
 ত্বং তু সাপত্যদুঃখেন কথং স্থাস্যসি সুন্দরি ! ।
 বহিরাশ্বে মম ভ্রাতা লক্ষ্মণোহতীব সুন্দরঃ ॥ ১৩ ॥
 তবানুরূপো ভবিতা পতিস্তেনৈব সঞ্চর ।
 ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং প্রাহ পতির্মে ভব সুন্দর ! ॥ ১৪ ॥
 ভ্রাতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য সঙ্গচ্ছাবোহদ্য মা চিরম্ ।
 ইত্যাহ রাক্ষসী ঘোরা লক্ষ্মণং কামমোহিতা ॥ ১৫ ॥

তামাহ লক্ষ্মণঃ সাক্ষি ! দাসোহহং তস্য ধীমতঃ ! ।
 দাসী ভবিষ্যসি ত্বন্তু ততো দুঃখতরং নু কিম ? ॥ ১৬ ॥
 তমেব গচ্ছ ভদ্রং তে স তু রাজাখিলেশ্বরঃ ।
 তচ্ছ্রুত্বা পুনরপ্যাগাজ্জাঘবং লুপ্তমানসা ॥ ১৭ ॥
 ক্রোধাজ্জাম ! কিমর্থং মাং ভ্রাময়স্যনবস্থিতঃ ।
 ইদানীমেব তাং সীতাং ভক্ষ্যামি তবাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥
 ইত্যুক্ত্বা বিকটাকারা জ্ঞানকীমমুখাবতী ।
 ততো রামাক্ষয়্য খঞ্জমাদায় পরিগৃহ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥
 চিচ্ছেদ নাসাং কর্ণৌ চ লক্ষ্মণো লঘুবিক্রমঃ ।
 ততো ঘোরধ্বনিং কৃতা রুধিরাক্তবপুর্জতম্ ॥ ২০ ॥
 ক্রন্দমানা পপাতাগ্রে খরস্য পরুবাঙ্করা ।
 কিমেতদिति তামাহ খরঃ খরতরাক্ষরঃ ॥ ২১ ॥

অতএব তোমাকে কোন রূপে ত্যাগ করিতে পারিনা । ৮ । ৯
 ১০ । ১১ । অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সীতার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ
 করিয়া সহাস্য বদনে রাক্ষসীকে কহিলেন—হে সুন্দরি ! আমার
 এই কল্যাণি ভার্য্যা বিদ্যমান আছে ইহাকে কোন ক্রমে ত্যাগ
 করা উচিত নহে, তুমি আমাকে পতিভাবে স্বীকার করিয়া যাব-
 জীবন সাপত্য হুঃখেকি জন্য পীড়িতা হইবে ? এক্ষণে তোমাকে
 সহপদে প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর—আমার ভ্রাতা পরম
 সুন্দর লক্ষ্মণ বহির্দিশে আছেন তিনিই তোমার অনুরূপ পতি
 হইবেন তাহার সহিত এই কানন মধ্যে সঞ্চরণ কর । রাক্ষসী
 শ্রীরামের বাক্যশ্রবণান্তর বহির্দিশে গমন করিয়া লক্ষ্মণকে
 কহিলেন—হে সুন্দর ! তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অহুমত্যাহুসারে
 আমার পতি হও, এক্ষণে আমরা উভয়ে মিলিত হই বিলম্ব
 করিওনা । লক্ষ্মণ রাক্ষসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—
 হে সাক্ষি ! আমি শ্রীরামচন্দ্রের দাস তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ
 করিলে তাঁহার দাস্য স্বীকার করিতে হইবে ইহা অপেক্ষা
 দুঃখতর আর কি আছে ?—হে ভদ্রে ! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট
 গমন কর, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, অতএব তদ্বারা

তোমার মঙ্গল হইবে । রাক্ষসী লক্ষ্মণের বাক্যশ্রবণান্তর
 শ্রীরামের নিকট আগমন করিয়া ক্রোধ সহকারে কহিল—হে
 রাম ! তুমি অব্যবস্থিত চিন্তের ন্যায় কি জন্য মিথ্যাবাক্যদ্বারা
 আমাকে ভ্রমণ করাইতেছ এক্ষণে তোমার অগ্রেই সীতাকে
 ভক্ষণ করিব । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । অন-
 তর রাক্ষসী বিকটাকৃতি ধারণ করিয়া জ্ঞানকীর প্রতি ধাবিত
 হইল । অমিত পরাক্রম লক্ষ্মণ শ্রীরামের আজ্ঞাহুসারে রাক্ষ-
 সীকে গ্রহণ করিয়া শাণিত খজ্জাহারা তাহার নাসিকা ও
 কর্ণযুগল ছেদন করিলেন । অনন্তর রুধিরার্জ দেহা রাক্ষসী
 ঘোরতর ধ্বনিসহকারে ক্রন্দন ও খরের প্রতি কঠোরবাক্যো-
 চারণ করিতে করিতে খরের নিকট গমন করিল । অনন্তর খর-
 তর বাদী খর কহিল, একি কোন ব্যক্তি মৃত্যু মুখে প্রবেশ
 কামনা করিয়া তোমার এইরূপ অবস্থা করিয়াছে তুমি তাহার
 নাম ব্যক্ত কর ? বদ্যপি সে ব্যক্তি কালসদৃশ পরাক্রমশালী হয়,
 তাহা হইলেও ক্ষণকাল মধ্যে তাহাকে বধ করিব । ১৯ । ২০ ।

কেনৈবং কারিতাসি ত্বং মৃত্যোর্বিন্দুয়বর্তিনা ।
 বদ মে তং বধিষ্যামি কালকণ্ঠমপি ক্ষণাৎ ॥ ২২ ॥
 তমাহ রাক্ষসী রামঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ ।
 দণ্ডকং নিভরং কুর্ক্বনাস্তে গোদাবরীতটে ॥ ২৩ ॥
 মামেবং কৃতবাংস্তস্য ভ্রাতা তেনৈব চোদিতঃ ।
 যদি ত্বং কুলজাতোহসি বীরোহসি ? জহি তৌ রিপু
 তয়োস্ত রুধিরং পাস্যে ভক্ষয়ে তৌ হৃদুর্মদৌ ।
 নোচেৎপ্রাণান্ পরিত্যজ্য যস্যামি যমসাদনম্ ॥ ২৪ ॥
 তচ্ছৃতা ত্বরিতং প্রাগাৎ খরঃ ক্রোধেন মুচ্ছিতঃ ।
 চতুর্দশহস্ত্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্ ॥ ২৫ ॥
 চোদয়ামাস রামস্য সমীপং বধকাঙ্ক্ষয়া ।
 খরশ্চ ত্রিশিরশ্চৈব দুষণশ্চৈব রাক্ষসঃ ॥ ২৬ ॥
 সর্বৈ রামং যযুঃ শীঘ্রং নানাগ্রহরণোচ্ছতাঃ ।
 শ্রদ্ধা কোলাহলং তেষাং রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

। ২১ । ২২ । স্বপ্নপথা কহিল—রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত
 দণ্ডকারণ্যে নিভর করিয়া গোদাবরী তটে অবস্থান করিতেছে ।
 রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় আমার এইরূপ
 অবস্থা করিয়াছে । যদি তুমি রাক্ষসকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া
 থাক ও যথার্থ বীর হও তবে সেই শত্রুদ্বয়কে বিনাশ কর, আমি
 তাহাদ্বিগের রুধির পানও মাংস ভক্ষণ করিব । আর যদি
 তাহাদ্বিগকে উপেক্ষা কর, তবে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া
 যমালয়ের অতিথি হইব । ২৩ । ২৪ । ২৫ । খর অবগানন্তর
 ক্রোধে অধীর হইয়া বহির্গত হইল । অনন্তর রামের বিনাশ
 বাসনার চতুর্দশহস্ত্ররাক্ষস সৈন্য প্রেরণ করিয়া দুষণ ও ত্রিশিরার
 সহিত নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্বয়ং রামের নিকট গমন
 করিল । সৈন্যগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে
 কহিলেন—হে লক্ষ্মণ ! ঐ গুন ভীষণ কোলাহল হইতেছে, নিশ্চয়
 রাক্ষসগণ আগমন করিতেছে । অদ্য আমার সহিত ভয়ানক

শত্রুতে বিপুলঃ শকো হুনমায়ান্তি রাক্ষসাঃ ।
 ভবিষ্যতি মহত্ব্যং হুনমস্তা ময়া সহ ॥ ২৬ ॥
 সীতাং নীত্বা গুহাং গত্বা তত্র তিষ্ঠ মহাবল ! ।
 হন্তুমিচ্ছাম্যহং সর্বান্ রাক্ষসান্ যোরকপিণঃ ॥ ২৭ ॥
 অত্র কিঞ্চিন্ন বক্তব্যং শাপিতোহসি মমোপরি ।
 তথৈতি সীতামাদায় লক্ষ্মণো গম্বরং যযৌ ॥ ২৮ ॥
 রামঃ পরিকরং বদ্ধা ধনুর্দাদায় নিষ্ঠুরম্ ।
 তুণীরাবক্ষয়শরৌ বদ্ধা যন্তোহভবৎপ্রভুঃ ॥ ২৯ ॥
 তত আগত্য রক্ষাংসি রামস্যোপরি চিঙ্কিপুঃ ।
 আযুধানি বিচিত্রাণি পাষাণান্ পাদপানপি ॥ ৩০ ॥
 তানি চিচ্ছেদ রামোহপি লীলয়া তিলশঃ ক্ষণাৎ ।
 ততো বাণসহস্রেন হত্বা তান্ সর্বরাক্ষসান্ ॥ ৩১ ॥
 খরং ত্রিশিরসং চৈব দুষণং চৈব রাক্ষসম্ ।
 জঘান গ্রহরাজেন সর্বানৈব রঘুত্তমঃ ॥ ৩২ ॥

যুদ্ধ করিবে । হে মহাবল ! তুমি সীতাকে লইয়া পর্বত গুহার
 মধ্যে অবস্থান কর । আমি যোর দর্শন রাক্ষসগণকে বিনাশ
 করিব তুমি এ বিষয় কোন আপত্তি করিও না আমার দ্বিবা ।
 লক্ষ্মণ রামবাক্য স্বীকার করিয়া সীতার সহিত পর্বত গুহার
 গমন করিলেন । রামচন্দ্র কঠোর কোদণ্ড ও অক্ষয় শর তুণীর
 দ্বয়ধারণ করিলেন, ও বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধ করিব আশয়ে
 অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাক্ষসগণ আগমন
 পূর্বক রামের উপর অস্ত্রশস্ত্র শিলাখণ্ড ও বৃক্ষ সকল পরি-
 ত্যাগ করিতে লাগিল । রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে ক্ষণ মধ্যে
 সেই সকল অস্ত্রাদি তিলপ্রমাণে ছেদন করিলেন । এবং
 গ্রহরাজমধ্যে খর দুষণ ত্রিশিরা ও সমস্ত রাক্ষস গণকে
 বিনাশ করিলেন । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ ।

লক্ষ্মণোহপি গুহামধ্যাং সীতামাদায় রাঘবে ।
 সমর্প্য রাক্ষসান দৃষ্ট্বা হতান্ বিস্ময়মাযযৌ ॥ ৩৬ ॥
 সীতা রামং সমালিঙ্গ্য প্রসন্নমুখপঙ্কজা ।
 শস্ত্রব্রণানি চাক্ষেযু সমার্ক জনকান্নজা ॥ ৩৭ ॥
 সাপি ছদ্মাব দৃষ্ট্বা তান্ হতান্ রাক্ষসপুঙ্গবান্ ।
 লঙ্কাং গত্বা সভামধ্যে ক্রোশন্তী পাদসন্নিধৌ ॥ ৩৮ ॥
 রাবণস্ত পপাতোর্ব্যাং ভগিনী তস্য রক্ষসঃ ।
 দৃষ্ট্বা তাং রাবণঃ প্রাহ ভগিনীং ভয়বিহ্বলান্ ॥ ৩৯ ॥
 উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বৎসে ! ত্বং বিরূপকরণং তব ।
 কৃতং শক্রেণ বা ভদ্রে ! যমেন বরুণেন বা ॥ ৪০ ॥
 কুবেরেণাথ বা ক্রহি ভস্মীকুর্যাং ক্ষণেন তম্ ।
 রাক্ষসী তমুবাচেদং ত্বং প্রমত্তো বিমূঢ়ধীঃ ॥ ৪১ ॥

।৩৬।৩৭।৩৮। অনন্তর লক্ষ্মণ গুহামধ্যা হইতে সীতাকে লইয়া
 রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিলেন ও নিহত রাক্ষসগণকে অব-
 লোকন করিয়া অভিশয় বিস্মিত হইলেন । সীতা প্রসন্ন মুখে
 রামকে আলিঙ্গন করিয়া রামের শরীরের অস্ত্র ক্ষত দেশে হস্ত
 মার্জন করিতে লাগিলেন । ৩৬ । ৩৭ । রাক্ষসগণকে নিহত
 দেখিয়া রাবণস্বশা শূর্ণগথা ভয়ে পলায়ন করিল এবং লঙ্কারা-
 গমন পূর্বক সভামধ্যে রাবণচরণ সমীপে ভূমিতলে পতিত
 হইয়া রোদন করিতে লাগিল । রাবণ তাহাকে ভয়বিহ্বলা
 দেখিয়া কহিল হে বৎসে ! উঠ, উঠ, তোমার বিরূপতার কারণ
 কি বল । ইন্দ্র, যম, বরুণ, বা কুবের, কে এ কার্য্য করিয়াছে
 বল ? আমি তাহাকে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মাবশেষ করিব ।

শূর্ণগথা কহিল—তুমি এক্ষণে প্রমত্ত হইয়াছ—তোমার
 বুদ্ধি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে—কি রূপে রাজ্য রক্ষা করিবে ?
 হায়, রাক্ষসজ্ঞ রাম ধর, দুষণ, ত্রিশিরা ও চতুর্দশহস্ত
 সৈন্যগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছে । জনস্থানে মুনিগণ
 নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, তুমি ইহার কিছুই বিদিত নহ—

পানাসক্তঃ স্ত্রীবিজিতঃ বণ্ডঃ সর্বত্র লক্ষ্যমে
 চারুচক্ষুর্বিহীনস্ত্বং কথং রারা ভবিষ্যসি ॥ ৪২ ॥
 ধরশ্চ নিহতঃ সজ্জো দুষণস্ত্রিশিরাশ্চধা ।
 চতুর্দশহস্তাশি রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৩ ॥
 নিহতানি ক্ষণেনৈব রামেণাস্তুরশক্রণা ।
 জনস্থানমশেষেণ মুনীনাং নির্ভরং কৃতম্ ।
 ন জানাসি বিমূঢ়স্তমতএব মরোচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

রাবণ উবাচ ।

কো বা রামঃ কিমর্থং বা কথং তেনাস্মরাহতাঃ ।
 সম্যক্খয় মে তেষাং মূলঘাতং করোম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥

শূর্ণগথোবাচ ।

জনস্থানাদহং যাতা কদাচিদ্গৌতমীতটে ।
 তত্র পঞ্চবটী নাম পুরা মুনিজনাশ্রয়া ॥ ৪৬ ॥

এইজন্য তোমাকে বিমূঢ় বলিতেছি । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ ।
 ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । রাবণ কহিল—রাম কে, কি প্রয়োজনে—
 কেন রাক্ষসগণকে বিনাশ করিল ? তুমি তাহা সবিস্তরে
 বল—আমি তাহাকে সমূলে বিনষ্ট করিব । ৪৫ ।

শূর্ণগথা কহিল—আমি একদা জনস্থান হইতে গোদাবরী
 তীরে গমন করিতেছিলাম । মুনিগণের আবাসস্থান পঞ্চবটী
 কাননে দেখিলাম প্রহুস্ত রাজীবলোচন ধনুর্সীপধর, জটা-
 বন্ধুল বিভূষিত, পরম রূপবান্ রাম সেই স্থানে বিরাজ
 করিতেছেন । তাঁহার কনিষ্ঠ-লক্ষ্মণও তাঁহার ন্যায় সুন্দর,
 তাঁহার ভাৰ্যা আনন্ত লোচনা—দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় সুন্দরী ।
 দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, ভূজঙ্গ লোক, বা মনুষ্যালোকে তাহুদ্রী
 সুন্দরী রমণী আমি কখন দেখি নাই, শ্রবণও করি নাই । সে
 সেই কানন আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছে । আমি

তত্রাশ্রমে ময়া দৃষ্টো রামো রাজীবলোচনঃ ।

ধনুর্কাণধরঃ শ্রীমান্ জটাবল্কলমণ্ডিতঃ ॥ ৪৭ ॥

কনীমানমুজ্জ্বল লক্ষ্মণোহপি তথাবিধঃ ।

তন্তু ভার্যা বিশালাক্ষী কপিণী শ্রীরিবাপরা ॥ ৪৮ ॥

দেবগন্ধর্বনাগানাং মনুষ্যাণাং তথাবিধা ।

ন দৃষ্টা ন শ্রুতা রাজন্ ! চোতয়ন্তী বনং শুভা ॥ ৪৯ ॥

আনেতুমহমুচ্ছতাং তাং ভার্য্যার্থং তবানঘ ।

লক্ষ্মণো নাম তদ্ভাতা চিচ্ছেদ মম নাসিকাম্ ॥ ৫০ ॥

কর্ণো চ নোদিভস্তেন রামেন স মহাবলঃ ॥

ততোহহমতিদুঃখেন রুদন্তি খরমম্বগাম্ ॥ ৫১ ॥

সোহপি রামং সমাসাদ্য যুদ্ধং রাক্ষসযুথপৈঃ ।

ততঃ ক্ষণেন রামেণ ভেনৈব বলশালিনা ॥ ৫২ ॥

সেই কামিণীকে তোমার ভার্যা করিব বলিয়া আনিতে উদ্যোগ করিলে রামের কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞার আমার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়াছে। অনন্তর আমি রোদন করিতে করিতে খরের নিকট গমন করিলাম। খরও রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাম কর্তৃক ক্ষণমধ্যে সেনা ও সেনাপতির সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। আমার বোধ হয় রাম ইচ্ছা করিলে নিমিষাঙ্কে ত্রৈলোক্য ভস্মাবশেষ করিতে পারে সন্দেহ নাই। যদি রামের ভার্যা তোমার প্রণয়িনী হয় তবেই তোমার জীবন সফল, অতএব হে রাজেন্দ্র! পদ্মপত্র বিলোচনা, সর্বলোক সুন্দরী সীতা বাহাতে তোমার প্রেয়সী হয় তাহার চেষ্টাকর। তুমি রামের সাক্ষাতে অবস্থান করিতে পারিবে না। মারাজ্যে রামকে মোহিত করিয়া জানকী লাভ করিতে পারিবে। রাবণ প্রবণ করিয়া মধুর বাক্য, সম্মান ও দানদ্বারা শূর্ণপথকে সমাধিস্ত করিয়া শয়নাগারে গমন করিল। তদ্যস কৰ্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে রাত্রিকালে

সর্বের ভেন বিনষ্টা বৈ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ।

যদি রামো মনঃ কুর্য্যাত্ত্রৈলোক্যং নিমিষাঙ্কতঃ ॥ ৫৩ ॥

ভস্মীকুর্য্যান সন্দেহ ইতি ভাতি মম প্রভো ।

যদি সা তব ভার্য্যা স্তাৎ সফলং তব জীবিতম্ ॥ ৫৪ ॥

অতো যতস্ব রাজেন্দ্র ! যথা তে বল্লভা ভবেৎ ।

সীতা রাজীবপত্রাক্ষী সর্বলোকৈকসুন্দরী ॥ ৫৫ ॥

সাক্ষাদ্রামশ্চ পুরতঃ স্মাতুং ত্বং ন ক্ষমঃ প্রভো !

মায়য়া মোহয়িত্বা তু প্রাপ্যসে তাং রঘু ভমম্ ॥ ৫৬ ॥

শ্রুত্বা তৎ সূক্তবাক্যেচ্চ দানমানাদিভিস্তথা ।

আস্থাশ্চ ভগিনীং রাজা প্রবিবেশ স্বকং গৃহম্ ।

তত্র চিন্তাপরো ভুত্বা নিজাং রাত্রৌ ন লব্বান্ ॥ ৫৭ ॥

একেন রামেণ কথং ? মনুষ্য-

মাত্রেণ নষ্টঃ স বলঃ খরো মে ।

ভাতা কথং ? মে বলবীৰ্য্যদর্প-

যুতো বিনষ্টো বত রাঘবেণ ॥ ৫৮ ॥

যদ্বা ন রামো মনুজঃ পরেশো

মাং হন্তকামঃ স বলং বলোঠৈঃ ।

সম্প্রার্থিতোহয়ং ক্রুহিণেন পূৰ্ব্বং

মনুষ্যকপোহস্ত রঘোঃ কুলেহমুৎ ? ॥ ৫৯ ॥

নিজাস্থা অনুভব করিতে পারিলনা । ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯

। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। রাম একাকী

সামান্য মনুষ্য হইয়াও আমার ভাতা খরকে কি রূপে সর্বসৈন্যে

বিনাশ করিল অথবা রাম মনুষ্য নহেন, আমাকে বিনাশ

করিবার জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্য রূপে রঘুবংশে

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদি গুরধাতা রাম আমাকে বিনাশ

বধো যদি স্মাং ? পরমাত্মনাং
বৈকুণ্ঠরাজ্যং পরিপালয়েহহম্।
নোচেদিদং রাক্ষসরাজ্যমেব
ভোক্ষ্যে চিরং রামমতো ব্রহ্মামি ॥৩০
ইত্যং বিচিন্ত্যাখিলরাক্ষসেন্দ্রে।
রামং বিদিত্বা পরমেশ্বরং হরিম্।

করেন তবে চিরকালের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ রাজ্য পরিপালন করিব
অর্থাৎ সায়ুজ্য রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইব। আর যদি রাম মনুষ্য
হয় তবে এই রাক্ষস রাজ্য ভোগ করিব। অতএব বিরোধ
বুদ্ধিতেই রামের নিকট গমন করি। রাক্ষসেন্দ্র রাবণ এই রূপ

বিরোধবুদ্ধ্যাব হরিং প্রণামি
কৃতং ন ভক্ত্যা ভগবান্ প্রসীদেৎ ॥ ৩১ ॥
ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

চিন্তাকরিত্বা রামকে জগদীশ্বর বলিয়া স্থির করিল। আরও
ভাবিল তাঁহার নিকট বিরোধ বুদ্ধিতেই গমন করা উচিত।
বেহেতু জগদীশ্বর ভক্তিতে শীঘ্র প্রসন্ন হইবেন। ৫৮। ৫৯।
৬০। ৬১।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ।

বিচিষ্ট্যেবং নিশায়াং সঃ প্রভাতে রথমাস্থিতঃ ।
 -রথগো মনসা কার্য্যমেকং নিশ্চিত্য বুদ্ধিমান্ ॥ ১ ॥
 যযৌ মারীচসদনং পরং পারমুদনতঃ ।
 মারীচস্তত্র মুনিবজ্জটাবল্কলধারকঃ ॥ ২ ॥
 ধ্যানন্ হৃদি পরামানং নির্গুণং গুণভাসকম্ ।
 সমাধিবিরমেহপশুদ্রাবণং গৃহমাগতম্ ॥ ৩ ॥
 ক্রতমুখ্যায় চালিত্য পুঙ্কলিত্বা যথাবিধি ।
 কৃতাতিথং সুখাসীনং মারীচো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥
 সমাগমনমেতন্তে রথেনৈকেন রাবণ ! ।
 চিন্তাপর ইবাতাসি হৃদি কার্য্যং বিচিস্তয়ন্ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধিমান রাবণ রাত্রি কালে উক্ত রূপ চিন্তা করতঃ “রাম হইতে
 যত্নাই উত্তম” ইহা স্থির করিয়া প্রভাতে রথারোহণ পূর্বক
 সমুদ্রের পর পার বর্তী মারীচ নিকেতনে গমন করিল।
 মারীচ সেই স্থানে মুনির ন্যায় জটা বল্কল ধারণ করিয়া
 হৃদয়ে নিগুণ পরমাত্মার ধ্যান করিতে ছিল। ধ্যানানন্তর
 রাবণকে সমাগত দেখিয়া শীঘ্র গাত্রোথান পূর্বক আলিঙ্গন,
 যথাবিধি পূজা ও আভিষ্য সংকার করিল। অনন্তর রাবণ
 স্মৃথে উপবেশন করিলে মারীচ কহিল “হে রাবণ! আপনি
 একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিয়াছেন ও হৃদয়ে
 যেন কোন মহৎ কার্য্যের চিন্তা করিতেছেন। গোপনীয় না
 হইলে তাহা প্রকাশ করুন। যদি ঐ কার্য্য করিলে আমাকে
 পাপস্পর্শ না করে ও ন্যায় সঙ্গত হয় তবে আমি আপ-
 নার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬।

ক্রাহি মে ন হি গোপ্যক্ষেৎকরবাণি তব প্রিয়ম্ ।
 ন্যায্যং চেৎ ক্রাহি রাজেন্দ্র। বজ্রিনং মাং স্পৃশেমহি
 রাবণ উবাচ ।
 অস্তি রাজা দশরথঃ সাক্ষেতাধিপতিঃ কিল ।
 রামনামা সূতস্তন্য জ্যেষ্ঠঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৭ ॥
 বিবাসয়ামাস সূতং বনং বনজনপ্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥
 ভার্য্যা সহিতং ভাত্রা লক্ষ্মণেন সমন্বিতং ।
 স আস্তে বিপিনে ঘোরে পঞ্চবট্যাশ্রমে শুভে ।
 তস্য ভার্য্যা বিশালাক্ষী সীতা লোকবিমোহিনী ॥ ৯ ॥
 রামো নিরপরাধাশ্চে রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্ ।
 খরং চ হত্বা বিপিনে সুখমাস্তেহুতিনির্ভয়ঃ ॥ ১০ ॥

রাবণ কহিল, “অযোধ্যাধিপতি দশরথ নামে রাজা ছিলেন।
 অমিত পরাক্রম রাম তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজা রামকে
 ভার্য্যা ও ভাতা লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী প্রিয়ধনে নির্বাসিত
 করিয়াছেন, সেই রাম ঘোর পঞ্চবটী বনে আশ্রম করিয়া
 অবস্থান করিতেছেন। ভুবন মোহিনী আরতলোচনা সীতা
 তাঁহার ভার্য্যা; রাম নিরপরাধে প্রভূত পরাক্রম রাক্ষসগণ
 ও খরকে বিনাশ পূর্বক নির্ভয় হইয়া স্মৃথে বাস করিতেছেন,
 আমার ভগিনী সূৰ্পণখা তাঁহারি কোন অপকার করে নাই
 তথাপি হুত্বা রামতাহার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদ করিয়া নির্ভয়ে

ভগিন্যা মে শূর্ণগথ্যা নির্দোষাশ্চ নাসিকাম্ ।
 কর্ণে চিচ্ছেদ দুষ্ঠাশ্চ বনে তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ ॥ ১১ ।
 অতস্তুরা সহায়েন গভ্রা তৎপ্রাণবল্লভাম্ ।
 আনয়িষ্যামি বিপিনে রহিতে রাঘবেণ তাম্ ॥ ১২ ।
 ত্বং তু মায়াযুগো ভূত্বা হ্যশ্রমাদপনেষ্যসি ।
 রামং চ লক্ষ্মণং চৈব তদা সীতাং হরাম্যাহম্ ॥ ১৩ ।
 ত্বং তু তাবৎ সহায়ং মে কৃত্বা স্থাস্যসি পূর্ববৎ ।
 ইত্যেবং ভাষমাণস্তং রাবণং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ ॥ ১৪ ।
 কেনেদমুপদিষ্টেন্তে মূলঘাতকরং বচঃ ।
 স এব শত্রুবর্ধ্যশ্চ যন্তুনাশং প্রতীক্সতে ॥ ১৫ ॥
 রামস্য পৌরুষং শ্রুত্বা চিন্তমদ্যাপি রাবণ ! ।
 বালোহপি মাং কৌশিকস্য যজ্ঞসংরক্ষণায় সঃ ॥ ১৬ ।
 আগতস্ত্রিযুগৈকেন পাতয়ামাস সাগরে ।
 যোজনানাং শতং রামস্তদাদিতয়বিহ্বলঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রুত্বা শ্রুত্বা তদৈবাহং রামং পশ্যামি সূর্যতঃ ॥ ১৮ ।
 দণ্ডকেহপি পুনরপ্যহং বনে
 পূর্ববৈরমমুচিস্তয়ন্থদি ।
 তীক্ষ্ণশৃঙ্গভৃগরূপমেকদা মাদৃশৈ-
 র্বহতিরাব্রতোহভ্যয়াম্ ॥ ১৯ ॥
 রাঘবং জনকজ্ঞাসমন্বিতং
 লক্ষ্মণেন সহিতং ত্বরাস্থিতঃ ।
 আগতোহমথ হস্তযুগ্মতো মাং
 বিলোক্য শরমেকমক্ষিপৎ ॥ ২০ ॥
 তেন বিদ্ধহৃদয়োহহমুভয়ম্
 রাক্ষসেন্দ্র ! পতিতোহস্মি সাগরে ।
 তৎপ্রভৃত্যহমিদং সমাশ্রিতঃ
 স্থানমুজ্জিতমিদং ভয়াদ্ধিতঃ ॥ ২১ ॥

অবস্থান করিতেছে । ৭ । ৮ । ১০ । ১১ । অতএব তুমি আমার
 সহায় হইলে আমি গমন করিয়া, যে সময় রাম বনে না থাকিবে
 সেই সময় তাহার প্রাণবল্লভা সীতাকে হরণ করিয়া আনয়ন
 করিব । তুমি মায়াযুগ হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আশ্রম
 হইতে দূরে লইয়া যাইলে আমি সীতাকে হরণ করিব ।
 তুমি আমার সাহায্য করিয়া পূর্ববৎ অবস্থান করিবে ” ।
 মারীচ রায়ের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—“সীতা
 বরবর্ণিনী তাঁহাকে হরণ করা উচিত—এই সূর্যনাশকর বাক্য
 কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে ? যে ব্যক্তি এইরূপে তোমার
 বিনাশ কামনা করিতেছে সে তোমার শত্রু, স্মতরাং বধাহ ” ।
 ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । হে রাবণ ! আমার চিত্ত অদ্যাপি
 রামের পুরুষকার স্মরণ করিয়া অতিমাত্র বিকল হইতেছে ।
 রাম বাল্যাবস্থায় বিশ্বামিত্রের বজ্র রক্ষার নিমিত্ত তপোবনে

গমন করিয়া এক বাণে আমাকে শতযোজন দূর সাগরে
 পাতিত করিয়াছেন, আমি তদবধি ভয় বিহ্বল হইয়া রামের
 সেই কার্য্য অনবরত স্মরণ করতঃ চতুর্দিক রাম-ময় দেখিতেছি ।
 ১৬ । ১৭ । ১৮ । একদা আমি পূর্ববৈর স্মরণ করিয়া
 পুণর্কবার মাদৃশ রাক্ষস গণে বেষ্টিত হইয়া তীক্ষ্ণশৃঙ্গ যুগ
 রূপ ধারণ পূর্বক দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছিলাম । আমি
 ভুরাষিত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিনাশ
 করিতে উদ্যত হইলে, রাম আমার প্রতি একটা বাণ নিক্ষেপ
 করিলেন । হে রাক্ষসেন্দ্র ! আমি সেই বাণে বিদ্ধ-হৃদয়
 হইয়া শোণিত বমন করিতে করিতে সাগরে পতিত হইলাম ।
 সেই অবধি আমি ভয়পীড়িতান্তঃকরণে রাঘবের অনাগমন হেতু
 নির্ভয়ে এই স্থান আশ্রয় করিয়া কাল যাপন করিতেছি ।
 ভোগসাধন রাজ্য, ব্রত, রমণী, রথ, প্রভৃতির শব্দ শ্রবণ করিলে
 নিতান্ত ভীত হইয়া রামকেই চিন্তা করি, যে হেতু এই সকল

রামমেব সততং বিভাবয়ে
 ভীতভীত ইব ভোগরাশিতঃ ।
 রাজরত্নরমণীরখাদিকং
 শ্রোত্রয়োর্বদি গতং ভয়ং ভবেৎ ॥ ২২ ॥
 রাম আগত ইহেতি শঙ্করা
 বাহ্যকার্যমপি সর্বমত্যজম্ ।
 নিদ্রয়া পরিত্যজ্যে যদা স্বপে
 রামমেব মনসানুচিস্তয়ন্ ॥ ২৩ ॥
 স্বপ্নদৃষ্টিগতরাঘবং তদা
 বোধিতো বিগতনিদ্র আস্থিতঃ ।
 তদ্বানপি বিমুচ্য চাপ্রহং
 রাঘবং প্রতি গৃহং প্রয়াহি ভো ! ॥ ২৪ ॥
 রক্ষ রাক্ষসকুলং চিরাগতং
 তৎস্মৃতো সকলমেব নশ্বতি ।
 তব হিতং বদতো মম ভাবিতং
 পরিগৃহাণ পরাত্মনি রাঘবে ॥ ২৫ ॥

ত্যজ বিরোধমতিং ভজ ভক্তিতঃ
 পরমকারুণিকো রঘুনন্দনঃ ।
 অহমশেষমিদং মুনিবাক্যতো
 শৃণু বমাদিযুগে পরমেশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥
 ব্রহ্মণাহর্থিত উবাচ তং হরিঃ ।
 কিং তবেষ্পিতমহং করবাণি তৎ ।
 ব্রহ্মণোক্তমবিন্দলোচন !
 ত্বং প্রয়াহি ভুবি মানুষ্যং বপুঃ ।
 দশরথাত্মজতাবমঞ্জসা
 জহি রিপুং দশকন্ধরং হরে ! ॥ ২৭ ॥
 অতো ন মানুষ্যো রামঃ সাক্ষাৎনারায়ণোহব্যয়ঃ ।
 মায়ামানুষবেশেণ বনং যাতোহতি নিভয়ঃ ॥ ২৮ ॥
 ভূভারহরণার্থায় গচ্ছ তাত ! গৃহং স্তম্ ।
 শ্রদ্ধা মারীচবচনং রাবণঃ প্রত্যভাষত ॥ ২৯ ॥
 পরমাত্মা যদা রামঃ প্রার্থিতো ব্রহ্মণা কিল ।
 মাং হন্তুং মানুষ্যো ভূত্বা যত্নাদিহ সমাগতঃ ॥ ৩০ ॥

শব্দ “রাম,” শব্দের ন্যায় রকার যুক্ত । “রাম এই স্থানে
 আসিয়াছেন” এই শব্দে আমি বাহ্য কার্য সকল পরিত্যাগ
 করিয়াছি । আমি নিদ্রিত হইলেও রাম আমার নয়ন পথের
 পথিক হন অমনি বীতনিদ্র হইয়া উপবেশন করি । অতএব
 আপনিও রাম চন্দ্রের প্রতি ক্রোধ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রতি-
 গমন করুন । ১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪। আবহমান রাক্ষস কুল-
 রক্ষা করুন রামের প্রতি আক্রোশ করিবেন না তাহা হইলে
 সকলই বিনষ্ট হইবে । আমার হিত বাক্য গ্রহণ করুন ।
 রামচন্দ্র পরমাত্মা তাঁহাতে বিরোধ বুদ্ধি করিবেন না, প্রত্যুত
 ভক্তিভাবে তাঁহাকে ভজনা করুন, তিনি পরম কারুণিক ।

আমি মহামুনি নারদ মুখে শুনিয়াছি যে, সত্য যুগে ব্রহ্মা
 বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিলে ভগবান্ হরি কহিলেন
 “তোমার অভীষ্ট কি বল ? আমি তাহা সম্পাদন করিব”
 ব্রহ্মা কহিলেন “হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! আপনি মনুষ্য শরীর
 ধারণ পূর্বক দশরথের পুত্ররূপে ধরনীতে অবতীর্ণ হইয়া শীঘ্র
 আমাদের শত্রু রাবণকে বিনাশ করুন । ২৫।২৬।২৭।”
 অতএব রাম মনুষ্য নহেন সাক্ষাৎ অবিনাশী নারায়ণ—ভূভার
 হরণ জন্য মায়াদ্বারা মনুষ্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া নির্ভয়
 চিত্তে বনে আগমন করিয়াছেন । হে তাত ! রামের সহিত
 বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন কর ।

রাবণ মারীচের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল “রাম যদি

করিষ্যত্যচিরাদেব সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ ।

অতোহহং যত্নতঃ সীতামানেষ্যাম্যেব রাঘবাৎ ॥৩১

রথে প্রাপ্তে রণে বীর ! প্রাপ্যামি পরমং পদম্ ।

যদ্বা রামং রণে হত্বা সীতাং প্রাপ্যামি নির্ভরঃ ॥৩২

অতোত্তিষ্ঠ মহাভাগ ! বিচিত্রমৃগরূপধৃক্ ।

রামং সলক্ষণং শীঘ্রমাশ্রমাদতিদূরতঃ ॥ ৩৩ ॥

আকৃষ্য গচ্ছ ত্বং শীঘ্রং সূখং তিষ্ঠ যথা পুরা ।

অতঃ পরং চেদ্যৎকিঞ্চিদ্ভাষনে মদ্বিভীষণম্ ॥ ৩৪ ॥

হনিষ্যাম্যসিনাহনেন ভ্রামত্রেব ন সংশয়ঃ ।

মারীচস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা স্বান্বন্যেবানুচিস্তয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

যদি মাং রাঘবো হন্যাতদা মুক্তো ভবাম্ ৷৩৬

মাং হন্যাদ্যদি চেদুচ্চিস্তদা মে নিরয়ো ধ্রুবম্ ॥৩৬

পরমাশ্রম ঈশ্বর হন ও আমাকে বিনাশ করিতে ব্রহ্মা-
কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্য রূপে সমাগত হইয়া থাকেন, তবে
অচিরেই আপনাদি সঙ্কল্প সত্য করিবেন। অতএব আমি
সযত্নে সীতাকে হরণ করিব; পরে রাম সংগ্রামে যদি আমার
মৃত্যু হয়, তবে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইব—অর্থাৎ মুক্ত হইব।
অথবা রামকে রণে নিহত করিয়া নির্ভয়ে জানকী লাভ করিব।
১২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। অতএব হে মহাভাগ! উঠ,
বিচিত্র মৃগরূপ ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষণকে আশ্রম হইতে
দূরে লইয়া যাও; অনন্তর পূর্ব কালের ন্যায় সুখে অবস্থান
কর। ইহার পর যদি আবার ভরোৎপাদক কোন কথা বল
তবে এই অসি দ্বারা এই স্থানেই নিঃসন্দেহ তোমাকে বিনাশ
করিব”।

মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তন
করিল—“যদি রামচন্দ্র আমাকে বিনাশ করেন তবে এই
ভবাবধি হইতে মুক্ত হইব। আর যদি রাবণ আমাকে বিনাশ
করে তাহা হইলে নিশ্চয় আমার নরক হইবে” ৩৩। ৩৪।

ইতি নিশ্চিত্য মরণং রামানুখ্যায় বেগতঃ ।

অত্রবীজাবণং রাজন্ ! করোম্যাজ্ঞাস্তব প্রভো ! ॥৩৭

ইত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় গতৌ রামাশ্রমং প্রতি ।

শুক্রজাম্বুনদপ্রাথ্যো মৃগোহভূদ্রৌপ্যবিন্দুকঃ ॥৩৮ ॥

রত্নশৃঙ্খো মণিখুরো নীলরত্নবিলোচনঃ ।

বিদ্যুৎপ্রভো বিম্বুক্ষাস্যো বিচার বনান্তরে ॥ ৩৯ ॥

রামাশ্রমপদস্থান্তে সীতাদৃষ্টিপথে চরন্ ॥ ৪০ ॥

ক্ষণং চ ধাবত্যবতিষ্ঠতে ক্ষণং

সমীপমাগত্য পুনর্ভরারতঃ

এবং স মারামৃগবেশরূপধৃক্ ।

চচার সীতাং পরিমোহয়ন্ খলঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি ত্রীমদধ্যায়রামারণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

৩৫। ৩৬। এই রূপে রাম হইতে মৃত্যুই উৎকৃষ্ট স্থির করিয়া
সমুদ্র গাত্রোথান পূর্বক কহিল “হে রাজন্! আমি আপনাদি
আজ্ঞা সম্পাদন করিব” ইহা বলিয়া রথে আরোহণ পূর্বক
রামাশ্রমে গমন করিল। পরে মারীচ এক আশ্চর্য্য মৃগরূপ
ধারণ করিল। ঐ মৃগের বর্ণ সুবর্ণ সদৃশ, গাত্র রৌপ্য ময়—
বিন্দুরাজিতে বিরাজিত, শৃঙ্গ রত্নময়, খুর মণিময়, নেত্র নীল
রত্নরচিত, তাহার প্রভা বিদ্যুৎ সদৃশ, বদন অতীব সুন্দর।
রামের আশ্রমের নিকট সীতার দৃষ্টিপথে মৃগ রূপ ধারী
মারীচ কখন ধাবিত হয়, কখন অবস্থান করে; কখন বা
নিকটে আসিয়া ভীত হয়, এই রূপে সীতাকে বিমোহিত
করিতে লাগিল। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।

ইতি ত্রীমদধ্যায়রামারণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথ রামোহপি তৎসৰ্বং জ্ঞাত্বা রাবণ চেষ্টিতম্ ।
 উবাচ সীতামেকান্তে শৃণু জানকি ! মে বচঃ ।
 রাবণো ভিক্ষুরূপেণ আগমিষ্যতি তেহস্তিকম্ ।
 ত্বন্তু ছায়াং ত্বদাকারাং স্থাপয়িত্বোটজং বিশ ॥ ২ ॥
 অগ্নাবদৃশ্যরূপেণ বর্ষন্তিষ্ঠ মমাজ্ঞয়া ।
 রাবণস্য বধান্তে মাং পূর্ববৎপ্রাপ্যাসে শুভে ! ॥ ৩ ॥
 শ্রুত্বা রামোদিতং বাক্যং সাহপি তত্র তথাহকরোৎ
 মার্যাসীতাং বহিঃ স্থাপ্য স্বয়মন্তর্দধেহনলে ॥ ৪ ॥
 মার্যাসীতা তদাপশ্বন্মৃগং মার্যাবিনির্মিতম্ ।
 হসন্তী রামমভ্যেত্য প্রোবাচ বিনয়ান্বিতা ॥ ৫ ॥

অনন্তর রামও সেই সকল রাবণের চেষ্টা জানিতে পারিয়া
 সীতাকে নির্জনে কহিলেন, হে জানকি ! শ্রবণ কর—রাবণ
 ভিক্ষুরূপে তোমার নিকট আগমন করিবে। তুমি নিজ আকার
 সদৃশীচ্ছায় কুটির মধ্যে রক্ষা করিয়া অগ্নিপ্রবেশ পূর্বক আমার
 আজ্ঞানুসারে এক বর্ষ অদৃশ্য হইয়া বাস কর। আমাকর্তৃক
 রাবণ নিহত হইলে, পুনর্বার তুমি পূর্ব শরীর প্রাপ্ত হইবে ।
 । ১ । ২ । ৩ । জানকী রাম বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই করিলেন,
 মার্যাসীতা বাহিরে রক্ষা করিয়া আপনি অনলে অন্তর্হিতা
 হইলেন, সেই সময় মার্যাসীতা একটা মার্যাসীতা কপিত মৃগ দেখিয়া
 হাসিতে হাসিতে রামের নিকট আসিয়া সবিনয়ে কহিলেন ।
 হে রাম ! দেখুন কেমন আশ্চর্য্য রত্নবিভূষিত কনকময় মৃগ
 অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছে । উহার গাত্রে চিত্র বিচিত্র বিন্দু
 সকল বিরাজ করিতেছে । আপনি ঐ মৃগটী বধ করিয়া আমাকে

পশ্য রামমৃগং চিত্রক্কাণকং রত্নভূষিতম্ ।
 বিচিত্রবিন্দুভির্যুক্তঞ্চরন্তমকুতোভয়ম্ । ৬ ॥
 বদ্ধা দেহি মম ক্রীড়ামৃগো ভবতু সুন্দরঃ ।
 তথ্যেতি ধনুরাদায় গচ্ছন্ লক্ষ্মণমত্রবীৎ ॥ ৭ ॥
 রক্ষ ত্বমভিযত্নেন সীতাং মৎপ্রাণবল্লভাম্ ।
 মারিনঃ সন্তি বিপিনে রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৮ ॥
 অতোহত্রাবহিতঃ সাক্ষীং রক্ষ সীতামনিন্দিতাম্ ।
 লক্ষ্মণো রামমাহেদন্দেবারং মৃগরূপধৃক্ ।
 মারীচোহত্র ন সন্দেহ এবংভূতো মৃগঃ কুতঃ ॥ ৯ ॥
 শ্রীরাম উবাচ ।

যদি মারীচ প্রবায়ং তদা হস্তি ন সংশয়ঃ ।
 মৃগশ্চেদানন্নিষ্যামি সীতাবিশ্রামহেতবে ॥ ১০ ॥

দিন, ঐ সুন্দর মৃগের সহিত আমি ক্রীড়া করিয়। রামচন্দ্র
 তাহাই স্বীকার করিয়া ধনুর্ধারণ গ্রহণ পূর্বক গমন কালে লক্ষ্মণকে
 কহিলেন, তুমি যত্ন সহকারে আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে রক্ষা-
 কর, এই কাননে ঘোর দর্শন মার্যাসীতা রাক্ষস সকল আছে,
 এজন্য এস্থানে সাবধান হইয়া সাক্ষী অনিন্দিতা সীতাকে রক্ষা
 কর। লক্ষ্মণ কহিলেন, দেব ! যাহা দেখিতেছেন ইহা মৃগ
 নহে, মৃগরূপ ধারী মারীচ ইহাতে সন্দেহ নাই ; রত্নবিভূষিত
 কনকময় মৃগের সম্ভাবনা কোথা ? । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ । ৯ ।
 শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন—এই মৃগ যদি মারীচ হয়, তবে নিঃসংশয়
 ইহাকে বিনাশ করিব, আর যদি ঐকৃত মৃগ হয়, তবে সীতার

গমিষ্যামি মৃগং বদ্ধা হ্যানরিষ্যামি সত্বরঃ ।
 ত্বং প্রযত্নেন সন্তীৰ্ণা সীতাসংরক্ষণোচ্চতঃ ॥ ১১ ॥
 ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ রামো মায়ামৃগমনুজ্ঞতঃ ।
 মায়া যদাশ্রয়া লোকমোহিনী জগদাকৃতিঃ ॥ ১২ ॥
 নির্দিকারশ্চিদাঙ্গাপি পূর্ণোহপি মৃগমনুগাৎ ।
 ভক্তানুকম্পী ভগবানিতি সত্যং বচো হরিঃ ॥ ১৩ ॥
 কর্জুং সীতাপ্রিয়ার্থায় জানন্নপি মৃগং যযৌ ।
 অন্যথা পূর্ণকামস্তু রামস্য বিদিতান্ননঃ ॥ ১৪ ॥
 মৃগেণ বা স্ত্রিয়া বাপি কিং কার্য্যং পরমাত্মনঃ ।
 কদাচিদদৃশ্যতেহত্যাশে ক্ষণং ধাবতি লীয়তে ॥ ১৫ ॥
 দৃশ্যতে চ ততো দূরাদেবং রামমপাহরৎ ।
 ততো রামোহপি বিজ্ঞায় রাক্ষসোহয়মিতি স্কটম্

বিব্যাধ শরমাদায় রাক্ষসং মৃগকপিণম্ ।
 পপাত রুধিরাক্তাস্যো মারীচঃ পূৰ্ব্বকপথক্ ॥ ১৭ ॥
 হা হতোহস্মি মহাবাহো! ত্রাহি লক্ষ্মণ! মাং ক্ষতম্
 ইত্যুক্ত্বা রামবদ্বাচা পপাত রুধিরাক্তনঃ ॥ ১৮ ॥
 যন্মামাক্তোহপি মরণে স্মৃতা তৎসাম্যমাপ্নুয়াৎ ।
 কিমুতাগ্রে হরিং পশ্যান্ ভেনৈব নিহতোহসুরঃ ॥ ১৯ ॥
 তদেহাদুখিতং তেজঃ সৰ্বলোকন্য পশ্যতঃ ।
 রামমেবাবিশদেবা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ২০ ॥
 কিং কৰ্ম্ম কৃড়া কিং প্রাপ্তঃ পাতকী মুনিহিংসকঃ ? ।
 অথবা রাঘবস্তায়ং মহিমা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
 রামবাণেন সংবিদ্ধঃ পূৰ্ব্বং রামমনুস্মরন্ ।
 ভয়াৎ সৰ্বং পরিত্যজ্য গৃহবিত্তাদিকং চ যৎ ॥ ২২ ॥

কীড়ার নিমিত্ত আনয়ন করিব। আমি সত্বর গমন পূৰ্ব্বক
 মৃগকে বদ্ধ করিয়া আনয়ন করিব, তুমি সময়ে সীতারক্ষণে
 বদ্ধপরিকর হইয়া অবস্থান কর। রামচন্দ্র ইহা বলিয়া মৃগের
 পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। লোক বিমোহিনী জগৎ
 রূপে পরিণতা মায়া বাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছেন, সেই
 নির্দিকার, জ্ঞানময়, পূর্ণব্রহ্ম হরিণের পশ্চাৎ গমন করিলেন,
 ইহাতে “ভগবান্ হরি যে ভক্তবৎসল” এই কথা সপ্রমাণ হই-
 তেছে, যেহেতু “ইহা মৃগ নহে মারীচ” জানিয়াও যেন সীতার
 প্রিয়সাধন জন্যই মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাহা না
 হইলে পূর্ণমনোরথ আত্মতত্ত্ব বিশারদ পরমাত্মা রামচন্দ্রের
 মৃগে বা স্ত্রীতে কি প্রয়োজন? অনন্তর মায়ামৃগ কখন
 রামের নিকটে বিচরণ করে, কখন ধাবিত হয়, কখন দৃষ্টিগতের
 অতীত হয়, কখন বা দূর হইতে লক্ষিত হয়, এই রূপে রাম
 চন্দ্রকে বহু দূর আকর্ষণ করিল। অনন্তর রামও “এ নিশ্চয়
 রাক্ষস” জানিয়া শরপ্রহণ পূৰ্ব্বক মৃগরূপী রাক্ষসকে বিদ্ধ

করিলেন। তখন মারীচ মৃগরূপ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক পূৰ্ব্বরূপ
 ধারণ করিয়া পতিত হইল। ১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।
 তাহার মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল; অনন্তর
 মারীচ জীরামের ন্যায় উঠেঃস্বরে “হা হতোহস্মি! হে মহা-
 বাহো লক্ষ্মণ! আমাকে শীঘ্র রক্ষা কর” এই কথা বলিয়া মৃত
 হইল। ১৮। অপণ্ডিত ব্যক্তিও মরণ সময় রামনাম স্মরণ
 করিলে রামের সাম্য প্রাপ্ত হয়। মারীচ রামচন্দ্রকে দেখিতে
 দেখিতে তাহার বাণে নিহত হইয়া যেসাজুয্য প্রাপ্ত হইরাছে
 তাহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর মারীচের দেহ হইতে একটি
 তেজঃ উদ্ভিত হইয়া রাম শরীরে প্রবেশ করিল। দেবগণ
 এইরূপ ব্যাপার দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন, মুনিহিংসক
 পাপী কি কার্য্য করিয়া কি পদ প্রাপ্ত হইল, অথবা রামচন্দ্রের
 মহিমাই এইরূপ ইহাতে সংশয় নাই। মারীচ পূৰ্ব্বে রামবাণে
 বিদ্ধ হইয়া ভয়ে গৃহ বিত্তাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক সৰ্বদা
 ভদ্রে রামকে ধ্যান করিতে করিতে বিধূত পাণা হইরাছিল,

হৃদি রামং সদা ধ্যাত্বা নিধুঁতাশেষকল্মষঃ !

অন্তে রামেণ নিহতঃ পশ্যন্ রামমবাপ সং ॥২৩॥

দ্বিজো বা রাক্ষসো বাপি পাপী বা ধার্মিকোহপি বা

তাজ্জন কলেবরং রামং স্মৃৎস্বাযতি পরং পদম্ ॥২৪॥

ইতি তেহন্যোন্যমাভাব্য ততো দেবা দিবং যযুঃ

রামস্তচ্ছিত্তুরামাস ত্রিয়মাণোহসুরাধমঃ ॥ ২৫ ॥

হা লক্ষ্মণেতি মহাক্যমমুকুর্কন্মমার কিম্ ? ।

শ্রুত্বা মহাক্যমদৃশং বাক্যং সীতাহপি কিং ভবেৎ ?

ইতি চিন্তাপরীতাত্মা রামো দূরান্যবৰ্ত্তত ।

সীতা তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা মারীচস্য দুরাশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥

সুতরাং অন্তিমকালে রাম কর্তৃক নিহত হইয়া রামরূপ দেখিতে দেখিতে রামের সাম্য প্রাপ্ত হইরাছে । ব্রাহ্মণ হউক, রাক্ষস হউক, পাপী হউক, বা ধার্মিক হউক, রাম নাম স্মরণ পূর্বক শরীর ভ্যাগ করিলে অবশ্যই মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ ।

দেবগণ এইরূপ পরস্পর কথোপকথন করিয়া স্বর্গ গমন করিলেন । রাক্ষসাধম মারীচ মৃত্যুকালে “হা লক্ষ্মণ” এই প্রকার আমার বাক্যের অনুকরণ কেন করিল, জানকী আমার স্বর সদৃশ এইরূপ স্বকরণ স্বর শ্রবণ করিয়া কতই উদ্ভীষা হইবেন, রাম এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । এদিকে সীতা দুরাশ্রা মারীচের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীতা ও ভুঃখিতা হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন—হে লক্ষ্মণ ! শীঘ্র গমন কর ? তোমার ভ্রাতা রাক্ষস কর্তৃক পীড়িত হইরাছেন, তাঁহার “হা লক্ষ্মণ” এই বাক্য শ্রবণ করিতেছ না ? লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি ! উহা কখনই রামের বাক্য নহে, কোন রাক্ষস ত্রিয়মাণ হইয়া ঐ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে । যে রাম জুড় হইলে ক্ষণকাল মধ্যে ত্রৈলোক্য বিনাশ করিতে সক্ষম, সেই দেব পুঞ্জিত রামচন্দ্র দীন বাক্য কেন বলিবেন ? সীতা লক্ষ্মণের

ভীতাতিদুঃখসংবিগ্না লক্ষ্মণং ত্বিদমব্রবীৎ ।

গচ্ছ লক্ষ্মণ ! বেগেন ভ্রাতা তেহসুরপীড়িতঃ ॥ ২৮

হা লক্ষ্মণেতি বচনং ভ্রাতুষ্টে ন শৃণোষি কিম্ ? ।

তামাহ লক্ষ্মণো দেবি ! রামবাক্যং ন তদ্ভবেৎ ॥২৯

যঃ কচ্ছিত্রাক্ষসো দেবি ! ত্রিয়মাণোহব্রবীদ্বচঃ ।

রামস্ত্রৈলোক্যমপি যঃ জুঙ্কো নাশয়তি ক্ষণাৎ ॥৩০

স কথং দীনবচনং ভাষতেহসুরপুঞ্জিতঃ ।

জুঙ্কো লক্ষ্মণমালোক্য সীতা বাস্পাবিলোচনা ॥ ৩১

প্রাহ লক্ষ্মণ ! দুরুদ্ধে ভ্রাতুর্ব্যসনমিচ্ছসি ।

প্রেষিতো ভরতেনৈব রামনাশাভিকাঙ্ক্ষিণা ॥ ৩২ ॥

মাম্নেতুমাগতোহসি ত্বং রামনাশ উপস্থিতে ।

ন প্রাপ্যসে ত্বং মামত পশ্য প্রাণাংস্ত্যজ্যামাহম্ ॥৩৩

ন জানাতীদৃশং রামো ত্বাং ভার্য্যাহরণোদ্যতম্ ।

রামাদন্যং নম্পৃশামি ত্বাং বা ভরতমেব বা ৩৪ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত জুড় হইলেন, তাঁহার নয়ন যুগল বাস্প জলে সমাকীর্ণ হইল—কহিলেন, রে দুর্বুদ্ধে লক্ষ্মণ ! তুমি ভ্রাতার বিপৎ কামনা করিতেছ, ভরত রাজ্য লোভে রামের বিনাশ কামনা করিয়া রামকে বনে পাঠাইরাছে, তুমি কি ত্রিয়ামের বিনাশানন্তর আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য বনে আসিরাছ ? কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, রাম বিপন্ন হইলে কখনই তুমি আমাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না—এই দেখ, এখন আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি ২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ । তুমি যে তাঁহার ভার্য্যাপহারী রাম, ইহা অবগত নহেন । তুমি ইহাও জানিবে যে—আমি রামি ভিন্ন তোমাকে বা ভরতকে স্পর্শও করিব না ; ইহা কহিয়া স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা বক্ষস্তাড়ন পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন । লক্ষ্মণ ইহা

ইত্যুক্তা বধামানা সা স্ববাহৃত্যাং রুরোদ হ ।

তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ কর্ণে পিধায়াতীব দুঃখিতঃ ॥ ৩৫

মামেবং ভাষসে চণ্ডি ! ধিক্ ত্বাং নাশমুভেষ্যসি ।

ইত্যুক্তা বনদেবীভ্যঃ সমর্প্য জনকায়জাম্ ॥ ৩৬ ॥

যযৌ দুঃখাতিসংবিম্বো রামমেব শনৈঃ শনৈঃ ।

ততোহস্তরং সমালোক্য রাবণো ভিক্ষুবেশধৃক্ ॥ ৩৭

সীতা সমীপমগমৎ ক্ষুরদণ্ডকমণ্ডলুঃ ।

সীতা তমবলোক্যাস্তু নত্বা সম্পূজ্য তক্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥

কন্দমূলফলাদীনি দত্ত্বা স্বাগতমব্রবীৎ ।

মুনে ! তুংক্ষু ফলাদীনি বিশ্রমস্ব যথা সুখম্ ॥ ৩৯ ॥

ইদানীমেব ভর্তা মে হ্যাগমিষ্যতি তে প্রিয়ম্ ।

করিষ্যতি বিশেষেণ তিষ্ঠ ত্বং যদি রোচতে ॥ ৪০ ॥

ভিক্ষুরবাচ ।

কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি ! কো বা ভর্তা ত্বানঘে ! ।

কিমর্থমত্র তে বাসো বনে রাক্ষসসেবিত্যে ? ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মি ভজে ততঃ সর্বং স্বরূপান্তং নিবেদয় ।

সীতোবাচ ।

অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথো মহান্ ।

তস্য জ্যেষ্ঠঃ সূতো রামঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ৪২ ॥

তস্যাহং ধর্মতঃ পত্নী সীতা জনকনন্দিনী ।

তস্য ভ্রাতা কনীয়াংশচ লক্ষ্মণো ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ৪২ ॥

পিতুরাজ্যং পুরস্কৃত্য দণ্ডকে বস্তুমাগতঃ ।

চতুর্দশমাস্ত্বাং তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি মে বদ ॥ ৪৪ ॥

ভিক্ষুরবাচ ।

পৌলস্ত্যতনয়োহহং তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।

ত্বৎকামপরিতপ্তোহহং ত্বাং নেতুং পুরমাগতঃ ॥ ৪৫

শ্রবণ করিয়া হস্ত দ্বারা কর্ণধর আচ্ছাদন পূর্বক দুঃখিত চিতে
কহিলেন—হে কোপনে ! তুমি আমাকে এইরূপ দুর্ভাগ্য
বলিতেছ তোমাকে ধিক, বোধকরি তোমার ঈদৃশ বুদ্ধিজেশ
কোন অনিষ্ট পাতের হেতু হইবে। এই কথা বলিয়া বন
দেবতাগণের নিকট সীতাকে সমর্পণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতা-
ন্তঃকরণে অগ্নে অগ্নে রাম সন্নিধানে গমন করিলেন। ইত্যবসরে
রাবণ দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ পূর্বক ভিক্ষুবেশে সীতার নিকট
উপস্থিত হইলেন। সীতা ভিক্ষুককে সমাগত দেখিয়া তক্তি-
ভাবে প্রণাম ও পূজা করিয়া কন্দমূল ফলাদি প্রদাননস্তর স্বাগত
জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কহিলেন—হে মুনে ! আপনি এই
ফলাদি ভোজন করিলেন ও যদি ইচ্ছা হয় তবে এই স্থানে
স্নাথে বিশ্রাম করুন, শীঘ্রই আমার স্বামী আগমন পূর্বক
আপনার বিশেষ প্রিয় সম্পাদন করিবেন এক্ষণে যদিও
আপনার অভিকচি হয় তবে এই স্থানে অবস্থান করুন ॥ ৩৪।
৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ভিক্ষুক কহিলেন। হে

কমল পত্রাক্ষি ! তুমি কে ? তোমার ভর্তাই বা কে ? হে
অনঘে ! কি জন্য তোমরা এই রাক্ষস মন্ডল কাননে বাস
করিতেছ। হে ভদ্রে ! এই সকল আশ্ব রূপান্ত সন্নিধানে
বর্ণন কর। সীতা কহিলেন। আমি অযোধ্যাধিপতি শ্রীমান্
মহারাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্বগুণাকর রামচন্দ্রের সহ-
ধর্মিনী—জনক রাজ হুহিতা—নাম সীতা, আমার সহিত রাম-
চন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ পিতার আজায়দণ্ডকারণ্যে
চতুর্দশ বৎসর বাস করিতে আসিয়াছেন। আপনি কে ?
জানিতে আমার অতিমাত্র ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আপনার
পরিচয় প্রদান করুন। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪।

ভিক্ষুক কহিলেন। আমি পৌলস্ত্য তনয় রাক্ষসেশ্বর
রাবণ—তোমার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তোমাকে স্বনগরে

মুনিবেশেণ রামেণ কিং করিষ্যসি মাং ভজ ।
 ভুংক্ষ ভোগান্ময়া সর্দ্ধিং ত্যজ হুঃখং বনোদ্রম ৪৬
 শ্রুত্বা তদ্বচনং সীতা ভীতা কিঞ্চিদুবাচ তম্ ।
 যদ্যেবং ভাষসে মাং ত্বং নাশমেষ্যসি রাঘবাং ৪৭
 আগমিষ্যতি রামোহপি ক্ষণং তিষ্ঠ সহানুজঃ ।
 মাং কো ধর্ম্মবিত্ত্বং শক্তো হরেভার্যাং শশো যথা ।
 রামবাণৈর্বিভিন্নস্ত্বং পতিষ্যসি মহীতলে ।
 ইতি সীতাবচঃ শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমুর্ছিতঃ ৪৮
 স্বরূপং দর্শয়ামাস মহাপর্বতসন্নিভম্ ।
 দশাশ্রুং বিংশতিভুজং কালমেঘসমদ্যুতি ৫০ ॥
 তদৃষ্ট্বা বনদেব্যশ্চ ভুতানি চ বিতত্রস্থঃ ।
 ততো বিদার্যধরণীং নথৈরুদ্বৃত্য বাহতিঃ ৫১ ॥

তোনয়িত্বা রথে ক্ষিপ্ত্বা যযা ক্ষিপ্তং বিহারসা ।
 হা রাম ! হা লক্ষ্মণেতি রুদন্তী জনকান্নজা ৫২ ।
 ভয়োদ্বিগ্নমনা দীনা পশ্যন্তী ভুবমেব সা ।
 শ্রুত্বা তৎক্রন্দিতং দীনং সীতার্যাঃ পক্ষিসত্তমঃ ৫৩
 জটায়ুরুপ্থিতঃ শীত্ৰং নগাগ্রান্তীক্ষুতুণ্ডকঃ ।
 তিষ্ঠ তিষ্ঠেতঃ তং গ্রাহ কো গচ্ছতঃ সমাগ্রতঃ ৫৪
 মুষিত্বা লোকনাথস্য ভার্য্যাং শূন্যাছনালয়াং ।
 শুনকো মন্ত্রপুতং ত্বং পুরোডাশমিবাধরে ৫৫ ॥
 ইত্যুক্ত্বা তীক্ষ্ণ তুণ্ডেন চূর্ণয়ামাস তদ্রথম্ ॥
 বাহান্ বিভেদ পাদাভ্যাং চূর্ণয়ামাস তদ্বহুঃ ৫৬ ॥
 ততঃ সীতাং পরিত্যজ্য রাবণঃ খজ্জমাদদে ।
 চিচ্ছেদ পক্ষৌ সামবর্ষঃ পক্ষিরাজস্য ধীমতঃ ৫৭ ॥

লইবার জন্য আসিয়াছি। মুনিবেশধারী রাম তোমার কি করিবে? তুমি আমাকে ভজনা করিয়া আমার সহিত স্নেহ ভোগ কর। বনবাস নিতান্ত ক্লেশকর অতএব তাহা পরিত্যাগ কর। সীতা ভিক্ষুর বাক্য শুনিয়া অতিশয় ভীতা হইলেন এবং কহিলেন তুমি যখন আমাকে এইরূপ কুবাক্য কহিতেছ তখন রাম তোমাকে অবশ্যই বিনাশ করিবেন। তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, রাম লক্ষ্মণের সহিত সত্ত্বর আগমন করিবেন। তুমি মনে করিও না যে আমার প্রতি বল প্রকাশ করিবে। সিংহের ভার্য্যার প্রতি সামান্য পশু কখনই অত্যাচার করিতে সক্ষম হয় না। তুমি রাম বাণে বিভিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইবে। রাবণ সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইল, এবং শৈলসদৃশ সমুন্নত দশ বদন ও বিংশতি বাহু শোভিত কালমেঘ সদৃশ কান্তিযুক্ত স্বীয় দেহ সীতাকে দেখাইল ৪৫/৪৬/৪৭/৪৮। ৪৯। ৫০। রাবণের সেই করাল মূর্ত্তি দেখিয়া বন দেবতা ও বনস্থ প্রাণি সকল

সন্ত্রস্ত হইল। ভয়ানক মূর্ত্তি রাবণ নথ দ্বারা ধরণী বিদীর্ণ করিয়া (সীতা ভূমিতে থাকিলে কাহার সাধা যে তাঁহাকে উত্তোলন করে।) সীতাকে বাহু দ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক রথে নিক্ষেপ করিয়া শীত্ৰ গগনমার্গে গমন করিতে আরম্ভ করিল। জনক কুমারী সীতা ভয়ে একান্ত অধীরা ও দীনা হইয়া পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতার হৃদয় বিদারক ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া পর্ব্বত হইতে তীক্ষ্ণ তুণ্ড পক্ষীন্দ্র জটায়ু শীত্ৰ উপস্থিত হইলেন—অরে পামর! থাক, থাক, আমার সম্মুখে শূন্য বন হইতে রামচন্দ্রের ভার্য্যা অপহরণ করিয়া কে গমন করিতে পারে? কুকুর কি কখন মন্ত্রপুত বজীর পুরোডাশ ভোজন করিতে সক্ষম হয়—এই বলিয়া তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা রাবণের রথ চূর্ণ করিল এবং চরণ প্রহারে অশ্ব ও ধনু বিভিন্ন করিয়া দিল। তখন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক খজা দ্বারা জটায়ুর পক্ষদ্বয় হেদন

পপাত কিঞ্চিচ্ছেষণে প্রাণেন ভূবি পক্ষিরাট্।
পুনরন্যরথেনাশু সীতামাদায় রাবণঃ ॥ ৫৮ ॥
ক্ৰোশন্তী রামরামেতি ত্রাতারং নাধিগচ্ছতী।
হা রাম ! হা জগন্নাথ ! মাং ন পশ্যসি দুঃখিতাম্ ?
রক্ষমা নীয়মানাং স্বাং ভার্য্যাং মোচয় রাঘব !।
হা লক্ষ্মণ মহাভাগ ! ত্রাহি মামপরাধিনীম্ ॥ ৬০ ॥
বাক্ষশরেণ হতস্ত্বং মে হন্তুমহঁসি দেবর !।
ইত্যেবং ক্রোশমানাং তাং রামাগমনশঙ্করা ॥ ৬১ ॥
জগাম বায়ুবেগেন সীতামাদায় সত্ত্বরঃ।
বিহারসা নীয়মানা সীতা পশ্চদধোমুখী ॥ ৬২ ॥

পর্বতাগ্রস্থিতান্ পঞ্চ বানরান্ বারিজাননা।
উত্তরীয়ার্দ্ধখণ্ডেন বিমুচ্যাতরণাদিকম্ ॥ ৬৩ ॥
বন্ধা চিক্কেপ রামায় কথয়ন্ত্বিতি পর্বতে।
ততঃ সমুদ্রমুলজ্ঞ্যা লক্ষাং গচ্ছা স রাবণঃ ॥ ৬৪ ॥
স্বান্তঃপুরে রহন্তে তামশোকবিপিনেহক্ষিপৎ।
রাক্ষসীতিঃ পরিত্রতাং মাতৃবুদ্ধ্যানুপালয়ৎ ॥ ৬৫ ॥
কুশাতিদীনা পরিকর্মবর্জিতা
দুঃখেন শুষাদদনাতিবিহ্বলা।
হা রাম ! রামেতি বিলপ্যমানা
সীতা স্থিতা রাক্ষসবৃন্দমধ্যে ॥ ৬৬ ॥

ইতি ত্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সন্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

করিয়া দিল। পক্ষীজ্ঞ আহত হইয়া পতিত হইলেন, কিন্তু
তাহার প্রাণ বহির্গত হইল না। রাবণ সীতাকে লইয়া অন্য
রথে আরোহণ পূর্বক গমন করিতে লাগিল। ৫১। ৫২। ৫৩।
৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮।

সীতা “রাম রাম” বলিয়া বারম্বার রোদন করিতে
লাগিলেন। কিন্তু সে সময় তিনি কাহাকে রক্ষক দেখিলেন
না। হা রাম ! হা জগন্নাথ ! আমি নিতান্ত দুঃখকর
অবস্থায় পতিত হইয়াছি, আপনি কিছুই দেখিতে পাইতে-
ছেন না ; আপনার ভার্য্যাকে রাক্ষস হরণ করিতেছে,
শীঘ্র মোচন করুন, হা লক্ষ্মণ মহাভাগ ! আমাকে মোচন
কর, আমি তোমাকে বাক্ষশরে বিদ্ধ করিয়াছি, হে দেবর।
তুমি তাহা ক্ষমা কর। সীতা এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ
করিতে লাগিলেন। রাবণ ত্রীরামের আগমনশঙ্কায় সীতাকে
গ্রহণ করিয়া অতি সত্ত্বর বায়ুবেগে আকাশ মার্গে গমন করিতে
লাগিল। পদ্মমুখী জানকী অধোমুখী হইয়া দেখিলেন একটা

পর্বতের অগ্রদেশে পাঁচটা বানর অবস্থান করিতেছে। সীতা
অঙ্গ হইতে আভরণ উৎখাচন করিয়া স্বীয় উত্তরীয়ার্দ্ধে বদ্ধ
করিয়া “রামকে আমার বৃত্তান্ত বলিও” এই অভিপ্রায়ে
পর্বতোপরি তাহা নিক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর রাবণ সমুদ্র উল্লঙ্ঘন পূর্বক লক্ষ্য গমন করিয়া স্বীয়
অন্তঃপুরবর্তী নির্জন অশোক কাননে সীতাকে রক্ষা করিল।
এবং রাক্ষসীগণকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া মাতৃ-
ভাবে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। সীতা রাক্ষস
সমূহ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি নিতান্ত কুশা
ও দীন ভাবাপন্ন হইলেন। শরীর সংস্কারাদিতে তাহার
আস্থা ছিলনা। দুঃখে বদন মণ্ডল বিকৃত হইতে লাগিল, ভয়ে
বিহ্বলা হইলেন, সর্বদা “হা রাম ! হা রাম ! বলিয়া বিলাপ
করিতে লাগিলেন। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬।

ইতি ত্রীমদধ্যায় রামায়ণে উমামহেশ্বর সন্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

রামো মায়াবিনং হৃদা রাক্ষসং কামরূপিণম্ ।
 প্রতপ্তে স্বাপ্রমং গন্তুং ততো দূরাদদর্শ তম্ ॥ ১ ॥
 আয়াতং লক্ষ্মণং দীনং মুখেন পরিশুভাতা ।
 রাঘবশ্চিন্তয়ামাস স্বান্নন্যেব মহামতিঃ ॥ ২ ॥
 লক্ষ্মণস্তন্ন জানাতি মায়াসীতাং ময়া কৃতাম্ ।
 জ্ঞাতাপ্যেনং বঞ্চয়িত্বা শোচামি প্রাকৃতো যথা ॥ ৩ ॥
 যদ্ব্যহং বিরতো ভুত্বা ভুত্বীং স্থাস্থামি মন্দিরে ।
 তদা রাক্ষসকোটীনাং বধোপায়ঃ কথং ভবেৎ ? ॥
 যদি শোচামি তাং দুঃখদন্তপুং কামুকো যথা ? ।
 তদা ক্রমেণানুচিন্ত্য সীতাং বাস্তুহস্তরালয়ম্ ।
 রাবণং সকুলং হৃদা সীতামগ্নৌ স্থিতাং পুনঃ ॥ ৫ ॥

মহামতি শ্রীরামচন্দ্রে কামরূপী মায়াবী রাক্ষসকে বিনাশ
 করিয়া আশ্রমভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন। এমন সময়ে
 মলিন বদন ও দুঃখিতান্তঃকরণ লক্ষ্মণকে দূর হইতে পশ্চিমধ্যে
 অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১।২।
 আমি মায়া সীতাকে পর্ণশালায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছি
 তাহাতে রাক্ষসাদি কর্তৃক প্রকৃত সীতার কোন বিষয় হইবার
 সম্ভাবনা নাই, কিন্তু লক্ষ্মণ এই সকল ঘটনা কিছুই জানেন না।
 আমি ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান সকল ঘটনা জানিয়াও
 লক্ষ্মণের নিকট প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় প্রবঞ্চনা করিয়া শোক
 প্রকাশ করি। যদি উপস্থিত সময় সীতার নিমিত্ত শোক
 প্রকাশ না করিয়া (মোহী হইয়া) আশ্রমে বাস করি তাহা
 হইলে আর অন্য কোন ছলে কোটি রাক্ষস কুল বিনাশ করিবা
 ১।৩। যদি এ সময় হইতে কামুক পুরুষের ঞ্চায় দুঃখ সন্তপ্ত

ময়েব স্থাপিতাং নীত্বা যাতাহবোধ্যামতদ্রিতঃ ।
 অহং মনুষ্যভাবেন জাতোহস্মি ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ৬ ॥
 মনুষ্যতাবমাপন্নঃ কিঞ্চিংকালং বসামি কো ।
 ততো মায়ামনুষ্যম্য চরিতং মেহনুশৃণু তাম্ ॥ ৭ ॥
 মুক্তিঃ শ্রাদ্ধপ্রাসেন ভক্তিমার্গানুবর্তিনাম্ ।
 নিশ্চিন্ত্যেবং তদা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥
 কিমর্থমাগতোহসি ত্বং সীতাং ত্যক্ত্বা মম প্রিয়াম্ ।
 নীতা বা ভক্তিতা বাপি রাক্ষসৈর্জনকান্নজা ॥ ৯ ॥
 লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ সীতারা দুর্বচো রুদন্ ।
 হা ! লক্ষ্মণেতি বচনং রাক্ষসোক্তং শ্রুতং তরা ॥ ১০ ॥

হইয়া শোক করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে ক্রমশঃ সীতার
 অনুসন্ধান ছলে রাক্ষসালয়ে গমন করিতে পারিব। লক্ষ্মণ
 গমন করিবা মাত্র রাবণকে সবংশে নষ্ট করিয়া আমারই
 আজ্ঞানুসারে অগ্নি প্রবিষ্টা প্রকৃত সীতাকে পুনর্বার অগ্নি
 হইতে গ্রহণ পূর্বক অবোধ্যায় প্রতিগমন করিব। আমি
 ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে মনুষ্য ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অত-
 এব পৃথিবীতে মনুষ্য ভাব প্রকাশ করিয়া কিছু কাল বাস
 করিব। এই জগতে আমার মনুষ্য চরিত প্রকাশিত হইলে
 বাহার ভক্তিমার্গানুসারী হইয়া উহা শ্রবণ করিবে, তাহাদিগের
 অনায়াসে মুক্তি লাভ হইবে। শ্রীরামচন্দ্রে মনে মনে এইরূপ
 নিশ্চয় করিয়া সমীপাগত লক্ষ্মণকে কহিলেন। ৫।৬।৭।৮।
 হে লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রিয়তমা জ্ঞানকীকে পরিত্যাগ
 করিয়া কি হেতু আগমন করিলে? হে ভ্রাতঃ! এতক্ষণে রাক্ষসেরা
 জনকনন্দিনীকে হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে। ৯। অনন্তর লক্ষ্মণ

ত্বদাক্যসদৃশং শ্রুত্বা মাং গচ্ছেতি ত্বরান্বিতঃ ।

রুদন্তী সা ময়া প্রোক্তা দেবি ! রাক্ষসভাবিতম্ ।

নেদং রামস্য বচনং স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে ! ॥ ১১ ॥

ইত্যেবং সান্ত্বিতা সান্বী ময়া প্রোবাচ মাং পুনঃ ।

যত্নতঃ ত্বৰ্হচো রাম ! ন বাচ্যং পুরতন্তব ॥ ১২ ॥

কর্ণো পিধায় নির্গত্য যাতোহহং ত্বাং সমীক্ষিতুম্ ।

রামস্ত লক্ষ্মণং প্রাহ তথাপ্যনুচিতং কৃতম্ ॥ ১৩ ॥

তয়া স্ত্রীভাবিতং সত্যং কৃশা ত্যক্তা শুভাননাম্ ।

নীতা বা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি চিন্তাপরো রামঃ স্বাশ্রমং ত্বরিতো যযৌ ।

তত্রাদৃষ্টা জনকজ্ঞাং বিলনাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ১৫ ॥

হা প্রিয়ে ! ক গতাসি ত্বং ? নাসি পূর্ববদাশ্রমে ।

অথ বা মদ্বিমোহার্থং লীলয়া ক বিলীয়সে ? ॥ ১৬ ॥

ইত্যচিন্তননং সর্বং নাপশ্যাৎ জানকীং তদা ।

বনদেব্যঃ কুতঃ সীতাং ত্রবন্ত মম বল্লভাম্ ॥ ১৭ ॥

মৃগাশ্চ পক্ষিণো বৃক্ষা ! দর্শয়ন্তু মম প্রিয়াম্ ।

ইত্যেবং বিলপয়েব রামঃ সীতাং ন কুত্রচিৎ ॥ ১৮ ॥

রুতাজলি হইয়া রোদন করিতে করিতে জানকীর হৃদ্যাক্য নকল শ্রীরামের নিকট কহিতে লাগিলেন। হে রাম! জনক-নন্দিনী সীতা “হা লক্ষ্মণ!” এ প্রকার আপনীর বাক্য সদৃশ রাক্ষসের কপট বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে করিতে আমাকে কহিলেন “লক্ষ্মণ তুমি শীঘ্র আর্গ্যপুত্রের নিকট গমন করিয়া উপস্থিত বিপদের প্রতিকার কর।” অনন্তর আমি আর্গ্য জানকীকে কহিলাম,—“দেবি! আপনি বাহা শ্রবণ করিলেন উহা কখনই শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য নহে, সেই মায়ামৃগ-রূপধারী কপটী রাক্ষসাস্থমের বাক্য, হেতুচিন্তিতে! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন কোন চিন্তা করিবেন না” ১০।১১। আমি এই রূপে দেবীকে বহুতর শাস্ত্রনা করিলাম, সান্বী জনকনন্দিনী আমার বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া আমাকে যে সকল হৃদ্যাক্য বলিয়া-ছেন তাহা আপনীর অগ্রে বলিতে পারি না। ১২। হে দেব! আমি সেই সময় হস্ত মৃগল দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্বক পর্ণ-শালা হইতে নির্গত হইয়া আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। শ্রীরাম কহিলেন, ভ্রাতঃ! অতিশয় অলুচিত কার্য করিয়াছ। ১৩। যেহেতু স্ত্রী জনের বাক্য সত্য জ্ঞান করিয়া সেই শুভাননা জানকীকে পরিত্যাগ পূর্বক এস্থানে আসিয়াছ, নিশ্চয়ই সীতাকে রাক্ষসেরা গ্রহণ বা ভক্ষণ করিয়াছে। ১৪।

শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার চিন্তাকুল হইয়া অতি সহর আশ্রমে গমনানন্তর সীতাকে সেস্থানে অবলোকন না করিয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১৫। হা প্রিয়ে, তুমি কোথায় গমন করিয়াছ। পূর্ববৎ তোমাকে আশ্রমে দেখিতে পাইতেছি না। হে প্রিয়ে! তুমি কি আমাকে মুক্ত করিবার জন্য লীলাচ্ছলে কোন স্থানে লুকায়িতা হইয়াছ? ১৬। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত বন মধ্যে জানকীকে অবেষণ করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে দেখিতে না পাইয়া—বনদেবতা ও বনবাসি প্রাণি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে বনদেবিগণ! হে মৃগগণ! হে পক্ষিগণ! হে তরু সকল! আমার প্রাণ বল্লভা জানকী কোন্ স্থানে আছেন তোমরা আমাকে অবলোকন করাও। সর্বজ্ঞ শ্রীরাম এই প্রকার বহুতর বিলাপ করিতে করিতে নানা স্থান অবেষণ করিতে লাগিলেন। সীতা কোন্ স্থানে আছেন ইহা সর্ব প্রকারে জানিয়াও জানিলেন না। শ্রীরামচন্দ্র আনন্দময় হইয়াও শোক করিতে লাগিলেন। এবং অচল (অর্থাৎ ধৈর্য্যশালী) স্নেহ অর্থ, চলৎশক্তি রহিত হইয়াও নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং নির্দম নিরহঙ্কার পূর্ণানন্দ স্বরূপ হইয়াও আমার সীতা কোথায়? ইহা বলিয়া অতি দুঃখ সহকারে বিলাপ করিতে

সর্বজ্ঞঃ সর্বিধা কাপি নাপশ্যদ্রঘুনন্দনঃ।

আনন্দোহ্যপ্যম্বশোচতাং অচলোহ্যপ্যম্বুধাবতি ॥১৯

নির্মমো নিরহঙ্কারোহ্যপ্যখণ্ডানন্দরূপবান্।

মম জায়েতি সীতেতি বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ২০

এবং মায়ামমুচরমসজ্ঞোহপি রঘুত্তমঃ।

আসক্ত ইব মুঢ়ানাং ভাতি তত্ত্ববিদাং নহি ॥ ২১

ভবং বিচিন্মন সকলং বনং রামঃ সলক্ষণঃ।

ভগ্নং রথং ছত্রচাপং কুবরং পতিতং ভুবি ॥ ২২ ॥

দৃষ্ট। লক্ষণমাহেদং পশ্য লক্ষণ! কেনচিৎ।

নীলমানাং জনকজাং তং জিহ্বান্যো জহাৱতাম্ ৩২

ততঃ কণ্ঠস্থুবো ভাগং গতা পর্বতসম্ভিতম্।

রুধিরাস্তবপুর্দষ্ট। রামো বাক্যমথাত্রবীৎ ॥ ২৪ ॥

লাগিলেন। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। মূঢ়েরা এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া রঘুনন্দনকে বিব্রাস্ত পুরুষের ন্যায় বিবেচনা করিল। কিন্তু তদ্বিৎ পণ্ডিতেরা মায়া মনুষ্য লীলাকারী অনাসক্ত পরমাত্মা বলিয়া স্থির করিয়া ছিলেন। ২১। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণের সহিত সমস্ত বন অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, এক খানি ভগ্ন রথ, ও একটি ভগ্ন ছত্র, ও ভগ্ন ধনু পৃথিবী তলে পতিত রহিয়াছে। ২২। শ্রীরাম এইরূপ বিষ্ময়কর রণ চিহ্ন দর্শন করিয়া লক্ষণকে কহিলেন—ভ্রাতঃ! অবলোকন কর—এই সকল রণ চিহ্ন দ্বারা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কোন দুরাত্মা জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিল, অপর কোন বীর পুরুষ তাহাকে বুদ্ধ ফেলে জয় করিয়া সীতাকে গ্রহণ করিয়াছে। ২৩। অনন্তর শ্রীরাম অপর কোন পথে গমন করিয়া এবং পক্ষীন্দ্র জটায়ু রুধিরাস্তব, পর্বত সদৃশ সমুন্নত, শরীর দর্শনানন্তর লক্ষণকে কহিলেন ২৪। হে ভ্রাতঃ! দেখ

এব বৈ তক্ষয়িত্বা তাং জ্ঞানকীং শুভদর্শনাম্।

শেতে বিবিক্তেহতিতৃপ্তঃ পশ্য হস্মি নিশাচরম্ ॥ ২৫

চাপমানস শীঘ্রং মে বাণঞ্চ রঘুনন্দন!।

তচ্ছ্রুত্বা রামবচনং জটায়ুঃ প্রাহ ভীতবৎ ॥ ২৬ ॥

মাং ন মারয় তদ্রং তে ত্রিয়মাণং স্বকর্মণা।

অহং জটায়ুস্তে ভার্য্যাহারিণং সমমুজ্জতঃ ॥ ২৭ ॥

রাবণং তত্র যুদ্ধং মে বভূবারিবিমর্দন!।

তস্ম বাহনং রথং চাপং ছিড়াহং তেন যাতিতঃ ॥ ২৮

পতিতোহস্মি জগন্নাথ! প্রাণাংস্ত্যক্ত্যামি পশ্য মাম্

তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো দীনং কণ্ঠপ্রাণং দদর্শ হ ॥ ২৯ ॥

হস্তাত্যাং সংস্পৃশন্ রামো দুঃখাশ্রুতলোচনঃ ॥ ৩০

এই দুরাত্মা শুভদর্শনা জ্ঞানকীকে ভক্ষণ করিয়া অতি তৃপ্তি সহকারে নির্জনে শয়ন করিতেছে। অতএব এই নিশাচরকে এই দণ্ডেই বিনাশ করিব। হে লক্ষণ! শীঘ্র ধনুর্বাণ আনয়ন কর; জটায়ু শ্রীরাম বাক্য শ্রবণানন্তর ভীত হইয়া কহিল, হে মহাবাহো! আমাকে বিনাশ করিও না, আমি নিজ কর্ম দ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছি, হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক, আমি ক্রোধ সহকারে তোমার ভার্য্যাপহারী রাবণের অনুগমন করিয়াছিলাম—হে অরিমর্দন! পথিমধ্যে তাহার সহিত আমার যুদ্ধ হইয়াছিল—আমি রণক্ষেত্রে তাহার অশ্ব, রথ, ও ধনুঃ তুণ্ড প্রহার দ্বারা ছিন্ন করিয়াছিলাম, অনন্তর দুরাত্মা মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস আমাকে নিদাক্ষণ প্রহার করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়াছে। হে জগন্নাথ! এক্ষণে আমি প্রাণত্যাগ করি তুমি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে দর্শন কর। শ্রীরামচন্দ্র শ্রবণ করিয়া কণ্ঠাগত প্রাণ জটায়ুকে অবলোকন করিলেন। এবং দুঃখাশ্রু মোচনানন্তর হস্তযুগল দ্বারা জটায়ুর গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। হে জটায়ো! তুমি বল আমার সুবন্দন।

জটায়ো ! ক্রহি মে ভার্য্যা কেন নীতা শুভাননা ।

মৎকার্য্যার্থং হতোহসি ভ্রমতো মে প্রিয়বান্ধবঃ ॥ ৩১ ॥

জটায়ুঃ সমুদ্রা বাচা বক্ত্রাজ্ঞতং সমুদ্রমন ।

উবাচ রাবণো রাম ! রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ ॥ ৩২ ॥

আদায় মৈথিলীং নীতাং দক্ষিণাভিমুখো যযৌ ।

ইতো বক্তুং ন মে শক্তিঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্যামি তেহগ্রতঃ

দিক্য্য দৃষ্টোহসি রাম ! ত্বং ত্রিয়মাণেন মেহনঘ !।

পরমাত্মাসি বিষ্ণুস্ত্বং মায়ামনুজরূপধৃক্ ॥ ৩৪ ॥

অনুকালেহপি দৃষ্ট্বা ত্বাং যুক্তোহহং রঘুনন্দন ! ।

হস্তাত্যাং স্পৃশ মাং রাম ! পুনর্বাস্ত্যামি তে পদম্

তথেতি রামঃ পস্পর্শ তদঙ্গং পাণিনা স্মরন ।

ততঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য জটায়ুঃ পতিতো ভূবি ॥

রামস্তমনুশোচিত্বা বন্ধুবৎ সাক্ষলোচনঃ ।

লক্ষ্মণেন সমানায্য কাষ্ঠানি প্রদদাহ তম্ ॥ ৩৭ ॥

ভার্য্যাকে কোন্ ব্যক্তি হরণ করিয়াছে—হে সখে ! আমারই কার্য্যার্থ বিনষ্ট হইয়াছে—এই হেতু তুমি আমার প্রিয়-তম সখা ॥ ৩১ ॥ জটায়ু মুখ হইতে রক্তবমন করিতে করিতে যুহুবচনে কহিল—হে রাম ! ভীম বিক্রম রাক্ষসাদিপতি রাবণ জানকীকে হরণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে, আর অধিক বলিতে আমার শক্তি নাই, এক্ষণে তোমার অগ্রে প্রাণ পরিত্যাগ করি ॥ ৩২ ৥ ৩৩ ॥ হে অনঘ ! তুমি মায়ামনুজ-রূপধারী সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু, বহুভাগ্য বলে মরণকালে তোমাকে দর্শন করিয়া মুক্ত হইলাম ॥ ৩৪ ॥ হে রঘুনন্দন ! নিজ করকমল দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর, তাহা হইলে তোমার পরম পদ প্রাপ্ত হইব ॥ ৩৫ ॥ জীরাচন্দ্র জটায়ু বাক্যে স্বীকৃত হইয়া বিস্ময় সহকারে হস্তদ্বারা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন ॥ জটায়ুও তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন পাঞ্চভৌতিক দেহমাত্র ভূতলে পতিত রহিল ॥ ৩৬ ॥ জীরাচন্দ্র পরমবন্ধুর ন্যায় জটায়ুর প্রতি শোকাঙ্ক পরিত্যাগ

স্বাভা দুঃখেন রামোহপি লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।

হত্বা বনে যুগং তত্র মাংসখণ্ডান্ সমন্ততঃ ॥ ৩৮ ॥

শাদবলে প্রাক্ষিপজামঃ পৃথক্ পৃথগনেকখা ।

ভক্ষন্ত পক্ষিণঃ সর্ব্বৈ তৃপ্তো ভবতু পক্ষিরাট্ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ প্রাহ জটায়ো ! গচ্ছ মৎপদম্ ।

মৎসাকপ্যং ভজস্বাদ্য সর্ব্বলোকস্ত পশ্যতঃ ॥ ৪০ ॥

ততোহনন্তরমেবাসৌ দিব্যরূপধরঃ শুভঃ ।

বিমানবরমাক্রুহ ভাস্বরং ভানুসন্নিভম্ ॥ ৪১ ॥

শঙ্খচক্রগদাপদ্মাকিরীটবরভূষণৈঃ ।

দ্রোতন্ন স্বপ্রকাশেন পীতাম্বরধরোহমলঃ ॥ ৪২ ॥

চতুর্ভিঃ পাশ্বদৈর্বিষ্ণোস্তাদৃশৈরতিপূজিতঃ ।

সুয়মানো যোগিগগণৈ রামমাভাষ্য সত্বরঃ ।

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ভূষ্ঠাব রঘুনন্দনম্ ॥ ৪৩ ॥

করিয়া লক্ষ্মণদ্বারা কাষ্ঠানরন করাইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করি-লেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণের সহিত হুঃখিতান্তঃকরণে স্নান করিয়া বন মধ্যে বহুতর যুগ বধ করিলেন ॥ জীরাচন্দ্র ঐ যুগমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরী সমাকীর্ণ ভূমিতলে পৃথক্ পৃথক্-নিষ্ফেপানস্তর কহিলেন—পক্ষিগণ এই সকল মাংসখণ্ড ভক্ষণ করুক তাহা হইলে পক্ষিরা জটায়ু পরিতৃপ্ত হইবেন ॥ ৩৮ ৥ ৩৯ ॥ অনন্তর জটায়ুকে সযোজন করিয়া কহিলেন—হে জটায়ো ! সকল লোকে অবলোকন করুন, তুমি অত্র আমার সাক্ষ্য ভজনা কর ॥ ৪০ ॥ দিব্য রূপধারী জটায়ু পীতাম্বর পরিধানপূর্ব্বক সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জল বিমানে আরোহণ করিলেন ॥ তৎকালে তাঁহার শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ও কিরীট প্রভৃতি ভূষণের অসামান্য প্রভাৱ দর্শন আলোকময় হইল ॥ ৪১ ৥ ৪২ ॥ এবং ঐরূপ সর্বাভরণভূষিত চারিটি বিষ্ণুদূত উপস্থিত হইয়া জটায়ুকে সেবা করিতে লাগিলেন ॥ যোগি-গণও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ শুভ বাক্যে দিব্যরূপ-ধারী জটায়ুকে শুভ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ অনন্তর

জটায়ুরুবাচ।

অগণিতগুণমপ্রমেরমাদ্যং

সকলজগৎস্থিতিসংঘমাদিহেতুম্।

উপরমপরমং পরাত্মভূতং

সততমহং প্রণতোহস্মি রামচন্দ্রম্ ॥ ৪৪ ॥

নিরবধিসুখমিন্দ্রিরাকটাক্ষং

ক্ষপিতসুরেন্দ্রচতুর্মুখাদিদুঃখম্।

নরবরমনিশং নতোহস্মি রামং

বরদমহং বরচাপবাণহস্তম্ ॥ ৪৫ ॥

ত্রিভুবনকমনীয়কপমীড্যং

রবিশতভাসুরমীহিতপ্রদানম্।

শরণমনিশং সুরাগমূলে

কৃতনিলয়ং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে ॥ ৪৬ ॥

গক্ষীন্দ্র জটায়ু রঘুনন্দন রামকে সম্বোধন করিয়া কৃত-
জলিপুটে স্থব করিতে লাগিলেন। ৪৩। বাহার অনন্ত শক্তি
এবং দেশকালাদি দ্বারা বাহাকে পরিচ্ছেদ করা যায় না—যিনি
সকলের আদি ও সমস্ত অগতের সৃষ্টিস্থিতি সংহার কর্তা সেই
শান্তিগুণময় পরমাত্মাস্বরূপ রামচন্দ্রকে আমি সতত প্রণাম
করি। ৪৪। এবং মনুষ্যেরা যাহা হইতে নিত্য সুখলাভ
করিতে পারে এবং যিনি কমলাদেবীর এক মাত্র কটাক্ষ স্থান,
ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বিপৎকালে বাহার শরণাপন্ন
হইয়া সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন, সেই
বরপ্রদ ধনুর্ধার ধারী মায়ী মনুষ্যরূপী রামকে সতত প্রণাম
করি। ৪৫।

যিনি ত্রিভুবনৈক সূন্দররূপের শতস্বর্যাসম সমুজ্জল শো-
ভায় জগৎ আলোকময় করিতেছেন, এবং ভক্ত জনের
চিত্তে বাস করিয়া তাহাদিগের সকল অভীষ্ট প্রদান করিয়া
থাকেন, আমি সেই স্তুতিভাজন রঘুনন্দনের শরণাপন্ন

ভববিপিনদবাগ্নিনামধেয়ং

ভবমুখদৈবতদৈবতং দয়ালুম্।

দম্বজপতিসহস্রকোটিনাশং

রবিতনয়াসদৃশং হরিং প্রপদ্যে ॥ ৪৭ ॥

অবিরতভবভাবনাতিদূরং

ভববিমুখৈমুনিতিঃ সদৈব দৃশ্যম্।

ভবজলধিসুতারগাজ্জিপোতং

শরণমহং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে ॥ ৪৮ ॥

গিরিশগিরিসুতামনোনিবাসং

গিরিবরধারিণীমীহিতাভিরামম্।

সুরবরদমুদে জম্বসেবিতাজ্জিৎ

সুরবরদং রঘুনায়কং প্রপদ্যে ॥ ৪৯ ॥

পরধনপরদারবর্জিতানাং

পরগুণভূতিষু ভুক্তমানসানাম্।

হইলাম। ৪৬। বাহার নাম রূপ পাবক দ্বারা সংসার-
রূপ ভীষণ কানন দগ্ধ হয়, যিনি মহাদেব প্রভৃতি দেবগ-
ণেরও দেবতা স্বরূপ এবং যিনি সহস্রকোটি দৈত্য নাশ করিয়া
পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছেন, আমি সেই বম্বনাজল সদৃশ
নীলকান্তি শোভিত পরম দয়াময় হরির শরণাপন্ন হইলাম।
৪৭। যিনি সংসার বাসনা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের অতি দুর্লভ
এবং সংসার বিষুখ মুনিগণের সর্বদা নন্দনগোচর হইয়া
থাকেন, বাহার চরণরূপ অসামান্য তরলী ভব সাগর তরণের
এক মাত্র উপায়, আমি সেই রঘুনন্দন রামের শরণাপন্ন
হইলাম। ৪৮। যিনি হরপার্বতীর মাননমন্দিরে সতত বাস
করিতেছেন এবং সুরপতি ও অসুরপতি গণ সতত বাহার
চরণ সেবায় নিযুক্ত আছেন, আমি সেই গোবর্দ্ধনধারী সুর-
গণের ও বরদাতা রঘুনাথের শরণাপন্ন হইলাম। ৪৯। বাহার

পরহিতনিরতান্ননাং সুসেব্যং
 রঘুবরমশু জলোচনং প্রপদ্যে ॥ ৫০ ॥
 স্মিতরুচিরবিকাসিতাননাজ-
 মতিসুলভং সুররাজনীলনীলম্ ।
 সিতজলরুহচাক্ষুণেত্রশোভং
 রঘুপতিমীশগুরোণ্ডরুং প্রপদ্যে ॥ ৫১ ॥
 হরিকমলজশস্তু রূপভেদাৎ
 তুমিহ বিভাসি গুণত্রয়ানুরক্তঃ ।
 রবিরিব জলপূরিতোদপাত্রে-
 ষ্মরপতিস্তুতিপাত্রমীশমীড়ে ॥ ৫২ ॥

রতিপতিশতকোটীসুন্দরাজং
 শতপথগোচরভাবনাবিদূরম্ ।
 যতিপতিহৃদরে সদা বিভাতং
 রঘুপতিমার্তিহরং প্রভুং প্রপদ্যে ॥ ৫৩ ॥

ইত্যেবং স্তবতন্তুশ্চ প্রসমোহভূদযুত্তমঃ ।
 উবাচ গচ্ছ তদ্রং তে মম বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৫৪ ॥
 শৃণোতি য ইদং স্তোত্রং লিখেদ্বা নিয়তঃ পঠেৎ ।
 স যাতি মম সাক্ষ্যপাং মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ ॥ ৫৫ ॥
 ইতি রাঘবভাষিতং তদা শ্রুতবান্ হর্ষসমাকুলো দ্বিজঃ
 রঘুনন্দনসামমাস্থিতঃ প্রযবৌ ব্রহ্মসুপূজিতং পদম্ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে

অরণ্যকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

পরধন ও পরদারে লোভ করে না, এবং পরের গুণ কীর্তন
 ও পরের সম্পদে যাহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট হয়, সেই পরহিত-
 রত ব্যক্তিরাই যাঁহাকে সেবা করিতে পারে, আমি সেই
 অশুজলোচন রঘুনাথের শরণাপন্ন হইলাম । ৫০ । যে রাম-
 চন্দ্রের বদন কমল সর্বদা হাস্তদ্বারা বিকসিত, যাঁহার নেত্র-
 যুগল খেতপদ্মের শোভা ধারণ করিতেছে, আমি সেই ইন্দ্র-
 নীলমণি সদৃশ কান্তি সম্পন্ন, ভক্তজনের অতিসুলভ এবং ব্রহ্মার
 গুণ রঘুপতির শরণাপন্ন হইলাম । ৫১ । হে রাম ! যেমন
 জনপূরিত পাত্রে এক রবি প্রতিবিম্বিত হইয়া বিভিন্নরূপে
 প্রভীত হইয়া থাকে, তুমি সেইরূপ সত্ত্বরজঃ তমো গুণ ভেদে
 বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব এই তিন প্রকার মূর্তি ধারণ করিয়া জগতে
 বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছ—বস্তুগত্যা তুমি একক । হে
 ভগবন্ ! তুমি দেবরাজেরও স্তব পাত্র তোমাকে আমি স্তব
 করি । ৫২ । যিনি শতকোটি কন্দর্পের ন্যায় পরম সুন্দর

মূর্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, যিনি নানা পথগামী
 চিত্ত বিশিষ্ট মনুষ্যদিগের অতি দুর্লভ বস্তু, কিন্তু যতিগণের
 চিত্তে সর্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন, আমি সেই সর্বদুঃখ-
 হারী মহাপ্রভু রঘুপতির শরণাপন্ন হইলাম । ৫৩ ।

শ্রীরাম জটায়ু কৃত স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, জটায়ো!
 তোমার মঙ্গল হইবে । এক্ষণে বিষ্ণুর পরম ধামে গমন কর
 । ৫৪ । যে ব্যক্তি এই জটায়ু কৃত স্তব শ্রবণ বা লিপিবদ্ধ করিবে,
 কিম্বা সংঘত হইয়া প্রতিদিন পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি মরণ সময়ে
 আমার স্বরণ লাভ করিয়া অন্তে সাক্ষ্য লাভ করিবে । ৫৫ ।
 পরমানন্দিত পক্ষীন্দ্র জটায়ু শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণানন্তর
 শ্রীরামের সমতা প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন । ৫৬ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে অরণ্যকাণ্ডে
 অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোঃধ্যায়ঃ।

ততো রামো লক্ষ্মণেন জগাম বিপিনাস্তরম্।
 পুনদুঃখং সমাপ্রিত্য সীতাশ্বেষণতৎপরঃ ॥ ১ ॥
 তত্রাস্তৃতসমাকারো রাক্ষসঃ প্রত্যদৃশ্যত।
 বক্ষশ্চৈব মহাবক্ষুঃশ্চক্ষুরাদিবিবর্জিতঃ ॥ ২ ॥
 বাহু যোজনমাত্রেন ব্যাপ্তৌ তস্য রক্ষসঃ।
 কবন্ধো নাম দৈত্যোজ্জ্বলঃ সর্বসমুদ্রবিহিংসকঃ ॥ ৩ ॥
 তদ্বাষ্কোর্মধ্যদেশে তৌ চরন্তৌ রামলক্ষ্মণৌ।
 দদর্শতুমহাসমুদ্রং তদ্বাহুপরিবেষ্টিতৌ ॥ ৪ ॥
 রামঃ প্রোবাচ বিহসন্ পশ্য লক্ষ্মণ! রাক্ষসম্।
 শিরঃপাদবিহীনোহয়ং যস্য বক্ষসি চাননম্ ॥ ৫ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র দুঃখিতান্তঃকরণে সীতাশ্বেষণ করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত বনান্তরে গমন করিলেন। ১। সেই স্থানে একটি বিচিত্ররূপ রাক্ষস তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। ঐ রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে একটি বৃহৎ মুখ, উহার চক্ষু কণ কিছুই নাই, তাহার বাহুদ্বয় যোজন পরিমিত, ঐ সর্ব প্রাণি হিংসক দৈত্যোজ্জ্বল কবন্ধ নামে বিখ্যাত ছিল। উহার বিস্তৃত বাহুদ্বয়ের মধ্যস্থলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ উভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমতঃ কিছুই জানিতে পারেন নাই। যখন শ্রীরাম জানিলেন যে, তাঁহারা রাক্ষস-বাহু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছেন; তখন লক্ষ্মণকে হস্ত করিতে করিতে কহিলেন। লক্ষ্মণ! এই রাক্ষসের বিচিত্ররূপ অবলোকন কর—ইহার মস্তক ও চরণ নাই, বক্ষঃস্থলে একটি বৃহৎ মুখ, যোজন বিস্তৃত বাহু-

বাহুত্যাং লভ্যতে যদ্ব্যতন্তদ্রক্ষন্ স্থিতো ধ্রুবম্।
 আবামপ্যেতয়োর্বাহ্বোর্মধ্যে সঙ্কলিতৌ ধ্রুবম্। ৬।
 গন্তুমন্যত্র মার্গো ন দৃশ্যতে রঘুনন্দন!।
 কিং কৰ্ত্তব্যমিতোহস্মাভিরিদানীং? তক্ষয়েৎ স নো
 লক্ষ্মণস্তমুবাচেদং কিং বিচারেণ? রাঘব!।
 আবামেকৈকমব্যগ্রৌ চিন্ম্যাং রক্ষোভুজৌ ধ্রুবম্।
 তথৈতি রামঃ খজ্জেন ভুজং দক্ষিণমচ্ছিনৎ।
 তথৈব লক্ষ্মণো বামং চিচ্ছেদ ভুজমঞ্জসা ॥ ৭ ॥
 ততোহতিবিস্মিতৌ দৈত্যঃ কৌ যুবাং সুরপুঙ্গবৌ?
 মদ্বাহুচ্ছেদকৌ লোকে দিবি দেবেষু বা কুতঃ ॥ ১০ ॥

যুগল দ্বারা যাহা সংগ্রহ করে তাহাই ভক্ষণ করিয়া এই বনে বাস করিতেছে। আমরাও ইহার বাহুদ্বয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইয়াছি। হে রঘুনন্দন! রাক্ষসের বাহুদ্বয় মধ্য হইতে নির্গমনের অন্যপথ নাই, এক্ষণে আমরা কি করি, হুয়াস্মা এই দণ্ডেই আমাদেরকে ভক্ষণ করিবে। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। লক্ষ্মণ কহিলেন। হে রাঘব! আপনি এ বিষয়ে কি বিচার করিয়া বিলম্ব করিতেছেন? আমরা দুই জনে এক একটি করিয়া রাক্ষসের বাহুযুগল ছেদ করি বিলম্ব করিবেন না। ৮। রাম লক্ষ্মণের বাক্যে সম্মত হইয়া শাণিত খড়া দ্বারা রাক্ষসের দক্ষিণ হস্ত ছেদ করিলেন। লক্ষ্মণও তৎক্ষণাৎ তাহার বাম হস্ত ছেদ করিলেন। ৯। অনন্তর দৈত্যোজ্জ্বল রাক্ষস অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল—তোমাদিগের দুই জনের নাম কি? কোথা হইতে বা আসিয়া আমার বাহুদ্বয়

ততোহব্রবীদ্ধসম্বেব রামো রাজীবলোচনঃ।

অবোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথো মহান্ ॥১১

রামোহহং তস্য পুত্রোহসৌ ভ্রাতা মে লক্ষ্মণঃ সুখীঃ

মম ভার্যা জনকজা সীতা ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥১২॥

আবাং মৃগয়স্বা যাতৌ তদা কেনাপি রক্ষসা।

নীতাং সীতাং বিচিন্ত্যস্তৌ চাগতৌ ঘোরকাননে ॥১৩

বাহুভ্যাং বেষ্টিতাবত্ৰ তব প্রাণরিরক্ষস্বা।

হিমৌ তব ভুজৌ ত্বং চ কো বা বিকটরূপধৃক্? ॥

কবন্ধ উবাচ।

ধন্যোহহং যদি রামস্তমাংগতোহসি মমাস্তিকম্।

পুরা গন্ধৰ্বরাজোহহং রূপযৌবনদর্পিতঃ ॥ ১৫ ॥

হেদন করিলে। অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, দেবলোকে দেব-
তারা আমার বাহুছেদনে সমর্থ হন নাই, মর্তলোকে আমার
বাহুছেদনকারি ব্যক্তির সমাগম কি রূপে হইল! ১০। অন-
ন্তর রাজীবলোচন রাম সহাস্য বদনে কহিলেন—আমরা
অবোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্র, আমার নাম রাম, এই
সুবুদ্ধি লক্ষ্মণ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ত্রৈলোক্য সুন্দরী জনক-
নন্দিনী আমার ভার্যা আমাদিগের সহিত বনে আসিয়া-
ছিলেন। এক দিন আমরা দুইজনে মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছি-
লাম, ঐ অবসরে কোন হুয়া রাক্ষস তাঁহাকে হরণ করিয়াছে,
আমরা তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে এই ঘোর বনে আসি-
রাছি। ১১। ১২। ১৩। হে দৈত্যেন্দ্র! আমরা তোমার বাহ-
নধ্য পতিত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ স্বদীর্ঘ বাহুগুল ছেদ করিয়াছি।
হে মহাবল! তোমার বিকট রূপ দেখিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন
হইয়াছি এক্ষণে নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া আমাদিগের
অভিলাষ পূরণ কর। ১৪।

কবন্ধ কহিল, হে রাম! অদ্য তুমি আমার সম্মুখে
আসিয়া দর্শন দিয়াছ ইহাতে ধন্য হইলাম। আমার
পূর্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, আমি গন্ধৰ্বদিগের রাজা, পূর্বকালে

বিচরন্ লোকমখিলং বরনারীমনোহরঃ।

তপসা ব্রহ্মণো লব্ধমবধ্যত্বং রঘুন্তম! ॥১৬॥

অষ্ঠাবক্রং মুনিং দৃষ্ট্বা কদাচিদহসং পুরা।

ক্রুদ্ধোহসাবাহ দুর্ঘ! ত্বং রাক্ষসো ভব দুর্মতে! ॥১৭

অষ্ঠাবক্রঃ পুনঃ প্রাহ বন্দিতো মে দয়াপরঃ।

সাপস্তান্ত্বঞ্চ মে প্রাহ তপসা চোতীতপ্রভঃ ॥ ১৮॥

ত্রেতাযুগে দাশরথিভূত্বা নারায়ণঃ স্বয়ম্।

আগমিষ্যতি তে বাহু হৃদ্যেতে যোজনায়তো ॥১৯॥

তেন শাপাদ্বিনিমুক্তো ভবিষ্যসি যথা পুরা।

ইতি শপ্তোহহমদ্রাক্ষং রাক্ষসীং তনুমান্ননঃ ॥ ২০

কদাচিদেবরাজানমভ্যর্জবমহং রুবা।

সোহপি বজ্রেন মাং রাম! শিরোদেশেহভ্যতাড়য়ৎ

বরাদনা মনোহর রূপ ও যৌবন দর্পে মত্ত হইয়া সমস্ত
লোক বিচরণ করিতাম। এবং তৎকালে কমল যোনি
আমার ঘোরতর কঠিন তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে
অবধ্যত্ব বর দিয়াছিলেন। ১৫। ১৬। হে রঘুনন্দন! এক
দিন মহাপ্রভাব অষ্ঠাবক্র মুনিকে দেখিয়া হাস্য করিয়া
ছিলাম, মহাতপা অষ্ঠাবক্র ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিনম্পাত
করিলেন—“রে দুর্ঘতে, দুষ্ট-স্বভাব! তুই রাক্ষস হইয়া কালান্তি-
পাত কর”। ১৭। আমি শাপ বাক্য শ্রবণ মাত্র ব্যাকুল
হইয়া তপোধনকে বহুবিধ বিনয় ও বন্দনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট
করিলাম। অনন্তর দয়া স্বভাব সম্পন্ন, তপঃ প্রদীপ্ত ঋষির
আমাকে শাপান্ত সময় কহিলেন যে, “ত্রেতাযুগে ভগবান্
নারায়ণ দাশরথি রূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া এই স্থানে
আগমন করিয়া তোমার যোজন পরিমিত বাহু দ্বয় ছেদন
করিবেন; তুমি সেই কালে পাণ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্বরূপ
প্রাপ্ত হইবে।” মহর্ষি আমাকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইবা-
নাত্র আমি আপনাকে রাক্ষসাকৃতি দেখিতে লাগিলাম।

হে রঘুনন্দন! এক দিন আমি ক্রোধ পূর্বক রাক্ষসরূপে
দেবরাজের অনুসরণ করিয়াছিলাম। অনন্তর দেবরাজ ক্রুদ্ধ

তদা শিরো গতং কুক্ষিং পাদৌ চ রঘুনন্দন ! ।

ব্রহ্মদত্তবরানমৃত্যুর্নাভুগ্নে বজ্রতাড়নাৎ ॥ ২২ ॥

মুখাতাবে কথং জীবৎ ? অয়মিত্যমরাধিপম্ ।

উচুঃ সর্বৈ দয়াবিক্টা মাং বিলোক্যাস্তবজ্রিতম্ ॥ ২৩ ॥

ততো মাং প্রাহ মঘবা জঠরে তে মুখং ভবেৎ ।

বাহু তে যোজনাযামৌ ভবিষ্যত ইতো ব্রজ ॥ ২৪ ॥

ইত্যন্তোহত্র বসম্নিতাং বাহুত্যাং বনগোচরান্ ।

ভক্ষয়াম্যধুনা বাহু খণ্ডিতৌ মে ত্বয়ানয় ! ॥ ২৫ ॥

ইতঃপরং মাং শ্ৰভাস্তে নিক্ষিপাশ্লীক্ষনান্নতে ।

অগ্নিনা দহমানোহহং ত্বয়া রঘুকুলোত্তম ! ॥ ২৬ ॥

হইয়া আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করিলেন, ঐ বজ্রাঘাত দ্বারা আমার মস্তক ও পাদদ্বয় কুক্ষিদেগে প্রবিষ্ট হইল, কেবল ব্রহ্মদত্ত বর প্রভাবে বজ্রাঘাতেও মৃত্যু হইল না । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । আমাকে মুখরহিত দেখিয়া সকল লোকেই দয়াপরতন্ত্র হইয়া দেবরাজকে কহিল, হে দেবরাজ ! এই ব্রাহ্মস মুখবজ্রিত হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবে ? । ২৩ । অনন্তর দেবরাজ কহিলেন, হে ব্রাহ্মস ! তোমার বক্ষঃস্থলে মুখ ও বাহুদ্বয় যোজন পরিমিত হইবে এক্ষণে গমন কর । ২৪ । হে রাম ! আমি দেবরাজ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৎকাল্যাবধি এই স্থানে বাস করিতেছি এবং বিস্তৃত বাহুযুগল দ্বারা বন্য জন্তু সকল গ্রাহণ করিয়া ভক্ষণ করি । এক্ষণে তোমা কর্তৃক আমার জীবন সাধন সেই বাহু যুগল খণ্ডিত হইল । হে কৰুণাময় ! বিলম্ব করিও না অতি সত্ত্বর আমাকে বহুতর কার্ত্তসম্পর্কে দেদীপ্যমান পাবকের প্রবল শিখা সমূহ সমারত গর্তমুখে নিক্ষেপ কর । হে রঘুত্তম ! তোমা কর্তৃক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে আমি পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সীতার সকল রক্তান্ত কহিব । ব্রাহ্মস এইরূপ কহিয়া নিবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণ অতি শীঘ্র একটা বৃহৎ গর্ত নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ পূর্বক কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন । অনন্তর

পূর্বরূপমবুপ্রাপ্য ভার্য্যামার্গং বদামি তে ।

ইত্যন্তে লক্ষ্মণেনাশু শ্ৰভং নির্দায় তত্র তম্ ॥ ২৭ ॥

নিক্ষিপ্য প্রাদহৎকাঠৈস্ততো দেহাৎ সমুস্থিতঃ ।

কন্দর্পসদৃশাকারঃ সর্বাতরণভূষিতঃ ॥ ২৮ ॥

রামং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সাক্ষাৎ প্রণিপত্য চ ।

কৃতাজ্জলিরুবাচেদং ভক্তিগদগদয়া গিরা ॥ ২৯ ॥

গন্ধর্ব উবাচ ।

স্তোভুমুৎসহতে মেহদ্য মনো রামাতিসঙ্কমাৎ ।

ত্বামনন্তমনাদ্যন্তং মনোবাচামগোচরম্ ॥ ৩০ ॥

সুক্ষ্মং তে রূপমব্যক্তং দ্বেহদয়বিলক্ষণম্ ।

দৃঢ়পমিতরং সর্বং দৃশ্যং জড়মনাস্কম্ ।

তৎকথং ত্বাং বিজানীয়াৎ ব্যতিরিক্তং মনঃ ? প্রভো

বুদ্ধ্যাত্মাভাসয়োরৈক্যং জীব ইত্যভিধীয়তে ।

বুদ্ধ্যাতিসাক্ষী ব্রহ্মৈব তস্মিন্মির্বিষয়েহখিলম্ ॥ ৩২ ॥

ব্রাহ্মসের দেহ হইতে কন্দর্প সদৃশ পরম সূক্ষ্ম সর্বাতরণ ভূষিত একটা পুরুষ নির্গত হইয়া শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ করণানন্তর সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিয়া কৃতাজ্জলি পুটে ভক্তিগদগদ বাক্যে কহিল । ২৯ । হে রাম ! তোমাকে সর্বব্যাপী অনাদি অনন্ত এবং বাক্য ও মনের অগোচর জানিয়াও আমার মন অতিশয় প্রীতি হেতু স্তব করিতে উৎসাহ করিতেছে । ৩০ । হে ভগবন্ ! সে সকল স্তব বাক্য বিফল মাত্র, তোমার হিরণ্য গর্ত মূর্তি ও বিরাট মূর্তি হইতে বিভিন্ন যে জ্ঞান স্বরূপ সূক্ষ্ম মূর্তি তাহা যোগিদিগেরও ভ্রুজের এতদ্ভিন্ন দৃশ্য বস্তু মাতেই অড়পদার্থ, সূতরাং তোমা হইতে বিভিন্ন মন তোমাকে কিরূপে জানিবে । ৩১ ।

চিত্ত এবং চিত্তে আত্ম প্রতিবিম্ব এই উভয়ের অভেদ জ্ঞান বিষয় পদার্থ, জীব, ঐ জীব এই সূক্ষ্ম জড় পদার্থের সাক্ষী নহে ।

আরোপ্যতেহজ্ঞানবশান্নির্বিকারেহখিলান্ননি ।

হিরণ্যগৰ্ভস্তে সূক্ষ্মং দেহং স্থূলং বিরাট্ স্মৃতম্ ॥

ভাবনাবিস্ময়ো রাম ! সূক্ষ্মস্তে খ্যাভূমঙ্গলম্ ।

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ যত্রেদং দৃশ্যতে জগৎ ॥ ৩৪ ॥

স্থ লেহগুণকোশে দেহে তে মহাদাদিত্তিরাহতে ।

সপ্তভিরুত্তরগুণৈঃ বৈরাজো ধারণাশ্রয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ত্বমেব সৰ্ব্বকৈবল্যং লোকান্তেহবয়বাঃ স্মৃতাঃ ।

পাতালং তে পাদমূলং পাঞ্চিস্তব মহাতলম্ ॥ ৩৬ ॥

শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থই সমস্ত জড় জগতের সাক্ষী ও ও অন্তর্ধামী, যেহেতু বাঙ্কনের অগোচর সেই ব্রহ্ম পদার্থে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে, 'হে রঘুনন্দন ! মহাবোরা আপনাকে সেই নির্বিকার সৰ্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ জানিয়া আপনাতে অজ্ঞানবশতঃ সমস্ত লিঙ্গদেহ সমষ্টিরূপ হিরণ্য গৰ্ভ মূর্তির ও স্থূল দেহ সমষ্টিরূপ বিরাটমূর্তির আরোপ করিয়া থাকে । ৩২ । ৩৩ । হে রাম ! আপনি নিশ্চিন্ত নহেন যে হেতু আপনার স্মরণকারি ব্যক্তিদিগের স্বপদ প্রদানরূপ মঙ্গল চিন্তা আপনার হৃদয় পুণ্ডরীকে সৰ্ব্বদা জাগরণ করিতেছে, ভূত ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্ত পদার্থও ঐ চিন্তার বিষয় । ৩৪ । হে ভগবন ! আপনার মহত্ত্বাদি পরিবৃত্ত স্থূলতম বিরাড় দেহে বিশ্বধারণা শক্তি আছে, হে জগদীশ্বর ! আপনিই সকলের মুক্তি দাতা এই সমস্ত লোক আপনার বিরাড মূর্তিরই অবয়বে বাস করিতেছে, যে হেতু পাতাল ঐ দেহের পাদমূলে, মহাতল পাঞ্চিদৈশে, গুল্ফদ্বয়ে রসাতল, এবং গুল্ফকোর্দে জাহ্নুর অধোভাগে তলাতল, জাহ্নুদ্বয়ে সূতল, উরু বৃগলে বিতল, উরু দেশের উর্দ্ধজঘনের অধোভাগে অতল । হে রাম ! এই পৃথিবী ঐ দেহের জন ঘন দেশে আছে, ভুবলোক নাভিদৈশে, উরুস্থলে স্বর্গলোক, এবং গ্রীবাদৈশে মহর্লোক । হে রঘুনন্দন ! ঐ দেহের মুখমণ্ডলে জনলোক, তপোলোক ললাটদেশে । হে প্রভো ! ঐ দেহের মস্তকে সত্যলোক আছে । হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! ইন্দ্রাদি লোকপালগণ আপনার বাহুদেশে বাস

রসাতলস্তে গুল্ফৌ তু তলাতলমিতীর্যতে ।

জাহ্নুনী সূতলং রাম ! উরু তে বিতলং তথা ॥ ৩৭ ॥

অতলঞ্চ মহী রাম ! জঘনং নাভিগং নভঃ ।

উরুস্থলস্তে জ্যোতীংবি গ্রীবা তে মহ উচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

বদনং জনলোকস্তে তপস্তে শাশ্বদেশগম্ ।

সত্যলোকো রঘুশ্রেষ্ঠ ! শীর্ষগ্যাস্তে নদা প্রভো ! ॥

ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বাহবস্তে দিশঃ শ্রুতী ।

অশ্বিনৌ নাসিকে রাম ! বক্তৃস্তেহগ্নিরুদাহতঃ ॥ ৪০ ॥

চক্ষুস্তে সবিতা রাম ! মনশ্চন্দ্র উদাহতঃ ।

ভূভক্ষ এব কালস্তে বুদ্ধিস্তে বাকপতির্ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

রুদ্রোহঙ্কাররূপস্তে বাচচ্ছন্দাংসি তেহব্যয় ! ।

যমস্তে দংষ্ট্রদেশেহো নক্ষত্রাণি দ্বিজালয়ঃ ॥ ৪২ ॥

হাসো মোহকরী মায়া সৃষ্টিস্তেহপাক্ৰমোক্ষণম্ ।

ধর্মঃ পুরস্তেহধর্মলচ্চ পৃষ্ঠভাগ উদীরিতঃ ॥ ৪৩ ॥

নিমিষোন্মেষণে রাত্রির্দিবা চৈব রঘুস্তম ! ।

সমুদ্রাঃ সপ্ত তে কুক্ষি নাড্যো নদ্যন্তব প্রভো ! ॥ ৪৪ ॥

করিতেছেন এবং কর্ণযুগলে দশদিক্, অধিনীকুমার নাসিকাঘরে, অগ্নি বক্তৃ মধ্যে, চক্ষুদ্বয়ে স্বর্ঘ্য, মনে চন্দ্র এবং ক্রতুজ মধ্যে নিমিষাদি কাল, বুদ্ধিতে ব্রহ্মস্পতি, এবং অহঙ্কারে কত্র বাস করিতেছেন । বাক্যে ছন্দগণ অর্থাৎ বেদসকল । হে রাম ! ঐ দেহের দশনের মূলদেশে রুতান্ত আছে, এবং দন্তমধ্যে নক্ষত্রগণ বাস করিতেছেন । হে ভগবন ! ঐ দেহের হাসো সর্বমোহকরী মায়া আছে, এবং নয়নাপাঙ্গে সৃষ্টি, সমুদ্রে ধর্ম, পশ্চাত্তাঙ্গে অধর্ম, এবং নয়নের নিমিষে রাত্রি, উন্নীলনে দিবা । হে রঘুনন্দন ! সপ্তসমুদ্র ঐ দেহের কুক্ষিদৈশে, নদী সকল নাড়ীমধ্যে; এবং ঐ দেহের রোম সকল বক্ষ ও ওষধি;

রোমাণি ব্রহ্মোষধয়ো রেতো বৃষ্টিস্তব প্রভো ! ।

মহিমা জ্ঞানশক্তিস্তে এবং স্থূলং বপুস্তব ॥ ৪৫ ॥

যদস্মিংশূলরূপে তে মনঃ সংস্পর্শ্যতে নরৈঃ ।

অনার্যাসেন মুক্তিঃ শ্রাদতোহন্যন্নহি কিঞ্চন ॥ ৪৬ ॥

অতোহহং রাম ! রূপস্তে স্থূলমেবানুভাবয়ে ।

যস্মিন্শ্রীতে প্রেমরসঃ সরোমপুলকো ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥

তদৈব মুক্তিঃ শ্রাদ্যাম ! যদা তে স্থূলভাবকঃ ।

তদপ্যাস্তাং তবৈবাহমেতদ্রূপং বিচিস্তয়ে ॥ ৪৮ ॥

ধনুর্বাণধরং শ্রামং জটাবল্কলভূষিতম্ ।

অপীব্যবয়সং সীতাং বিচিস্তন্তং সলক্ষণম্ ॥ ৪৯ ॥

ইদমেব সদা মে শ্রান্মানসে রঘুনন্দন ! ।

সর্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎপার্ক্যত্যা সহিতঃ সদা ॥ ৫০ ॥

তদ্রূপমেবং সততং ধ্যায়ন্তাস্তে রঘুন্তম ! ।

মুমূর্ষুণাং সদা কাষ্ঠাং তারকং ব্রহ্মবাচকম্ ॥ ৫১ ॥

রাম রামেভ্যুপদিশন্ সদা সন্তুষ্টমানসঃ ।

অতন্ত্বং জানকীনাথ ! পরমাত্মা স্তুনিশ্চিতঃ ॥ ৫২ ॥

সর্বৈ তে মায়ায়া মুঢ়াস্ত্বাং ন জানন্তি তত্ত্বতঃ ।

নমস্তে রামতদ্রূপ বেধসে পরমাত্মনে ॥ ৫৩ ॥

অযোধ্যাধিপতে ! তুভ্যং নমঃ সৌমিত্রিসেবিত !

ব্রাহ্মি ব্রাহ্মি জগন্নাথ ! মাং মায়া নান্বণোতু তে ॥ ৫৪ ॥

রাম উবাচ ।

তুচ্ছোহহং দেবগন্ধর্ব ! তন্ত্ৰা স্তুত্যা চ তেহনয়া ।

যাহি মে পরমং স্থানং যোগিগম্যং সনাতনম্ ॥ ৫৫ ॥

রেত সকল বৃষ্টি, এবং ঐ দেহের মহিমা জ্ঞানশক্তি । হে রাম চন্দ্র এই প্রকার আপনার স্থূলশরীরে যাহারা মন অর্পণ করে তাহাদিগের অনার্যাসে মুক্তিলাভ হয় । হে রাম ! আপনার বিরাদ্ভূমুর্ভি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ জগতে কিছুই নাই, অতএব এই রামরূপকেই বিরাদ্ভূরূপ বলিয়া ভাবনা করিতেছি । যে রাম রূপ ধ্যান করিলে প্রেমরস ও প্রেমরস হইতে সর্বশরীরে রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয় । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । হে ভগবন্ ! যদি রামরূপকে বিরাদ্ভূরূপ ভাবনা করিয়া মনু-বোরা মুক্তি লাভ করিতে না পারে এবং কেবল সেই বিরাদ্ভূমুর্ভি ভাবনাই মুক্তির কারণ হয়, তাহা হইলে আমি মুক্তির জন্য রামরূপ ভ্যাগ করিয়া কেবল বিরাদ্ভূরূপ ভাবনা করিতে ইচ্ছা করিনা । কিন্তু এই প্রার্থনা করি যে, আপনার ধনু-র্বাণধারী জটাবল্কল ভূষিত নবদুর্বাদলশ্রাম রামরূপ সীতা-ব্বেষণ সময়ে বেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই অবস্থায়

লক্ষ্মণের সহিত আমার হৃদয়ে সর্বদা জাগরিত হউক । হে রঘুনন্দন ! সর্বজ্ঞানী ভূত ভাবন ভবানীপতি ভবানীর সহিত মিলিত হইয়া সর্বদা আপনার এই রামরূপ ভাবনা করিতেছেন এবং কাশীক্ষেত্রে মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণবিবরে ব্রহ্ম-বাচক রাম নাম স্বরূপ তারক মন্ত্র উপদেশ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন । হে জানকীনাথ ! এই সকল কারণে আপনাকে পরমাত্মা বলিয়া আমি নিশ্চয় করিয়াছি, মুঢ়-ব্যক্তির আপনার বিশ্বমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে জানিতে পারে না । হে অযোধ্যাপতে ! আপনি স্বর্গিকর্তা পরমেশ্বর, আপনার সৌমিত্রি সেবিত রামরূপকে নমস্কার করি । হে জগন্নাথ ! আমাকে রক্ষা করুন, আপনার সর্বলোকমোহিনী মায়া আমাকে আবরণ না করে । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । রামচন্দ্র কহিলেন, হে গন্ধর্ব-রাজ ! আমি তোমার এইরূপ ভক্তি এবং স্তব বাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট হইলাম । এক্ষণে তুমি আমার সেই নিত্য পরম ধামে গমন কর, বাহা যোগিগণ বহুতর ভ্রমস্যা দ্বারা লাভ করিয়া

জপন্তি যে নিত্যমনন্যবুধ্য।

ভক্ত্যা ত্বদুক্তং শ্রবমাগমোক্তম্।

তেহজ্ঞানসমুত্তভবং বিহার

মাং যাস্তি নিত্যানুভবান্নমেরম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

অরণ্যকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ।

জয়লাভ করিয়া অজ্ঞানজনিত সংসার বন্ধন পরিত্যাগ পূর্বক
অন্তকালে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৫৬।

থাকে। ৫৫। হে জ্ঞানিবার! যে সকল ব্যক্তি অনন্যমনে
ভক্তিপূর্বক ত্বৎকৃত শ্রব পাঠ করে, তাহারাইহলোকে সর্বত্র

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ।

দশমোহধ্যায়ঃ।

লক্ষ্ম। বরং স গন্ধর্ব্বঃ প্রয়াশ্চন্ রামমত্ৰবীৎ।

শবর্য্যাস্তে পুরোভাগে আশ্রমে রঘুনন্দন! ॥১॥

ভক্ত্যা ত্বৎপাদকমলে ভক্তিমাগবিশারদা।

তাং প্রয়াহি মহাভাগ! সর্ব্বং তে কথয়িষ্যতি ॥ ২ ॥

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ সোহপি বিমানেনার্কবচসা।

বিশ্বোঃ পদং রামনামস্মরণে ফলমীদৃশম্ ॥ ৩ ॥

ভাক্ত্বা তদ্বিপিনং ঘোরং সিংহব্যাঘ্রাদিদূষিতম্।

শনৈরথাশ্রমপদং শবর্য্য রঘুনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

শবরী রামমালোক্য লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্।

আস্নাত্তমারাক্ষৰ্ণেণ প্রত্যুখ্যাস্মাচিরেণ সা ॥ ৫ ॥

গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীরামের নিকট বরলাভ করিয়া গমন করিতে
শ্রীরামকে কহিলেন হে রঘুনন্দন! ভক্তিমাগানুসারিণী শবরী
নারী তাপসী আপনার পাদপদ্মে ভক্তি সহকারে মনোনিবেশ
করিয়া সমুখবর্তী আশ্রমে বাস করিতেছেন। ১। আপনি
তাঁহার নিকট গমন ককন, তিনি সীতা বৃত্তান্ত সমস্তই আপ-
নার নিকট সবিস্তরে ব্যক্ত করিবেন। ২। গন্ধর্ব্বরাজ
শ্রীরামকে এইসকল বৃত্তান্ত কহিয়া স্বর্ঘ্যাসদৃশ সমুজ্জল বিমানে

আরোহণ পূর্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। মনুষ্যেরা
রাম নাম স্মরণ করিলে অনায়াসে এইরূপ ফল লাভ
করিতে পারে। ৩। অনন্তর রঘুনন্দন লক্ষ্মণের সহিত সিংহ
ব্যাঘ্রাদি দূষিত সেই ভয়ঙ্কর বন পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ মন্দ
গমনে শবরীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ৪। ভক্তিপরায়ণা
শবরী লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামকে সমাগত দেখিয়া সহসা
সাদরে গাত্রোখানান্তর শ্রীরামের পাদযুগলে পতিত হইলেন।

পতিত্বা পাদয়োঃরগ্রে হর্ষপূর্ণাশ্রলোচনা ।

স্বাগতেনাভিনন্দ্যাস্থ স্বাসনে সংন্যবেশয়ৎ ॥ ৬ ॥

রামলক্ষ্মণয়োঃ সম্যক্ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।

তচ্ছলেনাভিষিচ্যাক্ষমথার্যাদিভিরাদৃতা ॥ ৭ ॥

সম্পূজ্য বিধিবজ্রামং সসৌমিত্রিঃ সপর্যয়া ।

সংগৃহীতানি দিব্যানি রামার্থং শবরী মুদা ॥ ৮ ॥

কনান্যমৃতকম্পানি দদৌ রামায় ভক্তিতঃ ।

পাদৌ সংপূজ্য কুন্তুমৈঃ স্নুগন্ধৈঃ সানুলেপনৈঃ ॥ ৯ ॥

কৃতাতিথ্যং রঘুশ্রেষ্ঠমুপবিষ্টং সহানুজম্ ।

শবরী ভক্তিসম্পন্না প্রাঞ্জলিকাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

অত্রাশ্রমে রঘুশ্রেষ্ঠ ! গুরবো মে মহর্ষয়ঃ ।

স্থিতাঃ শুশ্রূষণং তেষাং কুর্কন্তী সমুপস্থিতা ॥ ১১ ॥

বহুবর্ষসহস্রাণি গতান্তে ব্রহ্মণঃ পদম্ ।

গমিষ্যন্তোহিক্রবন্মাং ত্বং বসাতৈব সমাহিতা ॥ ১২ ॥

রামো দাশরথীর্জাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

রাক্ষসানাং বধার্থায় ঋষীণাং রক্ষণায় চ ॥ ১৩ ॥

আগমিষ্যতি চৈকাপ্রাধ্যাননিষ্ঠা স্থিরা তব ।

ইদানীং চিত্রকূটাদ্রাবাশ্রমে বসতি প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥

যাবদাগমনং তস্য তাবদ্রক্ষ কলেবরম্ ।

দৃষ্টেব রাঘবং দক্ষ্য দেহং যাস্যসি তৎপদম্ ॥ ১৫ ॥

তথৈবাকরবং রাম ! ত্বদ্যাতনৈকপরায়ণা ।

প্রতীক্ষ্যাগমনং তেহত্ম সফলং গুরুতাম্বিতম্ ॥ ১৬ ॥

তব সন্দর্শনং রাম ! গুরুণামপি মে নহি ।

যোষিষ্মূঢ়াহপ্রমেরাঅন্ ! হীনজাতিসমুদ্ভবা ॥ ১৭ ॥

স্থানে বহু সহস্র বর্ষ বাস করিয়া ব্রহ্মলোক গমন করিয়া-

ছেন, গমন কালে তাঁহার আশ্রমে এই আদেশ করিয়াছিলেন

যে, “বৎসে ! তুমি সমাধি অবলম্বন করিয়া এই স্থানেই বাস

কর ৷১২৥ সনাতন পরমাত্মা রাক্ষস কুলের বিনাশ ও ঋষিগণের

রক্ষার নিমিত্ত দশরথের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ;

তিনি সত্ত্ব এখানে আগমন করবেন, তুমি স্থির চিত্তে ধ্যানা-

বলম্বন করিয়া সেই বিষ্ণুর সমাগমন প্রতীক্ষা কর । এক্ষণে

সেই প্রভু চিত্রকূট পার্বত্যের আশ্রমে বাস করিতেছেন ৷ ১৩ ॥

১৪ । যে কাল পর্যন্ত ভগবান্ এখানে না আসিবেন তাবৎ

কাল শরীর ধারণ কর, ভগবানকে সমাগত দেখিবা মাত্র

অনল মধ্যে নিজ দেহ দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন

করিবে” ৷ ১৫ ॥ হে রাম ! আমি তোমার স্মরণ মাত্র অব-

লম্বন করিয়া গুরুপদেশানুসারে তোমার আগমন প্রতীক্ষা

করিতেছি, এক্ষণে গুরুবাক্য সফল হইল ৷ ১৬ ॥ হে ভগবান্ !

আমার গুরুগণও আপনার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই,

হে অপ্রমেরাঅন্ ! আমি অতি মূঢ়া স্ত্রীজাতি এবং হীন কুল-

সম্ভবা, আপনার দাসের শত সংখ্যাত্তর দাসের দাসী

৫ । এবং আনন্দাশ্র পূর্ণ লোচনে স্বাগত সম্ভাষণান্তর রাম ও লক্ষ্মণকে উত্তমাসনে উপবেশন করাইয়া ভক্তি পূর্বক তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন । অনন্তর শবরী রাম লক্ষ্মণের পাদ প্রক্ষালন জল দ্বারা নিজ সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি উভয়ের পূজা করিলেন, এবং তপঃ প্রভাবে জীরায়ে ভবিষ্যদাগমন জানিতে পারিয়া যে সকল অমৃত তুল্য ফল সঞ্চয় করিয়া ছিলেন তাহাও জীরামকে ভক্তি পূর্বক প্রদান করিয়া স্নুগন্ধ ও চন্দন মিশ্রিত নানাবিধ কুন্তুম দ্বারা জীরায়ে পাদ পূজন পূর্বক আতিথ্য করিলেন, জীরামও আতিথ্য স্বীকার করিয়া লক্ষ্মণের সহিত সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিলেন ।

অনন্তর ভক্তিমতী শবরী কৃতাঞ্জলি হইয়া জীরামকে কহিলেন ৷ ৬:৭:৮:৯:১০ ॥ হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! পূর্বকালে এই আশ্রমে আমার পরম গুরু মহর্ষিগণ বাস করিতেন, আমি তাঁহাদিগের সেবার নিমিত্ত এইস্থানে উপস্থিত ছিলাম ৷ ১১ ॥ মহর্ষিগণ এই

তব দাসস্ত দাসানাং শতমজ্জ্যোত্তরম্য বা ।

দাসীভেনাধিকারোহস্তি কুতঃ সাক্ষাত্তবৈব হি ॥১৮

কথং রামাত্ত মে দৃষ্টত্বং মনোবাগগোচরঃ ।

স্তোভুং ন জানে দেবেশ ! কিং করোমি ? প্রসীদ মে
শ্রীরাম উবাচ ।

পুংস্বে স্ত্রীষে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ ।

ন কারণং মন্ত্রজনে শক্তিরেব হি কারণম্ ॥ ২০ ॥

যদজ্ঞানতপোভির্বা বেদাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ ।

নৈব দ্রষ্টুমহং শক্যো মন্ত্রভিবিমুখৈঃ সদা ॥ ২১ ॥

তস্মাদ্ভামিনি ! সংক্ষেপাদ্বক্ষ্যেহং ভক্তিসাধনম্ ।

সতাং সঙ্গতিরৈবাত্ৰ সাধনং প্রথমং শ্রুতম্ ॥ ২২ ॥

কার্যোও অধিকারী নহি, অতএব আপনার দর্শন আমার পক্ষে
নিতান্ত অসম্ভব। ১৭। ১৮। হে দাশরথ্যে ! আপনি বাস্তবের
অগোচর পদার্থ—তবে কিরূপে আমি আপনার দর্শন লাভ
করিলাম। হে দেবদেব ! আমি কিছুই জানিনা কি স্তব
করিব, আপনি নিজগুণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৯।

শ্রীরাম কহিলেন, হে বৎসে। স্ত্রীজাতি বা পুরুষ, সমাজ
বা অসমাজ, প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ নামা, উত্তমাশ্রমাব-
লম্বী বা অধমাশ্রমাবলম্বী হউক, ভক্তি থাকিলেই আমার
ভজনে অধিকারী হইতে পারে, আমার ঐ সকল ব্যক্তিতেই
সমজ্ঞান আছে। ২০। হে তাপসি ! মন্ত্রভি বিমুখ ব্যক্তির
যজ্ঞ, দান, তপসা, ও বেদ বিহিত কর্ম্মসমূহ করিলেও
কখন আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না। ২১। হে-
ভামিনি ! সেই হেতু মন্ত্রভির উপায় তোমার নিকট সংক্ষেপে
ব্রূত করি শ্রবণ কর।—

সংসদ মন্ত্রভির প্রথম উপায়—মন্ত্রিত নিবদ্ধ রামায়ণাদি

দ্বিতীয়ং মৎকথাল্পম্ তৃতীয়ং মদগুণেরণম্ ।

ব্যাখ্যাত্ত্বং মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

আচার্যোপাসনং ভজে ! মদ্রুখ্যামায়সা সদা ।

পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং সমাদিনিরমাদি চ ॥ ২৪ ॥

নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং বর্ষং সাধনমীরিতম্ ।

মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাক্ষং সপ্তমমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

মন্ত্রভিষাধিকা পূজা সর্বভূতেষু মন্যতিঃ ।

বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা ॥ ২৬ ॥

অষ্টমং নবমং তত্ত্ববিচারো মম ভামিনি ! ।

এবং নববিধা ভক্তিসাধনং যস্য কস্য বা ॥ ২৭ ॥

দ্বিয়ো বা পুরুষস্যাপি তিৰ্য্যগ্‌যোনিগতস্য বা ।

ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণা শুভলক্ষণে ॥ ২৮ ॥

ভক্তৌ সঞ্জাতমাত্রায়াং মন্ত্রত্বানুভবস্তথা ।

মমানুভবসিদ্ধস্য মুক্তিস্তত্বেব জন্মনি ॥ ২৯ ॥

চর্চা দ্বিতীয় উপায়—মদগুণ কীর্তন তৃতীয় উপায়—মন্ত্রিত
প্রকাশক উপনিষদ্যাখ্যা চতুর্থ উপায়—এবং অকপটে গুণভে
ঈশ্বর বুদ্ধি পূর্বক আচার্যোপাসনা পঞ্চম উপায়—পবিত্র স্তাব
ও যম আসন, প্রাণায়াম, প্রভ্যাহার নিয়ম, ধ্যান, ধারণা,
সমাধি এবং প্রতিদিন মৎ পূজনে তৎপরতা এই কয়েকটি
মন্ত্রভির বর্ষ উপায়—আমার মন্ত্রোপাসনা সপ্তম উপায় এবং
মন্ত্রজনের পূজা, সর্বভূতে ঈশ্বর বুদ্ধি, বাহ্য বস্তুরে বৈরাগ্য
ও অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ, বহিরেন্দ্রিয় নিগ্রহ এই কয়েকটি
অষ্টম উপায়—তত্ত্বমসি য়েত কেতো এই সকল বাক্য দ্বারা
ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ মন্ত্রভির নবম উপায়—হে শুভলক্ষণে ! স্ত্রী
পুরুষ বা তিৰ্য্যগ্‌যোনিগত যে কোন ব্যক্তির এই নববিধ ভক্তি
সাধন সম্পন্ন হইলে আমাতে প্রেম লক্ষণা ভক্তি উৎপন্ন
হয়। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ভক্তি উৎপন্ন
হইলেই ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ হয়, তত্ত্ব নিরূপণ হইলে তাহার এই

স্যান্তস্মাৎ কারণং ভক্তির্মোক্ষস্যেতি সুনিশ্চিতম্ ।
প্রথমং সাধনং যস্য ভবেত্তস্য ক্রমেণ তু ॥ ৩০ ॥
ভবেৎ সর্বং ততো ভক্তিমুক্তিরেব সুনিশ্চিতম্ ।
যস্মান্ভক্তিযুক্তা হুং ততোহহং ত্বামুপস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥
ইতো মর্দর্শনান্মুক্তিস্তব নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।
যদি জানাসি মে ক্রহি সীতা কমললোচনা ॥ ৩২ ॥
কুত্রাস্তে কেন বা নীতা প্রিয়া মে প্রিয়দর্শনা ? ॥ ৩৩ ॥
শবর্যু বাচ ।
দেব ! জানাসি সর্বজ্ঞ সর্বং ত্বং বিশ্বভাবন ! !
তথাপি পৃচ্ছসে যস্মাৎ লোকাননুসৃতঃ প্রভো ! ॥ ৩৪ ॥
ততোহহমভিধায়াসি সীতা তত্রাধুনা স্থিতা ।
রাবণেন হতা সীতা লঙ্কায়ং বর্ততেহধুনা ॥ ৩৫ ॥

জন্মে মুক্তি লাভ করিতে পারে, জন্ম জন্মান্তর প্রতীক্ষা করিতে হয় না । ২৯ ।
হে ভামিনি ! সেই হেতু ভক্তিই মুক্তির একমাত্র কারণ নিশ্চয় জানিবে, যে সকল ব্যক্তি দিগের প্রথম ভক্তি সাধন ঘটনা হয়, ক্রমশঃ তাহাদিগের অবশিষ্ট উপায় সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং তাহারা ভক্তি ও তদনন্তর মুক্তি নিশ্চয় লাভ করিতে পারে। হে ভদ্রে ! যেহেতু তোমার আমাতে ঐকান্তিক ভক্তি জন্মিয়াছে, সেই হেতু আমি স্বয়ং এ স্থানে উপস্থিত হইয়া তোমার নয়ন গোচর হইলাম । ৩০ । ৩১ । আমার এই দর্শনেই তোমার নিশ্চয় মুক্তি লাভ হইবে, সম্প্রতি আমার কমললোচনা সীতা কোন স্থানে আছেন—প্রিয়দর্শনা প্রিয়াকে কোন্‌ চুরাস্থাই বা হরণ করিল, যদি তুমি এ বিষয় কিছু অবগত থাক তবে আমার নিকট ব্যক্ত কর । ৩২ । ৩৩ । শবরী কহিলেন—হে প্রভো ! হে দেব ! হে বিশ্বভাবন ! আগনি সর্বজ্ঞ—সকলই জানেন—তথাপি লোক ব্যবহারহুসারী হইয়া আমাদের এ বিষয় যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, সুতরাং বলিতে হইল, হে ভগবন্ ! রাক্ষসেশ্বর রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে এক্ষণে

ইতঃ সমীপে রামাস্তে পম্পানাম সরোবরম্ ।
ঋষ্যমুকগিরিনাম তৎসমীপে মহানগঃ ॥ ৩৬ ॥
চতুর্ভিন্নপ্রতিঃ সার্কং সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ।
ভীতভীতঃ সদা তত্র তিষ্ঠত্যতুলবিক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
বালিনশ্চ ভয়ান্ধাতু স্তদগম্যম্বের্তয়াৎ ।
বালিনস্তত্র গচ্ছ ত্বং তেন সখ্যং কুরু প্রভো ! ॥ ৩৮ ॥
সুগ্রীবেন স সর্বং তে কার্য্যং সম্পাদয়িষ্যতি ।
অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি তবাগ্রে রঘুনন্দন ! ॥ ৩৯ ॥
মুহূর্তং তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ! যাবদক্ষু কুলেবরম্ ।
যাস্তামি ভগবন্মাম তব বিক্ষোঃ পরং পদম্ ॥ ৪০ ॥
ইতি রামং সমামন্ত্র্য প্রবিবেশ হতাশনম্ ।
ক্ষণান্বিধূরং সকলমবিচ্ছারিতবস্ত্রনম্ ॥ ৪১ ॥

তিনি লঙ্কায় অবস্থিতি করিতেছেন । ৩৪ । ৩৫ । হে রাম ! এই স্থানের অনতিদূরে পম্পা নামক সরোবর আছে ঐ পম্পা সমীপে ঋষ্যমুক নামক মহাপর্বত—ঐ পর্বতে মহাবল পরাক্রম বানর রাজ অতি ভীত হইয়া গারিজা মন্দির সহিত বাস করিতেছেন । বানর রাজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি কর্তৃক পরাজিত ও হত সর্বস্ব হইয়া তাঁহার ভয়ে যে ঋষ্যমুক পর্বত আশ্রয় করিয়াছেন ঐ ঋষ্যমুক পর্বত বালির অগম্য স্থান, যেহেতু বালি ওস্থানে আগমন করিলে ভূতপূর্ব মহর্ষি শাপ নবীভূত হইয়া ফলবান হইবে। এক্ষণে আপনি সেই স্থানে গমন করিয়া বানর রাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্য ককন, তিনি আপনার অভিলষিত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন। হে রঘুনন্দন ! যাবৎ কাল আমি আপনার সম্মুখে অগ্নি প্রবেশ পূর্বক শরীর দক্ষ করিয়া বৈকুণ্ঠ ধামে গমন না করি, সেই মুহূর্ত কাল এ স্থানে আপনি অবস্থিতি ককন । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । শবরী ত্রিরাশচন্দ্রের সহিত এইরূপ সম্ভাষণান্তর অগ্নি প্রবেশ করিয়া ক্ষণ কালের মধ্যে অবিদ্যা জনিত সংসার বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক ত্রিরাশের প্রসাদে

রামপ্রসাদাচ্ছবরী মোক্ষং প্রাপ্যতি দুর্লভম্ ।

কিং দুর্লভং জগন্নাথে শ্রীরামে তত্ত্ববৎসলে ।

প্রসন্নৈহমজন্মাপি শবরী মুক্তিমাপ সা ॥ ৪২ ॥

কিং পুনর্জন্মায়া মুখ্যাঃ পুণ্যাঃ শ্রীরামচিন্তকাঃ ।

মুক্তিং যান্তীতি তত্ত্বমুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

তত্ত্বমুক্তিবিধায়িনী ভগবতঃ শ্রীরামচন্দ্রশ্চ হো ॥

অতি দুর্লভ মুক্তি লাভ করিলেন । ৪১ । তত্ত্ব বৎসল
জগন্নাথ শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্ন হইলে জগতে কি কোন বস্তু দুর্লভ
হইতে পারে ? দেখ নীচকুল সম্ভবা শবরীও শ্রীরাম প্রসাদে
অতি দুর্লভ মুক্তিপদ লাভ করিল । শ্রীরামোপাসক পুণ্যশীল
প্রধান বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণেরা যে মুক্তিলাভ করিবে তাহাতে
সন্দেহ কি ? যেহেতু শ্রীরাম তত্ত্বই মুক্তির সাধন । ৪২ । ৪৩ ।
হে সাধুগণ ! এই জগতে রাম তত্ত্বই মোক্ষের একমাত্র

লোকাঃ কামদুষ্টিংস্ত্রিপদ্বয়ুগলং সেবধমভ্যাসকাঃ
নানাজ্ঞানবিশেষমন্ত্রবিততিং ত্যক্তা স্তদুদরে ভূশম্ ।
রামং শ্রামতনুং স্মরারিহৃদয়ে ভাস্তং তজ্জধং বুধাঃ

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সন্বাদে
দশমোহধ্যায়ঃ ।

উপায় । অতএব তোমরা সকলে যত্নের সহিত অভীষ্টপ্রদ
শ্রীরামচন্দ্র-চরণাবিন্দয়ুগল সেবা কর । হে পণ্ডিতগণ !
যাগ যজ্ঞাদি মন্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল মহাদেবের
হৃদয়রত্ন স্বরূপ নবদুর্বাদলশ্রাম রামরূপ অনবরত ভাবনা
কর, তাহা হইলে অবশ্য মুক্তি লাভ হইবে । ৪৪ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সন্বাদে অরণ্যকাণ্ডে
দশমোহধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।

কি কি ক্র্যা কা ও ম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততঃ সলক্ষণো রামঃ শনৈঃ পম্পাসরস্তুটম্ ।

আগত্য সরসাং শ্রেষ্ঠং দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাযযৌ ॥ ১ ॥

ক্রোশমাত্রং সুবিস্তীর্ণমগাধামলশয্বরম্ ।

উৎকল্লাস্ব জকল্লারকুমুদোৎপলমণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥

হংসকারণবাকীর্ণং চক্রবাকাদিশোভিতম্ ।

জলকুকুটকোষষ্ঠিক্রৌঞ্চনাদোপনাদিতম্ ॥ ৩ ॥

নানাপুস্পলতাকীর্ণং নানাকলসমারুতম্ ।

সতাং মনঃ স্বচ্ছজলং পদ্মকিংজল্কবাসিতম্ ॥ ৪ ॥

তত্রোপম্পৃষ্ঠ সলিলং পীত্বা শ্রমহরং বিভুঃ ।

সানুজঃ সরসস্তীরে শীতলেন পথা যযৌ ॥ ৫ ॥

ঋষ্যমুকগিরেঃ পার্শ্বে গচ্ছন্তৌ রামলক্ষণৌ ।

ধনুর্বাণকরৌ দান্তৌ জটাবল্কলমণ্ডিতৌ ।

পশ্চন্তৌ বিবিধান্ বৃক্ষান্ গিরেঃ শোভাং সুবিক্রমৌ

সুগ্রীবস্ত গিরেযুর্দ্বি চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ ।

স্থিত্বা দদর্শ তৌ যান্তৌ আরুরোহ গিরেঃ শিরঃ ॥ ৭ ॥

ভরাদাহ হনুমন্তং কো তৌ বীরবরৌ ? সখে !

গচ্ছ জানীহি ভদ্রং তে বটুভূত্বা দ্বিজাকৃতিঃ ॥ ৮ ॥

সম্পর্কে অতিমাত্র সুবাসিত হইয়াছে । রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সেই সরোবরের সুশীতল সলিল পান দ্বারা শ্রম নিবারণ করিয়া ছায়ার শীতল পথে গমন করিতে লাগিলেন । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । জটাবল্কল বিভূষিত ধনুর্বাণধর বিক্রমশালী ইন্দ্রির সুধ পরাঙ্কুশ রাম ও লক্ষ্মণ ঋষ্যমুক পর্বতের পার্শ্বে গমন করিতে করিতে বিবিধ বৃক্ষরাজি ও মহীধরের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । ৬ ।

সুগ্রীব, হনুমান্ প্রভৃতি চারিটা বানরের সহিত সেই পর্বতোপরি বাস করিতেছিলেন । সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে সগাগত দেখিয়া ভয়ে মহীধরের শিখর দেশে আরোহণ পূর্বক হনুমান্কে কহিলেন “হে সখে ! এই দুইটা বীরশ্রেষ্ঠ কে ?—তুমি ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্বক জানিয়া আইস । তোমার মস্তক হউক । উহার কি আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বালি কঙ্ক প্রেরিত হইয়া আগমন করিয়াছে ? বাহা-

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে পম্পা সরোবর তীরে গমন পূর্বক তাহার অল্পম শোভা সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন । সেই সরোবর ক্রোশ পরিমাণে বিস্তীর্ণ ; তাহার সলিল অগাধ ও অতীব নিখল ; তাহাতে কমল, কুমুদ, কল্লার প্রভৃতি কুসুম সকল বিকশিত থাকায় অপরূপ শোভা হইয়াছে এবং হংস, কারণব, চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ সমাকীর্ণ সেই মহানরোবরে কোষষ্ঠি, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ কলনাদ করিতেছে । তাহার কুলপ্রদেশ বিবিধ ফল কুসুম শোভিত লতাজালে সমারুত ; সৎপুরুষের অন্তঃ-করণ সদৃশ নিখল সেই সলিল বিকচ-কমল কুলের কিঙ্কল

বালিনা প্রেষিতো কিম্মা মাং হন্তুং সমুপাগতো ।
 তাভ্যাং সম্ভাষণং কৃত্বা জানীহি হৃদয়ং তয়োঃ ॥১০
 যদি তৌ দুষ্কৃৎসনয়ো সংজ্ঞাং কুরু করাগ্রতঃ ।
 বিনয়ানবনতো ভুত্বা এবং জানীহি নিশ্চয়ম্ ॥ ১১ ॥
 তথ্যেতি বটুকপেণ হনুমান্ সমুপাগতঃ ।
 বিনয়ানবনতো ভুত্বা রামং নম্বেদমব্রবীৎ ॥ ১২ ॥
 কৌ যুবাং পুরুষব্যাত্তৌ যুবানৌ বীরসম্মতো ।
 স্ত্রোতয়ন্তৌ দিশঃ সর্বাঃ প্রভয়া ভাস্করাবিব ॥ ১৩ ॥
 যুবাং ত্রৈলোক্যকর্ত্তারাবিতি ভাতি মনো মম ।
 যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতু জগন্ময়ো ॥ ১৪ ॥
 মায়য়া মানুষাকারৌ চরন্তাবি বীলয়া ।
 ভুভারহরণার্থায় তন্ত্রানাং পালনায় চ ॥ ১৫ ॥

অবতীর্ণাবিহ পরৌ চরন্তৌ ক্ষত্রিয়াকৃতী ।
 জগৎস্থিতিলয়ৌ সর্বং লীলয়া কর্ত্তুমুদ্যতো ॥ ১৬ ॥
 স্বতন্ত্রৌ প্রেরকৌ সর্বহৃদয়স্থাবিহেশ্বরৌ ।
 নরনারায়ণৌ লোকে চরন্তাবিতি মে মতিঃ ॥ ১৭ ॥
 শ্রীরামো লক্ষ্মণং প্রাহ পঠৈশ্চনং বটুকপিণম্ ।
 শব্দশাস্ত্রমশেষেণ শ্রুতং নুনমনেকথা ॥ ১৮ ॥
 অনেন ভাষিতং কুৎসং ন কিঞ্চিদপশ্যিতম্ ।
 ততঃ প্রাহ হনুমন্তং রাঘবো জ্ঞানবিগ্রহঃ ॥ ১৯ ॥
 অহং দাশরথী রামস্তয়ং মে লক্ষ্মণোহনুজঃ ।
 সীতয়া ভার্যয়া সার্কং পিতুর্কচনগৌরবাং ॥ ২০ ॥
 আগতস্তত্র বিপিনে স্থিতোহহং দণ্ডকে দ্বিজ ।
 তত্র ভার্য্যা হতা সীতা রক্ষসা কেনচিন্মম ।
 তামেষ্টুমিহায়াতো ত্বং কো বা কশ্চ বা বদ ॥২১॥

হউক সম্ভাষণ করিয়া উহাদিগের হৃদয় অবগত হও । যদি
 উহারা দুষ্ক বুদ্ধিতে আগমন করিয়া থাকে, তবে হস্ত সঙ্কেতে
 আমাকে অবগত করাইবে । তুমি বিনয় নত্রে হইয়া উহা-
 দিগের সহিত আলাপ করিবে” ১।৮।৯।১০।

হনুমান্ সূত্রীভের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ
 পূর্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন ও বিনয়ানবনত হইয়া
 কহিলেন “আপনার কে? সূর্য যেমন প্রভাদ্বারা দশদিক্
 আলোকিত করেন—আপনারাও সেই রূপে দশদিক্ আলো-
 কিত করিতেছেন । আপনাদিগের আকারে সম্পূর্ণ বীরভাব
 লক্ষিত হইতেছে । আপনাদিগকে দেখিলে অসাধারণ
 পুরুষ বলিয়া প্রতীতি হয় । আমার বোধ হয় আপনারা ত্রি-
 লোকের অধীশ্বর ও জগতের একমাত্র কারণ—জগন্ময় প্রধান
 পুরুষ অর্থাৎ নারায়ণের অবতার, তাহার কোন সন্দেহ নাই ।
 বনুমতী-ভার বিমোচন ও তন্ত্রণের প্রতিপালন নিমিত্ত

মায়া প্রভাবে মনুষ্যভাবে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয়াকারে বিচরণ
 করিতেছেন । আমার বোধ হয় আপনারা জগতের স্থিতি ও
 প্রলয়ের কারণ—সেই স্বাধীন সর্বলোক হৃদয়বাসী নরনারায়ণ,
 লীলা প্রকাশের নিমিত্ত এই জগতে বিচরণ করিতেছেন” ।
 ১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন “হে বৎস! দেখ এই
 ব্রাহ্মণ কিরূপ শব্দ শাস্ত্রে জ্ঞানবান্, যে সকল বাক্য প্রয়োগ
 করিল তাহার একটিও অপভ্রংশ শব্দ নহে” । অনন্তর হনু-
 মান্কে কহিলেন “হে ব্রাহ্মণ! আমি মহারাজ দশরথের পুত্র
 রাম, ইনি আমার কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ, পিতৃ বাক্য পালন নিমিত্ত
 ভার্য্যা সীতার সহিত দণ্ডকাণ্ডে আসিয়াছিলাম । সেই
 কাননে কোন রাক্ষস আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে । তুমি
 কে? কাহার প্রেরিত? সবিস্তার বর্ণনা কর ১৭।১৮।১৯।২০।

বটরূবাচ ।

সুগ্রীবো নাম রাজা যো বানরাণাং মহামতিঃ ।

চতুর্ভিন্নমুখিতঃ সার্কং গিরিমূর্ধনি তিষ্ঠতি ॥ ২১ ॥

ভ্রাতা কনীরান্ সুগ্রীবো বালিনঃ পাপচেতসঃ ।

তেন নিক্কাশিতো ভার্য্যা হতা তস্মৈহ বালিনা ২৩

তন্তরাদৃষ্যমুকাখ্যং গিরিমাশ্রিত্য সংস্থিতঃ ।

অহং সুগ্রীবসচিবো বায়ুপুঞ্জো মহামতে ! ॥ ২৩ ॥

হনুমানাম বিখ্যাতো অঞ্জনাগর্ভসম্ভবঃ ।

তেন সখ্যং ত্বয়া যুক্তং সুগ্রীবেরেণ রঘুন্তম ! ॥ ২৪ ॥

ভার্য্যাপহারিণং হন্তুং সহায়স্তুে ভবিষ্যতি ।

ইদানীমেব গচ্ছাম আগচ্ছ যদি রোচতে ॥ ২৫ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

অহমপ্যাগতস্তেন সখ্যং কর্তুং কপীশ্বর ! ।

সখ্যাস্তম্যাপি যৎকার্য্যং তৎকরিষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “বানরগণের অধীশ্বর মহাত্মা সুগ্রীব চারিটি মন্ত্রির সহিত এই পর্বতে বাস করিতেছেন। মহাত্মা সুগ্রীব পাপ চিত্ত বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বালি সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। আমি সুগ্রীবের সচিব—অঞ্জনা গর্ভসম্ভূত সমীরণাজ—নাম হনুমান্। বালি ভয়ে স্বাম্যমুক পর্বত আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছি। হে রামচন্দ্র! আপনি সেই সুগ্রীবের সহিত মৈত্রী করুন, তিনি আপনার শত্রু-বধে সহায় হইবেন। যদি ইচ্ছা হয় তবে আগমন করুন বিলম্ব করিবেন না”। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন “হে কপীশ্বর! আমি সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিতেই আগমন করিয়াছি। আমার সহিত তাহার সখ্য সংস্থাপন হইলে আমি তাহার প্রিয়কার্য্য অর্থাৎ

হনুমান্ স্বস্বরূপেণ স্থিতো রামমখাত্রবীৎ ।

আরোহতাং মম স্কন্ধৌ গচ্ছামঃ পর্বতোপরি ২৭

যত্র তিষ্ঠতি সুগ্রীবো মল্লিভির্বালিনো ভয়াৎ ।

তথ্যেতি তস্যারুরোহ স্কন্ধং রামোহথ লক্ষ্মণঃ ॥ ২৮

উৎপপাত গিরেমূর্দ্ধি স্কণাদেব মহাকপিঃ ।

বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য স্থিতৌ তৌ রামলক্ষ্মণৌ ২৯

হনুমানপি সুগ্রীবমুপগম্য কৃতাজলিঃ ।

ব্যোতু তে ভয়মায়াতো রাজন! শ্রীরামলক্ষ্মণৌ ॥ ৩০

শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ রামেণ সখ্যং তে যোজিতং ময়া ।

অগ্নিং সাক্ষিণমারোপ্য তেন সখ্যং দ্রুতং কুরু ৩১

ততোহতিহর্ষাৎ সুগ্রীবঃ সমাগম্য রঘুন্তমম্ ।

বৃক্ষশাখাং স্বয়ং ছিত্বা বিষ্ণুরায় দদৌ মুদা ॥ ৩২ ॥

বালি বধ নিশ্চয় করিব”। অনন্তর হনুমান্ স্বীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন “আপনার আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন আপনারাগিকে পর্বতোপরি লইয়া যাইব। তথায় মল্লিগণের সহিত সুগ্রীব বালিভয়ে অবস্থান করিতেছেন”। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। মহাবল হনুমান্ স্কণকাল মধ্যে তাহাদিগকে পর্বতোপরি লইয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় অবস্থান করাইল। পরে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাজলিপুটে কহিল “হে রাজন! আপনি ভয় পরিত্যাগ করুন, শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আগমন করিয়াছেন, শীঘ্র গমন পূর্বক অগ্নি সাক্ষি করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করুন । ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। অনন্তর সুগ্রীব অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া রামের নিকট গমন পূর্বক স্বয়ং বৃক্ষশাখাভগ্ন করিয়া রামচন্দ্রকে আসন প্রদান করিলেন। হনুমান্ ও এক বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া লক্ষ্মণকে উপবেশন

হনুমান্ লক্ষ্মণায়াদাৎ সুগ্রীবায় চ লক্ষ্মণঃ।

হর্ষণে মহতা বিকীঃ সর্ব এবাবতস্থিরে ॥ ৩৩ ॥

লক্ষ্মণস্তব্রবীৎ সর্বং রামব্রতান্তমাদিতঃ।

বনবাসাভিগমনং সীতাহরণমেব চ। ৩৪ ॥

লক্ষ্মণোক্তং বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো রামমব্রবীৎ।

অহং করিষ্যে রাজেন্দ্র! সীতারঃ পরিমার্গণম্। ৩৫

সাহায্যমপি তে রাম! করিষ্যে শত্রুঘাতিনঃ।

শৃণু রাম! মমাদৃষ্টং কিঞ্চিন্তে কথয়াম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥

একদা মন্ত্রিভিঃ সার্কং স্থিতোহহং গিরিমুদ্রনি।

বিহারস্য নীলমানাং কেনচিৎ প্রমদোন্তমাম্ ॥ ৩৭ ॥

ক্রোশন্তী রামরামেতি দৃষ্টাস্মান্ পর্বতোপরি।

আমুচ্যাতরণান্যাশু স্বোন্তরীয়েণ ভামিনী ॥ ৩৮ ॥

নিরীক্ষাধঃ পরিত্যজ্য ক্রোশন্তী তেন রক্ষসা।

নীত্বাহং ভুষণান্যাশু গুহারামক্ষিপং প্রভো! ॥ ৩৯ ॥

করাইলেন। লক্ষ্মণও তাহার এক দেশে সুগ্রীবকে উপবেশন করাইলেন। লক্ষ্মণ রামের বনবাস ও সীতা হরণ প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সুগ্রীব লক্ষ্মণোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন “হে রামচন্দ্র! আমি সীতার অন্বেষণ ও আপনার শত্রু বিনাশে বিশেষ সাহায্য করিব। হে রামচন্দ্র! আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা সবিস্তরে কহিতেছি শ্রবণ করুন।

একদা আমি মন্ত্রিগণের সহিত পর্বতোপরি অবস্থান করিতেছিলাম, সেই সময়ে এক পাপাত্মা একটা রমণীকে হরণ করিয়া আকাশ পথে গমন করিতেছিল। সেই বরবর্ণিনী হা রাম! হা রাম! বলিয়া রোদন করিতে করিতে আমাদের দর্শন করিয়া অঙ্গ হইতে অভরণ উন্মোচন পূর্বক উত্তরীয়ার্দ্ধে বন্ধন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। হে প্রভো! আমি সেই অভরণ গুলি লইয়া গুহা

ইদানীমপি পশ্য ত্বং জানীহি তব বা নবা।

ইত্যুক্তানীয়ে রামায় দর্শয়ামাস বানরঃ ॥ ৪০ ॥

বিমুচ্য রামস্তদৃষ্ট্বা হা সীতেতি মুহুমুহঃ।

হৃদি নিক্ষিপ্য তৎসর্বং রুরোদ প্রাকৃতো যথা। ৪১

আশ্বাস্য রাঘবং ভ্রাতা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।

অচিরেণৈব তে রাম! প্রাপ্যতে জানকী শুভা।

বানরেন্দ্রসহায়েন হত্বা রাবণমাহবে। ৪২ ॥

সুগ্রীবোইপ্যাহ হে রাম! প্রতিজ্ঞাং করবাণি তে।

সমরে রাবণং হত্বা তব দাস্যামি জানকীম্ ॥ ৪৩ ॥

ততো হনুমান প্রজ্জ্বাল্য তয়োঃ স্নিগ্ধসমীপতঃ।

তারুভৌ রামসুগ্রীবাবগৌ সাক্ষিণি তিষ্ঠতি ॥ ৪৪ ॥

বাহু প্রসার্য চালিক্য পরস্পরমকল্মষৌ।

সমীপে রঘুনাথস্ত সুগ্রীবঃ সমুপাধিশৎ ॥ ৪৫ ॥

মধ্যে রক্ষা করিয়াছি; এখন আপনি দর্শন করুন ঐ গুলি সীতার অভরণ কি না। অনন্তর সুগ্রীব বস্ত্র বন্ধ অলঙ্কার গুলি জীরামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। রামচন্দ্র বস্ত্র গ্রহণ শিথিল করিয়া সীতার অলঙ্কার বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাহা হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সামান্য মনুষ্যের মত ‘হা সীতা হা সীতা’! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।

লক্ষ্মণ জীরামকে সাশ্বনা করতঃ কহিলেন “হে আর্ঘ্য! আপনি শোক করিবেন না, বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সাহায্যে আমরা অচিরে রাবণ বিনাশ পূর্বক জানকীকে লাভ করিব”। সুগ্রীবও কহিলেন “হে রামচন্দ্র! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি সংগ্রামে রাবণকে বিনাশ করিয়া আপনার জানকী আপনাকে দিব।” অনন্তর হনুমান্ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে রাম ও সুগ্রীব পরস্পর বাহু প্রসারণ পূর্বক আলিঙ্গন করিলেন। পরে সুগ্রীব রামের নিকট উপবেশন করিয়া আশ্বস্তান্ত কীৰ্ত্তন করিতে

স্বোদন্তঃ কথয়ামাস প্রণয়াদ্ভূনারকে ।

সখে ! শূণু মমোদন্তঃ বালিনা গৎকৃতং পুরা ॥ ৪৬ ॥

ময়পুত্রোহথ মারাবী নাম্না পরমহুর্মদঃ ।

কিক্ষিৎস্যাং সমুপাগত্য বালিনং সমুপাস্থয়ৎ ॥ ৪৭ ॥

সিংহনাদেন মহতা বালী তু তদমর্ষণঃ ।

নির্ব্যযৌ ক্রোধতাত্প্রাক্ষো জঘান দৃঢ়মুষ্টিনা ॥ ৪৮ ॥

হুদ্রাব তেন সন্নিপ্তো জগাম স্বগৃহাং প্রতি ।

অনুদুদ্রাব তং বালী মারাবিনমহং তথা ।

ততঃ প্রবিষ্টমালোক্য গৃহাং মারাবিনং ক্রুধা ॥ ৪৯ ॥

বালী মামাহ তিষ্ঠ ত্বং বহির্গচ্ছাম্যহং গৃহাম্ ।

ইত্যুক্তাবিশ্য স গৃহাং মাসমেকং ন নির্ব্যযৌ ॥ ৫০ ॥

মাসাদূর্দ্ধং গৃহাদ্বারান্নিগিতং ক্রধিরং বহু ।

তদৃষ্ট্বা পরিতপ্তাক্ষো মৃতো বালীতি লুঃখিতঃ ॥ ৫১ ॥

গৃহাদ্বারি শিলামেকাং নিধায় গৃহমাগতঃ ।

ততোহক্রবৎ মৃতো বালী গৃহায়াং রক্ষসাহতঃ ॥ ৫২ ॥

তচ্ছ্রুত্বা দুঃখিতাঃ সর্বের মামনিচ্ছন্তমপ্যুত ।

রাজ্যেহভিষেচনং চক্রুঃ সর্বের বানরমন্ত্ৰিণঃ ॥ ৫৩ ॥

শিক্তং তদা ময়া রাজ্যং কিক্ষিৎকালমবিন্দম ॥

ততঃ সমাগতো বালীমামাহ পরুবৎ ক্রুধা ॥ ৫৪ ॥

বহুধা ভৎসয়িত্বা মাং নিজঘান চ মুষ্টিভিঃ ।

ততো নির্গত্য নগরাদধাবৎ পরয়া ভিন্না ॥ ৫৫ ॥

লোকান্ সর্বান্ পরিক্রম্য ঋষায়ুকং সমাপ্রিতং

ঋষেঃ শাপতয়াং মোহপি নারাতীমং গিরিং প্রভো!

তদাদি মম ভার্য্যাং স স্বরং ভুংক্তে বিষুটধীঃ ।

অতো হুঃধেন সন্তপ্তো হতদারো হতাশ্রয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

লাগিলেন—হে সখে! পূর্বে বালি আমাকে যে রূপে নিরাকৃত করিয়াছে তাহা শ্রবণ করুন।

অতি মারাবী পরমহুর্মদ নামক ময়পুত্র অন্তর কিক্ষিৎস্যা নগরে আগমন করিয়া সিংহনাদ করত বালিকে সমরে আহ্বান করিল; বালি তাহার সিংহ নাদে উত্তেজিত হইয়া অতিমাত্র ক্রোধভরে নির্গত হইল ও সূদৃঢ় মুষ্টি দ্বারা তাহাকে প্রহার করিল। মারাবী সেই মুষ্টি প্রহারে অতিশয় ব্যথিত হইয়া আপনার গৃহায় প্রবেশ করিল। বালী ও আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। অনন্তর অন্তরকে গৃহামধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া বালী আমাকে কহিল “তুমি গৃহাদ্বারে অবস্থান কর আমি ইহার মধ্যে প্রবেশ করি” এই বলিয়া সে গৃহামধ্যে প্রবেশ করিল; আমি এক মাস গৃহাদ্বারে অবস্থান করিলাম, কিন্তু বালী ইহার মধ্য হইতে নির্গত হইল না। এক মাসের পর গৃহা হইতে প্রভূত শোণিত নির্গত হইল। আমি তদদর্শনে বালীর মরণ অব-

ধারণ করিয়া নিতান্ত হুঃখিত হইলাম। অনন্তর এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারা গৃহাযুক্ত বন্ধ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক কহিলাম—রাক্ষস গৃহামধ্যে বালীকে নিহত করিয়াছে; তাহা শ্রবণ করিয়া সকলে অত্যন্ত হুঃখিত হইল। আমি অনিচ্ছুক হইলেও মন্ত্ৰিগণ আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩।

“হে শক্রনিহন! আমি কিক্ষিৎ কাল রাজ্য শাসন করিতে লাগিলাম। অনন্তর বালী সমাগত হইয়া আমাকে পক্ষ বাক্যে ভৎসনা করিয়া মুষ্টি প্রহার করিল। আমি তরে নগর হইতে বহির্গত হইয়া সমস্ত লোক পরিভ্রমণ পূর্বক এক্ষণে ঋষায়ুক পর্বতে বাস করিতেছি। বালী ঋষির শাপে এই পর্বতে আগমন করিতে সক্ষম নহে। হে প্রভো! এই বিষুট সেই পরাস্ত আমার ভার্য্যাকে ভোগ করিতেছে। আমি

বসাম্যচ্ছ ভবৎপাদসংস্পর্শাৎ সুখিতোন্ম্যহম্ ।
 মিত্রদুঃখেন সন্তপ্তো রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৫৮ ॥
 হনিষ্যামি তব দ্বেষাৎ শীঘ্রং ভার্যাপহারিণম্ ।
 ইতি প্রতিজ্ঞামকরোৎ সুগ্রীবস্ত পুরস্তদা ॥ ৫৯ ॥
 সুগ্রীবোহপ্যাহ রাজেন্দ্র ! বালী বলবতাং বলী ।
 কথং হনিষ্যতি ভবান্ দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ৬০ ॥
 শৃণু তে কথয়িষ্যামি তদ্বলং বলিনাম্বর ! ।
 কদাচিদুন্মুভিনাম মহাকায়ে মহাবলঃ ॥ ৬১ ॥
 কিঙ্কিক্যামগমদ্রাম ! মহামহিষরূপধৃক্ ।
 যুদ্ধায় বালিনং রাত্রে সমাস্থয়ত ভীষণঃ ॥ ৬২ ॥
 তচ্ছূভাহসহমানোহসৌ বালী পরমকোপনঃ ।
 মহিষং শৃঙ্গয়োধূত্বা পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৬৩ ॥
 পাদেনৈকেন তৎকায়মাক্রম্যাশ্চ শিরো মহৎ ।
 হস্তাভ্যাং ভ্রাময়ং শ্চিহ্নত্বা তোলয়িত্বাক্ষিপদুবি ॥ ৬৪ ॥

হৃতদারও আশ্রয়বিহীন হইয়া বাস করিতেছি। অদ্য আপনার চরণ সংস্পর্শে কথঞ্চিৎ দুঃখ দূর হইল।” রাজীবলোচন রামচন্দ্র মিত্রদুঃখে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া কহিলেন, “সখে! আমি শীঘ্রই তোমার ভার্যাপহারী শত্রুকে বিনষ্ট করিব” । ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯।

সুগ্রীব কহিলেন, “হে রামচন্দ্র! বালী বীরগণের মধ্যে অদ্বিতীয়, দেবগণও তাহাকে পরাজয় করিতে সক্ষম নহেন। আপনি সেই বালীকে কিরূপে বিনাশ করিবেন? হে বীর-শ্রেষ্ঠ! আমি বালীর বলবীর্যের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ করুন। এক সময় হুন্মুভি নামে এক মহাবল অস্তুর মহিষরূপ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করে, বালী তাহার দর্প সহ্য না করিয়া অতিশয় क्रোধ পূর্বক শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া মহিষকে পৃথিবীতে পাতিত করিল। পরে এক পদ দ্বারা তাহার শরীর আক্রমণ করিয়া

পপাত তচ্ছিরো রাম ! মাতঙ্গাশ্রমসন্নিধৌ ।
 যোজনাতপতিতং তস্মান্মুনেরাশ্রমমণ্ডলে ॥ ৬১ ॥
 রক্তবৃষ্টিঃ পপাতোচ্চৈর্দৃষ্ট্বা তাং ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 মাতঙ্গো বালিনং গ্রাহ বদ্যাগস্তাসি মে গিরিষ ॥ ৬৩ ॥
 ইতঃপরং ভগ্নশিরা মরিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।
 এবং শপ্তস্তদারভ্য ঋষ্যমুকং ন যাত্যসৌ ॥ ৬৭ ॥
 এতজ্জ্ঞাত্বাহমপ্যত্র বসামি ভয়বর্জিতঃ ।
 রাম ! পশু শিরস্তস্ত দুন্মুভেঃ পর্বতোপমম্ ॥ ৬৮ ॥
 তৎক্ষেপণে যদা শক্তঃ শক্তস্ত্বং বালিনো বধে ।
 ইত্যুক্তা দর্শয়ামাস শিরস্তদগিরিসন্নিভম্ ॥ ৬৯ ॥
 দৃষ্ট্বা রামঃ স্মিতং কৃত্বা পাদাক্ষুর্থেন চাক্ষিপৎ ।
 দশযোজনপর্যন্তং তদন্তু তমিবাভবৎ ॥ ৭০ ॥

হস্তদ্বয় দ্বারা মস্তক ঘূর্ণিত ও ছিন্ন করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল। সেই মস্তক এক যোজন দূরে মাতঙ্গ নামক মহর্ষির আশ্রমে পতিত হওয়ার তথায় প্রভূত শোণিত বৃষ্টি হইল। তদর্শনে মহর্ষি क्रোধে অধীর হইয়া বালীকে কহিলেন—যদি তুমি অদ্য হইতে এই পর্বতে আগমন কর তবে নিশ্চয় ভগ্ন-শিরা হইয়া কাল কবলে পতিত হইবে। মূনিশাপ বশতঃ বালী সেই অবধি ঋষ্যমুক্রে আগমন করিতে পারে না; আমিও তাহা জ্ঞাত হইয়া নির্ভয়ে এই পর্বতে বাস করিতেছি। হে রাম! ঐ দেখুন হুন্মুভির পর্বত প্রমাণ মস্তক পতিত রহিয়াছে। আপনি যদি উহা নিক্ষেপ করিতে শক্ত হন—তবে নিশ্চয় বালী বধে সক্ষম হইবেন”। এই কথা বলিয়া সুগ্রীব সেই শৈল সন্নিভ মস্তক দর্শন করাইলেন। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯।

রামচন্দ্র হুন্মুভির মস্তক দর্শন করিয়া ঈবং হাস্য করিতে করিতে চরণের অঙ্কুর্থে দ্বারা তাহা দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ

সাধু সান্বিত তং গ্রাহ স্ত্রীবো মস্ত্রিভিঃ সহ ।
 পুনরপ্যাহ স্ত্রীবো রামং ভক্তপরাশ্রয়ম্ ॥ ৭১ ॥
 এতে তান্ মহাসারাঃ সপ্ত পশ্য রঘুন্তম ! ।
 একৈকং চালয়িত্বাসৌ নিঃপত্নান্ কুরুতেহঞ্জসী ॥ ৭২ ॥
 যদি ভ্রমেকবাণেন বিদ্ধা ছিদ্ৰং করোপি চেৎ ।
 হতভ্রুয়া তদা বালী বিশ্বাসো মে প্রজায়তে ।
 তথৈতি ধনুর্দাদায় সায়কং তত্র সন্দধে ॥ ৭৩ ॥
 বিভেদ চ তদা রামঃ সপ্ততালান্মহাবলঃ ।
 তালান্ সপ্ত বিনির্ভিচ্ছ গিরিং ভূমিং চ সায়কঃ ॥ ৭৪ ॥
 পুনরাগত্য রামস্য তুণীয়ে পূর্ববৎ স্থিতঃ ।
 ততোহতিহর্ষাৎ স্ত্রীবো রামমাহাতিবিস্মিতঃ ॥ ৭৫ ॥
 দেব ! ত্বং জগতাং নাথঃ পরমাত্মা ন সংশয়ঃ ।
 মৎপূর্বকৃতপুণ্যোদৈঘঃ সঙ্গতোহদ্য ময়া সহ ॥ ৭৬ ॥

ত্বাং ভজন্তি মহাত্মানঃ সংসারবিনিবৃত্তয়ে ।
 ত্বাং প্রাপ্য মোক্ষমচিবং প্রার্থয়েহহং কথং ভবম্ ?
 দারাঃ পুত্রা ধনং রাজ্যং সর্বং ত্বন্মায়সা কৃতম্ ।
 অতোহহং দেবদেবেশ ! নাকাজ্জেক্ষ্যহন্যৎপ্রসীদ মে
 আনন্দানুভবং ত্বাদ্য প্রাপ্তোহহং ভাগ্যগৌরবাৎ ।
 মুদর্শং যতমানেন নিধানমিব সংপতে ॥ ৭২ ॥
 অনাদ্যবিচ্ছাসংসিদ্ধং বন্ধনং ছিন্নমদ্য নঃ ।
 যজ্ঞদানতপঃকর্মপুর্বেকাদিভিরপ্যসৌ ॥ ৮০ ॥
 ন জীর্ষাতে পুনর্দার্যং ভজতে সংসৃতিঃ প্রভো ! ।
 ত্বৎপাদদর্শনাৎ সদ্যো নাশমেতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮১ ॥
 ক্ষণাঙ্কমপি যচ্চিন্তং ত্বয়ি তিস্তত্যচঞ্চলম্ ।
 তস্মাজ্জানমনর্থানাং মূলং নশ্বতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৮২ ॥

অস্বাৰ্জিত পুণ্যকলে আমি আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি । ৭০ ।
 ৭১ । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ । মহাত্মা ব্যক্তিগণ সংসার-
 গ্রস্থি শিথিল করিবার নিমিত্ত আপনাকে পূজা করিয়া
 থাকেন, আমি সেই মোক্ষপ্রদ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া কখনই
 সংসারে লিপ্ত হইব না—স্ত্রী, পুত্র, ধন, রাজ্য, সকলই আপনার
 মারা কপ্তিত । হে দেব ! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি উহা
 প্রার্থনা করি না । মৃত্তিকার নিমিত্ত ভূমি খনন করিতে
 করিতে প্রভূত রত্নরাশি প্রাপ্ত হইলে লোক যেমন আনন্দা-
 নুভব করে, অদ্য ভাগ্যবলে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ
 অনির্লচনীয় আনন্দানুভব করিতেছি । মারাজনিত বিষয়-
 বাগনারূপ বন্ধন অদ্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; বীজ, দান, তপস্যা,
 জলাশয়োৎসর্গাদি করিলেও বাহা শিথিল হয় না, প্রত্যুত
 দৃঢ়তা ভজনা করে, সেই ভয়ানক সংসার বন্ধন আপনার
 চরণ দর্শন মাত্র বিনষ্ট হয় । ৭৭ । ৭৮ । ৭৯ । ৮০ । ৮১ ।
 বাহার চিত্ত চঞ্চল ভাবে তৌমাকে ক্ষণকাল ধ্যান করে
 তাহার অনর্থ মূল জ্ঞান একবাধে বিনষ্ট হয় । ৮২ । অতএব

করিলেন । স্ত্রীবি তাহা দর্শন করিয়া মস্ত্রীগণের সহিত
 সাধুবাদ প্রদান পূর্বক পুনর্বার ভক্তবৎসল রামকে কহিলেন,
 “হে রঘুকুলতিলক ! ঐ দেখুন অগ্রে সাতটী মহাসার তাল
 বৃক্ষ রহিয়াছে—বালী বাহুবলে উহার এক একটিকে চালিত
 করিয়া পত্র বিরহিত করিতে সক্ষম । আপনি যদি এ সাতটী
 তালবৃক্ষ এক বাণে ছিন্ন করিতে পারেন তবেই আমার বিশ্বাস
 হয় যে, আপনি বাণীকে নিহত করিতে পারিবেন । রামচন্দ্র
 স্ত্রীবেব বাকা স্বীকার করিয়া ধনুঃপ্রহণ পূর্বক তাহাতে
 শর যোজনা করিলেন ও অনারাসে সাতটী তালবৃক্ষ এক
 বাণে বিভিন্ন করিলেন । রাম-নিষ্কিপ্ত-বাণ সপ্ততাল, মহী-
 ধর ও ধরণী বিভিন্ন করিয়া পূর্ববৎ তুণীর মধ্যে অবস্থান করিতে
 লাগিল । রামচন্দ্রের সেই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রীবি
 অতিশয় আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “হে দেব !
 আপনি জগতের দৈবর—পরমাত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই ; পূর্ব-

তত্ত্বিত্ত্ব মনো রাম ! ত্বয়ি নানাত্র মে সদা ॥৮৩॥
 রামরামেতি যদ্বাণী মধুরং গায়তি ক্ষণম্ ।
 স ব্রহ্মহা সুরাপো বা মুচ্যতে সৰ্ব্বপাতকৈঃ ॥৮৪॥
 ন কাঙ্ক্ষেক্ষরিজয়ং রাম ! ন চ দারমুখাদিকম্ ।
 ভক্তিমেব সদা কাঙ্ক্ষেক্ষ ত্বয়ি বন্ধবিমোচনীম্ ॥৮৫॥
 ত্বন্মারুতসংসারস্বদংশোহহং রঘুত্তম ! ।
 স্বপাদভক্তিমাশিষ্ট্য ত্রাহি মাং ভবসঙ্কটাৎ ॥ ৮৬ ॥
 পূৰ্ব্বং মিত্রায়ুঁ দাসীনাং ত্বন্মারুতচেতসঃ ।
 আসন্মৈহদ্য ভবৎপাদদর্শনাদেব রাখব ! ॥ ৮৭ ॥

হে রামচন্দ্র ! আমার মন অন্যত্র না থাকিয়া সর্বদা তোমাতে
 অবস্থান করুক। ৮৩ ।

যে ব্যক্তি মধুর স্বরে রাম রাম বলিয়া ক্ষণকাল গান করে,
 সে ব্রহ্মহা বা সুরাপানী হউক না কেন সকল পাপ হইতে
 মুক্ত হয়। হে রাম ! আমি শত্রু বিজয়, স্ত্রী ও সুখাদি কিছুই
 প্রার্থনা করি না, কেবল ভবপাশ বিমোচনী ত্বত্ত্বিই সর্বদা
 প্রার্থনা করি। হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার অংশ এবং আপ-
 নারই মায়ায় সংসারে লিপ্ত হইয়াছি, অতএব স্বীয় পাদপদ্মে
 ভক্তি প্রদান করিয়া এই ভবপাশ হইতে মোচন করুন। পূর্বে
 কাহাকে মিত্র—কাহাকে শত্রু ও কোন ব্যক্তিকে বা উদাসীন
 বলিয়া বিবেচনা করিতাম, যেহেতু আপনার মায়ায় আবৃত
 ছিলাম। এক্ষণে আপনার চরণ দর্শনে সকল পদার্থ ব্রহ্মময়
 বলিয়া বিবেচনা করিতেছি আর কেহই আমার মিত্র বা শত্রু
 নাই। লোক যত দিন আপনার মায়ায় আবৃত থাকে তাবৎ
 কাল জগতে কাহাকে শত্রু বা কাহাকে মিত্র, কোন ব্যক্তিকে
 বা উদাসীন বলিয়া বিবেচনা করে, এবং যাবৎ কাল স্নেহ-
 মিত্রাদি ভাব তিরোহিত না হয়, তাবৎ কাল মনুষ্যদিগের
 মৃত্যুভয়ে কাতর হইতে হয়, অতএব যে ব্যক্তি সেই মায়াকে
 সেবা করে সে ভয়ানক অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। পুত্র দারাদি
 বন্ধনের একমাত্র মূল মায়া—হে রঘুত্তম ! আপনি নিজ দাসী

সর্বং ব্রহ্মৈব মে ভাতি ক মিত্রং ক চ মে রিপুঃ ।
 যাবত্ত্বন্মায়য়া বন্ধস্তাবদ্গুণবিশেষতা ॥ ৮৮ ॥
 না যাবদস্তি নানাত্বং তাবদ্ব্যবতি নান্যথা ।
 যাবন্নানাত্বমজ্ঞানাত্তাবৎকালকৃতং ভয়ম্ ॥ ৮৯ ॥
 অতোহবিদ্যা যুপাস্তে যঃ সোহন্ধতমসি মজ্জতি ।
 মায়ামূলমিদং সর্বং পুত্রদারাদিবন্ধনম্ ।
 অতোংসারয় মায়াং ত্বং দাসীং তব রঘুত্তম ! ॥৯০॥
 ত্বৎপাদপদ্মার্পিতচিত্ত বৃত্তিস্ত্বন্মামসঙ্কীতকথাসু বাণী

ত্বত্ত্বসেবানিরতোঁ করৌ মে

ত্বদঙ্গসঙ্গং লভতাং মদঙ্গম্ ॥ ৯১ ॥

ত্বন্মূর্ত্তিভক্তান্ স্বগুরুং চ চক্ষুঃ

পশুত্বঙ্গস্রং স শৃণোতু কর্ণঃ ।

ত্বজ্জন্মকর্মাণি চ পাদযুগ্মং

ব্রজত্বঙ্গস্রং তব মন্দিরাণি ॥ ৯২ ॥

স্বরূপ সেই মায়াকে উৎসারিত করিয়া আমার প্রতি অহুকম্পা
 প্রকাশ করুন। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। হে রাম-
 চন্দ্র ! আমার চিত্ত বৃত্তি আপনার চরণে নিমগ্ন হউক—আমার
 বাক্য আপনার নাম সংকীৰ্ত্তনে নিযুক্ত হউক—আমার বাহুদ্বয়
 ভবদীয় চরণ সেবার অগ্রসর হউক এবং আমার অঙ্গ
 আপনার অঙ্গ সঙ্গ লাভে সফল হউক। ৯১। হে রঘুদত্ত !
 আমি এই প্রার্থনা করি যে, আমার নরনর্য আপনার রামরূপ
 এবং রামরূপ ভক্ত সাধুজন ও গুরুদেবের মূর্ত্তি—এই সকল
 পদার্থ দর্শনে সর্বদা রত থাকে এবং আমার কর্ণ যুগল
 আপনার লীলা শ্রবণে সর্বদা পবিত্র হয় এবং আমার পাদ

অঙ্গানি তে পাদরজোবিমিশ্র-
তীর্ণানি বিভবহিশিক্কেতো !।
শিরস্বদীপ্তং ভবপদ্মজাতৈ-

জুষ্ঠং পদং রাম ! নমহুজস্রম্ ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিঙ্কিঙ্কাক্যাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ।

যুগল সর্বদা আপনার শ্রীমন্দির গমন করিতে বিরত না হয়।
৯২। হে গুরুভ্রজ! আপনার পাদরজ মিশ্রিত জল ধারণ
করিয়া আমার সর্বাঙ্গ পবিত্র হউক এবং আমার মস্তক

আপনার ভববিরিঞ্চি সেবিত পাদপদ্মে সর্বদা প্রণিপাত
করুক। ৯৩।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিঙ্কিঙ্কাক্যাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

ইখং স্বাত্মপরিষদ্বনিধুঁতাশেষকল্মষম্।
রামঃ সুগ্রীবমালোক্য সম্মিতং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
মায়্যাং মোহকরীং তন্মিস্রিতম্বন কার্য্যসিদ্ধয়ে।
সখে! তুচ্ছন্তং যন্তুন্মাং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

কিন্তু লোকা বদিষ্যন্তি মামেবং রঘুনন্দনঃ।
কৃতবান্ কিং কপীন্দ্রায় সত্যং কৃত্বাগ্নিসাক্ষিকম্ ॥ ৩ ॥
ইতি লোকাপবাদো মে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তস্মাদাস্থয় তদ্রং তে গত্বা যুদ্ধায় বালিনম্ ॥ ৪ ॥
বাণেনৈকেন তং হত্বা রাজ্যে ত্বামভিষিঞ্চয়ে।
তথেষতি গত্বা সুগ্রীবঃ কিঙ্কিঙ্ক্যোপবনং দ্রুতম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে স্বকীয় শরীরালিঙ্গন দ্বারা সর্ব
পাপ হইতে রিমুক্ত দেখিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য কপীন্দ্রের
প্রতি সর্বমোহকরী মায়্যা বিস্তার পূর্বক সহাস্য বদনে
কহিলেন, সখে! তুমি আমার নিকট রাবণ বধাদি রূপ
শুকতর কার্য্য সম্পাদনে যে অঙ্গীকার করিলে, তাহা কদাচ
মিথ্যা হইবে না। ১। ২। কিন্তু আমাকে লোক সকলে

কহিবে যে, রামচন্দ্র অগ্নি সাক্ষি করিয়া কপীন্দ্রের কার্য্য সাধনে
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহার কি করিলেন? তোমার কার্য্য
সাধনে বিলম্ব হইলে নিশ্চয়ই আমার উক্ত রূপ লোকাপবাদ
হইবে, অতএব তুমি সত্বর গমন করিয়া যুদ্ধার্থ বালীকে
আহ্বান কর অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে, আমি এক বাণ

কৃত্বা শব্দং মহানাদং তমাস্থরত বালিনম্ ।
তচ্ছ্রুত্বা ভ্রাতৃনিদং রোষতান্নবিলোচনঃ ॥ ৬ ॥
নির্জগাম গৃহাচ্ছীঘ্রং স্ত্রীবো যত্র বানরঃ ।
তমাপতন্তুং স্ত্রীবঃ শীঘ্রং বক্ষস্তাত্তরং ॥ ৭ ॥
স্ত্রীপমপি মুষ্টিত্যাং জঘান ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
বালী তমপি স্ত্রীব এবং ক্রুদ্ধো পরস্পরম্ ॥ ৮ ॥
অযথোতামেককপৌ দৃষ্ট্বা রামোহতিবিস্মিতঃ ।
ন মুমোচ তদা বাণং স্ত্রীববধশঙ্করা ॥ ৯ ॥
ততো ছুদ্রাব স্ত্রীবো বমন রক্তং ভয়াকুলঃ ।
বালী স্বভবনং যাতঃ স্ত্রীবো রামমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

দ্বারা বালীকে নষ্ট করিয়া তোমাকে কিঙ্কিকা রাজ্যে অভি-
ষিক্ত করিব। স্ত্রীব তথাস্ত বলিয়া ত্রীরাম বাক্যে সম্মতি
প্রকাশ পূর্বক শীঘ্র কিঙ্কিকার উপবনে গমনান্তর মহাভীষণ
শব্দ দ্বারা চতুর্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান
করিলেন।

মহাবীর বালী ভ্রাতার সেই ভীষণ রব শ্রবণ করিয়া
ক্রোধকষারিত লোচনে গৃহ হইতে শীঘ্র নির্গত হইয়া যে
প্রদেশে স্ত্রীব অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানাভিমুখে
আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবল স্ত্রীব বালীকে সমা-
গত দেখিয়া নিজ বক্ষঃস্থল তাড়ন করিতে লাগিলেন। ৩।৪।
৫।৬।৭। মহাবীর বালীও ক্রোধান্বিত হইয়া স্ত্রীবকে
মুষ্টি প্রহার করিলেন। স্ত্রীবও ক্রুদ্ধ হইয়া বালীর প্রতি
মুষ্টি প্রহার করিলেন—এই প্রকারে পরস্পর যুদ্ধ করিতে
আরম্ভ করিলেন। ৮। ত্রীরামচন্দ্র একরূপ বানরদ্বয়ের মধ্যে
বালীকে বিশেষরূপে জানিতে না পারিয়া স্ত্রীব বধাশঙ্কায়
বাণ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ৯। অনন্তর স্ত্রীব
মহাবল পরাক্রান্ত বালীর মুষ্টি প্রহার সহ্য করিতে অশক্ত
হইয়া রক্ত বমন করিতে করিতে ভয় বিহ্বলান্তঃকরণে পলায়ন
করিতে লাগিলেন; বালীও স্বভবনাভিমুখে গমনোদ্দোগ
করিলেন। অনন্তর স্ত্রীব ত্রীরামকে কহিলেন। ১০। হে

কিং মাং যাতয়সে রাম! শত্রুণা ভ্রাতৃকপিণা? ।
যদি মদ্বননে বাঞ্ছা ভ্রমেব জহি মাং বিভো! ॥ ১১ ॥
এবং মে প্রত্যয়ং কৃত্বা সত্যবাদিন্ রঘুত্তম! ।
উপেক্ষসে কিমর্থং মাং শরণাগতবৎসল! ॥ ১২ ॥
শ্রুত্বা স্ত্রীববচনং রামঃ সাক্ষবিলোচনঃ ।
আলিঙ্গ্য মাম্ম তৈবীভুং দৃষ্ট্বা বামেককপিণৌ ॥ ১৩ ॥
মিত্রঘাতিত্বমাশঙ্ক্য মুক্তবান্ সায়কং নহি ।
ইদানীমেব তে চিরং করিষ্যে ভ্রমশান্তয়ে ॥ ১৪ ॥
গদ্যাস্থর পুনঃ শত্রুং হতং দ্রক্ষ্যসি বালিনম্ ।
রামোহহং ত্বাং শপে ভ্রাতৃনিব্রামি রিপুং ক্ষণাৎ
ইত্যাশ্বাস্য স স্ত্রীবং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ।
স্ত্রীবস্ত গলে পুষ্পমালামাখ্য পুষ্পিতাম্ ॥ ১৬ ॥

রাম! তুমি ভ্রাতৃরূপী শত্রু দ্বারা আমার প্রাণ বিনাশে ইচ্ছা
করিয়াছ, যদি আমাকে নষ্ট করিতে তোমার নিতান্ত ইচ্ছা
হইয়া থাকে, তাহাইলে স্বয়ং আমাকে বিনষ্টকর। ১১।
হে সত্যবাদিন্! হে শরণাগত বৎসল! হে রঘুত্তম! তুমি
প্রথমতঃ বাক্য দ্বারা আমার বিশ্বাসোৎপাদন করাইয়া কি
কারণে আমাকে উপেক্ষা করিলে? ১২।

ত্রীরাম স্ত্রীববাক্য শ্রবণান্তর সজলনয়নে তাহাকে
আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—সখ্যে! তুমি ভয় করিও না,
আমি তোমাদিগের এক জাতীয় আকৃতি অবলোকনে বিশেষ
রূপে তোমাকে জানিতে অসমর্থ হইয়া মিত্র বধাশঙ্কায় বাণ
পরিত্যাগ করি নাই, এইক্ষণে ভ্রম শান্তির জন্য তোমার গাত্রে
বিশেষ চিহ্ন করিয়া দিব তুমি পুনর্বার সেই স্থানে গমন
পূর্বক শত্রুকে আহ্বান কর এই দণ্ডেই বালীকে নিহত দেখিবে!
ভ্রাতঃ! আমি রামচন্দ্র শপথ করিয়া কহিতেছি যে তোমার
শত্রুকে ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট করিব। ১৩। ১৪। ১৫।

ত্রীরামচন্দ্র স্ত্রীবকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া লক্ষ্মণকে
কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি স্ত্রীবের গলদেশে সপুষ্পিত

শ্রেয়স্বত্ব মহাত্মা ! স্ত্রীবিৎ বালিনং প্রতি ।
লক্ষ্মণস্ত তদা বদ্ধা গচ্ছ গচ্ছতি সাদরম্ ॥ ১৭ ॥
শ্রেয়স্বত্বাস স্ত্রীবিৎ সৌম্যপি গতা তথাকরোৎ ।
পুনরপ্যভু তং শব্দং ক্লান্তা বালিনমাস্থয়ৎ ॥ ১৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতো বালী ক্রোধেন মহতা বৃতঃ ।
বদ্ধা পরিকরং সমাক্ গমনারোপচক্রমে ॥ ১৯ ॥
গচ্ছন্তং বালিনং তারা গৃহীত্বা নিষিদ্ধে তম্ ।
ন গন্তব্যং ত্বয়েদানীং শঙ্কা মেহতীব জায়তে ॥ ২০ ॥
ইদানীমেব তে ভগ্নঃ পুনরায়তি সত্বরঃ ।
সহায়ো বলবাংস্তস্মৈ কচ্ছিন্ননং সমাগতঃ ॥ ২১ ॥

পুষ্পমালা প্রদান করিয়া বালীর প্রতি যুদ্ধার্থ প্রেরণ কর।
লক্ষ্মণ শ্রীরামের আদেশানুসারে স্ত্রীবিৎ গলদেশে পুষ্প-
মালা প্রদান করিয়া সাদরে কহিলেন, হে কপীন্দ্র ! এক্ষণে
তুমি যুদ্ধার্থ গমন কর । স্ত্রীবিৎ লক্ষ্মণের বাক্যানুসারে
যুদ্ধার্থ পূর্বস্থানে উপস্থিত হইয়া পূর্ববৎ ঘোরতর চীৎকার
রবে বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । ১৬ । ১৭ । ১৮ ।
মহাবল পরাক্রান্ত বালী পুনর্বার স্ত্রীবিৎের অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ-
নন্তর বিস্ময় ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া যুদ্ধ বেশ ধারণ পূর্বক
যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে উদ্বেগ করিলেন । ১৯ ।

অনন্তর বালীর প্রিয়তমা ভাৰ্যা তারা স্বামির কর ধারণ
পূর্বক তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে বহু প্রকারে নিষেধ করিয়া
কহিলেন, হে নাথ ! তুমি যুদ্ধ করিতে গমন করিও না, আমার
অতিশয় শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু স্ত্রীবিৎ কিরংক্ষণ
পূর্বেই তোমা কর্তৃক পরাজিত ও পলায়িত হইয়া পুনর্বার
অতি শীঘ্র যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছে ইহাতে নিশ্চয় বোধ
হইতেছে যে, স্ত্রীবিৎ এক্ষণে একাকী নহে কোন প্রবল সহায়
সম্পন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে । অনন্তর বালী তারাকে
কহিল, হে সূত্র ! তুমি স্ত্রীবিৎের প্রতি আশঙ্কা করিও না,
হে প্রিয়ে ! এক্ষণে আমার কর পরিত্যাগ করিয়া গমন কর,

বালী তামাহ হে সূত্র শঙ্কা তে ব্যোভু তদগতা ।
প্রিয়ে ! করং পরিত্যজ্য গচ্ছ গচ্ছামি তং রিপুম্ ॥
হত্বা শীঘ্রং সমায়াস্তে সহায়স্তস্মৈ কো ভবেৎ ।
সহায়ী যদি স্ত্রীবিৎস্ততো হত্বোত্তরং ক্ষণাৎ ॥ ২৩ ॥
আয়াস্তে মা শুচঃ শূরঃ কথং তিষ্ঠেদ্ গৃহে রিপুম্ ।
জ্ঞাত্বাপ্যাহুমানং হি হত্বা বাস্যামি সুন্দরি ! ॥ ২৪ ॥
তারোবাচ ।

মস্তোহন্যচ্ছু রাজেন্দ্র ! শত্রু কুরু যথোচিতম্ ।
আহামাক্ষদঃ পুত্রো মৃগয়ায়াং শ্রুতং বচঃ ॥ ২৫ ॥
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দাশরথিঃ কিল ।
লক্ষ্মণেন সহ ভাত্রা নীতয়া ভাৰ্য্যায়া সহ ॥ ২৬ ॥
আগতো দণ্ডকারণ্যং তত্র নীতা হতা কিল ।
রাবণেন সহ ভাত্রা মার্গমাগেহথ জানকীম্ ॥ ২৭ ॥

আমিও যুদ্ধক্ষেত্রে গমন পূর্বক শত্রু বধ করিয়া শীঘ্র প্রত্যা-
গমন করিব ; কোন্ ব্যক্তি সেই ভ্রাতার সহায়তা করিবে ?
যদি কেহ তাহার সহায়তা করে, তাহা হইলে ক্ষণকাল মধ্যে
উভয়কে নষ্ট করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব । হে সুন্দরি !
বীর পুরুষেরা শত্রু কর্তৃক আহৃত হইয়া কখন কি গৃহে অব-
স্থান করিতে পারে ? অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর, শীঘ্র
শত্রু বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন করিব । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ ।
২৪ । তারা কহিলেন, হে রাজেন্দ্র ! আমার অন্য কিছু
বক্তব্য আছে শ্রবণ করিয়া বাহা উচিত হয় কখন ।

বৎস অক্ষদ এক দিবস মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া আ-
মাকে কহিয়াছিল, নাথঃ ! আমি মৃগয়া গমন করিয়া শ্রবণ
করিয়াছি যে, অযোধ্যাধিপতি দশরথাস্বজ শ্রীমান্ রামচন্দ্র
কনিষ্ঠ ভাতা লক্ষ্মণ ও নিজ ভাৰ্যা নীতার সহিত দণ্ডকারণ্য
আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে রাজমাধিপ রাবণ ছিল পূর্বক
তাঁহার ভাৰ্যা নীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে সেই রাম ও

আগতো ধাৰ্য্যমুকাদ্ৰিঃ সুগ্রীবেন সমাগতঃ ।

চকার তেন সুগ্রীবঃ সখ্যং চানলসাক্ষিকম্ ॥ ২৮ ॥

প্রতিজ্ঞাং কৃতবান্ রামঃ সুগ্রীবায় সলক্ষণঃ ।

বালিনং সমরে হত্বা রাজানং ত্বাং করোম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি নিশ্চিত্য তৌ যাতৌ নিশ্চিতং শৃণু মদচঃ ।

ইদানীমেব তে ভগ্নঃ কথং পুনরুপাগতঃ ॥ ৩০ ॥

অতস্তুং সৰ্ব্বথা বৈরং ত্যক্ত্বা সুগ্রীবমানয় ।

যৌবরাজ্যেহভিবিষ্টাশু রামং ত্বং শরণং ব্রজ ॥ ৩১ ॥

পাহি মামঙ্গদং রাজ্যং কুলঞ্চ হরিপুঙ্গব ! ।

ইত্যুক্ত্বাশ্রমুখী তারা পাদরোঃ প্রাণপত্য তম্ ।

হস্তাত্যাং চরণৌ ত্বা রুরোদ ভয়বিম্বলা ।

তামালিঙ্গ্য তদা বালী সন্নেহমিদমব্রवी ॥ ৩৩ ॥

স্বীকৃত্যবাহিভেবি ত্বং প্রিয়ে ! নাস্তি ভয়ং মম ।

রামো যদি সমায়াতো লক্ষ্মণেন সমং প্রভুঃ ॥ ৩৪ ॥

তদা রামেন মে স্নেহো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদবতীর্ণোহখিলপ্রভুঃ ॥ ৩৫ ॥

ভূভারহরণার্থায় শ্রুতং পূৰ্ব্বং মন্যানঘে ! ।

স্বপক্ষঃ পরপক্ষো বা নাস্তি তস্ম পরাভ্রনঃ ॥ ৩৬ ॥

আনেম্যামি গৃহং সাধি ! নত্বা তচ্চরণাশ্রয়ম্ ।

ভজতোহনুভজত্যেষ ভক্তিগম্যঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ৩৭ ॥

যদি স্বয়ং সমায়াতি সুগ্রীবো হস্মি তং কণাৎ ।

সদুজ্ঞং যৌবরাজ্যায় সুগ্রীবস্তাভিষেচনম্ ॥ ৩৮ ॥

বালী তারাকে আলিঙ্গন করিয়া সন্নেহ বচনে কহিলেন ।

। ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ ।

প্রিয়ে! তুমি স্ত্রী জাতি বলিয়া ভয় করিতেছ, কিন্তু আমার কোন ভয় নাই, মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্র যদি লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়া থাকেন তাহাই হইলে তিনি সুগ্রীব অপেক্ষা আমার প্রতি নিশ্চয় অধিকতর স্নেহ প্রকাশ করিবেন, কারণ সুগ্রীব অপেক্ষা আমাদের দ্বারা তাঁহার অধিক কার্য্য সিদ্ধির সম্ভব। হে অনঘে! আমি পূর্বে শুনিয়াছি যে, অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি ভগবান্ নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পরমাত্মা রামের স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কেহই নাই । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । হে সাধি! তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, আমি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ কমলে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিব, যেহেতু ভক্ত বৎসল দেব দেব দাশরথি ভক্ত জনের অতীর্ক সিদ্ধি করিয়া থাকেন । ৩৭ । যদি সুগ্রীব একাকী আসিয়া থাকে তাহা হইলে লক্ষণকালের মধ্যে তাহার প্রাণ বিনাশ করিব । প্রিয়ে! তুমি পূর্বে কহিয়াছ যে সুগ্রীবকে আনয়ন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা কর্তব্য—হে

লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যা পর্বতে আগমন করিয়া সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়াছেন । সুগ্রীবও তাঁহাদিগের সহিত সখ্য করিয়াছেন । রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সখ্য ভাবে আরক্ত হইয়া অগ্নি সাক্ষি করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্বক সুগ্রীবকে কহিয়াছেন যে, সমরাদ্বয়ে রানীকে বিনষ্ট করিয়া তোমাকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য প্রদান করিব । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । হে নাথ! তাহারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আসিয়াছে নতুবা ইতিপূর্বে পরাজিত হইয়া পুনর্বীর যুদ্ধার্থ কেন আসিবে? হে মহারাজ! আমার ব্যক্ত্যানুসারে বৈর পরিত্যাগ পূর্বক সুগ্রীবকে আনয়ন করিয়া শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর এবং শ্রীরামের শরণাগত হও, হে কপীন্দ্র! আমাকে ও পুত্র অঙ্গদ, রাজ্য ও বংশ এই সমস্ত ব্রহ্মা কর, অঙ্গপুংগুখী তারা বিনয় বচনে এইরূপ কহিয়া বালীর পাদযুগলে পতিত হইলেন । অনন্তর নিজ হস্তযুগল দ্বারা বালীর চরণদ্বয় ধারণ করিয়া ভয়বিম্বলাস্তঃকরণে রোদন করিতে লাগিলেন । অনন্তর

কথমাহুয়মানোহং যুদ্ধায় রিপুণা ত্রিয়ে ! ।

শূরোহং সর্বলোকানাং সম্মতঃ শুভলক্ষণে ! ॥ ৩৯ ॥

ভীতভীতমিদং বাক্যং কথং বালী বদেৎ ত্রিয়ে ।

তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য তিষ্ঠ সুন্দরি ! বেষ্মনি ॥ ৪০ ॥

এবমাশ্বাস্ত তারাং তাং শোচন্তীমশ্রলোচনাম্ ।

গতো বালী সমুত্তুজঃ সুগ্রীবশ্চ বধায় সঃ ॥ ৪১ ॥

দৃষ্ট্ৱ বালীনমাস্তং সুগ্রীবো ভীমবিক্রমঃ ।

উৎপপাত গলেবদ্ধপুষ্পমালঃ পতঙ্গয়ৎ ॥ ৪২ ॥

মুক্তিত্যাং তাড়য়ামাস বালিনং মোহপি তং তথা ।

অহম্বালী চ সুগ্রীবং সুগ্রীবো বালিনং তথা ॥ ৪৩ ॥

রামং বিলোকয়ন্নেব সুগ্রীবো যুযুধে যুধি ।

ইত্যেবং যুধ্যমানৌ তৌ দৃষ্ট্ৱ রামঃ প্রভাপবান্ ॥

শুভলক্ষণে ! সর্ব লোক সমাজে আমি শূর বলিয়া বিখ্যাত
এক্ষণে শত্রু কর্তৃক যুদ্ধার্থ আহত হইয়া কিরূপে ভয় সূচক
তোমার ঐ বাক্যে অনুমোদন করিব ? হে সুন্দরি ! অতএব
শোক পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থিতি কর আমি যুদ্ধার্থ গমন
করি । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বালী শোকাশ্রুপূর্ণ লোচনা
তারাকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া সুগ্রীব বধের জন্য
উদ্বেগী হইয়া গমন করিলেন । ৪১ । পুষ্প মালা শোভিত
ভীম পরাক্রম সুগ্রীব বালীকে সমাগত দেখিয়া পতঙ্গের
ন্যায় লক্ষ প্রদান পূর্বক মুক্তি দ্বারা তাড়না করিলেন, বালীও
সুগ্রীবকে সেইরূপ মুক্তি প্রহার করিল এই রূপে পরস্পরের
ঘোরতর প্রহার আরম্ভ হইল । ৪২ । ৪৩ । সুগ্রীব যুদ্ধ করিতে
করিতে মধ্যে মধ্যে ত্রিরামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে
লাগিল । মহাপ্রভাপশালী ত্রিরামচন্দ্র ভূগীর হইতে একটা

বাণমাদায় ভূগীরাদৈশ্চ ধনুৰি সন্দধে ।

আকৃষ্য কর্ণপর্যন্তমদৃশৌ বৃক্ষখণ্ডগঃ ॥ ৪৫ ॥

নিরীক্ষ্য বালীনং সম্যগ্ৰক্ষ্যং তদ্বদয়ং হরিঃ ।

উৎসসর্জাশনিসমং মহাবেগং মহাবলঃ ॥ ৪৬ ॥

বিভেদ সশরো বক্ষো বালিনঃ কম্পয়ন্মহীম্ ।

উৎপপাত মহাশব্দং মুঞ্চন্ স নিপপাত হ ॥ ৪৭ ॥

তদা মুহূর্ত্তং নিঃসংজ্ঞো ভদ্রা চেতনমাপ সঃ ।

ততো বালী দদর্শাশ্চৈ রামং রাজীবলোচনম্ ।

ধনুরালম্ব্য বামেন হস্তেনান্যেন সারকম্ ॥ ৪৮ ॥

বিভ্রাণং চীরবসনং জটামুকুটধারিণম্ ।

বিশালবক্ষসম্ভ্রাজদ্বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৪৯ ॥

পীনচার্কায়তভুজং নবদূর্বাদলচ্ছবিম্ ।

সুগ্রীবলক্ষণাত্যাং চ পার্শ্বায়োঃ পরিসেবিতম্ ॥ ৫০ ॥

ঐশ্রবাণ গ্রহণ করিয়া নিজ ধনুতে সন্ধান করিলেন । অনন্তর
বৃক্ষসমূহের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত ভগবান্ হরি
বালীর বক্ষঃস্থল লক্ষ করিয়া ঐ বাণ পরিত্যাগ করিলেন । বজ্র
সদৃশ বীৰ্য্যশালী সেই বাণ মহাবেগে গমন করিয়া বালীর
বক্ষঃস্থল ভেদ করিল । অনন্তর মহাবীর বালী বক্ষঃস্থলে
আহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার ধ্বনি করিতে করিতে পৃথি-
বীতে পতিত হইল । বসুমতীদেবী কপীন্দ্রের পতন বেগ
সহনে অসমর্থ হইয়া বারম্বার কম্পিতা হইতে লাগিলেন ।
বালী মুহূর্ত্ত কাল অচেতন থাকিলেন, অনন্তর সংজ্ঞা লাভ
করিবামাত্র দেখিলেন জটামুকুটধারী বিশাল বক্ষঃস্থল
বিরাজিত বনমালালঙ্কৃত এবং চীর বসন, আজানুলম্বিত
মনোহর পীনবাহ নবদূর্বাদলশ্চাম রাজীবলোচন রাম কাম-
হস্তে ধনু ও দক্ষিণ হস্তে বাণ ধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান
রহিয়াছেন, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ তাঁহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান
হইয়া সেবা করিতেছেন । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ ।

বিলোকা শনকৈঃ প্রাহ বালী রামং বিগর্হয়ন্ ।
 কিং মর্যাপকৃতং ? রাম ! তব যেন হতোহস্মাহম্ ॥৫১॥
 রাজধর্মমবিজ্ঞায় গর্হিতং কর্ম তে কৃতম্ ।
 বৃক্ষখণ্ডে তিরো ভূত্বা তাজতা ময়ি সায়কম্ ॥ ৫২ ॥
 যশঃ কিং লপ্যসে রাম ! চোরবৎ কৃতসঙ্করঃ ।
 যদি ক্ষত্রিয়দায়াদো মনোর্বংশমমুদ্ববঃ ॥ ৫৩ ॥
 যুদ্ধং কৃত্বা সমক্ষং মে প্রাপ্যসে তৎফলং তদা ।
 সুগ্রীবেন কৃতং কিং তে ? ময়া বা ন কৃতং কিমু ?
 রাবণেন হতা ভার্য্যা তব রাম ! মহাবনে ।
 সুগ্রীবং শরণং যাতস্তদর্থমিতি শুশ্রুম ॥ ৫৫ ॥
 বত রাম ! ন জানীষে মদ্বলং লোকবিশ্রুতম্ ।
 রাবণং সকুলং বদ্ধ্বা সমীতং লঙ্কয়া সহ ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর বালী শ্রীরামকে দেখিবামাত্র নিন্দা করিয়া
 মুহু বচনে কহিল, হে রাম ! আমি তোমার নিকট এমন কি
 অপরাধ করিয়াছি, যে অপরাধে আমাকে নষ্ঠ করিলে—বোধ
 করি তুমি রাজধর্ম না জানিয়া এইরূপ গর্হিত কর্ম করিয়াছ ।
 হে রাম ! তুমি চোরের ন্যায় বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইত হইয়া
 আমার প্রতি বাণ ফেপ করিলে—এই অধর্ম যুদ্ধে কি যশো-
 লাভ করিতে পারিবে ? তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান বিশেষতঃ মনুর
 বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার উচিত কার্য হয় নাই,
 যদি সমুখ যুদ্ধে আমার প্রাণ বিনাশে সক্ষম হইতে তাহা
 হইলে তোমার যশোলাভ হইত । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । হে
 রঘুনন্দন ! আমি শুনিয়াছি মহারণ্য হইতে রাবণ তোমার
 ভার্য্যা হরণ করিয়াছে, তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত সুগ্রীবের
 শরণাপন্ন হইয়াছ, তাহা কি আমার দ্বারা হইত না ? হে রাম !
 তুমি আমার লোক-বিখ্যাত বীর্য্য কি জান না ? আমি যদি
 ইচ্ছা করি তাহা হইলে মুহূর্ত্তাধি মধ্যে সবংশ রাবণকে বদ্ধ
 করিয়া লঙ্কার সহিত এস্থানে আনয়ন করিতে পারি । হে

অনয়ামি মুহূর্ত্তার্থাচ্ছদি চেচ্ছামি রাঘব ! ॥
 ধর্মিষ্ঠ ইতি লোকেহস্মিন্ কথ্যসে রঘুনন্দন ! ॥ ৫১ ॥
 বানরং ব্যাধবদ্ধত্বা ধর্ম্যং কং লপ্যসে বদ ।
 অভক্ষ্যং বানরং মাংসং হত্বা মাং কিং করিষ্যসি ?
 ইত্যেবং বহুভাষন্তং বালিনং রাঘবোব্রবীৎ ।
 ধর্ম্মশ্চ গোপ্তা লোকেহস্মিন্শ্চরামি স শরাসনঃ ॥৫২॥
 অধর্ম্মকারিণং হত্বা সদ্ধর্ম্মং পালয়াম্যহম্ ।
 ছুহিতা ভগিনী ভাতৃভার্য্যা টেব তথা স্মুবা ॥ ৫৩ ॥
 সমা যো ব্রমতে তাসামেকামপি বিমুচ্যধীঃ ।
 পাতকী স তু বিজ্ঞেয়ঃ সবধ্যো রাজভিঃ সদা ॥৫৪॥
 ত্বন্ত ভাতুঃ কনিষ্ঠশ্চ ভার্য্যাস্তাং ব্রমসে বলাৎ ।
 অতো ময়া ধর্ম্মবিদা হতোহসি বনগোচর ! ॥ ৫৫ ॥
 ত্বং কতিত্বান্নজানীষে মহাত্মো বিচরন্তি যৎ ।
 লোকং পুনান্যঃ সঞ্চারৈরতস্তান্নাতিভাষয়েৎ ॥৫৬॥

রাম ! তুমি ধর্মিষ্ঠ বলিয়া জগতে বিখ্যাত—বল দেখি ব্যাধের
 ন্যায় গুপ্ত ভাবে বানর বধ করিয়া কি ধর্ম লাভ করিবে ?
 অভক্ষ্য বানর মাংস তোমার ভক্ষণেও উপযোগী হইবে না ।
 ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ । বালী এইরূপে বহুতর ভৎসনা
 করিলে শ্রীরাম কহিলেন হে বানরেন্দ্র ! আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ শরা-
 সন গ্রহণ করিয়া এই জগতে বিচরণ করিতেছি, অধর্ম্মকারী
 ব্যক্তিকে নষ্ঠ করিয়া ধার্মিক ব্যক্তিকে প্রতিপালন করাই
 আমার কার্য্য, হে রূপীন্দ্র ! কন্যা, ভগিনী, ভাতৃজায়া ও পুত্র-
 বধু এই চারই তুল্য এই চারিটীর মধ্যে যে কোন একটাতে যে
 ব্যক্তি উপগত হয়, সেই মহাপাতকী ধার্মিক রাজগণের বধ্য
 ইহা নিশ্চয় জানিবে । ৫৯ । ৬০ । ৬১ । হে পশুরাজ ! তুমিও
 কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নিকে বলপূর্ব্বক ব্রমণ করিতেছ এই হেতু
 ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তোমাকে নষ্ঠ করিলাম । তুমি বানর জাতি
 বলিয়া কিছুই জাননা—মহাযজ্ঞিরা নিজ পদ সঞ্চার দ্বারা জগৎ

তচ্ছ্রুত্বা ভয়সম্ভ্রান্তো জ্ঞাত্বা রামং রম্যপতিম্ ।
বালী প্রণম্য রতসাদ্রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৪ ॥
রাম রাম ! মহাভাগ ! জানেছাং পরমেশ্বরম্ ।
অজানতা ময়া কিঞ্চিদুত্থং তৎ ক্ষন্তুমহঁসি ॥ ৬৫ ॥
সাক্ষাৎসুহৃদঘাতেন বিশেষণে তবাগুতঃ ।
তজ্জামাস্থান্মহাযোগিদূর্লভং তব দর্শনম্ ॥ ৬৬ ॥
বন্যাম বিবশো গৃহ্নন্ ত্রিমাণঃ পরং পদম্ ।
যাতি সাক্ষাৎ স এবাত্ত মুমূর্ষোর্ম্মে পুরঃস্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥
দেব ! জ্ঞানামি পুরুষং ত্বাং শ্রিয় জ্ঞানকীং শুভাম্ ।
রাবণস্ত বধার্থায় জাতং ত্বাং ব্রহ্মণার্থিতম্ ॥ ৬৮ ॥

পবিত্র করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে । অতএব তাহাদিগের কার্যে
নিন্দা করিতে নাই; বালী শ্রীরামের এই বাক্য শুনিরামাত্র
শ্রীরামকে সনাতন বিষ্ণু জানিয়া অতি ভীত হইলেন, অনন্তর
প্রণাম করিয়া পরমানন্দে শ্রীরামকে কহিলেন ৥৬২৥৬৩৥৬৪ ॥
হে রাম ! হে মহাভাগ ! এক্ষণে তোমাকে পরমেশ্বর বলিয়া
জানিলাম, ইতিপূর্বে অজ্ঞান বশতঃ তোমাকে যে কিছু পুরুষ
বাক্য কহিয়াছি তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিতে হইবে ৥৬৫ ॥

হে ভগবন্ ! তোমার শরাসাত দ্বারা তোমারই সম্মুখে এক্ষণে
প্রাণত্যাগ করিব, এরূপ সময় কখন হইবে না—যেহেতু
এক্ষণে যোগি দুলভ তোমার দর্শন লাভ করিয়াছি ৥৬৬ ॥ হে
রাম ! যদি লোকেরা মরণ সময়ে অবশেষদ্বিগ্ন হইয়া তোমার নাম
জপ করে তাহা হইলে মরণান্তে বৈকুণ্ঠধাম গমন করে—সেই
তুমি আমার মরণ সময় সন্ধ্য সম্মুখে বিরাজ করিতেছ ইহার
পর আমার ভাগ্য কি ? ৥ ৬৭ ॥ হে দেব ! তুমি পরম পুরুষ
রাবণ বধার্থ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ
করিয়াছ, জ্ঞানকীও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ইহা অবগত হইয়াছি ৥৬৮ ॥

অনুজানীহি মাং রাম ! যান্তং ত্বংপদযুক্তম্ ।
মম তুল্যবলে বালে অঙ্গদে ত্বং দয়াং কুরু ॥ ৬৯ ॥
বিশল্যং কুরু মে রাম ! হৃদয়ং পাণিনা স্পৃশন্ ।
তথ্যেতি বাণমুদ্বৃত্য রামঃ পম্পর্শ পাণিনা ।
ত্যক্ত্বা তদানরং দেহমমরেষ্টোহতবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৭০ ॥
বালী রঘুশৃঙ্গশরাভিহতো বিমূঢ়ো
রামেণ শীতলকরেণ সূখাকরেণ ।
সদ্যো বিমূঢ়্য কপিদেহমবশ্লভত্যং ।
প্রাপ্তঃ পরং পরমহংসগণৈর্হুঁরাপম্ ॥ ৭১ ॥
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মব্রাহ্মণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিঞ্চিদ্ব্যাকাঙে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন আপনার বৈকুণ্ঠধামে গমন করি এবং
আমার তুল্য বাহুবীৰ্য্য সম্পন্ন অঙ্গদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন ।
৬৯ । হে দাশরথ্যে ! আপনি স্বয়ং কর কমল দ্বারা আমার
বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া শল্য উদ্ধার করুন । শ্রীরাম কপীন্দের
বিনয় বচনে সম্বুদ্ধ হইয়া তাহার হৃদয় হইতে স্বয়ং শল্য
উদ্ধার করিলেন, বানর রাজ্যও বানর দেহ পরিত্যাগ করিয়া
ক্ষণকাল মধ্যে অমরেন্দ্র দেহ ধারণ করিলেন তদন্তে মুক্তি-
লাভ করিলেন । ৭০ । রাম-শর-পীড়িত বালী রঘুনাথের
সুখাকর সদ্গুণ শীতল কর স্পর্শে তৎক্ষণাৎ বানর দেহ
পরিত্যাগ পূর্বক পরমহংসগণের হুপ্রাপ্য কিন্তু রামভক্ত
দিগের অবশ্য প্রাপ্য সেই বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্তি হইলেন । ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মব্রাহ্মণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিঞ্চিদ্ব্যাকাঙে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

নিহতে বালিনি রণে রামেণ পরমাত্মনা ।

ছুড়বুর্কানরাঃ সর্বো কিঙ্কিঙ্ক্যাং ভয়বিস্মৃতাঃ ॥ ১ ॥

তারামুচুম'হাভাগে ! হতো বালী রণাজিরে ।

অঙ্গদং পরিরক্ষাদ্য মজ্জিণঃ পরিনোদয় ॥ ২ ॥

চতুর্দারকপাটাদীন বদ্ধা রক্ষামহে পুরীম্।

বানরাগাং তু রাজানমঙ্গদং কুরু ভামিনি ! ॥ ৩ ॥

নিহতং বালিনং শ্রুত্বা তারা শোকবিমুচ্ছিতা ।

অতাড়য়ৎ স্বপার্ণিত্যাং শিরোবক্ষশ্চ ভুরিশঃ ॥ ৪ ॥

কিমঙ্গদেন রাজ্যেন নগরেণ ধনেন বা ? ।

ইদানীমেব নিধনং যাস্যামি পতিনা সহ ॥ ৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা ভুরিতা তত্র রুদন্তী মুক্তমুখা ।

যযৌ তারাতিশোকাক্তা যত্র ভত্ কলেবরম্ ॥ ৬ ॥

পতিতং বালিনং দৃষ্ট্বা রক্তৈঃ পাংশুভিরারুতম্ ।

রুদন্তী নাথনাথেতি পতিতা তস্য পাদয়োঃ ॥ ৭ ॥

করণং বিলপন্তী সা দদর্শ রঘুনন্দনম্ ।

রাম ! মাং জহি বাণেন যেন বালী হতস্তয়া ॥ ৮ ॥

গচ্ছামি পতিসালোক্যং পতির্মামতিকাজ্ঞতে ।

স্বর্গেহপি ন সুখং তস্য মাং বিনা রঘুনন্দন ! ॥ ৯ ॥

পত্নীবিয়োগজং দুঃখমভূততং ত্বয়ানঘ ! ।

বালিনে মাং প্রযচ্ছাশু পত্নীদানফলং ভবেৎ ॥ ১০ ॥

তারা শোকাকুলান্তঃকরণে মৃতপতির কলেবর দর্শনার্থ সেই
রণ ভূমিতে উপস্থিত হইয়া বানর রাজের ধূলীধূসরিত এবং
শোণিত-শিক্ত শরীর সন্দর্শনানন্তর তাঁহার চরণদ্বয়ে পতিত
হইয়া—হা নাথ ! হা নাথ ! এই প্রকার বহুতর বিলাপ করিতে
লাগিলেন । ৬। ৭। অনন্তর সম্মুখাগত রঘুনাথকে অবলোকন
করিয়া কহিলেন—হে রাম ! যে বাণ দ্বারা মহারাজের
প্রাণ সংহার করিয়াছে সেই বাণ দ্বারা আমাকেও বিনষ্ট কর । ৮।
আমি শীঘ্র পতি সন্নিধানে গমন করিব—প্রাণপতি আমাকে
প্রার্থনা করিতেছেন, হে রঘুনন্দন ! মহারাজ বালী আমাকে
কলকাল দর্শন না করিলে স্বর্গেও সুখানুভব করিতে পারেন
না । তোমাকে অধিক কি বলিব পত্নী-বিয়োগ জনিত দুঃখ
তুমি স্বয়ং অনুভব করিতেছ—শীঘ্র আমাকে বিনষ্ট করিয়া
মহারাজের নিকট প্রেরণ কর তাহা হইলে তুমি পত্নী দান
জনিত ফল লাভ করিবে । ৯। ১০। অনন্তর স্ত্রীবিয়োগ

বানরেন্দ্র বালী পরমাত্মা শ্রীরাম কর্তৃক রণ ভূমিতে
নিহত হইলে তাঁহার অনুচর বানরগণ ভয়াকুলিত চিত্তে কিঙ্কি-
ঙ্ক্যায় প্রতিগমন করিয়া তারাকে কহিল—হে মহাভাগে ! মহা-
রাজ বালী অদ্য রণভূমিতে শ্রীরাম কর্তৃক নিহত হইয়াছেন—
আপনি এক্ষণে কুমার অঙ্গদকে ও মজ্জিগণকে রাজকাৰ্য্য করিতে
আদেশ করুন, আমরা চতুর্দারের কপাট বদ্ধ করিয়া এই নগরী
রক্ষা করিব । ১। ২। ৩। অনন্তর তারা কপীন্দ্র বালীর
অত্তম সম্বাদ শ্রবণ করিয়া শোকমুচ্ছিতান্তঃকরণে বারবার
পার্ণি ষুগল দ্বারা মস্তক ও বক্ষঃস্থল তাড়ন করিতে করিতে
কহিলেন—হে বানরগণ ! আমার পুত্র, রাজ্য, নগর ও ধনে
কিছুই প্রয়োজন নাই, এক্ষণেই আমি পতির সহস্রগণ প্রাপ্ত
হইব । ৪। ৫। অনন্তর আনুলারিতকেশী রোদ্যমান

সুগ্রীব ! ত্বং মুখং রাজ্যং দাপিতং বাসিষাতিনা ।
 রামেণ রুহ্মা সার্দ্ধং ভুংক্ষু নাপভবজিতম্ ॥ ১১ ॥
 ইত্যেবং বিলপন্তীং তাং তারাং রামো মহামনাঃ ।
 সান্ত্বয়ামাস দয়য়া তত্ত্বজ্ঞানোপদেশতঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

কিং ভীকু ! শোচসি ব্যর্থং ? শোকস্তাবিষয়ং পতিম্
 পতিস্তবায়ং দেহো বা জীবো বা বদ তত্ত্বতঃ ॥ ১৩ ॥
 পঞ্চান্নকো জড়ো দেহস্ত্রাসিরুধিরাস্থিমান্ ।
 কালকর্মণ্ডণোৎপন্নঃ সোহপ্যাস্তেহদ্যাপি তে পুরঃ ॥
 মন্যসে জীবমাত্মানং জীবন্তর্হি নিরাময়ঃ ।
 ন জায়তে ন ভিন্নতে ন ভিস্ততি ন গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন—হে সুগ্রীব ! এক্ষণে তুমি
 বালী বাজী রামচন্দ্র কর্তৃক অর্পিত নিরুটক রাজ্য ও নিজ পত্নী
 কন্মার সহিত পরম সুখে ভোগ কর । ১১ ।

মহামতি রামচন্দ্র তারার বিলাপ বাক্য শ্রবণানন্তর দমার্জ
 হইয়া তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।
 শ্রীরাম কহিলেন, হে ভীকু ! তুমি অশোচ্য পতির নিমিত্ত ক্লেশ কি
 শোক করিতেছ ? যথার্থ বল দেখি এই রণভূমিশরিত দেহ কিম্বা
 জীব উভয়ের মধ্যে পতি বলিয়া কাহাকে স্থির করিয়াছ । ১২ ।
 ১৩। যদি দেহকে পতি বল তাহা হইলে শোকের বিষয় কিছুই
 নাই, যেহেতু ত্বক্ষু, মাংস, কধির ও অস্থি দ্বারা পরিপূরিত পঞ্চ
 ভূতাত্মক জড় দেহ কাল অদৃষ্ট ও সম্বাদি গুণবোণে উৎপন্ন
 হইরাছে, ঐ দেহ অদ্যাপি তোমার সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে ।
 ১৪। যদি জীবাত্মাকে পতি বলিয়া স্থির করিয়া থাক তাহা
 হইলেও শোকের বিষয় কিছুই নাই, যেহেতু নিরাময়—তাহার
 জন্ম, মরণ, গতি বা স্থিতি কিছুই নাই । ১৫ । ক্রীব নহে—

ন স্ত্রী পুমান্বা যশো বা জীবঃ সর্বগতোহব্যয়ঃ ।

এক এবাদ্বিতীয়োহয়মাকার্ষবদলেপকঃ ।

নিত্যো জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ স কথং শোকমহতি ॥ ১৬ ॥

তারোবাচ ।

দেহোহচিৎকান্তবদ্রাম ! জীবো নিত্যশ্চিদাত্মকঃ ।

সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ কস্য স্যাদ্রাম ! মে বদ ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

অহঙ্কারাদিসম্বন্ধো যাবদেহেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ।

সংসারস্তাবদেব স্যাদাত্মনস্তবিরেকিনঃ ॥ ১৮ ॥

মিথ্যারোপিতসংসারো ন স্বয়ং বিনিবর্ততে ।

বিষয়াক্ষায়মানশ্চ স্বপ্নে মিথ্যাগমো যথা ॥ ১৯ ॥

পরন্তু আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী নির্লেপ স্মৃতরাং দ্বিতীয়
 ব্যক্তির সম্বন্ধ রহিত এবং নিত্য জ্ঞানময় নির্মল এক পদার্থ
 সর্বভূতে সমভাবে বিরাজ করিতেছেন তাহার নিমিত্ত কি
 শোক করিতেছ ? ১৬। তারা কহিলেন—হে রাম ! যদি
 এই দেহ কাষ্ঠের ন্যায় অচেতন এবং জীবাত্মা জ্ঞানময় নিত্য-
 পদার্থ তবে সুখ দুঃখাদি ভোগ কাহার হয় ? এক্ষণে আমার
 এই সংশয় ছেদ কর । ১৭।

শ্রীরাম কহিলেন, যাবৎ কাল জীবাত্মা অবিরেক বশতঃ
 দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে মদীয়ত্ব বুদ্ধি পরিভাগ না করেন
 তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনিই সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া
 থাকেন । ১৮। হে সুন্দর ! মনুষ্যের বিষয় ভাবনা করিতে
 করিতে নিদ্রিত হইয়া যেমন স্বপ্নাবস্থায় ঐ চিন্তিত বিষয়ের
 মিথ্যা সমাগম লাভ করে এবং ঐ অবস্থায় ঐ জনীক বস্ত্র
 হইতেও স্বয়ং নিবৃত্ত হইতে পারে না, কিন্তু জাগ্রদবস্থায়
 বিবেক শক্তি দ্বারা নিবৃত্ত হয়, সেই রূপ জীব দেহা-
 ভিন্নানাবস্থায় মিথ্যা সংসার আরোপ করিয়া ঐ অবস্থায় স্বয়ং
 তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না । ১৯। হে বৎসে ! জীবাত্মা

অনাভ্যবিদ্যাসম্বন্ধাত্তৎকার্যাহঙ্কৃতেন্থথা ।

সংসারোহপার্থকোহপি স্তাদ্রাগ দেবাদিসঙ্কুলঃ ॥ ২০ ॥

মন এব হি সংসারো বন্ধশ্চৈব মনঃ শুভে ! ।

আত্মা মনঃ সমানভূমেত্য তদগতবন্ধতাক্ ॥ ২১ ॥

যথা বিশুদ্ধঃ স্ফটিকোহলক্তকাদিসমীপভঃ ।

তত্তদ্বর্ণযুতা ভাস্তি বস্ততো নাস্তি রঞ্জনম্ ॥ ২২ ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিসামীপ্যাদায়নঃ সংসৃতির্বলাৎ ।

আত্মা অনিশ্চল মনঃ পরিগৃহ্য তদুদ্ভবান্ ॥ ২৩ ॥

কামান্ জুবন্ গুণৈর্কন্ধঃ সংসারে বর্ততেহবশঃ ।

আদৌ মনো গুণান্ সৃষ্টা ততঃ কৰ্ম্মাণেনেকথা ॥ ২৪ ॥

শুদ্ধলোহিতকৃষ্ণানি গতরস্তুৎসমানতঃ ।

এবং কৰ্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমত্যাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২৫ ॥

মর্কোপসংহতো জীবো বাসনাভিঃ স্বকৰ্ম্মভিঃ ।

অনাদ্যবিদ্যাবশগন্তিষ্ঠত্যভিনিবেশতঃ ॥ ২৬ ॥

সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ববাসনামানসৈঃ সহ ।

জায়তে পুনরপ্যেবং ঘটীযন্তমিবাবশাঃ ॥ ২৭ ॥

যদা পুণ্যবিশেষেণ লভতে সঙ্কতিং সতাম্ ।

মন্ত্তনানাং মুশাস্তানাস্তদামদ্বিবয়া মতিঃ ॥ ২৮ ॥

মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা দুর্লভা জায়তে ততঃ ।

ততঃ স্বরূপবিজ্ঞানমনায়াসেন জায়তে ॥ ২৯ ॥

তদাচার্য্যপ্রসাদেন বাক্যার্থজ্ঞানতঃ ক্রণাৎ ।

দেহেন্দ্রিয়মনঃ প্রাণাহঙ্কৃতিভ্যঃ পৃথক্ স্থিতম্ ।

স্বাত্মানুভাবতঃ সত্যমানন্দান্নানমদ্বয়ম্ ।

জ্ঞাত্বা সদ্যো ভবেম্মুক্তঃ সত্যমেব ময়োদিতম্ ॥ ৩১ ॥

অবিদ্যা প্রভাবে দেহাভিমাত্রী হইয়া রাগ দেবাদি সঙ্কুল মিথ্যা সংসারে আবদ্ধ হন। ২০। হে কপীন্দ্রপতি! অন্তঃকরণই সংসারের কারণ ও মুখ দুঃখাদি ভোক্তা জীবাত্মা অন্তঃকরণের সহিত মিলিত হইয়া তদগত মুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। ২১। অলক্ত সরিহিত নির্মল স্ফটিক মণি স্বভাবতঃ শুক্লবর্ণ হইলেও অলক্তের প্রতিবিশ্ব সম্পর্কে যে রূপ রক্ত বর্ণ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ আত্মা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি সরিধান্নে সংসারী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। হে চাক্র ভাবিনি! জ্ঞানাদি গুণ বিশিষ্ট আত্মাকে অন্তঃকরণ দ্বারা অনুমান করিয়া স্থির করিতে হয়, ঐ আত্মা অন্তঃকরণ সম্বন্ধ বশতঃ অন্তঃকরণের অবিবেক রূপ গুণ লাভ করিয়া বিষয়াদি ভোগ করতঃ রাগদেবাদি রূপ অন্তঃকরণ গুণ আবদ্ধ হইয়া অনিচ্ছুক হইয়া ও সংসারে লিপ্ত হইয়া থাকেন, জীবাত্মা রাগ দেবাদি রূপ অন্তঃকরণ গুণ লাভ করিয়া সদসংকার্য্য করেন;

সেই সদসংকার্য্য বশতঃ তাহার সদসংগতি লাভ হয়, জীব খণ্ড প্রলয় পর্য্যন্ত এই রূপে ভ্রমণ করেন, খণ্ড প্রলয় সময়ে বাসনা ও অদৃষ্টের সহিত অন্তঃকরণে মিলিত হইয়া (অর্থাৎ উভয়ে একতা লাভ করিয়া) অনাদ্য বিদ্যায় লীন হইয়া থাকেন পুনর্বার সৃষ্টি কালে পূর্ববাসনা ও অদৃষ্টের সহিত আবিভূত হন, এইরূপে জীবাত্মা কুলাল চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। যে সময় জীব পূর্বকৃত পুণ্য বলে মন্ত্তন শাস্ত প্রকৃতি সাধু জনের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই কালে আত্মাতে ভক্তি এবং আমার লীলা শ্রবণে অতিশয় আস্থা লাভ করেন; অনন্তর ভক্তি হইলেই তাহার অনার্য্যসে ঈশ্বর স্বরূপ বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞান হইবামাত্র জীবাত্মা আচার্য্যোপদিষ্ট শাস্ত্র শ্রবণ ও মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা সত্য আনন্দময় আত্মাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন এবং দেহ ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, ও অহঙ্কার হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করিয়া সদ্যই মুক্তি লাভ করেন ইহা আমি নিশ্চয় উপদেশ করিলাম।

এবং ময়ৌদিতং সমাগালোচয়তি যোহনিশম্ ।
 তস্য সংসারদুঃখানি ন স্পৃশন্তি কদাচন ॥ ৩২ ॥
 ভ্রমপোতময়া প্রোক্তমালোচয় বিশুদ্ধধীঃ ।
 ন স্পৃশ্যসে হুঃখজ্বালৈঃ কৰ্মবন্ধাদ্বিমোক্ষাসে ॥ ৩৩ ॥
 পূৰ্বজন্মানি তে স্মৃত ! কৃত্য মন্ত্তিকুরুন্তয়া ।
 অতন্তব বিমোক্ষায় রূপং মে দর্শিতং শুভে ॥ ৩৪ ॥
 ধাত্বা মজ্জপমনিশমালোচয় ময়ৌদিতম্ ।
 প্রবাহপতিতং কার্য্যং কুৰ্ব্বত্যপি ন লিপ্যসে ॥ ৩৫ ॥
 ত্রীরামেনৌদিতং সৰ্বং শ্রুত্বা তারাত্তিবিম্বিতা ।
 দেহাভিমানজং শোকং তন্ত্বা নত্বা রঘুন্তমম্ ॥ ৩৬ ॥
 আত্মানুভবসন্তুষ্টা জীবন্মুক্তা বভূব হ ।
 ক্ষণসঙ্কমমাত্রেন রামেণ পরমাত্মনা ॥ ৩৭ ॥

অনাদিবন্ধং নিধূঁয় মুক্তা সাপি বিকলম্বা ।
 সুগ্রীবোহপি চ তচ্ছ্রুত্বা রামবক্ত্রাৎসমীরিতম্ ॥ ৩৮ ॥
 জহাবজ্ঞানমখিলং স্বস্থচিন্তোহভবন্তদা ।
 ততঃ সুগ্রীবমাহেদং রামো বানরপুঞ্জবম্ ॥ ৩৯ ॥
 ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য পুঞ্জেন যদ্যন্তং সাম্পরারিকম্ ।
 কুরু সৰ্বং যথান্যায়ং সংস্কারাদি মমাজ্ঞয়া ॥ ৪০ ॥
 তথ্যেতি বলিভিষ্মু'থৈর্কানটৈঃ পরিণীয় তম্ ।
 বালিনং পুষ্পকে ক্ষিপ্ত্বা সৰ্ব্বরাজোপচারকৈঃ ॥ ৪১ ॥
 ভেরীদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্ব্রাহ্মণৈর্মন্ত্ৰিভিঃ সহ ।
 যুথৈর্পর্ব্বাণটৈঃ পৌটৈরন্তঃগরয়া চাক্ষদেন চ ॥ ৪২ ॥
 গড়া চকার তৎসৰ্বং যথাশাস্ত্রং প্রযত্নতঃ ।
 স্নাত্বা জগাম রামস্য সন্নীপং মন্ত্ৰিভিঃ সহ ॥ ৪৩ ॥

। ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । যে ব্যক্তি এই সমস্ত আমার উপদেশ
 বাক্য গ্রহণ করিয়া অনবরত মনে মনে আলোচনা করে,
 সংসার হুঃখ তাহাকে কদাচ স্পর্শ করিতে পারিবে না, হে
 ভামিনি ! তুমিও পবিত্রাস্তঃকরণ হইয়া মনুষ্যদিক্ত বাক্য সকল
 মনে মনে আলোচনা কর তাহা হইলে সংসাররূপ হুঃখ রাশি
 তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং তুমি কৰ্ম বন্ধন হই-
 তেও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ হে স্মৃত ! পূর্বজন্মে
 তুমি আমার প্রতি একান্ত ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলে সেই
 কারণে তোমাকে মুক্ত করিবার জন্য রামরূপে দর্শন দিলাম ।
 হে শুভে ! তুমি এক্ষণে আমার রাম রূপ ধ্যান করতঃ মনুষ্য-
 দিক্ত বাক্য সকল মনে মনে আলোচনা কর, তাহা হইলে
 সংসার-প্রবাহ-পতিত কার্য্য সকল করিয়াও সংসারে লিপ্ত
 হইতে হইবে না ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ তারা অতি বিস্ময় সহকারে
 ত্রীরামের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেহাভিমান জনিত
 শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক রঘুনন্দনকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৬ ॥
 এরং নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দ অনুভব করতঃ জীবন্মুক্তদিগের ন্যায়

অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন । ত্রীরামচন্দ্র ক্ষণকাল মধ্যে তারার
 সংসার বন্ধন ছেদ করিয়া তাহাকে নিষ্পাপ ও নির্ঝণ মোক্ষ
 ভাজ করিলেন ; মহাত্মা সুগ্রীবও ত্রীরাম মুখ বিনির্গত মনুষ্য-
 দেশ বাক্য শ্রবণানন্তর অজ্ঞান রাশি হইতে মুক্ত হইয়া স্নহ
 চিত্ত হইলেন । অনন্তর রামচন্দ্র বানর-পুঞ্জব সুগ্রীবকে
 আহ্বান করিয়া কহিলেন ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ হে সখে !
 তুমি ভ্রাতৃপুত্র অঙ্গদ দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালির পারলৌকিক
 সংস্কারাদিকার্য্য যথাবিধি সম্পাদন কর, সুগ্রীব তথাস্থ বালি
 ত্রীরামবাক্যে সন্মত হইয়া কতিপয় প্রধান বানর দ্বারা বালির
 মৃত দেহ বহন করাইয়া পুষ্পক সদৃশ বিমাণে সংস্থাপন করা-
 ইলেন । পরিচারকেরা সুগ্রীবাজ্ঞায় রাজার ন্যায় সেই মৃত
 দেহের পরিচর্যা করিতে লাগিল এবং বানরগণ চতুর্দিকে
 ভেরী ও দুন্দুভিধ্বনি দ্বারা কিঙ্কর্যা নগর পরিপূর্ণ করিল । অন-
 ন্তর সুগ্রীব, কতিপয় ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্ৰিগণ তারা ও অঙ্গদ
 সমভিব্যাহারে বিমানারূঢ় মৃত বালি-দেহের অনুগমন করিতে

নহা রামস্ত চরণৌ স্ত্রীবঃ প্রাহ হৃদযীঃ ।

রাজ্যং প্রশাধি রাজেন্দ্র ! বানরাণাং সমৃদ্ধিমৎ ॥ ৪৪

দাসোহহস্তে পাদপদ্মং সেবে লক্ষ্মণবচ্চিরম্ ।

ইত্যুক্তো রাঘবঃ প্রাহ স্ত্রীবং সন্মিতং বচঃ ॥ ৪৫

ভ্রমেবাহং ন সন্দেহঃ শীঘ্রং গচ্ছ মমাজ্ঞয়া ।

পুররাজ্যাধিপত্যে ত্বং স্বাত্মানমতিবেচয় ॥ ৪৬ ॥

নগরং ন প্রবেক্ষ্যামি চতুর্দশসমাঃ সখে ! ।

আগমিষ্যতি মে ভ্রাতা লক্ষ্মণঃ পতনং তব ॥ ৪৭ ॥

অঙ্কদং যৌবরাজ্যে ভ্রমতিবেচয় সাদরম্ ।

অহং সমীপে শিখরে পর্বতস্ত সহানুজঃ ॥ ৪৮ ॥

বৎস্তামি বর্ষদিবসান্ ততস্ত্বং যত্নবান্ তব ।

কিঙ্কিঙ্ককালং পুরে স্থিত্বা সীতারঃ পরিমার্গণে ॥ ৪৯

সাক্ষাৎ প্রণিপত্যাহ স্ত্রীবো রামপাদয়োঃ ।

যদাজ্ঞাপন্নসে দেব ! তন্তুৈব করোম্যহম্ ॥ ৫০ ॥

অনুজ্ঞাতস্ত রামেণ স্ত্রীবস্ত সলক্ষ্মণঃ ।

গত্বা পুরং তথা চক্রে যথা রামেণ চোদিতঃ ॥

স্ত্রীবোণ তথা ন্যায্যং পুজিতো লক্ষ্মণস্তদা ।

আগত্য রাঘবং শীঘ্রং প্রণিপত্যোপতস্থিবান্ ॥ ৫২

ততো রামো জগামাশু লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।

প্রবর্ষণগিরেকর্করং শিখরং ভূরিবিস্তরম্ ॥ ৫৩ ॥

তত্রৈকং গহ্বরং দৃষ্ট্বা স্ফাটিকং দীপ্তিমচ্ছুভম্ ।

বর্ষবাতাপসহং ফলমূলসমীপগম্ ।

বাসায় রোচয়ামাস তত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৪ ॥

লাগিলেন কিয়দূর গমনান্তর সমুচিতস্থানে অঙ্গদ দ্বারা যথা-
বিধি সেই মৃতদেহ সংস্কারাদি কার্য্য করাইলেন। অনন্তর
স্ত্রীবিদ দানাদিকার্য্য সমাপন পূর্বক কতিপয় মন্ত্রির সহিত
শ্রীরাম চরণে প্রণাম করিয়া নহর্ষ হৃদয়ে কহিলেন—হে
রাজেন্দ্র ! তুমিই এই সমৃদ্ধি সম্পন্ন বানর রাজ্য শাসন কর, আমি
লক্ষ্মণের ন্যায় আজ্ঞানুবর্তী হইয়া চিরকাল তোমার পাদপদ্ম
সেবা করিব। শ্রীরামচন্দ্র স্ত্রীবিদের এইরূপ ভক্তিগর্ভ বাক্য
শ্রবণানন্তর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—হে সখে ! তুমি আমা-
হইতে অভিন্ন ইহাতে সন্দেহ নাই, অতএব শীঘ্র গমন করিয়া
আমার আজ্ঞানুসারে কিঙ্কিঙ্কাপুর রাজ্যাধিপত্যে আত্মাকে
অভিষিক্ত কর । ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬।
হে কপীন্দ্র ! আমি পিতার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া চতুর্দশ বৎসর
কাল নগর প্রবেশ করিব না, এই নিমিত্ত সে স্থানে আমি
স্বরং গমন না করিয়া লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিব, ভ্রাতা লক্ষ্মণ
তোমার গৃহে অবশ্য গমন করিবেন—হে সখে ! তুমি অঙ্গদকে
সমাদর পূর্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবে, বাহা ইউক
এক্ষণে আমি লক্ষ্মণের সহিত নিকটবর্তী পর্বত শিখরে এক

বৎসর কাল বাস করিব, তুমি অঙ্গকাল মাত্র পুর মধ্যে
অবস্থান করিয়া পশ্চাৎ সীতাবেষণে যত্নবান হও।
অনন্তর স্ত্রীবিদ রামচরণাবিন্দে সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিয়া
কহিলেন—হে দেব ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন আমি
তাছাই করিব, অনন্তর স্ত্রীবিদ লক্ষ্মণের সহিত কিঙ্কিঙ্কা নগরে
গমন করিয়া শ্রীরামের আদেশানুরূপ সকল কার্য্য নিরীহ
করিলেন। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। মহাবীর লক্ষ্মণ স্ত্রীবিদ
কর্তৃক যথোচিত পুজিত হইয়া শ্রীরাম সরিধানে আগমন পূর্বক
তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ৫২। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের
সহিত মিলিত হইয়া প্রবর্ষণ নামক পর্বতের অতি বিস্তৃত
উর্দ্ধতল শিখরে গমন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সেই স্থানে স্ফটিক
মণিময় সূচাক প্রভা সমুজ্জল রত্ন, বায়ু ও আতপ নিবারক
একটা গহ্বর এবং সেই গহ্বর সরিহিত বনস্থিত সুস্বাদু ফল
মূলাদি প্রচুর পরিমাণে অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত
ঐ গহ্বরে বাস করিতে বাসনা করিলেন। ৫৩। ৫৪। রঘুনন্দন

দিব্যমূলকলপুষ্পসংযুতে
মৌক্তিকোপমজলৌঘপলুলে ।
চিত্রবর্ণমৃগপক্ষিশোভিতে পর্বতে

যে পর্বতে বাস করিয়া ছিলেন ঐ পর্বতের বিবিধ সুচারু কল
মূল পুষ্প এবং মুক্তাসদৃশ নির্ঝল জল দ্বারা পরিপূরিত বহুত

রঘুকুলোত্তমোহবসৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিঙ্কিন্যাকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সরোবর ও নন্ননানন্দবর্ধন বিচিত্র বর্ণ পক্ষিগণ স্থানে স্থানে
লক্ষিত হইত । ৫৫ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিঙ্কিন্যাকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

তত্র বার্ষিকদিনানি রাঘবো ।
লীলয়া মণিগুহাসু সঞ্চারন ।
পক্ষমূলকলভোগতোষিতো
লক্ষ্মণেন সহিতোহবসৎ সুখম্ ॥ ১ ॥

বাতনুন্নজলপূরিতমেঘাস্তরন্তনিতবৈদ্যুতগর্ত্তান ।
বীক্ষ্য বিস্ময়মগাদ্গজযথান্যদ্বদাহিতসুকাঞ্চনকক্ষান

শ্রীরামচন্দ্র সেই পর্বতে ইতস্তত মণিময় গুহা মধ্যে
সঞ্চরণ করতঃ সুপক ফলমূল ভোজন দ্বারা পরিভূত হইয়া
সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পরম সুখে এক বর্ষ কাল অবস্থিতি
করিতে লাগিলেন । ১ । সেই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র কোন
দিবস তড়িত সংযুক্ত এবং শঙ্করমান বাতসঞ্চালিত সজল
জলদাবলী সন্দর্শন করিয়া সুবর্ণময় পৃষ্ঠাস্তরণ শোভিত গজ-
যুথ ভ্রমে বিস্ময়াপন্ন হইতেন । ২ । এবং ঐ স্থানের নব ঘাস

নবঘাসং সমাসাদ্য হৃষ্টপুষ্টমৃগদ্বিজাঃ ।
ধাবন্তঃ পরিতো রামং বীক্ষ্য বিস্ফারিতেক্ষণাঃ ॥ ৩ ॥
ন চলন্তি সদা ধ্যাননিষ্ঠা ইব মুনীশ্বরাস্তাঃ ।
রামং মানুষরূপেণ গিরিকাননভুমিষু ॥ ৪ ॥
চরন্তং পরমাত্মানং জ্ঞাত্বা সিদ্ধগণা ভুবি ।
মৃগপক্ষিগণা ভূত্বা রামমেবানুসেবিরে ॥ ৫ ॥

তক্ষণ দ্বারা হৃষ্ট পুষ্টাদ মৃগ পক্ষি গণ ইতস্তত বিচরণ
কালে পশি মধ্যে শ্রীরামকে দর্শনান্তর ধ্যানস্থ মুনিগণের ন্যায়
নিষ্পন্ন হইয়া অনিমেঘ লোচনে অবস্থান করিত এবং সিদ্ধ
গণ গিরিকানন সঞ্চারী রামকে মানুষ রূপী পরমাত্মা নিশ্চয়
করিয়া মৃগ ও পক্ষি রূপ ধারণ পূর্বক শ্রীরামের অনুগমন
করিতে লাগিলেন । ৩ । ৪ । ৫ । একদা ধ্যাননিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র

সৌমিত্রিরেকদা রামমেকাশ্বে খ্যানতৎ পরম্ ।

সমাধিবিরমে ভক্ত্যা প্রণয়াদ্বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৬ ॥

অব্রবীদেব ! তে বাক্যাৎ পূর্বোক্তাদ্বিগতো মম ।

অনাট্যবিদ্যাসমুত্তঃ সংশয়ো হৃদিসংস্থিতঃ ॥ ৭ ॥

ইদানীং জ্ঞাতুমিচ্ছামি ক্রিয়ামার্গেণ রাঘব ।।

ভবদারাদনং লোকে যথা কুরুন্তি যোগিনঃ ॥ ৮ ॥

ইদমেব সদা প্রাহুর্যোগিনো মুক্তিসাধনম্ ।

নারদোহপি তথা ব্যাসো ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মকৃত্বাদিবর্ণানামাশ্রমাণাং চ মোক্ষদম্ ।

স্রীশৃঙ্গাণাং চ রাজেশ্ব ! স্থলভং মুক্তিসাধনম্ ।

তব ভক্ত্যায় মে ভাত্রে ক্রাহি লোকোপকারকং ॥ ১০ ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

মম পূজাবিধানস্য নাস্তোহস্তি রঘুনন্দন ।।

তথাপি বক্ষ্যে সংক্ষেপাদ্যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ১১ ॥

স্বগৃহ্যোক্তপ্রকারেণ দ্বিজভূং প্রাপ্য মানবঃ ।

সকাশাৎস গুরোর্মন্ত্রং লব্ধ্বা মন্ত্ৰস্তিসংযুতঃ ॥ ১২ ॥

তেন সন্দর্শিতবিধির্ন্যামেবারাধয়েৎ সুধীঃ !

হৃদয়ে বানলে বাচ্যে প্রতিমাদৌ বিভাবসৌ । ১৩ ॥

শালগ্রামশিলায়াং বা পূজয়েন্মামতদ্রিতঃ ।

প্রাতঃস্নানং প্রকুর্কীত প্রথমং দেহশুদ্ধয়ে ॥ ১৪ ॥

বেদতন্ত্রোদিতৈর্মন্ত্রৈর্মূল্লিপনবিধানতঃ ।

সঙ্খ্যাদিকর্ম যন্নিভ্যং তৎকুর্যাদ্বিধিনা বুধঃ ॥ ১৫ ॥

সঙ্কল্পমাদৌ কুর্কীত সিদ্যর্থং কর্মণাং সুধীঃ ।

স্বগুরুং পূজয়েন্তু ভক্ত্যা মদুধ্যা পূজকো মম ॥ ১৬ ॥

শিলায়াং স্নপনং কুর্য্যাৎ প্রতিমাসু প্রমার্জনম্ ।

প্রসিদ্ধৈর্গন্ধপুষ্পাদৈর্ময়ং পূজাসিদ্ধিদায়িকা ॥ ১৭ ॥

অমায়িকোহনুরন্ত্যা মাং পূজয়েন্নিতততঃ ।

প্রতিমাদিব লঙ্কারঃ প্রিয়ো মে কুলনন্দন ॥ ১৮ ॥

কর—মনুষ্যেরা যথা শাস্ত্রানুসারে দ্বিজভূ লাভ করিয়া সঙ্গুলক
সমিধানেন ভক্তি পূর্বক মন্ত্র গ্রহণ করিবে, অনন্তর গুরুদর্শিত
বিধানানুসারে আমাকেই পূজা করিবে, ঐ পূজা নিজ মানসে
বা অগ্নিতে কিম্বা স্বর্ণ রজতাদি প্রতিমাতে ব্রাহ্মণে সূর্য্যমণ্ডলে
কিম্বা শালগ্রাম শিলাতে অতি প্রশস্ত ফলদায়ক। হে লক্ষ্মণ!
পণ্ডিত ব্যক্তি প্রথমতঃ দেহ শুদ্ধির নিমিত্ত যথা শাস্ত্র মৃত্তিকা
লেপনাদি বিধানানুসারে প্রাতঃস্নান—তদনন্তর যথাবিধি
সঙ্খ্যাপাসনাদি করিবে, তদনন্তর কর্ম সিদ্ধির নিমিত্ত সংকল্প
করিয়া আমা হইতে অভিন্ন বুদ্ধিতে গুরু পূজা করিবে, তদনন্তর
শিলা নির্মিত মদীর প্রতিমাতে স্নান করাইবে মৃৎপ্রাদি প্রতি-
মাতে মার্জন করিবে, তদনন্তর স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত গন্ধ পুষ্পাদি
উপচার দ্বারা ঐ প্রতিমাতে আমার পূজা করিয়া মনুষ্যেরা
অভিষ্ট সিদ্ধি লাভ করিবে, কিন্তু দম্ভাদি শূন্য হইয়া সংযম
পূর্বক গুরুগদিক বিধানানুসারে পূজা করিলেই উক্ত ফলপ্রাপ্ত
হইবে নতুবা, অভিষ্ট ফল হইবে না। হে কুলনন্দন! প্রতি-

সমাধি সমাধানস্তর নির্জনে উপবেশন করিলে লক্ষ্মণ ভক্তি ও
প্রণয় সহকৃত বিনয়বচনে কহিলেন—হে দেব! আপনি আমাকে
পূর্বে যে সকল জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন, তদ্বারা আমার
অবিদ্যা জনিত হৃদয় সংশয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; কিন্তু যোগিগণ
যে রূপ লৌকিক পূজাদি নিয়মানুসারে আপনার আরাধনা
করে ঐ প্রকার পূজার নিয়ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৬।৭।
হে ভগবন্! নারদ, ব্যাস, কমলধোনি ব্রহ্মা এই সকল যোগি-
গণ পূজার নিয়মানুসারে আপনার আরাধনাকে মুক্তি সাধন
বলিয়াছেন। ৮।৯। হে দয়াময়! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চাতুর্ভূগ
ও স্রী জাতিরও মোক্ষের স্থলত উপায়, স্তবরাং সর্বলোকোপ-
কারক সেই পূজার নিয়ম শুনি আপনার ভক্ত এই কনিষ্ঠ
ভ্রাতার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করুন। ১০। শ্রীরাম,
কহিলেন—হে ভ্রাতঃ! আমার পূজা নিয়মের সীমা নাই,
তথাপি সংক্ষেপে আনুপূর্বিক কিষ্কিন্ধ্য নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ

অগ্নৌ যজ্ঞেত ইবিষা ভাক্ষরে হৃদিলে যজ্ঞেৎ ।

ভক্তেনোপহৃতং প্রীতৈশ্চ শ্রদ্ধয়া মম বার্য্যাপি ॥১৯॥

কিং পুমর্তক্যতোজ্যাদিগন্ধপুষ্পাক্ষতাদিকং ।

পূজাজ্যানি সৰ্ব্বাণি সংপাদ্যৈবং সমারভেৎ ॥২০॥

চৈলাজিন কুশৈঃ সম্যগাসনং পরিকল্পয়েৎ ।

ভক্তোপবিশ্য দেবস্ত সংমুখেশুদ্ধমানসঃ ॥ ২১ ॥

ততো ন্যাসং প্রকুর্বাতি মাতৃকাবহিরাস্তরম্ ।

কেশবাদি ততঃ কুর্য্যাস্তদ্বন্যাসং ততঃ পরম্ ॥ ২২ ॥

মন্মতিপঞ্জরন্যাসং মন্ত্রন্যাসং ততোন্যাসেৎ ।

প্রতিমাদাবপি তথা কুর্য্যান্নিত্যমতদ্রিতঃ ॥

কলশং স্বপুরো বামে ক্ষিপেৎ পুষ্পাদি দক্ষিণে ।

অৰ্ঘ্যপাণ্ডপ্রদানার্থং মধুপর্কার্থমেব চ ॥ ২৪ ॥

তথৈবাত্মনর্থং তু ন্যাসেৎপাত্ৰচতুষ্টয়ম্ ।

হৃৎপদ্মে ভানুবিমলাৎ মৎকলাং জীবসংজিতাম্

ধ্যয়েৎস্বদেহমখিলং তয়া ব্যাপ্তমবিন্দম্ ! ।

তামেবাবাহরেন্নিত্যং প্রতিমাদিষু মৎকলাম্ ॥২৬॥

পাত্কার্য্যাচমনীয়াটৌঃ স্নানবস্ত্রবিভূষণৈঃ ।

যাবচ্ছক্যোপচারৈর্বা স্বর্চয়েন্মামমায়রা ॥ ২৭ ॥

বিভবে সতি কপূরকুঙ্কমাগুরুচন্দনৈঃ ।

অর্চয়েন্মন্ত্রবনিত্যং সুগন্ধকুসুমৈঃ শুভৈঃ ॥২৮॥

দশাবরণপূজাং বৈ হাগমোক্তাং প্রকারয়েৎ ।

নীরাঞ্জনৈধুপদৌপৈর্নৈবেদ্যবিবিধৈস্তথা ॥ ২৯ ॥

শ্রদ্ধায়োপহরেন্নিত্যং শ্রদ্ধাভুগহমীশ্বরঃ ।

হোমং কুর্য্যাৎপ্রবত্নেন বিধিনা মন্ত্রকোবিদঃ ॥৩০॥

মাদিতে পূজা করিতে হইলে পুষ্পাদি উপচার আবশ্যক, অগ্নি, সূর্য ও স্থতিলে স্নাত্তের আবশ্যকতা (অর্থাৎ স্নানদ্বারা অনলাদিতে হোম করিবে) হে ভ্রাতঃ! তোনাকে অধিক কি বলিব—ভক্ত ব্যক্তি কেবল জলদ্বারা যদি আমাকে শ্রদ্ধা পূর্বক পূজা করে তাহা হইলেও আমার প্রীতি হয়, ভক্তি থাকিলে ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি কোন উপচারের প্রয়োজন থাকেনা, বাহা হউক এক্ষণে পূজা নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ কর—হে লক্ষ্মণ! সাধক ব্যক্তি প্রথমতঃ সমস্ত পূজার দ্রব্য সংগ্রহ করিবে, তদনন্তর কুশাসনোপরি অজিনাসন—তদুপরি কদলীসন আস্ত্র করিয়া তদুপরি বিশুদ্ধ চিত্তে উপবেশন পূর্বক দেবতা সমুখে মাতৃকান্যাস ও অন্ত-মাতৃক ন্যাস করিয়া বাহু ন্যাস, অন্তন্যাস, কেশবকৃত্যাদি ন্যাস তদনন্তর তদ্বন্যাস, বিষ্ণুপঞ্জর ন্যাস ও মন্ত্র ন্যাস করিবে। প্রতি মাদিতে পূজা করিতে হইলেও এই সকল ন্যাসের আবশ্যকতা এবং পূজক ব্যক্তি স্বকীয় বামভাগে জলপূর্ণ একটা কলস এবং

দক্ষিণ ভাগে পুষ্পাদি ও অর্ঘ্য পাত্ৰ, পাদ্য, পাত্ৰ মধুপর্কপাত্ৰ এবং আচমনীয় পাত্ৰ এই চারিটা পাত্ৰ রক্ষা করিবে এবং নিজ হৃদয় পদ্মে মদীয় কলাকে জীবরূপে ভাবনা করিবে, হে অবিন্দম! পূজক ব্যক্তি নিজ দেহকে ও মদীয় কলাদ্বারা ব্যাপ্ত জ্ঞান করিবে। প্রতিমাদিতে ঐ কলাকে আবাহন করিবে। ১১।১২।১৩। ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪।২৫।২৬। অনন্তর দস্তাদি শূন্য হইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি যথা শক্তি উপচার দ্বারা আমাকে পূজা করিবে; পূজক বিভবশালী হইলে কপূর, কুমকুম, অগুরু চন্দন এবং সুন্দর সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য ও পঞ্চবিধ নীরাঞ্জনাদি দ্বারা আমাকে পূজা করিবে এবং দশটী আবরণ দেবতার অগস্ত্য সংহিতোক্ত পূজা করণও আবশ্যক ২৭। ২৮।২৯। হে বৎস! পূজক ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্বক যদি আমাকে ঐ সকল উপচার প্রদান করে তাহা হইলে গ্রহণ করিব যেহেতু আমি শ্রদ্ধার বশীভূত ইন্দ্র, হে

অগস্ত্যোক্তমার্গেণ কুণ্ডেনাগমবিশ্বমঃ ।

জুহুয়ান্মূলমন্ত্ৰেণ পুংস্বক্তেনাথবা বুধঃ ॥ ৩১ ॥

অথবোপাসনাপ্রার্থো বা চরুণা হবিষা তথা ।

তপ্তজাম্বুনদপ্রথ্যং দিব্যাতরনভুষিতম্ ॥ ৩২ ॥

ধ্যায়েদনলমধ্যস্থং হোমকালে সদা বুধঃ ।

পার্বদেভ্যো বলিং দত্ত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

ততো জপং প্রকুবীত ধ্যানম্মাং যতবাক্ স্মরন্ ।

মুখবাসং চ তাম্বুলং দত্ত্বা প্রীতিসমস্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

মদর্পে নৃত্যগীতাদিস্তুতি পাঠাদি কারয়েৎ ।

প্রণমেদগুণবদ্ভূমৌ হৃদয়ে মাং নিধায় চ ॥ ৩৫ ॥

শিরস্তাধায় মদন্তং প্রসাদং ভাবনাময়ন্ ।

পাণিত্যাং মৎপদে মূর্দ্ধি গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৩৬ ॥

রক্ষ মাং ঘোরসংসারাদিত্যুক্তা প্রণমেৎ সুধীঃ ।

উদ্ধাসয়েচ্চথা পূর্বং প্রত্যগ্জ্যোতিষি সংস্মরন্ ॥ ৩৭ ॥

এবমুক্তপ্রকারেণ পূজয়েদ্বিধিবদ্যদি ।

ইহামুক্ত চ সংসিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মদনুগ্রহাৎ ॥ ৩৮ ॥

মন্ত্ৰো যদি মামেবং পূজাং চৈব দিনে দিনে ।

করোতি মম সাক্ষ্যপাং প্রাপ্নোত্যোব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

ইদং রহস্যং পরমং চ পারনং

ময়েব সাক্ষাৎকথিতং সনাতনম্ ।

পঠত্যজ্যস্ত্রং যদি বা শৃণোতি যঃ

স সর্বপূজাফলভাজ্জন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

ভ্রাতঃ ! মন্ত্র বিশারদ পুঙ্ক ব্যক্তি পূজাস্তে আমার প্রীতির
নিমিত্ত যত্ন পূর্বক যথা বিধি হোম করিবে ৩০ । হে অরিন্দম !

হোম করিতে হইলে কুণ্ডের আবশ্যকতা, ঐ কুণ্ড অগস্ত্য
সংহিতোক্ত বিধানানুসারে পণ্ডিত ব্যক্তির নিৰ্দ্ধাণ করিবে ।
অনন্তর আমার মূল মন্ত্র দ্বারা অথবা পুরুষমুক্ত দ্বারা হোম
করিবে, হে ভ্রাতঃ ! এই যে কুণ্ডে হোমের বিধি কহিলাম ইহা
শ্রুতাদি ও নির্যমিক ব্রাহ্মণের কর্তব্য, সাধিক ব্রাহ্মণেরা নিজ
উপাস্য অগ্নিতে যত রূপ চক দ্বারা হোম করিবে, তাহাদের কুণ্ড
নিৰ্দ্ধাণের আবশ্যকতা নাই । হে বৎস ! পণ্ডিত ব্যক্তির হোম
কালে অনল মধ্যে আমার মন্ত্ৰপুং স্মরণ সদৃশ সমুজল এবং
সর্বালঙ্কার ভূষিত রূপ চিত্তা করিবে—অনন্তর হনুমৎ প্রভৃতি
মদীয় পার্বদ বর্গকে বলি প্রদান করিয়া হোম সমাপ্ত করিবে ।

৩১ । ৩২ । ৩৩ । হে ভ্রাতঃ ! অনন্তর পুঙ্ক ব্যক্তি বাক্য
সংবন পূর্বক আমাকে চিত্তা করত মদীয় মূল মন্ত্র জপ করিবে,
তদনন্তর সুপ্রীত মনে কর্ণপুরাদি মিশ্রিত তাম্বুল আমাকে
প্রদান করিয়া মংপ্রীতার্থে স্বয়ং নৃত্য গীত ও স্তব পাঠাদি
করিবে, অনন্তর আমাকে হৃদয়ে ভাবনা করতঃ ভূমিতলে দণ্ডবৎ

প্রণামানন্তর আমার প্রসাদিত পুষ্পাদি আমাকর্তৃক অর্পিত
ভারনা করিয়া মন্ত্ৰকে ধারণ করিবে এবং মনে মনে ভক্তি
পূর্বক ইহা ভাবনা করিবে যে, ইচ্ছা দেবের চরণ যুগল নিজ
পাণি যুগল দ্বারা গ্রহণ করিয়া মন্ত্ৰকে ধারণ করিলাম ; অনন্তর
পরম জ্ঞানী পুঙ্ক কৃতান্তলি পুটে হে ভগবন্ ! আমাকে ঘোর
সংসার হইতে পরিজ্ঞান করুন—এইরূপ আমার নিকট প্রার্থনা
করিয়া প্রণাম করিবে, তদনন্তর জ্বলন্ত জীব ইহাতে আবাহিত
মংকলাকে রিসর্জন করিবে অর্থাৎ ঐ জীবতে প্রবিষ্ট ভাবনা
করিবে । ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭ । হে লক্ষ্মণ ! মন্ত্ৰক ব্যক্তি যদি এক-
বার উক্ত প্রকারে আমাকে পূজা করে তাহা হইলে ইহ কালে
ও পর কালে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যদিপি প্রতিদিন উক্ত নিয়মে
পূজা করে তাহা হইলে নিশ্চয় আমার সাক্ষ্য প্রাপ্ত হয় ।
৩৮। ৩৯ । হে ভ্রাতঃ ! তোমার সমক্ষে আমি যে অতিপাবন
পরম গুহ্য সনাতন পূজা বিধি কহিলাম—ইহা যে ব্যক্তি
সতত পাঠ বা শ্রবণ করিবে সে ব্যক্তি নিশ্চয় সকল পূজার ফল

এবং পরাত্মা জীৰামঃ ক্রিয়াযোগমমুত্তমম্ ।

পৃষ্ঠঃ প্রাহ স্বভক্তায় শেবাংশায় মহাত্মনে ॥ ৪১ ॥

পুনঃ প্রাকৃতবদ্রামো মায়ামালম্ব্য দুঃখিতঃ ।

হা সীতেতি বদম্বেব নিদ্রাং লেভে কথঞ্চন ॥ ৪২ ॥

এতন্মিস্তরে তত্র কিঙ্কিঙ্ক্যারাং সুবুদ্ধিমান্ ।

হনুমান্ প্রাহ সুগ্রীবমেকাঙ্স্তে কপিনায়কম্ ॥ ৪৩ ॥

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি তবৈব হিতমুত্তমম্ ।

রামেণ তে কৃতঃ পূৰ্ব্বমুপকারো হনুন্তমঃ ॥ ৪৪ ॥

কৃতম্ববন্তুয়া নুনং বিস্মৃতঃ প্রতিভাতি মে ।

ত্বৎকৃতে নিহতো বালী বীরস্ত্রৈলোক্যসম্মতঃ ॥ ৪৫ ॥

রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতোহসি ত্বং

তারাং প্রাপ্তোহসি দুর্লভাম্ ।

স রামঃ পৰ্বতস্থাগ্রে

ভ্রাতা সহ বসন্ সুখীঃ ॥ ৪৬ ॥

ত্বদাগমনমেকাগ্রমীকৃতে কার্যাগৌরবাৎ ।

ত্বং তু বানরভাবেন স্ত্রীমক্তো নাববুধ্যসে ॥ ৪৭ ॥

করোমীতি প্রতিজ্ঞায় সীতায়ঃ পরিমার্গম্ ।

ন করোষি কৃতম্বস্ত্বং হনাসে বালিবদ্রুতম্ ॥ ৪৮ ॥

হনুমদ্বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো ভয়বিস্ময়ঃ ।

প্রত্যাচ হনুমন্তং সত্যমেব ত্বয়োদিতম্ ॥ ৪৯ ॥

শীঘ্রং কুরু মদাজ্ঞাং ত্বং বানরাণাং তরস্বিনাম্ ।

সহস্রাণি দশেদানীং প্রেবরাশু দিশো দশ ॥ ৫০ ॥

সপ্তদীপগতান্ সৰ্বান্ বানরানানয়ন্তু তে ।

পক্ষমধ্যে সমায়ান্তু সৰ্বৈ বানরপুঙ্খবাঃ ॥ ৫১ ॥

ভাগী হইবে । ৪০ । জীৰামচন্দ্র জিজ্ঞাসিত হইয়া পরমভক্ত শেবাভার মহাত্মা লক্ষ্মণের নিকট উক্ত প্রকার ক্রিয়া যোগ কহিলেন, অনন্তর ক্ষণেই প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় মায়াবলম্বন পূৰ্ব্বক অতি ভ্রুংখ সহকারে 'হা সীতে, এইপ্রকার বহু বিলাপ করিতে করিতে কোন প্রকারে নিদ্রিত হইলেন । ৪১ । ৪২ ।

এই সময়ে কিঙ্কিঙ্ক্যা নগরে নির্জনোপবিষ্ট কপি নায়ক সুগ্রীবকে সুবুদ্ধি হনুমান কহিলেন । ৪৩ । হে মহারাজ ! আপনার পরম হিত কিছু বলিতেছি শ্রবণ করুন—প্রথমতঃ জীৰামচন্দ্র আপনার অতিশয় উপকার করিয়াছেন, এক্ষণে আমার বিবেচনা হয় আপনি তাহা বিস্মৃত হইয়া কৃতয়ের ন্যায় নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন । হে মহাভাগ ! সেই উপকার সামান্য নহে দেখুন জীৰাম ত্রিলোক বিখ্যাত মহাবীর বালিকে তোমার নিমিত্ত রণ ভূমিতে নিহত করিয়া তোমাকে কিঙ্কিঙ্ক্যা রাজ্যে অতিথিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই সাহায্যে পরম দুর্লভা তারাকে প্রাপ্ত হইরাছে এক্ষণে সেই

জীৰামচন্দ্র অনুজের সহিত পৰ্বত শৃঙ্গে বাস করিয়া গুরুতর কার্যানুরোধ বশতঃ তোমার পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন তুমি বানরত্ব হেতু স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া কিছুই বিবেচনা করিতেছ না । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । তুমি জীৰামের নিকট সীতাবে-
ষণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এক্ষণে কিছুই করিতেছ না মহারাজ তুমি অতি কৃতয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ, অতএব জীৰাম-
চন্দ্র অতি সত্বরে বালির ন্যায় তোমাকে বিনষ্ট করিবেন । ৪৮ । সুগ্রীব হনুমানের বাক্য শ্রবণান্তর ভয়াকুল হইয়া কহিলেন, হে কণিষ্ঠেষ্ঠ ! তুমি বাহা কহিলে তাহা সত্য অত-
এব শীঘ্র আমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর এই মহাবীর দশ সহস্র বানর সৈন্য দশ দিকে শীঘ্র প্রেরণ কর । ৪৯ ।
। ৫০ । ইহারা গমন করিয়া সপ্তদীপস্থ বানর সমূহকে এ স্থানে আনয়ন করুক । এবং বানর সৈন্য মধ্যে আমার এই আজ্ঞা প্রচারিত হউক যে, এক পক্ষ মধ্যে কৃতকার্য হইয়া সকলে এই স্থানে প্রত্যাগমন করে যিনি পক্ষমধ্যে প্রত্যাগমন

যে পক্ষমতিবর্ত্তন্তে তে বধ্যা মে ন সংশয়ঃ ।

ইত্যাজ্ঞাপ্য হনুমন্তং সুগ্রীবো গৃহমাবিশৎ ॥ ৫২ ॥

সুগ্রীবাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য হনুমান্মস্তিসন্তমঃ ।

তৎক্ৰণাৎ প্রেষয়ামাস হরীন্ দশদিশঃ সুধীঃ ॥ ৫৩ ॥

অগণিতগুণসত্ত্বান্ বায়ুবেগপ্রচারান্

বনচরগগমুখ্যান্ পর্ষতাকারকপান্ ।

না করিবেন তিনি নিশ্চয় আমার বধ্য হইবেন সুগ্রীব হনু-
মানকে এরূপ আদেশ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন মস্তিষ্ক
হনুমান্ সুগ্রীবের আজ্ঞানুসারে দশ দিকে বানর সৈন্য প্রেরণ
করিলেন । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । পবন নন্দন হনুমান্ অসীমগুণ

পবনহিতকুমারঃ প্রেষয়ামাস দূতান্

অতিরভসতরাভা দানমানাদিতৃপ্তান্ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামারণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ও বিক্রম সম্পন্ন বায়ু সদৃশ বেগগামী পর্ষত প্রমাণ বনচর শ্রেষ্ঠ
বানরগণকে অর্থ ও সম্মান প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া দৌত্য-
কার্য্যে প্রেরণ করিলেন । ৫৪ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামারণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

রামস্ত পর্ষতশ্চাগ্রে মণিসানো নিশামুখে ।

সীতা বিরহজ্জং শোকমসহন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

পশু লক্ষণ ! মে সীতা রাক্ষসেন হত্যা বলাৎ ।

মৃত্যুমৃতা বা নিশ্চৈতং ন জানেহদ্যাপিতামিনী ॥ ২ ॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সেই পর্ষতে শৃঙ্গোপরি মণিময় সানুতে
বিবশ হইয়া রজনী সমাগম কীলে সীতা বিরহ জনিত শোকা-
বেগ সহন করিতে অক্ষম হইয়া সক্ষমকে কহিলেন । ১ ।
হে লক্ষণ ! আমার প্রাণদগ্নিতা জানকী বলপূর্ব্বক রাক্ষস

জীবতীতি মম ক্রয়াৎকশ্চিদা প্রিয়কুৎসমে ।

যদি জানামি তাং সাধীং জীবন্তীং যত্র কুত্র বা ॥ ৩ ॥

হঠাদেবাহরিষ্যামি সুধামিব পয়োনিধেঃ ।

প্রতিজ্ঞাং শৃণুমে ভ্রাতর্থেন মে জনকান্নজা ॥ ৪ ॥

কর্ত্ত্বক অপহৃত হইয়া এতদিন পর্য্যন্ত জীবিত আছেন কি
না ইহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না । যদি কোন ব্যক্তি
সীতা জীবিতা আছেন এই সম্বাদটী আমাকে প্রদান করে
সে ব্যক্তিকে আমি পরম প্রিয়কারী বহু বলিয়া গণ্য করিব ।
যদি যে কোন স্থানে সীতা জীবিতা আছেন, ইহা আমি জানিতে

নীতা তৎতন্মসাং কুর্যাং সপুত্রবলবাহনম্ ।
 হা নীতে ! চন্দ্রবদনে বসন্তী রাক্ষসালয়ে ॥ ৫ ॥
 দুঃখার্তা মামপশুন্তী কথং প্রাণান্ ধরিষ্যসি ? ।
 চন্দ্রোহপি তানুবন্তাতি মম চন্দ্রাননাং বিনা ॥ ৬ ॥
 চন্দ্র ! ত্বং জানকীং স্পৃষ্ট্বা কঠৈর্মাং স্পৃশ শীতলৈঃ
 সূগ্রীবোহপি দয়াহীনো দুঃখিতং মাং ন পশুতি ॥
 রাজ্যং নিষ্কটকং প্রাপ্য স্ত্রীভিঃ পরিবৃতো রহঃ ।
 কৃতস্রো দৃশ্যতে ব্যক্তং পানাসক্তোহতিকামুকঃ ॥ ৮ ॥
 নার্যাতি শরদং পশুন্নপি মার্গরিভুং প্রিরাম্ ।
 পূর্বোপকারিণং দুষ্কঃ কৃতস্রো বিস্মিতো হি মাম্ ॥

পারি তাহা হইলে তাঁহাকে যে কোন উপায়ে হঠাৎ আনয়ন
 করিব, যে রূপ দেবগণ পয়োনিধি হইতে সুখা আনয়ন করিয়া
 ছিলেন। হে ভ্রাতঃ ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি শ্রবণ কর—যে
 দয়া আ আমার প্রিয়তমা জানকীকে হরণ করিয়াছে তাহাকে
 সমূলে ভস্মসাৎ করিব। হা জনকনন্দিনী সীতে ! হা চন্দ্রমুখি !
 তুমি রাক্ষসালয়ে অবস্থিতি করিয়া আমার অদর্শন জনিত
 দুঃখানুভব করতঃ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে—হে প্রিয়ে !
 আমি তো তোমার বিরহে বিকল হইয়াছি অধিক কি বলিব
 তোমার বিরহে শীতরশ্মি চন্দ্রকে ও প্রচণ্ড-কর মার্তণ্ড বলিয়া
 আমার জ্ঞান হইতেছে। ২।৩।৪।৫।৬। হে সুধামশো ! তুমি
 যে সকল শীত কিরণ দ্বারা জানকীর গাত্রস্পর্শ করিতেছ
 ঐ সকল কিরণ দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর—তাহা হইলে আমি
 অপেক্ষাকৃত সুস্থতা লাভ করিতে পারি। হে লক্ষ্মণ ! নির্দয়
 সূগ্রীবও নিষ্কটক রাজ্য লাভ করিয়া নির্জনে স্থানে জীগণ
 পরিবৃত হইয়া সন্তোষ সুখ অনুভব করিতেছে—আমার দুঃখ
 এক বারও অবলোকন করিল না। হে ভ্রাতঃ ! পানাসক্ত
 অতি কামুক সেই সূগ্রীবকে কৃতস্র বলিয়া সুস্পষ্ট বোধ
 হইতেছে, যেহেতু উপস্থিত শরৎ কাল অবলোকন করিয়া ও
 সীতাদেবগণের নিমিত্ত সেই পাপাত্মা আগমন করিতেছে না,

হন্নি সূগ্রীবমপ্যেবং সপুত্রং সহবান্ধবম্ ।
 বালী যথা হতো মেহদ্য সূগ্রীবোহপি তথা ভবেৎ
 ইতি ক্রুৎং সমালোকা রাঘবং লক্ষ্মণোহব্রবীৎ ।
 ইদানীমেব গত্বাহং সূগ্রীবং লুপ্তমানসম্ ॥ ১১ ॥
 মামাজ্ঞাপয় হত্বা তমারাস্যো রাম তেহস্তিকম্ ।
 ইত্যুক্ত্বা ধনুর্দাদায় খড়্গং তুণীরমেব চ ॥ ১২ ॥
 গন্তুমভ্যুদ্যতং বীক্ষ্য রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ।
 ন হন্তব্যস্তুরা বৎস ! সূগ্রীবো মে প্রিয়ঃ সখা ॥ ১৩ ॥
 কিন্তু ভীষয় সূগ্রীবং বালিবল্ল হনিষ্যসে ।
 ইত্যুক্ত্বা শীঘ্রমাদায় সূগ্রীবপ্রতিভাবিতম্ ॥ ১৪ ॥
 আগত্য পশ্চাদ্যৎকার্য্যং তৎকরিষ্যাম্যসংশয়ম্ ।
 তথেষতি লক্ষ্মণোহগচ্ছত্বুরিতো ভীমবিক্রমঃ ॥ ১৬ ॥

বোধ করি সেই কৃতস্র মৎকৃত পূর্বোপকার বিস্মৃত হইয়া
 থাকিবে। ৭।৮।৯। হে লক্ষ্মণ ! যে রূপ আমি বালীকে
 বধ করিয়াছি, তদ্রূপ সবান্ধব সূগ্রীবকেও কিঞ্চিৎ নগরের
 সহিত নির্মূল করিবে। ১০।

অনন্তর লক্ষ্মণ সীরামচন্দ্রকে ত্রুদ দেখিয়া কহিলেন, হে দেব !
 আপনি আজ্ঞা করুন আমি এই দণ্ডেই কিঞ্চিৎ গমন করিয়া
 দুষ্কটেতা সূগ্রীবকে বিনাশ করিয়া আপনার নিকট পুনঃ
 প্রত্যাগমন করিব। অনন্তর সীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ধনুঃ, খড়্গ
 ও তুণীর গ্রহণ পূর্বক কিঞ্চিৎ গমনোদ্যত দেখিয়া কহিলেন,
 হে বৎস ! তুমি আমার প্রিয় সখা সূগ্রীবকে বালীর ন্যায়
 বধ করিও না, কিন্তু তাহাকে ভয় প্রদর্শন করাইবে, ভয়
 প্রদর্শনানন্তর সূগ্রীব যাহা কহিবেন তাহা এখানে আসিয়া
 আমাকে কহিবে। অনন্তর যাহা কর্তব্য তাহা করিব। ভীম-
 বিক্রম লক্ষ্মণ তথাস্ত বলিয়া সীরামের আজ্ঞা শিরোধার্য

কিঙ্কিঙ্ক্যাং প্রতি কোপেন নিদহ্নিব বানরান্ ।
 সৰ্বজ্ঞো নিত্যলক্ষ্মীকো বিজ্ঞানাত্মাপি রাঘবঃ ॥ ১৬ ॥
 সীতামনুশোচাতঃ প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ।
 বুদ্ধাদিসাক্ষিণস্তস্য মায়া কার্য্যাবিবর্তিনঃ ॥ ১৭ ॥
 রাগাদিরহিতস্ত্যস্ত তৎকার্য্যং কথমুদ্ভবেৎ ।
 ব্রহ্মণোক্তমৃতং কর্ত্ত্বং রাজ্ঞো দশরথস্ত হি ॥ ১৮ ॥
 তপসঃ কলদানায় জাতো মানুষবৈশধৃক্ ।
 মায়য়া মোহিতাঃ সৰ্বের জনা অজ্ঞানসংযুতাঃ ॥ ১৯ ॥
 কথমেবাং ভবেন্নোক্ষ ? ইতি বিষ্ণুর্বিচিন্তয়ন্ ।
 কথ্যং প্রথয়িতুং লোকে সৰ্বলোকমলাপহাম্ ॥ ২০ ॥
 রামায়ণাতিথাং রামো ভূহা মানুষচৈক্যকঃ ।
 ক্রোধং মোহং চ কামং চ ব্যবহারার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২১ ॥

পূৰ্ব্বক বানরগণকে যেন ক্রোধানলে দগ্ধ করিবার আশয়ে
 কিঙ্কিঙ্ক্যা গমন করিলেন। এদিকে সৰ্বজ্ঞ জীৰামচন্দ্র লক্ষ্মী-
 রূপ নিজ শক্তির সহিত সত্য মিলিত এবং বিজ্ঞানময় হইয়া ও
 প্রাকৃত মহাব্য বৈরূপ প্রাকৃত জ্বর নিমিত্ত শোক করে, তজ্জপ
 দুঃখ সহকারে সীতার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন,
 হে শ্রোতৃগণ ! বুদ্ধাদি সাক্ষী মায়াভীত রাগ দেবাদি রহিত
 পরমাত্মা রামের এই প্রকার চিত্ত বিকার কখনই সম্ভব নহে—
 এই প্রকার আশঙ্কা তোমাদিগের হৃদয় মধ্যে কখনই উৎপন্ন না
 হয়। বেহেতু বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ ব্রহ্মার প্রার্থনা সিদ্ধি এবং
 রাজা দশরথের তপস্যার ফল প্রদান করিবার নিমিত্ত স্বয়ং
 মহাব্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া মহাব্যবহার করিয়াছেন এবং
 ভগবান্ বিষ্ণু একদা চিন্তা করিলেন যে, মদীর মায়া-মোহিত
 অজ্ঞানী মানুষাদিগের কিরূপে মুক্তি লাভ হইবে—অনন্তর
 ক্রিয়ৎক্ষণ পরে স্থির করিলেন যে, সৰ্বলোক পাবনী রামায়ণ
 নামক মদীর কথা জগতে প্রচারিত হইলে অজ্ঞানীদিগের

তত্তৎকালোচিতং গৃহ্ণন্ মোহমভ্যবশাঃ প্রজাঃ ।
 অনুরক্ত ইব শেবগুণেষু গুণবর্জিতঃ ॥ ২২ ॥
 বিজ্ঞানমূর্ত্তিবিজ্ঞানশক্তিঃ সাক্ষ্যগুণান্বিতঃ ।
 অতঃ কামাদিভিনির্ভ্যমবিলিপ্তো যথা নভঃ ॥ ২৩ ॥
 বিন্দন্তি মুনয়ঃ কেচিজ্ঞানন্তি সনকাদয়ঃ ।
 তদ্ভাব নির্মালাত্মাসঃ সম্যক্ জ্ঞানন্তি নিত্যদা ॥ ২৪ ॥
 ভক্তচিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ ।
 লক্ষ্মণোহপি তদা গতা কিঙ্কিঙ্ক্যানগরাস্তিকম্ ॥ ২৫ ॥
 জ্যাঘোষমকরোত্তীৰ্ণং ভীষয়ন্ সৰ্ববানরান্ ।
 তং দৃষ্ট্বা প্রাকৃতান্তত্র বানরা বপ্রমুৰ্ধনি ॥ ২৬ ॥
 চক্রুঃ কিলকিলাশবৎ ধৃতপাবাগপাদপাঃ ।
 তান্ দৃষ্ট্বা ক্রোধতাত্ৰাক্ষো বানরান্ লক্ষ্মণস্তদা ॥ ২৭ ॥

অব্যর্থ মুক্তি হইবে। তদনন্তর ক্ষণেই ভগবান্ হরি মহাব্য
 রূপ হইয়া লৌকিক ব্যবহারোপদেশার্থ তৎ তৎ কালোচিত
 ক্রোধ, মোহ ও কাম প্রকাশ করিয়া মোহ বশীভূত প্রজাগণকে
 মুগ্ধ করিয়াছেন; বিজ্ঞানরূপ শক্তি সম্পন্ন এবং স্বয়ং বিজ্ঞান
 স্বরূপ সৰ্ব জগতের শুভাশুভ সাক্ষী ভগবান্ হরি নিশ্চয়
 হইয়াও অনুরাগ পূৰ্ব্বক গুণ ব্রহ্মের কার্য্য করিতেছেন বটে,
 কিন্তু কাম ক্রোধাদিতে লিপ্ত নহেন, বৈরূপ আকাশ-বায়ু-
 সঞ্চালিত মলাদি বস্তু সংযোগ হইলেও তদ্বারা লিপ্ত হইবেন
 না। কোন কোন মহাবীর্য্য কদাচিত্ সেই অবিতীয় পুরুষের
 সাক্ষ্যংকার লাভ করিয়াছেন। হরিভক্তি পরায়ণ সনকাদি
 ঋষিগণ সৰ্বদাই তাঁহার সাক্ষ্যংকার করিয়া থাকেন। যে
 হেতু ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্ত জনের চিত্ত বৃত্তির অনুসারী
 হইয়া তদীয় চিত্তে আবিস্তৃত হন। এদিকে বীরচূড়ামণি
 লক্ষ্মণ কিঙ্কিঙ্ক্যা নগর সমীপে গমন করিয়া বানরগণের ভয়
 সম্পাদনার্থ ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড জ্যাঘব করিতে লাগিলেন। প্রাকৃত
 বানরেরা লক্ষ্মণকে দর্শনানন্তর বৃক্ষ, প্রস্তর গ্রহণ পূৰ্ব্বক
 প্রাচীরোপরি আরোহণ করিয়া কিল কিল শব্দ করিতে

নির্মূলান্ কর্তু মুছ্যন্তো ধম্মরানম্য বীর্য্যবান্ ।

ততঃ শীঘ্রং সমাপত্য জাত্বা লক্ষণমাগতম্ ॥ ২৮ ॥

নিবার্য্য বানরান্ নরান্ কদো মস্ত্রিসত্তমঃ ।

গত্বা লক্ষণসামীপ্যং প্রণনাম স দণ্ডবৎ ॥ ২৯ ॥

ততোহঙ্গদং পরিষৃজ্য লক্ষণঃ প্রিয়বর্দ্ধনঃ ।

উবাচ বৎস ! গচ্ছ ত্বং পিতৃব্যায় নিবেদয় ॥ ৩০ ॥

মামাগতং রাঘবেণ চোদিতং রৌদ্রমুক্তির্না ।

তথেন্তি ত্বরিতং গত্বা সূত্রীবায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩১ ॥

লক্ষণঃ ক্রোধতাত্প্রাক্ষঃ পুরদ্বারি বহিঃ স্থিতঃ ।

তচ্ছ্রুত্বাভীষ সজ্জন্তঃ সূত্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ৩২ ॥

আতুয় মস্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং হনুমন্তমধাহব্রবীৎ ।

গচ্ছ তমঙ্গদেনাশু লক্ষণং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৩৩ ॥

লাগিল। তৎকালে মহাবীর লক্ষণ তাহাদিগকে দর্শন করিয়া
ক্রোধ কবায়িত লোচন হইলেন। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।
১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬।
২৭। এবং বানরগণকে নির্মূল করিবার নিমিত্ত প্রচণ্ড
কোদে অাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মস্ত্রিশ্রেষ্ঠ
অঙ্গদ সেই স্থানে আগমনান্তর লক্ষণকে দর্শন করিয়া বানর-
গণকে নিবারণ করিলেন এবং লক্ষণের নিকট গমন করিয়া
তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ২৮। ২৯। তদনন্তর
প্রিয়বর্দ্ধন লক্ষণ অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস !
তুমি পিতৃব্যের নিকট গমন করিয়া নিবেদন কর যে, ত্রিরাম
চন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষণকে কিঙ্কিঙ্কায় প্রেরণ করিয়াছেন।
অঙ্গদ তৎপন্ন বলিয়া শীঘ্র গমন পূর্বক সূত্রীবের নিকট নিবে-
দন করিল। ‘মহারাজ ! ক্রোধাক্রণিত লোচন মহাবীর লক্ষণ
নগরের বহির্দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন’। বানররাজ সূত্রীব
অঙ্গদের বাক্য শ্রবণান্তর অত্যন্ত সজ্জন্ত হইয়া মস্ত্রীবর
হনুমানকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে হনুমন ! তুমি অঙ্গদের
সহিত শীঘ্র বহির্দ্বারে গমন পূর্বক ক্রুদ্ধ মহাবীর লক্ষণকে

সাস্তুয়ন্ কোপিতং বীরং শনৈরানয় মন্দিরম্ ।

প্রেষয়িত্বা হনুমন্তং তারামাহ কপীশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥

ত্বং গচ্ছ সাস্তুয়ন্তী তং লক্ষণং মৃদুভাষিতৈঃ ।

শান্তমন্তঃপুরং নীত্বা পশ্চাদর্শয় মেহনঘে ! ॥ ৩৫ ॥

তবত্বিতি ততস্তারা মধ্যাক্ষং সমাবিশৎ ।

হনুমানঙ্গদেনৈব সহিতো লক্ষণান্তিকম্ ॥ ৩৬ ॥

গত্বা ননাম শিরসা তন্ত্র্য। স্বাগতমব্রবীৎ ।

এহি বীর ! মহাভাগ তবদগ্ধমশঙ্কিতম্ ॥ ৩৭ ॥

প্রবিশ্ব রাজদারাদীনৃ দৃষ্ট্বা সূত্রীবমেব চ !

যদাজ্ঞাপন্নমে পশ্চাত্ত্বংসর্ষং করবাণি ভো ! ॥ ৩৮ ॥

ইতুক্ত্বা লক্ষণং তন্ত্র্য। করেগৃহ স মারুতিঃ ।

আনয়ামাস নগরমধ্যাজ্ঞাগৃহং প্রতি ॥ ৩৯ ॥

পশুংস্তত্র মহাসৌধান্ মুখপানাং সমন্ততঃ ।

জগাম ভবনং রাজঃ সুরেন্দ্রভবনোপমম্ ॥ ৪০ ॥

সবিনয় মূহু বচনে সাস্তুনা করিয়া এখানে আনয়ন কর।
সূত্রীব হনুমানকে প্রেরণ করিয়া বানী-পত্নী তারাকে কহিলেন,
হে অনঘে ! তুমিও গমন কর; মহাবীর লক্ষণকে মূহু নখুর
বচন দ্বারা শান্ত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে আনয়ন পূর্বক
আমাকে দর্শন করাও। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।
তারা তাহাই হউক বলিয়া মধ্যাক্ষে গমন করিয়া অবস্থিতি
করিলেন। হনুমান অঙ্গদের সহিত লক্ষণ সন্নিধানে গমন
করিয়া পরম ভক্তি সহকারে প্রণামান্তর স্বাগত জিজ্ঞাসা
করিলেন, হে মহাভাগ ! আগমন ককন—হে মহাবীর ! আপনি
আপনার গৃহে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রবেশ করিয়া রাজপরিবার এবং
সূত্রীবকে দর্শন ককন পশ্চাৎ বাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই
করিব। ৩৬। ৩৭। ৩৮। পধিন নন্দন হনুমান্ এই রূপ
কহিয়া ভক্তি পূর্বক লক্ষণের কর গ্রহণ করিয়া নগর মধ্য
হইতে রাজ গৃহে আনয়ন করিলেন। ৩৯। লক্ষণ চতুর্দিকে

মধ্যাক্ষে গতা তত্র তারা তারাধিপাননা ।
 সর্কীভরণসম্পন্ন মদরক্তান্তলোচনা ॥ ৪১ ॥
 উবাচ লক্ষ্মণং নত্বা স্মিতপূর্বাভিভাষিণী ।
 যাহি দেবর ! ভজং তে সাধুভুং ভক্তবৎসলঃ ॥ ৪২ ॥
 কিমর্থং কোপমাকাষীভক্তে ভূত্যে কপীশ্বরে ।
 বহুকালমনাশ্বাসং দুঃখমেবানুভূতবান্ ॥ ৪৩ ॥
 ইদানীং বহুদুঃখোঘাতবস্তিরিত্তিরক্ষিতঃ ।
 ভবৎপ্রমাদাৎ সুগ্রীবঃ প্রাপ্তসৌখ্যো মহামতিঃ ॥ ৪৪ ॥
 কামাসক্তো রঘুপতেঃ সেবার্থং নাগতো হরিঃ ।
 আগমিষ্যন্তি হরয়ো নানাদেশগতাঃ প্রেভো ! ॥ ৪৫ ॥
 প্রেষিতা দশসাহস্রা হরয়ো রঘুসত্তম ! ।
 আনেতুং বানরান্ দিগ্ভ্যো মহাপর্কতসন্নিতান্ ॥ ৪৬ ॥

সুগ্রীবঃ স্বয়মাগত্য সর্কীবানরবৃদ্ধপৈঃ ।
 বধসিবাতি দৈত্যোঘান রাবণঞ্চ হনিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥
 ত্বয়ৈব সহিতোহর্দ্যৈব গন্ত্য বানরপুঙ্গবঃ ।
 পশ্চান্তর্ভবনং তত্র পুত্রদারসুহৃদৃতম্ ॥ ৪৮ ॥
 দৃষ্ট্বা সুগ্রীবমভয়ং দত্ত্বা নয় সর্হৈব তে ।
 তারায়্য বচনং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধকোপোহথ লক্ষ্মণঃ ॥ ৪৯ ॥
 জগামান্তঃপুরং যত্র সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ।
 ক্রমামানিঙ্গ্য সুগ্রীবঃ পর্য্যঙ্কে পর্য্যবস্থিতঃ ॥ ৫০ ॥
 দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমত্যর্থং উৎপপাতাতিভীতবৎ ।
 তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো মদবিহ্বলিতেকণম্ ॥ ৫১ ॥
 সুগ্রীবং গ্রাহ ছুর্ত ! বিস্মৃতোহসি রঘুভূতম্ ।
 বালী যেন হতো বীরঃ স বাণোহদ্য প্রতীক্ষতে ॥ ৫২ ॥

বানরগুপতিদিগের মহাপ্রাসাদ সকল অবলোকন করিতে
 করিতে ইন্দ্রভবন সদৃশ রাজভবনে গমন করিতে লাগিলেন ।
 ৪০। মদাকণিতলোচনা সর্কীভরণভূষিতা সুবাস্তুশুখী তারা
 মধ্যাক্ষ সমাগত লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া দ্বৈব হস্তপূর্বক
 করিলেন—হে দেবর ! আগমন কর তোমার মঙ্গল হউক । হে
 মহাবাহো ! তুমি সাধু এবং ভক্তবৎসল হইয়া পরমভক্ত
 নিজদাস কপিরাজের প্রতি কি কারণে কোপ করিয়াছ ।
 দেখ দেবর ! কপিরাজ নিরাশ্বাস হইয়া বহুকাল দুঃখানুভব
 করিয়াছেন । ইদানী আপনাই উহাকে দুঃখভরজ হইতে
 রক্ষা করিয়াছেন, আপনাদিগেরই প্রসাদে এক্ষণে মহামতি
 সুগ্রীব সুখলাভ করিয়া কামাশক্তিবশতঃ রঘুনাথের সেবার্থ
 গমন করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কার্যে কখনই ওদাস্ত
 করেন নাই । হে রঘুভূত ! ইতিপূর্বেই নানা দেশগত বানর
 গণের আনন্দনার্থ দশসহস্র বানর সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন,
 অতএব মহাপর্কত প্রমাণ বানরগণ অতিসংখ্য নানাদিগ্দেশ

হইতে এখানে আগমন করিবে; ঐ বানরগণ আগমন করিয়া
 মাত্র কপিরাজ তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া গমন পূর্বক
 রাক্ষসাধন বাবণ এবং তদনুচর দৈত্যগণকে আশ্রয়নাশ করি
 বেন । ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭।

হে মহাভাগ ! বানররাজ অদ্য তোমারই সহিত ত্রীরাম
 চরণ দর্শনার্থ গমন করিবেন যাহা হউক এক্ষণে অন্তঃপুর
 মধ্যে প্রবেশ পূর্বক স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধু কর্তৃক পরিবৃত সুগ্রীবকে
 দর্শন করিয়া অভয় প্রদান পূর্বক নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া
 ত্রীরাম সন্নিক্ষানে গমন করুন । দরায় লক্ষ্মণ তারার বচনে
 সন্তুষ্ট হইয়া ক্রোধ সংহার করিলেন । অনন্তর অন্তঃপুর মধ্যে
 প্রবেশ পূর্বক সুগ্রীব তবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বানর
 রাজ শিয় দয়িতা ক্রমাক্রমে আনিঙ্গন করিয়া পর্য্যঙ্কে অবস্থান
 করিতেছেন, বানর রাজ লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র অতি ভীতের
 ন্যায় পর্য্যঙ্ক হইতে অতিশয় লক্ষ প্রদান করিলেন, লক্ষ্মণ
 মধুপান-মত্ত সুগ্রীবকে দেখিয়া ক্রোধ সহকারে করিলেন ।
 যে ছুর্ত ! তুমি এক্ষণে রঘুনাথকে বিস্মৃত হইয়াছ, তবে

হমেব বালিনো মার্গং গমিষ্যসি ময়। হতঃ।
 এবমত্যন্তপুরুষং বন্দন্তং লক্ষ্মণং তদা ॥ ৫৩ ॥
 উবাচ হনুমান বীরঃ কথমেবং প্রভাষসে ?।
 ভৃত্তোহধিকতরো রামে ভক্তোয়ং বানরাধিপঃ ॥ ৫৪ ॥
 রামকার্যার্থমনিশং জাগর্তি ন তু বিস্মৃতঃ।
 আগতাঃ পরিতঃ পশু বানরাঃ কোটিশঃ প্রভো!।
 গমিষ্যন্ত্যচিরেণৈব সীতায়াঃ পরিমার্গণম্।
 সাধয়িষ্যতি সূগ্রীবো রামকার্যমশেষতঃ। ৫৬ ॥
 শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং সৌমিত্রিলজ্জিতোহভবৎ।
 সূগ্রীবোপর্য্যাপ্যাত্মাদৈর্লক্ষ্মণং সমপূজয়ৎ ॥ ৫৭ ॥
 আলিঙ্গ্য গ্রাহ রামস্য দাসোহহং তেন রক্ষিতঃ।
 রামস্য তেজসা লোকান ক্ষণাচ্ছেনৈব জেয্যতি ॥ ৫৮ ॥

বানর! যে বাণ দ্বারা বালী নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে—সেই বাণ
 এক্ষণে তোমারই মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে এই দেখেই তুমি
 আমা কর্তৃক নিহত হইয়া নিশ্চয় বালীর অনুগমন করিবে।
 বীরবর হনুমান উক্ত প্রকার অতি পুরুষ ভাষণে প্রবৃত্ত লক্ষ্মণকে
 কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি কি হেতু মহারাজের প্রতি
 এই রূপ পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন? এই বানর রাজ
 শ্রীরাম চরণে তোমা অপেক্ষা অধিকতর ভক্তি করিয়া থাকেন
 এবং দিবারাত্র শ্রীরাম কার্যার্থ জাগরিত আছেন, কখনই রাম
 কার্য্য বিস্মৃত হন নাই। হে প্রভো! ঐ দেখুন নানা দিগ্-
 দেশ হইতে সমাগত কোটি কোটি বানরগণ কর্তৃক দশদিক্
 পরিপূরিত হইতেছে। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪।
 ৫৫। অচিরকাল মধ্যেই সমস্ত বানরগণ সীতাধরণে গমন
 করিবে, মহারাজ সূগ্রীবও সমস্ত রাম কার্য্য সুসিদ্ধ করিবেন।
 ৫৬। স্নিহিতা তনয় লক্ষ্মণ হনুমানের উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ
 করিয়া লজ্জিত হইলেন। অনন্তর সূগ্রীব পাদাধারাদি দ্বারা
 লক্ষ্মণের যথোচিত পূজা পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,
 হে বীরেন্দ্র! আমি শ্রীরাম রক্ষিত দাস, অতএব আমার
 প্রতি ক্ষমা করিতে হইবে। হে প্রভো! শ্রীরামের তেজই
 ক্ষণাচ্ছ কাল মধ্যে চতুর্দশ লোক জয় করিবে—আমি ও বানর-

মহারমাত্রমেবাহং বানরৈঃ সহিতঃ প্রভো!।
 সৌমিত্রিরপি সূগ্রীবং গ্রাহ কিঞ্চিন্ময়োদিতম্ ॥ ৫৯ ॥
 তৎ ক্ষমস্ব মহাভাগ! প্রণয়াদ্ভাষিতং ময়া।
 গচ্ছামোহদৈব সূগ্রীব! রামস্তিষ্ঠতি কাননে ॥ ৬০ ॥
 এক এবাতিদুঃখার্ভো জানকীবিরহাৎ প্রভুঃ।
 তথৈতি রথমারুহ লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥ ৬১ ॥
 বানরৈঃ সহিতো রাজা রামমেবান্বপদ্যত ॥ ৬২ ॥
 ভেরীমৃদঙ্গৈর্বহুশ্চক্ষুবানরৈঃ
 শ্বেতাতপত্রৈর্বাজনৈশ্চ শোভিতঃ।
 নীলাঙ্গদাদৈর্হনুমৎপ্রধানৈঃ
 সমারুতো রাঘবমভ্যাগাদ্রিঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিঞ্চিন্ময়াকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

গণ উপলক্ষ মাত্র। সৌমিত্রি লক্ষ্মণ সূগ্রীবের বিনয় বচনে
 সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি আপনাকে প্রণয়
 বশতঃ যাহা কিছু বলিয়াছি তাহাও আপনি ক্ষমা করিবেন।
 হে বানরেন্দ্র! উদ্ভোগী হও আমরা অদ্যই শ্রীরাম সন্নিধানে
 গমন করিব, যেহেতু সীতা-বিরহ-কাতর রঘুনাথ একাকী
 কাননে অবস্থিতি করিতেছেন। সূগ্রীর তথাস্ত বলিয়া লক্ষ্মণ
 বাক্যে সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত রথারোহণ
 করিয়া বানরগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামের নিকট গমন করি-
 লেন। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। যৎকালে হনুমান,
 নীল ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ ও শঙ্করগণ বেষ্টিত হইয়া বানর
 রাজ গমন করিতে লাগিলেন—তৎকালে চতুর্দিকে বল্লভর
 ভেরী ও মৃদঙ্গ শ্রুতি হইতে লাগিল এবং বানরেরা কেহ শ্বেতাত-
 পত্র ধারণ করিল—কেহবা রাজন দ্বারা কপিরাজকে বীজ্ঞ
 করিতে লাগিল। ৬৩।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিঞ্চিন্ময়াকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ।

দৃষ্ট্বা রামং সমাসীনং গুহাদ্বারি শিলাতলে ।
 চৈলাজিনধরং শ্রামং জটামৌলিবিরাজিতম্ ॥ ১ ॥
 বিশালনয়নং শান্তং স্মিতচাক্ষুখামুজম্ ।
 সীতাবিরহসন্তপ্তং পশ্যন্তং মৃগপক্ষিণঃ ॥ ২ ॥
 রথাং দূরাং সমুৎপত্য বেগাং স্ত্রীবলক্ষণৌ ।
 রামস্য পাদরোরগ্রে পেততুর্ভক্তিসংযুতৌ ॥ ৩ ॥
 রামঃ স্ত্রীবমালিক্যা পৃষ্ঠানাময়মন্তিকে ।
 স্থাপয়িত্বা যথান্যায়ং পূজয়ামাস ধর্মবিৎ ॥ ৪ ॥
 ততোহত্রবীজযুশ্চৈষ্ঠং স্ত্রীবো ভক্তিনন্দনধীঃ ।
 দেব ! পশ্য সমায়াস্তীং বানরাণাং মহাচমুং ॥ ৫ ॥

কুলাচলাদিসমুত্তা মেরুমন্দরসন্নিভাঃ ।
 নানাদ্বীপসরিচ্ছেলবাসিনঃ পর্বতোপমাঃ ॥ ৬ ॥
 অসংখ্যাতাঃ সমায়াস্তি হরয়ঃ কামকপিণঃ ।
 সর্বদেবাংশসমুত্তাঃ সর্বো যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৭ ॥
 অত্র কেচিদৃগজবলাঃ কেচিদ্রশগজোপমাঃ ।
 গজায়ুতবলাঃ কেচিদন্যোহমিতবলাঃ প্রভো ! ॥ ৮ ॥
 কেচিদঙ্গনকুটাভাঃ কেচিৎকণকসন্নিভাঃ ।
 কেচিদ্রক্তান্তবদনা দীর্ঘবালাস্তথা পরে ॥ ৯ ॥
 শুদ্ধশ্ফটিকসঙ্কশাঃ কেচিদ্ভাস্কসসন্নিভাঃ ।
 গর্জন্তঃ পরিতো যান্তি বানরা যুদ্ধকাক্ষিকণঃ ॥ ১০ ॥

সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ রথারোহণ পূর্বক সেই পর্বতে আগমন
 করিয়া দেখিলেন জটাজুট বিরাজিত অজিনধরধারী বিশাল
 লোচন এবং সহাস্যবদন নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র সীতা
 বিরহ সন্তপ্ত হইয়া গুহাদ্বার স্থিত শিলাতলে উপবেশন পূর্বক
 ইতস্তত সঞ্চরমাণ মৃগ পক্ষিগণের প্রকৃতি দর্শন করতঃ
 কথঞ্চিৎ চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, অনন্তর উভয়ে দূর হইতে
 রথাবতরণ করিয়া শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন পূর্বক তাঁহার
 চরণ সমীপে ভক্তি সহকারে পতিত হইলেন । ১। ২। ৩।
 ধর্মজ্ঞ শ্রীরাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গনানন্তর অনাময় জিজ্ঞাসা
 করিয়া নিকটে উপবেশন করাইলেন এবং অভ্যাগত,
 বন্ধুর যথা যোগ্য সৎকারও করিলেন । অনন্তর রামভক্তি
 পরায়ণ সুগ্রীব রঘুনাথকে কহিলেন—হে দেব ! আপনি
 অবলোকন করুন এই সকল কুলাচল গিরি সমুত্ত

মেরুমন্দর সদৃশ সমুন্নত নানা দ্বীপবাসী এবং নানা নদ নদী
 বাসী ও পর্বত বাসী অসংখ্য কামরূপী বানর কটক আগমন
 করিতেছে, ইহারা সকলেই দেবাংশ সমুত্ত এবং যুদ্ধবিশারদ
 । ৪। ৫। ৬। ৭। হে প্রভো ! ইহার কতিপয় কপি এক
 হস্তির, কতিপয় কপি দশ হস্তির, কতিপয় কপি অযুত হস্তির,
 বলধারণ করে; কেহ কেহ বা অপরিমিত পরাক্রম সম্পন্ন
 আছে । ৮। এবং ইহার মধ্যে কতিপয় বানর অঙ্গন রাশির
 ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ—কতিপয় বানর কনক রাশির ন্যায় সমুজ্জল
 এবং কতিপয় বানরের বদন রক্তবর্ণ—কতিপয় বানরের লোম
 অতি দীর্ঘ এবং কতিপয় বানর নিম্নলিখিত শ্ফটিক মণির ন্যায়
 উজ্জল ও শুক্ল বর্ণ—কতিপয় বানর রাক্ষসাকৃতি; এই সমুদয়
 বানরেরা যুদ্ধার্থী হইয়া চতুর্দিকে গমন করিতেছে। হে রঘুনাথ !

তদাজ্ঞাকারিণঃ সৰ্বৈঃ কলমূলশনাঃ প্রভো ! ।
 স্বাক্ষাণামধিপো বীরো জাম্ববান্নাম বুদ্ধিমান্ ॥ ১১ ॥
 এষ মে মন্ত্ৰিণাং শ্রেষ্ঠঃ কোটিভল্লুকবন্দপঃ ।
 হনুমানেষ বিখ্যাতো মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥ ১২ ॥
 বায়ুপুঞ্জোহতিতেজস্বী মন্ত্রী বুদ্ধিমতাং বরঃ ।
 নলো নীলশ্চ গবয়ো গবাক্ষো গন্ধমাদনঃ ॥ ১৩ ॥
 শরভো মৈন্দবশ্চৈব গজঃ পনস এব চ ।
 বলীমুখো দধিমুখঃ সুষেণস্তার এব চ ॥ ১৪ ॥
 কেশরী চ মহাসত্ত্বঃ পিতা হনুমতো বলী ।
 এতে মে যুধপা রাম ! প্রাধান্যেন মরোদিভাঃ ॥ ১৫ ॥
 মহাত্মানো মহাবীৰ্যাঃ শত্রুতুল্যপরাক্রমাঃ ।
 এতে প্রত্যেকস্তঃ কোটিকোটিবানরযুধপাঃ ॥ ১৬ ॥

তবাজ্ঞাকারিণঃ সৰ্বৈঃ সৰ্বৈঃ দেবাংশসমুত্তবাঃ ।
 এষ বালিসুতঃ শ্রীমানঙ্কদো নামবিশ্রুতঃ ॥ ১৭ ॥
 বালিতুল্যবলো বীরো রাক্ষসানাং বলান্তকঃ ।
 এতে চান্যে চ বহুবলদুর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ১৮ ॥
 যোদ্ধারঃ পৰ্বতাট্রেষ্ণ নিপুণাঃ শত্রুঘাতনে ।
 আজ্ঞাপন্ন রঘুশ্রেষ্ঠ ! সৰ্বৈঃ তে বশবর্তিনঃ ॥ ১৯ ॥
 রামঃ সুগ্রীবমালিন্জয় হর্ষপূর্ণাশ্রলোচনঃ ।
 প্রাহ সুগ্রীব ! জানাসি সৰ্বং ত্বং কার্য্যগৌরবম্ ॥
 মার্গগার্হং হি জানক্যা নিযুক্তক্ৰু যদি রোচতে ।
 শ্রদ্ধা রামস্য বচনং সুগ্রীবঃ প্রীতমানসঃ ॥ ২০ ॥
 প্রেষয়ামাস বলিনো বানরান্ বানরবর্ষভঃ ।
 দিক্ষু সৰ্ব্বাসু বিবিধান্ বানরান্ প্রেষ্য সত্ত্বরম্ ॥ ২১ ॥

এই বানর কটকের আহালাদি নির্বাহার্থ আপনার কোন
 চিন্তা করিতে ইহবে না, ইহারা বন্য ফল মূলাদি ভক্ষণ
 করিয়া আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব—হে রঘুবীর !
 এই ভল্লুকরাজ মহাবীর বুদ্ধিমান জাম্ববান আমার মন্ত্ৰিজনের
 মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কোটি ভল্লুক সৈন্য ইহার আজ্ঞা প্রতিপালন
 করে, এবং এই মহাবল পরাক্রান্ত বুদ্ধিমান এবং অতি তেজস্বী
 সুবিখ্যাত পবননন্দন হনুমান—ইনিও আমার মন্ত্ৰি এবং নল,
 নীল, গয়, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ, মৈন্দব, গজ, পনস, বলীমুখ,
 দধিমুখ, সুষেণ, তার এবং হনুমানের পিতা মহাবল পরা-
 ক্রান্ত কেশরী ইহারা আমার সেনাপতি । হে রাম ! এই সকল
 ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহাবলিষ্ঠ মহামহিম প্রধান প্রধান
 বানরগণের নাম আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম, ইহারা
 প্রত্যেকে কোটি কোটি বানরগণের নায়ক । হে রঘুবীর

দেবাংশ সমুত্ত এই সকল বানরগণকে আপনার আজ্ঞাকারী
 বলিয়া জানিবেন । হে প্রভো ! এই সুবিখ্যাত বালিপুত্র
 বালিতুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর এবং রাক্ষসগণের বল-
 নাশক শ্রীমান্ অঙ্কদ আপনার সম্মুখে দণ্ডারমান আছেন ।
 এই সকল এবং অপরাপর বহুতর মহাবীর বানর যুধপ
 আপনার নিমিত্ত জীবন পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত
 আছেন । ১১ । ১০ । ১১ । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ ।
 ১৮ । এই সকল মহাবীর পৰ্ব্বত শৃঙ্গদ্বারা যুদ্ধ করিয়া
 শত্রু নিপাতন করিতে অতি নিপুন । হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে
 আপনি নিজবশবর্তী বানরগণকে আজ্ঞা করুন । ১৯ । অন-
 তর শ্রীরাম সুগ্রীবকে আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে আলিঙ্গন করিয়া
 কহিলেন—হে সখে ! তুমি সমস্ত কার্য্য গৌরব অবগত আছ ।
 ২০ । এক্ষণে জানকীর অবেশণার্থ যদি তোমার বাসনা থাকে
 তবে বানরগণকে তদর্থ নিযুক্ত কর । শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ
 করিয়া প্রীতমনা বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব মহাবল পরাক্রম বানর-

दक्षिणां दिशमत्यर्थं प्रयत्नेन महाबलान् ।
 सुवराजं जाश्ववस्तुं हनुमन्तुं महाबलम् ॥ २३ ॥
 नलं सुषेणं शरभं मैनन्दं द्विविदमेव च ।
 प्रेषयामास सुग्रीवो वचनं चेदमब्रवीत् ॥ २४ ॥
 विचिन्वन्तु प्रयत्नेन तवन्तो जानकीं शुभाम् ।
 मासादूर्वाक् निवर्तन्तं मच्छासनपूरःसराः ॥ २५ ॥
 सीतामदृष्ट्वा यदि वो मासादूर्ध्वं दिनं तवेत् ।
 तदा प्राणास्तिकं दण्डं मरुः प्राप्साथ वानराः ॥ २६ ॥
 इति प्रस्थाप्य सुग्रीवो वानरान् भीमविक्रमान् ।
 रामस्य पार्श्वे श्रीरामं नत्वा चोपविवेश सः ॥ २७ ॥
 गच्छन्तं मारुतिं दृष्ट्वा रामो वचनमब्रवीत् ।
 अतिज्ञानार्थमेतन्मे ह्यङ्गुलीरकमुत्तमम् ॥ २८ ॥
 मन्नामाक्रुरसंयुक्तं सीतारै दीयतां रवः ।
 अस्मिन् कार्यो प्रमाणं हि त्वमेव कपिसन्तमः ।
 जानामि सत्तु ते सर्वं गच्छ पट्टाः शुभस्तुव ॥ २९ ॥

গণকে নানা দিকে সমুদ্র প্রেরণ করিলেন। দক্ষিণ দিকে
অন্ধদ, জাম্বুবানু, হনুমান প্রভৃতিকে বহু পূর্বক প্রেরণ করিলেন
এবং বক্ষমাণ বাক্যও বলিলেন। ২১। ২২। ২৩। ২৪। হে
বানরগণ! শুভদায়িনী সীতাকে অব্বেষণ কর এবং আমার
আজ্ঞা পালন করত মামেক মধ্যে সীতাবলোকন পূর্বক
প্রত্যাগমন না করিলে আমি কর্তৃক প্রাণান্তিক দণ্ড লাভ
করিবে। সুগ্রীব-উক্ত প্রকার ভীষণরাক্ষস বানরগণকে প্রেরণ
করত শ্রীরামকে প্রণাম করিয়া তৎপার্থদেশে উপবেশন করি-
লেন। অনন্তর শ্রীরাম গমনোদ্যত মারুতিক দর্শন করিয়া
কহিলেন—হে মারুতে! আমার নামাক্তি এই উত্তম
অসুগ্রীবকবিশ্বামার্থ নির্জন স্থানে সীতাকে প্রদান করিবে।
। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। হে কপিসুত্তম! তুমি সীতাকে রাম
নামাক্তি অসুগ্রীবক প্রদান করিলেই প্রামাণ্য প্রাপ্ত হইবে,

এবং কপীনাং রাজ্ঞা তে বিসৃক্টাঃ পরিমার্গিণে ।
 সীতার্যা অঙ্গদমুখা বভ্রমুস্তত্র তত্র হ । ৩০ ॥
 ভ্রমন্তো বিস্ফাগহনে দদৃশুঃ পর্বতোপমম্ ।
 রাক্ষসং ভীষণাকারং ভক্ষয়ন্তং মৃগান্ গজান্ । ৩১
 রাবণোহয়মিতি জ্ঞাত্বা কেচিদ্ধানরপুঙ্গবাঃ ।
 জয়ুঃ কিলকিলাশকং মুঞ্চন্তো মুষ্টিভিঃ ক্ষণাৎ ॥
 নার্নং রাবণ ইতু্যক্ত্বা বযুরন্যম্বহনম্ ।
 ত্বার্ত্তাঃ সলিলং তত্র নাবিন্দন্ হরিপুঙ্গবাঃ । ৩৩ ॥
 বিভ্রমন্তো মহারণো শুক্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকাঃ ।
 দদৃশুর্গজ্জ্বরং তত্র তৃণগুল্মাবৃতং মহৎ ॥ ৩৪ ॥

অর্থাৎ রাম প্রেরিত দূতত্ব রূপে সীতার প্রতিমিতি জনক হইবে। আমি তোমার সমস্ত বল ও পরাক্রম অবগত আছি তুমি গমন কর—আমার বাক্যাবধীন দুর্গম পথও তোমার সুগম হইবে। ২২। উক্ত প্রকার বানর রাজ সুগ্রীব কর্তৃক প্রেরিত অন্নদ প্রভৃতি বানরগণ বিদ্যা পর্বতোপরি বন মধ্যে সীতার অন্বেষণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে পর্বত তুল্য ভরানকাকূড়ি এবং যুগ ও হস্তির ভক্ষক এক রাক্ষস মূর্তি অবলোকন করিলেন। কতিপয় বানর রাক্ষসের শরীর গৌরব দর্শন করিল। এই রাবণ, একরূপ অসুমান করত কিল কিল শব্দ অর্থাৎ অব্যক্ত নানা প্রকার রব করত মুক্তি দ্বারা রাক্ষসকে তাড়ন করিলেন। ৩০। ৩১। ৩২। রাবণ অতি বীর্ষাশালী এই সামান্য মুক্তি দ্বারা তাড়নে তাহার ক্রেশের সম্ভব কি—অতএব এ পৌলস্ত্য-তনয় নহে—এই বলিয়া ভৃষ্ণার্ভ বানরগণ স্থানান্তরে গমন করত পানীর লাভে বঞ্চিত হইল। ৩৩। বানরগণ ঐ মহারণো ইতস্তত ভ্রমণ করত কষ্ট ওষ্ঠ ও ভালুকার শুক্ল প্রপ্ত হইয়া তৃণ লতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত ভরানক এক গহ্বর

আর্জপক্ষান্ ক্রোধং সান্নিঃস্থান দদৃশুস্ততঃ ।
 অত্রাস্তে সলিলং নুনং প্রবিশামো মহাশুভাম্ ॥ ৩৫ ॥
 ইত্যুক্ত্বা হনুমানঃ প্রবিবেশ তমম্বযুঃ ।
 সর্বৈ পরম্পরং ধৃত্বা বাহুন্ বাহুভিরুৎসুকাঃ । ৩৬ ॥
 অঙ্গকারে মহদূরং গত্বাহপশ্যন্ কপীশ্বরঃ ।
 জলাশয়ান্নগ্নিতভৈরবান্ কল্পজ্ঞানাপমান্ ॥ ৩৭ ॥
 বৃক্ষান্ পক্ষফলৈর্নান্দ্রান্মধুদ্রোণসমস্থিতান্ ।
 গৃহান্ সর্বগুণোপেতান্ মণিবস্ত্রাদিপূরিতান্ ॥ ৩৮ ॥
 দিব্যভক্ষ্যান্নসহিতান্মানুষৈঃ পরিবর্জিতান্ ।
 বিস্মিতাস্তত্র ভবনে দিব্যে কণকবিষ্করে ॥ ৩৯ ॥
 প্রভয়া দীপ্যমানান্ত দৃশুঃ স্ত্রিয়মেকলাম্ ।
 ধ্যায়ন্তীং চীরবসনাং যোগিনীং যোগমাস্থিতাম্ ।

দর্শন করিল । ৩৪ । ঐ গহ্বর হইতে আর্জপক্ষ ক্রোধ এবং
 হংসের নির্গমন দর্শনে বানরেরা অনুমান করিল যে, ইহার
 অভ্যস্তরে নিশ্চয় জল আছে, অতএব আমরা কৃতনিশ্চয়
 ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব । ৩৫ । এই প্রকারে আন্দোলন
 করিয়া হনুমান্ পুরঃসর বানরগণ পরস্পর বাহু দ্বারা বাহু
 বন্ধন করত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া ঐ গহ্বরে প্রবেশ করিল ।
 ৩৬ । কপিগণ অভ্যস্ততম কূপ মধ্যে অতি দূর গমন পূর্বক
 মণি তুল্য নিখিল জলাশয় এবং কল্পতরু প্রায় সুপক ফল
 ভাষাবনত বৃক্ষ সকল দর্শন করিল—মণি বস্ত্রাদি দ্বারা পরি-
 পূর্ণ মনুষ্য বর্জিত নানা বিধ ভক্ষ্য-দ্রব্য যুক্ত গৃহ সকলও দর্শন
 করিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল এবং কোণ গৃহ মধ্যে বিচিত্র সুবর্ণা-
 ননো পরি উপবিষ্টা যোগসাধিনী, বক্ষল পরিধানা যোগি-
 নীকে দর্শন করিয়া ভক্তি পুরঃসর ভীত হইয়া প্রণাম করিল ।
 ঐ দেবী বানরগণকে বলিলেন—হে বানরগণ ! তোমরা কি
 কারণে—কোন স্থান হইতে আগমন করিয়াছ এবং কাহার
 কর্তৃক প্রেরিত ? হনুমান্ দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল—

প্রাণেশুস্তাং মহাভাগাং ভক্ত্যা ভীত্যা চ বানরাঃ ।
 দৃষ্ট্বা তাম্বানরান্ দেবী প্রাহ যুয়ং কিমাগতাঃ ॥ ৪১ ॥
 কুতো বা কন্য দূতা বা মৎস্থানং কিং প্রধর্যথ ? ।
 তচ্ছ্রুত্বা হনুমানাহ শৃণু বক্ষ্যামি দেবি ! তে ॥ ৪২ ॥
 অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথঃ প্রভুঃ ।
 তস্য পুত্রো মহাভাগো জ্যেষ্ঠো রাম ইতি শ্রুতঃ ॥
 পিতুরাজ্যং পুরস্কৃত্য সভার্য্যঃ সানুজো বনম্ ।
 গতস্তত্র হতা ভার্য্যা তস্য সান্বী দুরাশ্রনা ॥ ৪৪ ॥
 রাবণেন ততো রামঃ স্ত্রীং বৎ সানুজো যযৌ ।
 স্ত্রীং বো মিত্রভাবেন রামস্য প্রিয়বল্লভাম্ ॥ ৪৫ ॥
 যুগলধর্ম্মমিতি প্রাহ ততো বয়মুপাগতাঃ ।
 ততো বনং বিচিন্ত্যন্তো জ্ঞানকীং জলকাজ্জিহ্বাং ॥ ৪৬ ॥
 প্রবিষ্টা গম্বরং ঘোরং দৈবাদত্র সমাগতাঃ ।
 ত্বং বা কিমর্থমত্রালি কা বা ত্বং বদ নঃ শুভে ! ॥ ৪৭ ॥

হে দেবি ! বলিতেছি শ্রবণ করন । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ।
 ৪১ । ৪২ । অযোধ্যাধিপতি দশরথ নামক বিখ্যাত রাজা
 আছেন—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত শ্রীরামচন্দ্র
 নামে বিখ্যাত, তিনি পিতার আজ্ঞা পালনার্থে ভার্য্যা জ্ঞানকী
 এবং অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করিয়াছেন, ঐ বন
 মধ্যে শ্রীরাম সহচারিণী পতিব্রতা সীতাকে দুরাশ্রা রাবণ অপ-
 হরণ করিয়াছে । অনন্তর অনুজ লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র
 স্ত্রীং বকে সখ্যভাবে দ্বারা প্রাপ্ত হইলেন, ঐ স্ত্রীং বানরগণকে
 বলিল—হে বানরগণ ! রামপ্রিয়তমা সীতাকে অন্বেষণ কর,
 অনন্তর আমরা বন মধ্যে ইতস্ততঃ সীতাকে অন্বেষণ করত
 জলাকাজ্জী হইয়া এই ভয়ানক গহ্বর মধ্যে প্রবেশ পূর্বক
 দৈব ক্রমে আগমন করিয়াছি । হে দেবি ! তুমি কে ? কি
 কারণে এ স্থানে অবস্থিতি করিতেছ তাহা আমাদের নিকট
 ব্যক্ত কর । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ ।

যোগিনী চ তথা দৃষ্টা বানরান্ গ্রাহ হৃষ্টধীঃ ।

যথেক্তং ফলমূলানি জগ্ধা পৌত্ৰামৃতং পরঃ ॥ ৪৮ ॥

আগচ্ছত ততো বক্ষ্যে মম বৃত্তান্তমাদিতঃ ।

তথ্যেতি ভুক্ত্বা পৌত্ৰা চ হৃষ্টান্তে সর্ববানরাঃ ॥ ৪৯ ॥

দেব্যাঃ সমীপং গত্বা তে বন্ধাঞ্জলিপুট্যঃ স্থিতাঃ ।

ততঃ গ্রাহ হনুমন্তং যোগিনী দিব্যদর্শনা ॥ ৫০ ॥

হেমা নাম পুরা দিব্যকপিণী বিশ্বকর্মনঃ ।

পুত্রী মহেশঃ নৃত্যেন তোষয়ামাস ভামিনী ॥ ৫১ ॥

তুষ্ঠো মহেশঃ প্রদদাবিদং দিব্যপুরং মহৎ ।

অত্র স্থিতা সা সুদতী বর্ষণামমুতায়ুতম্ ॥ ৫২ ॥

তত্ৰা অহং সখী বিষ্ণুতৎ পরা মোক্ষকাজিফণী ।

নাম্না স্বয়ং প্রভা দিব্যগন্ধর্ব্বতনয়া পুরা ॥ ৫৩ ॥

গচ্ছন্তী ব্রহ্মলোকং সা মামাহেদং তপশ্চর ।

তত্রৈব নিবসন্তী ত্বং সর্বপ্রাণিবিক্রিতে ॥ ৫৪ ॥

ত্রৈতাযুগে দাশরথিভূত্বা নারায়ণোহব্যয়ঃ ।

ভুভারহরণার্থায় বিচরিস্যতি কাননে ॥ ৫৫ ॥

মার্গন্তো বানরাস্তম্ভ ভাৰ্য্যামায়ান্তি তে গুহাম্ ।

পূজয়িত্বাথ তান্ গত্বা রামং স্তম্ভা প্রযত্নতঃ ॥ ৫৬ ॥

যাতাসি ভবনং বিষ্ণোর্যোগিগম্যং সনাতনম্ ।

ইতোহহং গন্তুমিচ্ছামি রামং দ্রকুং ত্বরাশ্চিতা ॥ ৫৭ ॥

মুয়ং পিদধুমক্ষীণি গমিস্যথ বহির্গুহাম্ ।

তথৈব চক্রুস্তে বেগাদ্গতাঃ পূর্বস্থিতং বনম্ ॥ ৫৮ ॥

সাপি ত্যক্ত্বা গুহাং শীঘ্রং গম্যৌ রাঘবসন্নিধিম্ ।

তত্র রামং সমুদ্রীবং লক্ষ্মণঞ্চ দদর্শ হ ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর হৃষ্ট মানস। যোগিনী বানরগণকে ভূষণীভিত
দর্শন করিয়া বলিলেন—হে বানরগণ! তোমাদিগের ইচ্ছানু-
রূপ ফল মূল ভক্ষণ ও সুরা তুল্য জল পান করিয়া আগমন কর,
আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ পরে বলিব। বানরগণ
দেবীবাধ্য অনুমোদন করিয়া সহর্ষ চিতে বন্ধাঞ্জলি হইয়া
দেবী সমীপে দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর ঐ চারুঙ্গী যোগিনী
হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া বক্ষ্যমাণ বিবরণ বলিতে আরম্ভ
করিলেন—হে হনুমন! পূর্বকালে মনোহর রূপবতী হেমা
নাম্নী বিশ্বকর্মান্ন কন্যা নৃত্য গীত দ্বারা মহাদেবকে পরিতোষ
করিয়াছিলেন—আশুতোষ ভূক্ত হইয়া হেমােকে এই উৎকৃষ্ট
পুরী প্রদান করিলেন। অনন্তর হেমা এই পুরীতে অযুতা-
যুত বর্ষ বাস করিয়াছেন। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। তৎ-
কালে আমি মোক্ষাভিলাষিনী ও বিষ্ণু সেবায় অতুরক্তা হইয়া
সেই হেমার সখী ছিলাম—আমি গন্ধর্ব্ব পুত্রী, আমার নাম

স্বয়ম্ভবা। ৫৩। হেমা ব্রহ্মলোকে গমন কালে আমাকে
বলিলেন যে, প্রাণি মাত্র রহিত এই স্থানেই বাস করিয়া
তপস্যাক্ষর কর। ৫৪। অব্যয় (অর্থাৎ জন্ম মরণ রহিত)
নারায়ণ ত্রেতা যুগে রাজা দশরথের গৃহে জন্ম গ্রহণ
পূর্বক পৃথিবীর ভার অপহরণ নিমিত্ত বনে গমন করিবেন।
৫৫। বানরগণ সেই রামের ভাৰ্য্যার অন্বেষণার্থী হইয়া
এই গহবর মধ্যে প্রবেশ করিবে, তাহাদের অভ্যর্থনা পূর্বক
প্রযত্ন সহকারে রাঘবের স্তুতি বিধান করিয়া যোগী মাত্রেয়
গম্য বিষ্ণুর সর্দনে যাইবে। অতএব রাম দর্শনার্থ গমন
করিতে অভিলাষ করিতেছি। ৫৬। ৫৭। তোমরা
নিদ্রিত হও অনন্তর গুহার বহির্দেশে গমন কর, বানরগণ এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্কীবস্থিত বনে গমন করিল। ৫৮। ঐ
যোগিনীও শীঘ্র গুহা পরিত্যাগ পূর্বক জৈরাম সমীপে
গমন করিয়া লক্ষ্মণ ও স্ত্রীীবের সহিত রঘুনাথকে দর্শন

কৃত্বা প্রদক্ষিণং রামং প্রণম্য বহুশঃ সুখীঃ ।
 আহ গদগদয়া বাচ্য রোমাঞ্চিততনুরুহা ॥ ৬০ ॥
 দাসী ভবাহং রাজেন্দ্র ! দর্শনার্থমিহাগতা ।
 বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্তং মে দুষ্করং তপঃ ॥ ৬১ ॥
 গুহায়াং দর্শনার্থং তে কলিতং মেহত তপ্তপঃ ॥
 অত্ৰ হি ত্বাং নমস্কামি মায়ীয়াঃ পরতঃ স্থিতম্ ॥ ৬২ ॥
 সর্বভূতেষু চাক্ষাং বহিরন্তরবস্থিতম্ ।
 যোগমায়াজবনিকাচ্ছিন্নো মানুসবিগ্রহঃ ॥ ৬৩ ॥
 ন লক্ষ্যসেহজ্ঞানদৃশাং শৈলুষ ইব কপথুক ।
 মহাতাগবতানাং ত্বং ভক্তিয়োগবিধিৎসয়া ॥ ৬৪ ॥

অবতীর্ণোহসি ভগবন্ ! কথং জানামি ? তামসী
 লোকে জানাতু যঃ কশ্চিদ্ভব তত্ত্বং রঘুন্তম ॥ ৬০ ॥
 মমৈতদেব কপং তে সদা তাতু হৃদালয়ে !
 রাম ! তে পাদযুগলং দর্শিতং মোক্ষদর্শনম্ ॥ ৬১ ॥
 অদর্শনং তবার্ণানাং সম্মার্গপরিদর্শনম্ ।
 ধনপুত্রকলত্রাদিবিভূতিপরিদর্পিতঃ ।
 অকিঞ্চনধনং ত্বাদ্য নাভিধাতুং জনোহহতি ॥ ৬২ ॥
 নিরন্তরগুণমার্গায় নিষ্কিঞ্চনধনায় তে ॥ ৬৩ ॥
 নমঃ স্বাত্মাভিরামায়ঃ নিগুণায় গুণাত্মনে ।
 কালকপিনমীশানমাদিমধ্যাস্তবর্জিতম্ ॥ ৬৪ ॥
 সমং চরন্তং সর্বত্র মন্যে ত্বাং পুরুষং পরম্ ।
 দেব ! তে চেষ্টিতং কশ্চিন্ন বেদ নৃবিড়ম্বনম্ ॥ ৭০ ॥

করিয়ছিলেন । ৫৯ । অনন্তর ভক্তি দ্বারা রোমাঞ্চিত গাত্রা
 হইয়া যোগিনী প্রদক্ষিণ পূর্বক রামচন্দ্রকে বহু প্রকার
 প্রণাম করত গদগদ বাক্যে বলিলেন । ৬০ । হে রামচন্দ্র !
 আমি তোমার দাসী—তোমার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি ।
 তোমার দর্শনার্থ গহ্বর মধ্যে বহুকাল পর্যন্ত যে দুষ্কর
 তপস্য করিয়াছি অদ্য তোমার দর্শনে সেই তপস্য ফল-
 বতী হইল । তুমি মায়ী রহিত মহাত্মা—তোমাকে নমস্কার করি ।
 ৬১ । ৬২ । এবং তুমি সকল ভূত মধ্যেই অদৃশ্য ভাবে বহি-
 র্গোচরে এবং অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিতেছ তোমার মায়ী-
 রূপ বনিকা দ্বারা মানুষেরা আচ্ছন্ন, অতএব তাহারা কি
 প্রকারে তোমাকে জানিতে পারিবে ? ৬৩ । যে প্রকার
 স্ত্রীবেশ ধারি পুরুষকে ভ্রান্ত বুদ্ধিরা পুরুষ বলিয়া জানিতে
 পারে না সেই প্রকার জ্ঞান নেত্র বিহীন ব্যক্তি তোমাকে পরম
 পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে না, অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানবিদ্যাক্তিরা
 ভক্তি যোগ দ্বারা তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করতঃ জ্ঞান চক্ষু
 দ্বারা পরম পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে । ৬৪ । অনন্তর

দেবী বলিলেন—হে ভগবন্ ! তুমি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ
 হইয়াছ, আমি অজ্ঞানাবৃত্তা, তোমাকে কি প্রকারে জানিতে
 পারিব, যেহেতু ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ জন ভক্তি যোগদ্বারা
 তোমাকে ঈশ্বররূপে জানে ? ৬৫ । হে রামচন্দ্র ! মুক্তির
 কারণীভূত তোমার পদ যুগল আমি দর্শন করিলাম, তোমার
 এই পরমরূপ আমার হৃদয় মধ্যে সর্বদা বিরাজমান হউক
 । ৬৬ । ভবসংসারের পুনর্জন্ম নিবারণ এবং মুক্তিপথ দর্শী
 তোমার পাদপদ্মকে অকিঞ্চন ধন পুত্র কলত্রাদি গর্জিত ব্যক্তি
 কি প্রকারে জানিতে পারিবে ? ৬৭ । হে রঘুন্তম ! তুমি ক্রমা
 ও গুণবান দিগের পথ স্বরূপ এবং দরিত্রের ধন স্বরূপ তোমাকে
 নমস্কার করি । তুমি কাল স্বরূপ মহাদেব এবং আদি, অন্ত ও
 মধ্য রহিত অখণ্ড সকল ভূতে সমভাবে অবস্থান কর, লোকে
 তোমাকে অকয় পুরুষ বলিয়া জানে । অতএব তোমার আচ-
 রিত ও দয়ালুত্ব নির্ভরত্ব জানে কেহই সমর্থ নহে । ৬৮ । ৬৯ । ৭০ ॥

ন তেহস্তি কশ্চিদ্রিতো হেযো বা পর এব চ ।
 তস্মাপিহিতান্নানন্দাং পশুন্তি তথাবিধম্ ॥ ৭১ ॥
 অজস্রাকর্ষুর্বীশশ্চ দেব । তির্য্যঙ্ নরাদিষু ।
 জন্মকর্মাদিকং সদ্যস্তদন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৭২ ॥
 হামাহরক্ষরং জাতং কথাশ্রবণসিক্ষয়ে ।
 কেচিৎ কৌশলরাজশ্চ তপস কলঃসিক্ষয়ে ॥ ৭৩ ॥
 কৌশল্যায় প্রার্থ্যমানং জাতমাহঃ পরে জনাঃ ।
 দুষ্করাস্তসভুভারহরণার্থিতো বিভূঃ ॥ ৭৪ ॥
 ব্রহ্মণা নরকপেণ জাতোহয়মিতি কেচন ।
 শৃণুন্তি গায়ন্তি চ যে কথাস্তে রঘুনন্দন ! ॥ ৭৫ ॥
 পশুন্তি তব পাদাজং ভবান্ববসুতারণম্ ।
 তস্মায়গুণবদ্ধাহং ব্যতিরিক্তং গুণাশ্রয়ম্ ॥ ৭৬ ॥

কথং ত্বাং দেব ! জ্ঞানীরাং স্তোতুং বাহুবিল্লং বিভূম্
 নমস্কামি রঘুশ্রেষ্ঠং বাণাসনশরান্বিতম্ ।
 লক্ষ্মণেন সহ ভাভা স্ত্রীবাদিভিরন্বিতম্ ॥ ৭৭ ॥
 এবং স্তুতো রঘুশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নঃ প্রণতায়তনঃ ।
 উবাচ যোগিনীং তক্তাং কিস্তে মনসি কাঙ্ক্ষিতম্ ।
 সা প্রাহ রাঘবং তক্ত্যা ভক্তিং তে ভক্তবৎসল ! ।
 যত্র কুত্রাপি জাতায়া নিশ্চনাং দেহি মে প্রভো ! ।
 ভক্তভেষু সদা সঙ্গো ভূয়ান্মে প্রাকৃতেষু ন ।
 জিহ্মা মে রামরামেতি তক্ত্যা বদতু সর্বদা ॥ ৮০ ॥
 মানসং শ্যামলং রূপং সীতা লক্ষ্মণসংযুতম্ ।
 ধনুর্বাণধরং পীতবাসসং মুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ৮১ ॥

হে রাম ! এই জগৎ সংসার মধ্যে কোন্ জন তোমার প্রিয়
 বা হেবা এবং শত্রু নহে—কেবল তোমার মাতা দ্বারা মোহিত
 জনেরাই তোমাকে ঐ প্রকার জানে । ৭১ । হে দেব !
 তোমার জন্ম নাই এবং তুমি কিষ্কিন্দ্রাত্র কারণ নহে অথচ সক-
 লের নিরন্তর, অতএব ভুজঙ্গ ও মনুষ্য প্রভৃতির মধ্যে জন্ম আদি
 তোমার যে যে কর্ম সকলই বিড়ম্বনা মাত্র । ৭২ । তুমিই নিত্য
 পদার্থ, বাক্য সিদ্ধির নিমিত্ত কোন কোন পণ্ডিতগণ বলিয়া
 থাকেন যে, তুমি দশরথের তপস্যার ফলসিদ্ধির হেতু জন্মিয়াছ ।
 ৭৩ । অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন কৌশল্যার মনোরথ
 সিদ্ধির নিমিত্ত, এবং পৃথীর ভার স্বরূপ হুষ্ক রাক্ষসগণ বিনাশ
 করিতে প্রার্থিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ । ৭৪ । হে রঘু-
 নন্দন ! যে ব্যক্তির তোমার বাক্য শ্রবণে ও গুণানুকীর্ণনে
 অহরন্তর হয়, তাহার অক্লেশে অপার ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার

নিমিত্ত তোমার পাদপদ্ম-ভরণী প্রাপ্ত হয় । আমি তোমার
 জগন্মোহিনী মায়ামোহিতা ও ভক্তিহীনা, স্তবরাং পরম ব্রহ্ম
 অথচ সকল গুণাশ্রয়—তোমাকে জানিতে ও স্তুত করিতে
 অসমর্থ । হে পুরুষোত্তম ! তুমি অনুজ লক্ষ্মণ ও স্ত্রীবেশ
 সহিত বিরাজমান—তোমাকে নমস্কার করি । ৭৫ । ৭৬ । ৭৭ ।
 এইরূপ স্তুতি দ্বারা রঘুপতি প্রসন্ন হইয়া স্বরূপভাকে
 বলিলেন—তোমার মনের অভিলাষ প্রকাশ কর । ৭৮ ।
 অনন্তর যোগিনী কৃতাজলি হইয়া রঘুনাথকে কহিতে লাগি-
 লেন—হে ভক্তজন মনোরঞ্জন ! নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট স্থানে আমার
 জন্ম হউক তাহাতে কিষ্কিন্দ্রাত্র অনুতাপ করি না, কিন্তু
 তোমাতে নিশ্চল ভক্তি থাকে, ও তোমার ভক্তের সঙ্গ রহিত
 যেন না হই—আমার রসনা নিরন্তর রাম নামামৃত পানে
 যেন সদা অভিলাষিণী হয়, আমার চিত্তও যেন পীত বসন
 কোমল প্রভৃতি ভূষণ সমূহ দ্বারা ভূষিত তোমার এই মনোহর
 শ্যামল রূপ নিরন্তর স্রবণে পরায়ুধ না হয় । হে ভক্ত-
 বৎসল ! এদাসী কদাচ অন্য বরাভিলাষিনী নহে । ৭৯ । ৮০ ।

অঙ্গদৈবপুত্রৈভুক্তাহারৈঃ কৌস্তভকুণ্ডলৈঃ ।

শান্তং স্মরতু মে রাম ! বরং নান্যং বৃণে প্রভো ॥

শ্রীরাম উবাচ ।

ভবত্বেবং মহাভাগে । গচ্ছ ত্বং বদরীবনম্ !

তত্রৈব মাং স্মরন্তী ত্বং ত্যক্তেদং তূতপঞ্চকম্ ।

মামেব পরমাত্মানং অচিরাৎপ্রতিপদ্যসে ॥ ৮৩ ॥

১৮১। ৮২। দয়ালু রাম যোগিনীর স্তুতি বাক্য দ্বারা প্রীত হইয়া বলিলেন—হে প্রমত্ত হৃদয়ে! তোমার মনোরথ অবিলম্বেই পূর্ণ হইবে, তুমি বদরীবন প্রাপ্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করত এই পঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্বক আমাকে প্রাপ্ত

শ্রদ্ধা রঘুতমবচোহমৃতসারকণ্ঠম্

গত্বা তদৈব বদরীতরুখণ্ডজুষ্টম্ ।

তীর্থং তদা রঘুপতিং মনসা স্মরন্তী

ত্যক্ত্বা কলেবরমবাংপ পরং পদং সা ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মসংগ্ৰহে উমামহেশ্বর সঙ্ঘাদে

কিঙ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

হইবে। ৮৩। রঘুতমের অমৃত কণ্ঠ বাণী শ্রবণ করিয়া যোগিনী বদরীকান্দ্রম গমন পূর্বক পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করত কলেবর পরিত্যাগ করিবামাত্র দেব ভুল'ড বৈকুণ্ঠ ভবন বাসিনী হইল। ৮৪।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মসংগ্ৰহে উমামহেশ্বর সঙ্ঘাদে

কিঙ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথ তত্র সমাসীনা বৃক্ষখণ্ডেষু বানরাঃ ।
 চিন্তয়ন্তো বিমুহুন্তঃ সীতামারগকর্ষিতাঃ ॥ ১ ॥
 তত্রোবাচাঙ্গদঃ কাংশ্চিদ্বানরান্ বানরবৃত্তঃ ।
 ভ্রমতাং গহ্বরেহস্মাকং মাসো নুনং গতৌহভবৎ ॥
 সীতা নাধিগতাস্মাভির্ন কৃতং রাজশাসনম্ ।
 যদি গচ্ছামঃ কিঞ্চিদ্ব্যং ? সূত্রীবোহস্মান্ হনিষ্যতি
 বিশেষতঃ শক্রসুতং মাং মিষান্নিহনিষ্যতি ।
 মস্মি তস্য কুতঃ প্রীতি ? রহং রামেণ রক্ষিতঃ ॥ ৪ ॥
 ইদানীং রামকার্যং মে ন কৃতং তন্নিষং ভবেৎ ।
 তস্ম মদ্বননে নুনং সূত্রীবশ্য দুরান্ননঃ ॥ ৫ ॥

মাতৃকল্যাণং ভ্রাতৃত্বার্থ্যাং পাপান্নানুভবত্যসৌ ।
 ন গচ্ছেয়মতঃ পার্থ ২ তস্ম বানরপুঙ্গবাঃ ॥ ৬ ॥
 ত্যক্ষ্যামি জীবিতং চাত্ৰ যেন কেনাপি মৃত্যুনা ।
 ইত্যশ্রনয়নং কেচিৎ দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবাঃ ॥ ৭ ॥
 ব্যধিতাঃ শাশ্রনয়না যুবরাজমথাক্রবন্ ॥ ৮ ॥
 কিমর্থং তব শোকোহত্র ? বয়ং তে প্রাণরক্ষকাঃ ।
 ভবামো নিবসামোহত্র গুহায়াং ভয়বর্জিতাঃ ॥ ৯ ॥
 সর্বসৌভাগ্যসহিতং পুরং দেবপুরোপমম্ ।
 শনৈঃ পরস্পরং বাক্যং বদতাং মারুতান্নজঃ ॥ ১০ ॥

অসমর্থ, স্মৃতরাং সেই হুয়ায়া চির বৈরি সূত্রীব যে আমাদের
 বিনাশ করিবে তাহার সন্দেহ নাই । ৩। ৪। ৫। অতএব
 মাতৃ তুল্য ভ্রাতৃ-ভার্য্যামুগামী হুয়ায়া সূত্রীবের পার্শ্ববর্তী হইব
 না, অগ্নি প্রবেশাদি যে কোন উপায় দ্বারা পারি এ জীবন
 নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিব ; কতিপয় বানরগণ বীরবর অঙ্গদকে
 এইরূপ খিদ্যমান ও সজল নয়ন অবলোকন করিয়া হুঃখি-
 ভাস্তঃকরণে আশ্বাস বাক্য দ্বারা সাধনা করিতে লাগিল ।
 ৬। ৭। ৮।

হে যুবরাজ ! আপনি কিঞ্চিদাত্ৰ শোকাক্ত হইবেন না,
 আমরা এই বানর মণ্ডলী আপনার জীবন রক্ষণে বদ্ধবান হইয়া
 এই ভয়বর্জিত গুহার অভ্যন্তরে স্বর্গ তুল্য পুত্রীতে সর্বদা বাস
 করিব । কপিগণের পরস্পর এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া

অনন্তর সেই বন মধ্যে সীতার অব্বেষণ দ্বারা ক্লিষ্ট ও
 চিন্তাকুল হৃদয় যুবরাজ প্রভৃতি কপিগণ মুগ্ধ হইয়া বৃক্ষ সমূহ
 অবলম্বন করত বানর শ্রেষ্ঠ বালী নন্দন মর্কটগণকে বলিলেন ।
 হে মর্কটগণ ! এই গহ্বর মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে আমা-
 দিগের নিশ্চয় এক মাস অতিবাহিত হইল । ১। ২। আমরা
 রাজাজ্ঞা পালনে অসমর্থ হইয়া কিঞ্চিদ্যাবিন্মুখে গমন করিলে
 সূত্রীব আমাদের নিশ্চয়ই প্রাণান্তিক দণ্ড করিবে ; বিশেষতঃ
 আমি শক্র তনয় বলিয়াই সূত্রীব কোপানল দ্বারা আমাকে
 বিনাশ করিবে, যেহেতু আমার প্রতি হুয়ায়া সূত্রীবের প্রীতি
 উৎপাদনের কারণ মাত্র ও লক্ষিত হইতেছে না ; আমি রঘুনাথ
 কর্তৃক রক্ষিত হইয়া আছি, ইদানীং রাম কার্য সম্পাদনে

শ্রুত্বাঙ্গদং সমালিঙ্গ্য প্রোবাচ নয়কোবিদঃ।
 বিচার্যতে কিমর্থং ? তে হুর্বিচারো ন যুজ্যতে ॥১১
 রাজ্জোহত্যন্তপ্রিয়স্ত্বং হি তারাপুত্রোহতিবল্লভঃ।
 রামস্ত লক্ষ্মণাৎপ্রীতি স্ত্বয়ি নিত্যং প্রবধতে ॥ ১২
 অতো ন রাঘবাষ্টীতিস্তব রাজ্জো বিশেষতঃ।
 অহং তব হিতে সন্তো বৎস ! নান্যং বিচারয় ॥১৩
 গুহ্যবাসস্ত নিভেদ্য ইত্যুক্তং বানরৈস্ত যৎ।
 তদেতদ্রামবাণানামভেদ্যং কিং জগজ্জয়ে ? ॥ ১৪ ॥
 যে ত্বাং দুর্কোধ্যয়ন্ত্যেতে বানরা বানরর্ষভ !।
 পুত্রদারাদিকং ত্যক্ত্বা কথং স্থাস্ত্বস্তি তে ত্বয়া ॥ ১৫

হত্য়মান যুবরাজকে আনিদ্রন করতঃ বলিল, হে নীতিজ্ঞ ! এ
 রূপ কার্য্যাচরণ নীতিজ্ঞের উপযুক্ত নহে। ১।১০।১১।
 বেহেতু তুমি তারার তনয় ও স্ত্রীপুত্রের অত্যন্ত প্রিয়, এবং
 ত্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রতি যে রূপ বাৎসল্য প্রকাশ করেন,
 তোমার প্রতি তাঁহার ততোধিক বাৎসল্য দৃষ্ট হয়। ১২। অতএব
 তক্ত বৎসল রামচন্দ্র ও কপিরাজ স্ত্রীপুত্র হইতে তোমার
 ভয়ের কারণ মাএ লুক্কিত হইতেছে না। হে বৎস ! আমি
 সর্বদাই তোমার হিত কার্য সাধনে অনুরক্ত হইলাম অন্য
 বিচারে কোন প্রয়োজন নাই, হে যুবরাজ ! তুমি বিবেচনা
 করিয়া দেখ অজ্ঞান কপিগণ বলিতেছে যে, আমরা নির্ভয়ে
 গুহা মধ্যে বাস করিব (অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র সন্নিধানে কদাচ গমন
 করিব না) এই বাক্য কোন রূপে প্রমিতি জনক হইতে পারে
 না, বেহেতু এই ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ বস্তু আছে যাহা ত্রীরাম
 বাণের অভেদ্য ? ত্রীরাম শরসঙ্কান করিলে গুহা মধ্যে কপি-
 গণের নির্ভয়ে বাস করা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে ? যে
 বানরগণ তোমাকে হুর্বিদ্বি প্রদান দ্বারা ভ্রম বর্জন করি-
 রাছে তাহার পুত্র দারাদি বর্জিত হইয়া এই গুহামধ্যে
 তোমার সহিত কি প্রকারে বাস করিয়া কাল যাপন করিবে ?

অন্যদ গুহ্যতমং বক্ষ্যে রহস্যং শৃণু মে হুত !।
 রামো ন মানুষ্যো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥১৬
 সীতা ভগবতী মায়া জনসংমোহকারিণী।
 লক্ষ্মণো ভুবনাধারঃ সাক্ষাচ্ছবঃ কনীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥
 ব্রহ্মণা প্রার্থিতাঃ সর্বে রক্ষোগণবিনাশনে।
 মায়ামানুষ্যভাবেন জাতা লৌকিকরক্ষকাঃ ॥ ১৮ ॥
 বয়ং চ পার্শ্বদাঃ সর্বে বিষ্ণোকৈকুণ্ঠবাসিনঃ।
 মনুষ্যভাবমাপন্যে স্বেচ্ছয়া পরমাত্মনি ॥ ১৯ ॥
 বয়ং বানররূপেণ জাতান্তমৈব মায়ায়া।
 বয়ং তু তপসা পূর্বং আরাধ্য জগতাং পতিম্ ॥২০
 তেনৈবানুগৃহীতা স্মঃ পার্শ্বদস্ত মুপাগতাঃ।
 ইদানীমপি তমৈব সেবাং কৃত্বৈব মায়ায়া ॥ ২১ ॥

। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। হে কপিবর অঙ্গদ ! অন্য গোপ-
 নীয় রহস্য কহিতেছি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর, যিনি
 কীরোদ সাগরে ভুজঙ্গ শয়নে শায়িত আছেন তিনিই সাক্ষাৎ
 অধ্যাত্ম নারায়ণ রামচন্দ্র, এই জগৎ সংসার বাঁহার মায়াগুণ
 দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে তিনিই জনক নন্দিনী সীতা, যিনি এই
 সপ্ত দ্বীপা পৃথিবীকে সহস্র কণা দ্বারা ধারণ করিতেছেন
 তিনিই অনন্তদেব লক্ষ্মণ—ইহারা কেহই মানব নছেন,
 কেবল এই জগৎ সংসার উদ্ধার ও অবনীর্ভার স্বরূপ
 রাক্ষস কুল নির্মূল করিবার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্তৃক
 প্রার্থিত হইয়া মানব লীলা অবলম্বন করিতেছেন। ১৬। ১৭।
 ১৮। পূর্বকালে আমরা অতিশয় কঠোরতর তপস্যা করিয়া
 জগৎ পিতা নারায়ণের আরাধনা করিলে ঐ দয়াময় তক্ত
 বৎসল দয়াপরতত্ত্ব হইয়া বলিলেন হে তাপসগণ ! তোমরা
 এই তপস্যার প্রভাব বশতঃ নিরন্তর আমার সমীপবর্তী
 হইয়া মদীয় সেবায় ও অশীষ্ট কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত

পুনর্নৈকুণ্ঠমাশাচ্চ মুখং স্থাস্যামহে বরম্ ।
 ইত্যঙ্গদমথাশ্বাস্য গতা বিস্ম্যং মহাচলম্ ॥ ২২ ॥
 বিচিস্ত্বন্তোহথ শনকৈর্জানকীং দক্ষিণামুধেঃ ।
 তীরে মহেন্দ্রাক্ষগিরেঃ পত্রিং পাদমাযুঃ ॥ ২৩ ॥
 দৃষ্ট্বা সমুদ্রং দুঃপারমগাধং ভয়বর্দ্ধনম্ ।
 বানরা ভয়সংক্রান্তাঃ কিং কুর্ম ইতি বাদিনঃ ॥ ২৪ ॥
 নিবেদুরুদধেস্তীরে সর্কে চিন্তাসমস্থিতাঃ ।
 মন্ত্রয়ামাসুরন্যোন্যমঙ্গদাচ্চা মহাবলাঃ ॥ ২৫ ॥
 ভ্রমাতমেব নো মাসো গতোহত্রৈব গুহাস্তরে ।
 ন দৃষ্টো রাবণো বাহু সীতা বা জনকায়জা ॥ ২৬ ॥

হইয়া কালষাপন কর। অনন্তর তত্ত্ব বৎসল দত্ত এই বর গ্রহণ
 করিয়া বৈকুণ্ঠনাথের পার্বদ হইয়া ছিলাম, বর্তমান সময়ে
 পরমাশ্রা বিষমু অবনী মণ্ডলের ভার উদ্ধার করিবার জন্য মানব
 দেহ ধারণ করিয়াছেন সুতরাং তাহা হইলে আমরাও
 মায়া দ্বারা বানর দেহ ধারণ করিয়া তৎকার্য্য সম্পাদন করতঃ
 পুনর্বার বৈকুণ্ঠ ধামে সানন্দ চিত্তে বাস করিয়া কালষাপন
 করিব। এই প্রকার যুবরাজকে নানা প্রকার আশ্বাস বাক্য
 প্রদান করিলেন। অনন্তর বানরগণ জানকীর অব্যবহা করতঃ
 বিস্মা পর্বত প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে লবণ সমুদ্রের তীরে
 মহেন্দ্র পর্বতোপরি গমন করিল। ১৯।২০।২১।২২।২৩।
 অনন্তর বানরগণ পর্বতাকৃতি মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি জলচর
 জন্তু সমাকীর্ণ অন্তলম্পর্শ ভয়ানক সমুদ্রে দর্শনে ভয় সন্তপ্ত
 মানস হইয়া বিবশের ন্যায় অঙ্গ শিথিল করিয়া কেহ বা
 শয়ন—কেহ বা উপবেশন করিল; কিন্তু মহাবল পরাক্রম
 অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ মন্ত্রণা করিবার জন্য উপবিষ্ট হইল।
 ২৪।২৫। অনন্তর বানর দিগের এই রূপ মন্ত্রণা স্থির হইল—
 আমাদিগের বৃথা ভ্রমণে নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইল,
 অদ্যাবধি রাবণকে ও সীতাকে দর্শন করিতে পারিলাম না,

সুগ্রীবস্তীক্ষ্ণদণ্ডোহস্মাগ্নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ।
 সুগ্রীববধতোহস্মাকং শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্ ॥ ২৭ ॥
 ইতি নিশ্চিত্য তত্রৈব দর্তনাস্তীৰ্য্য সর্বতঃ ।
 উপাবিবেশুস্তে সর্কে মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ২৮ ॥
 এতস্মিন্নস্তরে তত্র মহেন্দ্রাদ্রিগুহাস্তরাৎ ।
 নির্গত্য শনকৈরাগাদ্গৃধুঃ পর্বতসন্নিভঃ ॥ ২৯ ॥
 দৃষ্ট্বা প্রায়োপবেশেন স্থিতান্ বানরপুঙ্গবান্ ।
 উবাচ শনকৈর্গৃধুঃ প্রাপ্তো ভক্ষোহদ্য মে বহুঃ ॥ ৩০ ॥
 একৈকশঃ ক্রমাৎসর্বান্ ভক্ষয়ামি দিনে দিনে ।
 শ্রুত্বা তদ্ গৃধুবচনং বানরা ভীতমানসাঃ ॥ ৩১ ॥
 ভক্ষয়িষ্যতি নঃ সর্বানমৌ গৃধৌ ন সংশয়ঃ ।
 রামকার্য্যং চ নাশ্মাভিঃ কৃতং কিঞ্চিদ্রীশ্বরঃ ! ৩২

অতএব মহারাজ সুগ্রীব দৃঢ়তর দণ্ড দ্বারা আমাদিগের প্রাণা-
 ন্তিক দণ্ড বিধান করিবেন ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু
 সুগ্রীব কর্তৃক প্রাণ দণ্ড অপেক্ষা প্রায়োপবেশন দ্বারা প্রাণ
 ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর, এই রূপ মরণে কৃত নিশ্চয় হইয়া স্ব স্ব
 শরীরে কর্দম লেপন করিয়া কুশাগনোপরি উপবেশন করিল।
 ২৬।২৭।২৮।

এই সময়ে পর্বত সদৃশ এক গৃধ্র ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া
 মহেন্দ্র গিরির অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া বানর শ্রেষ্ঠগণ
 প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট আছে অবলোকন করত কহিল,
 অদ্য আমি বিপুল ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব এক
 একটা করিয়া প্রতিদিন সকলকে ভক্ষণ করিব। বানরসমূহ
 গৃধ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীতমনা হওত পরস্পর কহিতে
 লাগিল যে, গৃধ্র নিশ্চয়ই আমাদিগের সকলকে ভক্ষণ করিবে,
 অতএব আমাদিগের কর্তৃক রামকার্য্য কিছুই হইল না—সুগ্রী-
 বেরও কোন হিতকার্য্য করিতে না পারিয়া বৃথা বিনাশ

সুগ্রীবসীপি চ হিতং ন কৃতং স্বান্ননামপি ।
 বৃদ্ধানেন বধং প্রাপ্তা গচ্ছামো যমসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥
 অহো জটায়ুধর্ম্মায়া রামস্যার্থে মৃতঃ সুধীঃ ।
 মোক্ষং প্রাপ দুরাবাপং যোগিনামপ্যরিন্দমঃ ॥ ৩৪ ॥
 সম্পাতিস্ত তদা বাক্যং শ্রুত্বা বানরভাবিতম্ ।
 কে বা যুয়ং মম ভ্রাতুঃ কর্ণপীষুষসম্মিতম্ ॥ ৩৫ ॥
 জটায়ুরিতি নামাচ্চ ব্যাহারন্তঃ পরম্পরম্ ।
 উচ্যতাং বো ভয়ং মা ভূম্মন্তঃ প্লবগসন্তমাঃ ॥ ৩৬ ॥
 তমুবাচাঙ্গদঃ শ্রীমানুখিতো গৃধ্রসন্নিধৌ ।
 রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥ ৩৭ ॥
 সীতয়া ভার্য্যয়া সাক্ষিং বিচচার মহাবনে ।
 তস্য সীতা হতা সাধী রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৩৮ ॥

মৃগয়াং নির্গতে রামে লক্ষ্মণে চ হতা বলাৎ ।
 রাম ! রামেতি ক্রোশন্তী শ্রুত্বা গৃধ্রঃ প্রতাপবান্ ॥
 জটায়ুর্নাম পক্ষীভ্রো যুদ্ধং কৃত্য সুদারুণম্ ।
 রাবণেন হতো বীরো রামবার্থং মহাবলঃ ॥ ৪০ ॥
 রামেণ দৃষ্টো রামস্য সাযুজ্যমগমৎ ক্ষণাৎ ।
 রামঃ সুগ্রীবমাসাদ্য সখ্যং কৃত্বাহ্মিসাক্ষিকম্ ॥ ৪১ ॥
 সুগ্রীবচোদিতো হত্বা বালিনং সুহুরাসদম্ ।
 রাজ্যং দদৌ বানরাণাং সুগ্রীবায় মহাবলঃ ॥ ৪২ ॥
 সুগ্রীবঃ প্রেষয়ামাস সীতায়ঃ পরিমার্গণে ।
 অস্মান্ বানরবৃন্দান্ বৈ মহাসত্ত্বান্মহাবলঃ ॥ ৪৩ ॥
 মাসাদর্কবাজ্জিবর্জ্জ্বং নোচেৎপ্রাণান্ হরামি বঃ ।
 ইত্যাজ্জয়া ভ্রমন্তোহস্মিন্ বনে গহ্বরমধ্যগাঃ ॥ ৪৪ ॥
 গতো মাসো ন জানীমঃ সীতাং বা রাবণং চ বা ।
 মতুং প্রায়োপবিষ্টাঃ স্ম স্তীরে লবণবারিধেঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রাপ্ত হইয়া যম সদনে গমন করিলাম । হায়, ধীশক্তিপস্পার,
 ধর্ম্মায়া জটায়ু রামকার্য্যে নিধন প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণের
 ভুলভ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন । ২৯।৩০।৩১।৩২। ৩৩। ৩৪ ।

তখন সম্পাতি বানর ভাবিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা-
 দিগকে কহিল—তোমরা কে, কর্ণমৃততুল্য আমার ভ্রাতার
 কথা কহিতেছ? হে বানর শ্রেষ্ঠগণ! অদ্য তোমরা পরস্পর
 জটায়ুর নাম উল্লেখ কর, আমা হইতে তোমাদিগের কোন
 ভয় নাই । শ্রীমান্ অঙ্গদ উত্তীর্ণ হইয়া তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক
 কহিতে লাগিলেন—রাজা দশরথের পুত্র শ্রীমান্ রামচন্দ্র
 কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত মহারণ্যমধ্যে বিচরণ
 করিতেছিলেন । একদা পর্গকুটের মধ্যে সীতাকে সংস্থাপন
 করিয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে দুঃখী রাবণ
 পতিব্রতা সীতাকে অপহরণ করিল, ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত
 পক্ষিরাণ জটায়ু আকাশ পথে “হা রাম! হা রঘুত্তম!”
 এই রূপ কাৰুণ্য বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আকাশ পথে
 গমন করতঃ সীতার সংরক্ষণার্থ দশানন রাবণের সহিত ভুল

যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । ৩৫। ৩৬।
 ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুর অগ্নি-
 কার্য্য করিবামাত্র রাম-সায়ুযা প্রাপ্তি হইল । পরে শ্রীরাম অগ্নি
 সাক্ষি করিয়া কপিবর সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলেন ।
 ৪১। এবং মহাবল পরাক্রান্ত কপির্ভাজ বালিকে বিনাশ
 করিয়া সুগ্রীবকে বানর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । ৪২।
 অনন্তর বানর শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ আমাদিগকে
 প্রেরণ করতঃ আদেশ করিলেন যে, তোমরা মাস মধ্যে প্রত্যা-
 গমন না করিলে প্রাণান্তিক দণ্ড প্রাপ্ত হইবে । আমরা রাজ
 শাসন প্রতিপালনার্থ ভয়ানক বন ও গুহা মধ্যে ভ্রমণ করিয়া
 মাসাতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি সীতা ও রাবণের
 বার্তাও শ্রবণ করিলাম না, অতএব প্রায়োপবেশনে লবণ সমুদ্র-
 তীরে জীবন বিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছি । ৪৩। ৪৪। ৪৫।

যদি জানাসি হে পক্ষিন্ ! সীতাং কথয় নঃ শুভাম্ ।
 অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা সম্প্রতি হৃষ্টমানসঃ ॥ ৪৬ ॥
 উবাচ মৎপ্রিয়ো ভাতা জটায়ুঃ প্লবগেশ্বরঃ ! ।
 রত্নবর্ষমহস্রান্তে ভাতৃবার্তা শ্রুতা ময়া ॥ ৪৭ ॥
 বাক্রহারং করিষ্যেহহং ভবতাং প্লবগেশ্বরঃ ! ।
 ভাতুঃ সলিলদানায় নয়ধং মাং জলাস্তিকম্ ।
 পশ্চাৎ সর্ষং শুভং বক্ষ্যে ভবতাং কার্যাসিদ্ধয়ে ।
 তথ্যেতি নিত্যন্তে তীরং সমুদ্রস্য বিহঙ্গমম্ ।
 মোহপি তৎসলিলে স্নাত্বা ভাতৃদৃষ্টা জলাঞ্জলিম্ ॥
 পুনঃ স্বস্থানমাসাদ্য স্থিতো নীভে হরীশ্বরৈঃ ।
 সম্প্রতিঃ কথয়ামাস বানরান্ পরিহর্ষয়ন্ ॥ ৫০ ॥
 লক্ষা নাম নগর্যাশ্বে ত্রিকূটগিরিমূর্ধনি ।
 তত্রাশোকবনে সীতা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ॥ ৫১ ॥
 সমুদ্রমধ্যে সা লক্ষা শতযোজনদূরতঃ ।
 দৃশ্যতে মে ন সন্দেহঃ সীতা চ পরিদৃশ্যতে ॥ ৫২ ॥

হে পক্ষিরাজ ! শুভদায়িণী মা জানকী ! রাবণ কর্তৃক হত। হইয়া কোন স্থানে বাস করিতেছেন যদি আপনি জাত থাকেন তবে প্রকাশ করুন, অঙ্গদের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট মানস সম্প্রতি কহিল—হে বানরগণ ! বহু কাল পরে প্রিয়তম ভাতা জটায়ুর বার্তা শ্রবণ করাইলে, অতএব সীতার অন্বেষণ কার্যে বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিব, কিন্তু সম্প্রতি প্রিয়তম ভাতা জটায়ুর তর্পণ করিবার জন্য আমাকে জলাশয় সমীপে লইয়া চল, পরে তোমাদিগের কার্য সিদ্ধার্থ সমস্ত সহাদ বিস্তার করিয়া কহিব ; অনন্তর পক্ষিবর সম্প্রতি বানরগণ কর্তৃক সমুদ্র তীরে নীত হইলে ঐ জল মধ্যে স্নান ও তর্পণ করতঃ পুনর্বার স্বস্থানে সমানীত হইয়া বানরগণের হর্ষ সমুৎপাদন করতঃ কহিলেন হে বানরগণ ! সমুদ্রমধ্য দেশে ত্রিকূট পর্বতোপরি লক্ষা নামী পুরী আছে, তন্মধ্যে অশোক বনে রাক্ষসী বর্জক পরিরক্ষিতা হইয়া রামপ্রিয়তমা সীতা বাস করিতেছেন, পক্ষি জাতির দূরদৃষ্টি বশতঃ শত যোজন দূর

গৃহদ্বাদ দূরদৃষ্টির্মে নাত্র সংশয়িতুং ক্ষমম্ ।
 শতযোজনবিস্তীর্ণং সমুদ্রং যন্ত লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
 স এব জানকীং দৃষ্ট্বা পুনরায়ান্ততি ক্রবম্ ।
 অহমেব দুরাত্মানং রাবণং হন্তুম্বেসহে ॥ ৫৪ ॥
 ভাতৃহন্তারমেকাকী কিন্তুপক্ষবিবর্জিতঃ ।
 যতধর্মিতি যত্নেন লঙ্ঘিতুং সুরিতাপ্তিম্ ।
 ততো হস্তা রঘুশ্রেষ্ঠো রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৫৫ ॥
 উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধুং শতযোজনায়ত্তং
 লক্ষাং প্রবিষ্টাথ বিদেহকন্যাকাম্ ।
 দৃষ্ট্বা সমাতাষ চ বারিধিং পুন-
 স্ততুং সমর্থঃ কতমো বিচার্যতাম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিক্ষিক্যাকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

পথে অবস্থিতা লক্ষাপুরী ও তন্মধ্যবর্তিনী সীতাকে আমি দর্শন করিতে পারি অতএব সন্দেহ কর্তব্য নহে । যে জন এই শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘনে সমর্থ হইবে সেই সীতাকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারিবে ; কি করি আমি পক্ষ বিহীন না হইলে ভাতৃহস্তা হুরাত্মা রাবণকে একাকীই বিনাশ করিয়া যম সদনে প্রেরণ করিতাম । হে কপিগণ ! তোমরা এই সমুদ্র লঙ্ঘনে যত্নবান হও আর রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র ঐ হুরাত্মা রাবণকে বিনাশ করুন । ৫৫ । সম্প্রতি এই শত যোজন বিস্তৃত বারিধি লঙ্ঘন পূর্বক লক্ষাপুরী প্রবেশ করিয়া রাম-প্রিয়তমা সীতাকে দর্শন ও সম্ভাবণ পূর্বক প্রত্যাগমনে তোমাদিগের মধ্যে কে সমর্থ—গরম্পর বিচার করিয়া নিশ্চয় কর । ৫৬ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 কিক্ষিক্যাকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অফমোহধ্যায়ঃ ।

অথ তে কৌতুকাবিষ্ঠাঃ সম্প্রতিং সৰ্ববানরঃ ।

পপ্রচ্ছুৰ্ত্তগবন্ ! ক্রাহি স্বমুদন্তং ভ্রমাদিতঃ ॥ ১ ॥

সম্প্রতিঃ কথয়ামাস স্বরভাস্তং পুরাকৃতম্ ।

অহং পুরা জটায়ুশ্চ ভ্রাতরৌ কচর্যোবনৌ ॥ ২ ॥

বলেন দর্পিতাবাবাং বলজিজ্ঞাসয়া খর্গো ।

সূর্য্যামণ্ডমপর্য্যন্তং গন্তুমুৎপতিতো মদাৎ ॥ ৩ ॥

বহুমোজনসাহস্রং গতৌ তত্র প্রতাপিতঃ ।

জটায়ুশ্চ পরিভ্রাতুং পক্ষিরাচ্ছাত্ত মোহতঃ ॥ ৪ ॥

স্থিতোহহং রশ্মিভির্দক্ষপক্ষোহস্মিন্ বিক্ষ্যমূর্দ্ধনি ।

পতিতো দূরপতনাম্মুচ্ছিতোহহং কপীশ্বরঃ ॥ ৫ ॥

দিনত্রয়াং পুনঃপ্রাণসহিতো দক্ষপক্ষকঃ ।

দেশং বা গিরিকূটান্ বা ন জানে ভ্রান্তমানসঃ ॥ ৬ ॥

শনৈরুন্মীল্য নয়নে দৃষ্ট্ৱা তত্রাশ্রমং শুভম্ ।

শনৈঃ শনৈরাশ্রমম্ সমীপং গতবানহম্ ॥ ৭ ॥

চন্দ্রমা নাম মুনিরাট্ দৃষ্ট্ৱা মাং বিস্মিতোহবদৎ ।

সম্প্রাতে ! কিমিদং তেহদ্য বিকপং কেন বা কৃতম্ ?

জ্ঞানামি ত্বামহং পূর্ব্বমত্যন্তং বলবানসি ।

দক্ষৌ কিমর্থং তে পক্ষো ? কথ্যতাং যদি মন্যসে ॥

ততঃ স্বচেচ্চিতং সৰ্ব্বং কথয়িত্বাতিদুঃখিতঃ ।

অক্রবন্ মুনিশাদূলং দহেহহং দাববহ্নিনা ॥ ১০ ॥

কথং ধারয়িতুং শক্তো বিপক্ষো জীবিতং ? প্রভো

ইত্যুক্তোহথ মুনির্বীক্ষ্য মাং দয়াজ্জবিলোচনঃ ॥ ১১ ॥

অনন্তর বানরগণ আনন্দিত হইয়া সম্প্রতির প্রতি কহিল,
হে পক্ষিরাজ ! আমরা আপনার পক্ষ বিহীন অবলোকনে
বিস্মিত হইলাম, অতএব আপনি স্বকীয় রত্নাস্ত সকল প্রকাশ
করিয়া আমাদের সংশয় ছেদ করুন । ১ । অনন্তর সম্প্রতি
পুরাকৃত স্বকীয় রত্নাস্ত কহিতে প্রবৃত্ত হইল—পূর্ব্ব কালে
প্রাপ্ত-যোবন-বলদর্পিত হইয়া আমি ও ভ্রাতা জটায়ু পরস্পর
সামর্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য সূর্য্যামণ্ডল গমনে উদ্ভোগী হইয়া
বহু সহস্র যোজন পর্য্যন্ত গমন করিলাম । অনন্তর জটায়ু প্রচণ্ড
রবি কিরণ পরিতাপে মোহ প্রাপ্ত হইল, আমিও জটায়ুর
জীবন রক্ষা করিবার জন্য পক্ষধর প্রসারণ করত অগ্নি তুল্য
সূর্য্য কিরণে দক্ষ-পক্ষ হইয়া এই বিক্ষ্যপক্ষতের উপরিভাগে
পতন নিবন্ধন মুচ্ছিত হইয়া দিনত্রয় পর্য্যন্ত এইরূপ অচৈতন্য
হইয়া ছিলাম—স্বকীয় দেশে—কি পক্ষতোপরে বাস করিতেছি

জানিতে অসমর্থ ছিলাম । ২। ৩। ৪। ৫। ৬। অনন্তর আমি চৈতন্য
প্রাপ্ত হইয়া অনতি দূরদেশে অপূর্ব্ব এক পুরী দর্শন করিয়া
অতি ক্লেশ পূরঃসর ঐ পুরীর সমীপে গমন করিলাম । ঐ
আশ্রমাধিপতি মুনি শ্রেষ্ঠ চন্দ্রমা আমাদের দর্শন করত বিস্মিত
হইয়া কহিলেন—হে সম্প্রাতে ! আমি পূর্ব্বক তোমাকে
অসীম পরাক্রম বলিয়া জ্ঞাত ছিলাম, অদ্য কি কারণে তোমাকে
পক্ষ বিহীন অবলোকন করিতেছি প্রকাশ কর । ৭। ৮। ৯। অনন্তর
আমি মুনিবর চন্দ্রমার প্রতি পক্ষ দাহের কারণ সমস্ত বিবৃত
করিয়া কহিলাম ।

হে মুনিবর ! আমি দাবাবহ্নিতে দক্ষ হইয়া কি প্রকারে
জীবন ধারণ করিব ? মুনিরাজ চন্দ্রমা আমার এই কাত-
রোক্তি শ্রবণ করিয়া 'দয়াজ্জ' চিত্তে কহিলেন, হে বৎস !

শৃণু বৎস ! বচো মেহদ্যশ্রুত্বা কুরু যথেষ্টম্ ।
 দেহমূলমিদং হৃৎকং দেহঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ । ১২ ॥
 কৰ্ম প্রবর্ততে দেহেহহংবুধা পুরুষশ্চ হি ।
 অহঙ্কারস্তনাদিঃ শ্রাদবিদ্যাসত্ত্বো জড়ঃ ॥ ১৩ ॥
 চিচ্ছায়য়া সদা যুক্তস্তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎসদা ।
 তেন দেহশ্চ তাদাত্ম্যাদেহশ্চেতনবান্ ভবেৎ ॥ ১৪ ॥
 দেহোহহমিতি বুদ্ধিঃ স্যাদাত্মনোহহঙ্কৃতৈর্বিলাৎ ।
 তন্মূলং এষ সংসারঃ সুখদুঃখাদিসাধকঃ ॥ ১৫ ॥
 আত্মনো নির্বিকারশ্চ মিথ্যাতাদাত্ম্যতঃ সদা ।
 দেহোহহং কৰ্মকর্তাহমিতি সঙ্কল্পা সৰ্বদা ॥ ১৬ ॥
 জীবঃ কৰোতি কৰ্ম্মাণি তৎফলৈর্বিধ্যতেহবশঃ ।
 উদ্ধার্থো ভ্রমতে নিত্যং পাপপুণ্যাত্মকঃ স্বয়ম্ ॥ ১৭ ॥

কৃতং ময়াধিকং পুণ্যং যজ্ঞদানাদি নিশ্চিতম্ ।
 স্বৰ্গং গত্বা সুখং ভোক্ষ্যে ইতি সঙ্কল্পবান্ ভবেৎ ॥
 তথৈবাধ্যাসতন্ত্র চিরং ভুক্ত্বা সুখং মহৎ ।
 ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যৰ্থাক্ অনিচ্ছন্ কৰ্ম্মচোদিতঃ ॥ ১৮ ॥
 পতিত্বা মণ্ডলে চেন্দ্রোস্ততো নীহারসংযুতঃ ।
 ভূমৌ পতিত্বা ত্রীত্বাদৌ তত্র স্থিত্বা চিরং পুনঃ ॥ ১৯ ॥
 ভূত্বা চতুর্বিধং ভোক্ষ্যং পুরুষৈর্ভূত্বাতোঃ ততঃ ।
 রেতো ভূত্বা পুনস্তেন স্পৃশ্যতৌ স্ত্রীরোনিসিদ্ধিতঃ ॥ ২০ ॥
 যোনিরন্তেন সংযুক্তং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্ ।
 দিনেনৈকেন কললং ভূত্বা কড়ম্বাপুয়াৎ ॥ ২১ ॥
 তৎপুনঃ পঞ্চরাত্রেণ বুধদাকারতামিষাৎ ।
 সপ্তরাত্রেণ তদপি মাংসপেশীত্বাপুয়াৎ ॥ ২২ ॥

আমার বক্ষ্যমাণ বাক্যের তত্ত্বার্থ গ্রহণ করিয়া যাহা ইচ্ছা
 হয় করিবে। হে পক্ষি রাজ! দেখ পুরুষের দেহ জন্যই
 সমস্ত হৃৎক ভোগ হয়, এই দেহ পূর্বজন্ম কৃত কৰ্ম জন্য
 দেহোহং অর্থাৎ দেহ আমি—এই রূপ জ্ঞান জন্য পুরুষের
 কৰ্ম প্রবর্ত হয়। কিন্তু অহঙ্কার (অর্থাৎ আমি দেহ,) এই রূপ
 জ্ঞানের আশ্রয় অনাদি জীব, অজ্ঞানের আশ্রয় লইলে তাহাকে
 জড় কিম্বা অচেতন বলে। কিন্তু মায়ী বিশিষ্ট জীবাশ্রা অচেতন
 হইলেও শিরস্থিত জ্ঞানময় পরমাত্মার আভা সংযুক্ত হইয়া
 দেহ ও আত্মার অভিন্ন জ্ঞান হইলে চৈতন্য প্রাপ্ত হয়।
 যে রূপ অগ্নি সমুপ্ত লোহপিণ্ড অগ্নি না হইলেও অগ্নি কার্য
 সম্পাদনে সমর্থ হয়। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। অহঙ্কার
 অর্থাৎ আমি কৰ্তা এই রূপ জ্ঞান হইলেই আমি দেহী এইরূপ
 জ্ঞান হয়—তজ্জন্য সুখ দুঃখাদির কারণ এই সংসার অর্থাৎ
 শরীর পরিগ্রহ হয়, নির্বিকার জীবাশ্রায় ও দেহে অভিন্ন জ্ঞান
 বশতঃ আমি দেহী ও কৰ্তা এই রূপ জ্ঞাত হইয়া পাপ
 পুণ্য কৰ্ম্মাচরণ করতঃ এই কৰ্ম্মাধীন হইয়া পাপাত্মা চিরকাল

অধোদেশে বাস করিয়া থাকে, পুণ্যাত্মা স্বর্গলোকে বাস করিয়া
 থাকে; আমি বহু প্রকার স্বর্গ সাধন যজ্ঞ, দানাদি কৰ্ম
 করিয়াছি তজ্জন্য স্বর্গে গমন করিয়া পরম সুখ ভোগ
 করিব—জীবাশ্রা এইরূপ অভিলষ করিয়া থাকেন। পরে এই
 কৰ্ম ফল স্বর্গ ভোগ হইলে পুণ্যক্ষয় বশত চন্দ্রমণ্ডলে
 পতিত হয়—অনন্তর চন্দ্রমণ্ডল হইতে নীহার (অর্থাৎ
 নিশির) সংযুক্ত হইয়া এই পৃথ্বী মণ্ডলে ধান্যাদি শস্য মধ্যে
 প্রবিষ্ট হয়। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।
 অনন্তর এই শস্য নিশ্চিত চৰ্মা, চোব, লেহা, পের এই
 চতুর্বিধ ত্রব্যরূপে পরিণত হইয়া পুরুষ কর্তৃক ভক্ষিত
 হইলে রক্ত (অর্থাৎ শুক্র) রূপে সংগ্ৰহ হইয়া ঋতু কালে
 যোনি মধ্যে ক্ষরিত হয়। অনন্তর শোণিত সংযুক্ত ও জরায়ু
 বেষ্টিত হইয়া এক দিনে কলল হইয়া তৃতীয় দিবসে কার্টিন্য
 প্রাপ্ত হয়। অনন্তর পঞ্চম দিবসে বুধদাকার, সপ্তম দিবসে
 মাংসপিণ্ড, পঞ্চদশ দিবসে এই মাংস পিণ্ড কথিত হইয়া

পঞ্চমাত্রেণ সা পেশী রুধিরেণ পরিপ্লুতা ।
 তস্যা এবাক্কুরোৎপত্তিঃ পঞ্চবিংশতিরাত্রিষু ॥২৪॥
 গ্রীবা শিরশ্চ ক্রক্কশ্চ পৃষ্ঠবংশস্তথোদরম্ ।
 পঞ্চধাক্কানি চৈকৈকং জায়ন্তে মাসতঃ ক্রমাৎ ॥২৫॥
 পানিপাদৌ তথা পাশ্বঃ কটির্জানুস্তথৈব চ ।
 মাসদ্বয়াৎপ্রজায়ন্তে ক্রমেণৈব ন চান্যথা ॥ ২৬ ॥
 ত্রিভির্মাসৈঃ প্রজায়ন্তে অঙ্গানাং সন্ধরঃ ক্রমাৎ ।
 সর্বাঙ্গুল্যঃ প্রজায়ন্তে ক্রমান্বাসচতুর্কয়ে ॥ ২৭ ॥
 নাসা কর্ণৌ চ নেত্রৈচ জায়ন্তে পঞ্চমাসতঃ ।
 দন্তপংক্তির্নখা গুহ্যং পঞ্চমে জায়তে তথা ॥ ২৮ ॥
 অর্ধাক্ শাশ্বাসতশ্চিহ্নং কর্ণয়োর্ববতি ক্ষুটম্ ।
 পাস্মুর্মেটমুপস্থং চ নাভিচাপি তবৈর্গ্ণাম্ ॥ ২৯ ॥
 সপ্তমে মাসি রোমাণি শিরঃ কেশান্তথৈব চ ।
 বিভক্তাবয়বভূং চ সর্বং সম্পাদ্যতেহক্টয়ে ॥ ৩০ ॥

পঞ্চবিংশতি দিবসে অঙ্কুরত্ব প্রাপ্ত হয় । অনন্তর ত্রিংশদ্বিবসে
 ঐ অঙ্কুরের গ্রীবা, মস্তক, ক্রক্ক, পৃষ্ঠ ও উদর এই পাঁচ অঙ্গে
 সমুৎপন্ন হয় । ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। এবং দ্বিতীয়
 মাসে হস্ত, পাদ, পাশ্ব, কোটি ও জাহ ক্রমে ক্রমে সমুৎপন্ন
 হয়, তৃতীয় মাসে শরীরের সন্ধি স্থান—চতুর্থ মাসে হস্ত ও
 পাদের সমস্ত অঙ্গুলী—পঞ্চম মাসে বাসিকা, কর্ণ, নেত্র, দন্ত
 শ্রেণী, নখ, গুহ্যদেশ ও গর্ভস্থপিও সমুৎপন্ন হয়, বহু মাসে
 কর্ণের বিবর ও পাস্মু উপস্থ নাভি—সপ্তম মাসে লোম, মস্তক,
 কেশ—অষ্টম মাসে সমস্ত অবয়ব পৃথকরূপে সম্পন্ন হয়,
 হে সম্পাতে! এই প্রকার উদর মধ্যে গর্ভ ক্রমে ক্রমে বর্ধিত
 হয়, সপ্তম মাসে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নাভি হস্ত দ্বারা মাতৃ-
 ভুক্তানের সারাংশ ভোজন করত স্বীয় কর্ণ ফল ভোগের

জঠরে বর্ধিতে গর্ত্তঃ স্রিয়া এবং বিহঙ্কম ।।
 পঞ্চমে মাসি চৈতন্য জীবঃ প্রাপ্নোতি সর্বশঃ ॥
 নাভিস্থত্রাপ্পরধেণ মাতৃভুক্তান্নসারতঃ ।
 বর্ধতে গর্ত্তগঃ পিণ্ডো ন ত্রিয়েত স্ককর্মতঃ ॥ ৩২ ॥
 স্মৃতা সর্বাণি জন্মানি পূর্বকর্মাণি সর্বশঃ ।
 জঠরানলতপ্তোহয়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥
 নানাযোনি সহস্রেষু জায়মানোহতবান্ ।
 পুত্রদারাদিসম্বন্ধং কোটিশঃ পশুবান্ধবান্ ॥ ৩৪ ॥
 কুটুম্বভরণাসক্ত্যা ন্যাগ্নান্যায়ৈধ নার্জনম্ ।
 কৃতং নাকারবং বিষ্ণুচিন্তাং স্বপ্নেহপি দুর্ভগঃ ॥ ৩৫ ॥
 ইদানীং তৎকলং ভুঞ্জে গর্ত্তদুঃখং মহত্তরম্ ।
 অশাশ্বতে শাশ্বতবদ্রেহে তৃষ্ণাসমম্বিতঃ ॥ ৩৬ ॥
 অকার্য্যাণ্যেব কৃতবান্ ন কৃতং হিতমাত্মনঃ ।
 ইত্যেবং বহুধা দুঃখমনুভূয় স্বকর্মতঃ ॥ ৩৭ ॥

জন্য জীবন ধারণ করে । ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১।
 ৩২। জঠরানল পরিতপ্ত এই জীব পূর্ব পূর্ব জন্ম বিবরণ
 অর্থাৎ গর্ভ যাতনাদি ও পূর্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া
 বক্ষ্যমাণ প্রবক কহিল—আমি পাপাত্মা, পশু কীটাদি সহস্র-
 যোনি ভ্রমণ করত গর্ত্তযাতনা দুঃখ ও পুত্রদারাদি সংসর্গ-
 জন্য নানাপ্রকার স্মৃথ অনুভব করিয়াছি এবং পুত্রদারাদি
 ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া সং ও অসং কন্মাচরণ করত
 ধনোপার্জন করিয়াছি কিন্তু স্মৃথ, মোক্ষ দাতা জগদীশ্বরকে
 স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই, সংপ্রতি ঐ কর্ম্মফলে অতিশয় দুঃখ
 ভোগ করিতেছি এবং অন্তিত্য দেখে নিত্যজ্ঞান করিয়া নানা
 প্রকার নিন্দিত কর্ম্মও করিয়াছি, আপনায় হিতকারক কর্ম্ম

কদা নিষ্কৃৎনং যে শ্যাদ্ গৰ্ভান্নিরসসন্নিভাৎ ।
 ইত উৰ্দ্ধং নিত্যমহং বিষ্ণুমেবানুপূজয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
 ইত্যাদি চিন্তয়ন্ জীবো যোনিয়ন্ত্রপ্রপীড়িতঃ ।
 জায়মানোহতিদুঃখেন নরকাৎপাতকী যথা ॥ ৩৯ ॥
 পৃতিত্রণান্নিপতিতঃ কুমিরেষ ইবাপরঃ ।
 ততো বাল্যাদিদুঃখানি সৰ্ব্বৈঃ এবং বিভুঞ্জতে ॥ ৪০ ॥
 ত্বয়া চৈবানুভূতানি সৰ্ব্বত্র বিদিতানি চ ।
 ন বর্ণিতানি মে গৃধ্ৰ ! যৌবনাদিষু সৰ্ব্বভঃ ॥ ৪১ ॥
 এবং দেহোহহমিত্যস্মাদভ্যাসান্নিরয়াদিকম্ ।
 গৰ্ভবাসাদিদুঃখানি ভবন্ত্যভিনিবেশতঃ ॥ ৪২ ॥
 তস্মাদ্বেহদ্বয়াদন্যমাত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
 জ্ঞাত্বা দেহাদিমমতাং ত্যক্ত্বাত্মজ্ঞানবান্ ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
 জাগ্রদাদিবিনিভুক্তং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণম্ ।
 শুদ্ধং বুদ্ধং তদা শাস্তমাত্মানমবधारয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

চিদান্ননি পরিজ্ঞাতে দৃষ্টে মোহেহজসন্তবে ।
 দেহঃ পততু বারদ্ধকৰ্ম্মবেগেন তিস্ততু ॥ ৪৫ ॥
 যোগিনো ন হি দুঃখং বা সুখং বাজ্ঞানমস্তবম্ ।
 তস্মাদ্বেহেন সহিতে। যাবৎপ্রারদ্ধসং স্কয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
 তাবত্তিষ্ঠ সুখেন ত্বং ধৃতকঙ্কুকসর্গবৎ ।
 অন্যদ্বক্ষ্যামি ত্রে পক্ষিন! শৃণু মে পরমং হিতম্ ॥ ৪৭ ॥
 ত্রেতাযুগে দাশরথিভূত্বা নারায়ণোহব্যয়ঃ ।
 রাবণস্য বধার্থায় দণ্ডকানাগমিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥
 সীতয়া ভার্যয়া সার্কং লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।
 তত্রাশ্রমে জনকজ্ঞাং ভাতৃত্যাং রহিতে বনে ॥
 রাবণশ্চোরবনীত্বা লঙ্কায়ং স্থাপয়িষ্যতি ।
 তস্মাঃ স্ত্রীনির্দেশাদ্বানরাঃ পরিমার্গণে ॥ ৪৯ ॥

ও স্মৃশ্চি এই অবস্থাজয় রহিত সত্য জ্ঞানাদির লক্ষণ—
 অর্থাৎ ভ্রমাদি শূন্য, পাপ পুণ্য বিহীন বধার্থ জ্ঞান গোচর ও
 বিষয় বাসনা শূন্য বলিয়া আত্মাকে নিশ্চয় করিবে এই জ্ঞান
 দ্বারা অজ্ঞান জনের মোহ বিনষ্ট হয়। পরে ভোক্তব্য
 প্রারদ্ধ কৰ্ম্ম বিদ্যমান থাকিলে এই কৰ্ম্মকল ভোগ করিবার
 জন্য জীব দেহের সহিত বিদ্যমান থাকে—এ কৰ্ম্মভুক্ত হইলে
 এই সময় দেহ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হয়। হে
 সম্পাতে! যেহেতু যোগীগণের অজ্ঞান জন্য দুঃখ ও পুন্ড্র,
 কলত্রাদি দ্বারা সাধারণ সুখের অনুভব হয় না, অতএব যাবৎ
 কাল প্রারদ্ধ কৰ্ম্ম বিনষ্ট না হয়, তাবৎকাল দেহ ধারণ করত,
 যোগ দ্বারা তত্ত্বপরায়ণ হইয়া পরমানন্দে কালাতিবাহিত কর,
 হে পক্ষিবর! অন্য এক আশ্চর্য্য প্রবন্ধ কহিতেছি শ্রবণ কর।

ত্রেতাযুগে ভগবান্ নারায়ণ অযোধ্যাধিপতি রাজা দশ-
 রথের পুত্র রূপে আবির্ভূত হইয়া সহচারিণী সীতা ও অনুজ
 লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করিবেন—দুরাশ্বা রাবণ
 এই বন মধ্যে ত্রীরাম ও লক্ষ্মণ বিহীন আশ্রম হইতে জনক
 নন্দিনী সীতাকে চোরেণ ন্যায় হরণ করিয়া লঙ্কাপুরীতে সংস্থা-

অর্থাৎ যাগ দানাদি শুভ কৰ্ম্মমাত্রই কৃত হয় নাই, এই প্রকার
 স্বীয় কৰ্ম্মাধীন হইয়া বহুধা দুঃখানুভব করত, নরক সদৃশ
 গৰ্ভ হইতে কখন নিষ্কৃত হইয়া প্রতি দিবস জগদীশ্বরকে
 পূজা করিব, এইরূপ চিন্তা করত জীবাত্মা দুর্গন্ধ ক্ষত বিনির্গত
 কুমির ন্যায় গৰ্ভ হইতে অতি দুঃখে নিঃসৃত হইয়া বাল্য,
 যৌবন ও বার্দ্ধক্য সমুৎপন্ন দুঃখ উপভোগ করে। হে
 সম্পাতে! তুমি যৌবনাদি কালোৎপন্ন বর্ণনাতে দুঃখ সমূহ
 বিশেষ রূপে বিদিত আছ, এবং “আমি দেহ” এইরূপ
 অভিন্ন জ্ঞান প্রযুক্তই নরক ও গৰ্ভবাসাদি দুঃখ ভোগ
 করিতে হয়, অতএব জীবাত্মা দেহ হইতে ভিন্ন নিশ্চয়
 করিয়া দেহ ও পুত্রদারাদি অনিত্য বিষয়ে মমতা পরি-
 ত্যাগ করত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬।
 ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। এবং আমার দেহ,
 আমার পুত্র কলত্রাদি এইরূপ জ্ঞান রহিত জীব জাগ্রত, স্বপ্ন

আগমিব্যস্তি জলধেন্তীরং তত্র সমাগমঃ ।
 তুয়া তৈতঃ কারণবশাদ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥
 তদা সীতাস্থিতিং তেভ্যঃ কথয়স্ব যথার্থতঃ ।
 তদৈব তব পক্ষৌ দ্বাবুৎপৎস্মেতে পুনর্নবৌ ॥ ৫২ ॥

সম্প্রতিব্রূবাচ ।

বোধয়ামাস মাং চন্দ্রনামা মুনিকুলেশ্বরঃ ।
 পশ্যন্তু পক্ষৌ মে জাতৌ নৃতনাবতিকেমলৌ ॥ ৫৩ ॥
 স্বস্তি বোহস্ত গমিষ্যামি সীতাং দ্রক্ষ্যথ নিশ্চয়ম্ ।
 যত্নং কুরুধ্বং দুর্লভ্যসমুদ্রস্থ বিলজ্জনে ॥ ৫৪ ॥

পন করিবে। অনন্তর স্মৃত্রীবের আদিষ্ট হইয়া বানরগণেরা সীতার
 অন্বেষণার্থ সমুদ্র তীরে সমাগত হইলে তোমার সহিত সাক্ষাৎ
 হইবে। তৎকালে জনকনন্দিনী সীতার বাসস্থান বানরগণকে
 জানাইবা মাত্র তোমার নূতন পক্ষদ্বয় সমুৎপন্ন হইবে ১৪৪।৪৫।
 ১৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।

সম্প্রতি কহিল—মুনিবর চন্দ্রমা আমাকে এইরূপ বাক্য
 কহিয়া ছিলেন। হে বানরগণ! তোমরা দেখ ঐ মুনির বাক্য-
 রূপারে সম্প্রতি আমার নূতন, অতি কোমল পক্ষদ্বয় সমুৎপন্ন
 হইয়াছে, এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি এস্থান
 হইতে অন্তর্হিত হইলাম। তোমরা এই দুর্লভ্য সমুদ্র

যন্মামমৃতিমাত্রতোহপরি-
 মিতং সংসারবারাংনিধিৎ
 তীর্থা গচ্ছতি দুর্জনোহপি
 পরমং বিক্ষোঃ পদং শাস্ততম্ ।
 তস্মৈব স্থিতিকারিণস্ত্রিজগতাং
 রামশ্চ ভক্তাঃ প্রিয়ারাঃ
 যুগ্মং কিং ন সমুদ্রমাত্রতরণে
 শক্তাঃ কথং? বানরাঃ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 কিক্কিঙ্কাকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

লজ্জনে চেষ্টা করত জলধি সমুত্তীর্ণ হইয়া সীতাকে নিশ্চয়ই
 দর্শন করিবে। যে শ্রীরামের নাম স্মরণ করিবা মাত্র
 সংসার সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া পাপাশ্রাও সনাতন বিষ্ণুপদ
 লাভ করিয়া থাকে, হে বানরগণ! ঐ ত্রিজগৎ পাতা শ্রীরামের
 প্রিয়তম ভক্ত হইয়াও কি এই ক্ষুদ্র জলধি অবতরণে সক্ষম
 হইবে না? ৫২।৫৩।৫৪।৫৫।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 কিক্কিঙ্কাকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোঃধ্যায়ঃ।

গতে বিহারস্যা গৃধ্র রাজে বানরপুঙ্গবাঃ ।

হর্ষণে মহতা বিষ্ঠাঃ সীতা দর্শনলালসাঃ ॥ ১ ॥

উচুঃ সমুদ্রং পশুন্তো নক্রচক্রভয়ঙ্করম্ ।

তরঙ্গাদিভিরুন্নদ্ধমাকাশমিব দুঃখং হম্ ॥ ২ ॥

পরস্পরমবোচন্তে কথমেব তরামহে ।

উবাচ চাক্ষদন্তত শৃণুধ্বং বানরোত্তমাঃ ! ॥ ৩ ॥

ভবন্তোহত্যন্তবলিনঃ শূরাশ্চ কৃতবিক্রমাঃ ।

কো বাত্র বারিধিং তীত্বা রাজকার্য্যং করিষ্যতি ?

এতেষাং বানরাণাং সঃ প্রাণদাতা ন সংশয়ঃ ।

অতোত্তীর্ণতু মে শীঘ্রং পুরতো যো মহাবলঃ ॥ ৫ ॥

বানরাণাং চ সর্বেষাং রামমুখীবয়ো রপি ।

স এব পালকো ভুয়ান্নাত্র কার্য্য্য বিচারণা ॥ ৬ ॥

ইত্যুক্তে যুবরাজেন ভুক্ষীং বানরসৈনিকাঃ ।

আসন্নোচুঃ কিঞ্চিদপি পরস্পরবিলোকিনঃ ॥ ৭ ॥

অঙ্গদ উবাচ ।

উচ্যতাং বৈ বলং সর্বৈঃ প্রত্যেকং কার্য্যসিদ্ধয়ে ।

কেন বা সাধ্যতে কার্য্যং জানীমন্তদনন্তরম্ ॥ ৮ ॥

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রোচুর্বীরা বলং পৃথক্ ।

যোজনানাং দশারত্য দশোত্তরগুণং জগুঃ ॥ ৯ ॥

শতাদর্কাগ্জাম্ববাংস্ত গ্রাহ মধ্যে বনৌকসাম্ ।

পুরা ত্রিবিক্রমে দেবে পাদং ভূমানলকণম্ ॥ ১০ ॥

ত্রিঃসপ্তকুত্বোহহমগাং প্রদক্ষিণবিধানতঃ ।

ইদানীং বার্থকপ্রস্তো ন শক্লোমি বিলজ্জিতুম্ ॥ ১১ ॥

জানকীর বিরহানল-পরিতপ্ত-হৃদয় জ্বরামের ও তৎসখা
সুগ্রীবের প্রাণ রক্ষক হইবে। বানরগণ যুবরাজ অঙ্গদের
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন করত বাক্য
শূন্য হইয়া উপবিষ্ট হইল। ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।

বানরগণকে বাক্য রহিত দর্শন করিয়া অঙ্গদ পুনর্বার
কহিলেন—হে বানরগণ! এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে
কোন বীরের কতিপয় যোজন উল্লঙ্ঘনে সামর্থ্য তাহা প্রকাশ
কর। কপিগণ যুবরাজ অঙ্গদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
প্রত্যেক বানর স্ব স্ব সামর্থ্য প্রকাশ করত কেহ দশ যোজন,
কেহ বিংশতি যোজন, কেহ ত্রিংশৎ যোজন লঙ্ঘনে সামর্থ্য
প্রকাশ করিল; এইরূপ ক্রমে দশ যোজনাধিক লঙ্ঘনে সামর্থ্য
প্রকাশ করত নবতি যোজন পর্যন্ত লঙ্ঘনে সামর্থ্য প্রকাশ
করিল, তন্মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত জাম্বুবান্ কহিল—হে
অঙ্গদ পূর্বকালে দৈত্যরাজ বলিকে হলা করিবার জন্য ভগ্ন-
বান্ পুরুষোত্তম পৃথিবী পরিমিত চরণ বিস্তৃত করিয়াছিলেন,
ঐ সময় আমি পৃথিবীকে একবিংশতি বার প্রদক্ষিণ করত

পক্ষিরাজ সম্প্রতি বিমান মার্গে গমন করিলে সীতা-দর্শন
মানসা বানরগণ হৃষ্ট চিত্ত হইল এবং নক্রাদি নানা জলচরা-
কীর্ণ ভয়ানক ও আকাশের ন্যায় অপার ভুল্জ্য সমুদ্র
দর্শন করিয়া বানরগণ পরস্পর কহিল—আমরা কি প্রকারে
এই ভুল্জ্য মহাসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইব। যুবরাজ অঙ্গদ কহিলেন,
হে বানরগণ! শ্রবণ কর—মহাবল পরাক্রম তোমাদিগের
মধ্যে কোন বীর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া সীতা-দর্শনরূপ রাজ
কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবে? অতএব যে বীর
আমার সম্মুখে শীঘ্র উপস্থিত হইবে, সেই এই সমস্ত বানর-
দিগের নিশ্চয় প্রাণ রক্ষা করিবে, এবং প্রাণ প্রিয়তম।

অঙ্গদোহপাহ মে গন্তুং শক্যং পারং মহোদধেঃ ।
পুনর্লঙ্ঘনসামর্থ্যং ন জানাম্যস্তুি বা নবা ॥ ১২ ॥
তমাহ জাম্ববান্নীরত্বং রাজা নো নিষামকঃ ।
ন যুক্তং ত্বাং নিষোক্তুং মে ত্বং সমর্থোহপি যত্বপি
অঙ্গদ উবাচ ।

এবং চেৎপূর্বং সর্বৈ স্বপ্ৰসার্যমো দত্তবিক্টরে ।
কেনাপি ন কৃতং কার্য্যং জীবিতুং চ ন শকাতে ॥
তমাহ জাম্ববান্নীরো দর্শয়িষ্যামি তে স্মৃত ! ।
যেনাম্মাকং কার্য্যসিদ্ধির্ভবিষ্যত্যচিরেন চ ॥ ১৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা জাম্ববান্ প্রাহ হনুমন্তমবস্থিতম্ ।
হনুমন্ ! কিং রহন্তু স্ত্রীং স্ত্রীয়তে কার্য্যগৌরবে ॥ ১৬ ॥

প্রাপ্তেহজ্ঞেনেব সামর্থ্যং দর্শয়াদ্য মহাবল !
ত্বং সাক্ষাদ্বাস্তনয়ো বায়ুভূতাপরাক্রমঃ ॥ ১৭ ॥
রামকার্য্যার্থমেব ত্বং জনিতোহসি মহান্ননা ।
জাতমাত্রেণ তে পূর্বং দৃষ্টোদ্ধত্বং বিভাবস্তুম্ ॥ ১৮ ॥
পক্ষং ফলং জিহৃক্ষামীত্যুৎপ্লুতং বালচেক্ষয়া ।
যোজনানাং পঞ্চশতং পতিতোহসি ততো ভুবি ॥ ১৯ ॥
অতস্ত্বদ্বনমাহান্নাং কো বা শক্নোতি বর্ণিতুম্ ।
উত্তিষ্ঠ কুরু রামস্ত কার্য্যং নঃ পাহি স্মৃততঃ ॥ ২০ ॥
শ্রুত্বা জাম্ববতো বাক্যং হনুমানতিহর্ষিতঃ ।
চকার নাদং সিংহস্য ব্রহ্মাণ্ডং স্ফোটয়ন্নিব ॥ ২১ ॥
বভূব পর্বতাকারস্ত্রিবিক্রম ইবাপরঃ ।
লঙঘয়িত্বা জলনিধিং কৃতা লঙ্কাং চ ভাস্মসাৎ ॥ ২২ ॥

প্রণাম করিয়াছিলাম, সম্প্রতি বার্ষিক সময় বলিয়া শত যোজন
সমুদ্রে লঙ্ঘন করিতেও সামর্থ্য হয় না। পরে যুবরাজ অঙ্গদ
স্বয়ং কহিলেন আমি এই সমুদ্রে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ বটে
কিন্তু প্রতিলঙ্ঘন করিতে সমর্থ কি না তাহা নিশ্চয় কহিতে
পারি না। অনন্তর জাম্ববান্ অঙ্গদকে কহিল—হে যুবরাজ !
আপনি আমাদিগের নিরোগ কর্তা রাজা, আপনি যদিও এই
সমুদ্রে লঙ্ঘনে সমর্থ হন তথাপি আপনাকে নিরোগ করা
যুক্তিসিদ্ধ নহে। ৮।৯।১০।১১।১২।১৩।

মহাবল পরাক্রমশালী বানরগণ বারিধি লঙ্ঘনে অসমর্থ
হইলে যুবরাজ অঙ্গদ দুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন, হে বানরগণ !
সম্প্রতি আমরা সমস্ত মিলিত হইয়া দর্ভবিক্টরে প্রারোপবেশন
করতঃ নিশ্চই জীবন পরিত্যাগ করিব। অনন্তর জাম্ববান
যুবরাজকে নানা প্রকার আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া কহিল, হে
বৎস ! অচির কাল মধ্যে এই সমুদ্রে উল্লঙ্ঘন দক্ষ বীরবর
তোমার সমুখে উপস্থিত হইবে এই মাত্র বলিয়া হনুমানকে
কহিল—হে মহাবল ! তুমি বায়ু ভনয় বায়ু ভূত পরাক্রম-
শালী এবং রাম কার্য্য সম্পাদনার্থই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ,

হে হনুমান ! তুমি জন্ম গ্রহণ করিবারাত্র বালস্বভাব বশত
তামস্রনাশক সহস্রাংশুকে পক্ষ ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে
অভিলাষ করিয়া পঞ্চশত যোজন উল্লঙ্ঘন করতঃ পৃথিবীতে
পতিত হইয়া ছিলে অতএব কোন ব্যক্তি তোমার বল মহান্না
বর্ণন করিতে সক্ষম হয় ? হে স্মৃতত ! তুমি গাত্রোত্থান কর
এবং সমুদ্রে লঙ্ঘন রূপ রাম কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমা-
দিগকে ব্রহ্মা কর। ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।
পবন নন্দন হনুমান মুদ্রিবর জাম্ববানের কাক্য শ্রবণ করিয়া
যার পর নাই আনন্দিত হইলে ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্রদক সিংহ-
নাদের ন্যায় ঘোরতর চীৎকার করিয়া উঠিল, অনন্তর বানর
কুপী বিষ্ণুর ন্যায় পর্বতাকার পরিগ্রহ পূর্বক কহিল এই
হর্লভ্য মহানিধি অবলীলাক্রমে উল্লঙ্ঘন পূর্বক রাবণের
লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত করিব ; অতঃপর ঐ হ্রাস্বাকে সবংশে
বিনাশ করিয়া জনক হৃদিভা রাম দরিত্রাকে আনন্দন করিব।

রাবণং সকুলং হৃদানেষো জনকনন্दिनीम् ।

যদ্বা বন্ধু। গলে রজ্জ্বা রাবণং বামপাণিনা ॥ ২৩ ॥

লঙ্কাং সপৰ্বতাং ধৃত্বা রামন্যাগ্রে ক্ষিণাম্যহম্ ।

বদ্বা দৃষ্টে ব বাসাম্যি জানকীং শুভলক্ষণাম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রদ্ধা হনুমতো বাক্যং জাম্ববানিদমব্রবীৎ ।

দৃষ্টে বাগচ্ছ ভজং তে জীবন্তীং জানকীং শুভাম্ ।

পশ্চাদ্রামেণ সহিতো দর্শয়িষ্যানি পৌরুষম্ ।

কল্যাণং ভবতানুজ ! গচ্ছ তন্তুে বিহারসাম্ ॥ ২৬ ॥

গচ্ছন্তুং রামকার্যার্থং বায়ুস্তামনুগচ্ছতু ।

ইত্যশীৰ্ভিঃ সমামন্ত্র্য বিসৃক্তঃ প্লবগাধিতৈঃ ॥ ২৭ ॥

মহেন্দ্রাজিগিরো গচ্ছা বভূবাহু তদর্শনঃ ॥ ২৮ ॥

মহানগেন্দ্রপ্রতিমো মহাত্মা

সুবর্ণবর্ণোৎকৃষ্টচাক্রবক্তৃঃ ।

মহাকণীন্দ্রাতমুদীর্ঘবাহু

কীতান্নজোহৃদশ্রুত সর্বভূতৈঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাতুরামায়ণে উদামহেশ্বর সম্বাদে

কিঙ্কিকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ।

করিয়া জনকনন্दिनी সীতাকে আনয়ন করিব অথবা রাবণের
গলদেশে রজ্জ্ব বন্ধন করিয়া বাম হস্তে লঙ্কাপুরী
ধারণ করত শ্রীরাম সমীপে নিষ্কেপ করিব, অথবা
শুভলক্ষণা জগন্মাতা সীতাকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিব
। ২১। ২২ ২৩ ২৪। মস্ত্রিবর অতুল বিক্রমশালী পবন-নন্দনের
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, হে হনুমন্! রাম-প্রিয়তমা
সীতাকে দর্শন করিয়াই প্রত্যাগমন কর—তোমার মঙ্গল হউক;
পরে শ্রীরামের সহিত মিলিত হইয়া বল পরাক্রম জানাইবে এবং
রাম কার্য সম্পাদনার্থ আকাশ পথে গমন সময়ে অতুল

বলশালী পবন তোমার অনুগামী হইয়া সমুদ্রে উল্লঙ্ঘনে সাহায্য
করুন, আমি এই আশীর্বাদ করি। অনন্তর পবন তনয় মহেন্দ্র-
পর্বতের উপরি ভাগে গমন করিয়া আরক্তিম বদন, ভূজঙ্গ
সদৃশ বাহ যুগল ও পর্বত প্রায় শরীর ধারণ করত সর্বসাধা-
রণে অদ্ভুত রূপ প্রদর্শন করাইল । ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

ইতি শ্রীমদধ্যাতুরামায়ণে উদামহেশ্বর সম্বাদে

কিঙ্কিকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাতুরামায়ণে কিঙ্কিকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।

সুন্দরা কাণ্ডম্ ।

প্রথমোধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শতমোজনবিস্তীর্ণং সমুদ্রং মকরালয়ম্ ।

লিলজ্জয়িষুরানন্দসন্দোহো মারুতান্নজঃ ॥ ১ ॥

ধ্যাত্বা রাম পরাশ্রয়ানমিদং বচনমব্রবীৎ ।

পশ্চান্ত বানরাঃ সর্বের্ গচ্ছন্তং মাং বিহারসা ॥ ২ ॥

অমোঘং রামনিমুক্তং মহাবাগমিবাধিলাঃ ।

পশ্চাম্যচৌব রামস্ত পত্নীং জনকনন্दिनीম্ ॥ ৩ ॥

কৃতার্থোহহং কৃতার্থোহহং পুনঃ পশ্চামি রাঘবম্ ।

প্রাণপ্রযাগসময়ে যশ্চ নাম সক্রুৎ স্মরন্ ॥ ৪ ॥

নরস্তীৰ্ণা ভবান্তোদধিমপারং যাতি তৎপদম্ ।

কিং পুনশ্চ দূতোহহং তদঙ্গাঙ্গুলিমুদ্রিকঃ ॥ ৫ ॥

মহাদেব পার্শ্বভীকে কহিলেন—শতমোজন বিস্তীর্ণ জলধি সমুদ্রগুণে অভিলাষ করিয়া পবন তনয় পরমাত্মা শ্রীরামকে চিন্তা করত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ কহিল—হে বানরগণ! আমি অবার্থ শ্রীরাম বাণ স্বরূপ আকাশ পথগামী হইরাছি অবলোকন কর, আমি অদ্যই জনক নন্दिनी সীতাকে দর্শন করিয়া পুনর্বার পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন পূর্বক জীবনকে ধন্যবাদ প্রদান করিব, যে রামের নাম একবার মাত্র স্মরণ করিলে প্রাণ প্রয়াগ সময়ে পাঁপাশ্রয় ও অপার ভবসমুদ্রে সমুত্তীর্ণ হইরা তৎপাদপদ্ম পরিপ্রাপ্ত হইব—সেই ভগবান্ চন্দ্রের করাকুরীরক যুক্ত এ দাস তৎপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এই

তমেব হৃদয়ে ধ্যাত্বা লজ্জরাম্যম্পবারিধিম্ ।

ইত্যুক্ত্বা হনুমান্ বাহু প্রসার্য্য তবালধিঃ ॥ ৬ ॥

ঋজুগ্রীবোর্দ্ধদৃষ্টিঃ সন্মাকুঞ্চিতপদদ্বয়ঃ ।

দক্ষিণাতিমুখস্তূর্ণং পুষ্পুবেহনিগবিক্রমঃ ॥ ৭ ॥

আকাশাত্তরিতং দেবৈবীক্ষ্যমাণো জগাম সঃ ।

দৃষ্ট্বাহনিলসুতং দেবা গচ্ছন্তং বায়ুবেগতঃ ॥ ৮ ॥

পরীক্ষণার্থং সত্বশ্চ বানরশ্চৈদমব্রবন্ ।

গচ্ছত্যেব মহাসত্ত্বো বানরো বায়ুবিক্রমঃ ॥ ৯ ॥

লক্ষাং প্রবেষ্টুং শক্তো বা ন বা জানীমহে বলম্ ।

এবং বিচার্যং নাগানাং মাতরং সুরসভিধাম্ ॥ ১০ ॥

অব্রবীদেবতারুন্দঃ কোতুহলসমম্মিতঃ ।

গচ্ছ ত্বং বানরেন্দ্রস্য কিঞ্চিদ্ভিষ্মং সমাচর ॥ ১১ ॥

কিঞ্চিংকরবারিধি উল্লগুণে কি অসমর্থ হইবে? অনীল বিক্রম পবন তনয় এই বাক্য বলিয়া প্রসারিত বাহু যুগল, সুদীর্ঘ লাক্ষ্মী উর্দ্ধদেশে সঞ্চালন পূর্বক উর্দ্ধ দৃষ্টে ও আকুঞ্চিত পাদ যুগলে দক্ষিণাতিমুখী হইরা উল্লক্ষন করিল । ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। অনন্তর মহাবল পরাক্রম বায়ু তনয়কে আকাশ পথে বায়ুবেগে গমন করিতে অবলোকন করিয়া, দেবগণ নাগমাতা সুরসাকে কহিলেন—ঐ নিবিড় মেঘ সদৃশ বানর প্রাচীর বেষ্টিতা ও সহস্র সহস্র বীরগণ পবিত্রকিতা লক্ষ্মী পুরী প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার

জ্ঞাত্বা তস্য বলং বুদ্ধিং পুনরেহি ভরাস্বিতা ।

ইত্যুক্তা সা যবৌ শীঘ্রং হনুমদ্বিষ্মকারণাৎ ॥ ১২ ॥

আব্রতা মার্গং পুরতঃ স্থিত্বা বানরসত্রবীৎ ।

এহি মে বদনং শীঘ্রং প্রবিশস্ব মহামতে ! ॥ ১৩ ॥

দেবৈষ্ণুং কল্পিতো ভক্ষঃ ক্ষুধানস্পীড়িতাত্মনঃ ।

তামাহ হনুমান্নাতরুং রামস্য শাসনাৎ ॥ ১৪ ॥

গচ্ছামি জ্ঞানকীং দ্রষ্টুং পুনরাগম্য সত্ত্বরঃ ।

রামায় কুশলং তস্যাঃ কথয়িত্বা ত্বদাননম্ ॥ ১৫ ॥

নিবেক্ষ্য দেহি মে মার্গং সুরসারৈ নমোহস্ত তে ।

ইত্যুক্তা পুনরেবাহ সুরসা ক্ষুধিতাস্মাহম্ ॥ ১৬ ॥

প্রবিশ্য গচ্ছ মে বক্ত্রং নোচেত্বাং ভক্ষয়াম্যহম্ ।

ইত্যুক্তো হনুমানাহ মুখং শীঘ্রং বিদারয় ॥ ১৭ ॥

প্রবিশ্ব বদনং তেহচ্চ গচ্ছামি ভরাস্বিতঃ ।

ইত্যুক্তা যোজনানামদেহো ভূত্বা পুরস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

দৃষ্ট্বা হনুমতো কপং সুরসা পঞ্চযোজনম্ ।

মুখং চকার হনুমান দ্বিগুণং কপমাদধৎ ॥ ১৯ ॥

ততশ্চকার সুরসা যোজনানাং চ বিংশতিম্ ।

বক্ত্রং চকার হনুমাংস্ত্রিংশদ্যোজনসম্মিতম্ ॥ ২০ ॥

ততশ্চকার সুরসা পঞ্চাশদ্যোজনায়তম্ ।

বক্ত্রং তদা হনুমাংস্ত বভূবাজ্জুর্জনম্ভিঃ ॥ ২১ ॥

প্রবিশ্ব বদনং তস্যাঃ পুনরেত্য পুরস্থিতঃ ।

প্রবিক্টো নির্গতোহহং তে বদনং দেবি ! তে নমঃ ॥

এবং বদন্তং দৃষ্ট্বা সা হনুমন্তমথাহব্রবীৎ ।

গচ্ছ সাধয় রামস্য কার্য্যং বুদ্ধিমতাস্বর ! ॥ ২৩ ॥

জন্য তুমি কিঞ্চিদ্বিষ্ম সমাচরণ কর । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ । ঐ
বানরের বল বুদ্ধি ও পরাক্রম জ্ঞাত হইয়া অবিলম্বে পুনরাগমন
করিবে ; সুরসা দেব বাক্য শ্রবণ করিয়া মারুতির আকাশ পথ
সংকল্প করত অবস্থান করিয়া হনুমানকে কহিল—হে মহামতে !
আমার বিস্তীর্ণ মুখ বিবরে শীঘ্র প্রবেশ কর, দেবগণ তোমাকে
ক্ষুধা পীড়িত জনের ভক্ষ্য দ্রব্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। মারুতি
সুরসার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে মাতঃ ! আমি
জন্ম পিতা জীৱামের আদিষ্ট হইয়া জ্ঞানকী সন্দর্শনার্থ গমন
করিতেছি, সত্ত্বর প্রভাগমন করত দাশরথিকে জ্ঞানকীর মঙ্গল
বার্তা অবগত করাইয়া তোমার মুখ বিবরে প্রবেশ করিব ;
সম্প্রতি আমার পথ সম্বরণ নিঃশ্রান্ত কখন আপনাকে প্রণাম করি।
মারুতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্বার সুরসা কহিল—হে
হনুমন্ ! আমি অত্যন্ত ক্ষুধাপীড়িতা—আমার মুখ মধ্যে প্রবেশ
করিয়া লঙ্কাপুরী গমন কর, তাহা না করিলে নিশ্চয় তোমাকে
ভক্ষণ করিয়া আমার ক্ষুধানল নির্দীপন করিব । ১২ । ১৩ ।
১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ ।

বীরবর সুরসার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে
সুরসে ! আপনি মুখ প্রসারণ করুন আমি সত্ত্বর মুখ প্রবেশ
করিয়া লঙ্কাপুরী গমন করিব। অনন্তর সুরসা কপিবরের
শরীর পরিমাণ দর্শন করিয়া পঞ্চ যোজন পরিমাণ মুখ
প্রসারণ করিলেন, বীরবর হনুমান্ ও তদর্শনে দশ যোজন
বিস্তীর্ণ শরীর ধারণ করিল, সুরসা বিংশতি যোজন মুখ বিস্তার
করিলে মহাবীর পবন কুমার ত্রিংশ যোজন পরিমিত শরীর
ধারণ করিল। অনন্তর সুরসা পঞ্চ যোজন মুখ বিস্তীর্ণ করিলে
কুশাণ্ডেক বুদ্ধি অচ্যুতর পবন তনয় হনুমান অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত
সুস্থ দেহ ধারণ করত সুরসার অনির্কটনীর মুখ বিবরে
প্রবেশ পূর্বক পুনর্বার নির্গত ও সুরসার সম্মুখে উপস্থিত
হইয়া প্রণাম করিল। অনন্তর সুরসা কপিবরের বল ও
চতুরতা অবগত হইয়া সহর্ষে কহিলেন—হে সুবুদ্ধে ! তুমি সত্ত্বর
গমন করিয়া অচির কালেই রাম কার্য্য সম্পাদন কর। হে

দেবৈঃ সৎপ্রবিভাহং তে বলং জিজ্ঞাসুতিঃ কপে
দৃষ্ট্। সীতাং পুনর্গহা রামং দ্রক্ষ্যসি গচ্ছ তো ! ॥
ইত্যুক্ত্। সা যমৌ দেবলোকং বায়ুভূতঃ পুনঃ ।
জগাম বায়ুমার্গেণ গরুদানিব পক্ষিরাট্ ॥ ২৫ ॥
সমুদ্রোহপয়াহ মৈনাকং মনিকঙ্কণপর্কতম্ ।
গচ্ছত্যেব মহাসত্ত্বো হনুমান্মরুতান্বজঃ ॥ ২৬ ॥
রামস্য কার্যসিদ্ধার্থং তস্য ত্বং সচিবো ভব ।
সগরৈর্কথিতো বস্মাৎ পুরাহং সাগরোহভবম্ ॥ ২৭ ॥
তস্যান্বয়ে বভূবামৌ রামৌ দাশরথিঃ প্রভুঃ ।
তস্য কার্যানুসিদ্ধার্থং গচ্ছত্যেব মহাকপিঃ ॥ ২৮ ॥
ত্মুত্তিষ্ঠ জলান্ত গং ত্বয়ি বিশ্রাম্য গচ্ছতু ।
স তথৈতি প্রাদুরভূজ্জলমধ্যান্মহোন্নতঃ ॥ ২৯ ॥

নানামনিময়ৈঃ শৃঙ্খৈঃ স্তস্যোপরি নরাকৃতিঃ ।
প্রাহ যান্তং হনুমন্তং মৈনাকোহহং মহাকপে ! ॥
সমুদ্রেণ সমাদিকেন্দ্রদিশামার মারুতে ! ।
আগচ্ছামৃতকণ্ণানি জঙ্ঘা পক্ষকলানি মে ॥ ৩১ ॥
বিশ্রাম্যাত্র ক্ষণং পশ্চাদ্ গমিষ্যসি যথামুখম্ ।
এবমুক্তোহথ তং প্রাহ হনুমান্মরুতাতুজঃ ॥ ৩২ ॥
গচ্ছতো রামকার্যার্থং তক্ষণং মে কথং ভবেৎ ? ।
বিশ্রামো বা কথং মে স্যাদ্ ? গন্তব্যং ত্বরিতং ময়া ॥
ইত্যুক্ত্। স্পৃষ্টশিখরঃ করাগ্রেণ যমৌ কপিঃ ।
কিঞ্চিদূরং গতস্যাম্য ছায়াং ছায়াগ্রহোহগ্রহীৎ ॥
সিংহিকা নাম সা ঘোরা জলমধ্যে স্থিতা সদা ।
আকাশগামিনাং ছারামাক্রম্যাক্রুধ্য তক্ষয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

কপিবর ! তোমার বল বীৰ্য্য পরীক্ষার্থ আমি দেবগণ কর্তৃক
প্রেরিত হইয়া আগমন করিয়াছি, তোমার বিষাচরণ করিবার
জন্য সমাগত হই নাই। তুমি জগন্মাতা সীতাকে দর্শন
করিয়া প্রত্যাগমন করত জীরাবকে দর্শন করিবে । ১৮ ।
১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । সুরস। এই বাক্য বলিয়া
দেবলোকে গমন করিলেন, অনন্তর মহাবল সম্পন্ন হনুমান্
খগপতি গরুড়ের ন্যায় আকাশ পথে গমন করিল । পরে
পশ্চিমধ্যে আকাশ পথগামী নাকতিকৈ দর্শন করিয়া সরিৎ-
পতি মণি কঙ্কণময় মৈনাকের প্রতি কহিলেন—হে গিরিবর
মৈনাক ! সগর বংশ সমুৎপন্ন রঘুপতির কার্য্য সিদ্ধার্থ বাহু
তনয় লক্ষ্মাপুরী গমন করিতেছেন, আমিও ঐ সগর রাজ কর্তৃক
বর্জিত হইয়াছি । ২৫ । ২৬ । ২৭ । অতএব তুমি অতি সত্বর
মহাসত্ত্ব নাকতির বিশ্রামার্থ সমুখিত হও, নাকতি তোমার
উপরিভাগে বিশ্রাম পূর্বক গমন করুন । গিরিবর জলধির
আজ্ঞা বহন করত জলমধ্য হইতে নানা মণিময় শৃঙ্গ স্রো-

ভিত সমুখিত হইয়া ঐ পর্বতের উপরিভাগে নর রূপ ধারণ
পূর্বক আকাশ পথে দ্রুতগামী নাকতিকৈ কহিল, হে কপিবর !
আমি মৈনাক জলধি কর্তৃক উপদ্রষ্ট হইয়া তোমার বিশ্রামার্থ
জল হইতে উখিত হইয়াছি, তুমি এস্থানে আগমন করিয়া
অমৃত ময় ফল মূলদি ভোজন করত কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম
করিয়া যথা মুখে গমন কর । বাহু তনয় মৈনাকের এই রূপ
বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে গিরিবর ! আমি রাম কার্য্য
সম্পাদনার্থ আগত হইয়াছি, কৃতকার্য্য না হইয়া আমার তক্ষণ
ও বিশ্রাম কোন প্রকার উপযুক্ত নহে ; এই বলিয়া গিরি-
বরের সম্মান রক্ষার্থ হস্ত দ্বারা মৈনাক স্পর্শ করত নাকতি
গমন করিল । অনন্তর কিরন্দ্র গমন করিলে জলধি নিবা-
সিনী সিংহিকা রাক্ষসী আকাশগামী নাকতির ছায়া আকর্ষণ
করত তক্ষণে উদ্যতা হইল । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ ।
অনন্তর মহাবল হনুমান্ ঐ সিংহিকা কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া
সবিস্ময়ে মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিল যে, কোন্ বিস-

কিমেতদিতি সল্লীনো বৃক্ষপত্রেষু মারুতিঃ ।
 আশ্বাস্তং রাবণং তত্র স্ত্রীজনৈঃ পরিবারিতম । ১৩।
 দশাশ্বং বিংশতিভুজং নীলাঞ্জনচর্যোপমম্ ।
 দৃষ্টা বিস্ময়মাপনো পত্রখণ্ডে ফলীয়ত । ১৪।
 রাবণো রাঘবেণাশু মরণং মে কথং ভবেৎ ।
 সীতার্থমপি নায়াতি রামঃ কিং কারণং ভবেৎ ? ॥
 ইত্যেবং চিন্তয়ন্তিত্যং রামমেব সদা হৃদি ।
 তস্মিন্ দিনে পররাত্রৌ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ । ১৬।
 স্বপ্নে রামেণ সন্দিক্ষঃ কশ্চিদাগত্য বানরঃ ।
 কামরূপধরঃ সুক্ষ্মো বৃক্ষাগ্রস্থোহনুপশ্যতি । ১৭।
 ইতি দৃষ্টান্তু তং স্বপ্নং স্বান্নন্যোবানুচিন্ত্য সং ।
 স্বপ্নঃ কদাচিত্ সত্যঃ স্যাদেবং তত্র কেরামাহম্ । ১৮।

আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, পরে রাক্ষসী বৃন্দ পরিবেষ্টিত, নীল
 পর্কত সদৃশ কলেবর বিংশতি ভুজ দশাশ্ব রাবণকে সমাগত
 অবলোকন করিয়া মারুতি বিস্ময়াপন্ন হইল এবং পত্র
 খণ্ডে অতি সুক্ষ্মরূপে লীন হইয়া রহিল । ১। ৮। ১০। ১১।
 ১২। ১৩। ১৪।

অনন্তর রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র হইতে কি প্রকার আমার
 নিধন হইবে এবং পরমাত্মা—সীতার অব্বেষণ করিবার জন্য
 কি কারণ এখানে সমাগত হইলেন না; দশানন হৃদিপদ্মে
 এই প্রকার সর্বদা শ্রীরামকে চিন্তা করত এক দিবস রাত্রি শেষে
 স্বপ্ন দেখিলেন যে, অনির্বচনীয় স্বেচ্ছাধীন রূপ ধারণে সমর্থ—
 রাম প্রেরিত এক বানর এই লক্ষাপুরী সমাগত হইয়া সুক্ষ্ম
 রূপ ধারণ পূর্বক বৃক্ষাগ্রদেশে লুক্কায়িত হইয়া জনকনন্দিনী
 সীতাকে নিরীক্ষণ করিতেছে । রাবণ এইরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন
 দেখিয়া—স্বপ্ন কোন সময় সত্য হয়, অতএব অশোক বন
 মধ্যে গমন করিয়া 'রাম বিরহ দুঃখিতা' সীতাকে হৃদ্যাক্য
 রূপ বাণ দ্বারা তাড়না করিলে অত্যন্ত দুঃখিতা দেখিয়া

জানকীং বাক্শরৈর্বিধা দুঃখিতাং নিতরামহম্ ।
 কেরামি দৃষ্টা রামায় নিবেদয়তু বানরঃ । ১৯।
 ইত্যেবং চিন্তয়ন সীতাসমীপমগমদ্রুতম্ ।
 নুপুরাণাং কিঙ্কিনীনাং শ্রদ্ধা সিঞ্জিতমঙ্গনা । ২০।
 সীতা ভীতা লীয়মানা স্বান্নন্যেব সুমধ্যমা ।
 অধোমুখ্যশ্রনয়না স্থিতরামার্পিতানুরা । ২১।
 রাবণোহপি তদা সীতামালোক্যাহ সুমধ্যমে ! ।
 মাং দৃষ্টা কিং বৃথা স্তভু ! স্বান্নন্যেব নিলীয়সে ? ।
 রামো বনচরাণাং হি মধ্যে তিষ্ঠতি সান্নুজঃ ।
 কদাচিদৃশাতে কৈশ্চিৎকদাচিৎসেব দৃশ্যতে । ২৩।
 ময়া তু বহুধা লোকাঃ প্রেষিতাস্তস্য দর্শনে ।
 ন পশ্যন্তি প্রযত্নেন বীক্ষ্যমাণাঃ সমন্ততঃ । ২৪।
 কিং করিষ্যসি রামেণ ? নিস্পৃহেণ সদা ত্বয়ি ।
 ত্বয়া সদালিঙ্কিতোহপি সমীপস্থোহপি সর্বদা । ২৫।

এ বানর শ্রীরামকে জানাইবে । দশানন মনে মনে এইরূপ
 চিন্তা করিয়া রাক্ষসীগণের সহিত সীতার সমীপে সত্বর গমন
 করিল, এই সময় রাক্ষসীগণের নুপুর ও কিঙ্কিনীর শব্দ শ্রবণ
 করিলে হ্রাস্বা সুমধ্যমা, ভীতমানসা, অশ্রনয়না, অধোবদনা
 জানকী পরমাত্মা শ্রীরামে মানসার্পণ করিয়া অবস্থিতা হইলেন
 । ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। রাবণ সীতাকে
 নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—হে সুমধ্যমে ! তুমি আমাকে
 দেখিয়া বৃথা কেন সঙ্কুচিতা হইয়া রহিলে—শ্রীরাম বনচর
 মন্ত মধ্যে লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিতি করিতেছে; কখন জন
 সমাজে উপস্থিত হয়, কখন বা অদৃশ্য হইয়া থাকে । ২২। ২৩।
 শ্রীরামকে দর্শন করিবার জন্য আমি বহুবিধ চর ও অলুচর-
 গণ চতুর্দিকে যত্ন পূর্বক প্রেরণ করিয়াছি তাহারা চতুর্দিক্
 অব্বেষণ করিয়াছে শ্রীরামকে দেখিতে পায় নাই । হে
 শুভ্র ! রাম তোমাতে স্পৃহা শূন্য অতএব তুমি কি প্রকারে

দেবৈঃ সন্তোষিতাহং তে বলং জিজ্ঞাসুস্তিঃ কপে
 দৃষ্ট। সীতাং পুনর্গত্বা রামং দ্রক্ষ্যসি গচ্ছ তো ! ॥
 ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ দেবলোকং বায়ুসুতঃ পুনঃ ।
 জগাম বায়ুমার্গেণ গরুদানিব পক্ষিরাট্ ॥ ২৫ ॥
 সমুদ্রোহপ্যাহ মৈনাকং মণিকঙ্কণপর্বতম্ ।
 গচ্ছত্যেব মহাসমুদ্রো হনুমান্মরুতান্বাজঃ ॥ ২৬ ॥
 রামস্য কার্য্যসিদ্ধার্থং তস্য ত্বং সচিবো ভব ।
 সগরৈর্বর্ধিতো যস্মাৎ পুরাহং সাগরোহভবম্ ॥ ২৭ ॥
 তস্যান্বয়ে বভূবামৌ রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ ।
 তস্য কার্য্যানুসিদ্ধার্থং গচ্ছত্যেব মহাকপিঃ ॥ ২৮ ॥
 ত্রযুক্তিষ্ঠ জলান্ত গং ত্বয়ি বিশ্রাম্য গচ্ছতু ।
 ন তথৈতি প্রাদুরভুজ্জলমধ্যান্মহোন্নতঃ ॥ ২৯ ॥

নানামণিময়ৈঃ শৃঙ্খৈঃ স্তস্যোপরি মরুকৃতিঃ ।
 প্রাহ যাস্তং হনুমন্তং মৈনাকোহহং মহাকপে ! ॥
 সমুদ্রেণ সমাদিকলুদ্বিশ্রাম্য মারুতে ! ।
 আগচ্ছামৃতকল্পানি দ্রষ্টু। পক্ষুকলানি মে ॥ ৩১ ॥
 বিশ্রাম্যাত্র ক্ষণং পশ্চাদ্ গমিষ্যসি যথাসুখম্ ।
 এবমুক্তোহথ তং প্রাহ হনুমান্মরুতাতুজঃ ॥ ৩২ ॥
 গচ্ছতো রামকার্য্যার্থং ভক্ষণং মে কথং ভবেৎ ? ।
 বিশ্রামো বা কথং যে স্যাদ্ ? গন্তব্যং ত্বরিতং ময়া ॥
 ইত্যুক্ত্বা স্পৃষ্টশিখরঃ করাগ্রেণ যযৌ কপিঃ ।
 কিঞ্চিদূরং গতস্যাস্য ছায়াং ছায়াগ্রহোহগ্রহীৎ ॥
 সিংহিকা নাম সা ঘোরা জলমধ্যে স্থিতা সদা ।
 আকাশগামিনাং ছায়ামাক্রম্যাক্রুধ্য ভক্ষয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

কপিবর ! তোমার বল বীৰ্য্য পরীক্ষার্থ আমি দেবগণ কর্তৃক
 প্রেরিত। হইয়া আগমন করিয়াছি, তোমার বিষাচরণ করিবার
 জন্য সমাগত। হই নাই। তুমি জগন্নাথ। সীতাকে দর্শন
 করিয়া প্রত্যাগমন করত জীরাথকে দর্শন করিবে । ১৮ ।
 ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । সুরসা এই বাক্য বলিয়া
 দেবলোকে গমন করিলেন, অনন্তর মহাবল সম্পন্ন হনুমান্
 খগপতি গরুড়ের ন্যায় আকাশ পথে গমন করিল । পরে
 পশ্চিমধ্যে আকাশ পথগামী মারুতিকে দর্শন করিয়া সরিৎ-
 পতি মণি কঙ্কণবস্ত্র মৈনাকের প্রতি কহিলেন—হে গিরিবর
 মৈনাক ! সগর বংশ সমুৎপন্ন রঘুপতির কার্য্য সিদ্ধার্থ বাহু
 তনয় লঙ্কাপুত্রী গমন করিতেছেন, আমিও এই সগর রাজ কর্তৃক
 বর্দ্ধিত হইয়াছি । ২৫ । ২৬ । ২৭ । অতএব তুমি অতি সত্বর
 মহাসমুদ্র নাকতির বিশ্রামার্থ সমুখিত হও, মারুতি তোমার
 উপরিভাগে বিশ্রাম পূর্বক গমন করুন । গিরিবর জলধির
 আকর্ষণ বহন করত জলমধ্য হইতে নানা মণিময় শৃঙ্খ স্রো-

ভিত সমুখিত হইয়া এই পর্বতের উপরিভাগে নর রূপ ধারণ
 পূর্বক আকাশ পথে দ্রুতগামী মারুতিকে কহিল, হে কপিবর !
 আমি মৈনাক জলধি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তোমার বিশ্রামার্থ
 জল হইতে উখিত হইয়াছি, তুমি এখানে আগমন করিয়া
 অমৃত ময় কল মূল্যাদি ভোজন করত কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম
 করিয়া যথা মুখে গমন কর । বাহু তনয় মৈনাকের এই রূপ
 বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে গিরিবর ! আমি রাম কার্য্য
 সম্পাদনার্থ আগত হইয়াছি, কৃতকার্য্য না হইয়া আমার ভক্ষণ
 ও বিশ্রাম কোন প্রকার উপযুক্ত নহে ; এই বলিয়া গিরি-
 বরের সম্মান রক্ষার্থ হস্ত দ্বারা মৈনাক স্পর্শ করত মারুতি
 গমন করিল । অনন্তর কিরদূর গমন করিলে জলধি নিবা-
 সিনী সিংহিকা রাক্ষসী আকাশগামী মারুতির ছায়া আকর্ষণ
 করত ভক্ষণে উদ্যত। হইল । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ ।
 অনন্তর মহাবল হনুমান্ এই সিংহিকা কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া
 সন্নিহিত মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিল যে, কোন্ বিম-

কিমেতদিতি সল্লীনো বৃক্ষপত্রেষু মারুতিঃ ।
 আয়ান্তং রাবণং তত্র স্ত্রীজনৈঃ পরিবারিতম । ১৩।
 দশাশ্যং বিংশতিভুজং নীলাঞ্জনচর্যোপমম্ ।
 দৃষ্টা বিস্ময়মাপনো পত্রখণ্ডে ফলীয়ত । ১৪।
 রাবণো রাঘবেণাশু মরণং মে কথং ভবেৎ ।
 সীতার্থমপি নায়াতি রামঃ কিং কারণং ভবেৎ ? ॥
 ইত্যেবং চিন্তয়ন্তিত্যং রামমেব সদা হৃদি ।
 তস্মিন্ দিনে পররাত্রে রাবণো রাক্ষসাধিপঃ । ১৬।
 স্বপ্নে রামেণ সন্দিক্তঃ কশ্চিদাগত্য বানরঃ ।
 কামরূপধরঃ সুক্ষ্মো বৃক্ষাগ্রস্থোহনুপশ্যতি । ১৭।
 ইতি দৃষ্টান্তু তং স্বপ্নং স্বান্নন্যেবানুচিন্ত্য সং ।
 স্বপ্নঃ কদাচিত্যস্যঃ স্যাদেবং তত্র করোমাহম্ । ১৮

আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, পরে রাক্ষসী বৃন্দ পরিবেষ্টিত, নীল
 পর্বত সদৃশ কলেবর বিংশতি ভুজ দশাশ্য রাবণকে সমাগত
 অবলোকন করিয়া মারুতি বিস্ময়াপন্ন হইল এবং পত্র
 খণ্ডে অতি সুক্ষ্মরূপে লীন হইয়া রহিল । ৭। ৮। ৯। ১০। ১১।
 ১২। ১৩। ১৪।

অনন্তর রঘুপতি স্ত্রীরামচন্দ্র হইতে কি প্রকার আমার
 নিধন হইবে এবং পরমাত্মা—সীতার অন্বেষণ করিবার জন্য
 কি কারণ এখানে সমাগত হইলেন না; দশানন হৃদিপদ্মে
 এই প্রকার সর্বদা স্ত্রীরামকে চিন্তা করত এক দিবস রাত্রি শেষে
 স্বপ্ন দেখিলেন যে, অনির্বচনীয় স্বেচ্ছাধীন রূপ ধারণে সমর্থ—
 রাম প্রেরিত এক বানর এই লক্ষাপুরী সমাগত হইয়া সুক্ষ্ম
 রূপ ধারণ পূর্বক বৃক্ষাগ্রদেশে লুকাইয়া হইয়া জনকনন্দিনী
 সীতাকে নিরীক্ষণ করিতেছে । রাবণ এইরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন
 দেখিয়া—স্বপ্ন কোন সময় সত্য হয়, অতএব অশোক বন
 মধ্যে গমন করিয়া 'রাম বিরহ দুঃখিতা' সীতাকে হুঁকা
 রূপ বাণ দ্বারা তাড়না করিলে অত্যন্ত দুঃখিতা দেখিয়া

জানকীং বাক্শটৈর্কিখ্য দুঃখিতাং নিতরামহম্ ।
 করোমি দৃষ্টা রামায় নিবেদয়তু বানরঃ । ১৯।
 ইত্যেবং চিন্তয়ন সীতামসীপমগমদ্রুতম ।
 নুপুরাণং কিঙ্কিনীনাং শ্রুত্বা সিঞ্জিতমঙ্গনা । ২০।
 সীতা ভীতা লীরমানা স্বান্নন্যেব সুমধ্যমা ।
 অধোমুখ্যঞ্জনয়ন স্তিতরামার্পিতানুরা । ২১।
 রাবণোহপি তদা সীতামালোক্যাহ সুমধ্যমে ! ।
 মাং দৃষ্টা কিং বৃথা স্তভু ! স্বান্নন্যেব নিলীয়সে ? ।
 রামো বনচরাণাং হি মধ্যে তিষ্ঠতি সানুজঃ ।
 কদাচিদ্দৃশাতে কৈশ্চিৎকদাচিন্নৈব দৃশাতে । ২৩।
 ময়া তু বহুধা লোকাঃ প্রেষিতাস্তস্য দর্শনে ।
 ন পশ্যন্তি প্রযত্নেন বীক্ষ্যমাণাঃ সমন্ততঃ । ২৪।
 কিং করিষ্যসি রামেণ ? নিস্পৃহেণ সদা ত্বয়ি ।
 ত্বয়া সদালিঙ্কিতোহপি সমীপস্থোহপি সর্বদা । ২৫

এ বানর স্ত্রীরামকে জানাইবে । দশানন মনে মনে এইরূপ
 চিন্তা করিয়া রাক্ষসীগণের সহিত সীতার সমীপে সত্তর গমন
 করিল, এই সময় রাক্ষসীগণের নুপুর ও কিঙ্কিনীর শব্দ শ্রবণ
 করিলে হুয়াস্বা সুমধ্যমা, ভীতমানসা, অঞ্জনয়ন, অধোবদনা
 জানকী পরমাত্মা স্ত্রীরামে মানসার্পণ করিয়া অবস্থিতা হইলেন
 । ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। রাবণ সীতাকে
 নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—হে সুমধ্যমে ! তুমি আমাকে
 দেখিয়া বৃথা কেন সস্তুষ্ট হইয়া রহিলে—স্ত্রীরাম বনচর
 ব্রহ্ম মধ্যে লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিতি করিতেছে; কখন জন
 সমাজে উপস্থিত হয়, কখন বা অদৃশ্য হইয়া থাকে । ২২। ২৩।
 স্ত্রীরামকে দর্শন করিবার জন্য আমি বহুবিধ চর ও অনুচর-
 গণ চতুর্দিকে বহু পূর্বক প্রেরণ করিয়াছি তাহারা চতুর্দিক্
 অন্বেষণ করিয়াছে স্ত্রীরামকে দেখিতে পায় নাই । হে
 শুভ্র ! রাম তোমাকে স্পৃহা শূণ্য অতএব তুমি কি প্রকা

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ।

ততো জগাম হনুমান লঙ্কাং পরমশোভনাম্ ।
 রাত্রৌ সূক্ষ্মতমুভূত্বা বভ্রাম পরিতঃ পুরীম্ ॥ ১ ॥
 সীতাং শ্বেষণকার্যার্থী প্রবিবেশ নৃপালয়ম্ ।
 তত্র সর্বপ্রদেশেষু বিবিচ্য হনুমান্ কপিঃ ॥ ২ ॥
 নাপশ্যজ্ঞানকীং স্মৃতা ততো লঙ্কাভিতাষিতম্ ।
 জগাম হনুমান্ শীঘ্রমশোকবনিকাং শুভাম্ ॥ ৩ ॥
 সুরপাদপদম্বাধাং রত্নসোপানবাপিকাম্ ।
 নানাপক্ষিমৃগাকীর্ণাং স্বর্ণপ্রাসাদশোভিতাম্ ॥ ৪ ॥
 কলৈরানন্ত্রশাখাপ্রপাদপৈঃ পরিবারিতাম্ ।
 বিচিন্বন্ জানকীং তত্র প্রতিবৃক্ষং মরুৎসুতঃ ॥ ৫ ॥
 দদর্শাভ্রংলিহং তত্র চৈত্যপ্রাসাদমুত্তমম্ ।
 দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপনো মণিস্তম্ভশতান্বিতম্ ॥ ৬ ॥

সমতীত্য পুনর্গত্বা কিঞ্চিদূরং স মারুতিঃ ।
 দদর্শ শিংশপারক্ষমতাস্তনিবিড়চ্ছদম্ ॥ ৭ ॥
 অদৃষ্টাতপমাকীর্ণং স্বর্ণবর্ণবিহঙ্গমম্ ।
 তন্মূলে রাক্ষসীমধ্যে স্থিতাং জনকনন্দিনীম্ ॥ ৮ ॥
 দদর্শ হনুমান্ বীরো দেবতামিব ভুতলে ।
 একবেণীং কুশাং দীনাং মলিনায়রধারিণীম্ ॥ ৯ ॥
 ভূমৌ শয়ানাং শোচন্তীং রামরামেতিভাষিণীম্ ।
 ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তীমুপবাসকুশাং শুভাম্ ॥ ১০ ॥
 শাখাস্তচ্ছদমধ্যস্থো দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ ।
 কৃতার্থোহহং কৃতার্থোহহং দৃষ্ট্বা জনকনন্দিনীম্ ॥ ১১ ॥
 ময়ৈব সাধিতং কার্য্যং রামস্য পরমাত্মনঃ ।
 ততঃ কিলকিলাশকো বভূবাস্তঃপুরাদ্বহিঃ ॥ ১২ ॥

অনন্তর বাসিনী বোণে সূক্ষ্ম শরীর পরিগ্রহ পূর্বক মারুতি
 লঙ্কাপুরীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সীতার অশ্বেষণ
 মানসে রাবণের ভবন মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু কোন
 স্থানে জগন্মাতা সীতাকে দর্শন না পাইয়া লঙ্কেশী পরিভাষিত
 সীতার অবস্থা অরণ্য কংপ বৃক্ষ পরিবৃত্ত রত্ন সোপান
 ন্যস্ত সরোবর সুশোভিত, নানা প্রকার পক্ষী ও মৃগ
 গণ সমাকীর্ণ, সুপক্ব ফল ভায়াবনত অত্র বৃক্ষাদি বেষ্টিত
 ও সুবর্ণ নির্মিত প্রাসাদাদি পরিশোভিত অশোক বন মধ্যে
 গমন করিল ; অনন্তর এক এক করিয়া সমস্ত বৃক্ষের মূল-
 দেশে সীতাকে অশ্বেষণ করিতে করিতে মণি নির্মিত স্তম্ভ
 শত সংযুক্ত আশ্চর্য্য এক প্রাসাদ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন

হইল ! ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। পরে ঐ প্রাসাদ অভিক্রম
 করিয়া কিরুদূর গমন করিলে, রবিকর নিবারক নিবিড়তর
 পত্রাবৃত শিংশপা নামক এক বৃক্ষ দর্শন করিল, ঐ বৃক্ষ
 মূলে রাক্ষসীগণ মধ্যবর্তিনী দীনভাবাপন্ন মলিন বসনা উপ-
 বাসকুশা “হা রাম! হা রাম!” ইত্যাকার শব্দায়মানা সীতাকে
 পৃথিবী মণ্ডল সমাগত দেবতার প্রায় পত্র মধ্যে লুকায়িত
 মারুতি দর্শন করিয়া হর্ষ পূর্বক কহিল, আমি অদ্য জগন্মাতা
 জানকী সমদর্শনে কৃতার্থ হইলাম ও পরমাত্মা শ্রীরামের কার্য্য
 সাধন করিলাম । অনন্তর রাবণের অন্তঃপুর বহির্দেশে
 রাক্ষস গণের অব্যক্ত নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া মনে মনে

জনিষাতে যোগমায়া সীতা জনকবেশ্মনি ।
 ভূতারহরণার্থায় প্রার্থিতোহয়ং ময়া কচিৎ ॥৪৯॥
 সন্তর্ষো রাঘবো ভ্রাতা গমিষ্যতি মহাবনম্ ।
 তত্র সীতাং মহামায়াং রাবণোহপহরিষ্যতি ॥৫০॥
 পশ্চাদ্রামেণ সাচিব্যং সুগ্রীবস্য ভবিষ্যতি ।
 সুগ্রীবো জানকীং দ্রষ্টুং বানরান্ প্রেষয়িষ্যতি ॥৫১॥
 তত্রৈকো বানরো রাত্রাবাগমিষ্যতি তেহস্তিকম ।
 ত্বয়া চ ভৎসিতঃ সোহপি ত্বাং হনিষ্যতি মুষ্টিনা ॥
 তেনাহতা ত্বং ব্যথিতা ভবিষ্যসি যদানঘে ! ।
 তদৈব রাবণস্যাস্তো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥
 তস্মাত্ত্বয়া জিতা লক্ষা জিতং সর্বং ত্বয়ানঘ ! ।
 রাবণান্তঃপূর্ববরে ক্রীড়াকাননমুক্তমম্ ॥ ৫৩ ॥
 তত্বেদ্যেহশোকবনিকা দিব্যপাদপসঙ্কুলা ।
 অস্তি তস্যাং মহারক্ষঃ শিশুপা নাম মধ্যগঃ ॥৫৪॥

প্রার্থিত হইয়া, ত্রেতা যুগে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের
 গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং যোগমায়া ভগবতী, রাজা
 জনকগৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। দাশরথী জীরাম ভাৰ্য্যা
 জনকনন্দিনী ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত মহারণো আগমন
 করিলে, রাবণ মহামায়া সীতাকে অপহরণ করিবে। পরে
 বানরেন্দ্র সুগ্রীৱের সহিত পরমাত্মা জীরামের মিত্রতা হইবে, সুগ্রীব
 জগন্মাতা সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য বানরগণকে প্রেরণ
 করিবেন। ৪৮।৪৯।৫০।৫১। এই বানরগণ মধ্যে কোন
 এক বানর রক্ষনীযোগে তোমার সমীপে আগমন করিলে,
 তোমা কর্তৃক ভৎসিত হইবামাত্র তোমার বক্ষঃস্থলে বাম
 হস্ত দ্বারা মুষ্টি প্রদান করিবে। হে অনঘে! যে সময় তুমি
 এই মুষ্ঠ্যাঘাত দ্বারা ব্যথিতা হইবে সে সময় দশাননে নিশ্চ-
 স্তই বম শব্দে গমন করিবে। হে বীরবর! এক্ষণে তোমার
 মুষ্ঠ্যাঘাত দ্বারা আমি ব্যথিতা হইরাছি, অতএব এই লক্ষা-
 পুরী ও অন্য সমস্ত তোমা কর্তৃক নিশ্চয়ই পরাভূত হইরাছে।

তত্রাস্তে জানকী ঘোররাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ।
 দৃষ্টে ব গচ্ছ ত্বরিতং রাঘবায় নিবেদয় ॥ ৫৬ ॥
 ধন্যাহমপ্যদ্য চিরায় রাঘব-
 স্মৃতির্মমাসীদুবপাশমোচনী ।
 তন্তুস্তস্কোহপ্যতিদুর্লভো মম
 প্রসীদতাং দাশরথিঃ সদা হৃদি ॥ ৫৭ ॥
 উল্লজ্বিতেহর্কো পবনাত্মজেন
 ধরাসুতায়াশ্চ দশানননয়া ।
 পুষ্কোর বামাক্ষিভুজশ্চ তীব্রং
 রামস্য দক্ষাঙ্গমতীন্দ্রিনয়া ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
 স্তম্ভরাকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

হে কপিবর! রাবণের অন্তঃপূর্ব ক্রীড়া কানন মধ্যে নানা
 বৃক্ষ পরিশোভিত অশোক বন আছে এই বনে শিশুপা
 নামক মহাতরুর মূল দেশে রাক্ষসীগণ কর্তৃক পরিরক্ষিতা
 হইয়া রাম প্রাণাধিকা জগন্মাতা জানকী অবস্থান করিতেছেন
 তুমি সীতা দর্শন করিয়া জীরাম সমীপে সস্তর গমন করত
 তাঁহার কুশল বার্তা নিবেদন কর। ৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬। ভব-
 বন্ধন নাশক জীরাম স্মরণ করিয়া অদ্য আমি জীবনকে ধন্যবাদ
 প্রদান করিলাম এবং তুমিও জীরামের পরম ভক্ত, তোমাকে
 স্পর্শ করিয়া অতি দুর্লভ বস্তু লাভ করিলাম; অতএব পর-
 মাত্মা জীরাম প্রসন্ন হইয়া আমার হৃদিপদ্মে বিরাজ করুন।
 ৫৭। মহাবল পরাক্রমশালী পবন তনয় কর্তৃক দুর্লভ্য সমুদ্র
 উল্লজ্বিত হইলে জানকী ও দশাননের বাম নেত্র ও বামাদ
 এবং অতীন্দ্রিয় জীরামের দক্ষিণ ভুজ ও দক্ষিণ নেত্র অতিশয়
 স্পন্দিত হইল। ৫৮।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 স্তম্ভরাকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

তস্মা গৃহীতো হনুমাংশ্চিন্তয়ামাস বীর্যবান্ ।
 কেনেদং মে কৃতং বেগরোধনং বিষ্মকারিণা ॥ ৩৬
 দৃশ্যতে নৈব কোহপ্যত্র বিস্ময়ো মে প্রজায়তে ।
 এবং বিচিন্ত্য হনুমানোধোদৃষ্টিং প্রসারয়ৎ ॥ ৩৭ ॥
 তত্র দৃষ্ট্বা মহাকায়াং সিংহিকাং ঘোররূপিণীম্ ।
 পপাত সলিলে তুর্গং পদ্ম্যামেবাহনক্রবা ॥ ৩৮ ॥
 পুনরুৎপ্লুত্যা হনুমান্ দক্ষিণাভিমুখো যযৌ
 ততো দক্ষিণমাসাদ্য কুলং নানাকলক্রমম্ ॥ ৩৯ ॥
 নানাপক্ষিমৃগাকীর্ণং নানাপুষ্পলতারতম্ ।
 ততো দদর্শ নগরং ত্রিকূটচলমূর্দ্ধনি ॥ ৪০ ॥
 প্রাকারৈর্কহতির্যুক্তং পরিখাভিষ্ঠ সর্বতঃ ।
 প্রবেক্ষ্যামি কথং লঙ্কাং? ইতি চিন্তাপরোহভবৎ ।

রাত্রে বেক্ষ্যামি সূক্ষ্মাহং লঙ্কাং রাবণপালিতাম
 এবং বিচিন্ত্য তত্রৈব স্থিত্বা লঙ্কাং জগাম সঃ ॥ ৪২ ॥
 ধৃত্বা সূক্ষ্মং বপুর্দ্বারং প্রবিবেশ প্রতাপবান্ ।
 তত্র লঙ্কাপুরীং সাক্ষাদ্রাক্ষনীবেশধারিণী ॥ ৪৩ ॥
 প্রবিশন্তং হনুমান্তং দৃষ্ট্বা লঙ্কা ব্যতর্জয়ৎ ।
 কস্তং বানররূপেণ মামনাদৃত্য লঙ্কিনীম্ ॥ ৪৪ ॥
 প্রবিশ্য চোরবদ্রাত্রে কিং ভবান্ কর্ত্তুমিচ্ছতি?
 ইতুক্ত্বা রোষতাত্মাকী পাদেনাভিঘ্রয়ান তম্ ॥ ৪৫ ॥
 হনুমানপি তাং বামমুষ্টিनावজ্জয়াহনৎ ।
 তদৈব পতিতা ভূমৌ রক্তমুদ্রমতী ভূশম্ ॥ ৪৬ ॥
 উথায় গ্রাহ স্য লঙ্কা হনুমন্তং মহাবলম্ ।
 হনুমন্! গচ্ছ তদ্রং তে দ্বিতা লঙ্কা ত্বয়ানঘ! ॥ ৪৭ ॥
 পুরাহং ব্রহ্মণা প্রোক্তা হ্যকীর্ষিত্যতিপর্যয়ে ।
 ত্রেতাযুগে দাশরথী রামো নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

কারী গমন পথ অবকল্প করিল, কই এখানেত কাহাকেও অব-
 লোকন করিতেছি না! অনন্তর অধোভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ
 করিয়া দেখিল পর্বতাকার সদৃশী—ঘোর রূপিণী সিংহিকা
 নামী এক রাক্ষসী তাহার গতি রোধ করিয়াছে, অতঃপর ত্বরিত
 পদে সাগর সলিল মধ্যে পতিত হইয়া মহাবীৰ্য্য হনুমান্
 দৃঢ় পদাঘাতে ঐ রাক্ষসীকে শমন ভবনে প্রেরণ করিল। পরে
 হনুমান সমুদ্র পারে উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ সুপক ফল-ভারাবনত
 পাদপ ও নানা বিহঙ্গম সমাকীর্ণ ও শ্বেত পীত লোহিতাদি
 বর্ণ বিশোভিত লতাগুল্মাদি পরিবেষ্টিত তীর সম্ভ্রান্ত হইয়া
 ত্রিকূট পর্বত-শৃঙ্গোপরি একটা নগরী সন্দর্শন করিল এবং
 বহুবিধ দুর্গ ও পরিখা সমাবৃত্তা লঙ্কাপুরী মধ্যে কি
 প্রকারে প্রবেশ করিব—এই রূপ চিন্তা করণানন্তর
 স্থির করিল যে, সূক্ষ্ম শরীর পরিগ্রহ করিয়া রাবণ পালিত
 লঙ্কা মধ্যে রজনী যোগে প্রবেশ করিব এই রূপ স্থির

করিয়া প্রতাপশালী অনিল তনয় বৃহদাকার আকৃষ্টিত
 করণানন্তর লঙ্কার দ্বারে প্রবেশ করিল। সেই লঙ্কাপুরী
 সাক্ষাৎ রাক্ষসী বেশ ধারিণী—তথায় হনুমানকে প্রবেশ
 করিতে অবলোকন করিয়া লঙ্কেশী নামী রাক্ষসী তাহাকে
 কহিল, তুমি বানররূপ ধারণ করিয়া আমাকে অবমাননা করত
 চৌরের ন্যায় রজনী যোগে এখানে আনিয়াছ—এই বলিয়া
 রোষবশা লঙ্কেশী হনুমানকে দৃঢ়তর পদাঘাত করিল। অন-
 তর হনুমানও ঐ লঙ্কেশীর বক্ষঃ প্রদেশে বাম হস্ত দ্বারা মুষ্টি-
 বাৎ করিল, ব্যথিতাঙ্গদয়া লঙ্কেশী ক্রোধিত বমন করিতে করিতে
 ভূতলে পতিতা হইল। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। অন-
 তর লঙ্কেশী সমুপিতা হইয়া মহাবল মাকতিক কহিল—হে
 হনুমান্! তোমার মঙ্গল হউক তুমি লঙ্কাপুরী জয় করিতে
 সমর্থ হইবে গমন কর। ৪৭।

পূর্বকালে জগৎ সৃষ্টা ব্রহ্মা আমাকে কহিয়া ছিলেন,
 সনাতন নারায়ণ পৃথিবীর ভারানোদনের জন্য আমি কর্ত্তক

হৃদয়েহন্য ন চ স্নেহস্তুরি রামস্য জায়তে ।

ত্বংকৃতান্ সৰ্বভোগাংশ্চ ত্বদগুণানপি রাঘবঃ ॥ ২৬ ॥

ভুঞ্জানোহপি ন জানাতি কৃতয়ো নিষ্ঠুরোহধমঃ ।

‘ত্বমানীতা ময়া সান্বী দুঃখশোকসমাকুল। ॥ ২৭ ॥

ইদানীমপি নান্নাতি ভক্তিহীনঃ কথং ব্রজেৎ ? ।

নিঃসন্তো নির্মমো মানী মূঢ়ঃ পণ্ডিতমানবান্ ॥ ২৮ ॥

নরাধমং ত্বদ্বিমুখং কিং করিষ্যসি ? ভামিনি ! ।

ত্ব্যতীব সমাসক্তং মাং ভজস্বাত্মরোত্তমম্ ॥ ২৯ ॥

দেবগন্ধৰ্বনাগানাং যক্ষকিন্নরয়োবিতাম্ ।

ভবিষ্যসি নিযোক্তী ত্বং যদি মাং প্রতিপদ্যসে ॥

তদ্বারা সুখসন্তোগ করিবে? দেখ যে ঐরামকে তুমি সৰ্বদা আলিঙ্গন করিয়াছ এবং যে সৰ্বদাই তোমার সমীপে অবস্থান করিয়াছে, এক্ষণে তোমার জন্য সেই রামের স্নেহ মাত্র সমুৎপন্ন হয় না। হে সূত্র! দেখ রাম তোমা কর্তৃক নানা বিধ ভোগ্য

দ্রব্য এবং তোমার গুণ উপভোগ করিয়াও তোমাকে স্মরণ করে না অতএব সেই নরাধম, কৃত্য পামর ও নিষ্ঠুর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তুমি আমাকর্তৃক অপহৃত হইয়া অবধি দুঃখ ও শোক সন্তপ্তে অবস্থান করিতেছ; যে হীন বীৰ্য্য অদ্যাপি তোমাকে স্নেহবর্ণ করিতে অসমর্থ সে তোমাকে কি প্রকার উপভোগ করিবে? হে ভামিনি! দেখ বলবান, স্নানবী ও মানী পুরুষকেই কামিনী পতি বলিয়া বরণ করিয়া থাকে কিন্তু ঐ রামের সামর্থ্য, স্নান ও স্নান মাত্রও নাই,

অতএব ঐ নরাধম তোমার প্রতি বিমুখ তাহাকে পাইয়া কি সুখ সন্তোগ করিতে? দেখ আমি অস্তুর জাতির শিরোমণি, তোমাতে সাতিশত আসক্ত হইয়াছি; অতএব আমাকে ভজনা করিলে দেব, গন্ধৰ্ব, নাগ, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর-গণের বরাদ্ধনা সকল তোমার আজ্ঞানুবর্তিনী হইবে। ২৪।

২৪। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

৫৮

রাবণস্ত বচঃ শ্রুত্বা নীতামৰ্ষমমম্বিতা।

উবাচাধোমুখী ভূত্বা নিধায় তৃণমস্তরে ॥ ৩১ ॥

রাঘবদ্বিভ্যতা নুনং তিস্কুকপং ত্বয়া ধৃতম্ ।

রহিতে রাঘবাত্যাং ত্বং শুনীব হবিরধরে ॥ ৩২ ॥

হতবানসি মাং নীচ! তৎ কলং প্রাপ্যাসেহচিরাৎ ।

যদা রামশরাঘাতবিদারিতবপুর্ভবান্ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞাস্যসে মানুষঃ রামং গমিষ্যসি যমান্তিকম্ ।

সমুদ্রং শোষয়িত্বা বা শরৈর্ক্বদ্ধাথ বারিধিম্ ॥ ৩৪ ॥

হস্তং ত্বাং সমরে রামো লক্ষ্মণেন সমম্বিতঃ ।

আগমিষ্যত্যসন্দেহো দ্রক্ষসে রাক্ষসাধম! ॥ ৩৫ ॥

ত্বাং সপুত্রং সহবলং হত্বা নেষ্যতি মাং পুরম্ ।

শ্রুত্বা রক্ষঃপতিঃ ক্রুদ্ধো জ্ঞানক্যাঃ পরবাক্ষরম্ ॥ ৩৬ ॥

বাক্যং ক্রোধসমাবিষ্টঃ খড়্গমুচ্যমা সত্বরঃ ।

হস্তং জনকরাক্ষস্য তনয়াং তাত্তলোচনঃ ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর রাবণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃসহায়্য অধোবদনা জানকী তৃণ মাত্র সহায় করিয়া কহিলেন, রে ত্বয়ান্ন! তুই ভীত হইয়া তিস্কুক বেশ ধারণ করত ঐরাম ও লক্ষ্মণের অসমক্ষে, কুকুরে যে প্রকার যজ্ঞ স্থলীয় দেব ভোগ্য সংগোপনেভোজন করে, সেই রূপ আমাকে হরণ করিয়াহিস্। রে পামর! তুই অচির কালেই ইহার সমুচিত কল পাউবি, রে রাক্ষসাধম! রঘুপতি ঐরামচন্দ্র তোমাকে সমরে বিনাশ করিবার মানসে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত আগমন পূর্বক মহা-নিধি শোষণ অথবা শর দ্বারা পরিবর্জন করত তোকে সপুত্র বিনাশ করিয়া আমাকে স্বপুত্র মধ্যে নইয়া বাইবেন সেই সময় রাম কি রূপ মনুষ্য তাহা জ্ঞাত হইবি। জানকীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীম পরাক্রম দশানন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল—রে পাপীয়সি জানকি! তোকে এই খড়্গাঘাত দ্বারা রাম দর্শনের বাসনা পূর্ণ করিব এই বলিয়া খড়্গা

মন্দোদরী নিবার্যাহ পতিং পতিহিতে রতা ।

ত্যজৈনাং মানুবীং দীনাং দুঃখতাং কৃপণাং কৃশাম্

দেবগন্ধর্বনাগানাং বন্ধঃ সন্তি বরাঙ্গনাঃ ॥ ৩৮ ॥

ভ্রামর বরযন্ত্যচ্চৈর্মদমত্তবিলোচনাঃ ॥ ৩৯ ॥

ততোহব্রবীদশত্রীবো রাক্ষসীর্ষিকৃতাননাঃ ।

যথা মে বশগা সীতা ভবিষ্যতি সকামনা ।

তথা যতধ্বং ত্বরিতং তর্জনাদরণাদিভিঃ ॥ ৪০ ॥

দ্বিমাসাভ্যন্তরে সীতা যদি মে বশগা ভবেৎ ।

তদা সর্বমুখোপেতা রাজ্যং ভোক্ষ্যতি সা ময়া ॥

যদি মাসদ্বয়াদূর্দ্ধং মচ্ছযাং নাভিনন্দতি ।

তদা মে প্রাতরাশায় হত্বা কুরুত মানুবীম্ ॥ ৪২ ॥

ইত্যুক্ত্বা প্রযায়ৌ স্ত্রীভী রাবণোহন্তঃপুরালয়ম্ ।

রাক্ষসো জ্ঞানকীমেতা ভীষয়ন্তাঃ স্বতর্জনৈঃ ॥ ৪৩ ॥

তত্রৈকা জ্ঞানকীমাহ যৌবনং তে রথা গতম্ ।

রাবণেন সমাসাচ্চ সফলং তু ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥

অপরা চাহ কোপেন কিং বিলম্বেন ? জ্ঞানকীম্ ।

ইদানীং ছেদ্যতামঙ্গং বিভজ্য চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৫ ॥

অন্যা তু খঞ্জমুদ্যমা জ্ঞানকীং হন্তুমুদ্যতা ।

অন্যা করালবদনা বিদার্যাঃশ্রমভীষয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

এবং তাং ভীষয়ন্তীস্তা রাক্ষসীর্ষিকৃতাননাঃ ।

নিবার্য ত্রিঙ্গটা বৃদ্ধা রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥

শৃণুধ্বং দুষ্করাক্ষস্তো মদ্বাক্যং বো হিতং ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

প্রহার করিতে উদাত হইল, মন্দোদরী ক্রোধ কম্পিত কলে-
বর রাবণকে শাস্তনা করত কহিতে লাগিলেন—হে স্বামিন্ !
রাম-প্রাণাধিকা জ্ঞানকী দুঃখফেণনিত শয্যায় শয়ন করিতেন,
রাম-বিরহ কাতরা, দীন ভাবাপন্ন, কৃশাঙ্গী, দেবগণ সেবা
সেই জগজ্জননী এই কণ্টকময় শিশুশপা বৃক্ষের নিয়মদেশে ভূমি
শায়িনী হইয়া বাস করিতেছেন । হে প্রিয়স্বদ ! তুমি মদনো-
দত্তা দেব গন্ধর্ব নাগ বরাঙ্গনা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াও
মাতা জনকনন্দিনীকে স্পৃহা করিতেছ । ছুরায়া রাবণ মন্দো-
দরীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিকট বদন রাক্ষসী গণকে
কহিল । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ ।
রে রাক্ষসীগণ ! বাহাতে জনকনন্দিনী স্বেচ্ছাধীনা হইয়া আমার
বশীভূতা হয়, ভয় প্রদর্শন ও সমাদরাদি দ্বারা সেই প্রকার
সত্ত্বর চেষ্টা কর । ৪০ । যদি মাস দ্বয় মধ্যে সীতা আমার
বশবর্তিনী হয়, তবে আমার সজ্জিত পরমস্থখে রাজ্য সম্ভোগ
করিবে । ৪১ । এবং যদি মাসদ্বয় মধ্যে আমাকে ভজন্য না
করে তবে ঐ মানুবী সীতাকে খজা দ্বারা বধ করিয়া আমার
প্রাতঃকালীন ভোজনার্থ কণ্পনা করিব । রাবণ এইরূপ

আদেশ করিয়া স্ত্রীস্বন্দর সহিত অন্তঃপুরে গমন করিল ।
অনন্তর রাক্ষসীগণ রাবণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সীতার সমীপে
আগমন করিয়া নানা প্রকার ভৎসনা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিতে
লাগিল, তদ্বোধে কোন রাক্ষসী সীতাকে কহিল—হে চার্য্যঙ্গি !
তোমার এ যৌবন রথা গত হইল, কিন্তু রাজ্য দশানন
তোমাকে সম্ভোগ করিলে ঐ যৌবন সফল হইবে—অন্য
এক রাক্ষসী ক্রোধ পূর্বক কহিল—হে জ্ঞানকি ! যদি সত্ত্বর
রাবণকে ভজন্য না কর তবে এখনই তোমার সমস্ত শরীর
বিভাগ করিয়া ভক্ষণ করিব—অপরা রাক্ষসী খজা ধারণ
করিয়া জ্ঞানকীকে বধ করিবার জন্য উদাতা হইল । অন্য এক
রাক্ষসী ভয়ানক মুখব্যাদান পূর্বক ভয় প্রদর্শন করিল । ৪২ ।
৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ ।

এই প্রকার সীতার ভয়প্রদর্শনী ক্রুরা রাক্ষসীগণকে
ত্রিঙ্গটা নারী এক বৃদ্ধা রাক্ষসী কহিল—রে দুষ্করাক্ষসিগণ !
তোমাদিগের হিত বাক্য শ্রবণ কর—জগজ্জননী সীতাকে

ন ভীষয়ধং রুদতীং নমস্করুত জানকীম্ ।
 উদানীমেব মে স্বপ্নে রামঃ কমললোচনঃ ॥ ৪৯ ॥
 আরুহৈরাবতং শুভ্রং লক্ষ্মণেন সমাগতঃ ।
 দক্ষা লক্ষ্যং পুরীং সৰ্ব্বাং হত্বা রাবণমাহবে ॥ ৫০ ॥
 আরোপ্য জানকীং স্বাক্ষে স্থিতো হৃষ্টোহগমুখনি
 রাবণো গোময়রূপে তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ ॥ ৫১ ॥
 আগাহৎপুত্রপৌত্রৈশ্চ কৃত্বা বদনমালিকাম্ ।
 বিভীষণস্ত রামশ্চ সন্নিধৌ হৃষ্টমানসঃ ॥ ৫২ ॥
 সেবাং কৰোতি রামশ্চ পাদয়োৰ্ত্তক্তিসংযুতঃ ।
 সৰ্ব্বথা রাবণং রামো হত্বা সকুলমঞ্জসা ॥ ৫৩ ॥
 বিভীষণায়াধিপত্যং দত্ত্বা সীতাং শুভাননাম্ ।
 অক্লে নিধায় স্বপুরীং গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
 ত্রিজটায় বচঃ শ্রুত্বা ভীতাস্তা রাক্ষসস্ত্রিয়ঃ ।

ভংগনা করিও না, প্রণাম কর ; অদ্য এইরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন
 দর্শন করিয়াছি যে, “পরমাত্মা কমললোচন শ্রীরাম লক্ষ্মণের
 সহিত ঐরাবত অথারোহণ করিয়া আগমন করত সমস্ত
 লক্ষ্যপুরী ভস্মসাৎ করিয়া রণভূমিতে সবংশ রাবণকে বিনাশ
 করিলেন এবং শ্রীরাম সীতাকে ক্রোড়ে স্থাপন করত পূর্ব্বতো-
 পদ্বি পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন । পুত্রাদি বন্ধুগণের
 সহিত বিবসন তৈলাক্ত রাবণ স্বীয় স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া
 গোময়পূর্ণ গর্ত মধ্যে অবগাহন করিতেছে, বিভীষণ হর্ব চিত্তে
 ভক্তি পুরঃসর শ্রীরামের পাদ সেবা করিতেছে । শ্রীরাম সজ্বর
 সবংশ রাবণকে বিনাশ করিয়া বিভীষণকে সমস্ত রাজ্যাধি-
 পত্য প্রদান করত সীতাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অযোধ্যা
 পুরী গমন করিলেন” । ত্রিজটার এইরূপ স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগে

তুষ্ণীমাসংস্তত তত্র নিদ্রাবশমুপাগতাঃ ॥ ৫৫ ॥
 তর্জিতা রাক্ষসীভিঃ সা সীতা ভীতাতিবিম্বলা ।
 ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তী দুঃখেন পরিমুচ্ছিতা ॥ ৫৬ ॥
 অশ্রুভিঃ পূর্ণনয়না চিন্তরন্তীদমব্রবীৎ ।
 প্রভাতে ভক্ষয়িষ্যন্তি রাক্ষসো মাং ন সংশয়ঃ ।
 ইদানীমেব মরণং কেনোপায়েন মে ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
 এবং সুদুঃখেন পরিপ্লুতা সা ।
 বিমুক্তকণ্ঠং রুদতী চিরায় ।
 আলম্ব্য শাখাং কৃত নশ্চরা মৃতৌ
 ন জানতি কক্ষিহুপারমজনা ॥ ৫৮ ॥
 ইতি শ্রীমদধ্যায়রামারণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 সুন্দরাকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ভীতমানসা হইয়া সমস্ত রাক্ষস পত্নী নিদ্রা প্রাপ্ত হইল । ঐ
 সময় জানকী রাক্ষসীগণের তর্জন বাক্যে ভয়বাকুলা হইয়া
 ছিলেন এবং কাহাকেও হৃৎখবিমোচনকারী না দেখিয়া সজল
 নয়নে স্বগত করিলেন, হা বিধাতঃ ! এই রাত্রি প্রভাত
 হইলে ভয়ানক রাক্ষসী সকল নিশ্চয়ই আমাকে ভক্ষণ
 করিবে, সম্প্রতি এই রাত্রি মধ্যে কি প্রকারে আমার মরণ
 হইবে—এই প্রকার উচ্চৈঃস্বরে কদ্যমানা অতি দুঃখিতা জানকী
 মরণের অন্য উপায় না দেখিয়া শিশপাতাক্ষের শাখাবলম্বন
 পূর্ব্বক মরণে কৃতনিশ্চয়া হইলেন । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ ।
 ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামারণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 সুন্দরাকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

উদ্ধতেন বা মোক্ষ্যে শরীরং রাঘবং বিনা ।
 জীবিতেন ফলং কিং স্যাম্মম রক্ষোহধিমধ্যতঃ । ১
 দীর্ঘা বেণী মমাত্যর্থমুদ্বন্ধায় ভবিষ্যতি ।
 এবং নিশ্চিতবুদ্ধিং তাং মরণায়াধ জানকীম্ । ২ ।
 বিলোক্য হনুমান্ কিঞ্চিদ্দ্বিচার্যৈতদভাষত ।
 শনৈঃ শনৈঃ সূক্ষ্মরূপো জানক্যাঃ শ্রোত্রগং বচঃ । ৩
 ইক্ষাকুবংশমন্তুতো রাজা দশরথো মহান্ ।
 অযোধ্যাধিপতিস্তস্য চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ । ৪ ।
 পুত্রা দেবসমাস্তৈঃ সৰ্বৈঃ লক্ষণৈকপলক্ষিতাঃ ।
 রামশ্চ লক্ষণশ্চৈব ভরতশ্চৈব শত্রুহা ॥ ৫ ।
 জ্যেষ্ঠো রামঃ পিতুর্দ্বাক্যদণ্ডকারণ্যমাগতঃ ।
 লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা সীতয়া ভাৰ্য্যয়া সহ । ৬ ।

প্রাণাধিক জীৱাম বিৱছে রাক্ষসগণের মধ্যবর্তিনী হইয়া
 আমার জীবন ধারণ বিকল, অতএব আমার সুদীর্ঘ বেণী
 উদ্ধতনের জন্য কম্পিত হইবে, আমি উদ্ধতন দ্বারা নিশ্চয় এ
 জীবন পরিত্যাগ করিব । জানকী এই প্রকার মরণে ক্লতনিশ্চয়া
 হইলে সুবুদ্ধি হনুমান সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করত তাঁহার কণ্ঠ মূলে
 কহিল—প্রসিদ্ধ ইক্ষাকু বংশোৎপন্ন রাজা, দশরথ সৰ্ব লক্ষণ
 সম্পন্ন দেব সদৃশ পুত্র চতুষ্টয় উৎপাদন করিলেন এবং কিয়ৎ
 কাল রাজ্য শাসন করত সত্য পোশে বদ্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
 রামচন্দ্রকে বন গমনে আদেশ করিলেন, ধর্মপরাঙ্গন রঘুনাথ
 পিত্রাজ্ঞা পালন করত অশ্রুজ লক্ষ্মণ ও ভাৰ্য্যা জানকীর সহিত
 গৌতমী নদীর তীরে পঞ্চবটী মধ্যে বাস করিয়াছেন । অনন্তর

উবাস গৌতমীতীরে পঞ্চবট্যাং মহামনাঃ ।
 তত্র নীতা মহাভাগা সীতা জনকনন্দিনী । ৭ ।
 রহিতে রামচন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা ।
 ততো রামোহতিদুঃখার্ভো মার্গমাণোহথ জানকীম্
 জটায়ুসং পক্ষিরাজমপশুৎ পতিতং ভুবিঃ ।
 তন্মৈ দত্ত্বা দিবং শীঘ্রং ঋষামুকমুপাগতম্ । ৯ ।
 সুগ্রীবেন কৃত্য মৈত্রী রামস্ত বিদিতাত্মনঃ ।
 তস্তাৰ্য্যাহারিণং হত্বা বালিনং রঘুনন্দনঃ । ১০ ।
 রাজ্যেহভিষেচ্য সুগ্রীবং মিত্রকার্য্যং চকার সঃ ।
 সুগ্রীবস্ত সমানাত্ম্য বানরান্ বানরপ্রভূঃ । ১১ ।
 প্রেসন্নামান পরিতো বানরান্ পরিমার্গণে ।
 সীতারাস্তত্র চৈকোহহং সুগ্রীবসচিবো হরিঃ । ১২ ।

রামও লক্ষ্মণ যুগ্মার্থ গমন করিলে দুরাত্মা রাবণ সীতাকে
 অপহরণ করিল; অনন্তর সীতা-দ্বিরহ-সন্তপ্ত জীৱাম অশ্রুজের
 সহিত ভাৰ্য্যার অন্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে পক্ষ বিহীন
 বৃত প্রায় জটায়ুকে দেখিলেন । অনন্তর জটায়ুকে মুক্তি প্রদান
 করিয়া ঋষামুক পক্ষিতোপরি গমন করিলেন । ১।২।৩।৪।
 ৫।৬।৭।৮। ৯। ভগবান রঘুনাথ সুগ্রীবের সহিত
 মিত্রতা সম্পাদন করিয়া ভ্রাতৃদারাপহারী দুরাত্মা বালিকে
 নিধন পূর্বক সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, কপিৰাজ
 সুগ্রীব ও বানরগণকে সীতার অন্বেষণার্থে চতুর্দিকে প্রেরণ
 করিলেন, তন্মধ্যে আমি রাজ শাসন প্রতিপালনের নিমিত্ত

সম্প্রতিবচনাচ্ছীত্রমুলজ্য শতযোজনম্ ।

সমুদ্রং নগরীং লঙ্কাং বিচিহ্নন জনকীং শুভাম্ ॥

শনৈরশোকবনিকাং বিচিহ্নন শিংশপাতরুম্ ।

অদ্রাক্ষং জানকীমত্র শোচন্তীং দুঃখসংপ্লুতাম্ ॥১৪

রামস্য মহিষীং দেবীং কৃতকৃত্যোহহমাগতঃ ।

ইত্যাভ্যুপাররামাথ মারুতিবুদ্ধিমন্তরঃ ॥ ১৫ ॥

সীতা ক্রমেণ তৎসর্কং শ্রুত্বা বিস্ময়মাষযৌ ।

কিমিদং মে শ্রুতং ব্যোমি বায়ুনা সমুদীরিতম্ ॥১৬

স্বপ্নো বা মে মনোভ্রান্তির্যদি বা সত্যমেব তৎ ।

নিদ্রা মে নাস্তি দুঃখেন জ্ঞানমোতৎ কুতো ভ্রমঃ ? ।

যেন মে কর্ণপীযুষং বচনং সমুদীরিতম্ ।

স দৃশ্যতাং মহাভাগঃ প্রিয়দাদী মমাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥

শত যোজন সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া এই লঙ্কাপুত্রীর অভ্যন্তরে
জগন্মাতা সীতাকে আশ্রয়ণ করত ক্রমে ক্রমে এই অশোক
বন মধ্যে শিংশপা তরুমূলে অভ্যন্ত দুঃখ ভাগিনী রাম-মহিষী
দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, এই বলিয়া বুদ্ধিমান
মারুতি নিবৃত্ত হইল, জানকী বানর ভাষিত এই বাক্য শ্রবণ
করত বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া কহিলেন, আমি আকাশ পথে কি বায়ুর
শব্দ শ্রবণ করিলাম, কি স্বপ্ন দর্শন করিলাম, কি আমার ভ্রান্তি
উপস্থিত হইল, রাম বিরহানল সন্তপ্তা হইয়া আমি নগ্ন পথে
নিদ্রা দেবীকেও স্থান প্রদান করিতেছি না, তবে স্বপ্নের সম্ভব
কি—ভ্রান্তিরও কোন কারণ দেখিতেছি না, যে জন অদৃশ্য
ভাবে আমার কর্ণ-বিবরে মধুরময় বাক্য বর্ষণ করিলে, সেই
প্রিয়স্বদ দৃশ্য ভাবে আমার অগ্রস্থিত হও । ১০ । ১১ । ১২ ।
১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । শিংশপা বৃক্ষের পত্র খণ্ডে
সংলীন হইয়া হনুমান জানকীর এই রূপ দুঃখিত বাক্য শ্রবণ
করিয়া চটক পক্ষীর তুল্য রক্ত বর্ণ বদন ও পীত বর্ণ শরীর

৫২

শ্রুত্বা তজ্জানকীবাক্যং হনুমান পত্রখণ্ডতঃ ।

অবতীৰ্য্য শনৈঃ সীতাপুরতঃ সমবস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

কলবিক্তপ্রমাণাক্ষো রক্তাস্যঃ পীতবানরঃ ।

নমাম শনকৈঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিতঃ । ২০ ॥

দৃষ্ট্বা তং জানকী ভীতা রাবণোহরমুপাগতঃ ।

মাং মোহয়িতুমায়াতো মারুতা বানরাকৃতিঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা সা তুক্ষীমাসীদধোমুখী ।

পুনরপ্যাহ তাং সীতাং দেবী ! যত্নং বিশুদ্ধসে ॥২২

নাহং তথাবিধো মাতস্ত্যজ শঙ্কাং ময়ি স্থিতাম্ ।

দামোহহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্য পরমাত্মনঃ ॥২৩॥

সচিবোহহং হরীন্দ্রস্য মুখীব্যস্ত শুভপ্রদে ! ।

বায়োঃ পুত্রোহহমখিলপ্রাণভূতস্য শোভনে ! ॥২৪॥

তচ্ছ্রুত্বা জানকী প্রাহ হনুমন্তং কৃতাজলিম্ ।

বানরাণাং মনুষ্যাণাং সাজ্জতির্ঘটতে কথম্ ? ॥২৫

ধারণ করত ঐ পত্র খণ্ড হইতে নির্গত হইয়া জাগন্মাতা জান-
কীর সম্মুখে অবস্থিত করত কৃতাজলি হইয়া বারম্বার প্রণাম
করিল, জানকী মারুতিকে দর্শন করিয়া ভীতান্তঃকরণে চিন্তা
করিতে লাগিলেন, দুরাশা রাবণ আমাকে মুগ্ধ করিবার জন্য
মার্য দ্বারা বানর শরীর ধারণ করত সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়াছে,
এই প্রকার চিন্তা করিয়া অধোবদনা ও বাক্য রহিতা হইলেন।
পুনর্ব্বার হনুমান কহিল—হে মাতঃ ! আপনি আমার আকৃতিকে
মায়াবী রাবণ বলিয়া যে শঙ্কা করিতেছেন ঐ শঙ্কা পরিত্যাগ
করুন, আমি রাবণ নহি । হে শুভদে ! আমি পরমাত্মা জীৱামের
দাস—জগতের প্রাণ স্বরূপ বায়ু—ঐহার তনয় হনুমান, আমি
তোমার সম্মুখেই উপস্থিত হইয়াছি ।

জানকী হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মারুতে !
তুমি বানর জাতি, তোমার সহিত মনুষ্য জাতি জীৱামের সংসর্গ

যথা ত্বং রামচন্দ্রস্য দাসোহহমিতি ভাবসে ? ।

তামাহ মারুতিঃ প্রীতো জানকীং পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ২৬ ॥

ঋষ্যমুকমগাজামঃ শবর্যা নোদিতঃ সুধীঃ ।

সুগ্রীবো ঋষ্যমুকশ্চো দৃষ্টবান্ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৭ ॥

ভীতো মাং প্রেষয়ামাস জাতুং রামসা হৃদগতম্ ।

ব্রহ্মচারিবপুর্ধ্বা গতৌহহং রামসন্নিধিম্ ॥ ২৮ ॥

জাত্বা রামস্য সন্তাবং স্কন্ধোপরি নিধায় তৌ ।

নীত্বা সুগ্রীবসামীপাং সখ্যং চাকরবস্ত্রয়োঃ ॥ ২৯ ॥

সুগ্রীবস্য হতা ভার্যা বালিনা তং রঘুভ্রমঃ ।

জঘানৈকেন বাণেন ততো রাজ্যেহভ্যষেচরং ॥ ৩০ ॥

সুগ্রীবং বানরাণাং সঃ প্রেষয়ামাস বানরান্ ॥ ৩১ ॥

দিগন্তো মহাবলান্ বীরান্ ভবত্যাঃ পরিমার্গণে ।

গচ্ছন্তং রাঘবো দৃষ্ট্বা মামভাবত সাদরম্ ॥ ৩২ ॥

ত্বয়ি কার্যামশেষং মে স্থিতং মারুতনন্দন ! ।

ব্রহ্মি মে কুশলং সর্বং সীতায়ৈ লক্ষ্মণস্য চ ॥ ৩৩ ॥

অঙ্গুলীয়কমে তন্মে পরিজ্ঞানার্থমুত্তমম্ ।

সীতায়ৈ দীয়তাং সাধু মন্যমানকরমুদ্রিতম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতুক্ত্বা প্রদদৌ মহৎ করাগ্রাদঙ্গুলীয়কম্ ।

প্রযত্নেন ময়া নীতং দেবি ! পশ্চাদঙ্গুলীয়কম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতুক্ত্বা প্রদদৌ দেব্যা মুদ্রিকাং মারুতান্নজঃ ।

নমস্কৃত্বা স্থিতৌ দূরাহঙ্কাজ্জলিপুটৌ হরিঃ ॥ ৩৬ ॥

দৃষ্ট্বা সীতা প্রমুদিতা রামনামাক্ষিতাং তদা ।

মুদ্রিকাং শিরসা ধৃত্বা স্রবদানন্দনেত্রজা । ৩৭ ।

কপে ! মে প্রাণদাতা ত্বং বুদ্ধিমানসি রাঘবে ।

তক্তোহসি প্রিয়কারী ত্বং বিশ্বাসোহস্তু তবৈব হি ।

কি প্রকার সংঘটন হইল । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ ।

। ২৪ । ২৫ । অনন্তর ঋষ্ট মানস মারুতি জানকীকে কহিল,

হে রাম পরায়ণে ! ত্রিরাম ঋষ্যমুখ পর্বতে লক্ষ্মণের সহিত

আগমন করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ পর্বতস্থ সুগ্রীব, ত্রিরাম

ও লক্ষ্মণকে দর্শন করত ভীত হইয়া ত্রিরামের মানসিক ভাব

অবগত হইবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি

ব্রহ্মচারীর বেশে ত্রিরাম সমীপে গমন করত তাহার মানসিক

ভাব অবগত হইয়া ত্রিরাম ও লক্ষ্মণকে স্কন্ধোপরি স্থাপন পূর্বক

সুগ্রীব সন্নিধানে আনয়ন করিয়াছিলাম । অনন্তর সুগ্রীব ও

রামের সহিত বথাবিধি মিত্রতা সম্পাদিত হইলে রঘুবর ত্রিরাম

সুগ্রীবের ভার্যাপহারী বালিকে এক মাত্র বাণ দ্বারা যম

সদনে প্রেরণ করিয়া সুগ্রীবকে বানররাজ্যাভিষিক্ত করিলেন ।

অনন্তর বানর রাজ্য সুগ্রীব আপনায় অধেষণার্থ মহাবল

পরাক্রম বানরগণকে নানা দিকে প্রেরণ করিলেন, ঐ সময়

ত্রিরাম আদর পূর্বক আমাকে কহিলেন—হে পবন তনয় !

তোমারাই অনেক কার্য সম্পাদিত হইবে আমার কুশল ভার্য

সীতাকে জানাইবে, তোমাকে রাম প্রেরিত দূত বলিয়া জানি-

বার জন্য আমার নামাক্ষিত অঙ্গুরীয়ক প্রাণাধিকা সীতাকে

প্রদান করিবে—এইরূপ কহিয়া আমাকে করাগ্র হইতে

অঙ্গুরীয়ক সন্নিধানে করিলেন । হে দেবি ! ঐ অঙ্গুরীয়ক বস্ত্র পূর্বক

আনয়ন করিয়াছি অবলোকন করুন—এই বলিয়া কপিবর

মারুতি সীতাকে অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিল, পরে সীতাকে

প্রাণব করত কিয়দূরে কুতাজলি হইয়া দণ্ডায়মান হইল । ২৬ ।

। ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ ।

ঐ রাম নামাক্ষিত অঙ্গুরীয়ক দর্শনে জানকী ভ্রষ্টমনা হইয়া

আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে মারুতিকে কহিলেন—

হে কপিবর ! তুমি বুদ্ধিমান, রামের ভক্ত ও প্রিয়কারী

নোচেহ্মৎসম্মিখিং চান্যং পুরুষং প্রেবয়েৎ কথম্ ?
 হনুমন্ ! দৃষ্টমখিলং মম দুঃখাদিকং ত্বরা । ৩৯ ।
 সর্গং কথয় রামায় যথা মে জায়তে দয়া ।
 ম'সদ্বরাবধিপ্রাণাঃ স্থাস্যন্তি মম সন্তম্ ! । ৪০ ।
 নাগমিষ্যতি চেদ্রামো ভক্ষয়িষ্যতি মাং খলঃ ।
 অতঃ শীত্রং কপীন্দ্রেন স্ত্রীবেগ সমন্বিতঃ । ৪১ ।
 বানরানীকপৈঃ সার্দ্ধং হত্ব রাবণমাহবে ।
 মপুত্রং সবলং রামো যদি মাং মোচয়েৎ প্রভুঃ ॥
 তত্তস্য সদৃশং বীর্য্যং বীর ! বর্ণয় বর্ণিতম্ ।
 যথা মাং তারয়েদ্রামো হত্বা শীঘ্রং দশননম্ । ৪২ ।
 তথা যতস্ব হনুমন্ ! বাচা ধন্যমবাগু হি ।
 হনুমানপি তামাহ দেবি ! দৃষ্টো যথা ময়া । ৪৩ ।
 রামঃ সলক্ষণঃ শীঘ্রমাগমিষ্যতি সান্নিধ্যঃ ।

সুগ্রীবেন সসৈন্যেন হত্বা দশমুখং বলাৎ । ৪৫ ।
 সমানেষ্যতি দেবি ! স্বামযোধ্যাং নাত্র সংশয়ঃ ।
 তমাহ জানকী রামঃ কথং বারিধিমাততম্ । ৪৬ ।
 তীর্থাস্যত্যমেয়াগ্না বানরানীকপৈঃ সহ ? ।
 হনুমানাহ মে ক্ষম্ভাবারুহ পুরুষবর্ভো । ৪৭ ।
 আয়াস্যতঃ সসৈন্যশ্চ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ।
 বিহারসা ক্ষণেনৈব তীর্থী বারিধিমাততম্ । ৪৮ ।
 নির্দহিষ্যতি রক্ষোঘাৎস্বকৃতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 অনুজ্ঞাং দেহি মে দেবি ! গচ্ছামি ত্বরয়ান্বিতঃ । ৪৯ ।
 দ্রষ্টুং রামং সহ ত্রাত্রা ত্বরয়ামি তবাস্তিকম্ ।
 দেবি ! কিঞ্চিদভিজ্ঞানং দেহি মে যেন রাঘবঃ । ৫০ ।

বলিয়া আমার বিশ্বাস হইরাছে, নচেৎ শ্রীরাম অন্য পুরুষকে
 কেন আমার নিকট প্রেরণ করিবেন ? হে হনুমন্ ! আমার
 সমস্ত দুঃখই অবগত হইরাছ—আমার প্রতি দয়া করিয়া
 শ্রীরামকে সমস্ত দুঃখ জানাইবে। প্রাণাধিক শ্রীরাম মাসদ্বয়
 মধ্যে আগমন না করিলে রাক্ষসগণ নিশ্চয় আমাকে ভক্ষণ
 করিবে। [অতএব সুগ্রীব ও সমস্ত বানরকুলের সহিত
 শ্রীরাম যদি সবংশ রাবণকে রণ ভূমিতে বিনাশ করিয়া
 আমাকে মোচন করেন তবে বীরগণও তাঁহার বল পরাক্রম
 বর্ণন করিবে। হে হনুমন্ ! রঘুপতি শ্রীরাম যে কোন উপায়ে
 সবংশ রাবণকে বিনাশ করিয়া সত্ত্বর আমাকে পরিব্রাজ
 করিতে পারেন সেই উপায়ই কহিবে—তদ্বারা তোমার পুণ্য
 হইবে।

অনন্তর হনুমান্ সীতাকে কহিল—হে দেবি ! আমি শ্রীরাম

সমীপে গমন করিলেই লক্ষ্মণ ও সসৈন্য সুগ্রীবের সহিত
 শ্রীরাম ধনুর্ধ্বাণ ধারণ করিয়া আগমন পূর্বক সবংশ রাবণকে
 নিধন করিয়া অচির কাল মধ্যে তোমাকে অবোধাপুরী লইয়া
 যাইবেন—তাঁহাতে তিলমাত্র সংশয় নাই।

জানকী কহিলেন—হে মাতঃ ! অমেয়াগ্না শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ
 বানরকুলের সহিত কি প্রকারে এই শত গোজন বিস্তীর্ণ
 হস্ত্রজ্য বারিধি সত্ত্বরগ করিয়া আগমন করিবেন।

হনুমান্ কহিল—হে মাতঃ ! পুরুষোত্তম রঘুনাথ ও লক্ষ্মণ
 আমার স্বজ্ঞাত হইয়া আগমন করিবেন এবং সসৈন্য কপীন্দ্র
 সুগ্রীব আকাশ পথে ক্ষণকাল মধ্যে এই বারিধি উত্তীর্ণ
 হইয়া নিশ্চয়ই রক্ষকুল ধ্বংস করিবেন। হে দেবি ! আমাকে
 আদেশ করুন—আমি বিরহানল-সন্তপ্ত সান্নিধ্য শ্রীরামকে
 দর্শন করিয়া শীত্রই আপনার সমীপে প্রত্যাগমন করিব। হে
 মাতঃ ! এক্ষণে শ্রীরামের বিশ্বাস যোগ্য কোন দ্রব্য আমাকে
 প্রদান করুন।

বিশ্বসেন্যং প্রযত্নেন ভতো গন্তা সমুৎসুকঃ ।
 তত কিঞ্চিদ্দ্বিচার্য্যার্থ সীতা কমললোচনা । ৫১ ।
 বিমুচ্য কেশপাশান্তে স্থিতং চূড়ামণিং দদৌ ।
 অনেন বিশ্বসেন্যামস্তাং কপীন্দ্র ! সনক্ষণঃ ॥ ৫২ ॥
 অভিজ্ঞানার্থমন্যচ্চ বদামি তব স্মৃতত ! ।
 চিত্রকূটগিরৌ পূর্বমেকদা রহসি স্থিতঃ ।
 মদক্লেশির আধার নিদ্রাতি রঘুনন্দনঃ । ৫৩ ।
 ঐন্দ্রঃ কাকস্তদাগত্য নথৈস্তপ্তেন চাসকুৎ ।
 মৎপাদাক্কূৰ্ণমারক্তং বিদদারামিষাশয়া । ৫৪ ।
 ততো রামঃ প্রবুধ্যাথ দৃষ্ট্বা পাদং কৃতব্রণম্ ।
 কেন ভদ্রে ! কৃতং চৈতদ্বিপ্রিয়ং মে হুরাঅনা । ৫৫ ।
 ইত্যুক্ত্বা পুরতো পশুদ্বারসম্মাং পুনঃ তুনঃ ।
 অভিদ্রবস্তুং রক্তাস্যং নথতুণ্ডং চুকোপহ । ৫৬ ।

অনন্তর কমলাক্ষী জ্ঞানকী কেশপাশ হইতে চূড়ামণি
 মোচন করিয়া মার্কটিকে প্রদান করত কহিলেন—হে কপীন্দ্র !
 শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ এই শিরোরত্ন দর্শনে তোমাকে বিশ্বাস
 করিবেন । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩
 । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ ।
 হে স্মৃতত ! বিশ্বাসোৎপাদন জন্য তোমাকে অন্য কোন বিষয়
 কহিতেছি প্রবণ কর—“একদা চিত্রকূট পর্বতে অবস্থিতি
 সময়ে রঘুনন্দন মদীয় অঙ্কে মস্তক সংস্থাপন পূর্বক নিদ্রা
 যাইতে ছিলেন, ইতি মধ্যে ইন্দ্র পুত্র বায়স রূপ ধারণ পূর্বক
 নথ তুণ্ড দ্বারা আমার পাদাক্কূর্থে আঘাত করিয়া রক্তপাত
 করিয়াছিল । অনন্তর রঘুপতি আমার ব্রণ-সংযুক্ত পাদ সন্দ-
 র্শন করিয়া কহিয়া ছিলেন, হে ভদ্রে ! কোন্ হুরাআ আমার
 এই বিপ্রিয় কার্য্য করিল ! ইত্যবসরে রক্তাক্ত বায়সকে সম্মুখে
 দর্শন করিয়া কোপাবিষ্ট হইলেন । এবং দিব্য তৃণান্ত্র

তৃণমেকমুপাদায় দিব্যান্ত্রৈণাভিযোজ্য তৎ ।
 চিক্ষেপ লীলয়া রামো বায়সোপরি তজ্জ্বলম্ । ৫৭
 অভ্যাজবদ্বারসচ্চ ভীতো লোকান ভ্রমৎপুনঃ ।
 ইন্দ্রব্রহ্মাদিভিষ্চাপি ন শক্যো রক্ষিতুং তদা । ৫৮
 রামস্য পাদয়োঃ প্রেহপতন্তীত্যা দয়ানিধেঃ ।
 শরণাগতমালোক্য রামস্তমিদমব্রবীৎ । ৫৯ ।
 অমোঘমেতদস্ত্রং মে দত্তে কাক্ষমিতো ব্রজ ।
 সব্যং দত্ত্বা ততঃ কাক এবং পৌরুষবানপি । ৬০ ।
 উপেক্ষতে কিমর্থং মামিদানীং মোহপি রাঘবঃ ? ।
 হনুমানপি তামাহ শ্রুত্বা সীতানুভাবিতম্ । ৬১ ।
 দেবি ! ত্বাং যদি জ্ঞানান্তি স্থিতামত্র রঘুত্তমঃ ।
 করিষ্যতি ক্ষণাদ্ভ্যম লক্ষ্যং রাক্ষসমণ্ডিতাম্ ॥ ৬২ ॥

সংযোজন করিয়া তাহার উপরে পরিভ্যাগ করিলেন । বায়স
 রাম বাণ দর্শনে ভীত হইয়া ইন্দ্র লোক গমন করিলেও ইন্দ্র,
 ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না
 পরে অনন্য উপায় হইয়া কাক কৰুণা সিদ্ধ রামের পাদাঞ্চে
 পতিত হইল, শ্রীরাম বায়সকে শরণাগত অবলোকন করিয়া
 কহিলেন—আমার এই অস্ত্র অমোঘ, অতএব তুমি একটা চক্ষু
 প্রদান করিয়া প্রস্থান কর, অনন্তর কাক দক্ষিণ চক্ষু বিহীন
 হইয়া গমন করিল” হে মহাসত্ত্ব ! এক্ষণে রঘুপতি আমাকে
 কি কারণে উপেক্ষা করিতেছেন ? । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭
 । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ । ৬১ ।

হনুমান সীতা ভাবিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে
 দেবি ! আপনি এখানে অবস্থিতি করিতেছেন যদি রঘুত্তম
 জানিতে পারেন তাহা হইলে রাক্ষস মণ্ডিতা লক্ষা পুরী ক্ষণ

জানকী প্রাহ তং বৎস! কথং ত্বং যোৎস্যসেহনুতৈঃ?
 অতিসুক্ষ্মবপুঃ সর্বৈ বানরাশ্চ ভবাদৃশাঃ ॥ ৬৩ ॥
 শ্রুত্বা তদ্বচনং দেবৈ পূর্বকপমদর্শয়ৎ ।
 মৈরুমন্দরসঙ্কাশং রক্ষোগণবিভীষণম্ ॥ ৬৪ ॥
 দৃষ্ট্বা সীতা হনুমন্তং মহাপর্বতসন্নিভম্ ।
 হর্ষণে মহতাবিষ্টা প্রাহ তং কপিকুঞ্জরম্ ॥ ৬৫ ॥
 সমর্থোহসি মহাসত্ত্ব! দ্রক্ষ্যন্তি ত্বাং মহাবলম্ ।
 রাক্ষসযন্তে শুভঃ পশ্চাৎ গচ্ছ রামান্তিকং দ্রুতম্ ।
 বুভুক্ষিতঃ কপিঃ প্রাহ দর্শনাৎপারগং মম ।
 ভবিষ্যতি কলৈঃ সর্বৈস্তব দৃষ্টো স্থিতৈর্হি মে ॥ ৬৬ ॥
 তথৈতু্যক্তঃ স জানক্যা ভক্ষয়িত্বা ফলং কপিঃ ।
 ততঃ প্রস্থাপিতোহগচ্ছজ্ঞানকীং প্রণিপত্য সঃ ।
 কিঞ্চিদদূরমথো গত্বা স্বান্ননোবানুচিস্তয়ৎ ॥ ৬৮ ॥

কার্যার্থমাগতো দূতঃ স্বামিকার্যাবিরোধতঃ ।
 অন্যৎকিঞ্চিদসম্পাদ্য গচ্ছত্যধম এব সঃ ॥ ৬৯ ॥
 অতোহহং কিঞ্চিদন্যচ্চ কৃত্বা দৃষ্ট্বাথ রাবণম্ ।
 সম্ভাব্য চ ততো রামদর্শনার্থং ব্রজাম্যহম্ ॥ ৭০ ॥
 ইতি নিশ্চিত্য মনসা বৃক্ষখণ্ডান্ মহাবলঃ ।
 উৎপাট্যাশোকবনিকাং নিবৃক্ষ্যামকরোৎ ক্ষণাৎ ॥ ৭১ ॥
 সীতাশ্রয়নগন্ত্যক্ত্বা বনং শূন্যং চকার সঃ ।
 উৎপাটয়ন্ত্বং বিপিনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসয়োষিতঃ ॥ ৭২ ॥
 অপৃচ্ছন্ জানকীং কোহসৌ বানরাকৃতিরুদ্ভটঃ ॥

জানক্যুবাচ ।

ভবত্য এব জানন্তি মায়াং রাক্ষসনির্মিতাম্ ।
 নাহমেনং বিজানামি দুঃখশোকসমাকুলা ॥ ৭৪ ॥

কাল মধ্যে ভ্রমণ করিবেন ; তচ্ছরণে জানকী কহিলেন হে
 বৎস ! বানরগণ তোমার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম কার, অতএব তুমি
 অনুরদিগের সহিত কি রূপে যুদ্ধ করিবে? হনুমান সীতা
 দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃক্ষগণ ভয়দর্শী মৈরুমন্দর সদৃশ
 পূর্ব রূপ প্রদর্শন করিল, সীতা হনুমানের মহাপর্বত সন্নিভ
 শরীর সন্দর্শনে অত্যন্ত হর্ষাবিষ্টা হইয়া কপি-কুঞ্জরকে
 কহিলেন—হে মহাসত্ত্ব! তোমাকে মহাবল দেখিয়া বুঝিলাম
 তুমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। এক্ষণে তুমি সত্ত্বর রাম
 সন্নিপে গমন কর, পথি মধ্যে তোমার মঙ্গল হইবে। ৬২।
 ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। অনন্তর অনিল তনয় জানকীকে কহিল
 আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি উপবাসী প্রযুক্ত
 ক্ষুধার্ত হইয়াছি, এক্ষণে পারণ করিব। হে দেবি! আপনার
 সমুখবর্তী সমস্ত ফল আমার পারণোপযোগী হইবে। পরে
 সীতা ঐ ফল ভক্ষণে আদেশ করিলে, হনুমান নানা বিধ ফল
 ভক্ষণ করিয়া সীতাকে প্রণাম করত প্রস্থান করিল, পরে

কিরদূর গমন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল—যে দূত স্বামি
 কার্যার্থ সমাগত হইয়া ঐ কার্য অবিরোধে সম্পাদন পূর্বক
 যদি অন্য কোন কার্য না করিয়া গমন করে, তবে ঐ
 দূত অধম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। অতএব অন্য এক
 অদ্ভুত কার্য সম্পাদনান্তর রাবণকে দর্শন ও সম্ভাষণ
 করিয়াই শ্রীরাম দর্শনে গমন করিব। মহাবল পরাক্রম
 মাকৃতি মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বৃক্ষ সকল উৎপাটন
 করত ক্ষণ কাল মধ্যে সীতার নিকটস্থ বন ভিন্ন সমস্ত বন
 বৃক্ষ শূন্য করিল। ঐ সময় রাক্ষসীগণ হনুমানকে দেখিয়া
 কহিল, হে জানকি! বানরের ন্যায় অদ্ভুতরূপ কে এই
 অশোক-বন উৎপাটন করিতেছে? ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০।
 ৭১। ৭২।

জানকী কহিলেন, হে রাক্ষসীগণ! রাক্ষসের মায়া প্রভাব
 তোমরাই জানিতে পার—আমি শোক দুঃখ পরিতপ্তা হইয়া

ইত্যুক্তা বুরিওং গড়া রাক্ষসো ভরপীড়িতাঃ ।
 হনুমতা কৃতং সর্বং রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৭৫ ॥
 দেব ! কশিক্সহাসত্বো বানরাকৃতিদেহভূৎ ।
 সীতয়া সহ সন্তাষ্য হ্যশোকবনিকাজ্জগাৎ ।
 উৎপাট্য চৈত্যা প্রাসাদং বভজ্জামিতবিক্রমঃ ॥ ৭৬ ॥
 প্রাসাদরক্ষিণঃ সর্বান হত্বা তত্রৈব তস্থিবান্ ।
 তচ্ছত্বা তুর্গমুখায় বনভঙ্গং মহাপ্রিয়ম্ ॥ ৭৭ ॥
 কিস্করান্ প্রেষয়ামাস নিযুতং রাক্ষসাধিপঃ ।
 নির্ভয়চৈত্যা প্রাসাদপ্রথমান্তরসংস্থিতঃ ॥ ৭৮ ॥
 হনুমান্ পর্বতাকারো লোহস্তম্ভকৃতায়ুধঃ ।
 কিঞ্চিন্নাঙ্গুলচলনো রক্তাস্যো ভীষণাকৃতি ॥ ৭৯ ॥
 আপতন্তুং মহাসঙ্ঘং রাক্ষসানাং দদর্শ সঃ ।
 চকার সিংহনাদং চ শ্রুত্বা তে মুমুহুর্ভূশম্ ॥ ৮০ ॥

আহি অতএব এই বানরকে কি প্রকার জানিব। অনন্তর ভরব্যাকুল। রাক্ষসীগণ রাবণ সমীপে সত্তর গমন করিয়া মাকৃতি কৃত সমস্ত কার্যই নিবেদন করিল। হে রাক্ষসাধিপ! মহাবল পরাক্রম বানর-দেহধারী এক বীর সীতার সহিত পরস্পর সন্তাষণ করত ক্ষণকাল মধ্যে অশোক-বন উৎপাটন করিয়া চৈত্যা প্রাসাদ চূর্ণায়মান করিয়াছে এবং ঐ প্রাসাদ রক্ষক রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া নির্ভয় প্রাসাদের প্রথম খণ্ড মধ্যে অবস্থান করিতেছে। অনন্তর দুর্দণ্ড প্রতাপা-
 ব্রিতমহাবল রাক্ষসাধিপ দশানন অভ্যন্ত অপ্রিয় বন-ভঙ্গ বৃত্তান্ত শ্রবণ করত উৎখিত হইয়া নিযুত সংখ্যক কিস্করগণকে প্রেরণ করিল। পরে পর্বতাকার লোহ স্তম্ভ স্বরূপ আব্রুযধারী ভয়ানকাকৃতি রক্তাস্য হনুমান্ অঙ্গ অঙ্গ লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতেছিল ইত্যবসরে সমাগত রাক্ষস সৈন্য সমূহ দর্শন করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিল, কিস্করগণ ঐ ভয়ানক নিনাদ শ্রবণ

হনুমন্তোমথো দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভীষণাকৃতিম্ ।
 নির্ভয়ুর্বিবিধাত্রোদৈঃ সর্বরাক্ষসসম্মতিনম্ ॥ ৮১ ॥
 তত উত্থায় হনুমান্ যুদ্ধগরেণ সমন্ততঃ ।
 নিষ্পিপেষ ক্ষণাদেব মশকানিব যুথপঃ ॥ ৮২ ॥
 নিহতান্ কিস্করান্ শ্রুত্বা রাবণং ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 পঞ্চসেনাপতীংস্তত্র প্রেষয়ামাস দুর্ন্দদান্ ॥ ৮৩ ॥
 হনুমানপি তান্ সর্বান লোহস্তম্ভেন চাহনৎ ।
 ততঃ ক্রুদ্ধো মস্তিস্থ তান্ প্রেষয়ামাস সপ্ত সঃ ॥ ৮৪ ॥
 আগতানপি তান্ সর্বান পূর্ববদ্বানরেশ্বরঃ ।
 ক্ষণাঘ্নিঃশেষতো হত্বা লোহস্তম্ভেন মাকৃতিঃ ॥ ৮৫ ॥
 পূর্বস্থানমুপাশ্রিত্য প্রতীক্ষন্ রাক্ষসান্ স্থিতঃ ।
 ততো জগাম বলবান্ কুমারোহক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ৮৬ ॥

করিয়া মুচ্ছা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর চৈতন্য প্রাপ্ত কিস্করগণ রাক্ষস ধ্বংসকারী ভয়ানকাকৃতি মাকৃতিকে দেখিয়া নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। পরে কপিবর উৎখিত হইয়া যেমন যুথপ মশককে নিষ্পেষণ করে সেই প্রকার মাকৃতি গদা দ্বারা রাক্ষসগণকে নিষ্পেষণ করিল। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। পরে দশানন কিস্করগণের নিধন বার্তা শ্রবণে ক্রোধ মুচ্ছিত হইয়া মন্ততাপর পঞ্চসেনাপতি প্রেরণ করিল, হনুমান্ লোহগদা দ্বারা ঐ সেনাপতিগণকে যম সদনে প্রেরণ করিল। অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাবণ সাত জন মস্তিভনয়কে প্রেরণ করিল, বানরেশ্বর পূর্বের ন্যায় তাহাদিগকে আসিতে অবলোকন করিয়া লোহ দণ্ড দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে বিনাশ পূর্বক রাক্ষস বৃন্দ নিরীক্ষণ করত পূর্বস্থানে উপবেশন করিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রম রাবণহনয় অক্ষকুমারকে সমাগত দেখিয়া মাকৃতি আকাশ পথে উল্লক্ষন করত ঐ রাক্ষসের মন্তকোপরি মুকার দ্বারা তাড়ন করিল, পরে ঐ মুকারাঘাতে

তস্মৎপপাত হুম্মান্ দৃষ্ট্যাকাশে সমুদগরঃ ।

গগনাত্ত্বরিতো মূর্ছি মুদগরেণ ব্যতাড়য়ৎ ॥ ৮৭ ॥

হত্বা তমক্ষং নিঃশেষং বলং সর্বং চকার সঃ ॥ ৮৮ ॥

ততঃ শ্রুত্বা কুমারস্য বধং রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।

ক্রোধেন মহতাবিষ্ট ইন্দ্রেজিতারমত্রবীৎ ॥ ৮৯ ॥

পুত্র ! গচ্ছাম্যহং তত্র বহ্নাস্তে পুত্রহা রিপুঃ ।

হত্বা তমথবা বন্ধা আনয়িষ্যামি তেহস্তিকম্ ॥ ৯০ ॥

ইন্দ্রজিৎপিতরং প্রাহ ত্যজ শোকং মহামতে ! ।

ময়ি স্থিতে কিমর্থং ত্বং ভাষসে হুঃখিতং বচঃ ? ।

বন্ধানেষ্যে দ্রুতং তাত ! বানরং ব্রহ্মপাশতঃ ।

ইত্যানু। রথমারুহ্য রাক্ষসৈর্দহতিবৃতঃ । ৯২ ।

জগাম বায়ুপুত্রস্য সমীপং বীরবিক্রমঃ ।

ততোহতিগজ্জিতং শ্রুত্বা স্তম্ভমুদ্যম্য বীৰ্য্যবান্ । ৯৩ ॥

মূর্ছিত হইয়া অক্ষকুমার ক্ষণকাল মধ্যে ধরণীতলে পতিত হইল, মহাবল মারুতি অক্ষকুমার ও সমস্ত রাক্ষস সৈন্যগণকে বিনাশ করিলে দশানন কুমারের নিধন বার্তা শ্রবণে অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিৎকে কহিল—হে পুত্র ! যে স্থানে প্রাণাধিক কুমারের নিধনকারি মহারিপু অবস্থিত আছে, আমি ঐ স্থানে গমন করত ঐ শত্রুকে নিধন করিয়া অথবা বন্ধু দ্বারা বন্ধন করিয়া তোমার সম্মুখে আনয়ন করিব । ইন্দ্রজিৎ কহিল—হে মহামতে ! শোক পরিত্যাগ করুন, আমি জীবিত থাকিতে কি নিমিত্ত হুঃখিত হইতেছেন ?—হে তাত ! ঐ বানরকে ব্রহ্মপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া সত্ত্বরই আপনার সমীপে আনয়ন করিব । মহাবল ইন্দ্রজিৎ দশাননকে এইরূপ কহিয়া বহুতর রাক্ষসগণের সহিত রথারোহণ করত মারুতির সমীপে গমন করিল । ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২।

মহাবল মারুতি ইন্দ্রজিৎকে গর্জন শব্দ শ্রবণ করিয়া

উৎপপাত নভোদেশং গরুত্মানিব মারুতিঃ ।

ততো ভ্রমন্তং নভসি হুম্মন্তং শিলীমুখৈঃ । ৯৪ ।

বিদ্ধা তস্য শিরোভাগং ইবুভিচ্চাক্রুতিঃ পুনঃ ।

হৃদয়ং পাদযুগলং বড্ভিরেকেন বালধিম্ । ৯৫ ।

ভেদয়িত্বা ততো ঘোরং সিংহনাদমধাকরোৎ ।

ততোহতিহর্ষান্নুমাংস্তম্ভমুদ্যম্য বীৰ্য্যবান্ । ৯৬ ।

জঘান সারথিং সাশ্বং রথং চাচূর্ণয়ৎ ক্ষণাৎ ।

ততোহন্যং রথমাদায় মেঘনাদো মহাবলঃ । ৯৭ ।

শীঘ্রং ব্রহ্মাস্ত্রমাদায় বন্ধা বানরপুঙ্গবম্ ।

নির্নায় নিকটং রাজ্ঞো রাবণস্য মহাবলঃ । ৯৮ ।

যস্য নাম সততং জপন্তি যে-

ইজ্ঞানকর্ম্মকৃতবন্ধনং ক্ষণাৎ ।

সদ্য এব পরিমুচ্য তৎপদং

যাস্তি কোটিরবিতাস্বরং শিবম্ । ৯৯ ॥

মুদার ধারণ পূর্বক পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় উর্দ্ধদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল ঐ সময় ইন্দ্রজিৎ শিলী মুখ পাশ দ্বারা হুম্মানকে বন্ধন করিয়া অক্ষ বাণ দ্বারা মস্তক, ছয় বাণ দ্বারা বক্ষস্থল, এক বাণ দ্বারা পাদযুগল বিদ্ধ করিয়া অতি বোরতর সিংহনাদ করিল । পরে হুম্মান্ সহর্ষে মুদার দ্বারা অশ্ব ও [সারথিকে চূর্ণায়মান করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে যম সদনে প্রেরণ করিল । অনন্তর মহাবীৰ্য্য মেঘনাদ রথাস্তর আরোহণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা মারুতিকে বন্ধন পূর্বক রাক্ষসাধিপ দশাননের সমীপে গমন করিল । যে ঐরামের নাম নিরন্তর স্মরণ করিলে লোকে অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ পরমাত্মা ঐরামের পাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকে মারুতি সেই ঐরামের পাদপদ্ম সর্বদা হৃৎপদ্মে সংস্থাপন

তসৈব রামণ্য পদাঙ্কং সদা
হংপদ্যমধ্যে স্থনিধান মারুতিঃ ।

করিয়া সর্বদা সমস্ত বন্ধনে নিমুক্ত আছে, অতএব সামান্য
পাশ দ্বারা তাহাকে বন্ধন করা বিফল । ১৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭।
১৮। ২২। ১০০।

সদৈব নিমুক্তসমস্তবন্ধনঃ
কিন্তুস্য পাশৈরিতরৈশ্চ বন্ধনৈঃ ? ॥ ১০০

ইতি ত্রিমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
সুন্দরাকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ইতি ত্রিমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
সুন্দরাকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

যান্তং কপীন্দ্রং ধৃতপাশবন্ধনং
বিলোকয়ন্তং নগরং বিভীতবৎ ।
অতাড়য়শ্মুখিতলৈঃ সুকোপনাঃ
পৌরাঃ সমস্তাদনুজান্ত ঐক্ষিতুম্ । ১।
ব্রহ্মাস্ত্রমেনং ক্ষণমাত্রসঙ্কমং
কুড়া গতং ব্রহ্মবরেণ সত্বরম্ ।
জাড়া হনুমানপি কল্লুরজ্জুতি
ধৃতো যযৌ কার্যাবিশেষগৌরবাৎ । ২।

সভান্তরস্থস্য চ রাবণস্য তং
পুরো নিধায়াহ বলারিজিতদা ।
বদ্ধো ময়া ব্রহ্মবরেণ বানরঃ
সমাগতোহনেন হতা মহাসূরাঃ ॥ ৩ ॥
যদ্যুক্তমত্রার্থ্য ! বিচার্য মন্ত্রিভি-
র্বিধীয়তামেষ ন লৌকিকো हरिः ।
ততো বিলোক্যাহ স রাক্ষসেশ্বরঃ
প্রহস্তমগ্রে স্থিতমঞ্জনাঙ্গিতম্ । ৪ ।

মহাদেব কহিলেন ।—মেঘনাদ কর্তৃক ব্রহ্মপাশ নিবদ্ধ হইয়া
মারুতি লঙ্কাপুরী দেখিতে দেখিতে ভীত জনের ন্যায় গমন
করিতে লাগিল, ঐ সময় পুরবাসী রাক্ষসগণ মারুতিকে
দেখিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া মুষ্টি দ্বারা তাড়ন করিতে
লাগিল । ব্রহ্মপাশ ব্রহ্মদত্ত বর নিবন্ধন ক্ষণ কাল মারুতিকে
স্পর্শ করত সত্বরই অন্তর্হিত হইল । হনুমান্ ব্রহ্মপাশ
অন্তর্হিত হইয়াছে জানিয়াও রাবণকে দেখিবার জন্য
রজ্জু বদ্ধ প্রাণ গমন করিল । ইন্দ্রজিৎ মারুতিকে সভা

মধ্যস্থ রাবণের সমীপে আনয়ন করিয়া কহিল, হে
আর্য্য ! আমি এই হনুমানকে ব্রহ্মপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া
আনয়ন করিয়াছি—মহাসূর রাক্ষসগণ এই মারুতি কর্তৃক
নিহত হইয়াছে, অতএব মন্ত্রিগণের সহিত বিচার করিয়া যে
যুক্তি হয় বিধান করুন, কিন্তু এই বানরকে সামান্য বলিয়া গণ্য
করিবেন না । অনন্তর রাক্ষসাদিগণ সম্মুখস্থ প্রহস্তকে
সম্বোধন করিয়া কহিল, হে প্রহস্ত ! এই বানরকে জিজ্ঞাসা কর,
কি কারণ—কোন স্থান হইতে সমাগত হইয়াছে, এবং কি
কারণে বল দ্বারা বন সমূহ ও রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়াছে ।

প্রহস্ত পৃষ্টেনমসৌ কিমাগতঃ ।

কিমত্র কার্য্যং কুত এব বানরঃ ।

বনং কিমর্থং সকলং বিনাশিতং

হতাঃ কিমর্থং মম রাক্ষসা বলাৎ । ৫ ।

ততঃ প্রহস্তো হনুমন্তমাদরাৎ

পপ্রচ্ছ কেম প্রহিতোহসি ? বানর ! ।

তস্মৎ চ তে ম স্তু বিমোক্ষ্যসে ময়া

সত্যং বদস্বাখিলরাজসন্নিধৌ । ৬ ।

ততোহতিহর্য্যাপবনান্নজো রিপুং

নিরীক্ষ্য লোকত্রয়কণ্টকাস্বরম্ ।

বক্তুং প্রচক্রে রঘুনাথসংকথাং

ক্রমেণ রামং মনসা স্মরন্তু হুঃ ॥ ৭ ॥

শৃণু স্কুটং দেবগণাশ্রমিত্র হে

রামস্ত দূতোহহমশেষহুংস্থিতেঃ ।

বস্তুখিলেশম্য হতাধুনা ত্বয়া

ভার্য্যা স্বনাশায় শুন্যেব সঙ্ঘবিঃ ॥ ৮ ॥

স রামবোহভ্যোত্য মতঙ্গপর্কতং

সুগ্ৰীবমৈত্রীমনলম্ সন্নিধৌ ।

অনন্তর প্রহস্ত মাকৃতিকে সমাদরে ভিজ্ঞাসা করিল—হে বানর !
তুমি কোন্ জন কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, নির্ভয় হইয়া নিখিল
রাজ্যাধিপতি দশাননের সমীপে সভা বাক্যে প্রকাশ কর—
তোমাকে বন্ধন হইতে মোচন করিব । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ ।

অনন্তর হনুমান্ ত্রিহুবনের কটক স্বরূপ রাবণকে দর্শন
করিয়া বারম্বার ত্রীরামকে মনে মনে স্মরণ করত ত্রীরামের সং-
কথা কহিতে আরম্ভ করিল—হে দেবামিত্র ! যে জগদীশ্বর ত্রীরা-
মের ভাৰ্য্যা জগজ্জননী সীতা কুর্কর কর্তৃক বজ্রীয় হবি প্রায় তোমা
কর্তৃক আশ্রয়বিলাসার্থ অপহৃত হইয়াছেন, আমি সেই ত্রীরাম

কৃষ্টকবাণেন নিহত্য বালিগং

সুগ্ৰীবমেবাধিপতিং চকার তম্ । ৯ ।

স বানরাণামধিপো মহাবলী

মহাবলৈর্কানরযুধকোটিভিঃ ।

রামেণ সাক্ষিং সহ লক্ষ্মণেন ভো

প্রবর্ষণেহমর্ষযুতোহবতিষ্ঠতে ॥ ১০ ॥

সঞ্চোদিতান্তেন মহাহরীশ্বরা

ধরাসুতাং মার্গয়িতুং দিশৌ দশ ।

তত্রাহমেকঃ পবনান্নজঃ কপিঃ

সীতাং বিচিন্তন্ শনকৈঃ সমাগতঃ । ১১ ।

দৃষ্ট্বা ময়া পদ্মপলাশলোচনা

সীতা কপিভাষিপিনং বিনাশিতম্ ।

দৃষ্ট্বা ততোহহং রভসা সমাগতান্

মাং হস্তকামান্ ধৃতচাপসায়কান্ ॥ ১২ ॥

ময়া হতান্তে পরিরক্ষিতুং বপুঃ

প্রিয়ো হি দেহোহখিলদেহিনাং প্রভো ! ।

প্রেরিত হৃত । ঐ রঘুর পর্কতোপরি আগমন করিয়া সুগ্ৰীবের
সহিত অনল সমক্ষে মিত্রতা করত এক নাজ বাণ দ্বারা বালিকে
নিধন করিয়া ঐ সুগ্ৰীবকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছেন । বানর-
গণের অধিপতি মহাবল পরাক্রম সুগ্ৰীব মহাবল সম্পন্ন কোটি
বানর যুধ ও ত্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিত হইয়া ধরাসুতা
সীতার অন্বেষণার্থ মহা প্রতাপশালী কপিগণকে নানা দিকে
প্রেরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমি পবন তনয় এক বানর
সীতার অন্বেষণার্থ এই স্থানে সমাগত হইয়াছি । ৭ । ৮ ।
৯ । ১০ । ১১ ।

অনন্তর আমি পদ্মপলাশলোচনা জনক ভূমিতা জানকীকে
নিরীক্ষণ করিয়া বনচর বানরের স্বভাব বশত বন সমূহ নষ্ট
করিয়াছি, অন্তরগণ ঐ বিনাশিত বন সমূহ দর্শন করিয়া

ব্রহ্মাঙ্গপাশেন নিবধ্য মাং ততঃ
 সমাগমশ্চেন্নিনিদনামকঃ ॥ ১৩ ॥
 স্পৃষ্টৈর্ মাং ব্রহ্মরসপ্রভাবত-
 স্ত্যক্তা গতিং সর্বমবৈষি রাবণ ! ।
 তথাপ্যহং বদ্ধ ইবাংগজো হি তং
 প্রবক্তু কামঃ কল্পণারসাদ্রবীঃ ॥ ১৪ ॥
 বিচার্য লোকেষু বিবেকতো গতিং
 ন ব্রাহ্মণীং বুদ্ধিমুপৈহি রাবণ ! ।
 দৈবীং গতিং সংসৃতিমোক্কেহেতুকীং
 সমাশ্রয়তাত্ত্বহিতায় দেহিনঃ ॥ ১৫ ॥
 ত্বং ব্রাহ্মণোহু তুমবংশসম্ভবঃ ।
 পৌলস্ত্যপুত্রোহসি কুবেরবান্ধবঃ ।

দেহাঙ্গবুদ্ধ্যাপি চ পশ্য রাক্ষসো
 নাস্ত্যঙ্গবুদ্ধ্যা কিম্ব রাক্ষসো ন হি ॥ ১৬ ॥
 শরীরবুদ্ধীন্দ্ৰিয়দুঃখসমৃতি-
 ন তেন চ ত্বং তব নির্বিকারতঃ ।
 অজ্ঞানহেতোশ্চ তথৈব সমুত্তে
 রসম্ভবমস্থাঃ স্বপতো হি দৃশ্যবৎ ॥ ১৭ ॥
 ইদং তু সত্যং তব নাস্তি বিক্রিয়া
 বিকারহেতুর্ন চ তেহদ্বয়ত্বতঃ ।
 যথানভঃ সর্বগতং ন লিপ্যতে
 তথা ভবান্ দেহগতোহপি সূক্ষ্মকঃ ।
 দেহেদ্ভিন্নপ্রাণশরীরসম্বত-
 স্ত্বাশ্চেতিবুদ্ধ্যাখিলবদ্ধতাগতবেৎ ॥ ১৮ ॥

ধনুর্কাণ ধারণ পূর্বক আমাকে বিনাশ করিবার জন্য
 বিছাডের নায়ক সত্ত্বর সমাগত হইলে আমি স্বকীয় শরীর
 সংরক্ষণার্থ তাহাদিগকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছি,
 কারণ সমস্ত জীবেরই দেহ অতিশয় প্রিয়তম । পরে মেঘনাদ
 আমাকে ব্রহ্মপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া এখানে আনয়ন
 করিয়াছে । হে দশানন ! ঐ ব্রহ্মপাশ বন্ধ দত্ত বরাভিভূত
 হেতু আমাকে স্পর্শ করিয়াই অন্তর্হিত হইল, তাহা
 জানিয়াও আমি তোমাকে হিতোপদেশ দিবার জন্য দয়ার্জ
 চিত হইয়া পাশবদ্ধ প্রায় তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি, হে
 মহাবল ! তুমি বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরমার্থ বিচার করত
 অনর্থহেতু ব্রাহ্মস বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া জীবের মুক্তির হেতুভূত
 দৈবী গতি সমাশ্রয় কর—হে দশানন ! দেহই আত্মা এইরূপ
 অভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা ব্রাহ্মসত্ত্ব প্রযুক্ত এই মুক্তিসমূহে আমার
 অধিকার হইতে পারে না একথাও বলিয়া হইতে পারে না, যে
 হেতু তুমি উক্ত বংশ সম্ভূত—মুনিবর পুণ্ড্র-ভনর ও
 কুবের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, অতএব ব্রাহ্মণের সর্বথাই মুক্তি

মার্গে অধিকার বিদ্যমান আছে । দেহ হইতে আত্মা অতি-
 রিক্ত এরূপ ভেদ বুদ্ধি করিলেও তুমি ব্রাহ্মস নহ কিম্ব
 ব্রাহ্মণ জন্য শরীর বিশিষ্ট আত্মাও ব্রাহ্মণ বলিয়া অঙ্গীকৃত
 হইবে, অতএব তুমি নির্বিকার জ্ঞানময় আত্মা স্বরূপই নিশ্চিত
 হইলে শরীর, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দুঃখ সমূহের সম্বন্ধী নহে এবং
 শরীরাদিও তোমার নহে এবং নিশ্চিত জনের স্বপ্ন দৃষ্ট মণি
 রত্নাদি প্রায় অজ্ঞানের কারণীভূত পুন্ড্র দারাদিও সংপদার্থ
 নহে, হে দশানন ! বিকার ও বিকারের কারণ কিছুমাত্রই
 তোমাতে লক্ষিত হইতেছে না এই যথার্থ কহিলাম । যে
 প্রকার আকাশ কিতাদি সমস্ত পদার্থ সঙ্গত হইয়াও কোন
 এক পদার্থে সংলিপ্ত নহে, সেই প্রকার তুমি অঙ্গ রূপে
 দেহগত হইয়াও ঐ দেহে সংলিপ্ত নহ, দেহই আমি এই
 রূপ ভেদে জানী পুরুষই এই অপার ভব সংসারে নিবদ্ধ
 হইয়া থাকে জ্ঞানময় অজ্ঞান অনন্তর আনন্দস্বরূপ, এইরূপ
 দেহ ভিন্ন জ্ঞানবান্ হইলেই জীবাত্মা ঐ ভবজ্ঞান হইতে

চিন্মাত্রমেবাহমজোহমক্ষরো।

জ্ঞানন্দভাবোহহমিতি প্রমুচ্যতে।

দেহোহপানাত্মা পৃথিবীবিচারজ্ঞো

ন প্রাণ আত্মানিল এষ এষ সং ॥ ১৯ ॥

মনোপ্যহঙ্কারবিকার এষ নো

ন চাপি বুদ্ধিঃ প্রকৃতের্বিকারজা।

আত্মা চিদানন্দময়োহবিকারবান্

দেহাদিসজ্জাদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ ॥ ২০ ॥

নিরঞ্জনো মুক্ত উপাধিতঃ সদা

জ্ঞাত্বৈব মাত্মানমিত্যো বিমুচ্যতে।

অতোহহমাত্যন্তিকমোক্সসাধনং

বক্ষ্যে শৃণুস্বাবহিতো মহামতে! ॥ ২১ ॥

বিশোধিত্ত্বং তত্ত্বিঃ সুবিশোধনং ধিয়-

স্ততো ভবেজ্জ্ঞানমতীৰ্ণ নির্মলম্।

বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেত্ততঃ

সমাধ্বিনিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ ॥ ২২ ॥

মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং দেহ পৃথিবীর বিকার জন্য
আত্মা হইতে ভিন্ন বায়ু স্বরূপ—প্রাণও আত্মা হইতে ভিন্ন,
অহঙ্কারের বিকার স্বরূপ মনও আত্মা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির,
বিকার জন্য বুদ্ধিও আত্মা হইতে ভিন্ন, কিন্তু আত্মাকে
নির্বিকার নিরঞ্জন আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিলেই
জীব ভব বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, ওহ
মহামতে! জ্ঞানকে অভ্যস্ত মুক্তি সাধন উপদেশ প্রদান
করিতেছি অবগত কর—পরমাত্মা সনাতন বিষ্ণুতে ভক্তি হইলেই

অতো ভজস্বান্য হরিং রম্যপতিং

রামং পুরাণং প্রকৃতেঃ পরং বিভূম্।

বিসৃজ্য মোর্খ্যং হৃদি শক্তিভাবনাং

ভজস্ব রামং শরণাগতপ্রিয়ম্।

নীতাং পুরঙ্কৃত্য নপুত্রবান্ধবো

রামং নমস্কৃত্য বিমুচ্যসে তস্যৎ ॥ ২৩ ॥

রামং পরাত্মানিমমভাবয়ন্ জনো

ভক্ত্যা হৃদিভুং সুখরূপমধ্বয়ম্।

কথং পরং তীরমবাপুয়াজ্জনো

ভবাস্থুর্ধেদুঃখভরঙ্গমানিনঃ ? ॥ ২৪ ॥

নোচেত্বমজ্ঞানময়েন বন্ধিনা

জলন্তমাত্মানিমরক্ষিতারিবৎ।

বুদ্ধি সংশোধন হয়। পরে অত্যন্ত নির্মল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।
অনন্তর বিশুদ্ধ তত্ত্বানুভব হয়, পরে সম্যক তত্ত্ব জ্ঞান লাভ
করিয়া জীবাত্মা পরমব্রহ্ম পদে সংশীন হয়—হে দর্শানন!
অন্য মূর্খতা ও শত্রু ভাব পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম
রম্যপতি শরণাগত-প্রিয় শ্রীরামকে ভজনা কর এবং পুত্র বান্ধব-
গণের সহিত মিলিত হইয়া জানকীর সহিত শ্রীরামকে নমস্কার
করিয়া সমস্ত ভীতি হইতে মুক্তি লাভ কর, হে রাক্ষসা-
ধিপ! যে জন পরমাত্মা সুখ স্বরূপ শ্রীরামকে হৃৎপদ্মে ভাবনা
করেনা—ও হুয়াত্মা জড় মতি—কি প্রকারে দুঃখ স্বরূপ
ভরঙ্গমালা বিশিষ্ট এই ভবাস্থি সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবে?
যদি ও শরণাগত-প্রিয় শ্রীরামকে ভজনা না কর তবে অজ্ঞান
স্বরূপ অগ্নি দ্বারা দহমান জীবাত্মা-সহায় হীন শত্রু প্রায়
নিহত হইবে, যাহার জ্ঞান সমুৎপন্ন না হয় তাহার স্বকৃত

নয়ন্তোধোহঃ স্বকৃতিশ্চ পাতকৈ-

বিমোক্ষক। ন চ তে ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

শ্রদ্ধা মৃতাস্বাদমানভাবিতং

তদ্বাসুর্নেদৈশককরোহিসুরঃ ।

অমৃষ্যমাণোহিতিক্রবা কপীশ্বরং

জগাদ রক্তাস্তবিলোচনো জলন্ ॥ ২৬ ॥

কথং মমাগ্রে বিলপস্তভীতবৎ ?

প্লবঙ্গমানামধমোহসি ছুষ্ঠধীঃ ।

ক এষ রামঃ কতমো বনেচরো ?

নিহস্মি স্ত্রীীবযুতং নরাধমম্ ॥ ২৭ ॥

ত্বাং চাদ্য হত্বা জনকাত্মজাং ততো

নিহস্মি রামং সহলক্ষণং ততঃ ।

স্ত্রীীবমগ্রে বলিনং কপীশ্বরং

সবানরৈর্হন্যচিরেণ বানর ! ।

শ্রদ্ধা দশগ্রীববচঃ স মারুতি-

বিরুদ্ধকোপেন দহন্তিবাসুরম্ ॥ ২৮ ॥

ন মে সমা রাবণকোটরোহধমা

রামস্ত দামোহমপারবিক্রমঃ ।

শ্রদ্ধাতিকোপেন হনুমতো বচো

দশাননো রাক্ষসমেকমব্রবীৎ ॥ ২৯ ॥

পার্শ্বে স্থিতঃ মারুতঃ খণ্ডশঃ কপিং

পশ্যন্ত সর্কেহসুরমিজবান্ধবাঃ ।

নিবারয়ামাস ততো বিভীষণো

মহাসুরং সায়ুধমুদ্যতং বধে । ৩০ ।

রাজন্ বধাহোঁ ন ভবেৎকথঞ্চন !

প্রতাপযুক্তৈঃ পররাজবানরঃ ।

হতেহস্মিন বানরে দূতে বার্তাং কো বা নিবেদয়েৎ

রামায় ত্বং যমুদ্दिश्य বধায় সমুপস্থিতঃ । ৩১ ।

পাতক হইতে বিমুক্তি শকাও হইতে পারিবে না । ১২ । ১৩ ।

। ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ ।

। ২৪ । ২৫ ।

দেবতা বিরোধী দুঃশাস্ত্রা দশানন মাকতির এই অমৃত
কণ্ঠ হিতকর বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধে জলদগ্নি প্রায় হইয়া
অরক্তিম নরনে মাকতিকৈ কহিল—রে ছুষ্ঠ বুকে ! তুমি
বানরাধম হইয়া আমার নিকট নির্ভয়ে প্রণাম করিতেছ, সেই
রাম কে? বনচারী—তুমিই বা কে? অদ্যই তোমাকে যম
সদনে প্রেরণ করিয়া জনক-তনয়া সীতাকে বিনাশ করিব,
পরে রাম লক্ষণ ও বানরগণের সহিত কপীশ্বর স্ত্রীীবকে
অচির কাল মধ্যে বিনাশ করিব । অনন্তর মাকতি দশবন্ধ

রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপানলে তাহাকে তন্মসাৎ
করিতে উদ্যত হইয়া কহিল, রে রাবণ ! আমি ত্রিভুবনেশ্বর
শ্রীরামের বিক্রমশালী দাস বটে, কিন্তু তোমার মত কোটি
রাবণও আমার তুল্য হইতে পারে না । দশানন মাকতির বাক্য
শ্রবণে অতি কোপায়িত হইয়া পার্শ্বস্থ এক রাক্ষসকে কহিল,
হে রাক্ষস ! এই বানরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া যম সদনে প্রেরণ
কর । দেবতাগণ, মিত্রগণ ও বান্দবগণ অবলোকন করুক ।
অনন্তর মাকতির নিধনে সমুদ্যত মহাবল রাবণকে নিবারণ
করত বিভীষণ কহিল—হে রাজন্ ! পররাজ্য হইতে সমাগত
বিক্রমশালী বানর কদাচ বধাহঁ হইয়া না, এই রাম-দূত বানর
নিহত হইলে যে-কোনো রাক্ষসকে উদ্দেশ্য করিয়া বানর বধে সমুদ্যত

অতো বধসমং কিঞ্চিদন্যচ্ছিত্ত্ব বানরৈঃ ।
 সচিক্ৰো গচ্ছতু হরিষং দৃষ্ট্বা বাস্যতি ক্রতম্ ॥
 রামঃ স্ত্রীবসহিতস্ততো যুদ্ধং ভবেত্তব ।
 বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণোহপ্যেতদব্রवी ॥ ৩৩ ॥
 বানরাণাং হি লাক্সুলে মহামানো ভবেৎকিল ।
 অতো বস্ত্রাদিভিঃ পুচ্ছং বেষ্টয়িত্বা প্রযত্নতঃ ॥ ৩৪ ॥
 বহিনা যোজয়িত্বৈনং ভ্রাময়িত্বা পুরেহতিতঃ ।
 বিসজ্জ্যস্বত পশুন্ত সৰ্বৈ বানরযুথপাঃ ॥ ৩৫ ॥
 তথৈতি শনপট্টৈশ্চ বস্ত্রৈরন্যৈরনেকশঃ ।
 তৈলাতৈর্কৈক্যামাশূল্যাক্সুলং মারুতেদৃঢ়ম্ ॥ ৩৬ ॥

পুচ্ছাণ্ডে কিঞ্চিদনলং দীপয়িত্বাথ রাক্ষসাঃ ।
 রজ্জুভিঃ সুদৃঢ়ং বন্ধা ধৃত্বা তং বলিনোহমুরাঃ ॥ ৩৭ ॥
 সমস্তাদ্ভ্রাময়ামাস্ত্বেচোরোহয়মিতি বাদিনঃ ।
 তূৰ্ব্বঘোষৈর্ঘোবরস্তস্তাভয়ন্তো মুহুমুহুঃ ॥ ৩৮ ॥
 হনুমতাপি তৎসৰ্বং সোঢ়ং কিঞ্চিচ্চিকীৰ্ণা ।
 গত্বা তু পশ্চিমদ্বারসমীপং তত্র মারুতিঃ ॥ ৩৯ ॥
 স্তম্ভো বভূব বন্ধেভ্যো নিঃসৃতঃ পুনরপ্যসৌ ।
 বভূব পৰ্বতাকারস্তত উৎপ্লুত্যা গোপুরম্ ॥ ৪০ ॥
 তত্রৈকং স্তম্ভমাদার হত্বা তান্ রক্ষিণঃ ক্ৰণাৎ ।
 বিচার্য কার্য্যশেষং সঃ প্রাসাদাগ্রাদ্ গৃহাদ্ গৃহম্ ॥
 উৎপ্লুত্যাৎপ্লুত্যা সন্দীপ্তপুচ্ছেন মহতা কপিঃ ।
 দদাহ লক্ষ্মামখিলাং সাত্তপ্রাসাদতোরণাম্ ॥ ৪২ ॥

হইয়াছে ঐ রামকে নীভার বার্তাইবা কে বিজ্ঞাপন করিবে ?
 অতএব বানরকে বধ অপেক্ষা কোন এক চিহ্নে চিহ্নিত করাই
 কর্তব্য, বানর এইরূপ চিহ্নিত হইয়া রাম সমীপে গমন করুক ;
 যেসকল চিহ্ন দর্শন করিয়া ত্রীরাম স্ত্রীবেশ সহিত সত্ত্বর
 আগমন করিলে তাহার সহিত তোমার যুদ্ধ হইবে, রাবণ
 বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে রাক্ষসগণ !
 বানরেরা লাক্সুলে অত্যন্ত অভিমান করিয়া থাকে অতএব
 স্নাতক বস্ত্র দ্বারা লাক্সুল বেষ্টিত করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন করত
 পুর মধ্যে চতুর্দিকে ঘূর্ণিত করিয়া পরিত্যাগ কর, বানরগণ
 দর্শন করিবে । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ ।
 ৩৪ । ৩৫ ।

মহাবল অমুরগণ তাহাই কর্তব্য বিবেচনা করিয়া
 স্নাতক শন বস্ত্র পট্ট বস্ত্র ও অন্যান্য নানাপ্রকার বস্ত্র দ্বারা
 মারুতির লাক্সুল দৃঢ়রূপে বেষ্টিত করিয়া তদগ্রভাগে
 কিঞ্চিদ্বহি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল । পরে রজ্জু দ্বারা

মারুতিকে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া “এই বানর চোর” এই
 কথা কহিতে কহিতে চতুর্দিকে ভ্রমণ করাইতে লাগিল,
 এবং নানাবিধ বায়োদম করত পুনঃপুনঃ তাড়ন করিতে
 আরম্ভ করিল । হনুমান রাবণের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট করিবার
 বাসনার রাক্ষসের দুঃসহ ব্যাপারও কিঞ্চিৎ কাল সহ্য করিল ।
 পরে পূর্বীর পশ্চিম দ্বারে গমন করিয়া স্তম্ভ রূপ ধারণ
 করত রজ্জুবন্ধন হইতে নিঃসৃত হইয়া পুনর্বার পৰ্বতাকার
 শরীর ধারণ করিল, অনন্তর পূর্বদ্বারের উপরিভাগে উল্লঙ্ঘন
 করিয়া একস্তম্ভ গ্রহণ করত ক্রণকাল মধ্যে রাক্ষসগণকে
 চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল । বুদ্ধিমান মারুতি অপর কি
 কর্তব্য এইটি বিশেষ রূপ চিন্তা করিয়া প্রাসাদের উপরি
 ভাগ হইতে প্রতি গৃহে ক্রমশ উল্লঙ্ঘন করত প্রজ্জ্বলিত মহা-
 লাক্সুলি দ্বারা অট্টালিকা ও ভোরণের সহিত সমস্ত লক্ষাপুরী

হা তাত্ । পুত্র । নাথৈতি ক্রন্দমানীঃ সমস্ততঃ ।
 ব্যাণ্ডাঃ প্রাসাদশিখরেইপ্যাকৃতা দৈত্যাযোষিতঃ ॥
 দেবতা ইব দৃশ্যন্তে পতন্ত্যঃ সাংকেইখিলাঃ ।
 বিভীষণগৃহং তাক্ । সর্বং গম্মীকৃতং পুরম্ । ৪৪ ।
 তত উৎপ্লুতা জলম্বো হনুমান্মাকতাজ্জঃ ।
 লাক্ষ্মীং মঞ্জরিত্রাস্তঃ স্বস্থচিত্তো বভূব সং । ৪৫ ।
 বারোঃ শ্রিয়সিখিতাচ্চ সীতরা প্রার্থিতোহনলঃ ।

ভয়সাং করিল। বহি পরিখ্যাপ্ত হইলে সমস্ত পূর্ববাসী
 রাক্ষসগণ হা তাত! হা পুত্র! হা নাথ! ইত্যাকার শব্দ
 করত চতুর্দিকে রোদন করিতে লাগিল। প্রাসাদ শৃঙ্গো-
 পুরি সমাকৃতা রাক্ষসীগণ অগ্নি মধ্যে নিপতিত হইয়া দেবতা
 প্রায় প্রতীক্ষমান হইতে লাগিল, বিভীষণের গৃহ ব্যতীত
 সমস্ত লক্ষ্মীপুরী ভস্মভূতা হইল। অনন্তর হনুমান মাকতি
 উলক্ষন করিয়া জল মধ্যে লাক্ষ্মীল নিমগ্ন করত সুস্থ চিত্তা-
 হৃতব করিল। হনুমান বহির প্রিয় সখা প্রযুক্ত বিশেষতঃ
 সীতা দেবীর প্রার্থনা-হেতু অনল মাকতির লাক্ষ্মীল দহন করে

ন দদাহ হরেঃ পুচ্ছং বভূবাত্যস্তশীতলঃ । ৪৬ ।

যম্মামসং স্মরণধৃতসমস্তপাপা-

স্তাপত্রয়ানলমপীহ তরন্তি সত্ত্বঃ ।

তস্মৈব কিং রঘুবরশ্চ বিশিষ্টদূতঃ

সস্তপ্যতে কথমসৌ প্রকৃতানলেন ? । ৪৭ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৪৮ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৪৯ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫০ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫১ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫২ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৩ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৪ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৫ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৬ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৭ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৮ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৯ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬০ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬১ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬২ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৩ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৪ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৫ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৬ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৭ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৮ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৯ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭০ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭১ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭২ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৩ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৪ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৫ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৬ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৭ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৮ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৯ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮০ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮১ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮২ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৩ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৪ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৫ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৬ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৭ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৮ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৯ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯০ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯১ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯২ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৩ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৪ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৫ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৬ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৭ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৮ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৯ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ১০০ ।

নাই অতএব অত্যন্ত শীতল হইল। বাঁহার নাম স্মরণ
 করিলে সমস্ত পাপ নিশ্চয় হইয়া তৎক্ষণাৎ তাপত্রয়ানল
 অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভৌতিক ও দৈবী অনল, সমস্তরূপে
 পার্বে ঐ রামের প্রধান দূত মাকতি সাধারণ বহি দ্বারা
 কেন পরিতপ্যমান হইবে? ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।
 ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭।

ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৪৮ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৪৯ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫০ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫১ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫২ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৩ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৪ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৫ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৬ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৭ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৮ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৫৯ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬০ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬১ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬২ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৩ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৪ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৫ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৬ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৭ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৮ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৬৯ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭০ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭১ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭২ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৩ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৪ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৫ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৬ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৭ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৮ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৭৯ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮০ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮১ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮২ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৩ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৪ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৫ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৬ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৭ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৮ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৮৯ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯০ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯১ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯২ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৩ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৪ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৫ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৬ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৭ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৮ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ৯৯ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ঃ ১০০ ।

পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ।

ততঃ সীতাং নমস্কৃত্য হনুমানব্রবীদচঃ ।
 আক্কাপন্নতু মাং দেবি ! ভবতী রামসন্নিধিम् । ১
 গচ্ছামি রামস্তাং দ্রষ্টুমাগমিষ্যতি সানুজঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা ত্রিঃ পরিক্রম্য জ্ঞানকীং মারুতাস্বজঃ । ২।
 প্রণম্য প্রস্থিতো গন্তুং ইদং বচনমব্রবীৎ ।
 দেবি ! গচ্ছামি তদ্রং তে তুর্গং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্ ॥ ৩
 লক্ষ্মণং চ সস্তুগ্রীবং বানরাযুতকোটিভিঃ ।
 ততঃ প্রাহ হনুমন্তং জ্ঞানকী দুঃখকর্ষিতা ॥ ৪ ॥
 ভ্রাতৃং দৃষ্ট্বা বিস্মৃতং হুঃখমিদানীং ত্বং গমিষ্যসি ।
 ইতঃ পরং কথং বর্তে রামবার্তাশ্রুতিং বিনা ? ॥ ৫

মহাদেব কহিতেছেন।—এই প্রকারে লক্ষাপুরী ভস্মীকৃত হইলে মারুতি জগন্নাভা জ্ঞানকীকে প্রণাম করিয়া কহিল—
 হে দেবি ! আমি জীরাম সন্নিধানে গমন করি আপনাকে আক্কা করুন—জীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে আপনাকে দেখিবার জন্য সত্তর এই স্থানে আগমন করিবেন। এই বলিয়া পবন তনয় সীতাকে বারতর প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রণাম করিয়া কহিল—হে দেবি ! আমি এস্থান হইতে গমন করি, আপনার মনের বাসনা পূর্ণ হইবে, অচির কাল মধ্যেই রাম, লক্ষ্মণ ও অযুত কোটি বানরগণের সহিত সূগ্রীবকে দর্শন করিবেন। অনন্তর জ্ঞানকী মারুতিকে কহিলেন—হে হনুমন্ ! আমি তোমাকে দেখিলা অবধি সমস্ত হুঃখই বিস্মৃত হইয়াছি, এক্ষণে জীরাম সন্নিধানে গমন কর, কিন্তু ইহার পরে জগতের জীবন-স্বরূপ জীরামের বার্তা শ্রবণ করিলা কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব ? । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ ।

মারুতিকবাচ ।

যত্বেবং দেবি ! মে স্কন্ধমারোহক্ষমাভ্রতঃ ।
 রামেণ যোজয়িষ্যামি মন্যেসে যদি জানকি ! । ৬ ।
 রামঃ সাগরমাশোষ্য বঙ্কা বা শরপঙ্কজৈঃ ।
 সীতোবাচ ।
 আগত্য বানরৈঃ সার্দ্ধং হৃদা রাবণমাহবে ॥ ৭ ॥
 মাং নরেন্দ্রাদি রামস্য কীর্ত্তিত্বতি শাশ্বতী ।
 অতো গচ্ছ কথং চাপি প্রাণান্ সঙ্কারাম্যাহম্ ॥
 ইতি প্রস্থাপিতো বীরঃ সীতয়া প্রনিপত্য তাম্ ।
 জগাম পর্বতম্যাগ্রে গন্তুং পারং মহোদধেঃ ॥ ৮ ॥

মারুতি কহিল—হে দেবি ! যদি রাম বিরহে এই প্রকার শোক ব্যাকুল হইলেন, তবে আমার স্কন্ধোপরি আরোহণ করুন স্কন্ধকাল মধ্যেই আপনাকে রামের সহিত মিলন করাইয়া শোকানল নির্কণ করিব।

সীতা কহিলেন—হে পবনোজ ! যদি তোমার স্কন্ধোপরি পূর্বক রাম সন্নিধানে গমন করি তাহা হইলে রামের অন্তঃকরণ আমার প্রতি কুংসা প্রবর্তমান হইবে—জীরাম কহিবেন যে অবলা জ্ঞানকী স্ত্রী হইয়া বানরের স্কন্ধারোহণ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছে—হে ভাতঃ ! স্ত্রী জাতির দোষাভ্য দর্শন কর—হে বানরগণ ! তোমার স্কন্ধারোহণ করিয়া গমন না করিবার অন্য কারণও কহিতেছি শ্রবণ কর। যদি জীরাম এই মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া বানরগণের সহিত এখানে আগমন পূর্বক শর সমূহ

তত্র গঙ্গা মহাসক্তঃ পাদাভ্যাং পীড়য়ন্ গিরিम् ।
 জগাম বায়ুবেগেন পৰ্বতচ্ মহীতলম্ ॥ ১০ ॥
 ততো মহীসমানত্বং ত্রিংশদ্যোজনমুচ্ছিতঃ ।
 মারুতির্গগনান্তস্থো মহাশব্দং চকার সঃ ॥ ১১ ॥
 তং শ্রুত্বা বানরাঃ সৰ্ব্বৈ জ্ঞাত্বা মারুতিমাগতম্ ।
 হর্ষণে মহতাবিষ্টাঃ শব্দং চক্রুর্মহাস্বনম্ ॥ ১২ ॥
 শব্দেনৈব বিজ্ঞানীমঃ কৃতকার্যাঃ সমাগতঃ ।
 হনুমানেব পশুধ্বং বানরা বানরর্ষভম্ ॥ ১৩ ॥
 এবং ক্রবৎসু বীরেষু বানরেষু স মারুতিঃ ।
 অবতীৰ্য্য গিরেশুর্দ্ধি বানরানিদমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

দৃষ্ট্বা সীতা ময়া লক্ষা ধর্ষিতা চ সকাননা ।
 সম্ভাবিতো দশগ্রীবস্ততোহহং পুনরাগতঃ ॥ ১৫ ॥
 ইদানীমেব গচ্ছামো রামসুগ্রীবসন্নিধিम् ।
 ইত্যুক্ত্বা বানরাঃ সৰ্ব্বৈ হর্ষণালিঙ্গ্য মারুতিম্ ॥ ১৬ ॥
 কেচিচ্চুচুষুর্লাঙ্গুলং ননুতুঃ কেচিদুৎসুকাঃ ।
 হনুমতা সমেতাশ্চে জগ্মুঃ প্রস্রবণং গিরিम् ॥ ১৭ ॥
 গচ্ছন্তো দদৃশুর্বরা বনং সুগ্রীবরক্ষিতম্ ।
 মধুসংজ্ঞং তদা প্রাহুরজ্ঞদং বানরর্ষভাঃ ॥ ১৮ ॥
 ক্ষুধিতাঃ স্মো বয়ং বীর ! দেহানুজ্ঞাং মহামতে !
 ভক্ষয়ামঃ ফলান্যদ্য পিবামোহমৃতবান্ধবু ॥ ১৯ ॥
 সন্তুষ্টা রাঘবং দ্রষ্টুং গচ্ছামোহদ্যৈব সানুজম্ ॥ ২০ ॥

যারা যুদ্ধ করিয়া সবংশ দশাননকে বিনাশ করিয়া আমাদের
 গ্রহণ করেন তাহা হইলে ত্রিভুবনে রামের চিরস্থায়িনী
 কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইবে। অতএব হে কপিবর ! তুমি রামের
 নিকট গমন কর কোন রূপে ক্রেশের সহিত জীবন ধারণ
 করিব। এই প্রকার সীতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া হনুমান্
 সীতাকে প্রনিপাত করিয়া সমুদ্রের উত্তর পারে গমন
 করিবার জন্য পৰ্ব্বতের অগ্রভাগে গমন করিল, মহাবল
 মারুতি ঐ পৰ্ব্বতে গমন করত পাদ দ্বারা পৰ্ব্বতকে পীড়িত
 করিয়া উল্লঙ্ঘন করত বায়ুবেগে সমুদ্রে লঙ্ঘন করিয়া গমন
 করিল, ঐ সময় ত্রিংশৎ যোজন সমুদ্রত পৰ্ব্বত মারুতির
 পাদভরে নত হইয়া পৃথ্বীতলের সমভাবাপন্ন হইল। মারুতি
 আকাশপথে উদ্ভিত হইয়া ঘোরতর নিনাদ করিল, ঐ নিনাদ
 শ্রুতি শ্রবণে মারুতি সমাগত হইতেছে নিশ্চয় করিয়া বানরগণ
 অতিশয় ভীতি চিন্তে প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল—আমরা ঐ শব্দ
 শ্রবণ করিয়া কৃতকার্য্য মারুতি সমাগত হইয়াছে নিশ্চয় করি-
 তেছি, হে বানরগণ এই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে দর্শন কর,
 ইত্যবসরে মারুতি পৰ্ব্বতোপরিভাগে আনন্দিত চিন্তে এই

প্রকার ভাষ্যমান বানরগণ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে
 কহিল—হে কপিগণ ! আমি জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করিয়া
 আসিয়াছি এবং কাননের সহিত লক্ষাপুরী ভস্মভূতা হইয়াছে,
 পরে দশাননকে সম্ভাষণ করিয়া পুনর্বার প্রত্যাগমন
 করিয়াছি। এক্ষণে আমরা সকলে মিলিত হইয়া ত্রিরাম ও
 সুগ্রীবের সরিধানে গমন করিব, বানরগণ এই বাক্য শ্রবণ
 করিয়া হর্ষ মানসে মারুতিকে আলিঙ্গন করিয়া লাঙ্গুলে
 চুষন করিতে লাগিল, কেহ বা হৃত্য করিতে লাগিল। পরে
 মারুতির সহিত বানরগণ প্রস্রবণ পৰ্ব্বতে গমন করত কপি-
 রাজ সুগ্রীব সংরক্ষিত মধু বন দর্শন করিয়া যুবরাজ অঙ্গদকে
 কহিল—হে বীর ! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধা পীড়িত হইয়াছি—
 আজ্ঞা ককন অদ্য নানা প্রকার ফল ভক্ষণ ও মধু পান করিয়া
 সন্তোষ চিন্তে ত্রিরাম ও লক্ষ্মণকে দেখিবার জন্য গমন করি।
 ১৬। ১৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।
 ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

অঙ্গদ উবাচ ।

হনুমান্ কৃতকার্যোহয়ং পিবতৈতৎ প্রসাদতঃ ।
 জঙ্ঘং ফলমূলানি ত্বরিতং হরিসন্তপাঃ । ২১ ।
 ততঃ প্রবিশ্ব হরয়ঃ পাতুমারেতিরে মধু ।
 রক্ষিণস্তাননাদৃতা দধিবক্ত্রেণ নোদিতান্ । ২২ ।
 পিবতস্তাভয়ামাসুর্বানরান্ বানরবর্ষভাঃ ।
 ততস্তান্মৃক্টিভিঃ পাতৈশ্চূর্ণরিজ্জা পপূর্মধু । ২৩ ।
 বানরান্ রুক্ষধুঃ সর্কান্ নিজগ্নশ্চাপি ভূরুহৈঃ ।
 ততঃ সর্কে মহৌজ্জ্বলা ধূতাদধিমুখং কপি । ২৪ ।
 ব্যাপোথয়ন্ ধরণ্যাং বৈদধিবক্ত্রস্যাতাননম্ ।
 চপোটৈর্মৃক্টিভিশ্চাপি ভূশং জঘ্নুঃ কপীশ্বরঃ । ২৫ ।
 ততঃ কৃচ্ছাৎ সমুখায় কপি পোষিত বক্ত্রকঃ ।

ততো দধিমুখঃ ক্রুদ্ধঃ স্ত্রীদমা স মাতুলঃ ।
 জগাম রক্ষিভিঃ সার্ব্বং যত্র রাজা কপীশ্বরঃ । ২৬ ।
 গতা তমব্রবীদেব ! চিরকালান্তিরক্ষিতম্ ।
 নক্টং মধুবনং তেহদ্য কুমারেণ হনুমতা ॥ ২৭ ॥
 শ্রুত্বা দধিমুখে নোক্তং স্ত্রীবো হৃষ্টমানসঃ ।
 দৃষ্ট্বা গতৌ ন সন্দেহঃ সীতাং পবননন্দনঃ ॥ ২৮ ॥
 নো চেন্মধুবনং জ্যেষ্ঠং সমর্থং কো ভবেন্মম ।
 তত্রাপি বায়ুপুত্রোহনং কৃতং কার্য্যং ন সংশয়ঃ । ২৯ ।
 শ্রুত্বা স্ত্রীববচনং হৃষ্টো রামস্তমব্রবীৎ ।
 কিমুচ্যতে ত্বয়া রাজন্ ! বচঃ সীতা কথাস্থিতম্ ? ॥
 স্ত্রীবব্রবীদ্বাক্যং দেব ! দৃষ্টাবনীমুতা ।
 হনুমৎপ্রমুখাঃ সর্কে প্রবিষ্টা মধুকাননম্ । ৩১ ।

অনন্তর যুবরাজ অঙ্গদ কহিলেন—হে হরিসন্তপগণ !
 হনুমান্ সীতা দর্শনে কৃতকার্য্য হইয়া সমাগত হইরাছে এক্ষণে
 সেই জন্য অমৃতোপম মধুপান এবং নানা প্রকার সুপক ফল
 মূল ভক্ষণ কর । অনন্তর বানুরগণ বন-রক্ষক বানরগণকে অনা-
 দর পূর্ব্বক বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অমৃতোপম মধুপান করিতে
 আরম্ভ করিল, ঐ সময় বন-রক্ষক বানরগণ দধিমুখের আদেশ
 শ্রাব্য হইয়া মধুপায়ী বানরগণকে ভাঙন করিতে লাগিল ।
 পরে ভাঙিত বানরেরা মুষ্টি ও পদাঘাত দ্বারা রক্ষকগণকে
 হুণারমান করিয়া ঐ মধুপান করিতে লাগিল । অনন্তর দধিমুখ
 ও অন্যান্য রক্ষকগণ দ্রুত বেগে গমন করিয়া চতুর্দিকে অবস্থিত
 মধুপায়ী বানরগণকে রৌব পূর্ব্বক বৃক্ষ দ্বারা ভাঙন করিতে
 লাগিল । পরে মহাবল মাকতি প্রভৃতি বানরগণ দধিমুখকে
 শিরগ করিয়া ধরণীতলে তাহার মুখ নিষেবণ করিল । অনন্তর

নীড়িত বক্ত্র দধিমুখ ক্রোধ ক্রমে ধরণী হইতে সমুখিত হইয়া
 অতিশয় ক্রোধ পূর্ব্বক রক্ষকগণের সহিত কপিরাজ স্ত্রীব
 সন্নিধানে গমন করিয়া কহিল—হে দেব ! যুবরাজ অঙ্গদ
 ও মাকতি কর্তৃক চিররক্ষিত মধুবন বিনাশিত হইরাছে ।
 দধিমুখের বাক্য শ্রবণে কপিরাজ প্রহুলাস্তঃকরণে কহিল—
 মাকতি নিশ্চয়ই সীতাকে সন্দর্শন করিয়া সমাগত হইরাছে,
 মতুবা আমার মধুবন বিনাশ করিতে কোন্ জন সমর্থ হইবে ?
 দূতপ্রাপ্য বাহু তনয় নিশ্চয়ই সীতাপহারকের অনিষ্ট কার্য্য
 সম্পাদন করিয়াছে । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ ।

শ্রীরাম স্ত্রীবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাক্ষাদচিতে
 কহিলেন—হে রাজন্ ! আমার প্রাণাধিকা সীতার কথা কি
 কহিতেছিলেন ? স্ত্রীব কহিল—হে দেব ! সীতাকে দর্শন
 পূর্ব্বক মাকতি প্রভৃতি প্রত্যাগত বানরগণ মধুবনে প্রবিষ্ট হইয়া
 বনরক্ষক বানরগণকে ভাঙন করত ফল মূল সমস্ত ভক্ষণ

ভক্ষয়ন্তি স্ম সকলং তাড়য়ন্তি স্ম রক্ষিণঃ ।
 অকৃত্বা দেব ! কার্যং তে দ্রষ্টুং মধুবনং মম । ৩২ ॥
 ন সমর্থাস্ততো দেবী দৃষ্টা সীতেতি নিশ্চিতম্ ।
 রক্ষিণো বো ভয়ং যান্ত গতা ক্রত মমাক্ষরা । ৩৩ ॥
 বানরানহুদয়ুধানানয়ধং মমানুকম ।
 শ্রুত্বা সূত্রীববচনং গতা তে বায়ুবেগতঃ । ৩৪ ॥
 হনুমৎ প্রমুখানুচূর্ণচ্ছতেশ্বরশাসনাৎ ।
 দ্রষ্টুমিচ্ছতি সূত্রীঃ স রামো লক্ষণাস্থিতঃ । ৩৫ ॥
 বুদ্ধ্যনতীব দৃষ্টান্তে ত্বরয়ন্তি মহাবলাঃ ।
 তথৈত্যস্বরমাসাদ্য যযুস্তে বানরোত্তমাঃ ॥ ৩৬ ॥
 হনুমন্তং পুরস্কৃত্য যুবরাজং তথাক্ষদম্ ।
 রামসুত্রীবয়োরগ্রে নিপেতুভুবি সত্বরম্ । ৩৭ ॥

করিয়াছে, যেহেতু কপিগণ আগনার কার্য সম্পাদন না করিয়া
 মধুবন বিনাশ করিতে কখনই সমর্থ হয় না, অতএব কপিগণ
 সীতাকে নিশ্চয়ই সন্দর্শন করিয়াছে। পরে সূত্রীব রক্ষকগণকে
 সম্বোধন করিয়া কহিল—হে রক্ষকগণ! তোমরা নির্ভয়ে
 গমন করিয়া অজ্ঞপ্রভৃতি বানরগণকে আমার সম্মুখানে
 আনয়ন কর—কপিগণ সূত্রীব কর্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া রক্ষক
 গণ বহুব্রহ্মণ্যে গমন পূর্বক বানরগণকে কহিল—হে বানর
 গণ! কসীশ্বর সূত্রীবের আদেশানুসারে রাজ্য সম্মুখানে
 গমন কর, সূত্রীব শ্রীরাম ও লক্ষণ, তোমাদিগের প্রতি পরি
 ভূক্ত হইয়াছেন ও তোমাদিগকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া
 ছেন। পরে বানরগণ মাকতি ও অজ্ঞকে অগ্রসর করিয়া দ্রুত
 বেগে আকাশপথে গমন পূর্বক শ্রীরাম ও সূত্রীবের সমীপে
 উপস্থিত হইল। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫।
 অনন্তর মাকতি শ্রীরাম ও সূত্রীবকে সাক্ষাৎ প্রণাম

হনুমান্ রাঘবং প্রাহ দৃষ্টা সীতা নিরাময়া ।
 সাক্ষাৎ প্রণিপত্যাগ্রে রামঃ পশ্চাদ্ধরীশ্বরম্ । ৩৬
 কুশলং প্রাহ রাজেন্দ্র ! জানকী ত্বাং শুচাষিতা ।
 অশোকবনিকামধ্যে শিশুপামূলয়াশ্রিতা ॥ ৩৭ ॥
 রাক্ষসীভিঃ পরিবৃত্তা নিরাহারা কুশা প্রভো !
 হা রাম ! রামরামেতি শোচন্তী মলিনাষরা । ৪০ ।
 একবেণী ময়া দৃষ্টা শনৈরাশ্বাসিতা শুভা ।
 বৃক্ষশাখান্তরে স্থিতা সূক্ষ্মকপেণ তে কথাম্ ॥ ৪১ ॥
 জম্বাবত্য তবাত্যর্থং দণ্ডকাগমনং তথা ।
 দশাননেন হরণং জানক্যা রহিতে জ্বরী ॥ ৪২ ॥
 সূত্রীরেণ গথা মৈত্রী কুত্বা বালিনিবহনম্ ।
 মার্গগাথং চ বৈদেহ্যাঃ সূত্রীবেন বিসর্জিতাঃ ॥ ৪৩ ॥
 মহাবলা মহাসত্ত্বা হরয়ো জিতকাশিনঃ ।
 গতাঃ সর্বত্র সর্বৈবৈব তত্রৈকোহহমিহাগতঃ ॥ ৪৪ ॥

করিয়া কহিল—আমি নিরাময়া সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছি
 হে রাজেন্দ্র! শোচাশ্রিতা জানকী আপনাকে কুশল বার্তা
 কহিয়াছেন, হে প্রভো! অশোক বন মধ্যে শিশুপা
 বৃক্ষের মূলবর্তিনী রাক্ষসী পরিবৃত্তা, নিরাহারা, কুশা হা
 রাম! হা রাম! ইত্যাকার শকারমানা, মলিন বসনা
 কোন কোন রাক্ষসী কর্তৃক আশ্বাসিতা সীতাকে দেখিয়া
 সূক্ষ্ম রূপধারণ পূর্বক বৃক্ষের শাখা মধ্যে লুকায়িত হইয়া
 জম্বাবতি রাম রত্নান্ত, রামের দণ্ডকারণ্যে সমাগমন ও রাম
 বিহীন বন হইতে দশানন কর্তৃক জানকীর হরণরত্নান্ত
 সূত্রীবের সহিত মিত্রতা পূর্বক রাম কর্তৃক বানীর নিধন
 বার্তা, সীতার অশ্রুবনান্ন সূত্রীব কর্তৃক মহাবল বানরগণকে
 নানা দেশে প্রেরণ বার্তা, এ বানরগণ মধ্যে সূত্রীবের মন্ত্রী

অহং সূত্রীবসচিবো দাসোহহং রাঘবশ্চ হি ।
 দৃষ্টা যজ্ঞানকী ভাগ্যাপ্রয়াসঃ কলিতোহদ্য মে ॥
 ইতু্যদীরিতমাকর্ষ্য সীতা বিস্ফারিতেক্ষণা ।
 কেন বা কর্ণপীযুষং শ্রাবিতং মে শুভাক্ষরম্ ॥৪৬॥
 যদি সত্যং তদা যাতু মদদর্শনপথং তু সঃ ।
 ততোহহং বানরাকারঃ সূক্ষ্মরূপেণ জ্ঞানকীম্ ॥৪৭॥
 প্রণমা প্রাঞ্জলিভূত্বা দূরাদেব স্থিতঃ প্রভো ! ।
 পৃষ্ঠোহহং সীতয়া কস্তমিত্যাদিবহু বিস্তরম্ ॥ ৪৮ ॥
 ময়া সর্বং ক্রমেণৈব বিজ্ঞাপিতমরিন্দমঃ ॥
 পশ্চান্ন্যার্পিতং দেবৈঃ ভবদত্তাস্থলীয়কম্ ॥ ৪৯ ॥

তেন মামতিবিশ্বস্তা বচনং চেদমব্রবীৎ ।
 যথা দৃষ্টাস্মি হনুমন! পীড্যমানা দিবানিশম্ ॥ ৫০ ॥
 রাক্ষসীমাং তর্জ নৈস্তৎসর্বং কথয় রাঘবে ।
 ময়োক্তং দেবি ! রামোহপি স্বচ্ছিন্তাপরিনিষ্ঠিতঃ ॥
 পরিশোচত্যহোরাত্রং ব্রহ্মাস্তাং নাধিগম্য সঃ ।
 ইদানীমেব গত্বাহং স্থিতিং রামায় তে ক্রবে ॥ ৫২ ॥
 রামঃ শ্রবণমাত্রেণ সূত্রীবেন সলক্ষণঃ ।
 বানরানীকর্ষ্যে সাক্ষমাগমিষ্যতি তেহন্থিকম্ ॥ ৫৩ ॥
 রাবণং সকুলং হত্বা নেষ্যতি ত্বাং স্বকম্পরম্ ।
 অভিজ্ঞাং দেহি মে দেবি! যথা মাং বিশ্বনেদ্বিভূঃ
 ইতু্যক্ত্বা মা শিরোরত্নং চূড়াপাশে স্থিতং শ্রিয়ম্ ।
 দত্ত্বা কাকেন মদ্রত্নং চিত্রকূটগিরৌ পুরা ॥ ৫৫ ॥

শ্রীরামের দাস আমি এক বানর এই লঙ্কাপুরীতে সমাগত
 হইয়াছি, যেহেতু ভাগ্য বশতঃ সীতাকে দেখিয়াছি এবং
 অদ্য ভাগ্যবশতঃ আপনাকে দেখিয়া আমার আগমন সকল
 হইয়াছে, এইরূপ বাক্যবলী কহিয়াছিলাম ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥
 ৩৯ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥
 চঞ্চল মননা ভানকী মাকভির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 কহিলেন—কর্ণপীযুষ স্বরূপ রাম নামাঙ্কিত এই শুভ বাক্য কে
 আমাকে শ্রবণ করাইল? যদি সত্যই শ্রীরামের বর্ত্তাবহ কোন
 বানর সমাগত হইয়া থাকে তবে আমার দৃষ্টি পথে সমাগত
 হইয়া অবস্থিতি করুক। হে প্রভো! পরে সূত্রীবানররূপ
 ধারণ করিয়া সীতার দৃষ্টগোচর হইয়া কৃতাজলিগুটে তাঁহাকে
 প্রণাম করিয়া কিরদূরে অবস্থিত রহিলাম। অনন্তর তুমি
 কে, কোথা হইতে সমাগত হইয়াছ এইরূপে জ্ঞানকী আমাকে
 নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন। হে অরিন্দম! পরে ক্রমে ক্রমে
 সমস্ত বৃত্তান্ত সীতাকে বিজ্ঞাপন করিয়া ঐ রাম নামাঙ্কিত
 স্রবর্ণসুত্রীয়ক প্রদান করিলাম। অনন্তর অতিশয় বিশ্বাস

পূর্বক জ্ঞানকী আমাকে কহিলেন—হে হনুমন! দিবারাত্র
 রাক্ষসী কর্কট ভংগিতা হইয়া আমি যে প্রকারে কান্নাতিপাত
 করিতেছি তাহা শ্রীরামের নিকট সমস্ত জানাইবে। আমি
 কহিলাম—হে দেবি! তোমার চিন্তাপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্র
 আপনার সংবাদ প্রাপ্ত না হইয়া দিবা রাত্র শোক ব্যাকুল
 হইয়া রহিয়াছেন অতএব অদ্যই আমি গমন করিয়া আপনার
 সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীরামের নিকট অবগত করিব। রামচন্দ্র
 শ্রবণ মাত্রই লক্ষণ সূত্রীব ও অন্যান্য বীরগণের সহিত তৎ
 সরিধান্নে আগমন করিয়া সর্বশং রাবণকে বিনাশ করত
 আপনাকে স্বকীয় পুরে লইয়া যাইবেন। হে দেবি! প্রভু
 শ্রীরাম যদ্বারা এই সমস্ত বিশ্বাস করিতে পারেন এইরূপ
 একটি চিহ্ন আমাকে প্রদান করুন। পরে চূড়া পাশ্বর্ঘ্য অতি
 মনোহর শিরোরত্ন আমাকে প্রদান করিলেন—সমস্ত মননা
 জ্ঞানকী চিত্রকূট পর্বতের উপরিভাগের কাকের বৃত্তান্তও

তদপ্যাহাশ্রপূর্ণাকী কুশলং ক্রহি রাঘবম্ ।
 লক্ষ্মণং ক্রহি যে কিঞ্চিদদুরুক্তং ভাষিতং পুরা ॥৫৬॥
 তৎ ক্রমস্বাক্ষতাবেন ভাষিতং কুলনন্দন ! ।
 তারয়েন্মাং যথা রামস্তথা কুরু কৃপাস্থিতঃ । ৫৭ ।
 ইত্যুক্তা। রুদতী নীতা দুঃখেন মহতঃ ।
 ময়াপ্যাস্থাসিতা রাম ! বদত। সর্বমেব তে ॥ ৫৮ ॥
 ততঃ প্রস্থাপিতো রাম ! ত্বৎসমীপমিহাগতঃ ।
 তদাগমনবেলায়াং অশোকবনিকাং প্রিরাম্ ॥ ৫৯ ॥
 উৎপাট্য রাক্ষসাংস্তত্র বহুন্ হত্বা ক্ৰণাদহম্ ।
 রাবণস্ত স্মৃতং হত্বা রাবণেনাভিভাষ্য চ ॥ ৬০ ॥
 লক্ষ্মণশেষতো দগ্ধা পুনরপ্যগমং ক্রণাৎ ।
 শ্রদ্ধা হনুমতো বাক্যং রামোহত্যন্তপ্রহৃষ্টধীঃ ॥ ৬১ ॥
 হনুমন্তে কৃতং কার্যং দেবৈরপি সুদুষ্করম্ ।
 উপকারং ন পশ্যামি তব প্রত্যুপকারিণঃ ॥ ৬২ ॥

বলিয়া কহিলেন—হে মাকতে ! তুমি আমাকে আমার মঙ্গল বিজ্ঞাপন করিবে এবং কুলনন্দন লক্ষ্মণকে কহিবে—আমি পূর্বে অজ্ঞানত্ব বশতঃ যে দুর্কীকা কহিয়াছি তাহা ক্ষমা করেন এবং দধামর রামচন্দ্রে যে প্রকারে হটক সখর আমাকে এই দুঃখার্ণব হইতে মুক্ত করেন আমার এই নিবেদন জানাইবে। হে রঘুভট্ট ! অতি দুঃখিতা জনকনন্দিনী আমাকে এইরূপ কহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমি নানা প্রকার বাক্য দ্বারা সীতাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আপনার সরিষানে আগমন করিবার সময় রাবণের প্রিয়তম অশোক বন উৎপাটন পূর্বক রাবণ ভনন অক্ষকুমার ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া রাবণের সহিত আলাপ করনামস্তর সমস্ত লক্ষ্যপূত্রী ভক্ষণ করিয়া ক্রণকাল মধ্যে সমাগত হইরাছি। মারুতির এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে হর্ষচিত্ত হইয়া রামচন্দ্র কহিলেন—হে মাকতে ! তুমি দেবতাদিগেরও দুঃসাধ্য সমুদ্র

ইদানীং তে প্রযচ্ছামি সর্বস্বং মম মারুতে ! ।
 ইত্যালিঙ্গ্য সমাক্রম্য গাঢ়ং বামরপুষ্পবম্ ॥ ৬৩ ॥
 মার্জনেতো রঘুশ্রেষ্ঠঃ পরাং প্রীতিমবাপ সঃ ।
 হনুমন্তমুবাচেদং রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৬৪ ॥
 পরিরক্তো হি মে লোকে দুর্লভঃ পরমাত্মন ।
 অতস্ত্বং মম ভক্তোহসি শ্রিয়োহসি হরিপুষ্পবঃ ! ৬৫ ॥
 যৎপাদপদ্মযুগলং তুলসীদলাদৈঃ
 সম্প্রদ্য বিষ্ণুপদবীমতুলাং প্ররাস্তি ।
 তেতৈব কিং পুনরসৌ পরিরক্তমুত্তী
 রামেণ বায়ুতনয়ঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জঃ ? ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 সুন্দরাকাণ্ডে পঞ্চমোধ্যায়ঃ ।

লজ্জনাদি নানা প্রকার উপকার করিয়াছ, এক্ষণে কোন্ বস্ত্র দ্বারা তোমার প্রত্যুপকার করিব? তোমাকে সর্বস্ব প্রদান করিলাম। পরে কপিবর মারুতিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া গজল নরন রঘুবর অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন—হে বানরোত্তম ! তুমি আমার প্রিয়তম ভক্ত হইরাছ। সেই কারণে পরমাত্মা স্বরূপ আমার দুর্লভ আলিঙ্গন লাভ করিয়াছ। ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ ।

অনন্তর মহাদেব কহিলেন—বীহার পদাযুক্ত দ্বয় তুলসী, পুষ্প, চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়া মুনিগণ বিষ্ণুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই রাম কর্তৃক কি কৃতপুণ্যরাশি এই বায়ুতনয় সমালিঙ্গিত হইল। ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 সুন্দরাকাণ্ডে পঞ্চমোধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে সুন্দরাকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।

যুদ্ধকাণ্ডম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

যথাবষ্টাষিতং বাক্যং শ্রুত্বা রামো হনুমতঃ ।
উবাচানন্তরং বাক্যং হর্ষেণ মহতাব্ৰভঃ ॥ ১ ॥
কার্যং কৃতং হনুমতা দেবৈরপি সুদুষ্করম্ ।
মনসাপি বদন্যেন স্মর্তুং শক্যং ন ভূতলে ॥ ২ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণং লঙ্কায়ৈকং পয়োনিধিম্ ।
লঙ্কাঞ্চ রাক্ষসৈশ্চপ্তাং কো বা ধ্বংসিতুং ক্ষমঃ ॥ ৩ ॥
ভূতাকার্যং হনুমতা কৃতং সর্বমশেষতঃ ।
সুগ্রীবশ্চৈবদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥

অহং চ রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কপীশ্বরঃ ।
জানক্যা দর্শনেনাদ্য রক্ষিতাং স্মো হনুমতা ॥ ৫ ॥
সর্বথা সুকৃতং কার্যং জানক্যাঃ পরিমার্গম্ ।
সমুদ্রং মনসা স্মৃত্বা সীদতীৰ মনো মম ॥ ৬ ॥
কথং নক্রবাকীর্ণং সমুদ্রং শতযোজনম্ ।
লঙ্কায়িত্তা বিপুঃ হন্যাং কথং দ্রক্ষ্যামি জানকীম্ ? ॥ ৭ ॥
শ্রুত্বা তু রামবচনং সুগ্রীবঃ প্রাহ রাঘবম্ ।
সমুদ্রং লঙ্কায়িম্যামো মহানক্রবাকুলম্ ॥ ৮ ॥
লঙ্কাঞ্চ বিধমিম্যামো হনিষ্যামোহদ্য রাবণম্ ।
চিন্তান্ত্যাজ রঘুশ্রেষ্ঠ ! চিন্তা কার্য্যবিনাশিনী ॥ ৯ ॥

মহাদেব কহিলেন—শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের বাক্য শ্রবণ-
নন্তর যার পর নাই হর্ষাবিস্ত হইয়া কহিলেন—দেবভারা যে
কার্য্য মহা কষ্টে সম্পাদন করিতে পারেন, অদ্য সেই কার্য্য
যাক্তি দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে, ধরণীমণ্ডলে অপর কেহ মনে
মনেও চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না, কোন্ ব্যক্তি এই শত
যোজন পরিমিত মহাসমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কা ও রাক্ষস
সমূহ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইত ? পবন-ভনয় সর্ব বিধারে
ভূত্যের কার্য্য সমাধা করিয়াছে—অতএব ইহলোকে সুগ্রী-
বের ন্যায় ভূতা কাহার কখন হয় নাই এবং কখন হইবেও

না । অদ্য হনুমান জানকী দর্শন করিয়া আমাকে, রঘুবংশ,
লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে রক্ষা করিয়াছে । আপাততঃ জানকী
দর্শন কার্য্য সর্বতোভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু আমার মন
সমুদ্র স্মরণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইতেছে, শত যোজন
বিস্তৃত ও নক্রাদি সমাকীর্ণ এই সমুদ্র কিরূপে উত্তীর্ণ হইয়া
বনুষ্করা-কন্যা জানকীকে বা কি প্রকারে দর্শন করিব ?
কপীশ্বর সুগ্রীব শ্রীরাম বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,
আমি মহানক্রাদি পূর্ণ সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিব, হে রঘুশ্রেষ্ঠ !
আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন—কারণ চিন্তা কার্য্য বিনাশিনী,

এতান্ পশ্য মহাসত্ত্বান্ শূরান্ বানরপুঙ্গবান্ ।
 ভৃংপ্রিয়ার্থং সমুদ্ভূতান্ প্রবেষ্টুমপি পাবকম্ ॥ ১০ ॥
 সমুদ্ভূতরণে বুদ্ধিং কুরুষু প্রথমং ততঃ ।
 দৃষ্ট্বা লঙ্কাং দশগ্রীবো হত ইত্যেব মম্বহে । ১১ ।
 নহি পশ্যাম্যহং কক্ষিভ্রিষু লোকেষু রাঘব ! ।
 গৃহীতধনুষো যন্তে তিষ্ঠেদভিমুখো রণে ॥ ১২ ॥
 সর্বথা নো জয়ো রাম ! ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 নিমিত্তানি চ পশ্যামি তথাভূতানি সর্বশঃ ॥ ১৩ ॥
 সুগ্রীববচনং শ্রুত্বা ভক্তিবীর্যমমম্বিতম্ ।
 অঙ্গীকৃত্যাব্রবীদ্রামো হনুমন্তং পুরঃস্থিতম্ । ১৪ ।
 যেন কেন প্রকারেণ লঙ্ঘয়ামো মহার্ণবম্ ।
 লঙ্কাস্বরূপং মে ক্রহি হুঃসাধ্যং দেবদানবৈঃ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞাত্বা তস্য প্রতীকারং করিষ্যামি কপীশ্বর ! ।
 শ্রুত্বা রামস্য বচনং হনুমান্ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ১৬ ॥
 উবাচ প্রাজ্ঞলির্দেব ! যথাদৃষ্টং ব্রবীমি তে ।
 লঙ্কা দিব্যা পুরী দেব ! ত্রিকূটশিখরে স্থিতা ॥ ১৭ ॥
 স্বর্ণপ্রাকারসহিতা স্বর্ণাট্টালকসংযুতা ।
 পরিখাভিঃ পরিবৃত্তা পূর্ণাভিনির্মলোদকৈঃ ॥ ১৮ ॥
 নানোপবনশোভাঢ্যা দিব্যবাপীভিরাবৃত্তা ।
 গৃহৈর্বিচিত্রশোভাঢ্যৈর্মণিস্তম্ভময়ৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৯ ॥
 পশ্চিমদ্বারমাশাচ্চ গজবাহাঃ সহস্রশঃ ।
 উত্তরে দ্বারি তিষ্ঠন্তি সাশ্ববাহাঃ সপত্তয়ঃ ॥ ২০ ॥
 তিষ্ঠন্ত্যবুদসংজ্ঞাকাঃ প্রাচ্যামপি তথৈব চ ।
 রক্ষিণো রাক্ষসা বীরা দ্বারং দক্ষিণমাশ্রিতাঃ ॥ ২১ ॥

আমি লঙ্কা বিদ্বংস করিয়া রাবণকে বিনাশ করিব—দেখুন
 এই সমস্ত মহাসত্ত্ব অমিত তেজা বানর শ্রেষ্ঠ আপনার প্রিয়
 কার্য করিবার জন্য জলন্ত পাবক মধ্যে প্রবেশ করিতেও
 সমুদ্যত আছে—হে মহামতে ! প্রথমতঃ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার
 জন্য উপায় দেখুন—পরে লঙ্কা পরিদর্শন করিয়া দশগ্রীবকে
 বিনাশ করিব ইহা আমরা নিশ্চয় করিয়াছি । ১ । ২ । ৩ ।
 ৪ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ ।

হে রাঘব ! স্বর্ণ, মর্ত্ত পাতাল এই ত্রিভুবন মধ্যে কোন
 জনই ধনুর্ক্ষণ গ্রহণ করিয়া আপনার সহিত সমরে অগ্রবর্ত্তী
 হইবে এরূপ নয়ন গোচর হয় না । হে রামচন্দ্র ! আমি সকল
 বিষয়েই মঙ্গল দেখিতেছি—আমাদিগের সর্বতোভাবে জয়
 লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । রামচন্দ্র ভক্তি ও বীরা
 পূর্ণ সুগ্রীব-বচন শ্রবণ করিয়া সমুখবর্ত্তী হনুমান্ সমক্ষে
 অঙ্গীকার পূর্বক কহিলেন—মহার্ণব শোষণ করিয়াই হউক—

বা সেতু বন্ধন করিয়াই হউক—না দেব দানবগণ সহ হুঃসাধ্য
 যুদ্ধে প্রবেশ করিয়াই হউক—যে কোন উপায়ে মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ
 হইব । অন্তএব এক্ষণে লঙ্কার স্বরূপ তত্ত্ব বর্ণন কর—হে
 কপীশ্বর ! ঐ সমস্ত অবগত হইয়া আমি প্রতিবিধান করিব ।
 ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ ।

হনুমান্ জীরাম বাক্য শ্রবণ করিয়া বজ্রাঞ্জলি পূর্বক বিনয়
 সহকারে কহিল—হে দেব ! আমি যেরূপ দেখিয়াছি তাহাই
 বর্ণন করিব, লঙ্কা স্বর্ণ তুল্য পুরী, ত্রিকূট পার্বত-শিখরে
 অবস্থিতা, সুবর্ণ নির্মিত প্রাচীরে বেষ্টিতা, স্বর্ণাট্টালিকায়
 পরিপূর্ণা, নির্মল সলিলপূর্ণা পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিতা, নানা
 উপবন পরিশোভিতা, উত্তম নোপানযুক্ত দিব্যবাপী পরিবৃত্তা,
 মণিময় স্তম্ভ বিশিষ্ট গৃহ সমূহের বিচিত্র শোভায় সুশোভিতা ।
 হে দেব ! লঙ্কার পশ্চিম দ্বারে সহস্র সংখ্যক হস্তী, উত্তর দ্বারে
 ষোড়শ, পূর্বদ্বারে অর্ধদ সংখ্যক হস্তী এবং দক্ষিণ দ্বারে

মধ্যক্ষেপ্যসংজ্ঞাতা গজাশ্বরথপত্তরঃ ।

রক্ষয়ন্তি সদা লক্ষ্যং নানাস্ত্রকুশলাঃ প্রভো ! ১২।

সংক্রমৈর্কিবিধৈলক্ষ্য শতযুগ্মভিঃ সংযুতা ।

এবং স্থিতেহপি দেবেশ ! শৃণু মে তত্র চেষ্টিতম্ ॥

দশাননবলৌঘস্য চতুর্থাংশো ময়া হতঃ ।

দক্ষা লক্ষ্যং পুরীং স্বর্ণপ্রাসাদো ধ্বংসিতো ময়া ॥২৪

শতযুগ্মাঃ সংক্রমাশ্চৈব নাশিতা মে রঘুশ্রম ! ।

দেব ! ত্বদর্শনাদেব লক্ষ্য ভস্মীকৃতা ভবেৎ ॥ ২৫ ॥

প্রস্থানং কুরু দেবেশ ! গচ্ছামো লবণাস্থধেঃ ।

তীরং সহ মহাবীরৈর্দ্বানরৌধৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রদ্ধা হনুমতো বাক্যযুবাচ রঘুনন্দনঃ ।

সুগ্রীব সৈনিকান্ সর্দান্ প্রস্থানান্ত্যভিনোদয় ॥ ২৭ ॥

ইদানীমেব বিজরো মুহূর্তঃ পরিবর্ততে ।

অস্মিন্মুহূর্তে গচ্ছাহং লক্ষ্যং রাক্ষসসঙ্কুলাম্ ॥ ২৮ ॥

সপ্রাকারাত্ সুদুর্ধ্বাং নাশয়ামি সরাবণাম্ ।

আনেষ্যামি চ সীতাং মে দক্ষিণাক্ষি ক্ষুরভ্যধঃ ॥

প্রয়াতু বাহিনী সর্বা বানরাণামন্তরঙ্গিনাম্ ।

রক্ষন্ত যুধপাঃ সেনামগ্রে পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ ॥ ৩০ ॥

হনুমন্তমথারুহ গচ্ছাম্যগ্রেহঙ্গদং ততঃ ।

আরুহ লক্ষ্মণো যাতু সুগ্রীব ! ত্বং ময়া সহ ॥ ৩১ ॥

গজো গবাক্ষো গবরো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ ।

নলো নীলঃ সুষেণশ্চ জাষবাংশ্চ তথাপরে ॥ ৩২ ॥

সর্বে গচ্ছন্ত সর্ষত্র সেনাপাঃ শক্রঘাতিনঃ ।

ইত্যাজ্ঞাপ্য হরীন্ রামঃ প্রত্যস্থে সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৩৩ ॥

মহাবলশালী রাক্ষসগণ অবস্থিত হইয়া লক্ষ্যপুরী সতত রক্ষা করিতেছে। হে প্রভো! পুরীর কক্ষ মধ্যে নানাস্ত্র কুশলী, অসংখ্য গজাশ্ব, রথী, পদাতী সর্বদাই লক্ষ্য রক্ষা করিতেছে। হে দেবেশ! বিবিধ শতযুগ্ম সংযুক্ত থাকিলেও আমি লক্ষ্য মধ্যে বৈরাগ্য বাবহার করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩।

আমি দশাননের চতুর্থাংশ বল বিনাশ করিয়াছি এবং লক্ষ্য দক্ষ করিয়া স্বর্ণপ্রাসাদিক উৎপাটন করিয়াছি, হে রঘুশ্রম! শতযুগ্ম সম্মিলিত সিংহ দ্বার আমা কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। হে দেব! আপনি দর্শন করিবা মাত্র লক্ষ্য ভস্মীভূত হইবে, অতএব গমনোদ্যম করুন, আমরাও মহাবলশালী বানরগণ সমভিব্যাহারে লবণ সমুদ্র তীরে গমন করি। রঘুনন্দন হনুমান বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—হে হনুমান! সুগ্রীব-সৈন্য সমূহকে লক্ষ্য গমনের নিমিত্ত আহ্বান কর, এখনই

বিজয় লাভ হইবে—রাক্ষসপূর্ণ প্রাকার বেষ্টিত লক্ষ্যপুরীতে মুহূর্ত মধ্যে গমন করিয়া সবংশ রাবণকে বিনাশ করণানন্তর আমার সীতাকে আনয়ন করিব, যেহেতু আমার দক্ষিণাক্ষি ও অধঃ ক্ষুরিত হইতেছে। বানর সৈন্য সমস্ত লক্ষ্যপুরী গমন করুক এবং হনুমান সদৃশ সেনাপতিগণ সৈন্যের অগ্র, পশ্চাদ্ ও পার্শ্ববর্তী হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করুক—মনস্তর আমি হনুমানের স্বন্ধে আরোহণ করিয়া অগ্রে গমন করি, পরে লক্ষ্মণ অঙ্গদ স্বন্ধে গমন করুক, কিন্তু হে সুগ্রীব! তুমি আমার সহিত গমন কর; অবশেষে গর, গবাক্ষ, গবর, মৈন্দ, নল, নীল, সুষেণ, জাম্ববান প্রভৃতি শক্রঘাতী সেনাপালগণ গমন করুক। জিরামচন্দ্র বানরগণকে এই রূপ আদেশ করিয়া লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

সুগ্রীবসংহিতো হর্ষাৎ সেনামধ্যগতো বিভূঃ ।
 বারণেন্দ্রনিভাঃ সর্কে বানরাঃ কামরূপিণঃ । ৩৪ ।
 ক্ষেপনস্তঃ পরিগজন্তো জগ্মুস্তে দক্ষিণাং দিশম্ ।
 তক্ষরন্তো যযুঃ সর্কে ফলানি চ মধুনি চ ॥ ৩৫ ॥
 ক্রবন্তো রাঘবস্তাণ্ড্রে হনিষ্যামোহন্তু রাবণম্ ।
 এবং তে বানরশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্ত্যতুলবিক্রমাঃ ॥ ৩৬ ॥
 হরিভ্যামুহমানো তৌ শুশুভাতে রঘুন্তমৌ ।
 নক্ষত্রৈঃ সেবিতৌ যদ্বক্ষত্বদুর্ঘাবিবাসরে । ৩৭ ।
 আব্রত্য পৃথিবীং কুৎস্নাং জগাম মহতী চযুঃ ।
 প্রাক্ষোড়য়ন্তঃ পুচ্ছাগ্রান্ উদ্বহন্তশ্চ পাদপান্ । ৩৮ ।
 শৈলানাং হরয়ন্তশ্চ জগ্মুর্স্মারুতবেগতঃ ।
 অসংখ্যাতাশ্চ সর্বত্র বানরাঃ পরিপূরিताঃ । ৩৯ ।
 হৃষ্টান্তে জগ্মু রত্যাৰ্থং রামেণ পরিপালিতাঃ ।
 গত। চমুর্দিবারাত্রং কচিন্নাসজ্জত ক্ষণম্ । ৪০ ।

কাননানি বিচিত্রাণি পশ্যাম্মলয়সহরোঃ ।
 তে সহং সমতিক্রম্য মলয়ং চ তথা গিরিম্ । ৪১ ।
 আবযুশ্চানুপূর্বোণ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্ ।
 অবতীৰ্য্য হনুমন্তং রামঃ সুগ্রীবসংযুতঃ ॥ ৪২ ॥
 সলিলাভ্যাশমাশাচ্চ রামো বচনমব্রবীৎ ।
 আগতাঃ স্মো বসন্ত সর্কে সমুদ্রং মকরালয়ম্ । ৪৩
 ইতো গন্তুমশক্যং নো নিকপায়ৈন বানরাঃ ।
 অত্র সেনানিবেশোহস্ত মন্ত্রয়ামোহন্তু তারণে । ৪৪।
 শ্রুত্ব। রামস্ত বচনং সুগ্রীবঃ সাগরাস্তিকে ।
 সেনাং ন্যবেশয়ৎ ক্ষিপ্ৰং রক্ষিতাং কপিকুঞ্জরৈঃ ॥
 তে পশ্যন্তো বিবেদুস্তং সাগরং ভীমদর্শনম্ ।
 মহোন্নততরঙ্গাঢ্যং ভীমনক্রভয়ঙ্করম্ । ৪৬ ।

শ্রীরামচন্দ্র হর্ষাবিক্ত হইয়া সুগ্রীব সহ সৈন্যের মধ্যবর্তী
 হইলেন এবং গজেন্দ্র সদৃশ কামরূপী অভুল বিক্রমশালী
 বানর সমস্ত মহা গর্জন, ফল ভক্ষণ ও মধুপান করিতে করিতে
 বুদ্ধগতিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং শ্রীরাম
 সন্নিধানে কহিল আমরা অদ্যই রাবণকে বিনাশ করিব ।
 অনন্তর শ্রীরাম বেগে মাকতি স্বক্কে ও লক্ষ্মণ অগ্ধ স্বক্কে
 আব্রহ্মমান হইলে গগন যার্গস্থ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা
 পাইতে লাগিলেন এবং অন্যান্য বানরগণ নক্ষত্র সদৃশ বোধ
 হইতে লাগিল । অসংখ্য বানর সেনা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া
 গমন করিল । অসংখ্য বানর সর্বত্র পরিপূরিত হইয়া বায়ু-
 কোণে পর্কতারোহণ করিতে লাগিল । রাম কর্তৃক পরিপালিত

হইয়া বানর চমু হৃষ্টান্তঃকরণে দিবারাত্র অবিরল ভাবে গমন
 করিতে লাগিল । ক্রমে বিচিত্র কানন অবলোকন করিতে
 করিতে সহ পর্কত ও মলয় গিরি সমুদ্ভীর্ণ হইয়া ভীম-গর্জন
 সমুদ্রে তীরে উপস্থিত হইল, অনন্তর শ্রীরাম ও সুগ্রীব অবতরণ
 করিলে শ্রীরামচন্দ্র সলিল সন্নিধানে গমন পূর্বক কহিলেন,
 আমরা এক্ষণে মকরালয় সমুদ্রে নিকটে সমাগত হইয়াছি এবং
 বানরগণ এখান হইতে গমন করিতে অক্ষম হইয়াছে সুতরাং
 আপাততঃ এখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সমুদ্রে তারণ জন্য
 পরামর্শ করা যাউক । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ।
 ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ ।

সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরতীরে
 কপি কুঞ্জরদ্বারা সুরক্ষিতা শিবির সন্নিবেশিত করিলেন ।

অগাধং গগণাকারং সাগরং বীক্ষ্য দুঃখিতাঃ ।
 তরিষ্যামঃ কথং ঘোরং সাগরং বরুণালয়ম্ ? ॥ ৪৭ ॥
 হস্তবোহস্মাভিরতৌব রাবণো রাক্ষসাদমঃ ।
 ইতিচিন্তাকুলাঃ সর্বৈ রামপাশ্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৮ ॥
 রামঃ সীতামনুসৃত্য দুঃখেন মহতান্নতঃ ।
 বিলপ্য জ্ঞানকীং সীতাং বজ্রা কার্যমানুষঃ । ৪৯ ॥
 অদ্বিতীয়শ্চিদাত্মৈকঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
 যন্ত জ্ঞানাতী রামস্য স্বরূপং তত্ত্বতো জ্ঞনঃ ॥ ৫০ ॥
 তন্নঃ স্পৃশতি দুঃখাদি কিমুতানন্দমব্যয়ম্ ? ।
 হুংখ শোক ভয়ক্রোধলোভমোহ মদাদয়ঃ ॥ ৫১ ॥
 অজ্ঞানলিঙ্ঘান্যেতানি কুন্তঃ সন্তি চিদাত্মনি ? ।
 দেহাভিমানিনো দুঃখং নাদেহস্ত চিদাত্মনঃ ॥ ৫২ ॥

সেনাপণ অত্যাচ তরঙ্গময় নকাদিপূর্ণ অতলস্পর্শ ভরানক সমুদ্র
 নিরীক্ষণে দুঃখিত হইয়া কি প্রকারে এই ভরানক সমুদ্র সম্ভরণ
 করিয়া অদ্যই রাক্ষসাদম দশাননকে বিনাশ করিব—এই
 রূপ চিন্তাকুল হইয়া ঈরামের পাশ্বেদে অবস্থান করিতে
 লাগিল । ঈরাম সাতিশয় দুঃখ সন্তপ্ত হইয়া সীতাকে স্মরণ
 করত বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং মনুষ্য না হইয়াও
 মনুষ্যের ন্যায় বহুবিধ কার্য করিতে লাগিলেন । ৪৫ । ৪৬ ।
 ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ ।

যে জন অদ্বিতীয় চিদানন্দ সনাতন পরমাত্মা স্বরূপ
 ঈরামকে পরম তত্ত্ব স্বরূপে চিন্তা করে তাহার দুঃখাদি

সম্প্রসাদে দূরাভাবাৎ সুখমাত্রং হি দৃশ্যতে ।
 বুদ্ধ্যান্যভাবাৎ সংশুদ্ধে দুঃখং তত্র ন বিদ্যতে ।
 অতো দুঃখাদিকং সর্বং বুদ্ধেরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
 * রামঃ পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো
 নিত্যোদিতো নিত্যসুখো নিরীহঃ ।
 তথাপি মায়াগুণসঙ্কতোহসৌ
 সুখী ব হুঃখী ব বিভাব্যতে বুধৈঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামারণে উমামহেশ্বর সনাদে
 বুদ্ধকাণ্ডে প্রথমোধ্যায়ঃ ।

স্পর্শ হয় না, আনন্দ ও অব্যয় জ্ঞান স্বরূপ ঈরামের
 অজ্ঞানের চিহ্ন স্বরূপ দুঃখ, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি
 কি হেতু সমুৎপন্ন হইবে ? কারণ দেহাভিমানির অর্থাৎ দেহই
 আমি ইত্যাকার জ্ঞানী জনেরই দুঃখাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে,
 অদেহ পরমাত্মার দুঃখাদি সমুৎপন্ন হয় না পরমাত্মার দন্দা
 ভাব বশত সুখমাত্রই দৃষ্ট হইতেছে । সংগত পরমাত্মার
 দুঃখ হেতু জমাদি বিরহ নিবন্ধন দুঃখ দৃষ্ট হয় না, অতএব
 দুঃখ, মোহাদি সমস্তই জন্ম জন্ম ইহাতে সংশয় নাই, যদিচ
 ঈরাম পরমাত্মা, নিত্যসুখ, নিশ্চেষ্টই স্বার্থ বটে তথাপি
 পণ্ডিত জনেরা ঈরামকে মায়া সংসর্গ বশত সুখী ও হুঃখী
 প্রায় পরিগণিত করিয়া থাকেন । ৫০ । ৫১ । ৫২ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামারণে উমামহেশ্বরসনাদে
 বুদ্ধকাণ্ডে প্রথমোধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

লক্ষ্মাণঃ রাবণো দৃষ্টু। কৃতং কৰ্ম হনুমতা ।
 দুষ্করং দৈবতৈৰ্বাপি ক্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্গুখঃ । ১ ।
 আত্ময় মন্ত্ৰিণঃ সৰ্বানিদং বচনমব্রবীৎ ।
 হনুমতা কৃতং কৰ্ম ভবন্তিদৃষ্টমেব তম্ ॥ ২ ॥
 প্রবিশু লক্ষ্মাং দুর্ধৰ্ষাং দৃষ্টু। সীতাং তুরানদাম্ ।
 হত্বা চ রাক্ষসান্ বীরানক্ষং মন্দোদরীমুতম্ ॥ ৩ ॥
 দগ্ধা লক্ষ্মামেষেণ লঙ্ঘয়িত্বা চ সাগরম্ ।
 যুগ্মান্ সৰ্বানতিক্রম্য স্বস্থোহগাংপুনরেব সঃ ॥ ৪ ॥
 কিং কৰ্ত্তব্যমিতোহস্ম্যতিযুগ্মং মন্ত্ৰবিশারদাঃ ।
 মন্ত্ৰবধং প্রযত্নেণ যৎ কৃতং মে হিতং ভবেৎ ॥ ৫ ॥

রাবণস্ত বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তমধাক্রবন্ ।
 দেব ! শঙ্কা কুতো রামাস্তব লোকজিতো রণে ? ॥ ৬ ॥
 ইন্দ্রস্ত বদ্ধা নিক্ষিপ্তাঃ পুঞ্জৈঃ তব পশুনে ।
 জিত্বা কুবেরমানীয় পুষ্পকং ভূজ্যতে ত্বয়া ॥ ৭ ॥
 যমো জিতঃ কালদণ্ডায়ং নাভুতয় প্রভো ! ।
 বরুণো হৃক্ তেনৈব জিতঃ সর্কৈঃপি রাক্ষসাঃ । ৮ ।
 মর্যো মহাসুরো ভীত্যা কন্যাং দত্ত্বা স্বয়ং তব ।
 ত্বদ্বশে বর্ত্ততেহদ্যাপি কিমুতান্যো মহাসুরাঃ ? ॥ ৯ ॥
 হনুমদ্বর্ষণং যত্ত্ব তদবজ্ঞাকৃতং চ নঃ ।
 বানরোহয়ং কিমস্মাকমস্মিন্ পৌরুষদর্শনে ॥ ১০ ॥

মহাদেব কহিলেন—দশানন লক্ষাপুত্রে মাকতি কর্ত্তক
 দেবতাদিগের হুংসাধ্য কার্য সম্পন্ন দর্শনে লজ্জিত হইয়া
 অধোবদনে সমস্ত মন্ত্ৰিগণকে আহ্বান করিয়া কহিল—হে
 মন্ত্ৰিগণ ! হনুমান্ যে সকল কার্য করিয়াছে তাহা তোমরা
 দর্শন করিয়াছ—মাকতি তুরাক্রম্য লক্ষাপুত্রে প্রবেশ করিয়া
 সীতা দর্শন পূর্বক মহাবল রাক্ষসগণ ও মন্দোদরী তনয় অক্ষ
 কুমারকে বিনাশ করিয়া সমস্ত লক্ষাপুত্রে ভ্রমসাৎ করত
 অশ্বশরীরে পুনর্বার সমুদ্র উল্লঙ্ঘন পূর্বক গমন করিয়াছে,
 এক্ষণে আমাদের কি করা কৰ্ত্তব্য তাহার স্থণা কর—রাবণের
 বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণ কহিল—হে দেব ! আপনি তুবন
 বিজয়ী, কি অন্য রামকে শঙ্কা করিতেছেন? আপনার পুত্র
 মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া নিষ্কপ

করিয়াছিল এবং ধনাধিপ কুবেরকে পরাজয় করিয়া পুষ্পক
 রথ আনয়ন করিয়াছে, তাহা আপনি উপভোগ করিতেছেন।
 হে প্রভো ! আপনি কর্ত্তক যমও পরাজিত হইয়াছে, অতএব
 কালদণ্ড হইতেও আপনার ভয় নাই, জলপতি বরুণ আপনার
 হকার শ্রুতিতেই পরাজিত হইয়াছে, তুবন জয়ী মরদানব
 পরাজিত হইয়া আপনাকে কন্যা দান করিয়া অদ্যাপি আপনার
 বশীভূত হইয়া আছে, নিশ্চয়ই অন্যান্য অসুরগণ আপনাকে
 কর্ত্তক পরাভব হইবে—যে হনুমান্ লক্ষাপুত্রে পরাভব করিয়াছে,
 ঐ সামান্য বানরকে বিনাশ করিলে পৌরুষ নাজই লক্ষিত
 হয় না—এইরূপ বিবেচনা করিতেই সে আমাদের রক্ষিত
 লক্ষাপুত্রে ধর্ষণ করিয়া জীবন ধারণ পূর্বক গমন করিয়াছে,
 আমরা প্রমত্ত হইলে কি ঐ বানর লক্ষাপুত্রে পরাভব করিতে

ইতু্যপেক্ষিতমস্মাভিধর্ষণং তেন কিং ভবেৎ ।

বয়ং প্রমত্তাঃ কিং তেন বঞ্চিতাঃ স্মো হনুমতা ? ॥

জানীমো যদি তং সর্বের কথং জীবন্ গমিষ্যতি ?

আজ্ঞাপয় জগৎকুৎসমবানরমমানুষম্ । ১২ ।

কুত্বা যাস্মামহে সর্বের প্রত্যেকং বা নিরোজয় ।

কুন্তকর্ণস্তদা প্রাহ রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ১৩ ॥

আরক্তং যত্নয়া কর্ম স্বাত্মনাশায় কেবলম্ ।

ন দৃষ্টোহসি তদা ভাগ্যাত্তং রামেণ মহান্মনা । ১৪

যদি পশুতি রামস্তাং জীবন্নার্যাসি রাবণ ! ।

রামো ন মানুষো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ১৫

সীতা ভগবতী লক্ষ্মী রামপত্নী যশস্বিনী ।

রাক্ষসানাং বিনাশায় ত্বয়ানীতা সুমধ্যমা । ১৬ ।

বিষপিণ্ডমিবাগীর্ষ মহামীনো যথা তথা ।

আনীতা জানকী পশ্চাত্ত্বরা কিং বা ভবিষ্যতি । ১৭

যদ্যপ্যনুচিতং কর্ম ত্বয়া কৃতমজ্ঞানতা ।

সর্বং সমং করিষ্যামি স্বস্থচিত্তো ভব প্রভো ! ১৮

কুন্তকর্ণবচঃ শ্রুত্বা বাক্যমিদ্ৰজিহ্বাবীৎ ।

দেহি দেবি ! মমানুজাং হত্বা রামং ন লক্ষণম্ ।

সুগ্রীবং বানরাংশ্চৈব পুনরায়াম্য তেহস্তিকম্ ॥ ১৯

তত্রাগতো ভাগবতপ্রধানো

বিভীষণো বুদ্ধিমতায়রিক্তঃ ।

শ্রীরামপাদদ্বয় একতানঃ

প্রণম্য দেবারি মূপোপবিষ্টঃ ॥ ২০ ॥

বিলোক্য কুন্তশ্রবণাদিদৈত্যান্

মন্তপ্রমত্তানতিবিস্ময়েন ।

সমর্থ হইত ? এবং আমরা সকলে ঐ বানরকে বিদিত হইলেই কি জীবন ধারণ করিয়া গমন করিতে পারিত ? হে রাজগু ! আদেশ করুন, আমরা সমস্ত রাক্ষসগণ মিলিত হইয়া নিখিল জগতের বানর ও মনুষ্য সমস্ত বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন করিব, আমরাদিগের এক এক রাক্ষসকে নিযুক্ত করিলেই সমস্ত বানর ও মনুষ্যগণ বিনাশিত হইবে । ১।২।৩।৪।৫। ৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২।

অনন্তর কুন্তকর্ণ রাক্ষসেশ্বর রাবণকে কহিল—হে আৰ্য্য ! আপনি যে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা কেবল আত্মবিনাশার্থই পরিকল্পিত হইয়াছে—ভাগ্য বশত রামচন্দ্র আপনাকে দেখিতে পান নাই, মহাত্মা রাম আপনাকে দর্শন করিলে জীবন ধারণ পূর্বক আপনাকে আর প্রত্যাগমন করিতে হইত না—হে দশানন ! রামচন্দ্র মনুষ্য নহেন—

অনাদি স্বয়ং নারায়ণ দেব মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ভগবতী লক্ষ্মী স্বয়ং সীতা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । যে প্রকার মহামীন আত্মবিনাশার্থ বিবমিশ্রিত মাংসপিণ্ড ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই প্রকার আপনি রাক্ষস কুলের বিনাশার্থ সুমধ্যমা রাম-পত্নী সীতাকে আনয়ন করিয়াছেন এক্ষণে কি হইবে তাহাও নিশ্চয় করা যায় না—যদ্যপিও না জানিয়া অনুচিত কর্ম করা হইয়াছে তথাপি আমি সেসমুদায়ের প্রতিকার করিতে প্রস্তুত আছি—হে প্রভো ! আপনি স্থর মানসে অবস্থিতি করুন । ১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।

কুন্তকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইজ্রজিৎ কহিল—হে দেব আদেশ করুন আমি লক্ষণের সহিত রাম লক্ষণ ও বানরগণকে নিধন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে আপনার সমীপে আগমন করিবা ঐ সময় জীরাপদার্পিত মানস, সুবুদ্ধি বৈরাগ্যবন্ত বিভীষণ

বিলোকা কামাতুরমপ্রমত্তো
 দশাননং গ্রাহ বিমুক্তবুদ্ধিঃ ॥ ২১ ॥
 ন কুন্তকর্ণেজ্জিতৌ চ রাজন্ ।
 তথা মহাপাশ্ব'মহোদরৌ তৌ ।
 নিকুন্তকুন্তৌ চ তথাতিকায়ঃ
 স্থাভুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্ত ॥ ২২ ॥
 সীতাভিধানেন মহাগ্রহেণ
 গ্রস্তোহসি রাজন্ ! ন চ তে বিতোক্ষঃ ।
 তামেব সংকুপ্য মহাধনেন
 দত্তাভিরাম্যাস্থখী তব ত্বম্ ॥ ২৩ ॥
 যাবন্ন রামস্য সীতাঃ শিলীমুখা
 লঙ্কামতিব্যাপ্য শিরাং রক্ষসাম্ ।
 ছিন্তস্তি তা জঘুনাস্কস্য ভৌ ।
 তাং জানকীং ত্বং প্রতিদাতুমহসি । ২৪ ।

যাবন্নগাভাঃ কপরৌ মহাবল
 হরীন্দ্রতুল্যা নখদংষ্ট্রয়োধিনঃ ।
 লঙ্কাং সমাক্রম্য বিনাশয়ন্তি নো
 তাং ত্বং দেহি রঘুন্তমাস্ত তাম্ । ২৫ ।
 যাবন্ন-রামেণ বিমোক্ষসে ত্বং
 গুপ্তঃ সুরৈশ্চৈরপি শঙ্করেন ।
 ন দেবরাজাঙ্কগতো ন মৃত্যোঃ
 পাতাললোকানিপি সংপ্রবিষ্কঃ । ২৬ ।
 শুভং হিতং পবিত্রং চ বিভীষণবচঃ খলঃ ।
 প্রতিজ্ঞগ্রাহ নৈবাসৌ ত্রিয়মাণ ইবৌষধম্ । ২৭ ।
 কালেন নোদিতো দৈত্যো বিভীষণমথাহব্রবীৎ ।
 মদন্ততোগৈঃ পুষ্ঠাঙ্কো মৎসমীপে বসন্তপি । ২৮

রাবণকে প্রণাম পূর্বক উপবেশন করিল এবং কুন্তকর্ণ প্রভৃতি
 দৈত্যগণকে অতিশয় প্রমত্ত দর্শনে বিষয়াপন্ন হওত নিম্ভক বুদ্ধি
 কামাতুর দশাননকে কহিল হে দেবারে ! কুন্তকর্ণ ইজ্জিত
 এবং মহাপাশ্ব' মহোদর নিকুন্ত কুন্ত ও অতিকায় প্রভৃতি
 মহাবল রাক্ষসগণ বুদ্ধ মথো রাম সম্মুখে অবস্থিতি করিতে
 কেহই সমর্থ হইবে না হে রাজন ! সীতা নামক মহা-
 গ্রহ অর্থাৎ রাহ তোমাকে গ্রাস করিয়াছে—ঐ গ্রাস হইতে
 তোমার মুক্তিহইবে না ; অতএব মহাবল রামচন্দ্রের সংকার
 পূর্বক সীতা সমর্পণ করিয়া পরম সুখে কাল বাপন কর, যাবৎ
 কাল রাম-নিষ্কিণ্ট শিলী মুখ বাণ লঙ্কার প্রবেশ করিয়া
 রাক্ষসগণের মস্তক সমূহ বিচ্ছিন্ন না করিবে সেই পর্য্যন্ত

জানকী সমর্পণে তোমার অধিকার থাকিবেক, যে পর্য্যন্ত
 সিংহ তুল্য নখদও যোদ্ধা পর্বতাকার কপিগণ লঙ্কাপুরী
 আক্রমণ করিয়া আমাদেরকে বিনাশ না করে তাবৎকাল মধ্যেই
 রঘুবরে সীতা সমর্পণ কর, ঐ মনোভিরাম ত্রীরামে সীতা
 সমর্পণ না করিলে, মহাদেব ও অন্যান্য সমস্ত দেবতা রক্ষ
 কর্তৃক রক্ষিত হইলে—কি দেবরাজ ইন্দ্রের ও প্রলয়কারি
 যমরাজের কোড়গত হইলে—কি পাতাললোকে প্রবেশ
 করিলেও ত্রীরাম হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে না। যে প্রকার
 মূর্খ জন যম কর্তৃক আকৃষ্ট হইলে রোগ নাশক ঔষধী সেবনে
 বিরত হইয়া থাকে, সেই প্রকার পাশাপাশি দশানন বিভীষণের
 হিতকর ও পবিত্রতম বাক্য উপেক্ষা করিয়া কহিল, এই বিভীষণ
 আমার অন্ন ভোজন দ্বারা পুষ্ট হইয়া এবং আমার সমীপে

প্রতীপমাচরতোষ মমৈব হিতকারিণঃ ।
 মিত্রভাবেন শক্রমে জাতো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ । ২৯
 অনার্ষেণ কৃতম্মৈন সঙ্কতিমে ন বুধ্যতে ।
 বিনাশমভিকাক্ষন্তি জাতীনাং জাতয়ঃ সদা । ৩০
 বোহন্যস্তেবম্বিধং জয়াদ্বাক্যমেকং নিশাচরঃ ।
 হস্মি তস্মিন্ স্কণে এব ধিক্ স্তাং রক্ষঃকুলাধমম্ ॥
 রাবণেনৈব যুক্তঃ সন্ পুরুষং স বিভীষণঃ ।
 উৎপপাত সভামধ্যাং গদাপীণির্মহাবলঃ ॥ ৩২ ॥
 চতুর্ভির্মল্লিভিঃ সার্কং গগনস্থোহব্রবীদচঃ ।
 ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রাবণং দশকন্ধরম্ ।
 মা বিনাশয়ুপৈহি ত্বং প্রিয়বাদিনমেব মাম্ ॥ ৩৩
 ধিক্করোষি তথাপি ত্বং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতৃঃ সমঃ ।

অবস্থিতি করিয়াও অহিতকারি রামের অনুকূলতাচরণ করিতেছে, 'হরাস্মা আমার মিত্রতা প্রকাশ পূর্বক শত্রু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সংশয় মাত্র নাই, অতএব এ মূর্খ কৃতম্মৈন আমার সংসর্গ রাখা যুক্তিসিদ্ধ নহে, জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতিগণের বিনাশ ইচ্ছা করিয়াই থাকে, কিন্তু নিশাচর মধ্যে অন্য যে কোন জন আমার নিকট এই রূপ বাক্য কহিবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিব। হে বিভীষণ! তুমি রাক্ষস কুলের অধম—তোমাকে ধিক্ । ২৯ । ৩০ । ৩১ ।

রাবণ এইরূপ কটু বাক্য কহিলে মহাবল বিভীষণ গদা গ্রহণ পূর্বক মল্লি চতুর্ভয়ের সহিত সভা হইতে উখিত হইয়া গমন করিল এবং গগনমণ্ডলে অবস্থিতি করত, অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশাননকে কহিল—হে রাবণ! তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না, আমি তোমার প্রিয় বাক্য কহিয়াছি, তথাপি আমাকে ধিকার করিতেছ—তুমি আমার জ্যেষ্ঠ

কালো রাঘবকপেণ জাতো দশরথালয়ে ॥ ৩৪ ॥
 কালী সীতাভিধানেন জাতা জনকনন্দিনী ।
 তারুভাবাগভাবত্র ভূমেভারাপনুত্তরে ॥ ৩৫ ॥
 তেনৈব প্রেরিতস্ত্বং তু ন শৃণোষি হিতং মম ।
 কীরামঃ প্রকৃতেঃ সাক্ষাৎপরস্তাৎ সর্বদা স্থিতঃ ॥
 বহিরন্তশ্চ ভূতানাং সমঃ সর্বত্র সংস্থিতঃ ।
 নামকপাদিভেদেন তত্তন্ময় ইবামলঃ ॥ ৩৭ ॥
 যথা নানাপ্রকারেষু বৃক্ষেষুকো মহানলঃ ।
 তত্তদাকৃতিভেদেন ভিধ্যতে জ্ঞানচক্ষুৰ্যাম্ ॥ ৩৮ ॥
 পঞ্চকোবাদিমেদেন তত্তন্ময় ইবাবভৌ ।
 নীলপীতাদিযোগেন নির্মলঃ স্ফটিকো যথা ॥ ৩৯ ॥

ভ্রাতা, পিতৃ তুল্য তোমাকে আর অধিক কি কহিব—অন্তকারী কাল রাজা দশরথের গৃহে রামরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অন্তকারিণী কালী সীতা রূপে জনক গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উভয়ে মিলিত হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন, তুমি ঐ কাল প্রেরিত হইয়া আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিতেছ না। কীরাম প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরম পুরুষ—সর্ব ভূতের বহির্দেশে ও অন্তঃকরণে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন আকৃতি বশত একমাত্র নিখল পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে—যেমন নানাবিধ বৃক্ষ সমূহ মধ্যে প্রজ্বলিত মহাগ্নি বৃক্ষ মন্তের আকৃতি ভেদ বশত অজ্ঞান চক্ষু দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃশ্য হইয়া থাকে সেই প্রকার ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের ভেদ বশত ঐ দেহাবস্থিত অদ্বিতীয় পরমপুরুষও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন, যেরূপ এক মাত্র স্ফটিক-পিণ্ড নীল পীতাদি

স এব নিত্যমুক্তোহপি স্বমায়াক্ষণবিধিতঃ ।
 কালঃ প্রধানং পুরুষোহব্যক্তং চেতি চতুর্বিধঃ ॥
 প্রধানপুরুষাত্যাং স জগৎ কৃৎস্নং সৃজত্যজঃ ।
 কালরূপেণ কলনাং জগতঃ কুরুতেহব্যয়ঃ ॥ ৪১ ॥
 কালরূপী স ভগবান্ রামরূপেণ মায়য়া ॥ ৪২ ॥
 ব্রহ্মণা প্রার্থিতো দেবস্তুদ্ব্যর্থমিহাগতঃ ।
 তদন্যথা কথং কুর্যাৎ ? সত্যসঙ্কল্পে জৈশ্বরঃ ॥ ৪৩ ॥
 হনিষ্যতি ত্বাং রামস্ত সপুত্রবলবাহনম্ ।
 হন্যমানং ন শঙ্কোমি দ্রষ্টুং রামেণ রাবণ ! ॥ ৪৪ ॥

নানা বর্ণের ছায়াগত হইলে নীল স্ফটিক, পীত স্ফটিক ইত্যাদি
 রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই প্রকার নিত্যযুক্ত নিখিল পর-
 মাত্মা স্বকীয় মায়ী গুণ দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া কাল প্রধান
 পুরুষ অব্যক্ত এই চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রধান ও পুরুষ
 শক্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃজন করেন । কাল স্বরূপ ভগবান্
 পরমেশ্বর বিরিক্তি কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বকীয় মায়ী দ্বারা রাম
 শরীর ধারণ পূর্বক তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য এই পৃথিবী
 মণ্ডলে সমাগত হইয়াছেন, সত্য-সঙ্কল্প পরমেশ্বর কি প্রকারে
 তাহার অন্যথা করিবেন—হে রাবণ ! ঈরাম আসিলা পুত্র

ত্বাং রাক্ষসকুলং কৃৎস্নং ততো গচ্ছামি রাঘবং ।
 ময়ি যাতে সুখী ভূত্বা রমস্ব ভবনে চিরম্ ॥ ৪৫ ॥
 বিভীষণো রাবণবাক্যতঃ ক্ষণাৎ
 বিসৃজ্য সর্বং সপরিচ্ছদং গৃহং ।
 জগাম রামস্য পদারবিন্দয়োঃ
 সেবাভিকাজ্জকী পরিপূর্ণমানসঃ ॥ ৪৬ ॥
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ব্যাখ্যায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

সৈন্যাদির সহিত তোমাকে ও সমস্ত রাক্ষসকুল যে বিনাশ
 করিবেন তাহা দর্শন করিতে আমি সমর্থ হইব না, অতএব
 আমি ঈরাম সমীপে গমন করিলে তুমি স্বকীয় ভবনে পরম
 সুখে কাল যাপন কর । অনন্তর বিভীষণ রাবণের বাক্য
 শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে গৃহাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক
 ঈরাম পাদ সেবাভিলাষী হইয়া সাহসাদচিত্তে গমন করিল ।
 ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ ।
 ৪২ । ৪৩ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়ব্যাখ্যায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

বিভীষণো মহাতাপশ্চতুর্ভিঃ স্তম্ভিতঃ সহ ।
 আগত্য গগনে রামসম্মুখে সমবস্থিতঃ ॥ ১ ॥
 উচ্চৈরুবাচ ভো স্বামিন্ ! রাম ! রাজীবলোচন !
 রাবণস্যানুজ্ঞোহহং তে দারহতুর্বিভীষণঃ ॥ ২ ॥
 নান্না ভাতা নিরস্তোহহং ত্বামেব শরণং গতঃ ।
 হিতমুক্তং ময়া দেব ! তস্য চাবিদিতান্ননঃ ॥ ৩ ॥
 নীতাং রামায় বৈদেহীং প্রেষয়েতি পুনঃ পুনঃ ।
 উক্তোহপি ন শৃণোত্যেবঃ কালপাশবশং গতঃ ॥ ৪ ॥
 হস্তং মাং খঞ্জমাদায় প্রাদ্রবজ্রাক্রমাধমঃ ।
 ততো চিরেণ সচিবৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতো ভয়াৎ ॥ ৫ ॥

ত্বামেব ভবমোকায় যুযুক্ষুঃ শরণং গতঃ ।
 বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা স্ত্রুগ্রীবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥
 বিশ্বাসাহেঁ ন তে রাম ! মান্নাবী রাক্ষসাধমঃ ।
 নীতাহতুর্বিশেষেণ রাবণস্যানুজ্ঞো বলী ॥ ৭ ॥
 মস্তিভিঃ সান্নুধৈরস্মান, বিবরে নিহনিষ্যতি ॥ ৮ ॥
 তদাজ্ঞাপন্ন মে দেব ! বানরৈরহঁন্যতামন্নম্ ।
 মমৈবং ভাতি তে রাম ! বুদ্ধা কিং নিশ্চিতং বদ
 শ্রুত্বা স্ত্রুগ্রীববচনং রামঃ সন্মিতমব্রবীৎ ॥ ৯ ॥
 বদীচ্ছামি কপিশ্রেষ্ঠ ! লোকান্ সর্কান্ মহেশ্বরান্
 নিমিষার্দ্ধেন সংহন্যাং সৃজামি নিমিষাধঁতঃ ॥ ১০ ॥
 অতো ময়াতয়ং দত্তং শীঘ্রমানয় রাক্ষসম্ ॥ ১১ ॥

মহাদেব कहिलेन—महामति विभीषण मन्त्रि चतुर्भ्येर
 सहित गगन मण्डले राम समुखे अवस्थित हईरा उच्चैःश्वरे
 कहिल—हे स्वामिन् ! आम्हि आपनार भार्यापहारी दशा-
 ननेर अनुज विभीषण नामा राक्षस भ्रातृ कर्तृक परि-
 तप्त हईरा आपनार शरणागत हईलाम, हे देव ! आम्हि
 भ्रात्या रावणेर এই रूप हितकर वाक्य पुनः पुनः कहिराहि
 ये, हे दशानन ! तूमि जगदीश्वर श्रीरामे नीता समर्पण कर,
 राक्षसाधम भ्रात्या काल पाशेन बन्धतां गत हईरा ऐ हितकर
 वाक्य उपेक्षा करिरा खज्जा ग्रहण पूर्वक आमाके निधन
 करिते समागत हईराहिल, अनन्तर भीत हईरा मन्त्रि
 चतुर्भ्येर सहित এই अपार भवसंसार संतरण पूर्वक मुक्ति
 लात करिवार आशये आपनार शरणागत हईराहि । स्त्रुग्रीव

বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া कहिल—हे श्रीराम ! এই
 মান্নাবী রাক্ষসাধম বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না, কারণ
 ভ্রাতা রাবণের কনিষ্ঠ ও অত্যন্ত বলবান, এই অস্ত্রধারী মন্ত্রি-
 গণ দ্বারা আমাদিগকে পর্ত্ত গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করত
 বিনাশ করিবে। हे देव ! आदेश कउन बानरगण विभीषणके
 यम सदने प्रेरण करक—हे राम ! आमार এইরূপ অনুমান
 হইতেছে আপনি বাহা স্থির করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করুন।
 পরে স্ত্রুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া श्रीराम हामा बदन
 कहिलेन—हे कपिवर ! आम्हि इच्छा करिले जैश्वरेर सहित
 এই त्रिभुवन निमेषार्द्ध मध्ये विनाश ও सृजन करिते पारि

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে ।

অভয়ং সৰ্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥ ১২ ॥

রামস্য বচনং শ্রদ্ধা স্মৃতীবে। হৃদমানসঃ ।

বিভীষণমথানায় দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥ ১৩ ॥

বিভীষণস্ত সাক্ষাৎ প্রণিপত্য রঘুন্তমম ।

হর্ষগল্লদয়া। বাচ। ভক্ত্যা চ পরয়াস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥

রামং শ্যামং বিশালাক্ষং প্রসন্নমুখপক্কজং ।

ধনুর্বাণধরং শান্তং লক্ষ্মণেন সমন্বিতং ॥ ১৫ ॥

কৃতাজ্জলিপুটো ভূষা স্তোভুং সমুপচক্রমে ॥ ১৬ ॥

বিভীষণ উবাচ ।

নমস্তে রাম ! রাজেন্দ্র ! নমঃ সীতামনোরম !

নমস্তে চণ্ডকৌদণ্ড ! নমস্তে ভক্তবৎসল ! ॥ ১৭ ॥

অতএব তোমাকে অভয় প্রদান করিলাম তুমি শীঘ্র ঐ নিশা-
চরকে আনয়ন কর, যে জন 'আমি আপনার শরণাগত হইলাম'
এইরূপ প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে অভয় প্রদান করিব,
আমার এইরূপ সঙ্কল্পিত ব্রত বিদ্যমান রহিয়াছে । ১।২।

। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২।

রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণে স্মৃতীর হর্ষ প্রকাশ পূর্বক
বিভীষণকে আনয়ন করিয়া জীরামকে দর্শন করাইল, বিভী-
ষণ সাক্ষাৎ প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে মদগদ বচনে
ভক্তি সহকারে প্রসন্নবদন ধনুর্বাণধারী জীরামকে স্তব করিতে
আরম্ভ করিল । ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

হে রাম ! হে রাজেন্দ্র ! তোমাকে প্রণাম করি—তুমি প্রচণ্ড
ধনুর্ধারণ করিয়াছ, তোমাকে প্রণাম করি—তুমি ভক্ত জনে
বাৎসল্য বিতরণ করিতেছ অতএব তোমাকে প্রণাম করি—তুমি
সাক্ষাৎ অনন্তদেব ও শান্ত সূর্তি, তোমাকে প্রণাম করি—তুমি

নমোহনস্তায় শান্তায় রামায়ামিতভেজসে ।

স্মৃতীবিমিত্রায় চ তে রঘুণাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৮ ॥

জগদুৎপত্তিনাশানাং কারণায় মহাত্মনে ।

ত্রৈলোক্যগুরুবেহনাদিগৃহস্থায় নমো নমঃ ॥ ১৯ ॥

ভূমাদির্জগতাং রাম ! ভূমেব স্থিতিকারণম ।

ভূমন্তে নিধনস্থানং স্বেচ্ছাচারস্তমেব হি । ২০ ।

চরাচরাণাং ভূতানাং বহিরন্তশ্চ রাঘব ! ।

ব্যাপ্যব্যাপকরূপেণ ভুবান্ ভাতি জগন্ময়ঃ । ২১ ।

তন্মায়স্মা হতজ্ঞানা নষ্টাত্মানো বিচেতসঃ ।

গতাগতং প্রপদ্যন্তে পাপপুণ্যবশাৎসদা । ২২ ।

সৰ্ব সাধারণের মনোরম্য ও অপরিমিত ভেজশালী তোমাকে
প্রণাম করি—তুমি কপিরাজ স্মৃতীবেদর অতিশয় প্রিয় মিত্র
তোমাকে প্রণাম করি—তুমি রঘুকুলের কর্তা তোমাকে
প্রণাম করি—তুমি জগৎ সংসারের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ
স্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি—তুমি স্বর্ণ মর্ত পাতাল ত্রি-
ভুবনের গুরুদেব তোমাকে প্রণাম করি—তুমি অনাদি গৃহস্থ
তোমাকে প্রণাম করি—হে রাম তুমি জগতের উৎপত্তি ও
স্থিতির কারণ ও অন্তকালে নিধন স্থান, তোমাকে প্রণাম
করি—তুমি স্বেচ্ছা বশত সমস্ত কার্য্য করিতেছ, হে রাঘব!
তুমি চর ও অচর ভূতদিগের বহির্দিশে ও অন্তঃকরণে ব্যাপ্য
ও ব্যাপক রূপে জগন্ময় অর্থাৎ নখর পদার্থের প্রায় প্রকাশিত
হইয়াছ। জীবাত্মা তোমার মায়ার দ্বারা হত জ্ঞান ও বিনষ্ট
চিত্ত হইয়া পাপ পুণ্য বশতঃ অনবরত জন্ম ও মরণ প্রাপ্ত
হইবে, যেমন ভ্রম বশত শুক্তি (অর্থাৎ বিহ্বল) রজতরূপে
প্রতীক্ষমান হইয়া থাকে ঐ রূপ মিথ্যা বিনশ্বর এই জগৎ
সংসার সত্যরূপে প্রতীক্ষমান হইবে । ১৭। ১৮। ১৯। ২০।
। ২১। ২২।

তাবৎসত্যং জগন্তাতি শুভিকারকতং যথা ।
 যাবন্ন জায়তে জ্ঞানচেতসা নাস্বগামিনা ॥২৩॥
 তদজ্ঞানাৎসদা যুক্তাঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
 রমন্তে বিষয়ান্ সর্বকানন্তে ছঃখপ্রদান বিভো ! ॥২৪॥
 ত্বনিন্দ্রোহির্নির্বমো রক্ষো বরুণশ্চ তথানিলঃ ।
 কুবেরশ্চ তথা রুদ্রস্তমের পুরুষোত্তমঃ ॥২৫॥
 ত্বমণোরপাণীয়াংশ্চ স্থলাং স্থূলতরঃ প্রভো !
 ত্বং পিতা সর্বলোকানাং মাতা ধাতা স্বমের হি ॥
 আদিমধ্যান্তরহিতঃ পরিপূর্ণোহচ্যুতোহব্যয়ঃ ।
 ত্বং পাণিপাদরহিতশ্চক্ষুঃশ্রোত্রবিবর্জিতঃ ॥২৭॥
 শ্রোতা জঘা গৃহীতা চ জবনস্তং ধরাত্তকঃ ।
 কোশেভ্যো ব্যতিরিক্তস্তং নির্গুণো নিরুপাশ্রয়ঃ ॥

হে প্রভো! তোমাকে না জানিয়াই সূচ জনেরা পুত্র, দার, গৃহ
 দিতে আশক্ত হইয়া ভ্রঃখদায়ক সমস্ত বিষয়ে রমণ করিয়া থাকে ।
 বাস্তবিক দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নি, বসু, রক্ষ, বরুণ, বায়ু, কুবের, পুরু-
 ষোত্তম, নারায়ণ প্রভৃতি সমস্ত দেবভাগণই তোমার অংশ
 গ্রহণ করিয়া সৃষ্টিাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এবং তুমি
 সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ও স্থূল হইতেও স্থূলতর এবং সমস্ত
 লোকের মাতা পিতা ও ধাতা অর্থাৎ সমুদায় জীবকে সম-
 ভাবে পালন করিতেছেন । হে রাম! তুমি আদি, মধ্য ও
 অন্তরহিত অব্যয় ও অচ্যুত, তুমি হস্ত, পদ, চক্ষু ও কণ বিহীন
 অথচ সকল বিষয়ই শ্রবণ করিতেছ—দর্শন করিতেছ—গ্রহণ
 করিতেছ এবং অন্নময়, প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞানময় ও
 আনন্দময় পক্ষ কোশ ব্যতিরিক্ত নির্গুণ ও আশ্রয়ান্তর রহিত ।

নির্বিকল্পো নির্বিকারো নিরাকারো নিরীশ্বরঃ ।
 ষড়্ভাবরহিতোহনাদিঃ পুরুষ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥২৯॥
 মায়য়া গৃহমাগন্তং মনুষ্য ইব তার্য্যসে ।
 জ্ঞাত্বা ত্বাং নির্গুণমন্তং রৈক্ষসো মোক্ষগামিনঃ ॥৩০॥
 অহং ত্বংপাদদর্শনাক্তিনিশ্রেণীং প্রাপ্য রাঘব ! ।
 ইচ্ছামি জ্ঞানযোগাঞ্চ সৌধমারোঢ়মীশ্বর ! ॥৩১॥
 নমঃ সীতাপতে ! রাম ! নমঃ কাকুগিকোত্তম ! ।
 রাবণারে ! নমস্তভ্যং ত্রাহি মাং ভবসাগরাং ॥৩২॥
 ততঃ প্রসন্নঃ প্রোবাচ ত্রীরামো ভক্তবৎসলঃ ।
 বরং বৃণীষুভদ্রন্তে বাঞ্ছিতং বরদোহস্মাহম ॥৩৩॥
 বিভীষণ উবাচ ।
 ধন্যোহস্মি কৃতকৃত্যোহস্মি কৃতকার্য্যোহস্মি রাঘব !
 ত্বংপাদদর্শনাদেব বিমুক্তোহস্মি ন সংশয়ঃ ॥৩৪॥

হে রাম! তুমি নির্বিকল্প, বিকারশূন্য, নিরাকার, নিরীশ্বর ও
 প্রকৃতির ষড়্ ভাব রহিত, অনাদি পরম পুরুষ, তুমি মায়্যা দ্বারা
 গৃহমাগ্ন হইয়া মনুষ্য তুল্য ভাবনা করিয়া থাক, কিন্তু বৈষ্ণবেরা
 তোমাকে নিগুণময় জানিতে পারিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । হে
 রাঘব! আমি তোমার পাদপদ্মে ভক্তিরূপী আরোহণী
 প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান যোগরূপ প্রাসাদে আরোহণ করিতে
 বাসনা করি । হে রাম! তুমি সীতাপতি—তোমাকে
 নমস্কার করি—তুমি ককুগাময় তোমাকে নমস্কার করি—হে
 রাবণ শত্রো! তোমাকে নমস্কার করি—আমাকে ভবসাগর
 হইতে পরিজ্ঞাণ কর । ভক্তবৎসল ত্রীরামচন্দ্র বিভীষণের
 বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—তোমার মঙ্গল হউক—
 এক্ষণে তোমার বাঞ্ছিত বর, গ্রহণ কর যেহেতু আমি তোমাকে
 বর প্রদান করিব । ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।
 ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

বিভীষণ কহিল—হে রাঘব! তোমার পাদপদ্ম দর্শনে

নাস্তি মৎসদৃশো ধন্যো নাস্তি মৎসদৃশঃ শুচিঃ ।
নাস্তি মৎসদৃশো লোকে রাম ! ত্বমুত্তীর্ণদর্শনাৎ ॥
কর্মবন্ধবিনাশায় ত্বজ্ঞানং তত্ত্বলক্ষণম্ ।
ত্বদধ্যানং পরমার্থং চ দেহি মে রঘুনন্দন ! ॥ ৩৬ ॥
ন যাচে রাম ! রাজেন্দ্র ! সুখং বিষয়সংভবম্ ।
ত্বৎপাদকমলে সন্তা ভক্তিরেব সদাস্ত মে ॥ ৩৭ ॥
প্রমিত্যুক্তা পুনঃ হীতো রামঃ প্রোবাচ রাক্ষসম্ ।
শৃণু বক্ষ্যামি তে ভদ্র ! রহস্যং মম নিশ্চিতম্ ॥
মন্ত্তানানাং প্রশান্তানাং যোগিনানাং বীতরাগিণাম্ ।
হৃদয়ে সীতয়া নিতাং বসাম্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
তস্মাত্ত্বং সর্বদা শান্তঃ সর্বকল্যাণবর্জিতঃ ।
মাং ধ্যাওয়া মোক্ষসে নিত্যং যোরসংসারমাগরাৎ ॥

স্তোত্রমেতৎপঠেচ্ছস্ত লিখেন্যঃ শৃণুস্বাদপি ।
মৎপ্রীতয়ে মমাতীকং সাকপ্যং সমবাপ্নু স্নাৎ ॥ ৪১ ॥
ইত্যুক্তা লক্ষ্মণং প্রাহ ত্রীরামো ভক্তভক্তিমান্ ।
পশ্যত্বিদানীমেবৈষ মম সন্দর্শনে ফলম্ ॥ ৪২ ॥
লক্ষ্মারাজ্যেহভিষেক্যামি জলমানয় সাগরাৎ ।
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ৪৩ ॥
যাবন্মম কথা লোকে তাবদ্রাজ্যঃ করোত্সৌ ।
ইত্যুক্তা লক্ষ্মণেবার্ষু হানায় কলশেন তম্ ॥ ৪৪ ॥
লক্ষ্মারাজ্যাধিপত্যার্থমভিষেকং রমাপতিঃ ।
কারয়ামাস সচিবৈর্লক্ষ্মণেন বিশেষতঃ ॥ ৪৫ ॥
সাধু সাধ্বিতি তে সর্বে বানরাস্ত্রকূবুর্ভূশম্ ।
সুগ্রীবোহপি পরিষ জ্যবিভীষণমথাব্রবীৎ ॥ ৪৬ ॥

আমি ধন্য হইলাম—কৃতকৃত্য হইলাম আমার মনোরথ
পূর্ণ হইল—এবং আমি বিমুক্ত হইলাম তাহাতে কোন সন্দেহ
নাই। হে রাম! তোমার মূর্তি দর্শনে এই জিহ্বন মধ্যে আমা
সদৃশ ধন্য নাই—আমা সদৃশ শুচি নাই এবং আমাতুল্য লোকও
নাই। হে রঘুনন্দন! সংসার-কর্ম বিনাশ হেতু আমাকে
ভক্তি লক্ষণ বিজ্ঞান ও তোমার পরমার্থ ধ্যান প্রদান কর।
হে রাম, রাজেন্দ্র! আমি বিষয় সম্বলিত সুখ প্রত্যাশা করিনা
কেবল তোমার পাদাঙ্কুরে আমার ভক্তি যেন সর্বদাই ন্যস্ত
থাকে। ত্রীরাম তাহার এই বাক্য শুনিয়া প্রীতান্তঃকরণে
রাক্ষসকে কহিলেন—হে ভদ্র! আমরা রহস্য কহিতেছি
শ্রবণ কর। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

আমি মন্ত্তক শান্ত বীতরাগী যোগীদিগের হৃদয় মধ্যে
সীতার সহিত সর্বদা বাস করিয়া থাকি তাহাতে কোন
সন্দেহ নাই, সেই নিমিত্ত তুমি সর্ব পাপ শূন্য ও জিতেন্দ্রিয়
হইয়া আমাকে ধ্যান করিয়া যোর সংসার সাগর হইতে মোক্ষ

লাভ করিতেছ—যে ব্যক্তি আমার স্তোত্র পাঠ করে, লিখে
অথবা শ্রবণ করে সে আমার প্রীতি হেতু মমাত্মলবিত সাধু
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্তবৎসল ত্রীরাম এই প্রকার কহিয়া
লক্ষ্মণকে বলিলেন—এই বিভীষণ আমাকে সন্দর্শন করিয়াছে
অতএব ইহার ঐহিক ফল দর্শন কর। এক্ষণে সাগর হইতে
জলানয়ন কর আমি ইহাকে লক্ষ্য রাজ্যে অভিষেক করিব—
যাবৎ কাল পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী দেদীপ্যমান থাকিবে
এবং আমার কথা প্রচার থাকিবে তাবৎ কালাবধি বিভীষণ
রাজ্য ভোগ ককক। অনন্তর লক্ষ্মণ কলশ পূর্ণ জল আনয়ন
করিলে লক্ষ্মীপতি রাম মহাত্মা লক্ষ্মণের সহিত একত্রিত
হইয়া সমস্ত বিভীষণকে লক্ষ্য রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।
বানর সমস্ত পরিভূক্ত হইয়া তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে
লাগিল। অনন্তর সুগ্রীব তাহাকে কহিল—হে বিভীষণ!

বিভীষণ ! বসন্ত সর্কে রামস্য পরমাত্মনঃ ।

কিঙ্করাস্তত্র যুথস্তং তক্ত্যা রামপরিগ্রহাৎ । ৪৭ ।

রাবণস্য বিনাশে ত্বং সাহায্যং কর্তুমহসি ।

বিভীষণ উবাচ ।

অহং কিম্বান্ সহায়ত্বে রামস্য পরমাত্মনঃ ।

কিন্তু দাস্যং করিম্যেহং তক্ত্যা শক্ত্যা তুমায়স্মি ॥ ৪৮ ॥

দশগ্রীবোণ সন্দিক্ষঃ শুকো নাম মহাসুরঃ ।

সংস্থিতো হৃদয়ে বাক্যং হুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥

ত্বামাহ রাবণো রাজা ভাতরং রাক্ষসাদধিপঃ ।

মহাকুলপ্রসূতস্ত্বং রাজ্যাসি বনচারিণাম্ ॥ ৫০ ॥

মম ভাতৃসমানস্ত্বং শুব নাস্ত্যর্থবিপ্লবঃ ।

অহং যদহরং ভার্য্যাং রাজপুত্রস্ত কিস্তব ? ॥ ৫১ ॥

আমরা সকলেই পরমাত্মা জীৱামের কিঙ্কর, তন্মধ্যে তুমি প্রধান
রূপে জীৱাম কর্তৃক পরিগৃহিত হইয়াছ, অতএব এক্ষণে
রাবণ বিনাশের সাহায্য করা উচিত হইতেছে । ৩৯ । ৪০ ।
। ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ ।

বিভীষণ কহিলেন—আমি পরমাত্মা জীৱামচন্দ্রের কি
সাহায্য করিব ? কেবল যথা ভক্তি ও শক্তি দ্বারা অকপটরূপে
তাহার দাস্যবৃত্তি করিব । ইত্যবসরে শুক নামক মহাসুর
দশানন কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আকাশ পথে অবতান পূর্বক
সুগ্রীবকে কহিতে লাগিল—রাক্ষসাদধিপতি রাবণ তোমাকে
বলিয়াছেন যে, তুমি মহৎশ সন্তৃত বানরদিগের রাজা, আমার
ভাতৃ তুল্য, আমি কর্তৃক তোমার অর্থনাশ নাই, তবে আমি
যে রাজপুত্রের ভার্য্যাপহরণ করিয়াছি তাহাতে তোমার কি
হইয়াছে ? তুমি বানরদিগের সহিত কিঙ্কিঙ্কার প্রত্যা-

কিঙ্কিঙ্কার্য বাহি হরিভির্লঙ্কা শক্যা ন দৈবতৈঃ ।

প্রাপ্তং কিং মানবৈরঙ্গমসৈবকানরযুথপৈঃ ? ॥ ৫২ ॥

তং প্রাপয়ন্তং বচনং তুর্গমুৎপ্লুত্যা বানরাঃ ।

প্রাপদ্যন্ত তদা ক্ষিপ্রং নিহন্তং দৃঢ়মুষ্টিভিঃ ॥ ৫৩ ॥

বানরৈর্হন্যমানস্ত শুকো রামমথাত্রবীৎ ।

ন দূতান্ ব্রুস্তি রাজেন্দ্র ! বানরান্ বারয় প্রভো ! ।

রামঃ শ্রুত্বা তদা বাক্যং শুকস্য পরিদেবিতম্ ।

মাবধিষ্ঠেতি রামস্তান্ বারয়ামাস বানরান্ ॥ ৫৫ ॥

পুনরন্বরণাদ্য শুকঃ সুগ্রীবমবীৎ ।

ক্রাহি রাজন্ ! দশগ্রীবং কিং বক্ষ্যামি ? ব্রজাম্যহম

সুগ্রীব উবাচ ।

যথা বালী মম ভাতা তথা ত্বং রাক্ষসাদধম ! ।

হস্তবাস্ত্বং ময়া যত্রাৎ সপুত্রবলবাহনঃ । ৫৭ ।

গমন কর । কারণ দেবতারাও লঙ্কা জয় করিতে সক্ষম নহে
তবে অতাপ্প বল-যুক্ত-বানর-যুথপ সহ একত্র হইয়া মানব
কি প্রকারে লঙ্কা জয় করিবে ? শুকের বচন শ্রবণ করিয়া
বানর সকল উল্লক্ষন পূর্বক মুষ্ঠ্যাবাত দ্বারা তাহাকে বিনাশ
করিতে উদ্যত হইল । অনন্তর শুক বানরগণ দ্বারা বিনষ্ট
হইতে দেখিয়া রামকে বলিল—হে রাজেন্দ্র ! দূত অবধ্য, অত-
এব প্রভো ! বানরগণকে নিবারণ করুন । জীৱামচন্দ্র তাহার
বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্যত-স্বভাব বানর সকলকে নিহত
করিলেন, শুক আকাশ পথে পুনরায় গমন করিয়া সুগ্রীবকে
কহিল—হে রাজন্ ! আমি এখনই গমন করিব, অতএব দশা-
ননকে কি বলিব ? । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ ।
। ৫৫ । ৫৬ ।

সুগ্রীব ব্যস্তহলে কহিল—হে রাক্ষসাদধম ! যেমন বালী
আমার ভাতা তুমিও সেইরূপ—এবং আমাকর্তৃক তুমি ও সপুত্র

ক্রহি মে রামচন্দ্রস্য ভাৰ্য্যাং হৃদা ক যাস্যসি ?
 ততো রামাচ্ছন্ন ধূম্রা শুকং বজ্রাঘ্রকরং ॥ ৫৮ ॥
 শাদুলৌহপি ততঃ পূৰ্বং দৃষ্ট্বা কপিৰলং মহৎ !
 যথাবৎকথ্যমাস রাবণায় স স্নাক্ষসঃ ॥ ৫৯ ॥
 দীৰ্ঘচিন্তাপরো ভূত্বা নিঃশব্দমাস মন্দিরে ।
 ততঃ সমুদ্রমাবেক্ষ্য রামো রক্তান্তলোচনঃ ॥ ৬০ ॥
 পশ্য লক্ষ্মণ ! দুৰ্কৌহলৌ বারিধিমানুপাগতম্ ।
 নাভিনন্দতি হৃষ্টায়া দৰ্শনার্থং মমানঘ ! ॥ ৬১ ॥
 জানাতি মানুষোহয়ং মে কিং করিস্যতি বানরৈঃ ?
 অদ্য পশ্য মহাবাহো ! শোষয়িষ্যামি বারিধিম্ ॥
 পাদেনৈব গমিষ্যন্তি বানরা বিগতজ্বরাঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাত্ত্বাক্ষ আরোপিতধনুধরঃ ॥ ৬২ ॥
 ভূগীরদ্বাগমাদাস কালামিন্দৃশপ্রভম্ ।
 সন্ধায় চাপমাকৃষ্য রামো বাক্যমথাব্রবাৎ ॥ ৬৪ ॥

দশগ্রীব 'বিনাশ' যোগ্য—হে শুক, তুমি রামচন্দ্রের ভাৰ্য্যাপ-
 হরণ করিয়া কোথায় যাইবে। অনন্তর শ্রীরামের আদেশ
 অম্বারী স্রুগ্রীব বানরদিগের দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিলেন।
 অনন্তর শাদুলও বহুতর কপি মৈন্য দর্শন করিয়া রাবণকে
 যথাযথ বলিয়া যায় পর নাই চিন্তাপরতত্ত্ব হইল। ৫৭। ৫৮।
 অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রাবলোকন করিয়া আরক্তলোচনে
 লক্ষ্মণকে বলিলেন—দেখ লক্ষ্মণ, ঐ হৃষ্টায়া, পাণিষ্ঠ বারিধি
 মদর্শনার্থ সন্নিকটবর্তী হইয়াও আমার অভিনন্দন করিতেছে
 না যেহেতু সে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে যে ঐ মানব বানর সহিত
 মিলিত হইয়া আমার ক্রি করিতে পারিবে? হে মহাবাহো!
 আমি অদ্য বারিধি শোষণ করিব এবং বানরগণ পদব্রজেই
 লঙ্কায় গমন করিবে, ইহা বলিয়া শ্রীরাম ক্রোধে লোহিত
 লোচন হইয়া কালামিন্দৃতি পরিগ্রহণানন্তর ভূগীর হইতে বাণ

পশ্যন্ত সৰ্বভূতানি রামস্য শরবিক্রমম্ ।
 ইদানীং ভস্মসাৎকুর্যাৎ সমুদ্রং সরিতাপ্পতিম্ ॥ ৬৩ ॥
 এবং ক্রবতি রামে তু স শৈলবনকাননা ।
 চচাল বসুধাদৌশচ দিশশ্চ তমসারুতাং ॥ ৬৬ ॥
 চুক্ষুভে সাগরো বেলাং ভয়াদ্যোজনমত্যগাৎ ।
 তিমিনক্রমায়া মীনঃ প্রতপ্তাঃ পরিতত্রমুঃ ॥ ৬৭ ॥
 এতন্মিন্নন্তরে সাক্ষাৎসাগরো দিব্যরূপধৃক্ ।
 দিব্যাভরণসম্পন্নঃ স্বভাসা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ৬৮ ॥
 স্বাস্ত্বাহদিব্যরত্নানি কুর্য্যন্ত্যং পরিগৃহ্য সঃ ।
 পাদকোঃ পুরতঃ ক্ষিপ্ত্বা রামস্যোপায়নং বহু ॥ ৬৯ ॥
 দণ্ডবৎপ্রণিপত্যাহ রামং রক্তান্তলোচনম্ ।
 ব্রাহি ব্রাহি জগন্নাথ ! রাম ! ত্রৈলোক্যরক্ষক ! ॥ ৭০ ॥
 জড়োহং রাম ! তে সৃষ্টঃ সৃজতা নিখিলং জগৎ ।
 স্বভাবমন্যাথা কতুং কং শক্তো? দেবনির্মিতম্ ॥

গ্রহণ করিয়া ধনুকে জ্যারোপ করিয়া কহিলেন—সমস্ত জীব
 রামের শর বিক্রম দর্শন করুক আজ সরিৎপতি সমুদ্রকে ভস্ম-
 সাৎ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বলিয়া শরসন্ধানলনা চাপা-
 কর্বন করিলেন বন, পার্বত, শর্গ ও মর্ত কম্পমান এবং দশ-
 দিক তমসচ্ছন্ন হইল—সাগর ভয়প্রযুক্ত যোজনপর্যন্ত শুষ্ক
 হইলে তিনি নক্রাদি মৎস্য সমস্ত পরিতপ্ত হইয়া জল হইতে
 বহির্গত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সাগর স্বয়ং দিব্য রূপধারী,
 দিব্যাভরণ ভূষিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের জন্য নানাবিধ রত্নাদি
 উত্তোলনপূর্বক স্বহস্তে গ্রহণ করণানন্তর ক্রোধান্তলোচন
 রামচন্দ্রকে প্রণিপাত করিয়া কহিল—ত্রিলোক রক্ষক রাম!
 পরিভ্রাণ করন, হে রামচন্দ্র! ঐই নিখিল জগৎ তোমারই
 সৃষ্টবস্ত, স্রুতরাং আমি জড়পদার্থ স্বতএব দেবনির্মিত স্বভাব
 অন্যথা করিতে কে সমর্থ হইতে পারে? পঞ্চভূত বিশিষ্টস্থল-

স্থূলানি পঞ্চভূতানি জড়ান্যেব স্বভাবতঃ ।
 সৃষ্টানি ভবতৈতানি ত্বদাক্ষাং লজ্জয়ন্তি ন ॥ ৭২ ।
 তামসাদহমো রাম ! ভূতানি প্রভবন্তি হি ।
 কারণান্তুগমাত্তেবাং জড়ত্বং তামসং স্বতঃ ॥ ৭৩ ।
 নিগুণস্ত্বং নিরাকারো যদা মায়াকুণ্ডলান্ প্রভো ! ।
 লীলয়াঙ্গীকরোষি ত্বং তদা বৈরাজ্যনামবান্ । ৭৪
 গুণান্ননো বিরাজন্ত সত্ত্বাদেবো বভূবিরে ।
 রজোগুণাং প্রজেশাদ্যা মন্যোভূতপতিস্তব ॥ ৭৫ ॥
 ত্বামহং মায়য়া চ্ছন্নং লীলয়া মানুষাকৃতিম্ ॥ ৭৬ ॥
 জড়বুদ্ধিজড়ো মুখঃ কথং জানামি নিগুণম্ ? ।
 দণ্ড এব হি মুখাণাং সন্মার্গপ্রাপকঃ প্রভো ! ॥ ৭৭ ॥
 ভূতানামমরশ্রেষ্ঠ ! পশুনাং লগৃড়ো যথা ।
 শরণং তে ব্রহ্মামীশ ! শরণ্যং ভক্তবৎসল ! ।
 অভয়ং দেহি মে রাম ! লক্ষ্যমার্গং দদামি তে ॥ ৭৮ ॥

পদার্থ সমস্ত স্বাভাবিকই জড়, অতএব তোমার সৃষ্টিসমূহ তোমার
 জড়ত্ব রূপ আক্সা কখনই লজ্জন করে না—হে রাম ! পদার্থ
 নিচর প্রথমতঃ তামসাত্মক থাকিয়া অহঙ্কারে প্রমত্ত হয়
 সূত্রাৎ কার্যগুণাত্মরোধে জড়রূপ অহঙ্কার স্বভাবতই উৎ-
 পন্ন হয়—হে প্রভো ! তুমি নিগুণ ও নিরাকার হইয়া লীলা
 দ্বারা মায়াকুণ্ডল সমস্ত প্রকাশ করিয়াছ—তোমার সত্ত্বগুণ
 হইতে দেবতা সকল, রজগুণ হইতে মনকাদি প্রজেশ সমস্ত
 এবং তম হইতে সংহার কর্তা কল্প উৎপন্ন হইয়াছেন—আমি
 মায়াকারী আচ্ছন্ন এবং তুমি লীলা প্রযুক্ত মানবরূপী হইয়াছ,
 আমি জড়বুদ্ধি—মুখ, তুমি নিগুণ, আমি তোমাকে কিরূপে
 জানিব—হে প্রভো ! সং পথ প্রদর্শক—তুমি সূর্যদিগের দণ্ড
 স্বরূপ—হে সর্ব প্রাণি ও অমরগণশ্রেষ্ঠ, জগদীশ্বর রাম !

৩৮

শ্রীরাম উবাচ ।

অমোঘোহয়ং মহাবাণঃ কস্মিন্দেবে নিপাত্যতাম ।
 লক্ষ্যং দর্শয় মে শীঘ্রং বাণস্ত্যামোঘপাতিনঃ ॥ ৭৯ ॥
 রামস্ত বচনং শ্রুত্বা করে দৃষ্ট্বা মহাশরম্ ।
 মহোদধির্মহাতেজা রাঘবং বাক্যগব্রীং ॥ ৮০ ॥
 রামোত্তরপ্রদেশে তু ক্রমকুল্য ইতি শ্রুতঃ ।
 প্রদেশস্তত্র বহবঃ পাপাত্মানো দিবানিশম্ ॥ ৮১ ॥
 বাধস্তে মাং রঘুশ্রেষ্ঠ ! তত্র তে পাত্যতাং শরঃ ।
 রামেণ সৃষ্টো বাণস্ত ক্রণাদাতীরমণ্ডলম্ ॥ ৮২ ॥
 হস্তা পুনঃ সমাগত্য ভূগীরে পূর্ববৎ স্থিতঃ ।
 ততোহব্রবীদ্রঘুশ্রেষ্ঠং সাগরো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৮৩ ॥

তুমি পশুদিগের সৃষ্টি স্বরূপ—হে ভক্তবৎসল ! তুমি ভক্তের
 আশ্রয় দাতা, অতএব তোমার শরণাপন্ন হইলাম—হে শ্রীরাম !
 আমাকে অভয় দান কর—তোমার লক্ষ্য প্রবেশের পথ
 প্রদর্শন করাইতেছি । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ ।
 ৬৭ । ৬৮ । ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ ।
 ৭৭ । ৭৮ ।

শ্রীরাম কহিলেন—আমার এই মহাবাণ অব্যর্থ, অতএব
 শীঘ্র লক্ষ্য দর্শন কর—ইহা কোন্ দেশে নিপতিত হইয়া ইহার
 অমোঘ বল প্রকাশ করিবে ? মহাতেজা বারিধি শ্রীরাম বাক্য
 শ্রবণানন্তর রাম হস্তে মহাশর দর্শন করিয়া কহিল—হে রাম !
 উত্তর দেশে ক্রমকুল্য নামক প্রদেশ আছে সেখানে অনেক
 পাপাত্মা আমাকে ক্রেশ প্রদান করে অতএব হে রঘুশ্রেষ্ঠ !
 তুমি শর সেই দিকে পরিত্যাগ কর ।

অনন্তর রামশর আভির মণ্ডল সমূহ বিনাশ করিয়া পুনরা-
 গমন পূর্বক ভূগীর মধ্যে পূর্ববৎ অবস্থিত হইল । অনন্তর সাগর

২৭০

নলঃ সেতুং করোত্মিন্ জলে মে বিশ্বকৰ্ম্মণঃ ।
 সূতো ধীমান্ সমর্থোহস্মিন্ কার্য্যে লব্ধবরো হরিঃ ॥
 কীর্ত্তিং জ্ঞানন্ত তে লোকাঃ সৰ্বলোকমলাপহাম্ ।
 ইত্যুক্ত্বা রাঘবং নত্বা যযৌ সিদ্ধুরদৃশ্যতাম্ ॥ ৮৫
 ততো রামস্ত সূগ্রীবলক্ষণাত্যাং সমন্বিতঃ ।
 নলমাক্ষাপয়চ্ছীত্বং বানরৈঃ সেতুবন্ধনে ॥ ৮৬ ॥

বিনয়বিনত হইয়া রাঘবকে কহিল—বিশ্বকৰ্ম্মার ধীশক্তি সম্পন্ন
 পুত্র ব্রহ্মার বর দ্বারা সেতু বন্ধন কার্য্যে দক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে,
 অতএব সে আমার এই জলে সেতু বন্ধন করুক, লোক সমস্ত
 তোমার সৰ্বলোক পাপহারিণী কীর্ত্তি অবগত হউক, সিদ্ধ
 এইরূপ বলিয়া জীরামকে প্রণাম করত অন্তর্ধান হইলে
 জীরাম লক্ষণ ও সূগ্রীব সমন্বিত হইয়া নলকে কহিলেন তুমি

ততোহতিহৃকঃ প্লবগেন্দ্রমুখপৈ-
 মর্হানগেন্দ্রপ্রতিমৈয্যুতোহনলঃ ।
 বরক্স সেতুং শতযোজনায়তং
 সুবিস্তৃতং পর্বতপাদপৈদৃঢ়তম্ ॥ ৮৭ ॥

ইতি জীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

বানর সঙ্গে মিলিত হইয়া সেতু বন্ধন কর। তৎপ্রবণে
 বানরেন্দ্র নল সাতিশয় তুষ্টান্তঃকরণ হইয়া মহাপর্বতভিমুখে
 গমন করিয়া পর্বতস্থ পাদপ সমূহের সহিত বন্ধন পূর্বক
 সুবিস্তৃত শতযোজনায়ত সেতু বন্ধন করিল। ৭২।৮০।৮১।
 ৮২।৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।৮৭।

ইতি জীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বর-সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

সেতুমারভমাগন্ত তত্র রামেশ্বরং শিবম্ ।
 সংস্থাপ্য পূজয়িত্বাহ রামো লোকহিতায় চ ॥ ১ ॥

সেতু বন্ধন কার্য্য আরম্ভ হইলে জীরামচন্দ্র সৰ্বলোক
 হিত কামনায় রামেশ্বর শিব সংস্থাপন পূর্বক পূজা করিয়া

প্রণমেৎ সেতুবন্ধং যো দৃক্। রামেশ্বরং শিবম্ ।
 ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মুচ্যতে মদনুগ্রহাৎ ॥ ২ ॥

বলিলেন যে ব্যক্তি সেতুবন্ধ রামেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়া
 প্রণাম করিবে সে আমার অনুগ্রহ হেতু ব্রহ্ম হত্যা পাপ

সেতুবন্ধে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং হরম্ ।

সঙ্কল্পনিরতো ভুত্বা গত্বা বারাগসীং নরঃ ॥ ৩ ॥

আনীর গঙ্গাসলিলং রামেশমভিবিচ্য চ ।

সমুদ্রে ক্ষিপ্ততস্তারো ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যাসংশয়ম্ ॥ ৪ ॥

কৃতানি প্রথমেনাক্ষা যোজনানি চতুর্দশ ।

দ্বিতীয়েন তথা চাক্ষা যোজনানি তু বিংশতিঃ ।

তৃতীয়েন তথা চাক্ষা যোজনান্যেকবিংশতিঃ ॥ ৫ ॥

চতুর্থেন তথা চাক্ষা দ্বাবিংশতিরিত্তি শ্রুতম্ ॥ ৬ ॥

পঞ্চমেণ ত্রয়োবিংশদ্যোজনানি সমন্ততঃ ।

ববন্ধ সাগরে সেতুং নলো বানরসন্তমঃ ॥ ৭ ॥

ভেতনৈব জগ্মুঃ কপয়ো যোজনানাং শতং ক্রতম্ ।

অসংখ্যাতাঃ সুবেলাদ্রিং রুরুধুঃ প্লবগোন্তমাঃ ॥ ৮ ॥

আরুহ্য মারুতিং রামো লক্ষ্মণোহপ্যঙ্গদং তথা ।

দিদৃক্ষু রাঘবো লক্ষ্মাকরোরোহাচলং মহৎ ॥ ৯ ॥

হইতেও মোচন হইবে। যে নর সেতুবন্ধে স্নান করিয়া
রামেশ্বর শিবকে দর্শন করে এবং স্থির চিত্ত হইয়া বারাগসী
গমন পূর্বক গঙ্গাজল আনয়ন করত রামেশ্বরকে অভিসেক
করিবে সে নিশ্চয়ই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে । ১ । ২ । ৩ । ৪ ।

বানর সন্তম নল প্রথম দিবসে চতুর্দশ যোজন, দ্বিতীয়
দিবসে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিবসে একবিংশতি যোজন,
চতুর্থ দিবসে দ্বাবিংশতি যোজন, পঞ্চম দিবসে ত্রয়োবিংশতি
যোজন সেতু বন্ধন করিল। কপিগণ তাহাদ্বারা শত যোজন
গমন করিল এবং অসংখ্য বানরশ্রেষ্ঠ ত্রিহুট পর্বত আচ্ছন্ন
করিয়া ফেলিল। ৫ । ৬ । ৭ । ৮ ।

অনন্তর শ্রীরাম মারুতি স্বকে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদোপরি

দৃষ্ট্বা লক্ষ্মাং সুবিস্তীর্ণাং নানাচিত্রধ্বজাকুলাম্ ।

চিত্রপ্রাসাদসম্বাধাং স্বর্ণপ্রাকারতোরণাম্ ॥ ১০ ॥

পরিখাভিঃ শতস্রীভিঃ সংক্রমৈশ্চ বিরাজিতাম্ ।

প্রাসাদোপরি বিস্তীর্ণপ্রদেশে দশকন্ধরঃ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রিভিঃ সহিতো বীরৈঃ কিরীটদশকোজ্জ্বলঃ ।

নীলাদ্রিশিখরাকারঃ কালমেঘসমপ্রভঃ ॥ ১২ ॥

রত্নদণ্ডৈঃ সিতচ্ছত্রৈরেনৈকৈঃ পরিশোভিতঃ ।

এতস্মিন্মন্তরে বন্ধো মুক্তো রামেণ বৈ শুকঃ ॥ ১৩ ॥

বানরৈস্তাড়িতঃ সম্যকদশাননমুপাগতঃ ।

প্রহসন্ রাবণঃ প্রাহ পীড়িতঃ কিম্মরৈ ? শুকঃ ॥ ১৪ ॥

রাবণস্ত বচঃ শ্রুত্বা শুকো বচনমব্রवीৎ ।

সাগরস্যোত্তরে তীরেহক্রবন্তে বচনং যথা ।

তত উৎপ্লুত্ব কপয়ো গৃহীত্বা মাং ক্ষণান্ততঃ ॥ ১৫ ॥

আরোহণ পূর্বক মহাচলে অধিরূঢ় হইয়া লক্ষাপুরী পরিদর্শন
করিতে লাগিলেন—বহু বিস্তৃত, নানাবিধ চিত্র বিচিত্র ধ্বজা
পতাকা উড়ডীয়মান, বিবিধ চিত্রিত প্রাসাদ ও স্বর্ণ প্রাকার
যুক্ত সিংহ দ্বার সম্বলিত, পরিখা, শতস্রী ও সোপান
বিরাজিতা লক্ষাপুরী অবলোকন করণানন্তর দেখিলেন যে,
অতি বিস্তৃত প্রাসাদ প্রদেশে নীলাদ্রি শিখরাকার, ঘোর
কাদম্বিনী প্রভ নিকরানন্দন দশানন দশ মস্তকে উজ্জল
কিরীট পরিধান করত রত্ন দণ্ড ও অনেক স্বেতছত্র দ্বারা পরি-
শোভিত হইয়া মহাবীর মন্ত্রিগণ উপবেশন করিয়া আছে।
ইত্যবসরে রাম-মুক্ত শুক বানর তাড়িত হইয়া বন্ধাঞ্জলী পূর্বক
উপনীত হইলে দশানন হাসিতে হাসিতে কহিল—হে শুক!
কেহ কি তোমাকে পীড়ন করিয়াছে? ১ । ১০ । ১১ । ১২ ।
১৩ । ১৪ ।

শুক রাবণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল—সাগরের উত্তর তীরে

মুক্তিভিন্দনৈশ্চ হস্তং লোপুং প্রচক্রমুঃ।
ততো মাং রাম! রক্ষতি ক্রোশন্তং রঘুপুত্রবঃ ॥ ১৬ ॥
বিসৃজ্যতামিতি গ্রাহ বিসৃষ্টোহহং কপীশ্বরৈঃ।
ততোহমাগতো ভীত্যা দৃষ্ট। তদ্বানরং বলম্ ॥ ১৭ ॥
রাক্ষসানাং বলৌঘস্ত বানরেস্তবলস্ত চ।
নৈতরোর্বিদ্ধ্যতে সন্ধিদেবদানবয়োৰিব ॥ ১৮ ॥
পূরপ্রাকারমাস্তি ক্ষিপ্ৰমেতরং কুরু।
সীতাং বাটম্ প্রযচ্ছাস্ত যুদ্ধং বা দীপ্ততাং প্রভো!।
মামাহ রামস্তং ক্রহি রাবণং মদ্বচঃ শুক!।
যদ্বলং চ সমাপ্রিত্য সীতাং মে হৃতবানসি ॥ ২০ ॥
তদ্বর্শয় যথাকামং সৈন্যঃ সহ বান্ধবঃ।
শ্বঃকালে নগরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাম্।
রাক্ষসং চ বলং পশ্য শরৈর্বিধ্বংসিতং যয়।।
ঘোররোষমহং মোক্ষ্যে বলং ধারয় রাবণ! ॥ ২২ ॥

ইত্যুক্তোপররামাথ রামঃ কমললোচনঃ।
একস্থানগতা যত্র চত্বারঃ পুরুষব্রতাঃ ॥ ২৩ ॥
শ্রীরামো লক্ষ্মণশৈব সুগ্রীবশ্চ বিভ বণঃ।
এত এব সমর্থাস্তে লঙ্কাং নাশয়িতুং প্রভো! ॥ ২৪ ॥
উৎপাট্য ভাস্মীকরণে সর্বৈ তিষ্ঠন্ত বানরাঃ।
তস্ত যাদৃগ্‌বলং দৃষ্টং কপং প্রহরণানি চ ॥ ২৫ ॥
বধিষ্যতি পুরং সর্বং একস্তিষ্ঠন্ত তে ত্রয়ঃ।
পশ্য বানরসেনাং তামদংখ্যাতাং প্রপূরিতাম্ ॥ ২৬ ॥
গর্জন্তি বানরাস্তত্র পশ্য পর্বতসন্নিভাঃ।
ন শক্যাস্তে গণয়িতুং প্রাধান্যেন ব্রবীমি তে ॥ ২৭ ॥
এষ যোহভিমুখো লঙ্কাং নদন্ত তিষ্ঠতি বানরঃ।
যুথপানাং সহস্রাণাং শতেন পরিবারিতঃ ॥ ২৮ ॥
সুগ্রীবসেনাধিপতিনীলো নামাগ্নিনন্দনঃ।
এষ পর্বতশৃঙ্খাতঃ পদ্মকিঙ্কলসন্নিভঃ ॥ ২৯ ॥

উপস্থিত হইয়া কথা কহিবামাত্র কপিগণ উল্লক্ষন পূর্বক ক্ষণ-
কাল মধ্যে আমাকে আক্রমণ করত মুষ্টি ও নখ দস্ত দ্বারা হনন
করিতে উপক্রম করিল—অনন্তর আমি হা রাম, হা রঘুনন্দন
বলিয়া চীৎকার করিলে। শ্রীরাম আমাকে বিমোচন করিতে
আদেশ প্রদান করিলেন কপিগণ আমাকে মুক্ত করিয়া দিল—
পরে সেই সমস্ত বানর সৈন্য অবলোকন করিয়া ভীতান্তঃ-
করণে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে রাক্ষস ও বানর সৈন্য
পর্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলাম যে, যেমন দেব ও দানবদিগের
সন্ধি কখনই নাই সেই রূপ ইহাদিগের মধ্যে সন্ধি কখনই
হইতে পারে না। রাম সৈন্যে পূর্বে প্রাকার সমীপবর্তী
হইতেছেন অতএব যত শীঘ্র পাবেন যুদ্ধ সজ্জা করুন, না

হয় রামকে সীতা সমর্পণ ককন—রাম আমাকে বলিয়াছেন
যে, হে শুক! তুমি রাবণকে বলিও যে, তুমি যে সৈন্যাদির
করিয়া আমার সীতাকে হরণ করিয়াছ যথেষ্টকুক হইয়া
সৈন্য ও বান্দব সহিত তাহা সন্দর্শন করাও—হে রাবণ!
দেখ আমি ঘোর রাগ পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালে তীর
ও প্রাচীর বেষ্টিত লঙ্কা নগরী এবং রাক্ষস বল বিনাশ
করিব, রাম এই বলিয়া নিবৃত্তি হইলেন। হে প্রভো!
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণ এই চারি পুরুষ সিংহ যখন
একত্রিত হইয়াছে তখন তাহার লঙ্কা বিনাশ করিতে সমর্থ
হইয়াছে—এবং শ্রীরামের যেরূপ বল ও প্রহরী দর্শন করি-
লাম তাহাতে বানরগণ লঙ্কা উৎপাটন করিয়া দগ্ধ করিতে
সমুৎসুক হইয়া আছে। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।
২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

তাহারা তিন জনে একত্র হইয়া থাকুক তাহা হইলে সমস্তই
কাণ্ড সফল হইবে। এক্ষণে অগণ্য বানর সৈন্যে পরিপূর্ণ

ক্ষোটিয়ত্যভিসংরক্কো লাক্সলং চ পুনঃ পুনঃ ।
 যুবরাজোহঙ্গদো নাম বালিপুঞ্জোহতিবীৰ্য্যবান্ ॥ ৩০ ॥
 যেন দৃষ্টা জনকজা রামস্থাতিব বলতা ।
 হীনুমানেষ বিক্ষাতো হতো যেন তবান্নজঃ ॥ ৩১ ॥
 শ্বেতো রজতসঙ্কাশো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ ।
 তুৰ্ণং স্ত্রীবমাগম্য পুনর্গচ্ছতি বানরঃ ॥ ৩২ ॥
 যন্তেষ সিংহসঙ্কাশঃ পশাত্যতুলবিক্রমঃ ।
 রন্তো নাম মহাসন্তো লক্ষাং নাশয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৩৩ ॥
 এষ পশুতি বৈ লক্ষাং দিধক্ষন্নিব বানরঃ ।
 শরতো নাম রাজেন্দ্র ! কোটিবৃথপনায়কঃ ॥ ৩৪ ॥
 পনসচ্চ মহাবীৰ্য্যো মৈন্দ্রচ্চ দ্বিবিদস্তথা ।
 নলচ্চ সেতুকর্তাসৌ বিশ্বকর্মান্মুতো বলী ॥ ৩৫ ॥
 বানরাণাং বর্ণনে বা সংখ্যানে বা ক ঐশ্বরঃ ।
 শূরাঃ সর্বে মহাকায়াঃ সর্বে বুদ্ধাভিকাক্ষিণঃ ॥ ৩৬ ॥

হইয়াছে অবলোকন কর—দেখ ঐ পর্বত সন্নিহিত বানর
 সমূহ গর্জন করিতেছে, আমি বলিতেছি তোমার কেহই
 সেখানে যাইতে সক্ষম নহে ; পর্বত শৃঙ্গ সদৃশ উচ্চ ও পদ্ম-
 কিঙ্কর-প্রভ ঐ স্ত্রীব সেনাধিপতি মহাবলশালী যুবরাজ
 অঙ্গদ বারম্বার ভূপৃষ্ঠে লাঙ্গুল আঘাত করিতেছে—ঐ দেখ
 মহাধীশক্তি সম্পন্ন অতুল বিক্রমশালী যে বানর স্ত্রীব সমীপে
 শীত্র আনিয়াই পুনর্বার গমন করিতেছে উহার নাম শ্বেত,
 দেখ দেখ ঐ যে সিংহ সদৃশ মহাবলশালী বানর সমস্ত অব-
 লোকন করিতেছে ও সর্বপ্রধান লক্ষা বিনাশ করিতেও সক্ষম
 উহার নাম রন্ত—ঐ দেখ যে বানর দিক সমস্ত দক্ষ করিতেছে
 ও কোটি বৃথপের নায়ক উহার নাম শরত—মহাবলশালী
 পনশ, মৈন্দ্র, দ্বিবিদ, এবং মহাবলী বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল প্রভৃতি
 বানরদিগের বল বর্ণন করিতে বা সংখ্যা করিতে কোন্ ব্যক্তি
 সমর্থ হইবে—তাহারা সকলেই মহাকায় ও মহাশূর বুদ্ধ করিতে

শক্তাঃ সর্বে চূর্ণয়িতুং লক্ষাং রক্কোগণৈঃ সহ ।
 এতেবাং বলসংখ্যানং প্রত্যেকং বচ্মি তে শৃণু ॥
 এবাং কোটিসহস্রাণি নব পঞ্চ চ সপ্ত চ ।
 তথা শঙ্খসহস্রাণি তথাবৃন্দশতানি চ ॥ ৩৮ ॥
 স্ত্রীবসচিবানাং তে বলমেতৎপ্রকীর্তিতম্ ।
 অন্যেবাং তু বলং নাহং বক্তুং শক্তোহস্মি রাবণ
 রামো ন মানুষঃ সাক্ষাদাদিনারায়ণঃ পরঃ ।
 সীতা সাক্ষাজ্জগদ্ধেতু শিচ্ছক্তির্জগদান্নিকা ॥ ৪০ ॥
 তাভ্যামেব সমুৎপন্নং জগৎ স্বাবরজ্জন্মম্ ॥
 তস্মাদ্রামচ্চ সীতা চ জগতস্তদ্বৃষচ্চ তৌ ॥ ৪১ ॥
 পিতরৌ পৃথিবীপাল ! তয়োবৈরী কথং ভবেৎ ?
 অজানতা ত্বয়া নীতা জগন্মাতৈব জানকী ॥ ৪২ ॥
 ক্ষণনাশিনি সংসারে শরীরে ক্ষণভঙ্গরে ।
 পঞ্চভূতাত্মকে রাজন্ ! চতুর্বিংশতিতত্ত্বকে ॥ ৪৩ ॥

অভিলাষী, লক্ষা ও রাক্ষসগণকে চূর্ণ করিতে সক্ষম—এক্ষণে
 তাহাদের প্রত্যেক সংখ্যা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর—ইহা-
 দিগের কোটি সহস্র নব, পঞ্চ, সপ্ত, শত ও অর্কদ সহস্র সেনা
 বল আছে স্ত্রীব সচিবদিগের সৈন্য বল কহিলাম, কিন্তু হে
 রাবণ ! অন্য সমস্তের বল অগণ্য অতএব বলিতে অসক্ষম ।
 ত্রীমাতুল্য মানুষ নহেন তিনি সাক্ষাৎ পরম পুরুষ আদি নারা-
 য়ণ—সীতা জগৎ স্বরূপা সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি—তদ্বারাই স্বাবর
 ও অঙ্গমাত্মক সংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে । হে পৃথিবীপাল !
 সেই মাতা পিতার কিরূপে শত্রু হইবে ? তুমি না জানিয়াই
 জগন্মাতা জানকীকে আনয়ন করিয়াছ—হে রাজন্ ! এই
 ক্ষণ-বিদ্বংশি সংসারে ও ক্ষণভঙ্গুর দেহ মধ্যে মূল প্রকৃতি
 মহৎ অহঙ্কার মনঃ পঞ্চভূতাত্মক, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়,
 পঞ্চমহাভূত এই চতুর্বিংশতি প্রকার তত্ত্ব অবস্থিত আছে,

মলমাংসাস্তিহুগন্ধভুরিজেহহঙ্ তানয়ে ।

কৈবাস্ত্য ব্যতিরিক্তস্য কায়ে তব জড়ান্নকে ? । ৪৪

যৎকৃতে ব্রহ্মহত্যাদিপাতকানি কৃতানি তে ।

ভোগভোক্তা তু যো দেহঃ স দেহোহত্র পতিষ্যতি
পুণ্যপাপে সমায়াতো জীবেন সুখদুঃখয়োঃ ।

কারণে দেহযোগাদিনাশ্রয়ঃ কুরুতোহনিশমঃ । ৪৬ ॥

যাবদেহোহস্মি কর্তাস্মীত্যান্নাহং কুরুতেহবশঃ ।

অধ্যাসান্তাবদেব স্যাজ্জন্মানাশাদিসম্ভবঃ ॥ ৪৭ ॥

তস্মাত্ত্বং ত্যজ দেহাদাবতিমানং মহামতে ! ।

আত্মাতিনির্মলঃ শুদ্ধো বিজ্ঞানাত্মাচলোহব্যয়ঃ । ৪৮

স্বাজ্ঞানবশতো বন্ধং প্রতিপদ্য বিমুহতি ।

তস্মাত্ শুদ্ধভাবেন জ্ঞাত্বাত্মানং সদা স্মর । ৪৯ ।

বিরতিং তজ সর্বত্র পুণ্ডরীকগৃহাদিষু ।

নিরয়েষুপি ভোগঃ শ্রাম্ভস্করতনাবপি । ৫০ ।

দেহং লবধা বিবেকাচ্যে দ্বিজত্বং চ বিশেষতঃ ।

তত্রাপি ভারতে বর্ষে কস্মভূমৌ স্মদুর্লভম্ । ৫১ ।

কো বিদ্বানাত্মসাৎকৃত্বা দেহং ভোগান্নগো ভবেৎ

অতস্ত্বং ব্রাহ্মণো ভূত্বা পৌলস্ত্যতনয়শ্চ সন । ৫২ ॥

অজ্ঞানীব সদা ভোগান্নুধাবসি কিং মুখা ? ।

ইতঃ পরং বা ত্যক্ত্বা ত্বং সর্বসঙ্গং সমাশ্রয় । ৫৩ ।

রামমেব পরাত্মানং ভক্তিতাবেন সর্বদা ।

সীতাং সমর্প্য রামায় তৎপাদানুচরো ভব ॥ ৫৪ ॥

বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো বিমুলোকং প্রয়াস্যসি ।

নো চেদগমিষ্যসেহধোঃ পুনরারম্ভিবর্জিতঃ ।

অঙ্গীকুরুষু যদ্বাক্যং হিতমেব বদামি তে । ৫৫ ।

তোমার জড়ান্নক দেহে মল মাংস অস্টি প্রভূত হুগন্ধ ব্যতি-
রিক্ত আর কোন্ পদার্থ আছে? যে দেহ ব্রহ্ম হত্যা দি কার্য্য
করিয়াছে—যে দেহ স্বয়ং ভোগ ভক্ষক এরূপ স্থলে দেহ পতন
হয়। সুখ দুঃখাদির কারণ হেতু পুণ্য ও পাপ জীবের সঙ্গে
সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয় সুতরাং পুণ্য ও পাপে দেহ
যোগাদির সহিত আপনার সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।
যাবৎকাল দেহ আমার ও আমি কর্তা এবং আত্মাকে বশীভূত
করি তাবৎকাল অহঙ্কার হেতু জন্ম নাশাদির সম্পূর্ণ সম্ভব।
হে মহামাতঃ! সেই নিমিত্ত দেহাভিমান পরিত্যাগ কর—
আত্মা অতি বিমল ও শুদ্ধ হউক, আপনার অজ্ঞানতা বশত
শরীরাদি সঞ্চয় হইয়াও পুনঃ পুনঃ কন্ডে প্রবর্ত হয়, সেই হেতু

তুমি বিশুদ্ধ ভাবে পরমাত্মাকে জানিয়া তাঁহাকে সর্বদাই
স্মরণ কর—পুণ্ড্র স্ত্রী গৃহাদি সুখ ভোগে ও নরকের কষ্ট
ভোগে বিরত হও—দেখ এই কস্ম ভূমি ভারতবর্ষে স্মদুর্লভ
আচ্য যোগ্য দেহ বিশেষতঃ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোন্ বিদ্ব-
জ্ঞান দেহকে আত্মাধীন করিয়া দেহভোগান্নবর্জী হয়? অত-
এব তুমি পুণ্ড্রতনয় ব্রাহ্মণ হইয়া অজ্ঞানীর ন্যায় সর্বদাই
বুধা ভোগান্নরক্ত হইতেছ? এক্ষণে সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ
পূর্বক পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ কর—সর্বদা ভক্তিতাব দ্বারা
পরমাত্মা শ্রীরামকে সীতা সমর্পণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মের
অনুচর হও; তাহা হইলে তুমি সর্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া
বিমুলোকে গমন করিবে নচেৎ উত্তমলোক হইতে বর্জিত
হইয়া অধঃ পতিত হইবে—এক্ষণে আমার বচনে অঙ্গীকার
কর কারণ তোমার হিত বাক্য কহিতেছি। সংসঙ্গ গ্রহণ

সংসজ্জতিং কুরু তজস্ব হরিং শরণ্যং
শ্রীরাঘবং মরকতৌপলকাস্তিকান্তম্ ।
সীতাসমেতমনিশং ধৃতচাপবাণং
সুগ্রীবলক্ষ্মণবতীষণসেবিতাজিষ্ণুম্ । ৫৬ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উদ্যমহেখরসংবাদে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

করিয়া মরকত মণির তুল্য শ্যাম কায় শ্রীহরি রানচন্দ্রের শরণ
লও এবং সুগ্রীব লক্ষ্মণ বিতীৰ্ণ বাহার চরণ সেবা করিতেছে
তুমি সেই ধরুক্ষাধারী সসীতা শ্রীরামচন্দ্রের চরণ শীঘ্র
সেবা কর । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ ।

। ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ ।
। ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ ।
। ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উদ্যমহেখর সংবাদে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রদ্ধা মুকম্বোধগীতং বাক্যমজ্ঞাননাশনম্ ।
রাবণঃ ক্রোধতাপ্রাক্ষো দহন্নিব তমব্রবীৎ । ১ ।
অনুজীব্য সুহৃদ্বুদ্ধে ! গুরুবস্ত্রাঘসে কথম্ ? ।
শাসিতাহং ত্রিজগতাং ত্বং মাং শিক্ষন্ন লজ্জসে ? ।

ইদানীমেব হস্মি ত্বাং কিন্তু পূৰ্ব্বকৃতং তব ।
স্মরামি তেন রক্ষামি ত্বাং যদ্যপি বধোচ্চিতম্ । ৩ ।
ইতো গচ্ছ বিমুঢ় ! ত্বমেবং শ্রোতুং ন মে ক্ষমম্ ।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা বেপমানো গৃহং যযৌ । ৪ ।

রাবণ শুক মুখে অজ্ঞান নাশক বাক্য অবগ করিয়া ক্রোধ
কবায় লোচনে তাহাকে কহিল—রে সুহৃদ্বুদ্ধে ! তুমি আমার
সেবক হইয়া কি রূপে গুরুর নগায় আমাকে সম্ভাষণ করিতে
হিস্ ? আমি ত্রিজগৎ শাসন করি তুমি আমাকে শিক্ষা

দিতেহিস্ ইহাতে কি তোর লজ্জা করে না ? এখনি তোরে
বিনাশ করিতাম, কিন্তু তোর পূৰ্ব্বজন্ম কৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া,
তুমি বধা হইলেও তোকে রক্ষা করিলাম। রে মুঢ় ! তুমি
এ স্থান হইতে পলায়ন কর তোর বাক্য শুনিতে আর ইচ্ছা
হয় না, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া শুক গৃহে গমন

শুকোহপি ব্রাহ্মণঃ পূৰ্বং ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবিত্তমঃ ।
 বানপ্রস্থবিধানেন বনে তিষ্ঠন্ স্বকর্মকুৎ ১৫ ।
 দেবানামভিব্রাহ্ম্যর্থং বিনাশায় সুরদ্বিধাম্ ।
 চকার যজ্ঞবিততিমবিচ্ছিন্নাং মহামতিঃ ১৬ ।
 রাক্ষসানাং বিরোধোহভূচ্ছকো দেবহিতোদ্যতঃ ।
 বজ্রদংষ্ট্র ইতি খ্যাতস্তত্রৈকো রাক্ষসো মহান্ ১৭ ।
 অন্তরং প্রাপ্তুরাতিষ্ঠচ্ছুকাপকরণোদ্যতঃ ।
 কদাচিদাগতোহগস্ত্যস্তম্যাশ্রমপদং যুনেঃ ১৮ ।
 তেন সংপূজিতোহগস্ত্যো ভোজনার্থং নিমন্ত্রিতঃ ।
 গতে স্নাতুং যুনৌ কুন্তসত্তবে প্রাপ্য চান্তরম্ ১৯ ।
 অগস্ত্যরূপধৃক্ সোহপি রাক্ষসঃ শুকমব্রবীৎ ।
 যদি দাস্যসি মে ব্রহ্মন্ । ভোজনং দেহি সামিষম্ ২০ ।
 বহুকালং ন ভুজ্যং মে মাংসং ছাগাঙ্গসত্তবম্ ।
 তথৈতি কারয়ামাস মাংসতোজ্যং সবিস্তরম্ ২১ ।

করিল। শুক ও পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং বাণপ্রস্থ
 বিধানানুসারে স্বকর্ম হেতু বনে অবস্থিতি করিয়া সুরবিদেষীর
 বিনাশ এবং দেবতাদিগের হৃদ্বির জন্য বিস্তর যজ্ঞ করিয়া
 ছিলেন। ১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১।

দেবহিতরত শুকের প্রতি রাক্ষস দিগের বিশেষ ঘেব বুদ্ধি
 থাকার, বজ্রদংষ্ট্র নামে ত্রৈলোক্য বিখ্যাত এক রাক্ষস শুকের
 অপকারে উদ্যত ছিল। এক দিন অগস্ত্য ঐ যুনির আশ্রমে
 সমাগত হইলে তৎকর্তৃক সংপূজিত হইয়া ভোজনের নিমিত্ত
 অগস্ত্যকে নিমন্ত্রণ করিল। কুন্ত যোগে অবশর ক্রমে স্নান
 করিয়া অগস্ত্য রূপ ধারণ পূর্বক ঐ রাক্ষস শুককে কহিল।
 হে ব্রহ্মন্! যদি আমাকে ভোজন করান তবে সামিষ ভোজন
 করিব। আমি বহুকাল হইল ছাগাদির মাংস ভোজন করি
 নাই অতএব আমাকে প্রচুর পরিমাণে মাংস ভোজন করাও।

উপবিষ্টে যুনৌ ভোক্তুং রাক্ষসোহতীব স্তম্ভরম্ ।
 শুকভার্যাবপুধুত্বা তাং চান্তমোহরন্ খলঃ ২২ ।
 নরমাংসং দদৌ তন্মৈ স্তপকং বহুবিস্তরম্ ।
 দত্তৈবাস্তদর্থে রক্ষস্ততো দৃষ্ট্য চুকাপ সং ২৩ ।
 অমেধ্যং মানুষং মাংসমগস্ত্যঃ শুকমব্রবীৎ ।
 অভক্ষ্যং মানুষং মাংসং দত্তবানসি দুর্মতে ২৪ ।
 মহং ত্বং রাক্ষসো ভুত্বা তিষ্ঠ ত্বং মানুবাশনঃ ।
 ইতি শপ্তঃ পুরো ভীত্যা প্রাহাগস্ত্যং যুনে! ত্বয়া ২৫ ।
 ইদানীং ভাবিতং মেহত্ব মাংসং দেহীতি বিস্তরম্ ।
 তথৈব দত্তং মে দেব! কিং মে শাপং প্রদাস্যসি? ।
 ক্ষত্বা শুকস্য বচনং মুহূর্তং ধ্যানমাস্থিতঃ ।
 জাত্বা রক্ষঃকৃতং সর্বং ততঃ প্রাহ শুকং সুধীঃ ২৬ ।
 তবাপকারিণা সর্বং রাক্ষসেন কৃতং ত্বিদম্ ।
 অবিচার্যৈব মে দত্তঃ শাপস্তে যুনিসত্তম! ২৭ ।

যুনি ভোজন করিতে উপবেশন করিলে, রাক্ষস অতীব স্তম্ভর
 শুক ভার্য্যার শরীর আক্রমণ করত তাহাকে পাকশালা হইতে
 বাহির করিয়া গ্রহণ করিল। তাহাকে প্রচুর পরিমাণে নর
 মাংস প্রদান করিয়াছিল। অনন্তর রাক্ষস দর্শন করিয়া
 অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিল, অগস্ত্য অমেধ্য মানুষ মাংস দেখিয়া
 শুককে কহিল—হে দুর্মতে! তুই আমাকে অভক্ষ্য মানুষ মাংস
 দিলি অতএব তুই মহুষ্য ভোজী রাক্ষস হইয়া অবস্থান কর।
 এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া সে কহিল—হে যুনে! অদ্য আমাকে
 প্রচুর পরিমাণে মাংস প্রদান কর, সুতরাং আমি তোমাকে
 মাংস দিয়াছি, অতএব আমাকে কেন অভিশাপ দিলেন।
 শুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত মধ্যে ধ্যান অবলম্বন পূর্বক
 রাক্ষসকৃত এই সমস্ত জাত হইয়া সুরবুদ্ধি অগস্ত্য শুককে কহিল
 ২২।২৩।২৪।২৫।২৬।২৭।
 হে যুনিসত্তম! তোমার অপকারি রাক্ষস কর্তৃক এই

তথাপি মে বচোহমোঘমেবমেব ভবিষ্যতি ।
 রাক্ষসং বপুরাস্থায় রাবণস্য সহায়কুৎ ॥ ১৯ ॥
 তিষ্ঠ তাবদ্যদা রামো দর্শাননবধায় হি ।
 আগমিষ্যতি লঙ্কারাঃ সমীপং বানরৈঃ সহ ॥ ২০ ॥
 প্রেষিতো রাবণেন ত্বং চারো ভূত্বা রথুত্তমম্ ।
 দৃষ্টু শাপাদ্বিনিমুক্তো বোধয়িত্বা চ রাবণম্ ॥ ২১ ॥
 তত্ত্বজ্ঞানং ততো মুক্তঃ পরং পদমবাপ্তসি ।
 ইত্যুক্তোহগস্ত্যমুনির্নাকো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ২২ ॥
 বভূব রাক্ষসঃ সদ্যো রাবণং প্রাপ্য সংস্থিতঃ ।
 উদানীং চারুৰূপেণ দৃষ্টু রামং সহানুজম্ ॥ ২৩ ॥
 রাবণং তত্ৰ বিজ্ঞানং বোধয়িত্বা পুনর্জতম্ ।
 পূর্ববদব্রাহ্মণো ভূত্বা স্থিতো বৈখানসৈঃ সহ ॥ ২৪ ॥

ততঃ সমাগমত্বঙ্কো মাণ্যবান্ রাক্ষসো মহান ।
 বুদ্ধিমাত্রীতিনিপুণো রাজ্ঞো মাতুঃ প্রিয়ঃ পিতা ॥ ২৫ ॥
 প্রাহ তং রাক্ষসং বীরং প্রশান্তেনাস্তরায়না ।
 শৃণু রাজন্ ! বচো মেহদ্য শ্রুত্বা কুরু যথেষ্টমিতম্ ।
 বদা প্রবিষ্টা নগরী জ্ঞানকী রামবল্লভা ।
 তদাদি পূর্য্যাং দৃশ্যন্তে নিমিত্তানি দর্শানন ॥ ২৬ ॥
 ঘোরগির্নাশহেতুনি তানি মে বদতঃ শৃণু ।
 ধরন্তনিতনির্ঘোষা মেঘা অতিভয়ঙ্করাঃ ॥ ২৮ ॥
 শোণিতেনাভিবর্ষন্তি লঙ্কায়ুগ্মেন সর্বদা ।
 রুদন্তি দেবলিঙ্গানি স্থিধ্যন্তি প্রচলন্তি চ ॥ ২৯ ॥
 কালিকাঃ পাণ্ডুরৈর্দন্তৈঃ প্রহসন্ত্যগ্রতঃ স্থিতা ।



সমস্ত কার্য করা হইয়াছে এবং আমিও অবিচার পূর্বক
 তোমাকে শাপ প্রদান করিলেও আমার বচন অনোঘ হইবে
 স্তব্রাং রাবণের সহায় সম্পন্ন হইয়া তুমি রাক্ষস শরীর
 প্রাপ্ত হইয়া দর্শানন বিনাশের নিমিত্ত জীরাম চন্দ্র বানরগণ
 সমভিব্যাহারে যত দিন পর্যন্ত লঙ্কাপুরী মধ্যে আগমন না
 করিবেন তাবৎকাল তুমি এই অবস্থায় অবস্থান কর, পরে তুমি
 বানর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া জীরামচন্দ্রকে দর্শন পূর্বক
 রাবণকে তত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করিলে শাপ হইতে বিমুক্ত হইবে ।
 অনন্তর মুক্ত হইয়া তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত
 হইবে । ব্রাহ্মণসত্তম শুক অগস্ত্য কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে,
 তখনই রাক্ষসরূপ হইল এবং রাবণের নিকট অবস্থিতি করিল
 অধুনা সহানুজ জীরামচন্দ্রকে চাকর রূপে দর্শন করিয়া রাবণকে
 পুনঃ পুনঃ তত্ত্ববিজ্ঞানান্তর পূর্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইয়া বান-

প্রস্থ অবস্থায় অবস্থান করিল । অনন্তর নীতিনিপুণ বুদ্ধিমান
 রাজমাতার প্রিয় পিতা বৃক মাণ্যবান্ মহারাক্ষস আগমন
 করিয়া প্রশান্তচিত্তে রাক্ষসবিতকে কহিলেন—হে রাজন্ !
 শ্রবণ কর—অদ্য আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাস্থিতি
 কার্য কর । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ ।
 হে দর্শানন ! যে দিনে রাম বল্লভা জ্ঞানকী নগরীতে
 প্রবেশ করেন সেই দিনাবধি আমি পুরীমধ্যে ঘোরতর উৎ-
 পাত সমূহ দেখিতেছি । অতএব ইহা কেবল সর্বনাশের
 মূল নিশ্চয় বলিতেছি আপনি শ্রবণ করুন । সুগভীর ভীষণ
 ঘনাবলি কঠোর গর্জনে বজ্রপতন শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে
 ও নিরন্তর উৎসোদিত অভিবর্ষণ করিতেছে । আরও দেখুন
 দেব দেবীর প্রতিমূর্তি সকল বিলাপ পরিতাপ করত সচঞ্চল
 হইতেছে । এতোক রাক্ষসদিগের পূর্ববর্ত্তিণী কালিকা পাণ্ডু-
 বর্ণ দন্ত বিকসিত করিয়া সমুদায় রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিব
 বলিয়া হাস্ত করিতেছেন । আমার বিড়াল ও নকুলের সহিত

ধরা গোষু প্রজারস্তে যুষকা নকুলৈঃ সহ ॥ ৩০ ॥
 মার্জারৈণ তু যুধ্যন্তি পন্নগা গরুড়েন তু।
 করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥ ৩১ ॥
 কালো গৃহাণি সর্বেষাং কালে কালে ভবেক্ষতে।
 এতান্যান্যানি দৃশ্যন্তে নিমিত্তানুদ্ভবন্তি চ ॥ ৩২ ॥
 অতঃ কুলস্য রক্ষার্থং শান্তিং কুরু দশানন !।
 সীতাং সংকৃত্য সখনাং রামায়ান্তু প্রযচ্ছ ভো ॥ ৩৩ ॥
 রামং নারায়ণং বিদ্ধি বিদেষং ত্যজ রাঘবে।
 যৎপাদপোতমাশ্রিত্য জ্ঞানিনো ভবনাগরম্ ॥ ৩৪ ॥
 তরন্তি তন্ত্ৰিপুতান্মা ততো রামো ন মানুষ্যঃ।
 তজ্জন্ম তন্ত্ৰিতাবেন রামং সর্বহৃদালয়ম্ ॥ ৩৫ ॥
 যদ্যপি ত্বং দুরাচারো তন্ত্ৰা পুতো ভবিষ্যসি।

মহাক্যং কুরু রাজেন্দ্র ! কুলকৌশলহেতবে ॥ ৩৬ ॥
 তত্তু মাল্যবতো বাক্যং হিতমুক্তং দশাননঃ।
 ন মৰ্ষয়তি হৃষ্টাত্মা কালস্য বশমাগতঃ ॥ ৩৭ ॥
 মানবং কৃপণং রামং একং শাখামৃগাশ্রয়ম্।
 সমর্থং মন্যসে কেন ? হীনং পিত্রা মুনিপ্রিয়ম্।
 রামেণ প্রেষিতো নুনং ভাষসে তমনর্গলম্।
 গচ্ছ বুদ্ধোহসি বন্ধুভূং সোঢ়ং সর্বং ত্রয়োদিতম্ ॥
 ইতো মৎকর্ণপদবীং দহত্যেতদ্বচস্তব।
 ইত্যান্তা সর্বসচিবৈঃ সহিতঃ প্রস্তুতস্তদা ॥ ৪০ ॥
 প্রাসাদাগ্রে সমাসীনঃ পশ্যান্ বানরসৈনিকান্।
 যুদ্ধার্যোজয়ৎসর্বরাক্ষসান্ সমুপস্থিতান্ ॥ ৪১ ॥
 রামোহপি ধনুরাদান লক্ষ্মণেন সমাহৃতম্।

মুখিকদিগের কলহ, গরুড়ের সহিত সর্পের বিবাদ, ভয়ানক
 বিকটাকৃতি পিঙ্গলবর্ণ কালস্বরূপ এক পুরুষ সায়ং প্রাত এই
 উভয় সময়েই প্রত্যেক গৃহেতে আবির্ভূত হইতেছে। এই
 প্রকার বিবিধ নিমিত্ত সমূহ সমুদ্ভূত হইরাছে অবলোকন
 করিলাম। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২।

হে দশানন ! এই কারণবশতঃ কুলের হিতসাধনার্থ শান্তি
 বিধান করুন। আর এই দীনা সীতাদেবীকে সবিনয়ে প্রত্য-
 পণ করুন। আপনি রামচন্দ্রকে নারায়ণ বলিয়া জানিবেন
 অতএব রাঘবে বিবেচ্য পরিভ্যাগ করুন। কারণ তন্ত্ৰি-
 পুতান্মা জ্ঞানীগণ যাঁহার জীপদ নৌকা আশ্রয় করিয়া ভব-
 সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন—সেই রাম তিনি মানব নহেন;
 তিনি সর্বস্বর্ধারী, অতএব তাঁহাকে তন্ত্ৰিতাবে ভজনা করুন।
 হে রাজেন্দ্র ! কুলের মঙ্গলসাধনার্থ আমাব রাক্ষ

করুন। যদিও আপনি আচার ভ্রষ্ট, তথাপি আপনার
 দেহ তন্ত্ৰিগহকারে পবিত্র হইবে। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬।

হৃষ্টাত্মা দশানন কালের বশতাপন্ন হইয়া মাল্যবান কথিত
 হিতবাক্যে অভিনন্দন করিলেন না। অধিকন্তু কহিলেন—
 সামান্য বানরাশ্রিত হর্ষল মানবমাত্র ; কোন ব্যক্তি জাহার
 সমর্থ গণনা করে ? আর নিশ্চয় জানিলাম যে, সেই রামের
 প্রেরিত হইয়া তুমি যে সমস্ত কথা বলিলে, ইহা কেবল বহু
 ও বুদ্ধ বলিয়া মছ করিলাম এক্ষণে এস্থান হইতে গমন করা
 কারণ তোমার বদন বিনিঃশ্রুত বচনাবলী আমাকে দহন করি-
 তেছে। এই বলিয়া মন্ত্ৰিগণ সমভিব্যাহারে তথা হইতে
 প্রস্থান করিলেন। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০।

অনন্তর রাজা প্রাসাদে বাণরগণ উপবেশন করিয়াছে
 দেখিয়া সমুদ্রস্থিত সমস্ত রাক্ষস দিগকে যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে
 আদেশ করিলেন। ক্রোধ পরিপূর্ণ হৃদয়ে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ

দৃষ্ট। রাবণমাসীনং কোপেন কলুবীকৃতঃ ॥ ৪২ ॥
 কিরীটীনং সমাসীনং মন্ত্রিভিঃ পরিবেষ্টিতম।
 শশাঙ্কানিভেনৈব বাণেনৈকেন রাঘবঃ ॥ ৪৩ ॥
 শ্বেতচ্ছত্রসহস্রাণি কিরীটদশকং তথা।
 চিচ্ছেদ নিমিষার্দ্ধেন তদন্তু তমিবাভবৎ ॥ ৪৪ ॥
 লজ্জিতো রাবণস্তূর্ণং বিবেশ ভবনং স্বকম।
 আহুয় রাক্ষসান্ সর্বান প্রহস্তপ্রমুখান্ খলঃ ॥ ৪৫ ॥
 বানরৈঃ সহ যুদ্ধায় নোদয়ামাস সত্বরঃ।
 ততো ভেরীমৃদঙ্গাদ্যোঃ পণবানকগোমুখৈঃ ॥ ৪৬ ॥
 মহিষৌষ্টৈঃ খরৈঃ সিংহৈর্দ্বীপিভিঃ ক্রতবাহনাঃ।
 খড়্গশূলধনুঃপাশশক্তিভোমরশক্তিভিঃ ॥ ৪৭ ॥
 লক্ষিতাঃ সর্বতো লক্ষাং প্রতিদ্বারমুপায়যুঃ।
 তৎপূর্বমেব রামেন নোদিতা বানরবর্ষভাঃ ॥ ৪৮ ॥

সহিত ধনুর্বাণ গ্রহণপূর্বক মন্ত্রিগণ পরিবেষ্টিত মুকুটধারী
 রাবণকে অবলোকন করিয়া শশাঙ্কনিভ একমাত্র সরাস্বাতে
 শ্বেতচ্ছত্র শোভিত মস্তকভূষিত দশমুকুট নিমিষার্দ্ধ মধ্যেই খণ্ড
 খণ্ড করিলেন কিন্তু তৎকালে অতি অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন
 হইয়াছিল। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪।

প্রহস্ত প্রমুখ সমস্ত রাক্ষসদিগকে আহ্বান করত ক্রুরমতি
 রাবণ লজ্জিত হইয়া সত্বর স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। তৎ-
 কালে পলব, অলক, গোমুখ, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যো-
 দ্যমে সম্পূর্ণ হইয়া বানরগণের সহিত দলবদ্ধ হইয়া রাম-
 চন্দ্র যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিলেন। মহিষ, ঔষ্ট্র, খর, সিংহ, সাদূল
 আদি বাহনে আরুঢ় হইয়া স্নোদ্ধাগণ খড়্গ, শেল, শূল, ধনু
 পাশ, বক্টি, তোমর, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রে ভূষিত হইয়া সর্বতো-

উদ্যমা গিরিশৃঙ্গাণি শিখরাণি মহাস্তি চ।
 তরুশ্চোৎপাতি বিবিধান্ যুদ্ধায় হরিবৃথপাঃ ॥ ৪৯ ॥
 প্রেক্ষমাণা রাবণস্ত তান্যানীকানি ভাগশঃ।
 রাঘবপ্রিয়কামার্থং লক্ষ্মাকরুহস্তদা ॥ ৫০ ॥
 তে দ্রুতৈঃ পর্বতাতৈশ্চ মুষ্টিভিঃ প্লবঙ্গমাঃ।
 ততঃ সহস্রযুধাশ্চ কোটিযুধাশ্চ যুথপাঃ ॥ ৫১ ॥
 কোটীশতযুতান্যে রুরুধুনগরং ভূশম।
 আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৫২ ॥
 রামোজয়ত্যাতিবলো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
 রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণানুপালিতঃ ॥ ৫৩ ॥
 ইত্যেবং ঘোষণন্তশ্চ সমং যুযুধিরেহরিভিঃ।
 হনুমানঋদশ্চৈব কুমুদো নীল এব চ ॥ ৫৪ ॥
 নলশ্চ শরভশ্চৈব মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ।

ভাবে চতুর্দিক অবলোকন করত লঙ্কানগরে উপস্থিত হইল।
 কিন্তু বানরগণ তৎপূর্বেই রামের আদেশানুসারে প্রেরিত হইয়া
 বিপুল গিরিশৃঙ্গ সকল উত্তোলন ও বিবিধ বৃক্ষসমূহ উৎ-
 পাটন করত রাবণের তৎপ্রদেশস্থ সেই সৈন্যদল অবলোকন
 করিয়া তৎকালে রাঘবের হিতসাধনার্থ লঙ্কা পুরীতে আরো-
 হণ করিয়াছিল। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।

তদনন্তর উদ্ধাধঃ লক্ষ্যপ্রদান ও তর্জন গর্জন করত সেই
 বানরগণ বিপুল পর্বতশৃঙ্গ ও বৃক্ষসমূহ উপলক্ষিত মাজেই
 প্রগাঢ় রূপে সহস্র সহস্র কোটী কোটী দলবদ্ধ হইয়া নগরকে
 অবরোধ করিল। অতি বীর্যবান রামচন্দ্র, মহাবল লক্ষ্মণ ও
 জয়যুক্ত হউন এবং মহারাজ সুগ্রীব রাঘবানুপালিত হইয়া
 জয়লাভ ককন। এই প্রকারে চতুর্দিক ঘোষণা করত পরস-

ববর্ষ শরজালানি তদদভুতমিবাভবৎ ।

রামোহপি মানয়ন্ ব্রাহ্মমন্ত্রমন্ত্রবিদাম্বরঃ ॥ ৬৭ ॥

ক্ষণং তুষ্ণীমুবাশাধ দদর্শ পতিতং বলম্ ।

বানরাণাং রঘুশ্রেষ্ঠশ্চকোপানলসন্নিভঃ । ৬৮ ।

চাপমানয় সৌমিত্রে ! ব্রহ্মাস্ত্রেণাস্বরং ক্ষণাৎ ।

ভস্মীকরোমি মে পশ্য বলমদ্য রঘুশুম । ৬৯ ।

মেঘনাদোহপি তচ্ছ্রুত্বা রামবাক্যমতন্দ্রিতঃ ।

তুর্ণং জগাম নগরং মায়রা মায়িকোহস্বরঃ ॥ ৭০ ॥

পতিতং বানরানীকং দৃষ্ট্বা রামোহতিহ্বাধিতঃ ।

উবাচ মারুতিং শীঘ্রং গত্বা ক্ষীরমহোদধিম্ । ৭১ ।

তত্র জ্রোণগিরিনাম দিব্যৌষধিসমুদ্ভবঃ ।

তমানয় দ্রুতং গত্বা সঞ্জীবয় মহামতে ! ॥ ৭২ ॥

শানরৌঘান্ মহাসত্ত্বান্ কীৰ্ত্তিস্তে সুস্থিরা ভবেৎ ।

আজ্ঞাপ্যমাণমিত্যুক্ত্বা জগামানিলনন্দনঃ ॥ ৭৩ ॥

শরজাল বিস্তার করিলেন। অনন্তর সময় প্রবীন অস্ত্র
বিসারদ ক্রোধোজ্জ্বলিত দ্বিতীয় অনলরূপধারী। রঘুবীর রাম-
চন্দ্র ও ব্রাহ্ম অস্ত্রকে অরণ্য করত ক্ষণকালজন্ম তুষ্ণীভাবে অব-
লম্বন করিলেন পরে সৈন্যসমূহ নিপতিত অবস্থা অবলোকন
করিলেন। ৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।

রামচন্দ্র অতি হুঃখিত চিত্তে বানর সৈন্যসমূহ নিপতিত
দেখিয়া ক্ষীরসমুদ্রতটে শীঘ্র গমন করিয়া পবন পুত্র হনু-
মানকে বলিলেন। দিব্য ঔষধিসমুদ্ভূত জ্রোণ নামক এক
পর্বত আছে। হে মহামতে! তথায় সত্ত্বর গমনপূর্বক সেই
ঔষধি আনয়ন করিয়া জীবন রক্ষা কর। ইহাতে তুমি অবি-
চলিত কীৰ্ত্তিলাভ করিবে। তদনন্তর অনিলনন্দন যে আজ্ঞা

আনয় চ গিরিং সর্বান বানরান্ বানরর্ষভঃ ।

জীবয়িত্বা পুনস্তত্র স্থাপয়িত্বা বর্যো দ্রুতম্ ॥ ৭৪ ॥

পূর্ববৈষ্ণবং নাদং বানরাণাং বলৌঘতঃ ।

শ্রুত্বা বিস্ময়মাপনো রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭৫ ॥

রাঘবো মে মহান্ শত্রুঃ প্রাপ্তো দেববিনির্মিতঃ ।

হন্তুং তং সমরে শীঘ্রং গচ্ছন্তু মম যুধপাঃ ॥ ৭৬ ॥

মন্ত্রিণো বান্ধবাঃ শূরা যে চ মৎপ্রিয়কাজ্জিহ্বাঃ ।

সর্বৈ গচ্ছন্তু যুদ্ধায় ত্বরিতং মম শাসনাৎ ॥ ৭৭ ॥

যে ন গচ্ছন্তি যুদ্ধায় ভীরবঃ প্রাণবিপ্লবাৎ ।

তান্ হনিষ্যাম্যহং সর্বান্ মচ্ছাসনপরাধুধান্ ॥ ৭৮ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তা নির্জঙ্ঘরূণকোবিদাঃ ।

অতিকারঃ প্রহস্তশ্চ মহানাদমহোদরো । ৭৯ ।

এই কথা বলিয়া গমন করিল। তৎপরে ঐ পর্বত আনয়ন
করিয়া সমস্ত বানরগণের জীবন পুনর্জীবিত করাইয়া পুন-
রায় সেই স্থানে সেই পর্বত সংস্থাপন করত সত্ত্বর প্রত্যা-
গমন করিলেন। রাবণ পূর্ববৎ বানরদিগের ভৈরব নাদ
শ্রবণ করত বিস্ময়াগ্ন হইয়া কহিলেন। আমার প্রবল শত্রু
এই রাঘবকে বিনাশ করিবার জন্য তোমরা শীঘ্র দলবদ্ধ হইয়া
সমরে গমন কর। যাহারা হিতাভিলাষী বীর্যবান বান্ধব ও
মন্ত্রী তাহারা সকলে আমার শাসন বশতঃ সত্ত্বর যুদ্ধার্থ গমন
কর। যাহারা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধার্থ গমন না করিবে
তাহারা আমার শাসন বিমুখ হইলেও সকলকেই বিনাশ
করিব। ৭১।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।

এক্ষণে অতিকার, প্রহস্ত, মহানাদ দেবশত্রু, নিকৃষ্ট, দেবা-

জাম্ববান্ দধিবক্তুঃ কেশরী তার এব চ ॥ ৫৫ ॥

অন্য চ বলিনঃ সৰ্ব্বৈৰ্ যুথপাশ্চ প্ৰবক্তৃমাঃ ।

দ্বারাণ্যুৎপত্ত্য লক্ষ্যমাঃ সৰ্বভো। ব্রহ্মধূতশম্ ।

তদা বৃক্ষৈর্মহাকায়াঃ পৰ্বতাঐশ্চ বানরাঃ ॥ ৫৬ ॥

নিজস্ব স্থানি রক্ষাং মি নথৈর্দত্তৈস্তু চ বেগিতাঃ ।

ব্রাহ্মসংসি তদা ভীমা দ্বারেভ্যঃ সর্বতো ব্রূষা ॥৫৭

নির্গত্য তিগ্ধিপাতৈশ্চ খড়্গৈঃ শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ ।

निष्कृष्टान्नानौकं महाकारा महादनाः ॥ ५८ ॥

রাক্ষসাংশু তথা জয়বানরাজিতকাশিনিঃ ।

তথা বভূব সমরো মাংসশোণিতকর্দমঃ ॥ ৫৯ ॥

ব্রহ্মসাং বানরাণাং চ লম্বভূবান্ভূতোপমঃ ।

তে হ্যৈশ্চ গজৈশ্চৈব রথৈঃ কাঞ্চনসন্নিভৈঃ । ৩০ ।

রক্ষাব্যাপ্ত। যুযুধিরে নাদয়ন্তো দিশো দশ।

राक्षसाश्च कपीन्द्राश्च परस्परक्रयैविणः ॥ ७१ ॥

राक्षसान् वानरा जघ्नन् वानरांश्चैव राक्षसाः ।

রামেন বিষ্ণুণা দৃষ্টা হরয়ো দিবিজাংশজাঃ । ৬২

বভ্রুবলিনো হৃকাস্তদা পীতামৃত। ইব।

সীতাভিমর্ষপাপেন রাবণেনাভিপালিতান্ । ৬৩ ।

হতশ্রীকান্ হতবলান্ রাক্ষমান্ জয়রোজসা ।

চতুৰ্থাংশাবশেষেণ নিহতং রাক্ষসং বলম্ । ৬৪ ।

असैन्यां निहतं दृष्ट्वा मेघनादोऽथ द्रुपदीः ।

ব্রহ্মদত্তবরঃ শ্রীমানন্তর্ধনিং গতোহস্কুরঃ । ৬৫ ।

সর্বাত্মকুশলো ব্যোমি ব্রহ্মাশ্রেণ সমন্ততঃ ।

नानाविधानि शस्त्राणि वानरानीकमदर्शन् । ७७ ।

শত্রু রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তৎকালে হনু-
মান, অঙ্গদ, কুমুদ, নীল, লন, শরভ, নৈন্দী, বিবিদ, জাম্ব-
বান, প্রভৃতি মহাকায় বলবান বানরগণ বৃক্ষ ও পর্বতাদি
দ্বারা লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইয়া নিবীড় রূপে সর্বতোভাবে
প্রতিরোধ করিল। এবং নখ ও দন্তদ্বারা প্রবলবেগে ভীমা-
কৃতি রাক্ষসদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিল। তদর্শনে মহাকায় মহা-
বলবান রাক্ষসগণ দ্বারদেশ বিনির্গত হইয়া রোষপূর্বকশেড়ি-
পাল, পাশ, পরশু ধ্বজা, প্রভৃতিদ্বারা কতিপয় বানর সৈন্য সংহার
করিল। এবং বানরগণও পরাস্ত হইয়া পুনরায় আক্রমণ
করিল এই প্রকারে সমর ভূমি মাংস ও শোণিতদ্বারা কর্দমময়
হইয়া উঠিল। অতএব রাক্ষস ও বানর এই উভয় দলमध्ये অতি
আশ্চর্য্য উপমা সম্বৃত হইয়াছিল, এইরূপে পরস্পর জয়াভি-
লাষী বানর ও রাক্ষস দল সুবর্ণসদৃশ রথ, গজ, অশ্ব, প্রভৃতিতে

পরিপূর্ণ ও দশদিক প্রমিত হওত রণাভিমুখে উদ্যোগ
করিল। ৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০ ৬১।

দেবাংশজাত খানরগণ ব্রাহ্মসদিগকে বিনাশ করিলে,
ব্রাহ্মসগণও তাহাদিগকে সংহার করিল। তথা রামচন্দ্র অব-
লোকন করিবামাত্রই তৎকালে হীনবীৰ্য্যখানরগণ স্তেজস্বী
হইয়া যেন অমৃত পান করিয়াছে এইরূপ হৃষ্টচিত্তে সীতা-
দেবীর গাত্রস্পর্শজন্য সংজাত পাপপূর্ণ কলেবর রাখণের
প্রতিপালিত ব্রাহ্মসগণ ত্রিভুট ও হীনবীৰ্য্য হওরাতে তাহা-
দিগকে চতুর্থাংশের অবশিষ্টাংশ বলদ্বারা সমস্ত ব্রাহ্মসদল
নিহত হইল। ৬২। ৬৩। ৬৪।

ইত্যবসরে 'মেঘনাদ' ছুটমতি সমুদায় আত্মমৈন্য নিহত
 দেগিয়া ব্রহ্মদত্ত বরপ্রাপ্তে অন্তর্জান হইলেন। নানাবিধ-
 শাস্ত্র হুমিদ্ধিত হইয়া নভোমণ্ডলে ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা নানাপ্রকার
 অস্ত্রপ্রয়োগ করত বানর কটক সম্যকরূপে উৎপীড়িত হওয়াতে

ববর্ষ শরজালানি তদদভুতমিবাভবৎ ।

রামোহপি মানয়ন্ ব্রাহ্মমন্ত্রমন্ত্রবিদাম্বরঃ ॥ ৬৭ ॥

ক্ষণং তুষ্ণীমুবাসাধ দদর্শ পতিতং বলম্ ।

বানরাণাং রঘুশ্রেষ্ঠশ্চকোপানলসন্নিভঃ । ৬৮ ।

চাপমানয় সৌমিত্রে ! ব্রহ্মাশ্রেণাস্বরং ক্ষণাৎ ।

ভস্মীকরোমি মে পশ্য বলমদ্য রঘুপুংসম্ । ৬৯ ।

মেঘনাদোহপি তচ্ছ্রুত্বা রামবাক্যমতশ্চিত্ততঃ ।

তুর্ণং জগাম নগরং মায়রা মায়িকোহস্বরঃ ॥ ৭০ ॥

পতিতং বানরানীকং দৃষ্ট্বা রামোহতিহুঃখিতঃ ।

উবাচ মারুতিং শীঘ্রং গত্বা ক্ষীরমহোদধিম্ । ৭১ ।

তত্র জ্যোৎগিরির্নাম দিব্যৌষধিসমুদ্ভবঃ ।

তমানয় ক্রতং গত্বা সঞ্জীবয় মহামতে ! ॥ ৭২ ॥

শানরৌঘান্ মহাসত্ত্বান্ কীৰ্ত্তিস্তে হুস্থিরা ভবেৎ ।

আজ্ঞাপ্যমাণমিত্যুক্ত্বা জগামানিলনন্দনঃ ॥ ৭৩ ॥

আনীর চ গিরিং সর্বান বানরান্ বানরর্ষভঃ ।

জীবয়িত্বা পুনস্তত্র স্থাপয়িত্বা বর্যো ক্রতম্ ॥ ৭৪ ॥

পূর্ববৈভেরবং নাদং বানরাণাং বলৌঘতঃ ।

শ্রুত্বা বিস্ময়মাপনো রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭৫ ॥

রাঘবো মে মহান্ শত্রুঃ প্রাপ্তো দেববিনির্মিতঃ ।

হন্তুং তং সমরে শীঘ্রং গচ্ছন্তু মম যুধপাঃ ॥ ৭৬ ॥

মজ্জিগে বান্ধবাঃ শূরা যে চ মৎপ্রিয়কাজ্জিগৃহঃ ।

সর্বৈ গচ্ছন্তু যুদ্ধায় ত্বরিতং মম শাসনাৎ ॥ ৭৭ ॥

যে ন গচ্ছন্তি যুদ্ধায় ভীরবঃ প্রাণবিপ্লবাৎ ।

তান্ হনিষ্যাম্যহং সর্বান্ মচ্ছাসনপরাঙ্কুখান্ ॥ ৭৮ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তা নির্জঙ্ঘরংকোবিদাঃ ।

অতিকারঃ প্রহস্তশ্চ মহানাদমহোদরো । ৭৯ ॥

এই কথা বলিয়া গমন করিল। তৎপরে ঐ পর্বত আনয়ন করিয়া সমস্ত বানরগণের জীবন পুনর্জীবিত করাইয়া পুনরাগত সেই স্থানে সেই পর্বত সংস্থাপন করত সত্ত্বর প্রত্যাগমন করিলেন। রাবণ পূর্ববৎ বানরদিগের ভৈরব নাদ শ্রবণ করত বিস্ময়াগ্ন হইয়া কহিলেন। আমার প্রবল শত্রু এই রাঘবকে বিনাশ করিবার জন্য তোমরা শীঘ্র দলবদ্ধ হইয়া সমরে গমন কর। যাহারা হিতাভিলাষী বীর্যবান বান্ধব ও মন্ত্রী তাহারা সকলে আমার শাসন বশতঃ সত্ত্বর যুদ্ধার্থ গমন কর। যাহারা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধার্থ গমন না করিবে তাহারা আমার শাসন বিমুখ হইলেও সকলকেই বিনাশ করিব। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮।

এক্ষণে অতিকার, প্রহস্ত, মহানাদ দেবশত্রু, নিকৃষ্ট, দেবা-

শরজাল বিস্তার করিলেন। অনন্তর সময় প্রবীন অস্ত্র বিসারদ কোধোজগিত দ্বিতীয় অনলরূপধারী। রঘুবীর রাম-চন্দ্র ও ব্রাহ্ম অস্ত্রকে অরণ করত ক্ষণকালজন্ম তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন পরে সৈন্যসমূহ নিপতিত অবস্থা অবলোকন করিলেন। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০।

রামচন্দ্র অতি হুঃখিত চিত্তে বানর সৈন্যসমূহ নিপতিত দেখিয়া ক্ষীরসমুদ্রতটে শীঘ্র গমন করিয়া পবন পুত্র হনুমানকে বলিলেন। দিব্য ঔষধিসমুদ্ভূত জ্যোৎস্না নামক এক পর্বত আছে। হে মহামতে! তথায় সত্ত্বর গমনপূর্বক সেই ঔষধি আনয়ন করিয়া জীবন রক্ষা কর। ইহাতে তুমি অবিচলিত কীৰ্ত্তিলাভ করিবে। তদনন্তর অনিলনন্দন যে আজ্ঞা

২৮২

দেবশক্তির্নিকুন্তল দেবাস্তকনরাস্তকৌ ।
 অপরে বলিনঃ সবে বৃষ্যদ্ধায় বানরৈঃ । ৮০ ।
 এতে চান্যো চ বহবঃ শূরাঃ শতসহস্রশঃ ।
 প্রিশ্য বানরঃ সৈন্যং মমভূবলদর্পিতাঃ । ৮১ ।
 ভূশঙেতি গুপ্তপালৈশ্চ বাণৈঃ খট্টৈঃ পরশ্বধৈঃ ।
 অনৈশ্চ বিবিধৈরস্তৈর্নির্জয়ুর্হরীযুথপান । ৮২ ।
 তে পাদপৈঃ পর্কতাতৈর্নখদন্তৈশ্চ যুক্তিতিঃ ।
 প্রাণৈর্বিমোচয়ামাসুঃ সর্বরাক্ষসযুথপান । ৮৩ ।
 রামেণ নিহতাঃ কেচিৎ স্ত্রীবেণ তথাপরে ।
 হনুমতা চাপদেন লক্ষ্মণেন মহাত্মনা । ৮৪ ।

স্তক, নরাস্তক, অন্যান্য বলবান রাক্ষসগণ সেই বাঁকা অশ্ব
 করিয়া বানরদিগের সহিত সমরাভিমুখে গমন করিল । ৭৯।৮০।
 অন্যান্য শত সহস্র বহুসংখ্যক বীর্যবান রাক্ষসসমূহ
 বানর সৈন্য দলে প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ড প্রবল প্রতাপ মন
 করিতে লাগিল। ভূশঙ, ভিণ্ডিপাল, পরশু, খড়্গা, প্রভৃতি
 নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা সিংহ সমতুল্য যুথপতি বানরগণকে সংহার
 করিল। কিন্তু সেই বানরগণ বৃক্ষ, পর্কত, নখ, দন্ত, প্রভৃতি
 দ্বারা সমস্ত রাক্ষসদিগের প্রাণ সমূহ বিমোচিত করাইল।
 ইত্যবসরে রামচন্দ্র কতকগুলিকে নিহত করিলেন। স্ত্রীব,

যুথপর্বানরাণাং তে নিহতাঃ সর্বরাক্ষসাঃ ।
 রামতেজঃ সমাবিশ্য বানরা বলিনোহভবৎ । ৮৫ ।
 রামশক্তিবিশীনানামেবং শক্তি কুতো ভবেৎ ৮৬
 সর্কেশ্বরঃ সর্বময়ো বিধাতা
 মারামনুষ্যভবিষ্মনেন ।
 সদা চিদানন্দময়োহপি রামো
 যুদ্ধাদিলীলাং বিতনোতি মারাম্ । ৮৭ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

হনুমান, অঙ্গদ, মহাত্মা লক্ষ্মণ, অপর কতিপয় বিনাশ
 করিলেন। বানরগণ দলবদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত রাক্ষস-
 গণকে সংহার করিলে, রামশক্তি প্রাপ্ত হইয়া সকলেই অবনীল
 হইল । ৮১।৮২।৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।

সর্কেশ্বর সর্কেশ্বর বিধাতা রামচন্দ্র তিনি সচ্চিদানন্দরূপী
 হইলেও মনুষ্যদিগের অনুকরণ করিবার জন্য মায়াদ্বারা সমর
 প্রভৃতি কল্পিত ক্রীড়া বিস্তার করিতেছেন । ৮৭।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

যষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত্বা যুদ্ধে বলং নষ্টমতিকারমুখং মহৎ ।
 রাবণো হুঃখসন্তপ্তঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ । ১ ।
 নিধায়েন্দ্রজিতং লঙ্কারক্ষণার্থং মহাদ্যুতিঃ ।
 স্বয়ং জগাম যুদ্ধায় রামেণ সহ রাক্ষসঃ । ২ ।
 দিব্যং স্যন্দনমারুহ্য সর্বশস্ত্রাস্ত্রসংযুতম্ ।
 রামমেবাভিযুজ্য রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ । ৩ ।
 বানরান্ বহুশো হুতা বাণৈরাশীবিষোপমৈঃ ।
 পাতয়ামাস সুগ্রীবপ্রমুখান্ যুধনায়কান্ । ৪ ।
 গদাপাণিং মহাসত্ত্বং তত্র দৃষ্টা বিভীষণম্ ।
 উৎসসজ্জ মহাশক্তিং ময়দত্তাং বিভীষণে । ৫ ।

রাবণ যুদ্ধে বহুসেনা এবং মহাবল মহাকায় অতিকার
 নিধন হইরাছে শ্রবণ করিয়া, হুঃখ শোকে সন্তপ্ত ও অতি-
 শয় ক্রোধাবিত হইলেন । ইন্দ্রজিতকে লঙ্কারক্ষণার্থে আদেশ
 করণানন্তর স্বয়ং সেনাগণ সমভিযাহারে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র
 সংযুত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া, রাম-সহ যুদ্ধার্থে গমন
 করিলেন । অতঃপর রাম কটক সন্নিধানে উপনীত হইয়া, সর্প
 সদৃশ বিবিধ বাণদ্বারা অগ্রে অশেষ বানরগণ বিনাশ করত,
 সুগ্রীভ্রমরে যুগপতি সুগ্রীবকে ভূমিতলে নিপাত্ত করিলেন,
 অমনি সমুখে গদাপাণি বিভীষণকে অবলোকন করত
 ক্রোধাক্ত হইয়া তাহার নিধন সাধনে ময়দানবদন্ত শক্তি
 নিক্ষেপ করিলেন । বিভীষণও সেই জীবননাশী শর দ্বীয় নিধন

তামাপতস্তীমালোক্য বিভীষণবিষাতিনীম্ ।
 দত্তাভয়োহয়ং রামেণ বধাহেঁ নারমাস্থরঃ । ৬ ।
 ইত্যুক্তা লক্ষ্মণো ভীমং চাপমানাদায় বীর্যবান্ ।
 বিভীষণস্য পুরতঃ স্থিতোহকম্প ইবাচলঃ । ৭ ।
 সা শক্তিলক্ষণতত্ত্বং বিবেশামোঘশক্তিতঃ ।
 যাবন্ত্যঃ শস্ত্রয়ো লোকে মায়ায়াঃ সত্ত্ববন্তি হি । ৮ ।
 তাসামাধারভূতস্য লক্ষ্মণস্য মহাস্বনঃ ।
 মায়াশক্ত্যা তবেৎ কিং বা ? শেবাংশস্য হরেন্তনো
 তথাপি মানুষ্যং ভাবমাপন্নস্তদনুভূতঃ ।
 মুচ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ তমাদাতুং দর্শাননঃ । ১০ ।

সাধনে সমাগত দেখিয়া, ভয়ে রাম লক্ষ্মণ সন্নিধানে গমন
 করিলেন । তাঁহারা উত্তরেই বিভীষণকে অস্ত্র প্রদান করিয়া
 লক্ষ্মণ, ধনুর্ধারণ করত বিভীষণের অগ্রে অচলের ন্যায়
 দণ্ডায়মান হইলেন । সেই অমোঘশক্তি লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল ভেদ
 করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল । অমনি লক্ষ্মণ ও সেই শক্তির
 আঘাতে মুচ্ছিত হইয়া ধরাতে নিপতিত হইলেন । আহা ! জগ-
 দীশ্বরের কি মহিমা ; যিনি স্বয়ং অনন্তদেব, সর্ব জীবের শক্তি-
 ধর হইয়াও সামান্য শক্তির আঘাতে বিচ্যূন প্রায় হইলেন ।
 কেবল কাল মাহাত্ম্যে সাধারণ মহত্ব ভাবধারণ করিয়াছেন
 বলিয়াই এরূপ ঘটিল ; নতুবা সকলের মূলস্বরূপ সাক্ষাৎ
 অনন্তদেবকে কে বিদ্ধ করিয়া ভূতলশায়ী করিতে সক্ষম হয় ?

। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০।

হস্তৈস্তোলয়িতুং শক্তো ন বভূবাতিবিস্মিতঃ ।

সর্বস্য জগতঃ সারং বিরাজং পরমেশ্বরং ! ১১ ।

কথং লোকাশ্রয়ং বিষ্ণুং তোলয়েন্নয়ু রাক্ষসঃ ?

গ্রহীতকামং সৌমিত্রিং রাবণং বীক্ষ্য মারুতিঃ । ১২ ।

আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকণ্ঠেন মুষ্টিনা ।

তেন মুষ্টিপ্রহারেণ জানুভ্যামপতন্তুবি । ১৩ ।

আসৌশচ নেত্রপ্রবণৈরুদ্ধমনং রুধিরং বহু ।

বিঘূর্ণমাননয়নো রথোপশ্চ উপাবিশং । ১৪ ।

অথ লক্ষ্মণমাদায় হনুমান্ রাবণাদিতম্ ।

আনয়জামসামীপ্যং বাহুভ্যাং পরিগ্রহ্য তম্ । ১৫ ।

হনুমতঃ সুহৃদ্বেন তক্ত্যা চ পরমেশ্বরঃ ।

লঘুভ্রমগমদেবো গুরুগাং গুরুরপ্যজং । ১৬ ।

দশানন লক্ষ্মণকে ভূমিতলে নিপতিত দেখিয়া তাঁহাকে হস্ত-
যারা উত্তোলন পূর্বক লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন কিন্তু
ভুলিতে অসক্ষম হইয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন । আহা !
যিনি সমস্ত জগতের দারু পরমেশ্বর,—রাক্ষস হইয়া সেই
সর্বলোকের আশ্রয় অনন্তদেবকে উত্তোলন করিতে কিরূপে
সমর্থ হইবে ? মারুতভনয় রাবণকে সুমিত্রানন্দন গ্রহণে ইচ্ছুক
সদর্পনে সাতিশর কুপিত হইয়া তাহাকে বজ্রসদৃশ এক মুষ্টি-
প্রহার করিল । রাবণ হনুমানের মুষ্টি প্রহারে ভূপতিত হই-
লেন । অনন্তর মুখনেত্র ও শ্রবণ মধ্য হইতে বহুপরিমানে
কধির বমন করিতে করিতে ও বিঘূর্ণিত নয়নে রথোপরি উপ-
বেশন করিলেন ; ইত্যবসরে হনুমান্ ভক্তিপূর্বক রাবণাদিত
লক্ষ্মণ দেবকে উত্তোলন করিয়া প্রস্থান করিল । ১১। ১২। ১৩। ১৪।

অনন্তর রাবণ, ক্রুদ্ধিত সূহৃৎ হইয়া, ক্রোধে শরাসন গ্রহণ
পূর্বক, রাম সন্নিধানে গমন করিল । শুদর্শনে রাম ও
অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া, কোদণ্ডনামক শরাসন গ্রহণ পূর্বক

না শক্তিরপি তং ত্যক্ত । জাহ্না নারায়ণাংশজম্ ।

রাবণস্য রথং প্রাগাজাবণোহপি শনৈস্ততঃ । ১৭ ।

সংজ্ঞামবাণ্য জগ্রাহ বাণাসনমথো রুধা ।

রামমেবাভিহুজাব দৃষ্ট্ । রামোহপি তং ক্রধা । ১৮ ।

আকৃহ জগতাং নাথো হনুমন্তং মহাবলম্ ।

রথস্থং রাবণং দৃষ্ট্ । অভিহুজাব রাঘবঃ ॥ ১৯ ॥

জ্যাশকমকরোস্তীত্রং বজ্রনিপ্পেষণিচ্ছুরম্ ।

রামো গভীরয়া বাচা রাক্ষসেন্দ্রযুবাচ হ । ২০ ।

রাক্ষসাধম ! তিষ্ঠাদ্য ক গমিব্যসি মে পুরঃ ? ।

কৃষ্যপরাধমেবং মে সর্বত্র সমদর্শিনঃ । ২১ ।

যেন বাণেন নিহতা রাক্ষসাস্তে জনালয়ে ।

তেনৈব ভ্রাতৃং হনিষ্যামি তিষ্ঠাদ্য মম গোচরে । ২২ ।

ঐরামস্য বচঃশ্রুত্বা রাবণো মারুতাস্বজম্ ।

বহন্তং রাঘবং সংখ্যে শরৈস্তীক্ষ্ণৈরতাড়য়ং । ২৩ ।

হতস্যাপি শরৈস্তীক্ষ্ণৈরানুসূনোঃ স্বতেজসা ।

ব্যবধ ত পুনস্তেজো ননদ চ মহাকপিঃ । ২৪ ।

হনুমানের স্তব্ধে আরোহণ করত, বজ্রসম জ্যা শব্দে জগৎ
পূর্ণ করিলেন । তাহাতে প্রাগীমাজেই কম্পিত কলেবরে
বিস্মিত হইতে লাগিল । ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯।

অনন্তর রাম গভীর বাক্যে রাবণকে বলিতে লাগিলেন ; ওরে
রাক্ষসাধম ! তুই ক্ষণেক আমার সম্মুখে থাক, তোকে গীত্রই
শমনালয়ে প্রেরণ করিতেছি । রাবণ, ঐরামের এইরূপ সগর্ভ-
বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে স্তবীক শরজালে পবন পুঞ্জকে
বিদ্ধ করত তাড়না করিতে লাগিল । অমনি হনুমান ও
নিমেষমধ্যে স্বীয় শরীর বর্জিত করিয়া হৃত আরম্ভ করিল ।

ততো দৃষ্ট্বা হনুমন্তং সত্রণং রঘুসন্তমঃ ।
 ক্রোধমাহারয়ামাস কালরুদ্র ইবাপরঃ । ২৫ ।
 সাস্থং রথং ধ্বজং সূতং শত্রৌঘং ধনুরঞ্জসাম ।
 ছত্রং পতাকাশ্রয়সাম চিচ্ছেদ শিতসায়কৈঃ । ২৬ ।
 ততো মহাশরৈণাম্শু রাবণং রঘুসন্তমঃ ।
 বিব্যাধ বজ্রকণ্ঠেন পাকারিরিব পর্বতম্ । ২৭ ।
 রামবাণহতো বীরশচাল চ মুমোহ চ ।
 হস্তান্নিপতিতশ্চাপস্তং সমীক্ষ্য রঘুন্তমঃ । ২৮ ।
 অর্ধচন্দ্রেন চিচ্ছেদ তৎকিরীটং রবিপ্রভম্ ।
 অমুজানামি গচ্ছত্বমিদানীং বাণপীড়িতঃ । ২৯ ।
 প্রবিশ্য লক্ষ্যমাশ্বাশ্বাশ্বঃ পশ্যাসি বলং মম ।
 রামবাণেন সংবিদ্ধো হতদর্পোহথ রাবণঃ ॥ ৩০ ॥

কিন্তু ক্ষতদেহ মাকতিকে দর্শন করিয়া, রাম রোশ পরবশ
 হইয়া, তীক্ষ্ণরে রাবণের অশ্ব, রথ, ধ্বজ, সূত, ধনুঃ, শর, ছত্র
 ও পতাকা ছেদ করিয়া, তখনই অশনিসদৃশ বিবিধ বাণে
 বৈরী শবীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন । ২০।২১।২২।২৩।
 ২৪।২৫।২৬।

অনন্তর ইন্দ্র যেমন অচলকে ভেদ করিয়াছিলেন, সেইরূপ
 রাম, রাবণকে বিদ্ধ করিলে, বিভীষণপ্রাজ, বিচল হইয়া স্বীয়
 স্তম্বনোপরে ক্ষণকাল মোহ প্রাপ্ত হইল । অমনি তাহার হস্ত
 হইতে শরাসন নিপতিত দর্শনে রাম, অঙ্গচক্র বাণে—রাব-
 ণের শরাসন ও সূর্যাসন প্রভা বিশিষ্ট কিরীট, খণ্ড খণ্ড
 করিয়া ফেলিলেন । আর বলিতে লাগিলেন ; ওরে হুঙ্করশা-
 নন ! তুমি এক্ষণে আমার শরজালে প্রপীড়িত হইয়াছিস্ ;
 আজ্ঞা করিতেছি, অদ্য গৃহে গমন কর । কলা স্নস্ত হইয়া আবার
 আমার বল দেখিস্ । অমনি বিক্ষিতাজ হতদর্প রাক্ষসপতি
 লজ্জায় বিনম্রবদনে, অতিসূত্র লুকার রাজতবনাভিমুখে গমন
 করিলেন । ২৭।২৮।২৯।৩০।

৫২

মহত্যা লজ্জয়া যুক্তো লক্ষ্যং প্রাবিশদাতুরঃ ।
 রামোহপি লক্ষ্যং দৃষ্ট্বা মুচ্ছিতং পতিতং ভুবি ॥
 মানুসহযুপাশ্রিত্য লীলয়ানুশোচ হ ।
 ততঃ প্রাহ হনুমন্তং বৎস ! জীবয় লক্ষ্যণম্ ॥ ৩২ ॥
 মহৌষধীঃ সমানীর পূর্ববৎ বানরানপি ।
 তথৈতি রাঘবেনোক্তো জগামাশু মহাকপিঃ ॥ ৩৩ ॥
 হনুমান্ বায়ুগেন ক্ষণাতীত্বা মহোদধিম্ ।
 এতস্মিন্নন্তরে চারা রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩৪ ॥
 রামেন প্রেষিতো দেব ! হনুমান্ ক্ষীরসাগরম্ ।
 গতৌ নেতুং লক্ষ্যণশ্চ জীবনার্থং মহৌষধীঃ ॥ ৩৫ ॥
 ঋত্বা তচ্চারবচনং রাজা চিন্তাপরোহভবৎ ।
 জগাম রাজ্যাবেকা কী কালনেমিগৃহং ক্ষণাৎ ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর, রঘুবর, লক্ষ্যণকে মুচ্ছিত ও ভূমিতে বিলুপ্তিত
 দেখিয়া, কালবশে নরভাবপ্রযুক্ত বহুশোক করিতে লাগিলেন
 এবং হনুমানকে আহ্বান করত কহিলেন । বৎস হনুমান !
 শীঘ্র মহৌষধি আনিয়া, লক্ষ্যণের ও যুদ্ধাহত কপিকুলের
 প্রাণরক্ষা কর । পবনাস্রজও যে আজ্ঞা বলিয়া, ক্ষণকালের
 মধ্যে বায়ুবেগে মহাসমুদ্রের পার পারে উত্তীর্ণ হইল । ইতি-
 মধ্যেই রাবণের চর, লক্ষ্যণের প্রাণদানের নিমিত্ত মহৌষধি
 আনিতে সমুদ্র পারে হনুমান, গমন করিতেছে ; এই সমস্ত
 কথা রাবণ-সন্নিধানে নিবেদন করিলে ; দশানন, চিন্তাযুক্ত
 হইলেন । ৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।

অনন্তর নিশীথ সময়ে রাবণ, একাকী কালনেমি গৃহে
 গমন করিয়া, পূর্বোক্ত সমুদায় কথা কালনেমি সন্নিধানে
 বর্ণন করিলে ; কালনেমি, অর্ঘ্যাদিধারা পূজা করিয়া কৃতান্তি-
 গুটে এই কথা বলিতে লাগিলেন । ৩৬ ।

গৃহাগতং সমালোক্য রাবণং বিস্ময়াস্থিতঃ ।
 কালনেমিকুবাচেদং প্রাজ্ঞলিভয়বিস্মলঃ ।
 অর্ঘ্যাদিকং ততঃ কুত্বা রাবণস্তাজাতঃ স্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥
 কিস্তে করোমি ? রাজেন্দ্র ! কিমাগমনকারণম্ ?
 কালনেমিকুবাচেদং রাবণো দুঃখপীড়িতঃ ॥ ৩৮ ॥
 মমাপি কালবশতঃ কৰ্মমেতদুপস্থিতম্ ।
 ময়া শক্ত্যা হতো বীরো লক্ষ্মণঃ পতিতো ভুবি ॥
 তং জীবন্তিতুমানেন্তুমোষধীর্নুমান গতঃ ।
 যথা তস্ম ভবেদ্বিধুং তথা কুরু মহামতে ! ॥ ৪০ ॥
 মায়রা মুনিবেশেণ মোহয়স্ব মহাকপিম্ ।
 কালাত্যযো যথা ভূয়াৎ তথা কৃত্বৈহি মন্দিরে ॥ ৪১ ॥
 রাবণস্ত বচঃ শ্রুত্বা কালনেমিকুবাচ তম্ ।
 রাবণেশ ! বচো মেহত্ব শৃণু ধারয় তত্ত্বতঃ ॥ ৪২ ॥

হে রাজন্ ! আপনার কি কার্য সাধন করিতে হইবে
 এবং এরূপ নিশীথ সময়ে আপনার আগমনেরই বা কারণ
 কি ? তখন লক্ষ্মণপতি রাবণ, দুঃখানলে দগ্ধ-হৃদয় হইয়া,
 কালনেমিকে কহিতে লাগিল। দেখ মাভুল ! কালমাহাত্ম্য-
 ণ্ডে আমার এই সমস্ত মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে ;
 মহাবীর লক্ষ্মণ, আমার শক্তিশেল দ্বারা আহত হইয়া,
 ভূতলে নিপতিত হইয়াছে ; প্রধান কপি হনুমান্ তাহার
 জীবন রক্ষার নিমিত্ত, ঔষধী আনয়ন করিতে গঙ্গাদানে
 গমন করিয়াছে। এক্ষণে হে মহামতে ! বাহাতে তাহার বিয়
 উপস্থিত হয়, সেই মত করিতে হইবে। অতএব তুমি, মুনি-
 বেশ পরিগ্রহ পূর্বক, সেই মহাকপিকে মোহিত করিয়া,
 বাহাতে কাল বিলম্ব হয়, সেইরূপ করিও ॥ ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।

অনন্তর রাবণের বাধ্যবশানে, কালনেমি কহিতে

প্রিয়ং তে করবান্যেব ন প্রাণান্ ধারয়াম্যহম্ ।
 মারীচস্ত যথারণ্যে পুরাতনুগকপিণঃ ॥ ৪৩ ॥
 তথৈব মে ন সন্দেহো ভবিষ্যতি দশানন !
 হতাঃ পুভ্রাশ্চ পৌভ্রাশ্চ বাস্কবা রাক্ষসাশ্চ তে ॥ ৪৪ ॥
 যাতয়িত্বাহনুরকুলং জীবিতেনাপি কিস্তব ?
 রাজ্যেন বা সীতয়া বা কিন্দেহেন জড়ান্ননা ? ॥ ৪৫ ॥
 সীতাং প্রযচ্ছ রামায় রাজ্যং দেহি বিভীষণে ।
 বনং যাহি মহাবাহো ! রম্যং মুনিগণাশ্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥
 স্নাত্বা প্রাতঃ শুভজলে কুত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
 তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসনপরিগ্রহঃ ॥ ৪৭ ॥
 বিসৃজ্য সর্বতঃ সঙ্গমিতরাশ্চিঘ্রান্ বহিঃ ।
 বহিঃ প্রবৃত্তাঙ্কগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয় ॥ ৪৮ ॥

লাগিল—হে কর্করূপতে ! অদ্য আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া,
 তাহা রক্ষা কর। আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি ; তোমার
 প্রিয় কার্য না করিয়া কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না
 হে রাজন্ ! পূর্বে যুগরূপধারী মারীচ যেরূপ হইয়াছিল,
 আমারও শরীর সেইরূপ হইবে। কিন্তু দেখ—পুত্র, পৌত্র,
 বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি রাক্ষসকুল নিমূল হইলে, তোমার জীবনে
 আর প্রয়োজন কি ? আর তুচ্ছ রাজ্য যেন কিবা পরবধু
 সীতা লইয়া কি ফলোদয় আছে ? অতএব হে মহাবাহো !
 আমার পরামর্শে, ত্রিরামকে সীতা, এবং বিভীষণকে রাজ্য
 প্রদান করিয়া স্বয়ং একাকী মুনিগণের মনোহর আশ্রমপদে
 গমন করত, প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিম্নলি সন্ধ্যা-
 সন্ধ্যাবন্দনাদি দ্বারা দেহ পবিত্র কর। তৎপরে ইতর বাহ্য
 বিষয় ও সর্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক, একান্তে সুখাসনে আসীন
 হইয়া, শরীর সংযত কর। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭।
 অতঃপর পাপবিহীন কলেবরে বাহ্য বিষয় হইতে
 অক্ষিচক্ষকে ফিরাইয়া, সংযত অন্তঃকরণে আত্মাকে প্রকৃতির

প্রকৃতেভিন্নমাত্মনং বিচারয় সদানয় ।

চরাচরং জগৎ কুৎসং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্ ॥ ৪৯ ॥

আব্রহ্মসুত্বপর্যন্তং দৃশ্যতে শ্রুয়তে চ যৎ ।

সৈবা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়ৈতি কীর্তিতা ॥ ৫০ ॥

সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগদ্রক্ষস্ব কারণম্ ।

লোহিতশ্বেতরুক্ষাদিপ্রজাঃ সৃষ্টি সর্মদা ॥ ৫১ ॥

কামক্রোধাদিপুত্রাচ্ছান্ হিংসাতৃষ্ণাদিকনাকাঃ ।

মোহয়ত্যানিশং দেবমাত্মনং স্বৈর্গগৈর্বিভূম্ ॥ ৫২ ॥

কর্তৃভোক্তৃভুক্ষান্ স্বপুণানাত্মনীশ্বরে ।

আরোপ্য স্ববশং কৃড়া তেন ক্রীড়তি সর্মদা ॥ ৫৩ ॥

শুদ্ধোহপ্যাত্মা যয়া যুক্তো পশুতীব সর্গা বহিঃ ।

বিস্মৃত্য চ স্বমাত্মানং মায়াগুণবিমোহিতঃ । ৫৪ ।

বদা সদগুণা যুক্তো বোধ্যতে বোধরূপিণা ।

নিবৃত্তদৃষ্টিরাত্মানং পশুতেষ্য সদা স্কটম্ । ৫৫ ।

জীবন্তু ভুজঃ সদা দেহী যুক্তো প্রাকৃতে গুণৈঃ ।

ভ্রমপ্যেবং সদাত্মানং বিচার্য নিয়তেভ্রিয়ঃ । ৫৬ ।

প্রকৃতে রন্যমাত্মানং জ্ঞাত্বা যুক্তো ভবিষ্যতি ।

খ্যাভুং যদ্যসমর্থোহসি সগুণং দেবমাশ্রয় ॥ ৫৭ ॥

হং পদ্মকর্ণিকে স্বর্ণপীঠে মণিগণান্বিতে ।

মৃদুস্বপ্নতরে তত্র জ্ঞানক্যা সহ সংস্থিতম্ । ৫৮ ।

বীরাসনং বিশালাক্ষং বিদ্যাং পুঞ্জনিভায়রম্ ।

কিরীটহারকেয়ুরকৌস্তুভাদিভিরন্বিতম্ । ৫৯ ॥

নৃপুত্রৈঃ কটকৈর্ভাতং তথৈব বনমালয়া ।

লক্ষ্মণেন ধনুর্দ্বন্দ্বকরণে পরিসেবিতম্ । ৬০ ।

এবং খ্যাভা সদাত্মানং রামং সর্বহৃদিস্থিতম্ ।

ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো যুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥

শৃণু বৈ চরিতং তস্য ভক্তিনির্ভয়মনন্যধীঃ ।

এবং চেৎকৃতপূর্বাণি পাপানি চ মহাস্ত্যপি ।

ক্ষণাদেব বিনশ্যন্তি যথাহগ্নেস্তু লরাশয়ঃ ॥ ৬২ ॥

কন্যা । সেই মায়া, নিজগুণে অহর্নিশি আত্মাদেবকে মুগ্ধ করিতেছেন । এবং কর্তৃভু, ভোক্তৃ প্রভৃতি সুখচর এবং স্বীয় গুণ সমূহ, আত্মারূপী ঈশ্বরে আরোপ করিয়া, আর উক্ত সকলকে নিজ বশে রাখিয়া সর্মদা সেই আত্মা দেবের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন । অতএব তুমি সর্মদা জ্ঞানবান গুণ দ্বারা উপদেশ লইয়া, কার্য কর তাহা হইলে স্বয়ং জীবন্তু হইয়া উদ্ধার পাইবে, নতুবা এ পাপ দেহে আর ফল নাই । দেখ আপনার হৃদয়ে সেই জ্ঞানবীর সহিত বীরাসনে সংস্থিত ; ধনুর্দ্বন্দ্ব করে লক্ষ্মণদ্বারা পরিসেবিত দুর্গা-দল শামলবর্ণ, কিরীট, হার, কেয়ুর কৌস্তুভাদি দ্বারা অন্বত,

বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত করাও । এই সমুদায় চরাচর জগৎ, দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি এবং আব্রহ্ম সুত্ব পর্যন্ত বাহ্য কিছু অবলোকন করিতেছ বা শ্রবণ করিতেছ ; সেই সমুদায়কে প্রকৃতি বলে । আবার বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা, সেই প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করেন । সেই মহামায়া, সৃষ্টি স্থিতি, বিনাশের এবং জগৎরূপ ব্রহ্মের মূল স্বরূপ । তিনিই শ্বেত, পাত, নীল, লোহিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের জীব সমূহ সৃষ্টি করিতেছেন । কাম, ক্রোধাদি রিপুগণ তাঁহার

ভজস্ব রামং পরিপূর্ণমেকং
বিহার্য বৈরং নিজতত্ত্বিযুক্তঃ।
হৃদা সদা ভাবিতভাবরূপ-

মনামরূপং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি ত্রিমধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুক্তকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

তাহা হইলে, তুমি ইহকালে ও পরকালে উদ্ধার পাইবে। ৪৮।
১৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮ ৫৯ ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩

ইতি ত্রিমধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুক্তকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

বনমালা—বিরাজিত রামরূপ চিন্তা করিয়া, আত্মাকে শুদ্ধ কর

সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

কালনেমিবচঃ শ্রুত্বা রাবণোহমৃতসন্নিভম্।
জজ্বাল ক্রোধতাত্রাক্ষঃ সর্পিরন্তিরিবাম্মিত ॥ ১ ॥
নিহন্মি ত্বাং দুরাত্মানং মচ্ছাসনপরাজুধম্।
পঠৈঃ কিঞ্চিৎ গৃহীত্বা ত্বং তাষমে রামকিঙ্করঃ ॥
কালনেমিক্রবাচেদং রাবণং দেব! কিং ক্রুধা?।
ন রোচতে মে বচনং যদি? গত্বা করোমি তৎ ॥ ৩ ॥

অনন্তর রাবণ, কালনেমির এতাদৃশ অমৃতভূল্য বাক্য শ্রবণ
করত হতাক্ত হতাসনের ন্যায় কোপে চক্ষুঃস্রব জ্বলিষ্য
করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন—তুই রাম কিঙ্করের ন্যায়
আমাকে সম্ভাষণ করিতেছিস্, বুঝিলাম তুই আমার শাসনের
বিপরিত কাণ্ডা করিতেছিস্ অতএব তুই হুগাচার তোকে এক-
গুণে বিনাশ করিব। কালনেমি রাবণকে কহিল—হে দেব!
তোমার কোপে আবল্যক কি? যদি আমার বাক্যে তোমার

ইতু্যক্ত্বা প্রযযৌ শীঘ্রং কালনেমিমহাস্থরঃ।
নোদিতো রাবণেনৈব হনুমদ্বিষ্মকারণাৎ ॥ ৪ ॥
স গত্বা হিমবৎপার্শ্বং তপোবনমকম্পয়ৎ।
তত্র শিষ্যোঃ পরিব্রূতো মুনিবেশধরঃ খলঃ ॥ ৫ ॥
গচ্ছতো মার্গমালাদ্য বায়ুহুনোর্মহাত্মনঃ।
ততো গত্বা দদর্শাথ হনুমানাশ্রমং সুভম্ ॥ ৬ ॥

মনোমত না হয় তবে তুমি বাহা বলিতেছ আমি তাহাই করিব।
অনন্তর মহাস্থর কালনেমি পবননন্দনের বিদ্ব সাধন মানসে
অতি ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিলে, এবং হিমাদ্রির পার্শ্ববর্তী
হইয়া শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হওরানন্তর মুনিবেশ পরিগ্রহ
পূর্বক তপোবন কম্পনা করিয়া লইলে মহাত্মা পবন তনয়ের
গম্ব্য পথ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর পবনাজ্ঞ মুনিমণ্ডলাকীর্ণ
অভূব আশ্রম পদ সন্দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে

চিন্তয়ামাস মনসা স্রীমান্ পবননন্দনঃ ।
 পুরা ন দৃষ্টমেতন্মে মুনিমণ্ডলমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥
 মার্গো বিভংশিতো বা মে ভ্রমো বা চিন্তাসম্ভবঃ ।
 যত্রাবিশ্রামশ্রমপদং দৃষ্ট্বা মুনিমশেষতঃ ॥ ৮ ॥
 পীত্বা জলং ততো যামি দ্রোণাচলমুত্তমম্ ।
 ইত্যুক্ত্বা প্রবিবেশাথ সর্বতো যোজনায়ম্ ॥ ৯ ॥
 আশ্রমং কদলীশালখর্জুরপনসাদিভিঃ ।
 সমারুতং পক্ককলৈর্নব্রশাথৈশ্চ পাদটৈঃ ॥ ১০ ॥
 বৈরভাববিনিমুক্তং শুদ্ধং নির্মললক্ষণম্ ।
 তস্মিন্মহাশ্রমে রম্যে কালনেমিঃ স রাক্ষসঃ ॥ ১১ ॥
 ইন্দ্রযোগং সমাস্থ্য চকার শিবপুজনম্ ।
 হনুমানভিবাদ্যাহ গৌরবেণ মহাসুরম্ ॥ ১২ ॥
 ভগবন্ ! রামদূতোহহং হনুমান্নাম নামতঃ ।
 রামকার্যেণ মহতা ক্ষীরাক্ষিং গন্তুমুচ্চতঃ ॥ ১৩ ॥

ত্বা মাং বাধতে ব্রহ্মন্ ! উদকং কুত্র বিদ্যতে ।
 যথেষ্টং পাতুমিচ্ছামি কথ্যতাং মে মুনীশ্বর ! ॥ ১৪ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা মারুতের্বাক্যং কালনেমিস্তমব্রবীৎ ।
 কমণ্ডলুগতং তোরং মম ত্বং পাতুমহঁসি ॥ ১৫ ॥
 ভুংক্ষু চেমানি পক্কানি ফলানি তদনন্তরম্ ।
 নিবসস্ব সুখেনাত্র নিদ্রামেহি ত্বাস্ত মা ॥ ১৬ ॥
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ জ্ঞানামি তপসা স্বয়ম্ ।
 উথিতো লক্ষ্মণঃ সর্বৈ বানরা রামবীক্ষিতাঃ ॥ ১৭ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা হনুমানাহ কমণ্ডলুজলে ন মে ।
 ন শাম্যত্যধিকা তৃষ্ণা ততো দর্শয় মে জলম্ ১৮
 তথেষ্ট্যাজ্ঞাপয়ামাস বটুং মারাবিকম্পিতম্ ।

ত্বার অত্যন্ত কাতর হইয়া জল আবেষণ করিতেছি; হে মুনীশ্বর! কোন স্থানে সলিল আছে, আমাকে বলিয়া দিও, আমি তাহা পান করিয়া সন্তুষ্ট হই। ৭।৮।৯।১০ ১১।১২।১৩।১৪।

অনন্তর কালনেমি পবন তনয়ের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল। আমার এই কমণ্ডলু মধ্যে জল আছে, বত ইচ্ছা হয় পান করিয়া পরে এই সমস্ত ফল ভক্ষণ কর। পরে স্নহ হইয়া আমার আশ্রমে বাস করত সুখে নিদ্রা যাও। আমি তপস্যার বলে ভূত ভবিষ্যৎ সকলই জানি। বোধ করি এতক্ষণ মহাবীর লক্ষ্মণ ও বুদ্ধাহত বানরগণ জীবিত হইয়া স্রীরামকে দর্শন করিতেছে। হনুমান, কালনেমির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃ-
 করণে কহিতে লাগিল—মুনিবর! আমার সমধিক তৃষ্ণা হইয়াছে, আপনার কমণ্ডলু জলে এতৃষ্ণা নিবারণ হইবে না। অতএব একটী ব্রাহ্মণ তনয়কে আজ্ঞা করুন আমাকে জলা-
 শয় দেখাইয়া দেয়। অমনি বটুবেশধারী জনৈক রাক্ষস,

লাগিল যে, আমার গমন পথের ভ্রংশ ও চিত্ত বৈকল্য হই-
 বার সম্ভব, অতএব এই মুনির দিব্য আশ্রমপদে গমন করিয়া
 তথায় জল পান করতঃ হিমাদ্রি গমন করিব এই ভাবিয়া
 বোজন বিস্তৃত আশ্রম পদে প্রবেশ পূর্বক দেখিল যে আশ্রমটি
 কদলী, শাল খর্জুর, পনস, আত্র প্রভৃতি বিবিধ সুপক ফল
 ভাণ্ডারবনত রক্ষণ পরিপূর্ণ এবং বৈরভাব বিনিমুক্ত ও সর্বথা
 শুদ্ধ ও নির্মল—তথায় মারাবেশধারী কালনেমি, রাক্ষসগণ
 পরিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রজাল বিস্তার করতঃ শিবপূজা করিতে
 ছিল, হনুমান সেই মহাসুরকে অভিবাদন করিয়া কহিল—
 হে ভগবন্ ! আমি স্রীরামচন্দ্রের দূত, আমার নাম হনুমান,
 আমি রাম কার্য সাধনে গমন করিতেছি; কিন্তু এক্ষণে আমি

বটো ! দর্শয় বিস্তীর্ণ বায়ুহৃদোজ্জ্বলাশয়ম্ ॥ ১৯ ॥
 নিমীল্য চাক্ষুণী তোরং পীত্বাগচ্ছ মমান্তিকম্ ।
 উপদেক্ষ্যামি তে মন্ত্রং যেন দ্রক্ষ্যসি চৌবধীঃ ॥ ২০ ॥
 তথৈতি দর্শিতং শীঘ্রম্ভটুনা সলিলাশয়ম্ ।
 প্রবিশ্য হনুমান্ তোরমপিবম্মীলিতেক্ষণঃ ॥ ২১ ॥
 ততশ্চাগত্য মকরী মহামায়ী মহাকপিম ।
 অগ্রসন্তং মহাবেগাং মারুতিং ঘোররূপিনী ॥ ২২ ॥
 ভ্রতো দদর্শ হনুমান্ গ্রসন্তীং মকরীং রুবা ।
 দারয়ামাস হস্তাত্যাং বদনং সা মমার হ ॥ ২৩ ॥
 ততোহস্তরীক্ষে দদৃশে দিব্যরূপধরাঙ্গনা ।
 ধান্যমালীতি বিখ্যাতা হনুমন্তমথালবীং ॥ ২৪ ॥

ত্বং প্রসাদাদহং শাপাদ্বিমুক্তাস্মি কপীশ্বর ! ।
 শপ্তাহং মুনিনা পূর্বমপ্সরা কারণান্তরে ॥ ২৫ ॥
 আশ্রমে যন্তু তে দৃষ্টং কালনেমিস্মাহস্বরঃ ।
 রাবণপ্রহিতো মার্গে বিঘ্নং কর্তুং তবানঘ ! ॥ ২৬ ॥
 মুনিবেশধরো নাসৌ মুনির্দ্বিপ্রবিহিংসকঃ ।
 জহি দৃষ্টং গচ্ছ শীঘ্রং দ্রোণাচলমনুত্তমম্ ॥ ২৭ ॥
 গচ্ছাম্যহং ব্রহ্মলোকং ত্বৎস্পর্শাদ্ভূতকল্মষা ।
 ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ স্বর্গং হনুমানপ্যাশ্রমম্ ॥ ২৮ ॥
 আগতং তং সমালোক্য কালনেমিরভাবত ।
 কিং বিলম্বেন মহতা তব ? বানরসন্তম ! ॥ ২৯ ॥
 গৃহাণ মন্তো মন্ত্রাংস্ত্বং দেহি মে গুরুদক্ষিণাম্ ।
 ইত্যুক্তো হনুমান্মুষ্টিং দৃঢ়ং বদ্ধাহ রাক্ষসম্ ॥ ৩০ ॥

কালনেমির আজ্ঞায় বায়ুপুঞ্জকে সন্নিহিত বৃহৎ জ্বলাশয় দেখাইয়া বলিল—হনুমন্ ! তুমি জলপান করিয়া অতি সত্ত্বর আইস, কারণ মন্ত্র শিক্ষা করিয়া ঔবধী অব্বেষণ করিয়া লইবে । ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

অনন্তর তৃষ্ণাতুর মহাবীর পবনপুঞ্জ রক্ষদর্শিত জ্বলাশয়ের জ্বলে প্রবেশ করিবামাত্র, ভীমরূপিনী মকরী তাহার পদ গ্রাস করিল । তদদর্শনে হনুমান্ রাগান্বিত হইয়া, স্বীয় পদগ্রাসিনী ঘোররূপিনী মকরীকে হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া বদন বিদারণ পূর্বক শমন সন্দনে প্রেরণ করিবামাত্র অস্তরীক্ষে পরমরূপ লাভগাবতী এক কামিনী দর্শন করিল, পরে সেই দিব্যাজনা, ক্ষণকাল আকাশ মার্গে অবস্থিতি করিয়া হনুমানকে আশ্র-
 পরিচরাদ সমস্ত বিষয় বর্ণন করিতে লাগিল—হে কপীশ্বর ! পূর্বে আমি ধান্যমালী নামী অপ্সরা ছিলাম, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ অভিশপ্তা হইয়া এই জল মধ্যে বাস করিতে

ছিলাম । অদ্য আপনার প্রসাদে সেই শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্বদেহ প্রাপ্ত হইলাম ; কিন্তু হে অনঘ ! তুমি বাহার আশ্রমে আসিয়াছ, সে মহাস্বর কালনেমি ; তোমার বিয় করিবার মানসে রাবণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মুনিবেশ ধারণ করত এই কম্পিত আশ্রমে বাস করিতেছে । অতএব এক্ষণে তুমি ত্বরিত পদে গমন করিয়া ঐ দৃষ্টাশয় কালনেমিকে শীঘ্র বিনাশ কর । আমিও তোমার সংস্পর্শে বিগত পাপা হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করি, এই বলিয়া দিব্য রূপধারিণী কামিনী স্বর্গে গমন করিল । হনুমানও সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল, কালনেমি তাহাকে কহিতে লাগিল—হে বানর সন্তম ! তোমার এত অধিক বিলম্বের কারণ কি ? এক্ষণে আমার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গুরু দক্ষিণা প্রদান কর । ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

গৃহাণ দক্ষিণামেতামিভ্যক্তা। নিজঘান তম্ ।
 বিসৃজ্য মুনিবেশং সঃ কালনেমিমহাসুরঃ । ৩১ ।
 যুযুধে বায়ুপুঞ্জেন নানামায়াবিধানতঃ ।
 মহামায়িকদূতৌহসৌ হনুমান্মারিণাং রিপুঃ ॥ ৩২ ॥
 জঘান মুষ্টিনা শীর্ষি' ভগ্নমূর্ধা মমার সঃ ।
 ততঃ ক্ষীরনিধিং গত্বা দৃষ্ট্বা দ্রোণং মহাগিরিম্ ।
 অদৃষ্ট্বা চৌবধীসুত্র গিরিমুৎপাট্য সত্বরঃ ।
 গৃহীত্বা বায়ুবেগেন গত্বা রামস্য সন্নিধিম্ । ৩৪ ।
 উবাচ হনুমান্ রামমণীতৌহয়ং মহাগিরিঃ ।
 যত্নাক্তং কুরু দেবেশ ! বিলম্বো নাত্র যুক্ত্যতে ॥ ৩৫ ॥
 শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং রামঃ সন্তুষ্টমানসঃ ।
 গৃহীত্বা চৌবধীঃ শীঘ্রং সুষেগেন মহামতিঃ । ৩৬ ।

কালনেমির এই কথা শ্রবণ করতঃ মহাগীর হনুমান দৃঢ়
 রূপে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া 'এই তোমার গুরু দক্ষিণা লও' বলিয়া
 মুক্কাঘাতে ভাগ্যকে বিচলিত করিয়া ফেলিল। মহাসুর
 কালনেমিও বিবিধ মায়াজাল বিস্তার করিয়া বায়ুপুঞ্জের সহিত
 যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মায়াবী-শত্রু মহামায়িক
 হনুমান আর এক মুক্কাঘাতে কালনেমির মস্তক চূর্ণ করিয়া
 ফেলিল, কালনেমিও মুহূর্ত্ত মধ্যে পঞ্চত প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর মহাসুর হনুমান ক্ষীর সমুদ্রে ভীরে গমন করিয়া
 দ্রোণ গিরি সন্দর্শন করিল। তথায় ঔবধী অদর্শনে গিরি
 উৎপাটন পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া বায়ুবেগে রাম সন্নিধানে
 গমন করিল; এবং কহিল—হে রঘুনাথ ! আমি এই মহা-
 গিরি আনয়ন করিয়াছি, প্রসঙ্গে যাহা বৃত্তিযুক্ত হয় তাহাই
 করুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই ॥ ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

চিকিৎসাং কারয়ামাস লক্ষ্মণায় সহায়নে ।
 ততঃ সুষোপ্তিত ইব বুদ্ধা প্রোবাচ লক্ষ্মণঃ । ৩৭ ।
 তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক গন্তাসি হনুমানীং দশানন ! ।
 ইতি ক্রবন্ তমালোকা মুখ্যবায়ুরাঘবঃ । ৩৮ ।
 মারুতিং গ্রাহ বৎসাদা ত্বৎপ্রসাদান্ মহাকপে ?
 নিরাময়ং প্রপশ্যামি লক্ষ্মণং ভাতরং মম । ৩৯ ।
 উত্থ্যক্তা বানরৈঃ সার্দ্ধং সূত্রীবৈঃ সমস্থিতঃ ।
 বিভীষণমতেনৈব যুদ্ধায় সমরস্থিতঃ ॥ ৪০ ॥
 পাষাঠৈঃ পাদপৈশ্চৈব পরিতাশৈশ্চ বানরাঃ ।
 যুদ্ধায়াভিমুখা ভূত্বা যযুঃ সর্কৈ যুযুৎসবঃ ॥ ৪১ ॥
 রাবণো বিব্যাধে রামবাণৈর্বিদ্ধো মহাসুরঃ ।

শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত
 হইলেন। পরে সুষেগ দ্বারা ঔবধী গ্রহণ করত মহাত্মা লক্ষ্ম-
 ণের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। ক্রমকাল মধ্যে লক্ষ্মণ
 বীর জীবন প্রাপ্ত হইয়া সুষোপ্তিতের ন্যায় উখিত হইলেন,
 এবং কহিলেন—ওরে দশানন ! তুই কোথায় যাস ? ক্রমকাল
 অবস্থান কর, আমি তোরে শীঘ্রই যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি
 লক্ষ্মণ এই কথা বলিতেছেন—ইত্যবসরে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে
 আলিঙ্গন দিয়া মস্তক আত্মাণ করিলেন। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র, বায়ুপুঞ্জকে বলিয়াছিলেন; বৎস
 হনুমান্ ! অদ্য তোমার প্রসাদে আমার ভাতা নির্বাধি হইল;
 অতএব আশীর্বাদ করি, তুমিও সুস্থ থাক। পবন নন্দনকে
 এই কথা বলিয়া, বহুবংশাবতংস শ্রীরাম, বিভীষণের পরামর্শে
 সূত্রীব সহ কপিকুল সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিতে রণস্থলে
 উপস্থিত হইলেন। অমনি প্রভু আজ্ঞায় পাষাণ, পাদপ ও
 পরিতাশ হস্তে ধারণ করিয়া বিবিধ বানর নিকর, সর্বাঙ্গে

মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনেব পন্নগঃ । ৪২ ।
 অভিভূতোহগমদ্রাক্ষা রাঘবেণ মহাত্মনা ।
 সিংহাসনে সমাবিশ্ব রাক্ষসানিদমব্রবীৎ ॥ ৪৩ ॥
 মানুষ্যেনৈব মে মৃত্যুমাহ পূৰ্ব্বং পিতামহঃ ।
 মানুষ্যো হি ন মাং হন্তুং শক্তোহস্তি ভুবি কশ্চন ।
 ততো নারায়ণঃ সাক্ষান্মানুষ্যোহভূন্ন সংশয়ঃ ।
 রামো দাশরথিভূত্বা মাং হন্তুং সমুপস্থিতঃ । ৪৫ ।
 অনরণ্যেন যৎপূৰ্ব্বং শপ্তোহহং রাক্ষসেশ্বর ! ।
 উৎপৎসাতে চ মদ্বংশে পরমাত্মা সনাতনঃ । ৪৬ ।
 তেন ত্বং পুত্রপৌত্রৈশ্চ বান্ধবৈশ্চ সমস্থিতঃ ।
 হনিষ্যাসে ন সন্দেহ ইতুত্বা মাং দিবং গতঃ ॥ ৪৭ ॥

গমন করত, রাক্ষসগণ সঙ্গে সমর আরম্ভ করিল। যেমন
 মাতঙ্গ সিংহ কর্তৃক, এবং পন্নগ গরুড় কর্তৃক আক্রমিত হয়;
 সেইরূপ মহাত্মর লঙ্কাধিপতি রাবণ, রাম কর্তৃক আক্রমিত ও
 ও রাম শরে জর্জরিত হইয়া, প্রাণ ভয়ে স্বীয় ভবনে প্রবিষ্ট
 হইল। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।

তনুস্তর দশানন, রত্ন খচিত সুচিত্র স্ববর্ণ সিংহাসনে উপ-
 বিষ্ট হইয়া, সভাস্থ রাক্ষসদিগকে এই বলিয়াছিল; দেখ
 সভাস্থ পারিবদগণ! পূৰ্ব্ব পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে বলিয়া
 ছিলেন। যে, 'মৃত্যু হস্তে' তোমার মৃত্যু হইবে। আর ও
 পূৰ্ব্ব স্বর্গ্য বংশীর জনৈক ভূপতি, কোন বিশেষ কারণে
 আমাকে অভিশপ্তাং করেন যে, ওহে রাক্ষসেশ্বর! আমি
 নিশ্চয় বলিতেছি জানিও—সাক্ষাৎ পরমাত্মা সনাতন
 আমার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তোমাকে পুত্র, পৌত্র
 এবং বান্ধবদির সহিত, যুদ্ধে নিঃসন্দেহ নিহত করি-
 বেন'। পিতামহ আমাকে এই সমস্ত কথা বলিয়া, স্বর্গে গমন

স এব রামঃ সঞ্জাতো মদর্থো মাং হনিষ্যতি ।
 কুন্তকর্ণস্ত মৃতাত্মা সদা নিদ্রাবশং গতঃ ॥ ৪৮ ।
 তং বিবোধ্য মহাসত্ত্বমানরন্তু মমাস্তিকম্ ।
 ইত্যুক্তান্তে মহাকায়ান্তুর্গং গত্বা তু যত্নতঃ । ৪৯ ।
 বিবোধ্য কুন্তপ্রবণং নিদ্রাবাণসগ্নিধিম্ ।
 নমস্কৃত্য স রাজানমাসনোপরি সংস্থিতঃ । ৫০ ।
 তমাহ রাবণো রাজা ভ্রাতরং দীনরা গিরা ।
 কুন্তকর্ণ ! নিবোধ ত্বং মহৎকষ্টমুপস্থিতম্ । ৫১ ।
 রামেণ নিহতাঃ শূরাঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ বান্ধবাঃ ।
 কিং কৰ্ত্তব্যমিদানীং মে ? মৃত্যুকাল উপস্থিতঃ । ৫২

করিলেন। আমিও বোধ করি সেই পরমাত্মা, আমার
 জন্য রঘুকুলে দশরথের ঔরসে রামরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া,
 সময়ে আমাকে সমূলে নিমূল করিবেন। নতুবা এই ভূমণ্ডলে
 এমন কোন নর দেখিতে পাইনা যে যুদ্ধে আমাকে সবংশে
 বিনাশ করে। সে যাহা হউক এক্ষণে হে রাক্ষস নিকর!
 মৃতাত্মা কুন্তকর্ণ সর্বদাই নিদ্রাভিভূত আছে তাহাকে বোধ
 প্রদান করিয়া, আমার নিকটে আনয়ন কর। ৪৩। ৪৪। ৪৫।
 ৪৬। ৪৭। ৪৮।

রাক্ষস পতি রাবণ, এই আজ্ঞা করিবামাত্র, রাক্ষস
 গণ ত্বরিত পদে গমন করত নিদ্রা ভঙ্গ করাইয়া কুন্তকর্ণকে
 রাবণ সন্নিধানে আনয়ন করিল কুন্তকর্ণও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে
 প্রণতি পুরঃসর, তদাজ্ঞা ক্রমে এক অপূৰ্ব্ব আসনে উপবিষ্ট
 হইলেন। তখন রাবণ, ভ্রাতাকে দীন বচনে কহিতে লাগিল।
 দেখ, কুন্তকর্ণ! তোমার অসময়ে নিদ্রা ভঙ্গ করিবার কারণ
 এই, আমার অভ্যন্ত হৃৎথের সমস্ত উপস্থিত হইয়াছে; স্বর্গো-
 বংশোদ্ভব দশরথ তনয় রাম, পুত্র পৌত্র, বন্ধু বান্ধবাদি বহু
 রাক্ষসদিগকে রণে নিহত করিয়াছেন; তাহাতে লঙ্কা একে

এষ দাশরথী রামঃ স্ত্রীবলহিতো বলী ।
 সমুদ্ভং সবলস্তীৰ্ঘা মূলং নঃ পরিক্রমতি । ৫৩ ।
 যে রাক্ষসী মুখ্যতমাস্তে ইতা বানরৈবুধি ।
 বানরাণাং ক্ষয়ং যুদ্ধে ন পশ্যামি কদাচন । ৫৪ ॥
 নাশনস্ব মহাবাহো ! যদর্থং পরিবোধিতঃ ।
 ভাতুরর্থে মহাসত্ত্ব ! কুরু কৰ্ম্ম স্ত্রুক্ষরম্ । ৫৫ ।
 শ্রুত্বা তদ্ভাবণেন্দ্রস্তা বচনং পরিদেবিতম্ ।
 কুন্তকর্ণে জহানোচ্চৈর্কচনং চেদমব্রবীৎ । ৫৬ ।
 পুরা মল্লবিচারে তে গদিতং যন্ময়া নৃপ ! ।
 তদদ্য দ্বামুপগতং কলং পাপন্য কৰ্ম্মণঃ । ৫৭ ।

পূর্বমেব ময়া প্রোক্তো রামো নারায়ণঃ পরঃ ।
 সীতা চ যোগমারেতি বোধিতোহপি ন বুধ্যসে । ৫৮
 একদাহং বনে সানো বিশালায়াং স্থিতো নিশি ।
 দৃষ্টো ময়া মুনিঃ সাক্ষান্নারদো দিব্যদর্শনঃ । ৫৯ ।
 তমক্রবং মহাভাগ ! কুতো গন্তাসি মে বদ ।
 ইত্যুক্তো নারদঃ প্রাহ দেবানাং মল্লগে স্থিতঃ ॥
 তত্রোৎপন্নমুদন্তং তে বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ ।
 যুবাভ্যাং পীড়িতা দেবাঃ সর্কে বিষ্ণুপাগতাঃ ॥
 উচুস্তে দেবদেবেশং স্তুত্বা ভক্ত্যা সমাহিতাঃ ।
 জহি রাবণমক্ষোভ্যং দেব ! ত্রৈলোক্যকণ্টকম্ ॥ ৬২

কহেই রাক্ষস ও বীর শূন্য হইয়াছে । এক্ষণে কি করা কর্তব্য
 কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না । বোধ হয় আমার মৃত্যু
 কালও সমাগত হইয়াছে, কারণ সেই দাশরথি রাম, বীরবর
 কপিকুল-ভিলক স্ত্রীবেব সহিত মিলন করত সসৈন্যে মহা
 সমুদ্ভ পার হইয়া, লঙ্কায় আগমন পূর্বক, আমাকে সমূলে
 নিমূল করিতেছেন । যে যে প্রধান প্রধান রাক্ষস ছিল,
 তাহারা যুদ্ধে বানর দ্বারা শমন সদনে গমন করিয়াছে । কিন্তু
 এই আশ্চর্য্য দেখিতেছি, রণে বানরের ক্ষয় নাই । অতএব,
 হে মহাবাহো ! কপিকুল ক্ষয় করত বৈরী বিনাশরূপ, হুঙ্কর
 কাৰ্য্য সিদ্ধ কর, তাহা হইলে আমি পরম পরিতোষ লাভ
 করিব ।

অনন্তর কুন্তকর্ণ রাবণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া,
 উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত এই কথা বলিয়াছিল । মহারাজ !
 পূর্বে মল্ল বিচারে আমি আপনাকে যে কথা বলিয়াছিলাম,
 এক্ষণে আমার সেই বাক্য সফল হইল পাণের ফল উপগত

হইয়াছে; পূর্বে আমি বলিয়াছিলাম—রাম নাম্ব নয় সাক্ষাৎ
 নারায়ণ; আর সীতাও মানবী নয় সাক্ষাৎ যোগমায়া,
 ইহা আপনি জানিয়াও বুঝিলেন না । এক দিন নিশীথ
 সময়ে আমি মহারণ্য মধ্যে পর্বত শিখরস্থ এক বৃহৎ শিলার
 উপরে বাস করিতেছিলাম, এমন কালে নারদ মুনিকে সেই
 স্থান দিয়া গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম;
 হে মহাভাগ ! এমন সময়ে আপনি কোথায় গমন করিতে-
 ছেন আমাকে বলুন ? ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ ।
 ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ । ৫৯ ।

অতঃপর কুন্তকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ মুনি কহিতে
 লাগিলেন—হে রাবণানুজ ! আমি তোমার বলিতেছি
 শ্রবণ কর—তোমাদের দ্বারা সকল দেবতার নিপীড়িত হইয়া
 বিষ্ণুকে অগ্রগামী করত দেবেশের নিকট গমন করিয়াছিলেন
 এবং সকলে সমাহিত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ স্তব করত
 বলিয়াছেন—হে দেব ! দেবতা ও ত্রিলোক কণ্টক দশাননকে

মানুষেণ মৃতিস্তম্ভ কল্পিতা ব্রহ্মণা পুরা ।
 অতস্ত্বং মানুযো ভূত্বা জহি রাবণকণ্টকম্ । ৬৩ ।
 তথেষ্যাহ মহাবিকুঃ সত্যসঙ্কল্পে ঈশ্বরঃ ।
 জাতো রঘুকুলে দেবো রাম ইত্যভিবিধ্রতঃ । ৬৪ ।
 স হনিষ্যতি বঃ সর্বানিত্যুক্তা প্রযযৌ যুনিঃ ।
 অতো জানীহি রামং ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ । ৬৫ ।
 ত্যজ বৈরং তজস্বাত্ত্ব মায়ামানুষকপিণম্ ।
 তজতো ভক্তিভাবেন প্রসীদতি রঘুতমঃ । ৬৬ ।
 ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানম্ভ ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী ।
 ভক্তিহীনেন যৎকিঞ্চিৎ কৃতং সর্বমসংসমম্ । ৬৭ ।

বিনাশ করন। পূর্বে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন যে, 'রাবণ মনুষ্য হস্তে বিনষ্ট হইবে'; অতএব আপনি মনুষ্যরূপী হইয়া স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের কণ্টক বিনাশ করন। এতচ্ছবণে, জগদীশ্বর মহাবিকু 'তথাস্ত্ব' বলিয়া বিরত হইলে, দেবতা সকলেই যত্ন স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ত্রিলোক নাথ মহাবিকু রঘুবংশে জন্মগ্রহণপূর্বক রাম নামে খ্যাত হইয়া, কোন বিশেষ কারণে লঙ্কায় আগমন করতঃ তোমাদিগকে বিনাশ করিবেন, এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিলেন।—অতএব এক্ষণে শ্রীরামকে পরম ব্রহ্ম সনাতন জানিবেন, সূত্রাং বৈরতাব পরিত্যাগ করিয়া সেই মাত্রা মানুযরূপী রামচন্দ্রকে অদ্যই ভজনা করন। এবং ভক্তিভাবে শরণাপন্ন হইলে রঘুবংশাবতংস শ্রীরাম প্রসন্ন হইবেন, কারণ ভক্তিই জ্ঞানের জন্ম প্রসবিনী ও ভক্তিই মোক্ষ প্রদায়িনী জানিবেন; তবে ভক্তি হীন হইয়া যে কোন কার্য

অবতারাঃ সুবহবো বিকোণীলানুকারণঃ ।
 ভেষাং সহস্রলদৃশো রামো জ্ঞানময়ঃ শিবঃ । ৬৮ ।
 রামং ভজন্তি নিপুণা মনসা বচসানিশম্ ।
 অনারাসেন সংসারং তীর্ত্বা যান্তি হরেঃ পদম । ৬৯ ।
 যে রামমের সততং ভুবি শুদ্ধলভ্বা
 ধ্যায়ন্তি তস্য চরিতানি পঠন্তি সন্তঃ ।
 মুক্তান্ত এব ভবভোগমহাহিপাশৈঃ
 নীতাপতেঃ পদমনন্তমুখং প্রয়ান্তি ॥ ৭০ ॥
 ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

করা যায় সে সমস্তই অমতের সমান। বিকু স্বীয় লীলাবশতঃ নানারূপে অবতার হইয়া ধরনীতলে অবতীর্ণ হইরাছেন, তন্মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র সহস্রাংশে জ্ঞান ধারণ করিয়া থাকেন সেই জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা মন ও বাক্যদ্বারা দিবানিশি শ্রীরামকে ভজনা করতঃ অনারাসে এই ভবমাগর উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়। যে সকল ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীরামকে ধ্যান করে এবং তাঁহার চরিত্র পাঠ করে তাহার সংসার ভোগরূপ মহাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া নীতাপতির পাদ কমলরূপ মুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

কুস্তকর্ণবচঃ শ্রুত্বা ভূকুটীবিকটাননঃ ।

দশগ্রীবো জগাদেদমানাত্মপতম্বিব ॥ ১ ॥

ত্বমানীতো ন মে জ্ঞানবোধনায় সুবুদ্ধিমান্ ।

ময়া কৃতং সমীকৃত্য যুদ্ধস্বং যদি রোচতে ? ॥ ২ ॥

নো চেদগচ্ছ সুযুগ্মং নিদ্রা ত্বাং বাধতেহধুনা ।

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা কুস্তকর্ণো মহাবলঃ । ৩ ।

রুক্মিণীমিতি বিজ্ঞায় ভূগং যুদ্ধায় নির্যযৌ ।

স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং মহাপর্যন্তমগ্নিতঃ । ৪ ।

নির্যযৌ নগরাত্তূর্ণং ভীষণন্ হরিসৈনিকান্ ।

স ননাদ মহানাদং সমুদ্রমভিনাদয়ন্ ॥ ৫ ॥

বানরান্ কালরামান বাহুভ্যাং ভক্ষয়ন্ রুবা ।

কুস্তকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা সপক্ষমিব পর্যন্তম্ ॥ ৬ ॥

দুঃস্বপ্নানরাঃ সর্কে কালান্তকমিবাখিলাঃ ।

ভ্রমন্তঃ হরিবাহিন্যাং যুদ্ধগরেণ মহাবলম্ । ৭ ।

কালয়ন্তঃ হরীন্ বেগাং ভক্ষয়ন্তঃ সমন্ততঃ ।

চূর্ণয়ন্তঃ যুদ্ধগরেণ পানিপাদৈরনে কধা ॥ ৮ ॥

কুস্তকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা গদাপানিবিভীষণঃ ।

ননাম চরণৌ তস্য ভাতুর্জ্যেষ্ঠস্য বুদ্ধিমান্ ॥ ৯ ॥

বিভীষণোহহং ভাতর্মে দয়াং কুরু মহামতে ! ।

রাবণস্ত ময়া ভাতর্কৃত্বা পরিবোধিতঃ ॥ ১০ ॥

সীতাং দেহীতি রামায় রামঃ সাক্ষাৎ জ্ঞানার্দনঃ ।

ন শৃণোতি চ মাং হন্তুং খড়্গমুদ্যম্য চোক্তবান্ ॥ ১১ ॥

মহাদেব কহিয়াছেন—বিকটানন দশানন কুস্তকর্ণের বাক্য শ্রবণ শুনিয়া অত্যন্তে যেন জগৎ বিদগ্ধ করিবার জন্য উৎখিত হইয়া বলিলেন—তুমি সুবুদ্ধি হইয়া আমাকে জ্ঞান প্রদান করিবে বলিয়া তোমাকে আনয়ন করি নাই, মৎকৃত যুদ্ধ করিতে যদি তোমার অভিপ্রায় হয় তবে যুদ্ধযাত্রা কর, নচেৎ তুমি নিদ্রা যাও, কারণ এক্ষণে নিদ্রা তোমাকে কষ্ট দিতেছে। মহাবীর ও পর্যন্তকাল কুস্তকর্ণ রাবণবাক্য শ্রবণ করিয়া বুলিলেন যে, জ্যেষ্ঠ অভিযন্তা হইয়াছেন। অনন্তর ত্বরিত পদে প্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্বক যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল; বানর সৈন্যগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন ও স্বকীয় মহানাদে সমুদ্রের অতিধ্বনি উৎখিত করিতে করিতে মধ্য নগর হইতে নির্গত হইল;

অনন্তর জ্যোৎস্নাপরভ্রম হইয়া বানরদিগকে ধারণ করতঃ ভক্ষণ করিতে লাগিল; পরে বানরগণ পর্যন্ত সদৃশ কুস্তকর্ণকে কালান্তকের ন্যায় বানর-সৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে অবলোকন করিয়া গলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। গদাপানী বিভীষণ সম্মুখে কুস্তকর্ণকে সন্দর্শন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভাতার চরণ-যুগলে প্রণতি পুরঃসর কহিতে লাগিলেন; হে ভাত মহামতে! আমি বিভীষণ, আমাকে রূপা ককন। আর পূর্বে আমাদিগের উত্তরের জ্যেষ্ঠ লঙ্কাপতিকে বলিয়াছিলাম—ভাত! জীরামকে সীতা সমর্পণ ককন, কারণ তিনি সাক্ষাৎ গোলকপতি জ্ঞানার্দন। জ্যেষ্ঠ আমার এই কথা শুনিবামাত্র জ্যোৎস্নিতে যেন প্রজ্বলিত হইয়া তীক্ষ্ণ অগ্নি ধারণ করতঃ আমাকে

ধিক্ ভাং গচ্ছেতি মাং হস্তা সন্দা পাপিভিরারতঃ
 চতুর্ভিন্নম্ভিত্তিঃ সর্দ্ধং রামং শরণমাগতঃ ॥ ১২ ॥
 তচ্ছ ভা কুন্তকর্ণোহপি জ্ঞাত্বা ভ্রাতরমার্গতম্ ।
 সমালিঙ্গ্য চ বৎস ! ত্বং জীব রামপদাশ্রয়ঃ ॥ ১৩ ॥
 কুলসংরক্ষণার্থায় রাক্ষসানাং হিতায় চ ।
 মহাভাগবতোহসি ত্বং পুরা মে নারদাচ্ছ তম্ ।
 গচ্ছ তাত ! মমেদানীং দৃষ্টতে ন চ কিঞ্চন ।
 মদীয়ো বা পরো বাপি মদমন্তবিলোচনঃ ॥ ১৫ ॥
 ইত্যুক্তোহশ্রু মুখে ভ্রাতৃশরণাবভিবন্দ্য সঃ ।
 রামপাশ্বিনুপাগত্য চিস্তাপর উপস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
 কুন্তকর্ণোহপি হস্তাত্যাং পাদাত্যাং পেষয়ন হরীন্

চচার বানরীং সেনাং কালয়ন গন্ধহস্তিবৎ ॥ ১৭ ॥
 দৃষ্ট্বা তং রাঘবঃ ক্রুদ্ধো বায়ব্যং শস্ত্রমাদরাৎ ।
 চিক্ষেপ কুন্তকর্ণায় তেন চিচ্ছেদ রক্ষসঃ ॥ ১৮ ॥
 সমুদগরং দক্ষহস্তং তেন ঘোরং ননাদ সঃ ।
 সহস্তঃ পতিতো ভূমাবনেকানদর্শন কপীন ॥ ১৯ ॥
 পর্যন্তমাশ্রিতাঃ সর্বে বানরা ভয়বেপিতাঃ ।
 রামরাক্ষসয়োৰ্যুদ্ব্যং পশ্চন্তঃ পর্যাবস্থিতাঃ ॥ ২০ ॥
 কুন্তকর্ণচ্ছিন্নহস্তঃ শালমুদ্যম্য বেগতঃ ।
 সমরে রাঘবং হস্তং ছুদ্রাব তমখোচ্ছিন্নৎ ॥ ২১ ॥
 শালেন সহিতং বাসহস্তমৈন্দ্রেণ রাঘবঃ ।
 ছিন্নবাহুমধায়াতং নদন্তং বীক্ষ্য রাঘবঃ ॥ ২২ ॥

প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, এবং কহিলেন—ওরে সুচমতে
 রাক্ষসাদম! তোরে ধিক্, তুই এক্ষণেই আমারকে পরিত্যাগ
 করিয়া পাপাত্মা চারিজন মন্ত্রী সহিত রামের শরণাগত হ,
 নতুবা আমার হস্তে তোর পরিভ্রাণ নাই। এই বাক্যশ্রবণে
 কুন্তকর্ণ, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়াছে জানিয়া সম্যক
 প্রকারে আলিঙ্গন প্রদান করতঃ কহিতে লাগিলেন। বৎস!
 তুমি রাম পদাশ্রয়ী হইয়া, প্রাণ রক্ষা কর। পূর্বে আমি নারদ
 মুখে শুনিয়াছিলাম; তুমিই বংশ রক্ষার্থে এবং রাক্ষসের হিতের
 নিমিত্ত দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া, মহাভাগ্যধর হইবে। অনন্তর
 ধর্মপরাঙ্গন বিভীষণ, মহাকায় মহাবীর কুন্তকর্ণের এইরূপ অমৃত-
 ময় বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল; হে ভ্রাতঃ! তবে
 এক্ষণে আপনি গমন করুন; আমি আপনার কি অপরের
 মঙ্গল দেখিতেছি না। এই বলিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে মধ্যম
 সহোদরের চরণে অভিবাदन পূর্বক, 'রামপাশ্বে' উপনীত

হইয়া চিস্তা করিতে লাগিল। ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।
 ৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।

এদিকে ভীষণাকৃতি কুন্তকর্ণ, হস্তপদদ্বারা বানরগণকে
 পেঘণপূর্বক, বানরীসেনার মধ্য দিয়া বিচরণ করতঃ, নলবনে
 মত্তমত্তভঙ্গের ন্যায়, বজ্রপাত সমূহ, বারম্বার হুহুকার ছাড়িতে
 লাগিল। তাহাতে সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হইতে লাগিল।
 তদর্শনে রাম মহাক্রুদ্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ বায়ব্য অস্ত্রদ্বারা
 কুন্তকর্ণের মুণ্ডার বিশিষ্ট দক্ষিণ হস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি-
 লেন। সেই সমস্ত শরীর খণ্ড, উত্তর পক্ষীর বহু সেনাসহ
 ধরাশায়ী হইল। তদর্শনে অমনি ভয়কম্পিত বানরগণ, সমুদ্র-
 তীরস্থ প্রাকারে উপবিষ্ট হইয়া রাম রাক্ষসের ভূমূল সংগ্রাম
 অবলোকন কারিতে লাগিল। ১৭।১৮।১৯।২০।

এমৎকালে মহাবীর ছিন্নৈকহস্ত কুন্তকর্ণ, অতি প্রকাণ্ড এক
 শালবৃক্ষ বাস হস্তে ধারণ করিয়া প্রযুনাথকে প্রহার করিতে,
 তৎসন্নিধানে বেগে গমন করিলে, শ্রীরাম, বিবিধাস্ত্র প্রয়োগ

দ্বাবধ'চন্দ্রৌ নিশিতাবাদারাস্ত পদদ্বয়ম্ ।
 চিচ্ছেদ পতিভৌ পাদৌ লঙ্কাদ্বারি মহান্বনৌ ॥ ২৩ ॥
 নিকৃন্তপাণিপাদৌহপি কুন্তকর্ণেহতিভীষণঃ ।
 বড়বান্ধবদ্বস্তুং ব্যাদায় রঘুনন্দনম্ ॥ ২৪ ॥
 অভিহুত্ৰাব নিনদন রাহুচন্দ্রমসং যথা ।
 অপূরয়ৎ সিতাগ্রৈশ্চ সারকৈস্তদ্রঘুতমঃ ॥ ২৫ ॥
 শরপূরিতবক্ত্রাহসৌ চুক্রোশাতিতরঙ্গরঃ ।
 অথ সূর্য্যপ্রতীকাশমৈন্দ্রং শীরমনুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥
 বজ্রাশনিসমং রামশ্চিক্ষেপাসুরমৃত্যবে ।
 স তৎপৰ্ব্বতসঙ্কাশং ক্ষুরংকুণ্ডলদংষ্ট্রকম্ ॥ ২৭ ॥
 চকর্ত রক্ষোধিপতেঃ শিরৌ ব্রত্মিবাশনিঃ ।

দ্বারা, শাল-তরু সহ তাহার বাম হস্তও ছেদন করিয়া
 ফেলিলেন। পরে কর বিহীন কুন্তকর্ণ, পদ দ্বারা বানরী সেনা-
 দিগকে পেষণ করিতে লাগিল। তখন রামচন্দ্র হই নিশিত
 অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহার পদদ্বয় ছেদন করিয়া, মহাশব্দে
 লঙ্কার ভোরণ দ্বারে নিক্ষেপ করিলেন, তখাচ কর পদ শূন্য
 ভীষণাকার কুন্তকর্ণ, বড়বানল সদৃশ বিকটাকার বদন
 ব্যাদান করিয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার ধ্বনি করতঃ সুধাত্ত গ্রাসে-
 চ্ছুক বাহির ন্যায়, রঘুনন্দনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া
 বায়ুবেগে ভৎসপ্রস্থানে আগমন করিলে, রঘুতম, সূর্য্য-
 প্রতিভা সদৃশ ভয়ানক ব্রহ্ম বাণ ধারণ পূর্ব্বক, অশনি
 নিনাদে ক্ষেপণ করিয়া, তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ
 করিলেন। কতকগুলি প্রভাবিত শর, কুন্তকর্ণের দস্তপংক্তি
 মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করতঃ লঙ্কার
 দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিল, এবং দেহ সমুদ্র মধ্যে পতিত

তচ্ছিরঃ পতিতং লঙ্কাদ্বারি কারো মহোদধৌ ॥ ২৮ ॥
 শিরোহস্ত রোধয়দ্বারং কারো নক্রাদ্যচূর্ণয়ৎ ।
 ততো দেবাঃ স স্খাযয়ৌ গন্ধর্বাঃ পন্নগাঃ খগাঃ ॥ ২৯ ॥
 সিদ্ধা যক্ষা গুহ্যকাশ্চ অপ্সরোভিষ্চ রাঘবম্ ।
 ঈড়িরে কুমুমাসারৈর্কর্ষন্তুচ্চাভিনন্দিতাঃ ॥ ৩০ ॥
 আজগাম তদা রামং দ্রষ্টুং দেবমুনীশ্বরঃ ।
 নারদো গগনাত্তর্গং স্বতাসা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ৩১ ॥
 রামমিন্দীবরশ্যামমুদারাক্ষধনুর্ধরম্ ।
 ঈবত্ৰাবিশালাক্ষমৈন্দ্রাস্ত্রাধিতবাহুকম্ ॥ ৩২ ॥
 দয়াজ'দৃষ্ট্য পশ্যন্তং বারনরান্ শরপীড়িতান্ ।
 দৃষ্ট্বা গদগদয়া বাচ্য ভক্ত্যা স্তোভুং প্রচক্রে ॥ ৩৩ ॥
 নারদ উবাচ ।
 দেবদেব ! জগন্নাথ ! পরমাত্মন ! সনাতন ! ।

হইয়া, সাগর গর্ভস্থ নক্রাদিকে পক্ষে প্রোথিত করিল । ২১ ।
 ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ ।

অনন্তর দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, যক্ষ, গুহ্যক, সিদ্ধ, এবং
 অপ্সরাগণ প্রভৃতি সকলেই মহা আনন্দিত হইয়া শূন্যমার্গ
 হইতে ত্রীরামের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; আর
 কুন্তকর্ণ রণে নিধন হইল দেখিয়া দেবর্ষি নারদ সহ যত দেব-
 গণ, গগন মার্গে আগমন পূর্ব্বক, কোদণ্ডধারী, ঈবত্ৰাবর্ণ
 বিশালাক্ষ, উদার চরিত, মিন্দীবর শ্যামকলেবর, বল্কলাস্তর,
 জটধারী ত্রীরামচন্দ্রকে শর নিপীড়িত বানরগণের উপর সদয়
 চিত্ত দেখিয়া, ভক্তি সহকারে গদগদবচনে ভূতি পাঠ করিতে
 আরম্ভ করিলেন । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ ।

অগ্রে নারদ বলিতে লাগিলেন; হে দেবদেব জগন্নাথ !

নারায়ণাধিলাধার ! বিশ্বাসাক্ষিয়মোহন্ত তে ॥৩৪
বিশুদ্ধজ্ঞানরূপোহপি ত্বং লোকানতিবঞ্চয়ন ।
মায়য়া মনুজাকারঃ সুখদুঃখাদিমানিব ॥ ৩৫ ॥
ত্বং মায়য়া গৃহমানঃ সর্বেষাং হৃদি সংস্থিতঃ ।
স্বরং জ্যোতিঃস্বভাবস্ত্বং ব্যক্ত এবামলাভ্যনাম্ ॥ ৩৬ ॥
উন্মীলয়ন সৃজন্তোতনৈস্ত্রে রাম ! জগত্ত্বয়ম্ ।
উপসংক্রিয়তে সর্বং ত্বয়া চক্ষুর্নিমীলনাং ॥ ৩৭ ॥
যস্মিন্ সর্বমিদং ভাতি যতশ্চৈতচরাচরম্ ।
যস্মায় কিঞ্চিল্লোকেহস্মিন্ তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ ।
প্রকৃতিং পুরুষং কালং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণম্ ।
যং জানন্তি মুনিশ্রেষ্ঠান্তস্মৈ রামায় তে নমঃ ॥ ৩৮ ॥

বিকাররহিতং শুদ্ধং জ্ঞানরূপং শ্রুতির্জগৌ ।
ত্বাং সর্বজগদাকারমুদ্রিতং চাপ্যাহ সা শ্রুতিঃ ॥ ৪০ ॥
বিরোধো দৃশ্যতে দেব ! বৈদিকো বেদবাদিনাম্ ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি ত্বৎপ্রসাদং বিনা বুধাঃ ॥ ৪১ ॥
মায়য়া ক্রীড়তো দেব ! ন বিরোধো মনাগপি ।
রশ্মিজালং রবের্ষদৃশ্যতে জলবদ্ভূমাং ॥ ৪২ ॥
ভ্রান্তিজ্ঞানান্তথা রাম ! ত্বয়ি সর্বং প্রকল্প্যতে ।
মনসো বিষয়ো দেব ! রূপং তে নিগুণং পরম ॥
কথং দৃশ্যং ভবেদেব ! দৃশ্যভাবে জপেৎ কথম্ ?
অতস্তবাবতারেষু রূপাণি নিপুণা ভুবি ॥ ৪৪ ॥
তজন্তি বুদ্ধিসম্পন্নাস্তরন্ত্যেয় ভবার্ণবম্ ।
কামক্ৰোধাদয়স্তত্র বহবঃ পরিপঙ্কিনঃ ॥ ৪৫ ॥

তুমিই পরমাত্মা সনাতন সাক্ষারামায়ণ, নিখিল জগতের
আধার ভূত, এবং বিশ্বসংসারের সাক্ষিস্বরূপ—অতএব
তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই নির্মল জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া সদা
সমস্ত লোকের অভিব্যঞ্জিনী—কেবল মায়া দ্বারা মহাবা
দেহী হইয়া, সুখ দুঃখভোগী হইয়াছ। তুমিই মায়াদ্বারা
অতি গোপনে সকলের হৃদয়ে বাস করিতেছ; আর তুমিই
নির্মলাভাদিগের নিকট স্বরং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া, প্রকা-
শিত আছ। তুমি চক্ষু উন্মীলন করিয়া, ত্রিভুবন সৃজনপূর্বক
পালন করিতেছ; আবার আপনিই চক্ষুনিমীলন করিয়া,
জগত্ত্বয় সংহার করিতেছ। এবং বাঁহাতে এই চরাচর বিশ্ব,
প্রকাশ পাইতেছে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে বারম্বার নম-
করি।

মুনিগণ, বাঁহাকে প্রকৃতি, পুরুষ, কাল এবং ব্যক্তাব্যক্ত-
স্বরূপ বলিয়া জানেন; বিকার শূন্য, নির্মল জ্ঞানরূপী, সর্ব

জগতাকার, বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রময়, মূর্তিমান সেই ব্রহ্মকে
আমি বারম্বার নমস্কার করি।

হে দেব ! বেদবাদীর বৈদিক বিষয়ে অর্থাৎ বেদমধ্যে
বিরোধ লক্ষিত হয়, কিন্তু আপনার অহুগ্রহ ব্যতীত পণ্ডিতেরা
তাহা হইতে কখনই উত্তীর্ণ হইতে পারে না। আপনার মায়া
প্রযুক্তই দেবতারা সর্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন; বস্তুত তাঁহারা
মন মধ্যেও কোন বিরোধ উপস্থিত করেন না। সূর্য্যের রশ্মি-
জালে যেমন ভ্রম হেতু জগৎকে জলবৎ পরিলক্ষিত হইতে থাকে
সেইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান বশতঃ তোমাতেই সমস্ত পরিকল্পিত
হয়। মন মধ্যে মনের বিষয় পরম নিগুণময় যে তোমার রাম-
রূপ কি প্রকারে দৃশ্য হয়? এবং দৃশ্যমান না হইলেইবা
লোকে আপনাকে কিরূপে ভজনা করিতে সক্ষম হয়? অত-
এব আপনি এই ধরাধামে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া

ভীষয়ন্তি সদা চেতো মার্জারা মুষকং যথা ।
 ত্বন্মাম স্মরতাং নিতাং ত্বদ্রূপমপি মানসে ॥ ৪৬ ॥
 ত্বৎপূজানিরতানাং তে কথামৃতপরান্বনাম্ ।
 তত্তত্তসন্ধিনাং রাম ! সংসারো গোপদায়তে ॥ ৪৭ ॥
 অতন্তে সগুণং রূপং ধ্যানাহং সৰ্বদা হৃদি ।
 মুক্তচরামি লোকেষু পূজ্যোহহং সৰ্বদৈবতৈঃ ॥
 রাম ! ত্বয়া মহৎকার্য্যং কৃতং দেবহিতেচ্ছয়া ।
 কুন্তকর্ণবধেনাত্মা ভুতারোহয়ং গতঃ প্রভো ! ॥ ৪৮ ॥
 শ্বে। হনিষ্যতি সৌমিত্রিরিন্দ্রজেতারমাহবে ।
 হনিষ্যমেহং রামস্ত্বং পরশ্বে। দশকন্ধরম্ । ৫০ ।

পশ্যামি সৰ্বং দেবেশ ! সিদ্ধৈঃ সহ নভো গতঃ ।
 অনুগৃহীষ মাং দেব ! গমিষ্যামি সুরালয়ম্ । ৫১ ।
 ইত্যুক্ত্বা। রামমামন্ত্য নারদো ভগবান্ ঋষিঃ ।
 যযৌ দেবৈঃ পূজ্যমানো ব্রহ্মলোকমকল্মষম্ ॥ ৫২ ॥
 ভাতরং নিহতং শ্রদ্ধা কুন্তকর্ণং মহাবলম্ ।
 শ্রাবণঃ শোকসন্তপ্তো রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥ ৫৩ ॥
 মুচ্ছিতঃ পতিতো ভূমাবুথায় বিললাপ হ ।
 পিতৃব্যং নিহতং শ্রদ্ধা পিতরং চাতিবিস্মলম্ ॥ ৫৪ ॥
 ইন্দ্রজিৎ প্রাহ শোকাতঃ ত্যজ শোকং মহামতে !
 ময়ি জীবতি রাজেন্দ্র ! মেঘনাদে মহাবলে ॥ ৫৫ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সেই নবমেঘ সদৃশ তোমার রূপ, মন মধ্যে
 চিন্তা করতঃ, এই হস্তর ভবসাগর অক্লেশেই উত্তীর্ণ হইতেছে ।
 মার্জারার মুষিকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিলে, তাহার। যেমন
 দূরে পলায়ন করে সেইরূপ মন মধ্যে আপনার নাম স্মরণ,
 কিংবা আপনার নিকৃপম রূপ চিন্তা করিলে, তৎক্ষণাৎ কাম
 ক্রোধাদি রিপুসমূহ স্থানান্তরিত হয় । অতএব মনুষ্যাগণ,
 মানসে তোমার সেই সুধাময় নাম স্মরণ, তোমার সেই অমু-
 পম রূপ চিন্তা করতঃ তোমার পূজার নিরন্তর নিরত থাকিয়া,
 এবং তোমার অমৃত তুল্য কথা শ্রবণ করিয়া, এই হস্তর ভব-
 সাগরকে গোপদেব ন্যায় জ্ঞান করে । হে দেব ! এই জন্য
 আমি সৰ্বদা হৃদয়ে তোমার সেই সগুণ রূপ চিন্তা করতঃ দেব-
 গণের পূজ্য হইয়া ত্রিলোকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি । হে
 প্রভো ! অদ্য আপনি সময়ে কুন্তকর্ণকে নিহত করিয়া,
 দেবতাদিগের কি মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ করিয়াছেন ! এক্ষণে
 আমি বগিতেছি—কল্যা যুদ্ধে মহাবীর সৌমিত্রি ইন্দ্রজিৎকে
 এবং পরশ্ব আপনি দশাননকে নিধন করিবেন ; নভো-

গত সিদ্ধ সহ দেবলোক তাহা সন্দর্শন পূর্বক মানসে
 জয়ধ্বনি করতঃ তবোপরি পুষ্পরক্তি করিবেন । হে ভুতার-
 হর ! এক্ষণে আপনি সুপ্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন ; আমি
 সুরালয়ে গমন করিব । এই বলিয়া দেব ঋষি নারদ ব্রহ্মলোকে
 গমন করিলেন । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ ।
 ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ ।

অনন্তর দশানন রণে রঘুনাথ দ্বারা মহাবল কুন্তকর্ণ ভাটা
 নিহত হইয়াছে শ্রবণ পূর্বক, শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে মুচ্ছিত হইয়া
 ভূমে পতিত হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া
 সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক, বহু বিলাপ ও পরিভ্রাণ করিতে
 লাগিল । এমৎ কালে ইন্দ্রজিৎ, পিতৃব্য নিহত হইয়াছে
 শ্রবণ পূর্বক পিতাকে শোকে বিহ্বল অবলোকন করতঃ,
 পিতৃ সমীপে কৃতাজ্ঞি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে
 লাগিল । হে মহামতে ! শোক পরিত্যাগ করুন ; দেবা-
 ন্তক, মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ জীবিত থাকিতে
 আপনার আর হঃখের অবসর কোথায় ? অতএব আপনি

দুঃখস্যাবসরঃ কুত্র দেবাস্তক! মহীমতে!
 ব্যেতু তে দুঃখমখিলং স্বচ্ছো ভব মহীপতেঃ । ৫৩।
 সর্বং সমীকরিষ্যামি হনিষ্যামি চ টেব রিপুন্।
 গতা নিকুস্তিলাং সদ্যস্তপরিষ্বা হতাশনম্ । ৫৭।
 লব্ধা রথাদিকং তস্মাদজেরোহং ভবাম্যরেঃ ।
 ইভ্যুক্তা ভরিতং গতা মির্দিকং হবনস্থলম্ । ৫৮।
 রক্তমালাঘরধরো রক্তগন্ধানুলেপনঃ ।
 নিকুস্তিলাস্থলে মৌনী হবনায়োপচক্রমে ।
 বিভীষণোহথ তচ্ছ্রদ্ধা মেঘনাদস্যচেষ্টিতম্ । ৬২।
 গ্রাহ রামায় সকলং হোমারম্ভং দুরাশ্বনঃ ।
 সমাপ্যতে চেছোমোহয়ং মেঘনাদস্য দুর্মতেঃ ।
 তদাহজেরো ভবেজাম! মেঘনাদঃ সুরাস্বরৈঃ ৬০।

অতঃ শীঘ্রং লক্ষণেন ঘাতয়িষ্যামি রাবণিম্।
 আজ্ঞাপয় ময়া সর্দ্বং লক্ষণং বলিনাং বরম্।
 হনিষ্যতি ন সন্দেহো মেঘনাদং তবানুজঃ ॥ ৬১।
 শ্রীরামচন্দ্র উবাচ ।
 অহমেব গমিষ্যামি হন্তুমিন্দ্রজিতং রিপুম্।
 অগ্নেয়েন মহাস্ত্রেণ সর্বরাক্ষসঘাতিনা । ৬২।
 বিভীষণোহপি তং গ্রাহ নামাবনৈর্নিহন্যতে ।
 যন্ত দ্বাদশবর্ষাণি নিদ্রাহারবিবর্জিতঃ । ৬৩।
 তেনৈব যতুনির্দিক্টো ব্রহ্মণাম্য ছুরাশ্বনঃ ।
 লক্ষণস্ত অযোধ্যায় নিগম্যায়ান্ত্রয়া সহ । ৬৪।
 তদাদি নিদ্রাহারাদীন জ্ঞানাতি রঘুতম! ।
 সেবার্থং তব রাজেন্দ্র! জাতং সর্বমিদং ময়া । ৬৫।

এই সমস্ত মিথ্যা শোক পরিত্যাগ পূর্বক স্নহ হউন। আমি
 প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি; আপনার সমস্ত রিপু বিনাশ
 করিয়া, অবিলম্বেই লক্ষ্মণ সমস্ত কর্ণের কুলকে স্নহ করিব
 এক্ষণেই রথাদি গ্রহণ পূর্বক নিকুস্তিলা যজ্ঞাগারে গমন
 করতঃ প্রজ্জলিত হতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া, তাঁহাকে
 সন্তোষ করিব। তাহা হইলেই তিনি আমাকে সমরে অরাতি
 অস্ত্রের বর প্রদান করিবেন। এই বলিয়া মেঘনাদ রক্তাঘর
 রক্তমালা ধর হইয়া সর্বাঙ্গে রক্ত চন্দন অনুলেপন করতঃ সত্ত্বর
 নিকুস্তিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ পূর্বক, মৌন ভাবে যজ্ঞের
 আরোহণ করিতে লাগিল। এ দিকে বিভীষণও মেঘনাদের
 চেষ্টিত সমস্ত শ্রবণ করিয়া, শ্রীরাম সন্নিধান গমন পূর্বক
 ছুরাশ্ব ইন্দ্রজিতের অভিপ্রেত সমস্ত বিষয় কীর্তন করিতে
 লাগিল। হে প্রভো রঘুনাথ! অদ্য ইন্দ্রজিৎ নিকুস্তিলা যজ্ঞ-
 গারে যজ্ঞ সমাপন করিলে, সুরাস্বর কেহই তাহাকে যুদ্ধে

পরাজয় করিতে পারিবেন না। অতএব আমার সহিত বীর্য-
 গণ্য লক্ষণকে যাইতে আজ্ঞা করুন; আমরা উভয়ে নিকুস্তিলার
 গমন পূর্বক, যে রূপে হউক রাবণী নিধন সাধন করতঃ পুন-
 রায় এই স্থানে আগমন করিব। আপনার অস্ত্র নিঃস-
 রেই মেঘনাদকে বিনাশ করিবেন। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬।
 ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১।

অনন্তর শ্রীরাম তাহাকে বলিলেন, দেখ সখে বিভীষণ!
 আমিই নিকুস্তিলার গমন করিয়া সর্বরাক্ষসঘাতী আগ্নেয় নামক
 মহাস্ত্র দ্বারা পরম শত্রু ইন্দ্রজিতের নিধন সাধন করিব।
 শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অমনি বিভীষণও তাঁহাকে
 বলিলেন প্রভো! ছুরাশ্ব ইন্দ্রজিৎ অন্যের বধ্য নয়; যে
 ব্যক্তি দ্বাদশবর্ষ নিদ্রাহার, পরিত্যাগ করিয়াছে; সেই জন,
 মহাবল ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিতে পারিবে; পূর্বে অষ্টিকর্ত্তা

তদাজ্ঞাপয় দেবেশ ! লক্ষণং ত্বরয়া ময়া ।
 হনিষ্যতি ন সন্দেহঃ শেষঃ সাক্ষাৎকরাধরঃ । ৬৬ ।
 ত্বমেব সাক্ষাজ্জগতামধীশো
 নারারণো লক্ষণ এব শেষঃ ।

যুবাং ধরাতারনিবার ণার্থং
 জাতৌজগন্নাটকসূত্রধারো ॥ ৬৭ ॥
 ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমানহেশ্বরসংবাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা এইরূপ নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন । হে রঘুত্তম ! যে সময়ে
 মহাবীর লক্ষণ, আপনার সমভিব্যাহারে অযোধ্যা হইতে
 নির্গত হন, সেই দিবস হইতেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ
 করতঃ, আপনার আজ্ঞাবহ হইয়া দিনযামিনী অতিবাহিত
 করিয়াছেন, আমি তাহা বিশেষরূপে অবগত আছি । যিনি
 সাক্ষাৎ অনন্ত দেব, তাঁহার কি না সাধ্য হইতে পারে ? অত-
 এব আজ্ঞা ককন, আমরা উভয়ে শীঘ্র তথায় গমন করিয়া,
 প্রবল রিপু ইন্দ্রজিতকে বিনাশ করি । আপনি সাক্ষাৎ জগ-

ভের একাধীপ নারায়ণ এবং লক্ষণ ঠাকুর সাক্ষাৎ অনন্ত-
 দেব ; ইহা কি একবারও মনোমধ্যে বিবেচনা করেন না ?
 কেবল মাত্র ভুভারহরণ জন্য, আপনারা হই জনে, জগৎরূপ
 রত্নভূমির সূত্রধার স্বরূপ হইয়া, ইহ সংসারে নরদেহ ধারণ
 করতঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমানহেশ্বর সংবাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামো বাক্যমথাত্রবীৎ ।
 জানামি তস্য রৌদ্রস্য মায়া কুৎস্নাং বিভীষণ ! ১

অনন্তর শ্রীরাম, বিভীষণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 তাহাকে বলিতে লাগিলেন ; দেখ সখে বিভীষণ ! আমিও
 একবার মহাবল ইন্দ্রজিতের মায়া দর্শন করিয়াছি ; সে সিস্তর

স হি ব্রহ্মাস্ত্রবিচ্ছুরো মায়াবী চ মহাবলঃ ।
 জানামি লক্ষণম্যাপি স্বরূপং মম সেবনম্ । ২ ।

ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে । এবং কেবল আমার স্বরূপ মহা-
 বীর লক্ষণের ক্ষমতা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি ; কিন্তু ভবি-
 য়তে সেই মায়াবী কোন বিশেষ বিষয় না ঘটায় ; এই চিন্তায়

জ্ঞাত্বাসমহং তুষ্ণীং ভবিষ্যৎকার্য্যগৌরবাৎ ।
ইতুক্ত্বা লক্ষণং প্রাহ রামো জ্ঞানবতাম্বরঃ ॥ ৩ ॥
গচ্ছ লক্ষণ ! সৈন্যেন মহতা জহি রাবণিম্ ।
হনুমৎপ্রমুখৈঃ সর্বৈষু খপৈঃ সহ লক্ষণ ! ॥ ৪ ॥
জাম্ববানুক্ষরাজোহরং সহ সৈন্যেন সমুতঃ ।
বিভীষণশ্চ সচিবৈঃ সহ ভ্রামতিযাম্যতি ॥ ৫ ॥
অভিজ্ঞন্তস্য দেশস্য জানাতি বিবরাণি সঃ ।
রামস্য বচনং শ্রুত্বা লক্ষণঃ সবিভীষণঃ ॥ ৬ ॥
জগ্রাহ কাম্যুকং শ্রেষ্ঠমন্যস্তীমপরাক্রমঃ ।
রামপাদাম্বুজং স্পৃশ্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ ॥ ৭ ॥
অত্ম মৎকাম্যুকান্বুক্তাঃ শরা নির্ভিদ্য রাবণিম্ ।
গমিষ্যন্তি হি পাতালং স্নাতুং ভোগবতীজলে ॥ ৮ ॥

কণকাল হির হইয়াছিল। এই বলিয়া, ঐরাম, ভৎক্ষণাৎ
বীরচূড়ামণি লক্ষণকে আঞ্জা করিলেন—লক্ষণ ! তুমি শীঘ্র
সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে গমন করিয়া, রাবণীকে বিনাশ কর ।
১১। ২। ৩।

অনন্তর লক্ষণ, মহাবীর হনুমান্ প্রমুখ অশেষ বানরীসেনা
এবং ঋক্ষপতি প্রমুখ বিবিধ ঋক্ষসেনা, সমভিব্যাহারে করিয়া
মেঘনাদ সহ বৃদ্ধ জন্য, গমন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি
বিভীষণঃ মন্ত্রীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে কাম্যুক
লইয়া, লক্ষণ, অগ্রে ঐরামের যুগলচরণ গ্রহণ করতঃ, প্রফুল্ল
হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন—হে দেব ! অদ্য আমার কাম্যুক
নিম্বুক্ত শর সমূহ রাবণিকে ভেদ করিয়া, রসাতলে ভোগ-
বতীর পবিত্র জলে স্নান করিবার জন্য গমন করিবো । লক্ষণ,

এবমুক্ত্বা স সৌমিত্রিঃ পরিক্রম্য প্রণম্য তম্ ।
ইন্দ্রজিহ্মিন্দ্রধনাকাক্ষকী যযৌ ত্বরিতবিক্রমঃ ॥ ৯ ॥
বানরৈর্ব্বহুসাহস্রৈর্হনুমান্ পৃষ্ঠতোহব্রগাৎ ।
বিভীষণশ্চ সহিতো মদ্রিভিস্ত্বরিতং যযৌ ॥ ১০ ॥
জাম্ববৎপ্রমুখা ঋক্ষাঃ সৌমিত্রং ত্বরয়াস্বঙঃ ।
গত্বা নিকুস্তিলাদেশং লক্ষণো বানরৈঃ সহ ॥ ১১ ॥
অপশ্চাদ্বলসংজ্ঞাতং দূরাদ্রাক্ষসসঙ্কুলম্ ।
ধনুর্বারম্য সৌমিত্রির্যন্তোহভুদুরিবিক্রমঃ ॥ ১২ ॥
অঙ্গদেন চ বীরেণ জাম্ববান্ রাক্ষসাধিপঃ ।
তদা বিভীষণঃ প্রাহ সৌমিত্রিং পশু রাক্ষসান্ ॥ ১৩ ॥
যদেতদ্রাক্ষসানীকং মেঘশ্যামং বিলোক্যতে ।
অশ্মানীকস্ত মহতো ভেদনে যদ্ববান্ ভব ॥ ১৪ ॥

ঐরামকে এই বলিয়া, প্রণতি পুরঃসর প্রদক্ষিণ করতঃ
ত্বরিতপদে ইন্দ্রজিহ্মিন্দ্রধনাশার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।
অমনি বহুপ্রকার বানর নিকর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
করিতে লাগিল, অমাত্যচর সমভিব্যাহারে বিভীষণ, এবং
ঋক্ষগণ পরিবেষ্টিত জাম্ববান্ ত্বরায়িত হইয়া, সৌমিত্রির অহ-
গামী হইল । ক্রমে লক্ষণ, অমাত্য, ঋক্ষ এবং বানরীসেনা
সমভিব্যাহারে নিকুস্তিলা দেশ প্রাপ্ত হইলেন । তথায় উপ-
স্থিত হইয়া দূর হইতে দেখিলেন বহুসংখ্যক রাক্ষস একত্র
সমবেত হইয়া রহিয়াছে । তখন বাহুবিক্রমশালী সৌমিত্রি
কাম্যুক গ্রহণ পূর্বক অ্যা আরোহণ করিতে লাগিলেন ।
চন্দ্রদর্শনে অঙ্গদবীর, জাম্ববান্ এবং বিভীষণকে বলিয়াছিল ;
দেখুন, যদি মহাবীর লক্ষণ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তবে
আমাদের আর বিলম্বের আবশ্যক কি? যেহেতু নিবিড়
মেঘাকার রাক্ষসসৈন্য সূক্ষ্মজিহ্ম হইয়া সমুখে দণ্ডায়মান
রহিয়াছে; এক্ষণে অতিশীঘ্র ভেদ করিতে যদ্ববান্ হও,

রাক্ষসেন্দ্রস্থতোপ্যস্মিন্ ভিন্নে দৃশ্যো ভবিষ্যতি ।
 অভিজ্ঞবান্ধু বাবদৈ নৈতৎকৰ্ম সমাপ্যতে ॥ ১৫ ॥
 জহি বীর ! দুরাত্মানং হিংসাপরমখার্মিকম্ ।
 বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ । ১৬ ।
 ববর্ষ শরবর্ষণি রাক্ষসেন্দ্রস্থতং প্রতি ।
 পাষাণৈঃ পর্কতাগ্রৈশ্চ বৃকৈশ্চ হরিষুধপাঃ ॥ ১৭ ॥
 নির্জয়ুঃ সর্বতো দৈত্যান্ তেহপি বানরযুধপান্ ।
 পরশ্বধৈঃ সিতৈর্বাণৈরসিদ্ধির্যক্তি তোমরৈঃ ॥ ১৮ ॥
 নির্জয়ুর্বানরানীকং তদা শক্যো মহানভুং ।
 স সংগ্রহারস্তমূলঃ সঞ্জ্ঞে হরিরক্ষসাম্ । ১৯ ।
 ইন্দ্রজিতং স্ববলং সর্বমত্মমানং বিলোক্য সঃ ।
 নিকুণ্ডিলাঞ্চ হোমঞ্চ ত্যক্ত্বা শীঘ্রং বিনির্গতঃ । ২০ ॥

রথমারুহ্য সধনুঃ ক্রোধেন মহতাগমৎ ।
 সমাস্থরিষ্য সৌমিত্রিং যুদ্ধায় রণমূর্ছনি । ২১ ।
 সৌমিত্রে ! মেঘনাদোহহং ময়া জীবনমোক্যাসে ।
 তত্র দৃষ্ট্বা পিতৃব্যং স গ্রাহ নিষ্ঠুরভাষণম্ ॥ ২২ ॥
 ইতৈব জাতঃ সংরুদ্ধঃ সাক্ষাদভাতা পিতুমর্ম ।
 যন্তুং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যভ্যাগতঃ ॥ ২৩ ॥
 কথং ক্রুহসি পুত্রায় ? পাপীয়াসি দুর্মতিঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা হনুমৎপৃষ্ঠতঃ স্থিতম্ ॥ ২৪ ॥
 উদ্যদাযুধনিস্ত্রিংশে রথে মহতি সংস্থিতঃ ।
 মহাপ্রমাণমুদ্যম্য যোরং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ ॥ ২৫ ॥

তাহা হইলে, হিংসাপর অতি অধার্মিক দুরাত্মা রাবণ পুত্র,
 লক্ষ্মণের লক্ষ্য হইয়া, অতি সত্ত্বর বধ্য হইবে। নতুবা সে
 অনলে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলে, কেহই তাহাকে নষ্ট করিতে
 সক্ষম হইবে না। এস আমরা সকলেই, দুষ্কর্মতির বিস্মাশায়
 সত্ত্বর সমরে প্রবৃত্ত হই। এইরূপ পরামর্শের পর, সকলেই
 প্রাণপণে, পাষাণ, পাদপ ও পর্কতাগ্র হস্তে ধারণ করিয়া,
 রাক্ষস সেনাগণ সমভিব্যাহারে যুগপৎ যুদ্ধ করিতে লাগিল।
 তাহাতে মেঘনাদের সমস্ত সৈন্যই শমন সদনে গমন করিল।
 ১৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।
 ১৬। ১৭। ১৮। ১৯।

অনন্তর মহাবল ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ, স্বীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট
 ও যজ্ঞের বহু বিঘ্ন উপস্থিত অবলোকনে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া, হোম
 পরিত্যাগ করতঃ, নিকুণ্ডিলা যজ্ঞাগার হইতে বেগে বহির্গত

হইল; এবং আপনার স্মৃজিত সান্দনে আরোহণ পূর্বক,
 ধনুর্দ্বারা প্রহণ করিয়া সৌমিত্রিকে যুদ্ধে আহ্বান করতঃ
 সমরাজ্ঞে প্রবিষ্ট হইল এবং কহিতে লাগিল—হে সৌমিত্রে !
 সমরে মারাজীবী মেঘনাদ উপস্থিত হইয়াছে, ক্রণেক স্থির
 হও এক্ষণেই যথোচিত প্রতিকূল প্রদান করিতেছি। ইত্য-
 বসরে, পিতৃব্য বিভীষণকে সমুখে উপস্থিত অবলোকন করিয়া
 অতি নিষ্ঠুর বচনে বলিতে লাগিল—হে দুর্মতে ! পরান্ন-
 ভোগী ! তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভাতা, অতএব এক্ষণেই
 আমার সমুখ হইতে পলায়ন কর, যেহেতু তুমি মহারাজ
 লঙ্কাধিপতি রাবণের কনিষ্ঠ হইয়া, আমার স্বজন পরিত্যাগ
 পূর্বক অন্যের দাসত্ব স্বীকার করতঃ পুত্রের অনিষ্টোচরণে
 উদ্যত হইয়াছ, এই কারণ আমি আর কখনই তোমার মুখ
 দর্শন করিব না। পিতৃব্য বিভীষণকে এইরূপ বাক্য প্রয়োগা-
 নন্তর দুরাত্মা মেঘনাদ, মহাবীর লক্ষ্মণকে হনুমান স্মৃজিত
 সান্দর্শন করতঃ, আপনার উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্বক,
 স্মৃজীকায়ুধ এবং সসি হস্তে ধারণ করিয়া তাহাকে প্রহার

অদ্য বো মামকা বাণাঃ শ্রাণান্ পাস্যন্তি বানরাঃ ।

ততঃ শরং দাশরথিঃ সন্ধারামিত্রকর্ষণঃ । ২৬ ।

সমর্জ্য রাক্ষসেন্দ্রায় ক্রুদ্ধঃ সর্প ইয় শ্বশন ।

ইন্দ্রজিৎকনয়নো লক্ষ্মণং সমুদৈক্ষত ॥ ২৭ ॥

শক্রাশনিসমস্পর্শৈর্লক্ষ্মণেনাহতঃ শরৈঃ ।

মুহূর্তমতবন্যুতঃ পুনঃ প্রত্যাক্ষতেন্দ্రిয়ঃ ॥ ২৮ ॥

দদর্শাবস্থিতং বীরং বীরো দশরথান্নজম্ ।

সৌহৃতিচক্রাম সৌমিত্রিং ক্রোধসংরক্তলোচতঃ ২৯

শরান্ ধনুষি সন্ধায় লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ ।

যদি তে প্রথমে যুদ্ধে ন দৃষ্টো মে পরাক্রমঃ ॥ ৩০

অদ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি তিষ্ঠেদানীং ব্যবস্থিতঃ ।

ইত্যুক্তা সপ্ততিবাণৈরতিবিব্যাধ লক্ষ্মণম্ ॥ ৩১ ॥

করিতে উদ্যত হইলে রঘুবংশাবতংস লক্ষ্মণ, ক্রোধাশ্রিত
ভুজঙ্গের ন্যায়, স্বীয় শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্বক, তাহা নিবারণ
করিতে বস্ত্রবান্ হইলেন এবং মেঘনাদকে বলিতে লাগিলেন—
রে ছুরাঙ্গন! অদ্য আমার শর সমূহের শক্তি সন্দর্শন কর,
বিপক্ষ বিনাশ করিয়া বানর দিগকে রক্ষা করিবে ॥ ২০ । ২১।
২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ ।

এই কথা বলিয়া অসীমদর্শন দাশরথি লক্ষ্মণ, স্ত্রীক্ষ
শরনিকরে মেঘনাদের সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন ।
সেই অশনি সম শরাঘাতে ইন্দ্রজিৎ, ক্রোধে মরনদ্বয় রক্তবর্ণ
ও ঘূর্ণায়মান করতঃ ক্ষণেক স্থির হইয়া রহিল, পরে স্বীয়
শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্বক, মহাবীর লক্ষ্মণকে বলিতে
লাগিল, ওহে রামাঙ্গ! যদি তুমি প্রথম যুদ্ধে আমার পরা-
ক্রম না দেখিয়া থাক, তবে ক্ষণকাল এই স্থানে স্থির হও,
অতি শীঘ্রই দেখাইতেছি । এই বলিয়া মেঘনাদ অগ্রে
প্ৰাণিত সপ্তবাণ দ্বারা লক্ষ্মণকে, দশ শরে হনুমানকে এবং শত

দশভিশ্চ হনুমান্তং তীক্ষ্ণধারৈঃ শরোত্তমৈঃ ।

ততঃ শরশতেনৈব সংপ্রযুক্তেন বীর্যবান্ ॥ ৩২ ॥

ক্রোধদ্বিগুণসংরক্তো নিবিভেদ বিভীষণম্ ।

লক্ষ্মণোহপি তথা শত্রং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৩৩ ॥

তস্ম বাটৈঃ স্তমংবিদ্ধং কবচং কাঞ্চনপ্রভম্ ।

ব্যশীৰ্যত রথোপস্থে তিলশঃ পতিতং ভুবি ॥ ৩৪ ॥

ততঃ শরসহস্রৈঃ সংক্রুদ্ধো রাবণান্নজঃ ।

বিভেদ সমরে বীরং লক্ষ্মণং তীমবিক্রমম্ ॥ ৩৫ ॥

ব্যশীৰ্যতাপতদ্বিবাং কবচং লক্ষ্মণস্য চ ।

কৃতপ্রতিকৃতান্যোহন্যং বভূবুতুরভিজতো ॥ ৩৬ ॥

অতীক্ষ্ণং নিশ্বসন্তো তৌ যুদ্ধে তাংভুয়লং পুনঃ ।

শরসংব্রতসর্বাঙ্কৌ সর্বতো রুধিরোক্ষিতৌ ॥ ৩৭ ॥

দহীর্ষকালং তৌ বীরাবন্যোহন্যং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

অযুধ্যোতাং মহাসত্ত্বৌ জয়াজয়বিবর্জিতৌ ॥ ৩৮ ॥

শরে গিড়বা বিভীষণকে বিদ্ধ করিয়া, অশেষাঙ্গদ্বারা কপি-
কুলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল ॥ ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ ।

উদ্বিষ্টনে বীরকুলরবি লক্ষ্মণ, মহাক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীশাণিত
বিবিধ বাণ দ্বারা, মেঘনাদের কাঞ্চন-প্রভ-কবচ খণ্ড খণ্ড
করিয়া সান্দন হইতে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন । তাহাতে
রাবণান্নজ, দণ্ডাহত বিবধরে ন্যায় মহাক্রুদ্ধ হইয়া, সহস্র শর-
দ্বারা লক্ষ্মণের দিব্য কবচ খণ্ড খণ্ড করিয়া, বাণাগ্রে সর্ব
শরীর কথিরাপ্ত করিয়া ফেলিল ; এইরূপে বীরদ্বয়ের তুমুল
তর সংগ্রামে মেদিনী মুহূর্ত চঞ্চলা হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ৩৪ ।
৩৫ । ৩৬ । ৩৭ ।

এমংকালে লঘুহস্ত মহাবীর লক্ষ্মণ, স্ত্রীক্ষ পঞ্চবাণ দ্বারা রাব-
ণির সারথি, অশ্বদ্বয়, রথ এবং কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলি-

এতন্মিন্নন্তরে বীরো লক্ষ্মণঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ ।।
 রাবণেঃ সারথিং সাশ্বং রথং চ সমচূর্ণয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
 চিচ্ছেদ কাশ্মুকং তস্য দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্ ।
 সোহন্যস্তু কাশ্মুকং তদ্রং সক্ষ্যং চক্রে ত্বরান্বিতঃ ।
 তচ্চাপমপি চিচ্ছেদ লক্ষ্মণস্তিথিরাশুগৈঃ ।
 তমেব চ্ছিন্নধন্বানং বিব্যাধানেকসার্যকৈঃ । ৪১ ।
 পুনরন্যং সমাদায় কাশ্মুকং ভীমবিক্রমঃ ।
 ইন্দ্রজিহ্নলক্ষ্মণং বাণৈঃ শঠৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ । ৪২ ।
 বিভেদ বানরান্ সর্ষান্ বাণৈরাপূরয়ন দিশঃ ।
 তত ঐন্দ্রং সমাদায় লক্ষ্মণো রাবণিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
 সক্ষারাক্ষা কর্ণান্বং কাশ্মুকং দৃঢ়নিষ্ঠুরম্ ।
 উবাচ লক্ষ্মণো বীরঃ স্মরন্ রামপদাসুজম্ । ৪৪ ॥
 ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি ।
 ত্রিলোক্যামপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদেনং জহি রাবণিম্ ॥ ৪৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা বাণমাকর্ণাদ্বিক্রুয্য তমজিহ্নগম্ ।
 লক্ষ্মণঃ সমরে বীরঃ সমর্জেদ্ভ্রজিতং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
 সশরঃ শশিরস্ত্রাণং ত্রিমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্ ।
 প্রমথ্যেদ্ভ্রজিতঃ কারাং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪৭ ॥
 ততঃ প্রমুদিতা দেবাঃ কীর্তয়ন্তো রঘুন্তমম্ ।
 ববর্ষুঃ পুষ্পবর্ষণি স্তবস্তশ্চ মুহুমুহুঃ ॥ ৪৮ ॥
 জহর্ষ শক্ৰো ভগবান্ সহ দেবৈর্মহর্ষিভিঃ ।
 আকাশেহপি চ দেবানাং শুশ্রুবে দুন্দুভিস্বনঃ ॥ ৪৯ ॥
 বিমলং গগণং চাসীৎ স্থিরাভূদ্বিশ্বধারিণী ।
 নিহতং রাবণিং দৃষ্ট্বা জয়জ্ঞপ্তসমমুদিতঃ ॥ ৫০ ॥
 গতশ্রমঃ স সৌমিত্রিঃ শঙ্খমাংসপূরয়দ্রণে ।
 সিংহনাদং ততঃ কৃতা জ্যোত্স্বমকরোদ্বিভূঃ ॥ ৫১ ॥
 তেন নাদেন সংহৃতা বানরাস্ত গতশ্রমাঃ ।
 বানরেন্দ্রেণ সহিতঃ স্তবস্তিহুর্ফটমানসৈঃ ॥ ৫২ ॥

লেন । তখনি মেঘনাদ অন্য শরাসন গ্রহণ করিলে, রামানুজ তাহাও তদ্রূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া, বাণ দ্বারা, মেঘনাদকে রথাস্থ ধনুর্বিহীন এবং লঘুহস্ত প্রদর্শন পূর্বক, তাহার কাশ্মুক ছেদন করিলেন; মেঘনাদও তৎক্ষণাৎ কাশ্মুক গ্রহণ করিয়া-মাত্র লক্ষ্মণ দেবও শীঘ্র হস্তে তিনটি শর দ্বারা তাহাও খণ্ড খণ্ড করিলেন । অনন্তর মহাবল রাবণ অন্য চাপ ধারণ পূর্বক শত সূর্য্য প্রভা সমন্বিত বাণ দ্বারা লক্ষ্মণকে এবং বাণ সমূহ দ্বারা দশ দিক আচ্ছন্ন করিয়া বানরগণকে বিদ্ধ করিল । অনন্তর লক্ষ্মণদেব ব্রহ্মবাণ গ্রহণ করিয়া তাহা সন্ধান করিবার আশায় সুদৃঢ় কাশ্মুক আকর্ণ সন্মার্জ্য পূর্বক, তাহাকে কহিলেন, রে পামর! তুই শীঘ্র রাম-পাদ-সদ্য ধ্যান করিয়া নে,

নতুবা এখানেই তোরে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছি । বীর চূড়ামণি লক্ষ্মণ, এই বলিয়া, ব্রহ্ম আদিত্য সন্নিভ এক বাণদ্বারা, মেঘনাদের শরীর হইতে দীপ্তমান কুণ্ডল বিশিষ্ট উক্ষীষ বদ্ধ মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন । তদর্শনে দেবতারা আনন্দে দুন্দুভিস্বনি করত, লক্ষ্মণের উপরে মুহুমুহুঃ পুষ্পবর্ষণ পূর্বক স্তব আরম্ভ করিলেন । অন্য দিকে দেবতা সকল মহর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, ভগবান্ ইন্দ্র, কুসুম বিকীরণ সহ আনন্দে লক্ষ্মণের যশঃ কীর্তন করিতে লাগিলেন । এদিকে রাবণি নিহত দর্শনে, গগণ নির্মল ভাব এবং বসুমতী স্থিরভাবে ধারণ করিল । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ ।

অনন্তর লক্ষ্মণ স্বীরহস্তে মেঘনাদ বিনষ্ট হইল দেখিয়া, আনন্দিতান্তঃকরণে শঙ্খধনিও সিংহনাদ করতঃ কাশ্মুক টঙ্কার

লক্ষণঃ পরিতুষ্টায়া দদর্শাভ্যেত্য রাঘবম্ ।
 হনুমদ্রাক্ষসাত্যাং চ সহিতো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৫৩
 ববন্দে ভাতরং রামং জ্যেষ্ঠং নারায়ণং বিভূম্ ।
 হুংপ্রসাদাদ্রযুশ্রেষ্ঠ ! হতো রাবণিরাহবে ॥ ৫৪ ॥
 শ্রুত্বা তল্লক্ষণাস্ত্যক্ত্যা তমালিঙ্গ্য রঘুন্তমঃ ।
 মুষ্ঠ্যবস্ত্রায় মুদিতঃ সন্নেহমিদমব্রবীৎ ॥ ৫৫ ॥
 সাধু লক্ষণ ! তুচ্ছোহস্মি কস্ম তে হৃক্ষরং কৃতম্ ।
 মেঘনাদস্ত নিধনে জিতং সর্বমরিন্দম ! ॥ ৫৬ ॥
 অহোরাত্রৈস্ত্রিবিধীরঃ কথং চিহ্নিনিপাততঃ ।
 নিঃসপত্নঃ কৃতোহস্মাদ্য নির্ঘাস্ততি হি রাবণঃ ॥ ৫৭

প্রদান করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর আনন্দ সূচক শব্দে, বানরগণ
 গভ্রম হইয়া, লক্ষণের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করতঃ আনন্দে
 জর জর ধ্বনি আরম্ভ করিল। অতঃপর সৌমিত্রি, বিভীষণ,
 ঞ্জাবান, এবং কপিকুলকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাম সন্নি-
 ধানে উপস্থিত হইলেন; এবং জ্যেষ্ঠের চরণদ্বয় বন্দনা করতঃ
 কহিতে লাগিলেন; হে রঘুনাথ ! আমি আপনার প্রসাদে অদ্য
 ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছি। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪।

এই কথা শুনিবামাত্র রঘুবর রাম, অহঙ্কে সানন্দে
 সম্যক প্রকারে আলিঙ্গন প্রদান পূর্বক, মস্তকাত্মাণ ও মুখ-
 চুম্বন করতঃ বলিতে লাগিলেন, লক্ষণ ! তুমি সাধু ! আমি
 তোমার এইরূপ হৃক্ষর কার্য্য দর্শনে, অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি;
 হে অরিন্দম ! এক্ষণে জানিলাম যে, অবিলম্বেই অজ্ঞেয় রাবণ
 আমাদিগের হস্তে নিঃসন্দেহ নিধন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু
 বলিতেছি বধন রাধণ পুত্রশোকের কাতর হইয়া, আগমন
 করিবে, সেই সময় অতি সাবধানে যুদ্ধ করিও; কারণ সে
 বিষয় অনর্থ না ঘটায়। ৫৫। ৫৬। ৫৭।

পুত্রশোকান্ময়া যোদ্ধুং তং হনিষ্যামি রাবণম্ ।
 মেঘনাদং হতং শ্রুত্বা লক্ষণেন মহাবলম্ ॥ ৫৮ ॥
 রাবণঃ পতিতো ভূমৌ মুচ্ছিতঃ তুনরুখিতঃ ।
 বিললাপাতিদীনাত্মা পুত্রশোকেন রাবণঃ ॥ ৫৯ ॥
 পুত্রস্য গুণকর্ম্মাণি সংস্মরন পৰ্য্যদেবরং ।
 অদ্য দেবগণাঃ সর্বৈ লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ৬০ ॥
 হতমিন্দ্রজিতং জাহ্নবা মুখং স্বপ্যাস্তি নির্ভয়াঃ ।
 ইত্যাদিবহুশঃ পুত্রলালসো বিললাপ হ ।
 ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
 উবাচ রাক্ষসান্ সর্বান নিনাশয়িষুরাহবে ॥ ৬১ ॥
 স পুত্রবধসন্তপ্তঃ শূরঃ ক্রোধবশং গতঃ ।
 সযীক্য রাবণো বুদ্ধ্য হন্তং সীতাং প্রদুড়বে ॥ ৬২ ॥

এদিকে লঙ্কাধিপতি রাবণ, মহাবল মেঘনাদ রণে নিহত
 হইয়াছে শ্রবণ করতঃ, বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় মুচ্ছিত হইয়া
 ভূতলে পতিত হইল এবং পুনর্বার উত্থিত হইয়া, শোকারুণিত
 চিত্তে বহুবিলাপ ও পুত্রের গুণ কর্ম্মাদি স্মরণ করতঃ বিস্তর
 গর্জিতাপ করিতে লাগিল। আর বলিল—অদ্য যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ
 নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, মহর্ষিগণ দেবগণ ও লোকপাল
 সকলে নিশ্চয়ই অন্তরে আনন্দ অনুভব করতঃ জর ধ্বনিতে জগৎ
 পূর্ণ করিবে ইত্যাদি বহু বিলাপের পর পরম ক্রুদ্ধ হইয়া
 রাক্ষসেশ্বর রাবণ, সন্নিহিত রাক্ষসদিগকে বলিল—ওহে
 রাক্ষসগণ ! তোমরা আমার সঙ্গে চল; অদ্য অগ্রে সীতাকে
 বিনাশ করিয়া, পুত্র শোক নিবারণ করিব। এই বলিয়া
 তীক্ষ্ণ ধার অতি বৃহৎ এক অসি হস্তে ধারণ করত দ্রুত পথে
 সীতা সন্নিধানে গমন করিতে লাগিল। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১।
 ৬২। ৬৩।

খজ্জপাণিমথারাস্তং ক্রুচ্ছং দৃষ্টা দশাননম্ ।
 রাক্ষসীমধ্যগা সীতা ভয়শোকাকুলান্তবৎ ॥ ৬৪ ॥
 এতস্মিন্নন্তরে তস্মৈ সচিবো বুদ্ধিমান্ শুচিঃ ।
 সুপার্শ্বো নাম মেধাবী রাবণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫ ॥
 নমু নাম দশগ্রীব ! সাক্ষাৎদৈত্ৰবর্ণানুজঃ ।
 বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স কৰ্ম্মপরিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৬৬ ॥
 অনেকগুণসম্পন্নঃ কথং স্ত্রীবধমিচ্ছসি ? ।
 অস্ম্যভিঃ সহিতো যুদ্ধে হুত্বা রামং চ লক্ষ্মণম্ ।
 প্রাপ্যসে জ্ঞানকীং শীঘ্রমিত্যুক্তঃ স ন্যবর্ত্তত ॥ ৬৭ ॥

এদিকে রাক্ষসী পরিবেষ্টিতা সীতা দশাননকে খজ্জহস্তে
 ক্রুতান্তের ন্যায় আগমন করিতেছে, দর্শন করিয়া ভয়-
 ব্যাকুলিত চিত্তে কম্পাদ্বিতা কলেবরা হইলেন । ইত্যবসরে
 সুপার্শ্ব নামা রাবণের জনৈক বুদ্ধিসম্পন্ন কপাবান্ মন্ত্রী,
 তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল; হে লঙ্কাধিপ
 দশগ্রীব! আপনি ব্রহ্মকুলেজন্ম গ্রহণ করতঃ, বেদজ্ঞ, নিষ্ঠাপর,
 বুদ্ধিমান্ এবং বহুগুণ বিশিষ্ট হইয়া কি জন্য স্ত্রী বধে উদ্যত
 হইরাছেন? অন্যের কথা দূরে থাক, দেখুন আপনি ত্রিদশ
 দিগকেও পরাজিত করতঃ স্ববশে রাখিয়া, যশে ত্রৈলোক্য পূর্ণ

ততো হুত্বা সূহৃদা নিবেদিতঃ
 বচঃ সুধৰ্ম্মং প্রতিগৃহ রাবণঃ ।
 গৃহং জগামাশু শুচা বিমুচ্যধীঃ
 পুনঃ সত্যং চ প্রযযৌ সূহৃদ্বতঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদখ্যানরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে নবমোঃধ্যায়ঃ ।

করিয়াছেন; তবে কি জন্য স্ত্রী বধে অভিলাষী হইতেছেন?
 অতএব বলিতেছি, অতি ত্বরায় রণসজ্জা করন; যুদ্ধে রাম
 লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া, অবিলম্বেই নির্ঝিন্নে জ্ঞানকীর সহ
 সুখ অনুভব করিবেন । এই বলিয়া সে ক্ষান্ত হইলেন; মূঢ়মতি
 হুত্বা রাবণ, স্বধৰ্ম্ম বাক্য প্রতিগ্রহ পূর্বক তদগ্রে গৃহমধ্যে
 প্রবেশ করিল; আবার তৎক্ষণাৎ শোকে বিহ্বল হইয়া,
 উগ্ধভের ন্যায় সত্যর আগমন পূর্বক প্রধান প্রধান সূহৃদ
 সচীবদিগকে আহ্বান করতঃ রাজাসনের উত্তর পার্শ্বে উপ-
 বেশন করিতে আদেশ করিল ॥ ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ ।

ইতি শ্রীমদখ্যানরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
 যুদ্ধকাণ্ডে নবমোঃধ্যায়ঃ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

স বিচার্য সতামধ্যে রাক্ষসৈঃ সহ মল্লিভিঃ ।
 নির্যযৌ যেহবশিষ্ঠাষ্টে রাক্ষসৈঃ সহ রাঘবম্ ॥ ১
 শলভঃ শলতৈযুক্তঃ প্রজ্জ্বলন্তমিবানলম্ ।
 ততো রামেণ নিহতাঃ সর্কে তে রাক্ষসা যুধি । ২ ।
 স্বয়ং রামেণ নিহতস্তীক্ষ্ণবাণেন বক্ষসি ।
 ব্যধিতস্তুরিতং লক্ষ্যং প্রবিবেশ দশাননঃ । ৩ ।
 দৃষ্ট্বা রামশ্চ বহুশঃ পৌকষং চাপ্যমানুবম্ ।
 রাবণো মারুতেষ্টশ্চব শীঘ্রং শুক্রান্তিকং যযৌ । ৪

নমস্কৃত্য দশগ্রীবঃ শুক্রং প্রাঞ্জলিরত্নবীৎ ।
 ভগবন্ ! রাঘবেনৈবং লক্ষা রাক্ষসযুথপৈঃ । ৫ ।
 বিনাশিতা মহাদৈত্যা নিহতাঃ পুত্রবান্ধবাঃ ।
 কথং মে দুঃখসন্দোহস্তুরি তিষ্ঠতি সদগুরৌ ? ৬ ।
 ইতি বিজ্ঞাপিতো দৈত্যগুরুঃ প্রাহ দশাননম্ ।
 হোমং কুরু প্রত্নত্বেন রহসি ত্বং দশানন ! ॥ ৭ ॥
 যদি বিয়ৌ ন চেক্ষোমে তর্হি হোমানলোপ্তিতঃ ।
 মহান্ রথশ্চ বাহাশ্চ চাপতুণীরসায়কাঃ ।
 সত্ত্ববিষ্যান্তি তৈযুক্তস্তমজ্জয়ো ভবিষ্যসি । ৯ ।

পার্কতী সন্নিধানে মহাদেব কহিয়ালেন । অনন্তর, সচীব
 সদ্ধদ পরিবেষ্টিত রাক্ষসেশ্বর রাবণ, সভাস্থলে কিয়ৎক্ষণ মন্ত্ৰণা
 করত, যুদ্ধাবশিষ্ট রাক্ষস-সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে রাম
 ও লক্ষ্মণ সহ যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল । যেমন শলভেরা যেচ্ছায়
 প্রজ্জ্বলিত অনলে শরীর সমর্পণ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করে,
 সেই রূপ রাবণের সমস্ত সেনাই রাম শরাগ্নিতে দেহ প্রদান
 করিয়া বিনষ্ট হইল, রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া বিপক্ষ
 গণের উপরে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিল, তাহাতে রাম
 কিঞ্চিৎ কষ্ট হইয়া, এক বাণেই দশাননের বক্ষাচ্ছাদি বক্ষঃ-
 স্থল, সঙ্কিত করিয়া দিলেন, তাহাতে লক্ষাপতি অতিশয়
 ব্যধিত হইয়া সভয়ে স্বভবনে প্রবেশ করিল । পরে তথায়
 উপস্থিত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও মারুতির বীরত্ব, অন্তরে স্মরণ
 করত ভীত হইয়া, দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিল ।

ক্রমে তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইয়া, কৃতপ্রাঞ্জলিপুটে নমস্কার
 পূর্বক বলিতে লাগিল—ভগবন্ ! রাঘবদ্বয়, লক্ষ্যায় আগমন
 পূর্বক রণে আমার পুত্র, পৌত্র, আত্মীয় বান্ধবদিগকে বিনষ্ট
 করিয়া তথায় মহানন্দে অবস্থান করিতেছে । এক্ষণে, আগনি
 সঙ্গীত থাকিতে আর কে আমাকে এ বিষম বিপদ-সাগর
 হইতে পার করিতে সক্ষম হইবে ? অতএব শীঘ্র উপায়
 স্থির করিয়া দিন । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ ।

রাবণ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে, দৈত্যগুরু দশাননকে
 বলিতে লাগিলেন—হে রাক্ষসেশ্বর রাবণ ! তুমি গোপনে অগ্নি
 প্রজ্জ্বলিত করিয়া হোমের অনুষ্ঠান কর, নচেৎ জ্ঞানিও অবি-
 লম্বে তোমার বহু বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা আছে । অতএব
 অতি শীঘ্র তুমি আমার মন্ত্ৰ গ্রহণপূর্বক রথ, অশ্ব, চাপ, তুণীর
 এবং শাস্ত্রক যুক্ত হইয়া, জন শূন্য স্থানে গমন করত মৌনভাবে

গৃহাণ মন্ত্রান্মদন্তান্ গচ্ছ হোমং কুরু ক্রতম্।
 উত্থ্যক্তস্তুরিতং গত্বা রাবণো রাক্ষসাদিগঃ। ১০।
 গুহাং পাতালসদৃশীং মন্দিরে স্বে চকার হ।
 লঙ্কাদ্বারকপাটাদিবদ্ধা সর্বত্র যত্নতঃ। ১১।
 হোমদ্রব্যানি সম্পাদ্য যান্যুক্তান্যাভিচারিকে।
 গুহাং প্রবিশ্য চৈকান্তে যোনী হোমং প্রচক্রমে। ১২।
 উৎখিতং ধূমমালোকা মহাস্তং রাবণানুজঃ।
 রামায় দর্শয়ামাস হোমধূমং ভয়াকুলঃ। ১৩।
 পশ্য রাম! দশগ্রীবো হোমং কত্বুং সমারভৎ।
 যদি হোমঃ সমাপ্তঃ স্মাত্তদাজেরো ভবিষ্যতি ॥ ১৪।
 অতো বিঘ্নায় হোমস্ত প্রেষশাস্তু হরীশ্চরান্।
 তথৈতি রামঃ সূগ্রীবসম্মতেনাঙ্গদং কপিম্। ১৫।

হনুমৎপ্রমুখান্ বীরান্ আদিদেশ মহাবলান্।
 প্রাকারং লঙ্ঘয়িত্বা তে গত্বা রাবণমন্দিরম্। ১৬।
 দশকোট্যঃ প্লবঙ্গানাং গত্বা মন্দিরবরক্ষকান্।
 চূর্ণয়ামাসুরাশাংশ্চ গজাংশ্চ ন্যহনন্ ক্ষণাৎ। ১৭।
 ততশ্চ সরমা নাম প্রভাতে হস্তসংজ্ঞয়া।
 বিভীষণস্য ভার্য্যা সা হোমস্থানমমুচয়ৎ। ১৮।
 গুহাপিধানপাষণমঙ্গদঃ পাদযট্টনৈঃ।
 চূর্ণয়িত্বা মহাসত্ত্বঃ প্রবিবেশ মহাগুহাম্। ১৯।
 দৃষ্ট্বা দশাননং তত্র মীলিতাক্ষং দৃঢ়াসনম্।
 ততোহঙ্গদাজ্ঞয়া সর্বৈবানরা বিবিশুক্রতম্। ২০।
 তত্র কোলাহলং চক্রুস্তাড়য়ন্তশ্চ সেবকান্।
 সত্তারাংশ্চিচ্চিপুস্তজ হোমকুণ্ডে সমস্ততঃ। ২১।
 অবমাজ্ছিত্য হস্তাচ্চ রাবণস্ত বলাজ্জবা।

দহন দেবের আরাধনা কর, তাহা হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিবেন। এই বলিয়া শুক্রাচার্য্য স্থির হইলে, কর্করু-পতি লঙ্কায় আগমন পূর্বক নিজ গৃহের অভ্যন্তরে পাতাল ভূগ্যা গুহা খনন করিয়া ভূমধ্যে প্রবেশানন্তর, লঙ্কাদ্বার কবাটাদি সবত্রে বদ্ধ করতঃ যোনভাবে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। রাবণানুজ বিভীষণ বহুপরিমাণে ধূমোৎখিত হইতে দেখিয়া ভয়াকুলিত চিত্তে শ্রীরামকে হোম ধূম সন্দর্শন করাইলেন এবং কহিলেন—দেখুন, দশানন হোম আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষণে যদি হোম সমাপ্ত হয় তাহা হইলে সে অজ্ঞেয় হইবে; অতএব হোমের বিষয় সম্পাদন করিবার জন্য কপীশ্বরদিগকে প্রেরণ করুন। অনন্তর শ্রীরাম সূগ্রীবের সম্মতি অনুসারে অঙ্গদ, মহাবলীরান্ হনুমান ও অন্যান্য কপিদিগকে হোম

বিষয় জন্য আদেশ করিলেন; তাহার প্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্বক রাবণ গৃহে প্রবেশ করিল। পরে দশকোটি বানর রাক্ষস মন্দিরে যাইয়া অশ্ব, গজাদি ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট করিল। অনন্তর বিভীষণের ভার্য্যা সরমা হোমস্থান অশুচি হইয়াছে জানিতে পারিলেন। অনন্তর মহাবল অঙ্গদ গুহাচ্ছাদন পাষণ পাদাঘাতে চূর্ণ করিয়া হোম গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

তদনন্তর অঙ্গদাদি বানর নিকর, গহবরে প্রবেশ পূর্বক তথায় মীলিতাক্ষা শুভাসনোপবিষ্ট দশাননকে দর্শন করিয়া তাহার সেবক সৈনিকদিগকে দুরীকরণানন্তর, হোমকুণ্ডের চতুর্দিকে আবর্জনা দি নিক্ষেপ করতঃ মহাকোলাহলের সহিত হৃতা আরম্ভ করিল। তদর্শনে রাবণ, ক্রোধে অধীর হইয়া,

তেনৈব সঞ্জঘানাশু হনুমান্ প্ৰবণাশ্রয়ীঃ ॥ ২২ ॥
 যুন্তি দন্তৈশ্চ কাঠৈশ্চ বানারাস্তমিতস্ততঃ ।
 ন জহৌ রাবণো ধ্যানং হতোহপি বিজিগীষয়া ॥ ২৩ ॥
 প্রবিশ্বাস্তঃপুরে বেশ্মান্যঙ্কদো বেগবন্তরঃ ।
 সমানয়ৎ কেশবন্ধে ধৃত্বা মন্দোদরীং শুভাম্ ॥ ২৪ ॥
 রাবণশ্চৈব পুরতো বিলপন্তীমনাথবৎ ।
 বিদদারাক্ষদন্তুষ্ঠাঃ কঞ্চুকং রত্নভূষিতম্ । ২৫ ॥
 যুক্তা বিমুক্তাঃ পতিতাঃ সমস্তাদ্রুসঞ্চরৈঃ ।
 শ্রোণিস্থত্রং নিপতিতং ক্রটিতং রত্নচিহ্নিতম্ । ২৬ ॥
 কটিপ্রদেশাছিত্রস্তা নীলী তসৈব্য পশ্যতঃ ।
 ভূষণানি চ সৰ্ব্বানি পতিতানি সমন্ততঃ ॥ ২৭ ॥

দেবগন্ধর্বকন্যাশ্চ নীতা হৃষ্টৈঃ প্ৰবন্ধমৈঃ ।
 মন্দোদরী রুরোদাথ রাবণস্যাশ্রতো ভূশম্ ॥ ২৮ ॥
 ক্রোশন্তী করুণং দীনা জগাদ দশকন্ধরম্ ।
 নির্লজ্জোহসি পঠৈরেবং কেশপাশে বিকৃষ্যতে ॥ ২৯ ॥
 ভার্য্যা তবৈব পুরতঃ কিং জুহোষি ন লজ্জসে ? ।
 হন্যতে পশ্যতো মস্য ভার্য্যা পাতৈশ্চ শক্রভিঃ ॥
 মর্তব্যং তেন তত্রৈব জীবিতান্মরণং বরম্ ।
 হা মেঘনাদ ! তে মাতা ক্লিষ্টাতে বত বানরৈঃ ॥
 ত্বয়ি জীবতি মে দুঃখমীদৃশং চ কথং ভবেৎ ? ।
 ভার্য্যা লজ্জা চ সম্যুক্তা ভত্রী মে জীবিতাশয়া ॥ ৩০ ॥

হস্তদ্বারা ঞ্চব আচ্ছাদন পূর্বক, সহসা উপস্থিত মহা অনর্থ
 চিন্তা করতঃ ধানে নিমগ্ন হইল। এমনকালে বানরাশ্রয়ী
 হনুমান, দশাননের হস্ত হইতে বলপূর্বক, ঞ্চব গ্রহণ করতঃ,
 তদ্বারা ও দন্ত, নখ এবং কাষ্ঠাদি দ্বারা তাহার মস্তকে নিদা-
 কণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তথাপি লঙ্কেশ্বর বৈরী-
 বিজুরেচ্ছায় সেই কঠিন আঘাত সহ্য করতঃ, ধ্যানভঙ্গ করিল
 না। তাহা দেখিয়া, অঙ্গদাদি কয়েক জন প্রধান প্রধান
 বানর, অন্দরে প্রবেশ পূর্বক, রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দো-
 দরীর কবরী ধারণ করিয়া, তাহাকে তথায় আনয়ন করিল।
 সেই পরম রূপলাবণ্যবতী মন্দোদরী ও অনা-
 ধার ন্যায় রাবণাশ্রয়ে দণ্ডায়মানা হইয়া বিস্তর বিলাপ ও
 পথিতাপ করিতে লাগিল। অমনি বালীরাজতনয় অঙ্গদ
 তাহার বিবিধ-রত্ন-খচিত-কঞ্চুক সবলে গ্রহণ পূর্বক, নখ-
 দ্বারা খণ্ড খণ্ড করতঃ, দূরে নিক্ষেপ করিল; তদর্শনে অপরা-
 পর প্ৰবন্ধনেরা তাহার সমস্ত গাত্রাভরণ ও বহুমূল্য রত্নযুক্ত

কর্ণ ভূষণাদি নথ দস্ত দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করতঃ, বস্ত্রধার বিক্ষিপ্ত
 করিল, অমনি কটিদেশ হইতে বসন স্ৰাথ হইল; তদৃক্ষে
 বানর দ্বারা আনীতা, রাবণ-হস্তা যত দেব গন্ধর্ব কন্যারা,
 ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ২০। ২১। ২২। ২৩।
 ২৪। ২৫। ২৬। ২৭।

পরে ঈদৃশী অবস্থাপন্ন মন্দোদরীও রাবণাশ্রয়ে দণ্ডায়-
 মানা হইয়া, সমধিক রোদন করতঃ দশাননকে ককণ দীন-
 বচনে বলিতে লাগিল। দেখ নাথ! তুমি অতি নির্লজ্জ,
 কারণ, সম্মুখে সামান্য শত্রুগণ, কেশাকর্ষণ করিয়া, বাহার
 মহিষীর এরূপ ছরবছা করে, সে হীন বল হইলেও কখনই
 ছিন্ন থাকিতে পারে না; তবে তুমি কেন ছিন্ন ভাবে অবস্থান
 করিতেছ? অতএব জানিলাম; সকলই সময়ের অধীন।
 হা ধিক্! হা পুত্র মেঘনাদ! তুমি এখন কোথায় রহিয়াছ;
 বন্যপশু শাখামৃগ বানরেরা তোমার জননীর কিরূপ হর্দিশ
 করিয়াছে, এক বার আসিয়া দেখ। বৎস! তুমি জীবিত
 থাকিলে, তোমার জননীর এরূপ অপমান দেখিয়া কখনই

শ্রুত্বা তদেবিতং রাজা মন্দোদর্য্য দশাননঃ ।

উত্তস্থো খজ্রমাদায় ত্যজ দেবীমিতি ক্রবন্ ॥ ৩৩ ॥

জঘানাক্রমব্যগ্রঃ কটিদেশে দশাননঃ ।

ভতোঃসৃজ্য যযুঃ সর্বে বিধংসা হবনং মহৎ ॥ ৩৪ ॥

রামপাশ্বমুপাগম্য তসুঃ সর্বে প্রহর্যিতাঃ ।

রাবণস্ত ততো ভার্য্যামুবাচ পরিবাস্তৱন্ ॥ ৩৫ ॥

দৈবাবধীনমিদং ভদ্রে ! জীবতা কিম্ দৃশ্যতে ? ।

ত্যজ শোকং বিশালাক্ষি ! জ্ঞানমালম্ব্য নিশ্চিতম্ ॥

সহ্য করিতে সক্ষম হইতে না। হা নাথ! ভার্য্যার লজ্জা স্বতঃ পরতঃ স্বামীই রক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ, সেই স্বামী বর্জমান থাকিতে, অদ্য তাহার বিপরীত, দেখিতেছি, এই আশ্চর্য্য! রে দম্ব প্রাণ! বলিতেছি, তুমি এক্ষণে আমার দেহ পরিত্যাগ কর, নতুবা আর কতক্ষণ এ সব যন্ত্রণা সহ্য করিবি? ।

মন্দোদরীর এইরূপ বহু বিলাপের পর, দশানন আর নিশ্চিত থাকিতে না পারিয়া, অগ্রে মহিষীকে শাস্তনা করতঃ, ক্রোধে অধীর হইয়া, এক স্তম্ভীক অসি করে গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রথমেই অঙ্গদের কটিদেশে নিদাকণ গ্রহণ করিল। উদর্শনে তত্রস্থ অপর বানরেরা অঙ্গদ সহ ক্রমে পলায়ন করতঃ সানন্দে রামপাশ্বে উপনীত হইয়া, স্থখে অবস্থান করিতে লাগিল। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

অনন্তর লঙ্কেশ্বর রাবণ, ভার্য্যাকে বিশেষ রূপে শাস্তনা করতঃ বলিতে লাগিল। দেখ, ভদ্রে! যাহা কিছু ঘটনা ঘটিতেছে, সে সকলই দেবাবধীন, ইহা কি তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না? অতএব হে বিশালাক্ষি! তুমি জ্ঞানাবলম্বন পূর্ব্বক এই মিথ্যাশোক ত্যাগ করতঃ স্তম্ভির হও। তুমি জানিও,

অজ্ঞানপ্রভবঃ শোকঃ শোকো জ্ঞানবিনাশকৃৎ ।

অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ শরীরাদিবিনাশম্ ॥ ৩৬ ॥

তস্ম লুঃ পুঞ্জদারাদিসম্বন্ধঃ সংসৃতিস্তুতঃ ।

হর্ষশোকভয়ক্রোধলোভমোহম্পৃহাদয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অজ্ঞানপ্রভবা হেতে জন্মমৃত্যুজরাদয়ঃ ।

আত্মা তু কেবলঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তো হলেপকঃ ॥

আনন্দরূপো জ্ঞানাত্মা সর্বভাববিবর্জিতঃ ।

ন সংযোগো বিয়োগো বা বিচ্ছতে কেনচিৎ সতঃ ॥

এবং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানং ত্যজ শোকমনিন্দিতো ! ।

ইদানীমেব গচ্ছামি হত্বা রামং সনাক্ষণম্ । ৪১ ।

আগমিষ্যামি নো চেন্মাং দারমিষ্যতি সার্বকৈঃ ।

ত্রিরামো বজ্রকটৌশল ততো গচ্ছামি তৎপদম্ ॥ ৪২ ॥

অজ্ঞান হইতে শোক উৎপত্তি হয়; আবার শোকই জ্ঞানকে বিনাশ করে অজ্ঞান হইতে উৎপত্তি যে অহং বুদ্ধি, তাহা আত্মা ভিন্ন বাহ্যিক অনিত্য শরীরাদিতে ব্যাপিয়া আছে। সেই অজ্ঞান জ্ঞাত অহং ইত্যাকার জ্ঞানের মূল স্বরূপ যে, পুঞ্জ-দারাদি সম্বন্ধ-জ্ঞান, তাহা হইতে হর্ষ, শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, জন্ম, মৃত্যু এবং জরাদির উৎপত্তি হয়। আত্মাকে কেবল নিত্য অলেপক, আনন্দ-স্বরূপ, জ্ঞান-ময় এবং সর্বভাব বিবর্জিত বলিয়া জানিবে। আত্মার কোন কালেই সংযোগ বিয়োগ নাই। অতএব হে আনন্দিতে! স্বীয় আত্মাকে এইরূপ জ্ঞান করিয়া, এ অনিত্য শোক ত্যাগ কর। আমি এক্ষণেই যুদ্ধে চলিলাম। অদ্য রাম লক্ষ্মণকে আমার হস্তে নিধন, কিম্বা ত্রিরামের অশনি সদৃশ শরে আমি পরম

তদা তয়া মে কর্তব্যং ক্রিয়া মচ্ছাসনাং প্রিয়ে ! ।
সীতাং হত্যা ময়া সাক্ষাৎ ত্বং প্রবেক্ষ্যসি পাবকম্ ॥
এবং শ্রদ্ধা বচন্তস্য রাবণম্যাতিদুঃখিতা ।
উবাচ নাথ ! মে বাক্যং শ্রুণু সত্যং তথা কুরু ॥ ৪৪
শক্যো ন রাঘবো জেতুং ত্বয়া চানৈঃ কদাচন ।
রামো দেববরঃ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ৪৫ ॥
মৎস্যো ভূত্বা পুরা কল্পে মনুং বৈবস্বতং প্রভুঃ ।
ররক্ষ সকলাপন্ত্যো রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৪৬ ॥
রামঃ কুর্মোহভবৎপূর্বং লক্ষ্ময়োজনবিস্মৃতঃ ।
সমুদ্রমহুনে পৃষ্ঠে দধার কনকাচলম্ ॥ ৪৭ ॥
হিরণ্যাক্ষোহতিদুরন্তো হতোহনেন মহান্ননা ।

ক্রোড়কপেণ বপুষা ক্ষোণীমুদ্ধরতা কচিন্ ॥ ৪৮ ॥
ত্রিলোককণ্টকং দৈত্যং হিরণ্যকশিপুং পুরা ।
হতবারারসিংহেন বপুষা রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৯ ॥
বিক্রমৈস্ত্রিভিরেবাসৌ বলিং বদ্ধা জগজ্জয়ম্ ।
আক্রম্যদাং হরেন্দ্রায় ভূতায় রঘুসন্তমঃ ॥ ৫০ ॥
রাক্ষসাঃ ক্ষত্রিয়াকারা জাতা ভূমেতরাবহাঃ ।
তান্ হত্যা বহুশো রামো ভুবং জিত্বা হৃদাঙ্গুনেঃ ॥
স এব সাম্প্রতং জাতো রঘুবংশে পরাংপরঃ ।
ভবদর্শে রঘুশ্রেষ্ঠো মানুষস্বমুপাগতঃ ॥ ৫২ ॥
তস্য ভার্য্যা কিমর্থং বা হত্যা সীতা বনাদ্বলাৎ ? ।
মম পুত্রবিনাশার্থং স্বম্যাপি নিধনায়্যচ ॥ ৫৩ ॥
ইতঃ পরং বা বৈদেহীং প্রেষয়স্ব রঘুভূতমে ।

পদ নিশ্চয় পাণ্ড হইবে । পরে তুমি আমার অন্ত্যেক্তিক্রিয়ার
পূর্বে সীতাকে বিনষ্ট করিয়া, আমার দহিত পাবকে প্রবেশ
। ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ ।

অনন্তর মন্দোদরী, রাবণের এইরূপ নির্দাক্ষণ বচন শ্রবণ
করিয়া, অতি দুঃখিতান্তঃকরণে স্বামীকে বলিতে লাগিল ।
দেখ নাথ ! তুমি যাহা স্থির করিয়াছ তাহা অবশ্যই হইবে,
কিন্তু বলিতেছি, তুমি কি অন্যে, রণে রাঘবকে কখনই পরা-
জয় করিতে সক্ষম হইবে না । অতএব তুমি জানিও, শ্রীরাম
মানুষ নর, সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর নারায়ণ । পুরাকল্পে
মৎস্যাবতার হইয়া, বৈবস্বত মনুকে সকল আপদ হইতে রক্ষা
করিয়াছিলেন, এই হেতু ভক্তবৎসল রাম মানুষ নর । আবার
সেই রাম, পূর্বকালে লক্ষ্ময়োজন বিস্মৃত শরীর কুর্মাভাবতার
হইয়া, সমুদ্রমহুনে পৃষ্ঠে কনকাচল ধারণ করিয়াছিলেন,
অতএব তাঁহাকে মহায বলিয়া, নির্দেশ করা যায় না । আরও
বলি, যে রাম, পূর্বকালে দুর্ভুত হিরণ্যাক্ষকে নিধন করতঃ,

বরাহরূপ ধারণ পূর্বক, ভীষণ দন্ত দ্বারা উর্বার উদ্ধার
সাধন করিয়াছিলেন । আরও যিনি পূর্বকালে নর-
সিংহ রূপ ধারণ পূর্বক স্বীয় শরীর দ্বারা ত্রিলোক কণ্টক
দৈত্য হিরণ্য কশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন । আবার যে
রঘুভূত রাম বামন রূপে ছলনা পূর্বক বলিকে বদ্ধ করিয়া
ত্রিভুবন আক্রমণ করতঃ দেবরাজ ইন্দ্রকে ভূতা ভাবে গ্রহণ
করিয়াছিলেন । আর যিনি ভূতার হরণ জন্য ধরার বার-
ষার জন্য গ্রহণ পূর্বক অসংখ্য রাক্ষস ও ক্ষত্রিয়দিগকে
বিনাশ করিয়াছিলেন । সেই পরাংপর পরমপুরুষ রাম
সম্প্রতি আপনার জন্য মানব দেহ ধারণ করিয়া রঘুবংশে
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । অতএব এক্ষণে জানিলাম, আমার
পুত্রবিনাশের নিমিত্ত এবং আপনার বধের কারণ রাম-মহিষী
বৈদেহীকে বন হইতে বলপূর্বক হরণ করিয়াছ । সে যাহা

বিভীষণায় রাজ্যং তু দত্ত্বা গচ্ছামহে বনম্ ॥ ৫৪ ॥

মন্দোদরীবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ।

কথং ভদ্রে ! রণে পুজান্ ভাতৃন্ রাক্ষসমণ্ডলম্ ॥

যাতয়িত্বা রাঘবেণ জীবামি বনগোচরঃ ? ।

রামেণ সহ যোৎস্যামি রামবানৈঃ সুষীভ্রগৈঃ ॥ ৫৬ ॥

বিদার্ষ্যমাণো যাস্যামি তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্ ।

জানামি রামবৎ বিষ্ণুং লক্ষ্মীং জানামি জানকীং ।

জ্ঞাত্বৈব জানকী সীতা ময়া নীতা বনাদ্বলাৎ ॥ ৫৭ ॥

রামেণ নিধনং প্রাপ্য যাস্যামীতি পরং পদম্ ।

বিমুচ্য ত্বাং তু সংসারাক্রামিষ্যামি সহ শ্রিয়ে ! ॥ ৫৮ ॥

পরানন্দময়ী শুদ্ধা সেব্যতে বা মুমুকুতিঃ ।

তাং গতিং তু গমিষ্যামি হতো রামেণ সংযুগে ॥

প্রক্ষাল্য কল্মাষাণীহ মুক্তিং যাস্যামি দুর্লভাং ॥

ক্লেশাদিপঞ্চকতরঙ্গবৃগং ভ্রমাঢ্যং

দারান্নজাপ্তধনবন্ধুভূষাতিবুদ্ধং ।

ঔর্ধ্বানলাভনিজরোষমনস্কজানং

সংসারসাগরমতীত্য হরিং ব্রজামি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

যুদ্ধকাণ্ডে দশমোঃধ্যায়ঃ ।

ঘটিবার ঘটনাছে, এক্ষণে যাঁহা বলি শ্রবণ কর—অগ্রে
বৈদেহী রামকে পরে রাজ্য বিভীষণকে প্রদান করিয়া চল
বনে গমন করি। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১।
৫২। ৫৩। ৫৪।

মন্দোদরীর এইরূপ সুধাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মীপতি
রাবণ বলিতে লাগিল—

হে ভদ্রে ! রাঘব কর্তৃক পুত্র, ভাতা প্রভৃতি রাক্ষস সমূহ-
কে সমরে বিনষ্ট করিয়া বনচারী হওত কিরূপে জীবন যারণ
করিব ? রাম সহ যুদ্ধ করিয়া অতি শীঘ্রই তাঁহার বাণে
বিদীর্ণ হইয়া সেই পরম বিষ্ণুর পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইব । আমি
রাঘবকে বিষ্ণু ও জানকীকে লক্ষ্মী বলিয়া অবগত আছি,
এবং সীতাকে ঐ রূপ জানিয়াই বন হইতে বলপূর্বক আন-

য়ন করিয়াছি; এক্ষণে রাম কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত
হইব, হে শ্রিয়ে ! ভোমাকে বিমুক্ত করিয়া আমি সংসার
হইতে গমন করিব । মুমুকু ব্যক্তির যে আনন্দ সম্ভোগ
করিয়া থাকে আমি রাম কর্তৃক নিহত হইয়া ঐ গতি প্রাপ্ত
হইব; রক্ষ-দেহ-কৃত পাপ সমূহ রাম নাম স্মরণ দ্বারা দূরীভূত
করিয়া দুর্লভ মুক্তি প্রাপ্ত হইব । স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, প্রভৃতি
ব্যক্তি সম্বৃত রাগ ঘেবাদি পঞ্চ ক্লেশ পাইয়াছি, এক্ষণে অনঙ্গ-
জান ও সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া হরির পাদপদ্ম লাভ
করিব । ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১।

ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

যুদ্ধকাণ্ডে দশমোঃধ্যায়ঃ ।

একাদশোধ্যায়ঃ ।

ইতু্যক্তা বচনং প্রেম্ণা রাজ্ঞীং মন্দোদরীং তদা ।
 রাবণঃ প্রযযৌ যোদ্ধং রামেণ সহ সংযুগে ॥ ১ ॥
 দৃঢ়ং স্যন্দনমাশ্বারূরতো ঘোঠৈর্নিশাচরৈঃ ।
 চক্রৈঃ ষোড়শভিযুক্তং সবকথং সক্রুবরং ॥ ২ ॥
 পিশাচবদনৈর্ঘোঠৈঃ খরৈর্ষুক্তং ভয়াবহম্ ।
 সর্কাস্ত্রশস্ত্রসহিতং সর্কোপক্ষর সংযুতম্ ॥ ৩ ॥
 নিশ্চকামাথ সহসা রাবণো ভীষণাকৃতিঃ ।
 আয়াস্তং রাবণং দৃষ্ট্বা ভীষণং রণকর্কশম্ ॥ ৪ ॥
 সস্তম্ভাভুতদা সেনা বানরী রামপালিতা ॥ ৫ ॥
 হনুমানথ চোৎপ্লুত্যা রাবণং যোদ্ধুমাযযৌ ।
 আগত্য হনুমান্ রক্ষোবক্ষস্যতুলবিক্রমঃ ॥ ৬ ॥

প্রেম ভরে মন্দোদরীর সহিত এই রূপ কথোপকথন করিয়া, দশানন ত্রীরাম সহ যুদ্ধ করিতে যাত্রা কারণ, অদৃঢ় স্যন্দনোপরি উপবিষ্ট, ভয়ানক নিশাচর ও পিশাচপরিবৃত ষোড়শ চক্র রথ গুপ্তি যুক্ত, এবং নানাবিধ অস্ত্র সস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ সহ দশানন ভীষণাকৃতি হইয়া সহসা বহির্গত হইল। রামপালিত বানরী সেনা রাবণকে ভীষণ রণ-কর্কশ শব্দ করিতে করিতে আসিতে দেখিয়া ভীত হইল। অনন্তর হনুমান রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার আশয়ে উল্লস্কন পূর্বক উপস্থিত

মুক্তিবন্ধং দৃঢ়ং বদ্ধা তাড়য়ামাস বেগতঃ ।
 তেন মুক্তিপ্রহারেণ জানুভ্যামপতদ্রথে ॥ ৭ ॥
 মুচ্ছিতোহথ মুহুর্তেন রাবণঃ পুনরুপস্থিতঃ ।
 উবাচ চ হনুমন্তং শূরোহসি মম সন্মতঃ ॥ ৮ ॥
 হনুমানাহ তং ধিজ্ঞাং বস্তং জীবসি রাবণ ! ।
 ত্বং তাবন্মুক্তিনা বন্ধো মম তাড়য় রাবণ ॥ ৯ ॥
 পঞ্চান্ময়া হতঃ প্রাণান্মোক্ষসে নাত্র সংশয়ঃ ।
 তথৈতি মুক্তিমা বন্ধো রাবণেনাপি তাড়িতঃ ॥ ১০ ॥
 বিঘূর্ণমাননয়নঃ কিঞ্চিৎকশ্মলমাযযৌ ।
 সংজ্ঞামবাপ্য কপিরাট্ রাবণং হন্তুমদ্যতঃ ॥ ১১ ॥

হইয়া এবং মুক্তি বন্ধ করত অতি বেগে রাক্ষসের বক্ষদেশে আঘাত করিল, রাবণ তাহাতে রোধপরি নিপতিত হইল, এবং ক্ষণ কাল মুচ্ছিত হইয়া পুনরায় উপস্থিত হইয়া হনুমানকে কহিল—হে হনুমন্! তুমি যথার্থ বীর। হনুমান কহিল—হে রাবণ! আমাকে ধিক, কারণ তুমি জীবিত আছ; হে রাবণ! তুমি আমার বক্ষ তাড়ন কর, পশ্চাৎ আমি তোমাকে প্রাণে বিনষ্ট করিব, তাহাতে তুমি মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনন্তর রাবণ মুক্তি দ্বারা হনুমানের বক্ষ তাড়ন করিল; হনুমান বিঘূর্ণমান নয়ন হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়াই আবার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রাবণকে

ততোহন্যত্র গতো ভীত্যা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
 হনুমানকদশৈব নলো নীলস্তথৈব চ ॥ ১২ ॥
 চত্বারঃ সমবেতাগ্রে দৃষ্ট্বা রাক্ষসপুঙ্গবান্ ।
 অগ্নিবর্ণং তথা সর্পরোমাণং খঞ্জরোমকং ॥ ১৩ ॥
 তথা বৃশ্চিকরোমাণং নির্জঘ্নুঃ ক্রমশোহস্মরান্ ।
 চত্বারশ্চতুরো হস্তা রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্ ॥ ১৪ ॥
 সিংহনাদং পৃথক্ কৃৎৱা রামপাশ্বমুপাগতাঃ ।
 তৎ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ সন্দশ্য দশনচ্ছদম্ ॥ ১৫ ॥
 বিব্রত্য নয়নেক্রুরো রামমেবস্বৈধাবত ।
 দশগ্রীবো রথস্থস্ত রামং বজ্রোপটমৈঃ শটৈঃ ॥ ১৬ ॥
 আজঘান মহাঘোঠৈর্ধারাভিরিব তোষদঃ ।
 রামস্য পুরতঃ সর্কান্ বানরানপি বিব্যথে ॥ ১৭ ॥
 ততঃ পাবনসংকাটৈঃ শটৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ ।

অভ্যবর্ষজ্ঞে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ । ১৮ ।
 রথস্থং রাবণং দৃষ্ট্বা ভূমিষ্ঠং রঘুনন্দনম্ ।
 আহুয় মাতলিং শক্ৰো বচনক্ষেদমব্রবীৎ ॥ ১৯ ॥
 রথেন মম ভূমিষ্ঠং শীঘ্রং যাহি রঘুত্তমম্ ।
 স্বরিতং ভূতলং গতা কুরুকার্যং মমানঘ । ২০ ।
 এবমুক্তোহথ তং নহা মাতলির্দেবমারথিঃ ।
 ততো হটৈশ্চ সংযোজ্য হরিতৈঃ সান্দনোত্তমম্ ॥
 স্বর্গাজ্জয়ার্থং রামস্য হ্যপচক্রাম মাতলিঃ ।
 অব্রবীচ্চ ততো রামমপ্রতর্ক্যবথেষ্টিতঃ ।
 প্রাঞ্জলির্দেবরাজেন প্রেষিতোহস্মি রঘুত্তম । ২২ ।
 রথোহস্মং দেবরাজস্য বিজয়ায় তব প্রভো ।।
 প্রেষিতশ্চ মহারাজ । ধনুরৈশ্চ চ ভূষিতম্ ২৩

বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর রাক্ষসাধিপ রাবণ
 ভীতান্তঃকরণে প্রস্থান করিল। হনুমান, অঙ্গদ, নল ও নীল
 সমবেত হইয়া অগ্নিবর্ণ, সর্পমান, খঞ্জরোমক ও বৃশ্চিক
 রোমাণ রাক্ষসদিগকে সম্মুখে নির্গত হইতে দেখিয়া
 ভীম বিক্রম চারি জনকে বিনষ্ট করিল, এবং প্রত্যেকেই
 সিংহনাদ করিতে করিতে রাম পাশ্বে উপনীত হইল। অনন্তর
 দশগ্রীব ক্রোধ পরতর হইয়া আরক্ত লোচনে রাম দিকে
 ধাবিত হইল এবং রথস্থ হইয়া শ্রীরামোপরি বরিষার ধারার
 ন্যায় বজ্রোপম শর সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহাতে
 রাম-সম্মুখবর্তী বানরগণ বাধিত হইতে লাগিল। অনন্তর
 রামচন্দ্র কাঞ্চন ভূষণ জড়িত পাবক সঙ্কাশ বাণ দ্বারা দশা-

ননকে সমাচ্ছাদন করিলেন। এই সময় ইন্দ্র রাবণকে রথো-
 পরি ও রঘুনাথকে ভূতলে দর্শন করিয়া মাতলিকে আহ্বান
 পূর্বক কহিলেন—তুমি আমার রথ লইয়া ভূতলে গমন
 পূর্বক রাম সন্নিধানে উপস্থিত হও—হে অনঘ! তুমি আমার
 এই কার্য কর। অনন্তর মাতলি তাঁহাকে নমস্কার পূর্বক
 হরিত বর্ণের অশ্ব উত্তম রথে যোজনা করিয়া রামের
 স্বর্গ বিজয়ের জন্য আগমন করিল, এবং রাম সম্মুখে উপনীত
 হইয়া কহিল—হে শ্রীরাম! আমি দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত
 হইয়াছি, হে প্রভো! আপনার বিজয়ের জন্য দেবরাজের
 এই রথ উপস্থিত, এবং তৎকর্তৃক ধনু ও ইন্দ্র বাণ প্রেরিত
 হইয়াছে। ১২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২
 ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩

অভেদ্যং কবচং ধ্বজং দিব্যভূগীয়ুগং তথা ।
 আক্ৰোহ চ রথং রাম ! রাবণং জুহি রাক্ষসম্ । ২৪।
 ময়া সারথিনা দেব ! ব্রজং দেবপতির্থধা ।
 ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য রথোত্তমম্ । ২৫।
 আক্ৰোহ রথং রামো লোকান্ লক্ষ্ম্যা নিযোজয়ন
 ততোহভবনুমহাযুদ্ধং তৈরবং রোমহর্ষণম্ । ২৬।
 মহাঅনো রাঘবস্য রাবণস্য চ ধীমতঃ ।
 আগ্নেয়ৈন চ আগ্নেয়ং দৈবং দৈবেন রাঘবঃ । ২৭।
 অস্ত্রং রাক্ষসরাজস্য জঘান পরমাস্ত্রবিৎ ।
 ততস্ত্ব সমুজে ঘোরং রাক্ষসং চাস্ত্রমস্ত্রবিৎ । ২৮।
 ক্রোধেন মহতাবিক্টো রামস্যোপরি রাবণঃ ।
 রাবণস্য ধনুর্মুক্তাঃ সর্পা ভূত্বা মহাবিধাঃ ।

শরাঃ কাঞ্চনপুঞ্জাভা রাঘবং পরিতোহপতন । ২৯
 তৈঃ শরৈঃ সর্পবদনৈর্বরমস্তিরনলং মুখৈঃ ।
 দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব ব্যাণ্ডাস্তত্র তদাতবন । ৩০।
 রামঃ সর্পাংস্ততো দৃষ্ট্বা সমস্তাং পরিপূরিতান্ ।
 সৌপর্গমস্ত্রং তৎ ঘোরং পুরঃ প্রাবর্তয়দ্রণে । ৩১।
 রামেণ যুক্তান্তে বাণা ভূত্বা গরুড়রূপিণঃ ।
 চিচ্ছিচ্ছুঃ সর্পবাণাংস্তান্ সমস্তাং সর্পশত্রবঃ । ৩২।
 অস্ত্রে প্রতিহতে যুদ্ধে রামেণ দশকন্ধরঃ ।
 অভ্যবর্ষস্ততো রামং ঘোরাতিঃ শরবৃষ্টিভিঃ । ৩৩।
 ততঃ পুনঃ শরানীকৈ রামমক্লিষ্টকারিণম্ ।
 অর্দয়িত্বা তু ঘোরেণ মাতলিং প্রত্যবিধ্যত । ৩৪।
 পাতয়িত্বা রথোপস্থে রথকেতুং চ কাঞ্চনম্ ।
 ঐন্দ্রানস্থানভ্যহনদ্রাবণঃ ক্রোধ মুচ্ছিতঃ । ৩৫।
 বিষেদুর্দেবগন্ধর্বাস্চারণাঃ পিতরস্তথা ।
 আতাকাং হরিং দৃষ্ট্বা ব্যথিতাশ্চ মহর্ষয়ঃ । ৩৬।

হে শ্রীরাম ! তিনি অভেদ্য কবচ, ধ্বজা, দিব্য ভূগীর ঘন ও
 প্রেরণ করিয়াছেন ; অতএব আপনি রথে আক্রোহণ করিয়া
 দেবপতি যেমন এই সারথি সমভিব্যাহারে করিয়া ব্রজাস্থরকে
 বিনাশ করিয়া ছিলেন, সেই রূপে দশাননকে বিনাশ করুন।
 মাতলি এই রূপ কহিলে রামচন্দ্র রথকে নমস্কার করিয়া,
 রাবণ বধের অঙ্গ কালাবশিষ্ট আছে বোধে, অনস্তিত
 হইয়া, রথোপরি আক্রোহণ করিলেন । ২৪। ২৫।

অনন্তর রাম ও রাবণে ভূমূল সংগ্রাম হইতে লাগিল ।
 পরমাস্ত্র বিশারদ রামচন্দ্র রক্ষসগতির আগ্নেয়বাণ এবং দৈববাণ
 খণ্ড খণ্ড করণান্তর মহা ক্রোধাবিক্ট হইয়া রাবণ প্রতি
 ঘোর অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, রাবণ ও ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া
 রামোপরি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং ঐ বাণ তদ্ধনু-

মুক্ত হইয়া মহাবিধ সর্প হইল এবং তাহারা মুখ হইতে অনল
 নির্গত করিতে করিতে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল ; শ্রীরাম
 চন্দ্র তদর্শনে সৌপর্গাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, ঐ বাণ পরিত্যক্ত
 হইয়া মাত্র সর্প শত্রু গরুড়রূপী হইয়া সর্প বাণ ছেদন করিল
 দশানন যুদ্ধে সর্পবাণ প্রতিহত দেখিয়া রামোপরি অবিরল
 ধারায় শরবৃষ্টি করিতে লাগিল । অনন্তর রাবণ পুনর্বার
 আক্লিষ্ট রামকে অসংখ্য শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পরে মাতলিকে
 বিদ্ধ করিল । এবং ক্রোধ-মুচ্ছিত হইয়া কাঞ্চন ময় ধ্বজা
 ছেদন ও অশ্ব সমূহ বিদ্ধ করিল । দেব, গন্ধর্ব, চারণ, ঋষি
 প্রভৃতি লোক সমস্ত রামকে বিহ্বল দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত

ব্যথিতা বানরেন্দ্রশচ বভূবুঃ সবিভীষণাঃ ।

দশাশ্চো বিংশতিভুজঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ । ৩৭ ।

দদৃশে রাবণস্তত্র মৈনাক ইব পৰ্বতঃ ।

রামস্ত ভূকৃটিং বদ্ধা ক্রোধনং রক্তলোচনঃ ॥ ৩৮ ॥

কোপং চকার মদৃশং নির্দিহন্নিব রাক্ষসম্ ।

ধনুৱাদায় দেবেন্দ্রধনুৱাকারমদ্রুতম্ । ৩৯ ।

গৃহীত্বা পাণিনা বাণং কালানলসমপ্রভম্ ।

নির্দিহন্নিব চক্ষুৰ্ত্যং দদৃশে রিপুনস্তিকে ॥ ৪০ ॥

পরাক্রমং দর্শয়িতুং তেজসা প্রজ্বলন্বিব ।

প্রচক্রমে কালরূপী সৰ্বলোকম্ পশ্যতঃ । ৪১ ।

নিরুধ্য চাপং রামস্ত রাবণং প্রতিবিধ্য চ ।

হর্ষন্ন বানরানীকং কালান্তক ইবাবভৌ ॥ ৪২ ॥

ক্রুদ্ধং রামম্ বদনং দৃষ্ট্বা শত্রুং প্রধাবতঃ ।

তত্রস্থঃ সৰ্বভূতানি চচাল চ বসুন্তরা ॥ ৪৩ ॥

রামং দৃষ্ট্বা মহারৌজমুৎপাতাংশচ হৃদাক্রগান্ ।

তস্তানি সৰ্বভূতানি রাবণং চাবিশস্তম্ ॥ ৪৪ ॥

বিমানস্থাঃ সুরগগাঃ সিদ্ধগন্ধৰ্বকিন্নরাঃ ।

দদৃশুঃ সুমহাবুদ্ধং লোকসম্বৰ্ত্তকোপমম্ ।

ঐন্দ্রমস্ত্রং সমাদায় রাবণম্ শিরোহচ্ছিনৎ ॥ ৪৫ ॥

মূৰ্ছানো রাবণম্ বাথ বহবো কুধিরোক্ষিতাঃ ।

গগনাৎপ্রপতন্তি স্ম তালাদিব ফলানি হি ॥ ৪৬ ॥

ন দিনং ন চ বৈ রাত্রিন্ সন্ধ্যা ন দিশোহপি বা ।

প্রকাশন্তে ন তজ্রপং দৃশ্যতে তত্র সঙ্করে ॥ ৪৭ ॥

ততো রামো বভূবাথ বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ ।

শতমেকোত্তরং ছিন্নং শিরসাং চৈকবচনাম্ ॥ ৪৮ ॥

ন চৈব রাবণঃ শাস্তো দৃশ্যতে জীবিতকরাৎ ।

ততঃ সৰ্বাস্ত্রবিদ্বীৰ্ঘঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৯ ॥

হইলেন; কপীশ্বরগণ ও বিভীষণ রাবণকে বিংশতি হস্তে
শরাসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া, ব্যথিতমনা হইলেন । এবং
রাবণকে যেন মৈনাক পৰ্বত সদৃশ বোধ হইতে লাগিল ।
তদর্শনে শ্রীরামচন্দ্র কালানল-সমপ্রভ বাণ করে গ্রহণ করিয়া,
চক্ষুগ্নি দ্বারাই যেন শত্রু দগ্ধ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে
পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং তেজ দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া
সৰ্বলোক সমক্ষে স্বীয় পরাক্রম পরিদর্শন করিয়া, রাবণ-
বিনাশ জন্য কালরূপী হইলেন । শ্রীরামচন্দ্র চাপাকর্ষণ পূর্বক
রাবণকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া, বানরগণের হর্ষোৎপাদন
করতঃ, কালান্তকের ন্যায় উপস্থিত হইলেন; তাঁহার
ক্রোধান্বিত বদনমণ্ডল দর্শনে সৰ্ব প্রাণি ভীত হইতে
লাগিল এবং বসুন্তরা কম্পমানা হইলেন । স্বৰ্গ, মর্ত্ত ও

পাতালস্থ লোক সমস্ত শ্রীরামকে মহা কোপাধিত ও দশ-
গ্রীবকে সন্দর্শন করিয়া ভয় বিহবল হইল । সুরগণ,
সিদ্ধগণ, গন্ধৰ্বগণ ও কিন্নরগণ বিমান হইতে সৰ্বলোকপ্রলয়
যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে শ্রীরাম ঐন্দ্রবাণ
গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে রাবণের সমস্ত নিরস্ত্রদন করিলেন,
হুতরাং রাবণের মস্তক হইতে প্রভূত শোণিত ক্ষরিত হইতে
লাগিল, রাবণ-মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূলে পতিত হওয়াতে
বোধ হইতে লাগিল যেন গগন হইতে তাল ফল সমূহ নিপতিত
হইতেছে । দিবা নাই, রাত্রি নাই, সন্ধ্যা নাই, দিক্ নাই,
রাবণের সহিত শ্রীরামের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল,
রামচন্দ্র একশত এক বার তুল্যভেজী মস্তক ছেদন করিলেন ।
কিন্তু পুনরায় মস্তক পরিদৃশ্যমান হইল, তাহাতে রঘুনন্দন
সাতিশর বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন । রাবণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে জীবন
পাইয়াও বিগত চেষ্ট হইল না । অনন্তর সৰ্বাস্ত্র বিশারদ

৩১৮

অধ্যায়ঃ

অস্ত্রেণ বহুভিষ্যন্তি স্ত্রিয়ামাস রাঘবঃ ।
 যৈর্যৈর্বানৈহতা দৈত্যা মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ ॥ ৫০ ॥
 ত এতে নিষ্ফলং যাতা রাবণস্ত নিপাতনে ।
 ইতি চিন্তাকুলে রামে সমীপস্থে বিভীষণঃ ॥ ৫১ ॥
 উবাচ রাঘবং বাক্যং ব্রহ্মদত্তবরো হসৌ ।
 বিচ্ছিন্না বাহুবোহপ্যস্য বিচ্ছিন্নানি শিরাংসি চ ।
 উৎপৎসাস্তি পুনঃ শীঘ্রমিত্যাহ ভগবানজঃ ।
 নাতিদেশেহমৃতং তস্য কুণ্ডলাকারসংস্থিতম্ ॥ ৫৩ ॥
 তচ্ছোষণানলাস্ত্রেণ তস্য মৃত্যুস্ততো ভবেৎ ।
 বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামঃ শীঘ্রপরাক্রমঃ ॥ ৫৪ ॥
 পাবকাস্ত্রেণ সংযোজ্য নাতিং বিব্যাধ রক্ষসঃ ।
 অনন্তরং চ চিচ্ছেদ শিরাংসি চ মহাবলঃ ॥ ৫৫ ॥

বাহুনপি চ সংরোধো রাবণস্ত রঘুন্তমঃ ।
 ততো ঘোরাং মহাশক্তিমান্দায় দশকন্ধরঃ ॥ ৫৬ ॥
 বিভীষণবধার্থায় চিক্ষেপ ক্রোধবিহ্বলঃ ।
 চিচ্ছেদ রাঘবো বাণেনস্তাং শিতৈহেমভূষিতৈঃ ॥ ৫৭ ॥
 দশগ্রীবশিরশ্ছেদ্যাত্তদা হেজো বিনির্গতম্ ।
 স্ত্রানকপো বভূবাহ ছিন্নৈঃ শীর্ষৈর্ভরক্ষরৈঃ ॥ ৫৮ ॥
 একেন মুখ্যশিরসা বাহুভ্যাং রাবণো বভৌ ।
 রাবণস্ত পুনঃক্রুদ্ধো নানাশস্ত্রাস্ত্রযুষ্টিভিঃ ॥ ৫৯ ॥
 ববর্ষ রামং তং রামস্তথা বাণৈর্ধ্বজৈর্ধ্ব চ ।
 ততো বৃদ্ধমভূৎ ঘোরং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ৬০ ॥
 অথ সংস্মারয়ামাস মাতলী রাঘবং তদা ।
 বিসৃজ্যস্ত্রং বধায়াম্য ব্রাহ্মণং শীঘ্রং রঘুন্তম ! ॥ ৬১ ॥

কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রামচন্দ্র যে যে বাণ পরিত্যাগ করিয়াছি-
 লেন, সেই সকল মহাপরাক্রমদৈত্যকে নিপাত করিতে অসমর্থ
 হওয়ায়, তিনি চিন্তাকুলিত হইলে, বিভীষণ তাঁহার সমী-
 পবর্তী হইয়া, রাঘবকে ব্রহ্মদত্ত বর বিষয় উল্লেখ করিলেন এবং
 কহিলেন—হে রামচন্দ্র ! ভগবান্ ব্রহ্মা ইহাকে এই বর
 দিয়াছিলেন যে, তাঁহার মস্তক বার বার বিচ্ছিন্ন হইলেও
 পুনরায় উৎপন্ন হইবে, কিহুতেই মৃত্যু হইবে না ।
 ১৪০ । ১৪১ । ১৪২ । ১৪৩ । ১৪৪ । ১৪৫ । ১৪৬ । ১৪৭ । ১৪৮ । ১৪৯ ।
 ১৫০ । ১৫১ । ১৫২ ।

হে রাঘব ! রাবণের মণ্ডলাকার নাতিগর্ভে অমৃত আছে,
 আপনি আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা তাহা শোষণ করিলে উহার মৃত্যু
 হইবে ; রামচন্দ্র বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লঘু হস্তে পার-
 কাস্ত্র শিরাগনে নরটী শর সংযোজন পূর্বক রক্ষসের নাতিদেশ
 বিদ্ধ করিলেন, অনন্তর তাহার মস্তক ছেদন করিয়া তাহার বাহু

মস্তক আক্রমণ করিলেন । পরে দশানন-ক্রোধ বিহ্বল হইয়া
 অতি ভীষণ মহাশক্তি গ্রহণ পূর্বক বিভীষণকে বিনাশ করি-
 বার আশয়ে তাহা পরিত্যাগ করিল, রাঘবও হেমভূষিত তীক্ষ্ণ
 বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া কেলিলেন । দশাননের ছিন্ন
 শীর্ষ হইতে তেজোপগম হইতে লাগিল, সূত্রাং রক্ষ বিকৃতরূপী
 হইল ; রাবণ প্রধান মস্তক ও হস্ত সম্বলিত হইয়া রছিল ;
 পরে পুনর্বার কোপাশ্বিত হইয়া বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা রাম-
 চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিল, শ্রীরামও অবিরল ধারায় শর বৃষ্টি
 করিতে লাগিলেন, অনন্তর হুইজনে লোম হর্ষণ তুমুল
 সংগ্রাম হইতে লাগিল । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ ।
 ৫৯ । ৬০ ।

অনন্তর ইন্দ্র সারথি মাতলী শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া
 দিয়া কহিল—হে রঘুবর ! রাবণ বিনাশ হেতু ব্রহ্ম অস্ত্র শীঘ্র

বিনাশকালঃ প্রথিতো যঃ সূরৈঃ সোহিত্ত বর্জ্যতে ।
 উত্তমাক্ষং ন চৈতন্য চ্ছেদব্যং রাঘব ! ত্বয়া । ৬২
 নৈব শৌর্কি প্রভো ! বখ্যো বধ্য এব হি মর্মানি ।
 ততঃ সংস্মারিতো রামস্তেন বাক্যেন মাতলেঃ ৬৩
 জগ্রাহ শশরং দীপ্তং নিঃশ্বসন্তুগিবোরগম্ ।
 যস্য পার্শ্বে তু পবনঃ কলে ভাস্করপাবকৌ । ৬৪ ।
 শরীরমাকাশময়ং গৌরবে মেরুমন্দরৌ ।
 পর্কষ্যাপ চ বিন্যস্তা লোকপালা মহৌজসঃ ॥ ৬৫ ॥
 জাজ্বলামানং বপুশা শান্তভাস্করবচসা ।
 তনুগ্রমস্ত্রং লোকানাং ভয়নাশনমন্তুতম্ । ৬৬ ॥
 অভিমন্ত্য ততো রামস্তং মহেবুং মহাভুজঃ ।
 বেদপ্রোক্তেন বিধিনা লন্দধে কাম্মুকে বলী ॥ ৬৭

তস্মিন্ সক্ষীরমানে রাঘবেণ শরোন্তমে ।
 সর্কষ্যতানি বিত্রেশুচাল চ বসুন্ধরা ॥ ৬৮ ॥
 স রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভূশমানম্য কাম্মু কন্ম ।
 চিক্ষেপ পরমায়ত্তন্তুমস্ত্রং মর্ম্মঘাতিনম্ ॥ ৬৯ ॥
 স বজ্র ইব দুর্দ্ধরো বজ্রপাণিবিসর্জিতঃ ।
 কৃতান্ত ইব ঘোরাস্যো ন্যাপতজ্রাবণোরসি । ৭০ ।
 স নিমগ্নো মহাঘোরঃ শরীরান্তকরঃ পরঃ ।
 বিভেদ হৃদয়ং তুর্গং রাবণস্য মহাত্মনঃ । ৭১ ।
 রারণস্যাহরং প্রাণান্ বিবেশ ধরণীতলে ।
 স শরো রাবণং হত্বা রামতুণীরমাবিশং ॥ ৭২ ॥
 তস্য হস্তাৎ পপাতান্তু শশরং কাম্মুকং মহৎ ।
 গতামুভ্রমিবেগেন রাক্ষসেন্দ্রোহপতন্তুবি ॥ ৭৩ ।
 তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ হতশেষাশ্চ রাক্ষসাঃ ।
 হতনাথা ভয়ত্রস্তা দুদ্ভবুং সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ৭৪ ॥

পরিত্যাগ করুন, উহার বিনাশ বিষয়ে দেবতাদিগের দ্বারা
 বাহা কথিত হইয়াছে তাহা সন্দেহ হইবে, কিন্তু হে রাঘব !
 অন্য কোন শর দ্বারা উহার মস্তক ছিন্ন হইবে না, হে
 প্রভো ! উহার মস্তক ছেদনে বিনাশ নাই, তবে উরস্থল বিদ্ধ
 হইলেই উহার মৃত্যু হইবে। যাতলি বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রের
 স্মরণ পথে রাবণবধ বিষয় জাগরুক হইলে, তিনি সগজ্জ
 আশিবিষ সদৃশ ও সুদীপ্তায়মাণ শর গ্রহণ করিলেন ;
 তাহার পার্শ্বে পবন—ফলকে সূর্য্যায় সমন্বিত—শরীর
 আকাশময় অর্থাৎ ব্যাপকতা হেতু হিরণ্যগর্ভ—গৌরবে
 মেক পর্কত সদৃশ—মহাতেজস্বী লোকপাল সকলের বল-
 প্রকাশ পায়—বাহার দেহের কাস্তি মাধ্যাত্মিক দৌর কিরণকেও
 লঙ্ঘিত করে—মহাতেজ শ্রীরামচন্দ্র ঐ দোদুর্দণ্ড, সর্ব্বলোক
 ভয়নাশী অদ্ভুত বাণ বেদোক্তাভ্যাসী মন্ত্রপুত করিয়া শরাসনে

আরোপণ করিলেন, রঘুবীর সেই মহাশর সন্ধান করিলে
 সমস্ত জীব ভয়াকুলিত ও বসুন্ধরা কম্পমানা হইতে লাগিল।
 ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮।

মহাবীর রামচন্দ্র সাতিশর ক্রুদ্ধ হইয়া চাপাকর্ষণ পূর্ব্বক
 সেই সর্ব্বঘাতী মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন—বাণ রামচন্দ্রের
 বজ্রতুল্য হস্ত পরিত্যক্ত হইয়া কৃতান্তের ন্যায় দশাননের উপরে
 নিপতিত হইল। সেই শরীরান্তকর মহাঘোর শর পতিত
 হইয়া মহাত্মা রাবণের হৃদয় অতি শীঘ্র ভেদ করিল ; অনন্তর
 রাবণ সংজ্ঞা বিহীন হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলে ঐ মহাস্ত্র
 রক্ষপতিকে বিনাশ করিয়া প্রতাবর্জন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের
 তুণীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর রাবণের হস্ত হইতে
 শশর শরাসন শীঘ্র স্থলিত হইল—এবং অবশিষ্ট রাক্ষসেরা
 দশাননকে ধরণীতলে পতিত দেখিয়া মহা আশিত হওত
 চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে বানরেরা রাবণ

দশগ্রীবস্য নিধনং বিজয়ং রাঘবস্য চ ।
 ভতো বিনেহুঃ সংহৃষ্টা বানরা জিতকাশিনঃ ॥ ৭৫ ॥
 বদন্তো রামবিজয়ং রাঘবস্য চ তদ্বচম্ ।
 অখাস্তরীক্ষে ব্যনদৎ সৌম্যস্ত্রিশদুদ্ভুতিঃ ॥ ৭৬ ॥
 পপাত পুষ্পরুষ্টিশ্চ সমস্তাদ্রাঘবোপরি ।
 তুষ্কবুধুনরঃ সিদ্ধাশ্চারনাশ্চ দিবৌকসঃ ॥ ৭৭ ॥
 অখাস্তরীক্ষে ননৃতুঃ সৰ্বতোহঙ্গরসো মুদা ।
 রাঘবস্য চ দেহোপং জ্যোদিরাদিত্যবৎ স্কুরৎ ॥ ৭৮ ॥
 প্রবিবেশ রঘুশ্রেষ্ঠং দেবানাং পশ্যতাং সতাম্ ।
 দেবা উচুরহো ভাগ্যং রাঘবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭৯ ॥
 বয়ং তু সাত্ত্বিকা দেবা বিষ্ণাঃ কাকণ্যভাজনাঃ ।
 ভরদুঃখাদিতিবিয়াপ্তাঃ সংসারে পরিবর্তিনঃ ॥ ৮০ ॥

অয়ং তু রাক্ষসঃ কুরো ব্রহ্মহাতীবতামসঃ ।
 পরদাররতো বিষ্ণুদেবী তাপসহিংসকঃ ॥ ৮১ ॥
 পশ্যাৎসু সৰ্বভূতেষু রামমেব প্রবিষ্টবান্ ।
 এবং ক্রবৎসু দেবেষু নারদঃ প্রাহ সন্মিতঃ ॥ ৮২ ॥
 শৃণু তাত্ত্ব মুরা ! যুস্মৎ ধৰ্ম্মতত্ত্ববিচক্ষণাঃ ।
 রাবণো রাঘবদ্বেষাদনিশং হৃদি ভাবয়ন্ ॥ ৮৩ ॥
 ভূতৈঃ সহ সদা রামচরিত্রং দ্বেষসংযুতঃ ।
 শ্রদ্ধা রামাৎ স্বনিধনং তয়াৎ সৰ্বত্র রাঘবম্ ॥ ৮৪ ॥
 পশ্যন্নুদিনং স্বপ্নে রামমেবানুপশ্যতি ।
 ক্রোধোহপি রাঘবস্যাপ্য গুরুবোধধিকোহভবৎ ॥
 রামেণ নিহতশ্চান্তে নিধূতশেষকল্যাণঃ ।
 রামসামুজ্যমেবাপ রাবণো মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৮৬ ॥

নিধন প্রাপ্ত হইরাছে ও শ্রীরামচন্দ্র বিজয়ী হইরাছেন সম্মর্শনে
 বার পর নাই হৃষ্টমনা হইল—এবং কেহ “রামজয়” “রাম জয়”
 শব্দ কেহ তৎকর্তৃক রাঘব বধ শব্দ আরম্ভ করিল—ওদিকে
 অস্তরীক্ষে সৌম্যভাবানপন্ন দেবগণ সানন্দে দুদ্ভুতি ধ্বনি এবং
 মধ্যে মধ্যে রাঘবোপরি পুষ্পরুষ্টি করিতে লাগিলেন । তৎ-
 কালে মুনিগণও সিদ্ধ, চারণ এবং গন্ধৰ্ব প্রভৃতি দিবৌকস-
 গণ প্রধান শত্রু নিধনে সহাস্য বদন হইলেন এবং অঙ্গরাগণ
 সাহসাদে হৃত্য করিতে লাগিল । ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ । ৭৩ ।
 ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ । ৭৭ ।

এক্ষণে রাবণের দেহ হইতে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি বহির্গত
 হইয়া দেবতাদিগের সমক্ষে রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের শরীর মধ্যে
 প্রবেশ করিল—তদ্বর্ণনে তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন
 যে, মহাত্মা রাবণের কি সৌভাগ্য ! আমরা সাত্ত্বিক দেবতা—
 বিষ্ণুর দয়ার পাত্র, ভয় ভূখাদি পরিব্রাণ্ড, এবং সংসারে
 লিপ্ত থাকি। কেবল ইহত্ততঃ করিয়া থাকি, কিন্তু এই রাক্ষস

কুর, ব্রহ্মহাতী, সাতিশয় অহঙ্কারী, পরদ্রী হরণে তৎপর,
 বিষ্ণুদেবী, ও মুনি হিংসক হইরা, দেখ দেখ সৰ্বভূত
 সমক্ষে রাম শরীরে প্রবেশ করিতেছে—দেবতারা এইরূপ
 কহিলে—দেবর্ষি নারদ ঈশঙ্কাস্য করিয়া কহিলেন—হে
 দেবগণ ! নোন্যবেশ করিয়া ধৰ্ম্মতত্ত্ব অবগ কর । ৭৮ । ৭৯ ।
 ৮০ । ৮১ । ৮২ ।

মহাত্মা রাবণ দেব সংযুক্ত হইলেও গুরুসারণ্যের নিকট ভূতা
 সমবাহারে শ্রীরাম চরিত্র অবগ করিয়াও তাঁহার হৃদয় মধ্যে
 শ্রীরামকে সৰ্বদা ভাবনা করিয়া—এবং শ্রীরাম হইতে স্বীয় নিধন
 হইবে ওনিরা ভয়প্রযুক্ত কি স্বপ্নে কি জাগ্রতাবস্থায় সৰ্বদা সকল
 সময় রাম দর্শন করিতেন ; এক্ষণে শ্রীরামকে সম্মুখে দেখিয়া
 অতি ক্রুদ্ধ হইলেও গুরুপদেশ হেতু তাহার দিবা জ্ঞান
 জন্মিয়াছে—অধুনা রামকর্তৃক নিহত হইয়া রাবণ সৰ্ব পাপ ও
 বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া শ্রীরামের সামুজ্য প্রাপ্ত হইলেন ।
 ৮৩ । ৮৪ । ৮৫ । ৮৬ ।

পাপিষ্ঠো বা ছুরায়া পরধন-

পরদারেষু সন্তো যদি স্যা-

মিত্যং স্নেহাৎ ভয়াত্মা রঘু-

কুলতিলকং ভাবয়ন্ সম্পরেতঃ ।

ভূত্বা শুদ্ধান্তরঙ্গো ভবশত-

জ্ঞানিতানেকদোষবিমুক্তঃ

সাত্ত্বা রামস্য বিক্ষোঃ সুরবর-

বিন্মতং যাতি বৈকুণ্ঠমাদ্যম্ ॥ ৮৭ ॥

হত্বা যুদ্ধে দশাস্যং ত্রিভুবনবিষমং বামহস্তেন চাপং

ভূমৌ বিষ্টত্যা তিষ্ঠমিত রকরধৃতং ভ্রাময়ন্ বাণমেকম্

সারস্তোপান্তনেত্রঃ শরদলিতবপুঃ সূর্য্যাকোটি প্রকাশো

বীরশ্রীবন্ধুরাঙ্গঃ ত্রিদশপতিমুতঃ পাতু মাং বীররামঃ

ইতি শ্রীমদধ্যায়নামারণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

যুদ্ধকাণ্ডে একাদশোহধ্যায়ঃ ।

বদ্যপি রাবণ পাগায়া বা ছুরায়া হইয়াও কিম্বা নিরস্তর পর-
ধন ও পরদারে আসক্ত থাকিয়াও প্রতিদিন ভক্তিভাবে
কিম্বা ভয়ে রঘুকুলতিলক শ্রীরামকে চিন্তা করত মরিয়াছে ;
অতএব সে শুদ্ধান্তরঙ্গ ও সংসার শতজনিত বহুদোষ হইতে
বিন্মুক্ত হইয়া, ভৎক্ষণাৎ প্রথমেই মহাবিক্রম শ্রীরামের সুরবর
সেবিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছে । যুদ্ধে ত্রিভুবনকণ্টক

দশাননকে বিনাশ করিয়া, বামহস্তে চাপ ভূমে রক্ষা করতঃ

এবং দক্ষিণ হস্তে একটি বাণ ধারণ করিয়া সূর্য্যায়মান করতঃ

চক্ষুদ্বয় আরক্তবর্ণ করিয়া দণ্ডায়মান কোটি সূর্য্যপ্রভাশ্রিত

শরদলিতশরীর, বীরপ্রগণ্য, বন্ধুর-অঙ্গ, এবং ত্রিদশ পতির স্বত

এইরূপ মহাবীর শ্রীরাম নিরতঃ আমাকে রক্ষা করণ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়নামারণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

যুদ্ধকাণ্ডে একাদশোহধ্যায়ঃ ।

দ্বাদশোধ্যায়ঃ।

রামো বিভীষণং দৃষ্ট্বা হনুমন্তং তথাঙ্গদম ।
 লক্ষণং কপিরাজং চ জাম্ববন্তং তথাপরান ॥ ১
 পরিতুষ্টেন মনসা সর্বানৈবাত্রবীজচঃ ।
 ভবতাং বাহুবীর্যেণ নিহতো রাবণো ময়া ॥ ২ ॥
 কীৰ্ত্তিঃ শ্রাস্যতি বঃ পুণ্য্য বাচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।
 কীৰ্ত্তনিস্যন্তি ভবতাং কথাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ॥ ৩
 যযোপেতাং কলিহরাং যাস্যন্তি পরমাং গতিম্ ।
 এতন্মিস্ত্বরে দৃষ্ট্বা রাবণং পতিতং ভূবি ॥ ৪ ॥
 মন্দোদরীমুখাঃ সর্বাঃ স্ত্রিয়ো রাবণপালিতাঃ ।

পতিতা রাবণস্যাগ্রে শোচন্ত্যঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ৫ ॥
 বিভীষণঃ শুশোচাত্তো শোকেন মহতাবৃতঃ ।
 পতিতো রাবণস্যাগ্রে বহুধা পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ৬ ॥
 রামস্ত লক্ষণং প্রাহ বোধয়স্ব বিভীষণম্ ।
 করোতু ভাতৃসংস্কারং কিং বিলম্বেন ? মানদ !
 স্ত্রিয়ো মন্দোদরীমুখাঃ পতিতা বিলপন্তি চ ।
 নিবরয়তু তাঃ সর্বা রাক্ষসী রাবণপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥
 এবমুক্তোহথ রামেণ লক্ষণোহগাদ্বিভীষণম্ ।
 উবাচ মৃতকোপান্তে পতিতং মৃতকোপমম্ ॥ ৯ ॥

অনন্তর জিহর ত্রীপার্কতী সন্নিধানে বলিরাহিলেন ।
 অনন্তর ত্রীরামচন্দ্র যুদ্ধান্তে বিভীষণ, হনুমান, অঙ্গদ, লক্ষণ,
 কপিরাজ সুগ্রীব, জাম্ববান্ এবং অন্যান্য বানরগণকে স্বীয়
 সন্নিধানে উপস্থিত অবলোকন করিয়া সন্তুষ্টিভিত্তে কহিতে
 লাগিলেন—হে বীরগণ! অদ্য তোমাদিগেরই বীর্য্যবলে ও
 সাহায্যে রাবণ আমা কর্তৃক রণে বিনষ্ট হইল; অতএব আমি
 বলিতেছি, দিবাকর ও নিশাকরের অবস্থান কাল পর্য্যন্ত
 তোমাদিগের ত্রৈলোক্য পাবনী পুণ্য-কীৰ্ত্তি মেদিনী স্থায়িনী
 হইবে; আর কলিকালে এই ভুলোকে লোকে আমাযুক্ত
 তোমাদিগের এই সমস্ত পুণ্য কথা কীৰ্ত্তন করিয়া মুনিগণা-
 রাধ্যা পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। এই রূপে জিহর স্বপক্ষ
 বোদ্ধ বর্গকে বলিতেছেন, ইত্যবসরে মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণ

পালিতা স্ত্রীগণ, লক্ষ্মণকে রণে নিহত এবং ধরার নিপতিত
 দর্শনে, তাহার পাদ যুগলের অগ্রে পতিত হইয়া উঠিলেন; আর
 বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল ১।১।২।৩।৪।৫।
 অনন্তর জিহর, বিভীষণ ও মন্দোদরী প্রভৃতি স্ত্রী-
 গণকে সাশ্বনা করিবার নিমিত্ত, লক্ষ্মণকে আজ্ঞা প্রদান
 করিলেন। সন্নিবেশী লক্ষ্মণও জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্য্য
 করিয়া অভ্যন্ত শোকাবিস্ট ও রোক্তদ্যমান বিভীষণকে বলিতে
 লাগিলেন, হে ধান্মিকবর বিভীষণ! তুমি অগ্রে স্বীয় শোক
 পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামী সম্মুখে নিপতিতা বিলাপকারিনী
 মন্দোদরী প্রভৃতি জ্যেষ্ঠ ভাতৃবধূদিগকে সাশ্বনা করতঃ
 পশ্চাৎ ভাতৃ সংস্কার কর, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন
 নাই। দেখ, মধ্যে বিভীষণ! তুমি যাহার জন্য এত হঃখ ও

শোকেন মহতাবিষ্টং সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ ।।

যং শোচসি ত্বং দুঃখেন কোহসং তব ? বিভীষণ ।

ত্বং বাস্য কতমঃ সূক্তেঃ পুরেদানীমতঃপরম্ ।

যদ্বন্তোযৌষপতিতাঃ সিকতা যাস্তি তদ্বশা । ১১ ।

সংযুজ্যন্তে বিষজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ।।

যথা ধানাস্থ বৈ ধানা ভবন্তি ন ভবন্তি চ । ১২ ।

এবং ভূতেষু ভুতানি প্রেরিতানীশমায়রা ।

ত্বং চেদেম বয়মন্যে চ তুলাঃ কালবশোদ্ধবাঃ । ১৩ ।

জন্মমৃত্যু যদা যস্মাত্তদা তস্মাত্তবিষাতঃ ।

ঈশ্বরঃ সর্বভুতানি ভুতৈঃ সৃজতি হন্ত্যজঃ ॥ ১৪ ॥

আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোহপি বালবৎ ।

দেহেন দেহিনো জীবা দেহাদ্বেহোহতিজায়তে ॥

বীজাদেব যথা বীজং দেহান্য ইব শাস্ততঃ ।

দেহিদেহবিভাগোরমবিবেককৃতঃ পুরা ॥ ১৬ ॥

নানাভুং জন্মনাশশ্চ কয়ো বুদ্ধিঃ ক্রিয়াকলম্ ।

দ্রষ্টুরাভাস্যাতদ্ব্যর্থ্য যথাহগ্নেদারুবিক্রিয়াঃ ॥ ১৭ ॥

ত ইমে দেহসংযোগান্মনা তস্যাসদগ্রহাৎ ।

প্রথা যথা তথা চান্যৎ ধ্যায়তো সদসদগ্রহাৎ ॥ ১৮ ॥

প্রযুক্তস্যানহং ভাবাস্তদা ভাতি ন সংসৃতিঃ ।

জীবতোহপি তথা তদ্বদ্বিমুক্তস্যানহকৃত্তেঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মান্মারামনোধর্ম্মং জহ্যহংমমতাজমম্ ।

রামভদ্রে ভগবতি মনো ধেহ্যান্মনীশ্বরে ॥ ২০ ॥

শোক করিতেছ, এ ব্যক্তি তোমার কে ? আর সৃষ্টির পূর্বে, তুমিই বা ইহার কে ছিলে ? এক্ষণেই বা কে হয়, এবং পরেই বা কে হইবে ? যে রূপ জলজ্বোতে পতিত বালী সকল, তবশতাপন্ন হইয়া সর্বক্ষণ সংস্কৃত হইতেছে, যেমন যবাদির মধ্যে কোনটী উর্দ্ধদিকে কোন কোনটী অধোদিকে বুদ্ধি পায় এবং স্নিগ্ধবহেতু কোন কোনটী নষ্ট হয় ; সেইরূপ জীবাশ্মাও কালবশে শরীর সহ নিরন্তর সংযোগ বিরোগ প্রাপ্ত হইতেছে । এবং প্রেরিত জীব সমূহ জীবেরই সংযুক্ত হয় ।

অতএব তুমি, আমি এবং অন্য এই সমস্তই তুলা ও কাল-বশতাপন্ন । যে দিনসে যে সময়ে বাহার জন্ম, এবং যে দিন যেইক্ষণে বাহার মৃত্যু হইবে, তাহা কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে সক্ষম নহে । কেবল সৃষ্টিকর্তা অজ, সর্বক্ষণ আপনার স্বকীয় এবং অস্বাধীন ভূতদ্বারা ভূত সকলকে সৃজনও সংহার করিতেছেন । সৃষ্টিকর্তা এইরূপ সর্বক্ষণ নিরপেক্ষ হইয়া

বালকের ন্যায় জীড়া করিতেছেন । নিত্য আত্মা সর্বদা দেহ সংযোগে জীব হয় ; যেমন বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি হইয়া থাকে । সেইরূপ দেহ হইতে পুনঃ দেহের উৎপত্তি হয় । এই দেহী ও দেহের বিভাগ পূর্বে করা হয় নাই ; একারণ তুমি শোকে এক্ষণ কাতর হইতেছ । কর্ণ জন্য কল, জন্ম, নাশ, ক্ষয় ও বুদ্ধি নানা প্রকার হইয়া থাকে ; সেই সমস্ত বর্ষ দ্রষ্টার নিকট প্রকাশ পায় । যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠের বিকার প্রাপ্ত হয় ; বস্তুতঃ কাষ্ঠের কিছুই নষ্ট হয় না, কেবল অসদজ্ঞান প্রযুক্ত সেই সকল বর্ষ গুলি আত্মাতে প্রকাশ পায়—যে রূপ জল-ছত্রে ক্রমে জীব সকল মিলিত হইয়া, ক্রমশঃ স্থানান্তরে গমন করে, সেইরূপ সংসারে মিলিত হইয়া জীবগণ সময়ে সকলেই স্থানান্তরিত হয় । যে রূপ প্রযুক্ত জনের জীবন সম্বন্ধে ‘অহং’ ইত্যাকার জ্ঞানের অভাবে সে সময়ে স্মরণ হয় না, সেইরূপ জীবাশ্ম জন্ম ও অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে । সেই হেতু মায়ার কার্য যে অহঙ্কার ও সমতা, তাহা

সর্বভূতানি পরে মায়ামানুষকপিণি ।
 বাহ্যেন্দ্রিয়ার্শসম্বন্ধাৎ ত্যাজ্যরিভা মনঃ শনৈঃ ॥ ২১ ॥
 তত্র দোষান্দর্শয়িত্বা রামানন্দে নিযোজয় ।
 দেহ বুদ্ধ্যা ভবেদ্ধাতা পিতা মাতা মুহুৎপ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥
 বিলকণং যদা দেহাৎ জানাত্যাত্মনমাশ্রিতা ।
 তদা কঃ কস্য বা বন্ধুভ্রাতা মাতা পিতা মুহুৎ ? ॥
 মিথ্যাজ্ঞানবশাজ্জাতা দারাগারাদয়ঃ সদা ।
 শব্দাদয়শ্চ বিষয়া বিবিধাশ্চৈতর সম্পদঃ ॥ ২৪ ॥
 বলং কোশো ভূত্যবর্গো রাজ্যং ভূমিঃ সূদাদয়ঃ ।
 অজ্ঞানজ্ঞাত্যংসর্কে তে কণসঙ্গমভঙ্গরাঃ ॥ ২৫ ॥
 অধোন্তিষ্ঠ হৃদা রামং ভাবয়ন্ তক্তিভাবিতম্ ॥ ২৬ ॥

ভূতং ভবিষ্যদভজন্ বর্তমানমথাচরন্ ।
 বিহরস্ব যথান্যায়ং ভবদোষৈর্ন লিপ্যসে ॥ ২৭ ॥
 আজ্ঞাপরতি রামস্ত্বাং যন্ত্রাতুঃ সাম্প্রায়িকম্ ।
 তৎ কুরুষু যথাশাস্ত্রং রুদতীশ্চাপি যোষিতঃ ॥ ২৮ ॥
 নিবারয় মহাবুদ্ধে ! লক্ষ্যং গচ্ছন্তু মা চিরম্ ।
 শ্রুত্বা যথাবদ্বচনং লক্ষ্যগম্য বিভীষণঃ ॥ ২৯ ॥
 ত্যক্তা শোকং চ মোহং চ রামপার্শ্বমুপাগমৎ ।
 বিমুশ্য বুদ্ধা ধর্মজ্ঞো ধর্মার্শসহিতং বচঃ ॥ ৩০ ॥
 রামসৈবানুরত্যর্থমুত্তরং পর্যতাযত ।
 নৃশংসমনুতং ক্রুর ত্যক্তধর্মব্রতং প্রতো ! ॥ ৩১ ॥
 ন হোঁয়াহস্মি দেব ! সংস্কর্তুং পরদারাত্তিমর্শিনম্ ।

ভাগ করিয়া, ভগবান্ রামতত্ত্ব লেখরে মনোনিবেশ কর ।
 ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭।
 ২৮। ২৯। ৩০।

সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ মায়া মানুষরূপী । আর বাহ্যেন্দ্রিয়ের
 বিষয় সম্বন্ধ হইতে মনকে নিবৃত্ত করাইয়া, তাহাতে দোষ
 দেখাইয়া সত্তত রামানন্দে নিবিষ্ট কর । তাহা হইলেই অস্তে
 মুক্তি পদ সেই পরম পদ লাভ করিবে । কেবল অনিত্য দেহ-
 বুদ্ধি দ্বারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, মুহুৎ এবং প্রিয়াদি প্রিয়বস্ত
 বলিয়া বোধ হয় । কিন্তু যখন আত্মা শরীর হইতে বিলিষ্ট
 হয়, তখন কে কাহার বন্ধ, বা কে কাহার ভ্রাতা, পিতা,
 মাতা ও মুহুৎ হইয়া থাকে ? শুদ্ধ মিথ্যা জ্ঞানের বশতাপন্ন
 সত্ত্ব হইয়া কণভঙ্গুর দারাগারাদি শব্দাদি বিষয়, বিবিধ সম্পদ,
 বল, কোষ, ভূত্যবর্গ, রাজ্য, ভূমি এবং পুত্রাদি সকল
 আপনার বোধ হইয়া থাকে । অতএব বলিতেছি তুমি শীঘ্র
 গাত্ৰোপাশ্রয় করিয়া, হৃদয়ে তক্তিভাবে রামরূপ চিন্তাকরতঃ

টাহার সেবার নিযুক্ত হও ; এবং প্রতিদিন আবশ্যক রাজ্যাদি
 ভোগকরতঃ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ভজনা সমাচরণ পূর্বক
 সত্যপথানুরী হইয়া বিহার কর, ভাস্কিক্রমেও ভবদোষে আর
 লিপ্ত হইও না । দেখ, জীৱাম তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন
 তুমি অবিলম্বে যথাশাস্ত্র ঘোষ্ঠভ্রাতার শেষ ক্রিয়া কর, আর
 শোকার্তা রোকদ্যমান রাবণমহাবীরগণকে নিবারণ করতঃ,
 সত্ত্ব লক্ষ্য প্রতিগমন করিতে আদেশ কর ।

অনন্তর অতিবুদ্ধি সম্পন্ন ধার্মিকবর বিভীষণ, মহাজ্ঞান
 লক্ষণের এইরূপ হিতজনক বাক্য শ্রবণ পূর্বক, শোক
 মোহাদি পরিভাগ করিয়া রামপার্শ্বে আগমন করতঃ কুতা-
 ঞ্চলি পুটে দণ্ডারমান হইল ।

অতঃপর ধর্মপরাশ্রয় বিভীষণ লক্ষ্যণের সেই সমস্ত ধর্মার্শ
 সংহিতবাক্য বুদ্ধিদ্বারা মনে মনে বিবেচনা করিয়া, কেবল
 জীৱামের সেবার নিমিত্ত উত্তর প্রদান করিল । হে প্রিয়
 বন্ধো! আপনি আমাকে ওরূপ আজ্ঞা করিবেন না, দেব !

শ্রুত্বা তদ্বচনং শ্রীতো রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥
 মরণান্তানি বৈরাগি নির্বৃত্তং ন প্রয়োজনম্ ।
 ক্রিয়তামস্যা সংস্কারো মমাপ্যেব যথা তব ।
 রামাজ্জাং শিরসা ধৃত্বা শীঘ্রমেব বিভীষণঃ ।
 সীত্ববাক্যৈর্মহাবুদ্ধিং রাজ্ঞীং মন্দোদরীং তদা ॥ ৩৪ ॥
 সান্ন্যরামাস ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মবুদ্ধিবিভীষণঃ ।
 ত্বরয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সংস্কারার্থং স্ববাক্তবান্ ॥ ৩৫ ॥
 চিত্ত্যাং নিবেশ্য বিধিবৎপিতৃমৈথবিস্থানতঃ ।
 আহিতাগ্নের্যথা কার্য্যং রাবণস্য বিভীষণঃ । ৩৬ ।
 তথৈব সর্ব্বমকোদ্বদ্ধুভিঃ সহ মন্ত্ৰিভিঃ ।
 দদৌ চ পাবকং তস্মৈ বিধিযুক্তং বিভীষণঃ ॥ ৩৭ ॥
 স্নাত্বা চৈবাজ্রবস্ত্রেণ তিলান্ দত্তাতিমিশ্রিতান্ ।
 উদকেন চ সন্মিশ্রান্ প্রদায় বিধিपूर्ককম্ ॥ ৩৮ ।

যে জন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, অতিশয় খল, স্বধর্ম্মভ্যাগী এবং
 নিয়ত পরদারশক্ত; তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়রূপ সংস্কার
 করিতে আমি কোন অংশেই যোগ্য নহি। তখন শ্রীরাম
 বিভীষণের এইরূপ সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, আশ্বিনে পুল-
 কিত হইয়া, তাহাকে প্রবৃত্তি দিবার মানসে বলিতে লাগি-
 লেন। দেখ দেখে! মহাশয় বৈরাগ্য তাহার মরণান্ত পর্য্যন্ত,
 একবার মরিলে আর শত্রুতার ফল কি? অতএব বলি সত্বর
 ইহার সংস্কার কর। ৩২। ৩৩।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপূর্ণ বিভীষণ, শ্রীরামের আজ্ঞা মস্তকে
 ধারণ পূর্ব্বক তৎকালে বুদ্ধিমতী মন্দোদরী রাজ্ঞীকে প্রবেশ
 বাক্যে সাঙ্ঘনা করতঃ, স্বীয় বাক্তবগণ সমভিব্যাহারে করিয়া,
 অতিশীঘ্র জ্যোত্শের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর ধার্ম্মিকবর বিভীষণ, আজ্ঞীয় বন্ধু এবং বাক্তবগণ

প্রদায় চোদকং তস্মৈ মুদ্ধু। চৈনং প্রণম্য চ ।
 তাঃ স্ত্রিয়োহনুনরামাস সান্ন্য মুক্তা। পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৯ ॥
 গম্যতামিতি তাঃ সর্ব্বা বিবিশুর্নগরং তদা ।
 প্রবিষ্টাসু চ সর্ব্বাসু রাক্ষসীষু বিভীষণঃ ॥ ৪০ ॥
 রামপাশ্বমুপাগত্য তদা তিষ্ঠদ্বিনীতবৎ ।
 রামোহপি সহ সৈন্যেন স্ত্রীণাং সহলক্ষণঃ ॥ ৪১ ॥
 হর্ষ লেভে রিপুন্ হত্বা যথা ব্রতং শতক্রতুঃ ।
 মাতলিষ্ঠ তদা রামং পরিক্রম্যতিবন্দ্য চ ॥ ৪২ ॥
 অমুক্তাতশ্চ রামেণ যযৌ স্বর্গং বিহার্য্যমা ।
 ততো হৃষ্টমনা রামো লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৩ ॥

সমভিব্যাহারে পিতৃসংস্কারের ন্যায়, বেদবিধি অনুসারে,
 ভাতৃসংস্কারের নিমিত্ত চিতাসজ্জা করিতে ত্বরান্বিত হইল।
 যেরূপ আহিতাগ্নির কার্য্য করিতে হয়, সেইরূপ বিভীষণ ও বন্ধু
 মন্ত্ৰিগণ সহ জ্যোত্শের চিতার বিধিযুক্ত অগ্নি প্রদান করিলেন।
 পরে স্নাত হইরা, আশ্বিনে তিল দত্ত মিশ্রিত উদকাঞ্জলিভ্রম
 প্রদান পূর্ব্বক মস্তক অবনত করতঃ তাহাকে প্রণাম করিল।
 ভদনন্তর বিভীষণ সেই মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণ-মহিষীদিগকে
 পুনঃ পুনঃ প্রবেশ বাক্যে সাঙ্ঘনা করতঃ অগ্রে গৃহ পাঠাইয়া
 পশ্চাৎ আপনিও নগরে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে সেই সমস্ত
 রাক্ষসীগণ স্ব স্ব গৃহে প্রবিষ্ট হইলে, পুনরায় বিভীষণ শ্রীরাম
 সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে তাহার পাশে
 কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।
 ৩৯। ৪০। ৪১।

তদনন্তর শ্রীরাম লক্ষ্মণ, স্ত্রীণাং ও সৈন্যগণ সহ ব্রতাসুরকে
 বিনষ্ট করিয়া ব্রতহার ন্যায়, পরম শত্রু লঙ্কাধিপতি রাবণকে
 নিধন করতঃ অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। ইত্যবসরে
 বাসবসারথি মাতলী শ্রীরামকে কৃতাজলিপুটে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম

বিভীষণায় মে লঙ্কারাজ্যং দত্তং পুত্রৈব হি ।

ইদানীমপি গতাং ত্বং লঙ্কামধ্যে বিভীষণম্ ॥ ৪৪ ॥

অভিষেকায় বিটৈশ্চ মন্ত্রবদ্বিধিপূর্বকম্ ।

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তূর্ণং জগাম সহ বানরৈঃ ॥ ৪৫ ॥

লঙ্কাং সুবর্ণকলশৈঃ সমুদ্ভজলসংযুতৈঃ ।

অভিষেকং শুভং চক্রে রাক্ষসেন্দ্রম্য ধীমতঃ ॥ ৪৬ ॥

ততঃ পৌরজনৈঃ সার্দ্ধং নানোপায়নপাণিভিঃ ॥

বিভীষণঃ সসৌমিত্রিকুপায়নপুরস্কৃতঃ ॥ ৪৭ ॥

দণ্ডপ্রণামমকরোজ্যামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ।

রামো বিভীষণং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তরাজ্যং মুদাস্থিতঃ ॥ ৪৮ ॥

কৃতকৃত্যমিবাশ্রানমমন্যত সহানুজঃ ।

সুগ্রীবং চ সমালিঙ্ঘ্য রামো বাক্যমথাত্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥

সহাসেন ত্বয়া বীর ! দ্রিভো মে রাবণো মহান্ ।

বিভীষণোহপি লঙ্কারামভিবিভ্রো ময়ানঘ ॥ ৫০ ॥

ততঃ প্রাহ হনুমন্তং পার্শ্বস্থং বিনয়ান্বিতম্ ।

বিভীষণস্যানুমতে গচ্ছ ত্বং রাবণালয়ম্ ॥ ৫১ ॥

জানকৈক্য সর্বমাখ্যাহি রাবণস্য বধাদিকম্ ।

জানক্যাঃ প্রতিবাক্যং মে শীঘ্রমেব নিবেদয় ॥ ৫২ ॥

এবমাজ্ঞাপিতো ধীমান্ রামেণ পবনানুজঃ ।

প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পৃথামানো নিশাচরৈঃ ॥ ৫৩ ॥

পুরঃসর তাঁহার অনুজ্ঞাত হইয়া লক্ষা পরিত্যাগ করতঃ স্বর্গে গমন করিল। অতঃপর শ্রীরাম আনন্দিতান্তঃকরণে অনুজ লক্ষ্মণকে বলিলেন—দেখ লক্ষ্মণ, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, অগ্রে লঙ্কার রাজ্য বিভীষণকে দেওয়া হউক, তবে এক্ষণে তুমি সত্ত্বর লক্ষা মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিভীষণকে দ্বিজদিগের দ্বারা বিধি পূর্বক লঙ্কার রাজসিংহাসনে বসাইয়া সমস্তক অভিষেক করাও। ৪২। ৪৩। ৪৪।

অমনি লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বানরগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে লঙ্কার প্রবেশ পূর্বক অগ্রে সমুদ্ভবান্নি পরিপূরিত, আত্মশাখা সমন্বিত সুবর্ণ-কলসচয় সভা মধ্যে সংস্থাপন করিয়া পরম মিত্র বিভীষণের অভিষেক ক্রিয়া সমাপ্তি করিলেন। অনন্তর বিভীষণ পৌরজন হস্তে বিবিধ উপ-চৌকন অর্পণ পূর্বক সৌমিত্রি সহ শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন করিলেন। অমনি তাঁহাকে দণ্ডবৎপ্রণাম পুরঃসর কৃতাজ্ঞা-পুটে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীরামও বিভীষণকে রাজ্য প্রাপ্তান্তে বীর সন্নিধানে সমাগত সন্দর্শন পূর্বক

অত্যনন্দ অনুভব করিয়া, সহানুজ্ঞে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করতঃ আত্মাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন। পরে সুগ্রীবকে আহ্বান করতঃ, আলিঙ্গন প্রদান পূর্বক, কহিতে লাগিলেন। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯।

হে বীর ! অদ্য তোমাদিগের সাহায্যে আমাকর্তৃক পরম শত্রু দুর্দান্ত দশানন নিধন প্রাপ্ত আর বিভীষণও নিরাপদে রাজ্যাভিষিক্ত হইল। তাহার পর পার্শ্বস্থ পরম ভক্ত মহাবীর, হনুমানকে সম্মুখে ডাকিয়া বলিলেন। হে পরম হিতকারী হনুমান ! তুমি শীঘ্র বন্ধুবর বিভীষণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া রাবণালয়ে গমন কর। তথায় উপস্থিত হইয়া, জানকী সমীপে গমন করতঃ, অগ্রে রাবণ বধাদি আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় বর্ণনা পূর্বক, পশ্চাৎ আমাদিগের শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবে। ৫০। ৫১। ৫২। এইরূপে শ্রীরাম কর্তৃক আজ্ঞাপিত হইয়া, বীশক্তিসম্পন্ন পবন পুত্র হনুমান লঙ্কাপুরী প্রবেশপূর্বক নিশাচরগণ দ্বারা পূজিত হইল। ক্রমে অতি সন্নিহিত রাবণ গৃহে প্রবেশ পুরঃসর

প্রবিশ্য রাবণগৃহং শিশপামূলমাপ্রিতাম্ ।

দদর্শ জানকীং তত্র কুশাং দীনামনিন্দিতাম্ ॥ ৫৪ ॥

রাক্ষসীভিঃ পরিত্রতাং ধ্যায়ন্তীং রামমেব হি !

বিনরাবনতো ভূত্বা প্রণম্য পবনাত্মজঃ ॥ ৫৫ ॥

কৃতাজলিপুটে ভূত্বা প্রহ্লা তক্ত্যাগ্রতঃ স্থিতঃ ।

তং দৃষ্ট্বা জানকী তুষ্টীং স্থিত্বা পূর্বস্মৃতিং যযৌ ॥

জ্ঞাত্বা তং রামদূতং সা হর্ষাৎসৌম্যমুখী ভবৎ ।

স তাং সৌম্যমুখীং দৃষ্ট্বা তস্যঃ পবননন্দনঃ ।

রামস্য ভাবিতং সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ৫৭ ॥

দেবি ! রামঃ সমুগ্রীবো বিভীষণসহায়বান্ ।

কুশলী বানরাণাং চ সৈন্যৈশ্চ সহ লক্ষণঃ ॥ ৫৮ ॥

তথায় শিশপা তক মূলপ্রিতা রাক্ষসী পরিত্রতা চিন্তাপরা
অনিন্দিতা কুশাজী জনকনন্দিনী সীতাকে সন্দর্শন করিল ।
ক্রমে তথায় যাইয়া তাঁহাকে প্রণতি পুরস্কার ভক্তিপূর্বক
কৃতাজলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল । তখন জানকী
মহাবীর হনুমানকে নিকটে নিরীক্ষণ করিয়া, ক্রণেক স্থিরভাবে
অবস্থান করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে পূর্ব কথা
স্মরণ হওয়াতে তখন শ্রীরামের দূত বলিয়া পরিজ্ঞাত হই-
লেন, তৎক্ষণাৎ স্মিতমুখে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে
লাগিলেন । এমতকালে পবনপুত্র মহাবীর জনক-ভূমিতাকে
হাস্যমুখী দেখিয়া আনন্দিতাশ্রুতঃকরণে রাম-ভাবিত সমস্ত
কীর্তন করিতে আরম্ভ করিল । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ ।

হে দেবি ! শ্রীরাম সুগ্রীব ও বিভীষণের সহায়তায়,
জ্ঞানবান্ লক্ষণ এবং বানরগণ সমভিব্যাহারে করিয়া মন্ত্রী,
বল ও সূত সহ হুগায়া রাবণকে বিনাশ করতঃ লঙ্কারাজ্য

রাবণং সমুতং হত্বা সবলং সহ যজ্ঞিভিঃ ।

তামাহ কুশলং রামো রাজ্যে কৃত্বা বিভীষণম্ ॥ ৫৯ ॥

শ্রুত্বা ভর্তৃঃ প্রিয়ং বাক্যং হর্ষদগদরা গিরা ।

কিং তে প্রিয়ং করোম্যদ্য ? ন পশ্যামি জগজ্জয়ে ॥

সমস্তে প্রিয়বাক্যস্য রত্নান্যাতুরণানি চ ।

এবমুক্তস্ত বৈদেহ্যা প্রভুত্বাচ প্লবঙ্গমঃ ॥ ৬১ ॥

রত্নোঘাদ্বিবিধাঙ্গাপি দেবরাজ্যাদ্বিশিষাতে ।

হতশত্রুং বিজয়িনং রামং পশ্যামি সুস্থিরম্ ॥ ৬২ ॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী প্রাহ মারুতিম্ ।

সর্বৈ সৌম্য্য গুণাঃ সৌম্য ! ত্বয়োব পরিনির্জিতাঃ

রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রং মামাজ্ঞাপয়তু রাঘবঃ ।

বিভীষণকে প্রদান পূর্বক, এক্ষণে নিকটক হইয়াছেন । ৫৮ ।
৫৯ ।

হনুমানের এইরূপ আনন্দজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, জানকী ।
হর্ষাৎফুল্ল নয়নে গদগদ বচনে হনুমানকে বলিতে লাগিলেন ;
দেখ হনুমান ! তুমি অদ্য আমাকে যে রূপ প্রিয় কথা শুনা-
ইলে, আমি ত্রৈলোক্যে এমন কোন বস্তু দেখিতে পাই না
যে, এক্ষণে তোমাকে অর্পণ করিয়া সন্তোষ লাভ করি । তখন
সীতার এই কথা শ্রবণে হনুমান্ মহাস্বা বদনে তাঁহাকে
প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিল । ৬০ । ৬১ ।

হে দেবি ! আমার বিবিধ রত্ন সমূহে আর রাজ্যাদি কিছু-
তেই প্রয়োজন নাই । কেবল শত্রুজয় করিয়া, সুস্থির ভাবা-
পন্ন শ্রীরামের মুনিগণারাম্য চরণ যুগল দর্শন করিব, নিরন্তর
এই বাসনা । অনন্তর মারুতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া,
মৈথিলী পুনর্বার তাহাকে বলিতে লাগিলেন ; দেখ বৎস
অনিলকুমার ! তবে এক্ষণে সমস্তই সৌম্যগুণাপন্ন হইয়াছে,

তথেষতি তাং নমস্কৃত্য যযৌ দ্রুতং রঘুন্তমঃ ॥ ৬৪
 জানক্যা ভাবিতং সর্বং রামস্যাগ্রে ন্যবেদয়ৎ ।
 যন্নিমিত্তোহয়মারম্ভঃ কৰ্মণাং চ কলোদয়ঃ ॥ ৬৫ ॥
 তাং দেবীং শোকসন্তপ্তাং দ্রুতমহঁসি মৈথিলীম ।
 এবমুক্তো হনুমতা রামো জ্ঞানবতাং ররঃ ॥ ৬৬ ॥
 মার্মাসীতাং পরিত্যক্তুং জ্ঞানকীৰ্ত্তনলৈ স্থিতাম্ ।
 আদাতুং মনসা ধ্যাভা রামঃ প্রাহ বিভীষণম্ ॥ ৬৭ ॥
 গচ্ছ রাজন্ । জ্ঞানকজ্ঞানমানসাস্তু মমাস্তিকম্ ।
 স্নাতাং বিরজবস্ত্রাঢ্যাং সৰ্বাতরণভূষিতাম্ ॥ ৬৮ ॥

বিভীষণোহপি তচ্ছ্রদ্ধা জগাম সহ মারুতিঃ ।
 রাক্ষসীভিঃ সুরদ্বাভিঃ স্নাপয়িত্বা তু মৈথিলীম্ ॥
 সৰ্বাতরণসম্পন্নামারোপ্য শিবিকোত্তমৈ ।
 যাক্ষীকৈৰ্বহ্নিগুপ্তাং কঞ্চুকোক্ষীভিঃ শুভাম্ ।
 তাং দ্রুতমাগতাঃ সৰ্বৈ বানরা জনকাত্মজাম্ ।
 তান্ বারয়ন্তো বহবঃ সৰ্বতো বেত্রপাণয়ঃ ॥ ৭১ ॥
 কোলাহলং প্রকুৰ্বন্তো রামপার্শ্বমুপাযযুঃ ।
 দৃষ্টা তাং শিবিক্যাং দূরাদথ রঘুন্তমঃ ॥ ৭২ ॥
 বিভীষণ । কিমর্থং তে ? বানরান্ বারয়ন্তি হি ।
 পশ্যন্তু বানরাঃ সৰ্বৈ মৈথিলীং মাতরং যথা ॥ ৭৩ ॥

এবং তুমিও স্থস্থির হইয়াছ জানিলাম; কিন্তু বাহাতে আমি
 অতিশীঘ্র ত্রীরামকে দেখি, এবং তিনি আমাকে লইয়া
 বাইতে অনুমতি করেন, এইরূপ করিও। ৬২। ৬৩। ৬৪।

অনন্তর পরনন্দন, সীতাকে যে আজ্ঞা বলিয়া, প্রণতি
 পুরঃসর জয় রাম শব্দে ত্রীরাম দর্শনে গমন করিল। ক্রমে
 হনুমান রামসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান
 পূর্বক কৃতাজলিপুটে জানকীর কথিত সমস্ত বিষয় নিবেদন
 করিয়া বলিল, হে দেব! যাহার জন্য এই সমস্ত ব্যাপার
 ঘটিল, সেই সমাপিত কর্ণের ফল স্বরূপা জনক-হুহিতা,
 অদ্যাপি রাবণগৃহে অবস্থান করতঃ আপনার চিত্ররংগ দর্শনাভি-
 লাবে নিরন্তর সমুৎস্রক রহিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে
 এখানে আনিতে শীঘ্র অনুমতি করুন। তখন অতি বিজ্ঞতম
 রঘুকুলতিলক ত্রীরাম, হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মার্মা-
 সীতা পরিত্যাগ পূর্বক, অনলস্থিতা বিশুদ্ধচরিত্রা জানকীকে
 প্রহরণ করিবার মানসে পরমমিত্র বিভীষণকে বলিয়াছিলেন,
 হে রাজন্! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া, জনক হুহিতাকে
 স্নানান্ত্রে শুভবস্ত্রে আচ্ছাদন ও সৰ্বাতরণে ভূষিত করতঃ,
 আমার নিকটে আনয়ন কর। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮।

অতঃপর বিভীষণ ত্রীরামের এইরূপ আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র
 অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া ত্বরিতপদে পবনপুত্র সহ সীতাসমিধানে
 উপনীত হইয়া দেখিল, অতি বুদ্ধা নিশাচরীগণ, তাঁহাকে
 স্নান করাইয়া, অতি উৎকৃষ্ট বহুমূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদন ও সৰ্বা-
 লঙ্কারে ভূষিত করতঃ, অতি বস্ত্রে শিবিকোপরি আরোহণ
 করাইতেছে। তখন বিভীষণ, জানকীর গাত্রের কঞ্চুক এবং
 মস্তকে মুকুট প্রদান পূর্বক বহুসংখ্যক যক্ষিধারী রক্ষক দ্বারা
 শিবিকার চতুর্দিকে সুরক্ষিত করিয়া, ত্রীরামের নিকটে
 আনয়ন করিতে লাগিল। এমৎকালে বানরগণ জনকস্বজ্ঞাকে
 দর্শন মানসে শিবিকার উভয় পাশ্বে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু
 বেত্রপাণি রক্ষকেরা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিবারণ করতঃ
 তথা হইতে স্নানান্তরিত করিয়া দিল। তাহাতে বানর নিকর
 যথেষ্ট অভিমানিত হইয়া মহাকোলাহলের সহিত রামপার্শ্বে
 আসিয়া উপস্থিত হইল। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২।

অনন্তর ত্রীরাম, দূর হইতে সীতাকে শিবিকারূঢ়া এবং
 কপিকুলকে নিকংসাহ ও স্নানমুখ সন্দর্শন করিয়া, কিঞ্চিৎ
 কষ্টভাবে বিভীষণকে বলিতে লাগিলেন। দেখ সখে বিভীষণ!

পাদচারণে সা বাতু জ্ঞানকী মম সন্নিধিম্ ।

শ্রুত্বা তদ্রাসবচনং শিবিকাদবরুহ সা ॥ ৭৪ ॥

পাদচারণে শনকৈরাগতা রাসসন্নিধিম্ ।

রামোহপি দৃষ্ট্বা তাং মায়াসীতাং কার্যার্থনির্মিতাম্

অবাচ্যবাদান বহুশঃ প্রাহ তাং রঘুনন্দনঃ ।

অমৃষ্যমাণা সা সীতা বচনং রাঘবোদিতম্ ॥ ৭৬ ॥

লক্ষ্মণং প্রাহ মে শীঘ্রং প্রজ্ঞালয় হতাশনম্ ।

বিশ্বাসার্থং হি রামস্য লোকানাং প্রত্যয়ান চ ॥ ৭৭ ॥

রাঘবস্য মতং জ্ঞাত্বা লক্ষ্মণোহপি তদৈব হি ।

মহাকান্তচরং কৃত্বা জ্ঞালকৃত্বা হতাশনম্ ॥ ৭৮ ॥

রামপাশ্বিনুপাগম্য তস্থেী তুক্ষীমরিন্দমঃ ।

ততঃ সীতা পরিক্রম্য রাঘবং ভক্তিসংযুতা ॥ ৭৯ ॥

তুমি কি জন্য বানর দিগকে নিবারণ করিলে ? উহার সীতাকে নিজ নিজ গর্ভধারিণীর ন্যায় সন্দর্শন করক। আর সীতাও পাদচারে আমার নিকটে আগমন করুন। মৈথিলী স্ত্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্বক শঠৈঃ শঠৈঃ পদব্রজে স্ত্রীরাম সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে স্ত্রীরাম তাঁহাকে স্বীয় সম্মুখে উপস্থিতা অবলোকন করিয়া আনন্দিতান্তঃকরণে স্বকার্য্য নির্মিতা মায়াসীতাকে বহু অবাচ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মৈথিলী স্ত্রীরামের কথিত সেই সমস্ত অপ্রিয় বাক্য মনে বিবেচনা না করিয়া, অতি হৃৎখিতচিত্তে দেবর লক্ষ্মণকে বলিয়া ছিলেন; লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র আমার নিমিত্ত হতাশন প্রজ্জলিত কর। রাঘবের বিশ্বাসের জন্য ও লোকের প্রত্যয়ের

৮৩

পশ্যাতাং সর্বলোকানাং দেবরাক্ষসরোষিতাম্ ।

প্রণম্য দেবতাভ্যশ্চ ব্রাহ্মণভ্যশ্চ মৈথিলী ॥ ৮০ ॥

বন্ধাজ্জলিপুট। চেদমুবাচাম্বিসমীপগা ।

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাং ॥ ৮১ ॥

তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥ ৮২ ॥

এবমুক্ত্বা তদা সীতা পরিক্রম্য হতাশনম্ ।

বিবেশ জ্বলনং দীপ্তং নির্ভয়েন হৃদা সতী ॥ ৮৩ ॥

নিমিত্ত সমুদ্র প্রজ্জলিত জননে প্রবেশ করিব; আমি রাঘবের এই অভিপ্রায় জানিয়াছি। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯।

অতঃপর অরিন্দম লক্ষ্মণ, সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক, অতি বিষম হৃদয়ে কাষ্ঠচর আহরণ করতঃ, পাবক প্রজ্জলিত করিয়া, স্থির ভাবে রামপার্শ্বে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে জনকনন্দিনী, ভক্তি সহকারে অগ্রে রামচন্দ্রকে, ক্রমে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণতি পূরঃসর, দেব রাক্ষস, নরলোক এবং বোহিংগণ সমক্ষে অগ্নি সমীপে গমন করতঃ কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া, এই বাক্য বলিতে লাগিলেন। দেখ, তোমরা সকল লোক সাক্ষী রহিলে : যদ্যপি কখনও রামচন্দ্র আমার হৃদয় হইতে স্থানান্তরিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যেন এই প্রদীপ্ত হতাশন আমাকে সর্ব প্রকারে রক্ষা করেন। এই কথা বলিয়া সীতা অগ্নিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ নির্ভয়ে প্রজ্জলিত জননে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর দেব, সিদ্ধ এবং ভূতগণ প্রভৃতি সকলে চম্পিতা জংকৃত্য জীবিতা নিরীক্ষণ করিয়া, আশ্চর্য্য বোধে পরস্পর বলিতে লাগিল,

দৃষ্টা ততো ভূতগণঃ সসিদ্ধাঃ
সীতাং মহাবল্লিগতাং ভূশার্তাঃ ।
পরম্পরং প্রাহুরহো স সীতাং

আহা ! মহাশয় রামচন্দ্র কি কখনও স্বীয় সহশ্রিণী সীতাকে
পরিভ্রমণ করেন নাই? অতএব ধন্য সীতা, ধন্য সীতা

রামঃ শ্রিয়ং স্বাং কথমত্যদজজ্ঞঃ ? ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

বলিতে বলিতে সকলে যুগপৎ সীতার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করতঃ,
স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ;

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ততঃ শক্রঃ সহস্রাক্ষো যমশ্চ বরুণশ্চথা ।
কুবেরশ্চ মহাতেজাঃ পিনাকী ব্রহ্মবাহনঃ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠো মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ ।
পিতরো ঋষয়ঃ সাধ্যা গন্ধর্বাশ্চরসৌরগাঃ ॥ ২ ॥
এতে চান্যো বিমানাঃ প্রোরাজগ্মুর্যত্র রাঘবঃ ।
অক্রবন্ পরমাত্মানং রামং প্রজ্ঞানরশ্চ তে ॥

অনন্তর স্বর্গাধিপতি সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, যম, বরুণ, যক্ষপতি
মহাতেজা কুবের, ব্রহ্মবাহন বোমকেশ, ব্রহ্মজ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ
ব্রহ্মা, পিতৃগণ এবং মুনি, ঋষি, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, অশুর-
গণ আর অন্যান্য ত্রিদিবস্থ নির্জর নিকর, ব্যোমবানে
আরোহণ পূর্ব্বক, ক্রমশঃ জিরাম সন্নিধানে আগমন করিয়া,
কৃতান্তলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অমনি

কর্ত্তা ত্বং সর্বলোকানাং সাক্ষী বিজ্ঞানবিগ্রহঃ ।
বহুনা মর্কটমোহসি ত্বং রুদ্রাণাং শঙ্করো ভবান্ ॥ ৪ ॥
আদিকর্ত্তাসি লোকানাং ব্রহ্মা ত্বং চতুরাননঃ ।
অশ্বিনৌ ঘ্রাণভূতৌ তে চক্ষুষী চন্দ্রভাস্করৌ ॥ ৫ ॥

সর্বাত্রে দেবগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পরমাত্মারূপী জিরামের
স্তব আরম্ভ করিলেন। ১। ২। ৩।

হে দেব! আপনি সকলের কর্ত্তা, এবং জ্ঞানময় দেহ
ধারণ করিয়া, সর্বক্ষণ সর্বজীবের প্রত্যক্ষীভূত হইতে-
ছেন; আপনি অর্কবস্তুর প্রধান বস্তু এবং স্বয়ং একাদশ
কন্ডের মধ্যে প্রধান কন্ড—শক্র আর আপনি, লোক
সকলের আদিকর্ত্তা চতুরানন ব্রহ্মাও। অশ্বিনীকুমার-
দ্বয় আপনার ঘ্রাণভূত, চন্দ্র স্বর্গ আপনার দুই চক্ষু,

লোকানামাদিরস্তাহসি নিত্য একঃ সদোদিতঃ ।
 সদা শুদ্ধঃ সদা বুদ্ধঃ সদা যুক্তোহগুণোহধরঃ ॥ ৬ ॥
 ভ্রম্যামসংব্রতানাং ভুং ভাসি মানুসবিশ্রহঃ ।
 ভ্রম্যামস্মরতাং রাম! সদা ভাসি চিদান্নকঃ ॥ ৭ ॥
 রাবণেন হতং স্থানমস্মাকং তেজসা সহ ।
 ভ্রমাদ্য তিহতো দুষ্কঃ পুনঃ প্রাপ্তং পদং স্বকম্ ॥
 এবং স্তবৎস্ব দেবেষু ব্রহ্মা সাক্ষাৎপিতামহঃ ।
 অত্রবীৎপ্রণতো ভুত্বা রামং সত্যপথে স্থিতম্ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বন্দে দেবং বিষ্ণুমশেষস্থিতিহেতুং
 হ্রামধ্যাক্ষজানিত্তিরন্তুহৃদি ভাব্যম্ ।

হেয়াহেরদ্বন্দ্ববিহীনং পরমেকং ।
 সত্তামাত্রং সর্বহৃদিস্থং দৃশিকপম্ ॥ ১০ ॥
 প্রাণাপানৌ নিশ্চয়বুদ্ধ্যা হৃদি বুদ্ধা
 চিহ্না সর্বং সংশয়বনধং বিষরৌঘান্ ।
 পশ্যন্তীশং যং গতমোহা যতরঃ তং
 বন্দে রামং রত্নকিরীটং রবিভাসম্ ॥ ১১ ॥
 মারাভীতং মাধবমাদ্যং জগদাদিং
 মানাভীতং মোহবিনাশং ভূনিবন্দ্যম্ ।
 যোগিধোয়ং যোগবিধানং পরিপূর্ণং
 বন্দে রামং রঞ্জিতলোকং রমণীয়ম্ ॥ ১২ ॥
 ভাবাভাবপ্রত্যয়হীনং ভবমুখ্যো-
 ত্তোগামজৈরচিঁতপাদাম্ জয়গুণম্ ।
 নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমনন্তং প্রণবাধ্যং
 বন্দে রামং বীরমশেষাস্তুরদাবম্ ॥ ১৩ ॥

অতএব আপনি সর্বদা নিত্য, এক হইয়া ধরার সর্বদা প্রকাশিত আছেন । আর আপনিই সদা শুদ্ধ, সদা বোধধারী, সদা গুণযুক্ত, ও সদা গুণ-প্রকাশক । আপনিই মারামর হইয়া সর্বক্ষণ মনুষ্যদেহে বিরাজ করিতেছেন । এই ধরনীভলে যে জন আপনার অমৃতময় রাম নাম একবার স্মরণ করে, আপনি সেই ক্ষণ হইতেই তাহার অন্তরে জ্ঞানময় হইয়া প্রকাশিত থাকেন । দেখুন, হরায়ী দুর্জয় দুষ্ক দশানন, দোর্দণ্ডপ্রতাপে আমাদিগের স্থান হরণ করিয়াছিল; অদ্য আপনি স্বয়ং সেই হৃগতি লক্ষ্যপতিকে নিহত করায়, আমরা পুনর্বার স্বীয় স্থান প্রাপ্ত হইলাম । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ । ৯ ।

দেবগণ এইরূপ স্তব করিলে পর, ত্রিলোক পিতামহ ব্রহ্মা স্রীরামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণতি পুরঃসরঃ গলগলীকৃতবাসে ও কৃতাজলি পুটে কহিতে লাগিলেন । হে রাম! তুমি মহাবীৰ্য্য, অশেষ স্থিতি হেতু, এবং আত্মজ্ঞানোদিগের স্বয়ং সদা প্রকাশিত, অতএব তোমাকে

বন্দনা করি । আর তুমি ভাষ্য অত্যজ্য বিষয় বিহীন, সর্বশ্রেষ্ঠ, সত্তামাত্র, সর্বপ্রাণীর স্বরস্ব এবং দর্শনারূপ প্রাণাপান বায়ু; যতিপণ্ডিতেরা নিশ্চল বুদ্ধিবার। সর্বসংশয় বন্ধ ও বিষয় সমূহ ছেদ করতঃ স্বয়ং তোমাকে দেখিতেছে । অতএব রত্ন কিরীটযুক্ত স্বর্গপ্রভাবিত তোমাকে বন্দনা করি । তুমি মারাভীত, আদিবিক্, জগতের আদিভূত, মনোভীত, মোহবিনাশকারী, মুনিবন্দ্য; যোগীধোয়, যোগবিধানকারী, রমণীয়; লোক পূজিত এবং পরিপূর্ণ; অতএব তোমাকে অমুক্ষণ বন্দনা করি । ১০ । ১১ । ১২ ।

ইহ সংসার মিথ্যার পরিপূর্ণ হইলেও তোমাতে কোনরূপ ভাবাভাব প্রত্যয় হীন-পরিপূর্ণ হইয়া না, অতএব ভোগমত-

হং মে নাথো নাথিতকার্যখিলকলকারী ।
 মানাতীতো মাধবরূপোহখিলধারী ।
 ভক্ত্যা গম্যো ভাবিতরূপো ভবহারী
 যোগাভ্যাসৈতর্বিভিত্তেতঃ সহচারী ॥ ১৪ ॥
 ভ্রামাদ্যন্তং লোকততীনাং পরমীশং
 লোকানাং নো লৌকিকমাতৈরধিগম্যম্ ।
 ভক্তিপ্রদ্বাভাবসমৈতৈতর্জনীরং
 বন্দে রামং সুন্দরমিন্দীবরনীলম্ ॥ ১৫ ॥
 কো বা জ্ঞাতুং ভ্রামতিমানং গতমানং
 মানাসক্তো মাধব । শক্তো মুনিমান্যম্ ।
 সুন্দারণ্যে বন্দিত্ব সুন্দারকবন্দং
 বন্দে রামং ভবমুখবন্দ্যং সুখকন্দম্ ॥ ১৬ ॥

নানাশাস্ত্রৈর্বেদকদমৈঃ প্রতিপাদ্যং
 নিত্যানন্দং নির্বিষয়জ্ঞানমনাদিম্ ।
 মৎসেবার্থং মানুষভাবং প্রতিপন্নং
 বন্দে রামং মরকতবর্ণং মথুরেশং ॥ ১৭ ॥
 শ্রদ্ধাযুক্তো যঃ পঠতীমং স্তবমাদ্যং
 ব্রাহ্মং ব্রহ্মজ্ঞানবিধানং ভুবি মত্যাঃ ।
 রামং শ্যামং কামিতকামপ্রদমীশং
 ধ্যাওয়া ধ্যাওয়া পাতকজালৈর্কিগতঃ স্যাৎ । ১৮
 শ্রুত্বা স্তুতিং লোকগুরোর্কিভাবন্তুঃ
 স্বাক্ষে সমাদায় বিদেহপুঞ্জিকাম্ ।
 বিভ্রাজমানাং বিমলঃ কুণ্ডল্যতিং
 রক্তাশ্বরাং দিব্যবিভূষণাশ্চিতাম্ ॥ ১৯ ॥

শিবাদির পূজিত তোমার চরণযুগল বন্দনা করি—হে জীরাম !
 তুমি ত্রিকালব্যাপ্ত, মায়া বিহীন, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, জঁকার ও
 সর্বদেহো নাশক, অতএব তোমাকে বন্দনা করি। তুমি
 আমার নাথ, তুমি প্রার্থিত কার্য সমস্তের কর্তা, তুমি দেশ-
 কাল ও রূপ এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য, তুমি লক্ষ্মীপতি এবং
 অখিল জগতের কর্তা, তুমি ভক্তের প্রাণ ও প্রাপ্তরূপী হইয়া
 সংসার নাশ করিতেছ, তুমি যোগাভ্যাসে পবিত্রীকৃত অস্ত্র-
 করণের সহচারী—হে মাধব ! তুমি পরম্পরের আদি ও অন্ত,
 লোক সমুদয়ের পালন কর্তা, লৌকিক প্রমাণে তুমি আমা-
 দিগের অজ্ঞের, ভক্তি ও শুদ্ধভাবাবলম্বীদিগের সেবা, অতএব
 সুন্দর ইন্দীবরশ্যাম কলেবর তোমাকে বন্দনা করি। ১৩।
 ১৭৪। ১৫।

হে মাধব ! তুমি সর্বত্র অতি ব্যাপক, তুমি গত-মান
 স্তবরাং মানাসক্ত কোন ব্যক্তিই তোমাকে জানিতে পারে
 না, কৃষ্ণাবতারে বন্দাবনে দেবত বন্দ তোমাকে অভিরাদন

করিয়াছিলেন, অতএব তুমি শিবাদির অভিবন্দ্য, তোমাকে
 নমস্কার করি। বিবিধ শাস্ত্র নির্ণীত বেদ সমূহ তোমাতে
 নিত্যানন্দ এবং বাহ্য বিষয়ক জ্ঞান বিষয় বর্ণনা করিয়াছে,
 তুমি মৎসেবার্থ অর্থাৎ রাবণাদি বিনাশ করিবার জন্য মানব-
 রূপী হইয়াছ এবং কৃষ্ণাবতার হইবার অভিপ্রায়ে অগ্রে
 শক্রকে মথুরা রাজ্য প্রদান করিয়াছিলে, অতএব মরকত
 বর্ণ মথুরেশকে নমস্কার করি।

শ্রদ্ধাবান হইয়া যে ব্যক্তি অগ্রে এই স্তব পাঠ করে এবং
 ইহ জগতে ব্রহ্মজ্ঞান বিধান অতীত বস্ত্র দাতা শ্যাম কলেবর
 জীরামকে ধ্যান করে, সে ব্যক্তি সর্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।
 হতাশন লোক গুরু ব্রহ্মার স্তব শ্রবণ করিয়া সর্বাঙ্গ সুন্দরী
 বিমল অরুণ জ্যোতির্ময়ী, বস্ত্র বস্ত্র পরিধান্য, দিব্যভরণ বিভূ-
 ষিতা বিদেহি কন্যাকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্বক জগৎকে

প্রোবাচ নাক্ষী জগতাং রঘুন্তমং

প্রপন্নসর্বাতি হরং হত্যাশনঃ ।

গৃহাণ দেবীং রঘুনাথ ! জানকীং

পুরা ত্বয়া ময্যবরোপিতাং বনে ॥ ২০ ॥

বিধায় মায়াজনকাস্ত্রজাং হরে !

দশাননপ্রাণবিনাশনায় চ ।

হতো দশাস্যঃ মহ পুত্রবান্ধবৈ-

নিরাকৃতোহনেন ভরো ভুবঃ প্রভো ! ॥ ২১ ॥

তিরোহিতা সা প্রতিবিশ্বকপিণী

কৃত্য যদর্থং কৃতকৃত্যতাং গতা ।

ততোহতিহৃষ্টাং পরিগৃহ্যজানকীং

রামঃ প্রহৃষ্টঃ প্রতিপূজ্য পাবকম্ ॥ ২২ ॥

স্বাক্ষে সমাবেশ্য সদানপায়িনীং

শ্রিয়ং ত্রিলোকীজননীং শ্রিয়ঃ পতিঃ ।

দৃষ্ট্বাথ রামং জনকাস্ত্রজাযুতং

শ্রিয়া ক্ষুরন্তং সুরনারকো মুদা ॥ ২৩ ॥

ভক্ত্যা গিরা গদগদয়া সমেতা

কৃতাজলিঃ স্তোভুমধোপচক্রমে ।

ইন্দ্র উবাচ ।

ভজেহহং সদা রামমিন্দীবরামং

ভবারণ্যদাবানলাভাভিধানম্ ।

ভবানীহৃদা ভাবিতানন্দকপং

ভবাতাবহেতুং ভবাদিপ্রপন্নম্ ॥ ২৪ ॥

সুরানীকছুঃখোঘনাশৈকহেতুং

নরাকারদেহং নিরাকারমীড্যম্ ।

পরেশং পরানন্দকপং বরেণ্যং

হরিং রামমীশং ভজে ভারনাশম্ ॥ ২৫ ॥

প্রপন্নাখিলানন্দদোহং প্রপন্নং

প্রপন্নার্জিনিঃশেষনাশাভিধানম্ ।

নাক্ষী করিয়া রঘুনাথকে কহিলেন, হে রাঘব! আপনি অরণ্য মধ্যে জানকীকে আমার নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন অধুনা তাঁহাকে গ্রহণ করুন । হে হরে! লঙ্কাধিপতি দশাননের প্রাণ বিনাশ হেতু জানকী-সদৃশী মায়া-সীতা স্বজন করিয়া সবারূপ দশাস্যাকে বিনাশ করিয়াছেন, অতএব হে প্রভো! এক্ষণে পৃথিবীর ভার নিরাকৃত হইয়াছে । আপনি যে মায়াসীতা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই প্রতিবিশ্বকপিণী জনকাস্ত্রজা তিরোহিতা হইয়াছেন; অনন্তর রামচন্দ্র প্রহৃষ্ট চিত্তে সদানন্দময়ী জানকীকে গ্রহণ করিয়া হত্যাশনকে প্রতিপূজ্য করিলেন । ঐপতি ত্রিলোক-জননী জীকে নিজ ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন, ত্রিদশনাথ ইন্দ্র তাঁহাকে জনকহৃদিতঃস্রুত আনন্দিত

সন্দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন; অনন্তর গদগদ বচনে ভক্তি সহকারে কৃতাজলিপুট হইয়া স্তব আরম্ভ করিলেন । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ ।

আমি ভক্তিসহকারে নীলোৎপল আভাসংযুক্ত সংসার অরণ্যের দাবানলাভিধান, পতিতপাবনী ভগবতীর হৃদয়ভাবিত সদানন্দের রূপ, মহাদেব পরিসেবিত সংসার ক্লেশ নিবারক রামচন্দ্রকে ভজনা করি । দেবতাদিগের অপার দুঃখ বিনাশ হেতু যিনি মানবদেহ (বস্তৃতঃ নিরাকার ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ) পরিগ্রহ করিয়া ভূভার হরণ করিয়াছেন, আমি সেই জীহরি রাম-

তপোযোগযোগীশভাবান্তিভাব্যং
কপীশাদিমিত্রং তজ্জে রামমিত্রম্ ॥ ২৬ ॥
সদা ভোগভাজাং হৃদুরে বিভাস্তং
সদা যোগভাজানদুরে বিভাস্তম্ ।
চিদানন্দকন্দং সদা রাঘবেশং
বিদেহাত্মজানন্দরূপং প্রপদ্যে ॥ ২৭ ॥
মহাযোগমারাবিশেষাভ্যুত্তো
বিভাসীশ ! লীলানরাকারবৃষ্টিঃ ।
তদানন্দলীলাকথাপূর্ণকর্ণাঃ
কদানন্দরূপা ভবন্তীহ লোকে ॥ ২৮ ॥
অহং মানপানাভিমত্তপ্রমত্তো
ন বেদাধিলেশাভিমানাভিমানঃ ।

চন্দ্রকে ভজনা করি। যিনি শরণাপন্নদিগের আশ্রয় দিয়া থাকেন, যিনি তপ ও যোগ নীতি বোগীদিগে অভিত্যবক এবং যিনি কপীন্দ্র সুরগ্রীবাদির সহিত সখ্যভা নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন, আমি সেই রামচন্দ্রকে ভজনা করি। যিনি চজ্ঞান বিষয় সমূহ সংসারাশ্রমীদিগের হইতে সুদূরবর্তী রাখিয়া আত্মজ্ঞান বিষয় সমস্ত যোগীদিগের অতি নিকটে অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিয়া থাকেন, যিনি সমুদয় চেতনদিগের ও বৈদেহী জ্ঞানকীর আনন্দ বর্জন করিয়া থাকেন, আমি সেই যুবংশাবতংস রাঘবকে নমস্কার করি। হে জগদীশ্বর ! মহাযোগনারী গুণ দ্বারা যেমন নন্দ্যনি অনুযুক্ত হইয়া স্ফটিক-বৎ আভা প্রকাশ করে, সেইরূপ যৌ লীলা দ্বারা তোমার মানবাক্তি উজ্জলতা বিকাশ করিয়া থাকে, অতএব ইহ জগতে সমুদয় লোক তোমার লীলা কথায় পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

আমি অহংকার ও সুরাদিতে উন্নত, এবং লোকে ভূমাদি-

ইদানীং তবৎপাদপদ্মপ্রসাদাৎ
ত্রিলোকাধিপত্যাভিমানো বিনষ্টঃ ॥ ২৯ ॥
ক্ষুরজত্বকেয়ুরহার্যভিরামং
ধরাতারভূতাসুরানীকদাবম্ ।
শরচন্দ্রবল্লভং লসৎপদ্মানেত্রং
ছুরাবারপারং তজ্জে রাঘবেশম্ ॥ ৩০ ॥
সুরাধীশনীলাভ্রনীলাক্ষকান্দিং
বিরোধাদিরক্ষোবধীল্লোকশাস্তিম্ ।
কিরীটাদিশোভং পুরারাতিনাভং
তজ্জে রামচন্দ্রং রঘুগামধীশম্ । ৩১ ।
লগচ্ছন্দ্রকোটীপ্রকাশাদিপীঠে
সমাসীনমঙ্কে সমাধায় সীতাম্ ।

প্রযুক্ত যেরূপ অভিমান করিয়া থাকে, আমি সেইরূপ অভিমানিত হইয়া তোমাকে জানিতে পারি নাই; যতরাং এক্ষণে তোমার জীপাদ পদ্মের অনুগ্রহে ত্রিলোকের আধিপত্যভিমান দূরীভূত হইয়াছে। যিনি রত্ন কেয়ুর ও হারভূষিত এবং পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদিগের দাবানল সঙ্গ, বাঁহার শরচন্দ্র সন্নিভ বদনমণ্ডল এবং আকর্ষণ-পদ্ম-নেত্র, আমি সেই দ্বস্তর পারাবার পার রঘুবংশধর জীরাচন্দ্রকে ভজনা করি। ২৯। ৩০।
বাঁহার ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় নীলকান্তি, বাঁহার দ্বারা বিরোধপ্রভৃত রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইয়া মর্গ মর্ত পাতালস্থ সমুদয় লোক সুখলাভ করিয়াছে, যিনি যতপ্রাপ্য নিখাদি নদীশ এবং কিরীটাদি ভূষণে শোভিত হইয়াছেন, আমি সেই যুবংশ চূড়াননি জগদীশ্বর রামচন্দ্রকে ভজনা করি। বাঁহাতে কোটিচন্দ্রবা দেবীপ্রানান আছে, যিনি হেম বর্ণা ও বিজুলতা সঙ্গী জনক হুহিতাকে স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়াছেন এবং

ক্ষুরুদ্ধে মবর্ণাং তডিৎপুঞ্জতাসাং

ভজে রামচন্দ্রং নিবৃত্তান্তিত্তম্ ॥ ৩২ ॥

ভতঃ প্রোবাচ জগবান্ ভবান্যা সহিতো ভবঃ ।

রামং কমলপত্রাং বিমানেশো নভস্তলে ॥ ৩৩ ॥

আগমিষ্যামাষোধ্যারাং দ্রকুং ত্বাং রাজ্যসংকৃতম্

ইদানীং পশ্য পিতরমশু দেহশু রাঘব ॥ ৩৪ ॥

ভতোহপণ্যদ্বিগ্মানস্থং রামো দশরথং পুরঃ ।

ননাম শিরসা পাদৌ মুদা ত্ত্য্যাহা মহানুজঃ ॥ ৩৫ ॥

আলিঙ্গ্য মূৰ্খ্যবজ্রায় রামং দশরথোহব্রবীৎ ।

ভারিতোহস্মি ত্বরা বৎস ! সংসারাদদুঃখমাগরাৎ ॥

ইত্যুক্তা পুনরালিঙ্গ্য যযৌ রামেণ পুঞ্জিতঃ ।

রামোহপি দেবরাজং তৎ দৃষ্ট্বা প্রাহ কৃতাজ্জনিম ॥

মৎকৃতে নিহতান্ সংখ্যে বানরান্ পতিনান্ ভুবি

জীবরাশু সুধারক্তা সহস্রাঙ্ক ! মমাজ্ঞয়া ॥ ৩৬ ॥

তথেষ্টামৃতরক্তা তান্ জীবরামাস বানরান্ ।

যে যে মৃত্যু মৃধে পুঙ্গুং তে তে সুপ্তোশ্বিতা ইবা

পূৰ্ব্ববদ্বিনিনো হৃদ্য রামপাশ্বমুপায়বুঃ ॥ ৩৭ ॥

নোশ্বিতা রাক্ষসাস্তত্র পীযুষস্পর্শনাদপি ।

বিভীষণস্ত সাক্ষ্যাকং প্রণিপত্যাত্রীবচঃ ॥ ৪০ ॥

দেব ! মামনুগ্ৰহীত্ব ময়ি ভক্তির্যদা তব ।

নকলম্মানমদ্য ত্বং কুরু নীতাসমম্বিতঃ ॥ ৪১ ॥

অলঙ্কৃত্য সহ ভ্রাতা শ্বো গমিষ্যামহে বরম্ ।

৥ ৪২ ॥

যিনি নিজে ও আলস্য পরিশূন্য হইরাছেন, আমি সেই
রামকে ভজনা করি ॥ ৩১। ৩২ ।

অনন্তর মহাদেব গিরিরাজ কন্যা ভগবতীকে সমভিবা-
হারে করিয়া বিমান মাগে অবস্থান পূর্বক কমললোচন
রামকে কহিতে লাগিলেন—হে রাঘব ! তুমি রাজ্যপ্রাপ্ত
হইলে, আমি তোমাকে দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যায় আগমন
করিব, কিন্তু অধুনা তোমার দেহের জনশ্রিত্যকে অবলো-
কন কর ॥ ৩৩। ৩৪ ।

অনন্তর শ্রীরাম আকাশ পথে সর্বাঙ্গে দশরথকে দেখিতে
পাইয়া অমুজ লক্ষণের সহিত তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া
হৃদমনে মন্তকাবনত পূর্বক প্রণাম করিলেন । দশরথও
আলিঙ্গন করিয়া মন্তকাব্রাণ পূর্বক রামচন্দ্রকে কহিলেন—
বৎস ! আমি তোমাকে এই সংসারের অপার দুঃখনাগর
হইতে উত্তীর্ণ হইরাছি এই বলিয়া শ্রীরামকে পুনরালিঙ্গন

প্রদান করিলেন এবং শ্রীরাম তাঁহাকে পুত্রা করিলে দশরথ-
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ; অনন্তর রামচন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্রকে
অবলোকন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি পূর্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ।
৥ ৩৬। ৩৭ ।

হে সহলোচন ! আমাকে অসংখ্য বানর বৃন্দ নিহত
হইয়া ধরাতে পতিত রহিয়াছে, অতএব অধুনা আমার
নিদেখাহুসারে সুধাবর্ষণকারী উহার জীবিত হউক । অনন্তর
যে সমুদয় বানর নিজের হত ও আহত হইরাছিল সুধাবর্ষণে
তাহার সমস্তই সুপ্তোশ্বিতের ন্যায় গাত্রেখান করিয়া
দেখিল যে পূর্বের ন্যায় সকলই বলিষ্ঠ, তখন তাহার
শ্রীরামের পাশ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল—বিভীষণ
পীযুষ স্পর্শে রাক্ষসদিগকে উত্তেজিত না দেখিয়া রামচন্দ্রকে
সাক্ষ্য প্রণিপাত পূর্বক কহিলেন—হে দেব ! আপনি
যখন আমাকে ভক্তি করিয়া থাকেন, তখন আমাকে অমুগ্রহ
করুন যে, অদ্য আপনি নীতাসমম্বিত হইয়া মঙ্গলম্মান করুন
এবং অনুর লক্ষণের সহিত নানাভরণে ভূষিত হউন, পরে

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা প্রত্যাচ রঘুভূতমঃ ॥ ৪২ ॥

সুকুমারোহতিভক্তো মে ভরতো মামবেক্ষতে ।

জটাবল্কনধারী ক শক্রব্রহ্মসমাহিতঃ ॥ ৪৩ ॥

কথং তেন বিনা স্নানং অলঙ্কারাদিকং মম ? ।

অতঃ সূত্রীবমুখ্যাংস্ত্বং পুঞ্জয়াশু বিশেষতঃ ॥ ৪৪ ॥

পূজিতেষু কপীন্দ্রেষু পূজিতোহহং ন সংশয়ঃ ।

ইত্যুক্তো রাঘবেণাশু স্বর্ণরত্নায়রানি চ ॥ ৪৫ ॥

ববর্ষ রাক্ষসশ্রেষ্ঠো যথাকামং যথাকৃতি ।

ততস্তান্ পূজিতান্ দৃষ্ট্বা রামো রত্নৈশ্চ যুধপান্ ॥ ৪৬ ॥

অভিনন্দ্য যথান্যায়ং বিসমজ্জ হরীশ্চরান্ ।

বিভীষণসমানীতং পুষ্পকং সূর্য্যবচসম্ ॥ ৪৭ ॥

আরুরোহ ততো রামস্তদ্বিমানমবুত্তমম্ ।

আমরা সকলই অযোধ্যায় গমন করিব। রঘুনাথ বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—আমার অতি ভক্ত ভ্রাতা ভরত জটাবল্কন পরিধান পূর্বক, প্রণব স্বত্র সমাহিত হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে অতএব সূকুমার ভরত বিনা আমার স্নান বা ভূষণে প্রয়োজন কি ? অধুনা তুমি বানর রাজ সূত্রীবাটিকে বিশেষ রূপে পূজা কর। তাহা হইলেই আমার পূজা হইবে, ইহাতে আর সংশয় নাই। ৪৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে রাক্ষসেন্দ্রে বিভীষণ নানাবিধ রত্ন ও বস্ত্রাদি যথেষ্ট প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র যুধপতি বানরদিগকে বিবিধ রত্ন দ্বারা পূজিত সম্বর্ধন করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ দিগকে অভিনন্দন পূর্বক, বিভীষণ আনিত স্বর্ঘ্যরশ্মি সদৃশ পুষ্পক রথ সূর্য্যজীভূত করিলেন। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সলঙ্ক বশশ্বিনী জনক তনয়াকে অনেক

অঙ্কে নিধায় বৈদেহীং লঙ্কয়ানং বশশ্বিনীম্ । ৪৮

লঙ্কণেন সহ ভ্রাতা বিক্রান্তেন ধনুস্তাতা ।

অব্রবীচ্চ বিমানস্থঃ শ্রীরামঃ সর্ববানরান্ ॥ ৪৯ ॥

সুগ্রীবং হরিরাজং চ অঙ্গদং চ বিভীষণম্ ।

মিত্রকার্য্যং কৃতং সর্বং ভবন্তিঃ সহ বানরৈঃ ॥ ৫০ ॥

অনুজ্ঞাতা যয়া সর্বৈ বথেক্তং গন্তুমর্থ ।

সুগ্রীব ! প্রতি যাহাশু কিঙ্কিঙ্কায়ং সর্বমৈনিকৈঃ ॥ ৫১ ॥

স্বরাজ্যে বস লঙ্কারাংমম ভক্তো বিভীষণ !

ন ত্বাং ধর্ম্মিতুং শক্তাঃ সেন্দ্রা অপি দিবৌকসঃ ।

অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামি রাজধানীং পিতুমম্ ।

এবমুক্তাস্ত রামেণ বানরাস্তে মহাবলাঃ ॥ ৫৩ ॥

উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বৈ রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ ।

অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামস্তয়া সহ রঘুভূতম্ ॥ ৫৪ ॥

আরোপিত করিয়া অত্যাচার বিমানে আরোহণ করিলেন, এবং মহাপরাক্রমশালী ধনুর্ধারী লঙ্কণ সমভিব্যাহারে বিমানস্থ হইয়া বানর রাজ সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণকে বলিতে লাগিলেন, তোমরা বানরদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমস্তই বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। এক্ষণে, হে সুগ্রীব ! আমার আদেশে তুমি গমন করিতে পার—অতএব তুমি সমস্ত সৈন্য লইয়া কিঙ্কিঙ্কায় প্রতিগমন কর—হে বিভীষণ ! তুমি আমার পরম ভক্ত, অতএব নিজ রাজ্য লঙ্কা মধ্যে বাস কর—দেখ দিবৌকস বা ইস্র তোমার প্রতি অত্যাচার করিতে সক্ষম নহে। এক্ষণে আমি পিতৃরাজ্যে গমন করিতে বাসনা করিয়াছি। রামচন্দ্র এইরূপ বলিবামাত্র মহাবলবান বানর সমূহ এবং রাক্ষসাদিগণ বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল—হে রঘুভূত ! আমরাও আপনার সহিত অযোধ্যায় বাইতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো !

দৃষ্টা স্বামতিবিক্রং ভু কোশল্যামতিবাদ্য চ ।

পশ্চাদ্রণীমহে রাজ্যমমুজ্ঞাং দেহি নঃ প্রভো !

রামস্তথৈতি সুগ্রীব ! বানরৈঃ সবিতীষণঃ ।

পুষ্পকং সহস্রমাংশ শীঘ্রমারোহ সাম্প্রতম ॥ ৫৬

ততস্ত পুষ্পকং দিব্যং সুগ্রীবঃ সহ সেনয়া ।

বিতীষণশ্চ সামাতাঃ সর্কে চাকুরুজ্জ্বতম্ ॥ ৫৭ ॥

তেষাক্চেবু সর্কেষু কোবেরং পরমাননম্ ।

রাঘবৈণাত্যমুজ্ঞাতমুৎপপতি বিহারসা ॥ ৫৮ ॥

বভৌ তেন বিমানেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ।

প্রহৃষ্টশ্চ তদা রামশ্চতুর্ভুখ ইবাপরঃ ॥ ৫৯ ॥

ততো বভৌ ভাস্করবিশ্বতুল্যং

কুবেরবানন্তপসামুলকম্ ।

রামেণ শোভাং নিতরাং প্রপেদে

সীতা সমেতেন সহানুজেন ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদখ্যানরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

আপনার অভিষেক সন্দর্শন এবং কোশল্যা দেবীকে অভি-
বাদন পূর্বস্বর স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিব, এই অনুজ্ঞা
প্রদান করুন। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫।

শ্রীরাম 'তথাস্তু' বলিয়া, কহিলেন—হে সুগ্রীব! সমস্ত বানর,
বিতীষণ ও হনুমান সমভিব্যাহারে পুষ্পক রথে শীঘ্র
আরোহণ কর। অনন্তর সুগ্রীব বানরসৈন্য সহিত ও
বিতীষণ অমাত্যপরিবৃত হইয়া দিব্য পুষ্পক রথে সত্ত্বর
আরোহণ করিল। তাহার সাক্ষ্যে আকৃষ্ট হইলে কোবের
সমস্ত রাঘব কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গগনমার্গ হইতে উল্লঙ্ঘন

করিতে লাগিল। প্রহৃষ্টমনা রামচন্দ্র হংসবাহন পুষ্পক রথে
আরোহণ করিয়া চতুর্ভুখ ব্রহ্মার ন্যায় বিমানমার্গে শোভা
পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তপোলব্ধ কুবেরের রথ ভাস্কর-
বিশ্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এবং অনুজ্ঞা লক্ষণ ও
জনকাদি রাজা পরিবৃত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের শোভা পরিবাহিত
হইতে লাগিল। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০।

ইতি শ্রীমদখ্যানরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে

যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্দশোধ্যায়ঃ।

পাতরিভা ততশক্ষুঃ সর্বতো যযুনন্দনঃ ।
 অত্রবীন্মৈথিলীং সীতাং রামঃ শশীনিভাননাম্ ।
 ত্রিকুটশিখরাগ্রস্থাং পশ্য লক্ষ্মাং মহাপ্রভাম্ ।
 এতাং রণভুবং পশু মাংসকর্দমপঙ্কিলাম্ ॥ ২ ॥
 অমুরাণাং প্লবঙ্গানামত্র বৈশসনং মহৎ ।
 অত্র মে নিহতঃ শেতে রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৩ ॥
 কুন্তকর্ণেজ্রজিহ্মখ্যাঃ সর্বৈ চাত্র নিপাতিতাঃ ।
 এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে সলিলাশয়ে ॥ ৪ ॥
 এতচ্চ দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ ।
 সেতুবন্ধমিতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্ ॥ ৫ ॥

অনন্তর যযুন্স্কুলভিলক রামচন্দ্র চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া শশিনিভাননা মিথিল-রাজ-হুহিতা সীতাকে বলিলেন, ত্রিকুট পর্বত শিখরস্থ মহা প্রভাবিতা লক্ষাপুরী ও মাংস-কর্দম-পঙ্কিল যুদ্ধক্ষেত্র অবলোকন কর। ঐ স্থানে বানরা-সুরদিগের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, রাক্ষসেশ্বর দশানন ঐ স্থানে নিহত হইয়া পতিত হইয়াছিল। ঐ স্থানে মহাবীর কুন্ত-কর্ণ ও ইজ্রজিৎ নিপতিত হইয়াছিল, এবং মহাসাগরোপরি আমি সেতু বন্ধন করিয়াছি অবলোকন কর। ১।২।৩। ৪।

এইটি মহাত্মা সাগরের তীর্থ—স্বর্গ মর্ত পাতালস্থ লোক সমুদায়ের পূজিত হইয়া সেতুবন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এখানে আমি রামেশ্বর নামে মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। হে

এতৎপবিত্রং পরমং দর্শনাৎ পাতকাপহম্ ।
 অত্র রামেশ্বরো দেবো ময়া শত্ৰুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৬ ॥
 অত্র মাং শরণং প্রাপ্তো মন্ত্রিভিষ্চ বিভীষণঃ ।
 এষা সূত্রীবনগরী কিঙ্কিক্যা চিত্রকাননা ॥ ৭ ॥
 তত্র রামাজ্জয়া তারাপ্রমুখা হরিযোষিতঃ ।
 আনয়ামাস সূত্রীবঃ সীতার্নাঃ প্রিয়কামায়া ॥ ৮ ॥
 তান্তিঃ সহোশ্বিতং শীঘ্রং বিমানং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ ।
 প্রাহ চাদ্রিং ঋষ্যমুকং পশ্য বালাত্র মে হতঃ ॥ ৯ ॥
 এষা পঞ্চবটী নাম রাক্ষসা যত্র মে হতাঃ ।
 অগস্ত্যস্য সূতীক্ষ্মস্য পশ্চাশ্রমপদে শুভে ॥ ১০ ॥

মৈথিলি! পাপীরা ইহা দর্শন করিলে সর্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ধর্মনিরত বিভীষণ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে এই স্থানে আমার শরণাপন্ন হইয়াছিল, এবং এইটি সূত্রীবের চিত্র কাননা কিঙ্কিক্যা নগরী। ঐ স্থানে সূত্রীব রামনিদেশবর্তী হইয়া সীতার মঙ্গলাকাজিহনী তারা প্রভৃতি বানর যোদ্ধাগণকে আনয়ন করিয়াছে। ত্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগের সহিত বিমান হইতে দর্শন করিলেন এবং সীতাকে কহিলেন ঐ দেখ গিরি-বর ঋষ্যমুক পর্বত—এই স্থানে বালী আমা কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া ছিল। ৫।৬।৭।৮।৯।

হে শুভে! ঐ পঞ্চবটী বন অবলোকন কর—অগস্ত্য মুনির আশ্রমপদে রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়াছি। হে

এতে তে তাপসাঃ সর্বে দৃশ্যন্তে বরবর্ণিনি ! ।
 অসৌ শৈলবরো দেবি ! চিত্রকূটঃ প্রকাশতে ॥ ১১ ॥
 অত্র মাং কৈকরীপুত্রঃ প্রসাদয়িতুমাগতঃ ।
 ভরদ্বাজাশ্রমং পশ্য দৃশ্যতে যমুনাতটে ॥ ১২ ॥
 এষা ভাগীরথী গঙ্গা দৃশ্যতে লোকপাবনী ।
 এষা সা দৃশ্যতে সীতে ! সরযুপমালিনী ॥ ১৩ ॥
 এষা সা দৃশ্যতেহযোধ্যা প্রণামংকুরু ভামিনি ! ।
 এবং ক্রমেণ সম্প্রাপ্তো ভরদ্বাজাশ্রমং হরিঃ ॥ ১৪ ॥
 পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং রঘুনন্দনঃ ।
 ভরদ্বাজং মুনিং দৃষ্ট্বা ববন্দে সানুজঃ প্রভুঃ ॥ ১৫ ॥
 পপ্রচ্ছ মুনিমাসীনং বিনয়েন রঘুন্তমঃ ।
 শৃণোষি কচ্ছিত্তরতঃ কুশল্যাস্তে সহানুজঃ । ১৬ ॥

সুভিক্ষা বর্জিতহযোধ্যা জীবন্ত চ হি মাতরঃ ।
 শ্রদ্ধা রামস্য বচনং ভরদ্বাজঃ প্রহৃষ্টবীঃ ১৭ ॥
 প্রাহ সর্বে কুশলিনো তরতন্তু মহামনাঃ ।
 ফলমূলকৃতাহারো জটাবল্লভধারকঃ ॥ ১৮ ॥
 পাদুকে সকলং ন্যস্য রাজ্যং ত্বাং সুপ্রতীকতে ।
 যৎযৎকৃতং ত্বয়া কৰ্ম্ম দণ্ডকে রঘুনন্দন ! ॥ ১৯ ॥
 রাক্ষসানাং বিনাশং চ সীতাহরণপুৰ্ণকম্ ।
 সর্বং জাতং মম্মা রাম ! তপসা তে প্রসাদতঃ ॥
 ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদাদিমথ্যানুবর্জিতঃ ।
 ত্বমগ্রে সলিলং সৃষ্ট্বা তত্র সৃষ্টোহসি ভূতকৃৎ ॥ ২১ ॥
 নারায়ণোসি বিশ্বাত্মনৃ । নরাণামনুরাত্মকঃ ।
 ত্বম্ভাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২২ ॥

বরবর্ণিনি ! ঐ তাপসবৃন্দ এবং চিত্রকূট পর্বত দেখা যাইতেছে,
 ওই স্থানে কৈকরীপুত্র ভরত প্রসাদ গ্রহণে সমাগত হইয়া-
 ছিল, ঐ দেখ যমুনাতটে ভরদ্বাজাশ্রম দেখা যাইতেছে। হে
 সীতে ! ঐ দেখ লোক পবিত্রকারিণী জঙ্ঘন্যা গঙ্গা ও সরযু
 যুগপৎ লক্ষিত হইতেছে—হে ভামিনি ! এক্ষণে অযোধ্যা
 নগরী দৃষ্ট হইতেছে, অতএব প্রণাম কর। এইরূপে জীহরি
 ক্রমশঃ ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ১০।১১।১২।১৩।১৪।
 চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলে পঞ্চমীতিথিতে রঘুনন্দন ভরদ্বাজ-
 মুনিকে দন্দর্শন করিয়া সানুজ তাঁহাকে বন্দনা করিলেন।
 রঘুনাথ সবিনয় আসনোপবিষ্ট ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন—হে মুনিবর ! আপনি ভরত ও শক্রিয়ের কোন
 কুশল সংবাদ কি শ্রবণ করিয়াছেন ? অযোধ্যা মধ্যে সুভিক্ষা

আছেত ? আমার জননীরা জীবিতা আছেন ত ? জীৱামের
 বাক্য শ্রবণে ভরদ্বাজ মুনি হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন—কলমূল-
 ভোজী জটাবল্লভধারী মহামতি ভরত প্রভৃতি সকলেই কুশলে
 আছেন, আর সমুদায় রাজ্য আপনার পাদুকায় নাস্ত হইয়া
 আপনারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—হে রঘুনন্দন ! দণ্ডকা-
 রণে রাক্ষস বিনাশ, সীতাহরণ প্রভৃতি যে যে ঘটনা
 ঘটয়াছে, তৎসমুদায়ই আমি তপঃ প্রভাবে এবং আপনার
 প্রসাদে অবগত হইয়াছি। ১৫।১৬।১৭।১৮। ১৯।২০।
 হে রঘুনাথ ! আপনি আদি, মধ্য ও অন্ত বিবর্জিত—সাক্ষাৎ
 পরম ব্রহ্ম, আপনি প্রথমে সলিল স্রজন করিয়া তদুপরি শয়ন
 করিয়াছিলেন। হে বিশ্বাত্মনৃ ! আপনিই নারায়ণ—মহাব্যাদিগের
 অনুরাত্মা ; আপনার নাভিপদ্ম হইতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা
 উৎপন্ন হইয়াছেন, অতএব আপনি অখিল জগতের পতি—

অতন্তুং জগতানীশঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ ।
 ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শেখোহয়ং লক্ষ্মণাতিথঃ ॥
 আশ্রনা সৃজনীদং ত্বমান্যেবান্নমায়রা ।
 ন সজ্জসে নভোবন্তুং চিচ্ছন্ত্য। সর্বসাক্ষিকঃ ।
 বহিরন্তুশ্চ ভুতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন ! ।
 পূর্ণোহপি মূঢ়দৃষ্টীনাং বিচ্ছিন্ন ইব লক্ষ্যসে ॥ ২৫ ॥
 জগন্ত্বং জগদাধারস্ত্বমেব পরিপালকঃ ।
 ত্বমেব সর্বভুতানাং ভোক্তা ভোজ্যং জগৎপতে !
 দৃশ্যতে ক্ষরতে যদ্যৎ স্মর্যতে বা রঘুন্তম ! ।
 ত্বমেব সর্বমখিলং ত্বদ্বিনান্যম্ কিঞ্চন ॥ ২৭ ॥

সমস্ত লোকে আপনাকেই নমস্কার করিয়া থাকে—হে রঘুনাথ ! আপনি বিষ্ণু এবং জানকী লক্ষ্মী । আপনি আপনি হইতে এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু আপনি মায়া দ্বারা আশ্রিত হইয়াছেন না, এবং নভোমণ্ডল যেমন সর্ব দর্শক আপনিই সেইরূপ চিচ্ছক্তি দ্বারা সমস্ত পরিদর্শন করিতেছেন সুতরাং আপনি সর্ব সাক্ষী । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ ।

হে রঘুনন্দন ! আপনি সকল জীবের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থান করিতেছেন, এবং পূর্ণ ব্রহ্ম হইলেও মূঢ় ব্যক্তিদিগের নিকট যেন বিচ্ছিন্নের ন্যায় লক্ষিত হইয়াছেন । আপনি জগৎ-স্বয়ং, সমস্ত জগতের আধার, এবং আপনি জগতের প্রতি-পালক ; হে জগৎপতে ! আপনিই জীবসমুদায়ের ভোক্তা এবং ভোজ্য । হে রঘুবর ! ইত্যন্তঃ যাহা কিছু দেখিতে পাই, শুনিতে পাই, এবং স্মরণ পথে উপস্থিত হয় তাহা সমস্তই আপনি—অর্থাৎ সকল পদার্থে, সকল জীবেরই আপনি পরিদৃশ্যমান আছেন । হে ত্রিভুবন ! মায়া জীব সকলকে সৃষ্টি করিয়াছে ও আপনারই গুণে অহংকারাদি সমুৎপন্ন

মায়া সৃষ্টি লোকাংশ্চ স্বর্গাণ্যেহমাদিভিঃ ।
 ত্বচ্ছক্তিপ্রেরিতা রাম ! তস্মৈ ত্বব্যপচর্যতে ॥ ২৮ ॥
 যথা চুস্কসান্নিধ্যাচ্চলন্ত্যাবাসাদয়ঃ ।
 জড়া তথা দ্বরা দৃষ্টা মায়া সৃষ্টি বৈ জগৎ ॥ ২৯ ॥
 দেহদ্বয়মদেহস্য তব বিশ্বং রিরক্ষিষোঃ ।
 বিরাট্ স্থূলং শরীরং তে স্তত্রং সূক্ষ্মমুদাহৃতম্ ॥ ৩০ ॥
 বিরাজঃ সত্ত্ববস্ত্যেতে অবতারাঃ সহস্রশঃ ।
 কার্য্যান্তে প্রবিশন্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন ! ॥ ৩১ ॥
 অবতারকথাং লোকে যে গায়ন্তি গৃণন্তি চ ।
 অনন্যমনসো মুক্তিস্তেষামেব রঘুন্তম ! ॥ ৩২ ॥
 ত্বং ব্রহ্মণা পুরা ত্বমেভারহারায় রাঘব ! ।
 প্রার্থিতস্তপসা তুষ্টস্ত্বং জাতোহসি রঘোঃ কুলে ॥

হইয়াছে এবং আপনার দ্বারাই প্রেরিত, সেই কারণেই আপনাকে স্রষ্টৃ-ত্বব্যবহার হইয়া থাকে । যেমন চুস্ক প্রস্তরের আকর্ষণে লৌহ আকর্ষিত হইয়া প্রস্তরে সংমিশ্রিত হওয়ারন্তর একস্থানে অবস্থিতি করে তদ্রূপ আপনি বস্ত্র সমুদায় জড় সন্দর্শন করিলে মায়াই জগৎ সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছে । আপনি নিরাকার অথচ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাও মণ্ডল ব্রহ্মা করিতেছেন, হে রঘুনন্দন ! আপনি পৃথীতলে সহস্রবার অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাজ্ঞান হইয়া পরে স্বীয় কার্য্য অবসানে পুনরায় লব্ধপ্রাপ্ত হইয়াছেন । হে রঘু-ন্তম ! যে ব্যক্তি আপনার অবতার কথা গান করে বা ব্যাখ্যা করে তাহার নিকটই মুক্তিলাভ হয় । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ ।

হে রাঘব ! পূর্বে ব্রহ্মার তপস্যার পরিভূট হইয়া আপনি পৃথিবীর ভার আপনোদনের জন্য রঘুকুলের জন্ম

দেবকার্য্যমশেষেণ কৃতং তে রাম ! হৃক্ষরম্ ।
 বহুবর্ষসংস্রাণি মানুষ্যং দেহমাশ্রিতঃ । ৩৪ ।
 কুর্ব্বন দুষ্করকর্মাণি লোকদ্বয়হিতায় চ ।
 পাপহারীণি ভুবনং বশসী পূরয়িষ্যসি । ৩৫ ।
 প্রার্থয়ামি জগন্নাথ ! পবিত্রং কুরু মে গৃহম্ ।
 স্থিত্বাদ্য ভুক্তা সবলঃ শো গমিষ্যসি পতনম্ ॥ ৩৬
 তথৈতি রাঘবোহতিষ্ঠন্তুক্ষিণাশ্রম উত্তমে ।
 সৈন্যঃ পুজিতস্তেন সীতয়া লক্ষ্মণেন চ । ৩৭ ।
 ততো রামশ্চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং প্রাহ মারুতিম্ ।
 ইতো গচ্ছ হনুমৎস্বমযোধ্যাং প্রতি সত্বরঃ ॥ ৩৮
 জানীহি কুশলী কচ্চিজনো নৃপতিমন্দিরে ।
 শৃঙ্গিবেরপুরং গত্বা ক্রহি মিত্রং গুহং মম ॥ ৩৯ ॥

জানকী লক্ষ্মণোপেতমাগতং মাং নিবেদয় ।
 নন্দিগ্রামং ততো গত্বা ভ্রাতরং ভরতং মম ॥ ৪০ ॥
 দৃষ্ট্বা ক্রহি সত্যার্থ্যস্ত সত্ৰাতুঃ কুশলং মম ।
 সীতাপহরণদীনি রাবণস্য বধাদিকম্ ॥ ৪১ ॥
 ক্রহি ক্রমেণ মে ভ্রাতুঃ সর্বং তত্র বিচেষ্টিতম্ ।
 হত্বা শক্রগণান্ সর্বান সত্যার্থ্যঃ সহলক্ষ্মণঃ । ৪২ ।
 উপয়াতি সমুদ্রার্থঃ সহ ঋক্ষহরীশ্বরৈঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা তত্র বৃন্তাস্তং তরতস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ৪৩ ॥
 সর্বং জ্ঞাত্বা পুনঃ শীঘ্রমাগচ্ছ মম সন্নিধিম্ ।
 তথৈতি হনুমাংস্তত্র মানুষ্যং বপুরাশ্রিতঃ ॥ ৪৪ ॥
 নন্দিগ্রামং যযৌ তুর্ণং বায়ুবেগেন মারুতিঃ ।
 গরুত্মানিব বেগেন জিহৃক্ষন ভুজগোত্তমম্ । ৪৫ ।
 শৃঙ্গিবেরপুরং প্রাপ্য গুহমাসাদ্য মারুতিঃ ।
 উবাচ মধুরং বাক্যং প্রহৃষ্টেনাস্তরাশ্রম ॥ ৪৬ ॥

করিয়া বহু সহস্র বৎসর মানবদেহ ধারণ পূর্বক হৃক্ষর দেব
 কার্য্য সাধন করিয়াছেন এবং ইহলোক ও পর লোকের
 মঙ্গলের নিমিত্ত হৃক্ষর কার্য্য সমূহ সমাধা করিয়া যশে পৃথিবী
 পরিপূর্ণা করিয়াছেন । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । হে জগন্নাথ ! আপনি
 আমার গৃহ পবিত্র করুন এবং অদ্য এখানে থাকিয়া কোজ-
 নাস্তে অযোধ্যায় গমন করুন এই আমি প্রার্থনা করি । ভর-
 তাজ মুনি এইরূপ কহিলে—জীরামচন্দ্র মহর্ষির উত্তমাশ্রমে
 সৈন্য, লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত মুনি কর্তৃক পুজিত হইয়া অব-
 স্থান করিলেন । ৩৬ । ৩৭ ।

অনন্তর রামচন্দ্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পবন কুমারকে
 কহিলেন—হে মারুতে ! তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় গমন করিয়া
 তথাকার লোক সমুদায়ের কুশল বার্তা অবগত হও এবং
 শৃঙ্গিবের নগরে গমন করিয়া মিত্র গুহকে আমার সংবাদ
 প্রদান কর । তদনন্তর তুমি নন্দিগ্রামে যাইয়া আমার ভ্রাতা

ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং তাঁহার কুশল সংবাদ
 জিজ্ঞাসা করিয়া সীতাহরণ প্রভৃতি রাবণের বিনাশাদি সমস্ত
 বিষয় তাহাকে বলিবে । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ ।

আমার ভ্রাতা ভরত সমস্ত বিষয় সচেষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা
 করিলে তুমি বলিবে যে, রামচন্দ্র ভার্য্যা জানকী ও অমুজ
 লক্ষ্মণের সহিত থাকিয়া সমুদায় বৈরী বিনাশ পূর্বক মহৈ-
 শ্বর্য্যশালী হইয়া রাক্ষস ও বানরপতিদিগের সহিত উপগমন
 করিয়াছেন, তাঁহার অধেষিত বৃন্তাস্ত কহিয়া এবং সমস্ত
 বিষয় অবগত হইয়া পুনর্বার আমার সন্নিধানে শীঘ্র আগমন
 করিবে । এতচ্ছবণে পবন নন্দন মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া
 গরুড় ও পবন সদৃশ অতিবেগে নন্দিগ্রামাভিমুখে প্রস্থান
 করিল । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ ।

অনন্তর পবন কুমার শৃঙ্গিবের পুত্রিতে উপস্থিত হইয়া
 গুহকের সাক্ষাৎকার লাভ করণানন্তর সানন্দ চিত্তে ও মধুর

৬৪২

রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সখা তে সহ সীতয়া !
 সলক্ষণস্তং ধৰ্ম্মাত্মা ক্ষেমী কুশলমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥
 অনুজ্ঞাতোহদ্য মুনির্ন ভরদ্বাজেন রাঘবঃ ।
 আগমিষ্যতি তং দেবং দ্রক্ষ্যসি ত্বং রঘুতমম্ ॥ ৪৮ ॥
 এবমুক্তা মহাতেজাঃ সংপ্রহৃষ্টতনুরুহম্ ।
 উৎপপাত মহাবেগো বায়ুবেগেন মাক্ৰতিঃ ॥ ৪৯ ॥
 সেইপশ্যজ্ঞানদীপং চ সরযুং চ মহানদীম্ ।
 ভ্রামতিক্রম্য হনুমান্নন্দিত্রামং যযৌ মুদা ॥ ৫০ ॥
 ক্রোশমাভ্রে ভবোধ্যায়ান্শ্চীরকৃষ্ণাজিনাশ্রমম্ ।
 দদর্শ ভরতং দীনং কুশমাপ্রমবাসিনম্ ॥ ৫১ ॥
 মলপঙ্কবিদিক্ষাঙ্গং জটিলং বল্কলাশ্রমম্ ।
 কলমূলকৃতাহারং রামচিন্তাপরায়ণম্ ॥ ৫২ ॥

পাদুকে তে পুরস্কৃত্য শাসয়ন্ত বহুস্করাম ।
 মঞ্জিতিঃ পৌরমুখৈশ্চ কাব্যায়াম্বরধারিভিঃ । ৫৩ ।
 রতদেহং মূর্ত্তিমন্তং সাক্ষাদ্ভ্রাম্যনিবস্থিতম্ ।
 উবাচ প্রাজ্ঞনির্বাক্যং হনুমান্ মরুতান্বজঃ । ৫৪ ॥
 যং ত্বং চিন্তয়সে রামং তাপসং দণ্ডকে স্থিতম্ ।
 অনুশোচসি কাকুৎস্থঃ স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ ॥ ৫৫ ॥
 প্রিয়মাখ্যামি তে দেব! শোকং ত্যজ সুদারুণম্ ।
 অস্মিদ্ধুর্ভূতে ভাত্রে ত্বং রামেণ সহ সঙ্গতঃ । ৫৬ ॥
 সমরে রাবণং হত্বা রামঃ সীতামবাপ্য চ ।
 উপয়াতি সমৃদ্ধার্থঃ সনীতঃ সহস্রক্ষণঃ । ৫৭ ।
 এবমুক্তো মহাতেজা ভরতো হর্ষমুচ্ছিতঃ ।
 পপাত ভুবি চান্দ্রস্থঃ কৈকেয়ীপ্রিয়নন্দনঃ ॥ ৫৮ ॥

বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—আপনার প্রিয় মিত্র ধৰ্ম্মাত্মা দাশরথি শ্রীমান রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আপনার নিকট কুশল সংবাদ বলিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; ভরদ্বাজ মুনির নির্দেশানুযায়ী হইয়া তিনি আগমন করিবেন, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। মহাতেজস্বী পবন-তনয় এই বাক্য বলিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে অনিলবেগে উল্লক্ষন প্রদান করিয়া রামদীপ ও মহানদী সরযু অবলোকন করিল। পরে সে মনুদায় অতিক্রম করিয়া পরমহর্ষে নন্দিত্রামে উপনীত হইল। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।

অব্যোধ্যর ক্রোশাস্তর হইতেই অনিলতনয় দেখিল—ভরতের কৃষ্ণাজিন ও বল্কল পরিধান,—অবস্থা দীন—শরীর ক্লেশ ও মল পঙ্ক লিপ্ত—মস্তকে জটীভার—স্নানাহার বন্য কল মূল এবং হৃদয় রামচিন্তায় আবুল। তিনি রাম-পাছকাষর সম্মুখে

সংস্থাপন পূর্বক কাষার বসন পরিধারী হইয়া প্রধান সচিব-গণের সহিত পৃথিবী শাসন করিতেছেন। পবনকুমার ভরতকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান ধৰ্ম্মর ন্যায় উপবিষ্ট অবলোকন করিয়া করবোধে কহিতে লাগিল,—আপনি যে রামের জন্য চিন্তা-পর হইয়াছেন, যে রাম তাপস বেশে দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত করিয়াছিলেন, এবং বাঁহার জন্য অনুক্ষণ পরিতাপ করিতেছেন সেই ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভব রামচন্দ্র আপনাকে কুশল সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫।

হে দেব! আপনি মহৎ শোক পরিত্যাগ করুন,—আমি আপনার নিকটে প্রিয়সংবাদ কহিতেছি—এই মুহূর্ত্তেই ভাত্রে শ্রীরামের সহিত আপনার সন্মিলন হইবে। রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে লঙ্কাবিপতি দশাননকে ধিনাশ করিয়া সীতাকে উদ্ধার-করণান্তর অতুল ঐশ্বর্যশালী হইয়া অনুক্ষণ লক্ষ্মণ ও জনক হৃহিতা সীতা সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন। ৫৬। ৫৭।

হনুমান এই শুভসংবাদ প্রদান করিলে, কৈকেয়ীর প্রিয়

আলিঙ্গ্য ভরতঃ শীঘ্রং মারুতিং প্রিয়বাদিনম্ ।
 আনন্দজৈরশ্রুতলৈঃ সিবৈচ ভরতঃ কপিম্ ॥ ৫৯ ॥
 দেবো বা মানুষো বা ভ্রমবুদ্ধোশাদিহাগতঃ ।
 প্রিয়াখ্যানস্য তে সৌম্য! দদামি ক্রবতঃ প্রিয়ম্ ৬০
 গবাং শতসহস্রঞ্চ গ্রামাণাং চ শতং বরম্ ।
 সৰ্ব্বাতরুণম্পন্ন মুখাঃ কন্যাস্ত বোড়শ ॥ ৬১ ॥
 এবমুক্ত্বা পুনঃ প্রাহ ভরতে মারুতাত্মজম্ ।
 বহুনীমানি বর্ষাণি গতস্য স্তুমহদ্বনম্ ৬২ ।
 শৃণোম্যহং প্রীতিকরং মম নাথস্য কীৰ্ত্তনম্ ।
 কল্যাণী বত গাত্রেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মে ॥
 এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশ হাদপি ।
 রাঘবশ্চ হরিণাঞ্চ কথনাসীৎ সমাগমঃ ৬৪ ॥

তত্ত্বমাখ্যাহি ভদ্রং তে বিশ্বসেয়ং বচস্তব ।
 এবমুক্তোহথ হনুমান্ ভরতেন মহাত্মনা ॥ ৬৫ ॥
 আচচক্ষেহথ রামস্য চরিতং কুৎসনশঃ ক্রমাৎ ।
 শ্রুত্বা তু পরমানন্দং ভরতো মারুতাত্মজাৎ ॥ ৬৬ ॥
 আজ্ঞাপয়চ্ছক্রহণং মুদাযুতং মুদাস্থিতং ।
 দৈবতানি চ যাবন্তি নগরে রঘুনন্দন ! ৬৭ ।
 নানোপহারবলিভিঃ পুঙ্গবন্তু মহাধিরঃ ।
 স্তুতা বৈতালিকাকৈশ্চ বন্দিনস্তুতিপাঠকাঃ ৬৮ ।
 বারমুখ্যাশ্চ শতশো নির্যাত্ত্ব দৈব সজ্জনশঃ ।
 রাজদারাস্তথামাতা সেনাহন্ত্যশ্বতপসঃ ৬৯ ।
 ব্রাহ্মণাশ্চ তথা পৌরা রাজানো যে সমাগতাঃ ।
 নির্যাত্ত্ব রাঘবস্যাদ্য দ্রষ্টুং শশিনিভাননম্ ॥ ৭০ ॥
 ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শক্রয়পরিচোদিতাঃ ।
 অনঞ্চক্রুশ্চ নগরীং মুক্তারত্নময়োজ্জ্বলৈঃ ॥ ৭১ ॥

পুত্র মহাবলবান্ ভরত আনন্দে মুচ্ছুপন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপ-
 ত্তিত হইলেন; এবং পুনরুত্থান পূর্বক, শুভসংবাদ দাতা
 নকতাত্মজ হনুমানকে শীঘ্র সমালিঙ্গন করতঃ আনন্দাশ্রু বিস-
 র্জনে মহাকপিকে অভিষিক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং কহিতে
 লাগিলেন—আপনি দেবতা না মানব দয়া পরতন্ত্র হইয়া
 এখানে আগমন করিয়াছেন? হে সৌম্য! আপনি প্রিয়বাদী
 অতএব আমি আপনাকে কি প্রিয়বস্তু প্রদান করিব? শত
 সহস্র গাভী, এক শত বৃহৎ গ্রাম ও সৰ্ব্বাতরুণভূমিতা সৰ্ব্বাঙ্গ
 স্তুমদ্রী বোড়শী কন্যা দান করিব। এইরূপ কহিয়া ভরত পবন-
 নন্দনকে পুনরবার বলিলেন—আমার নাথের মহারণা মধ্যে
 এই সমস্ত বৎসর বিগত হইয়াছে, অতএব তাঁহার প্রীতিকর
 কীৰ্ত্তন শ্রবণ করিব, কারণ ঐ সমস্ত আমার সত্য বলিয়া
 প্রতীতি হইতেছে, অধিকন্তু রাঘবের সহিত বানরদিগের সমা-
 গম কিরূপে হইল, শ্রবণ করিলে অপর আনন্দ উপস্থিত হয়,

এক্ষণে আমার সমীপে তদ্বিবর ব্যাখ্যা করুন। মহাত্মা ভরত
 এইরূপ কহিলে, পবনকুমার স্রীরামচন্দ্রের চরিত্র ক্রমান্বয়ে
 বলিতে লাগিল, ভরত তাহা শ্রবণ করিয়া বার পর নাট
 আনন্দ লাভ করিল এবং স্বয়ং আনন্দ হৃদয়ে হৃদচিত্ত শক্র-
 যকে আদেশ করিলেন যে, নগর মধ্যে দৈবকার্য্য আরম্ভ হউক।
 বিবিধ পূজোপকরণদ্বারা ব্রাহ্মণেরা পূজা করুন স্তত বৈতা-
 লিক, বন্দী প্রভৃতি স্তুতি পাঠকেরা স্তুতি পাঠ করুক, শত
 শত প্রধান বারাদনারা, রাজ দারা, অমাত্য, পদাতিক,
 অখারোহী সেনা সমূহ দলে দলে অদ্যই নির্গত হউক—
 ব্রাহ্মণেরা, পৌরজনেরা ও সমবেত রাজারা স্রীরামচন্দ্রের শশি-
 মুখ দর্শনে বহির্গত হউন। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩।
 ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০।

ভরতের বাক্য শুনিয়া শক্রয় নানামুক্তা রত্নদ্বারা নগরীকে
 সুসজ্জীভূতা করিলেন; তোরণে বিবিধ চিত্র বিচিত্র পতাকা

তোরণৈশ্চ পতাকাভির্কিচ্ছিত্রাভিরনেকধা ।
 অলঙ্করন্তি বেষ্মানি নানাবলিবিচক্ষণাঃ ৭২ ।
 নির্ঘ্যন্তি রুদ্ধশঃ সর্বে রামদর্শনলালসাঃ ।
 হয়ানাং শতসহস্রং গজানামযুতং তথা । ৭৩ ।
 রথানাং দশসহস্রং স্বর্ণমুক্তবিভূষিতম্ ।
 পারমেষ্ঠীমুপাদায় দ্রব্যগুচ্চাবচানি চ ৭৪ ॥
 ততস্ত শিবিকাৱতা নির্ঘমু রাজযোষিতঃ ।
 ভরতঃ পাছুকে ন্যস্য শিরস্যেব কুতাঞ্জলিঃ । ৭৫ ॥
 শক্রঘ্নসহিতো রামং পাদচারেণ নির্ঘয়ো ।
 তদৈব দৃশ্যতে দূরাহ্মিমানঞ্চন্দ্রসম্নিতম্ ৭৬ ॥
 পুষ্পকং সূর্য্যলঙ্কাশং মনসা ব্রহ্মনির্মিতম্ ।
 ত্রৈলোক্যভাতরৌ বীরৌ বৈদেহা রামলক্ষ্মণৌ ॥
 সূত্রীবশ্চ কপিশ্রেষ্ঠো মন্ত্রিভিঃ বিভীষণঃ ।

দৃশ্যতে পশ্যত জনা ইত্যাহ পবনাতুজঃ ॥ ৭৮ ॥
 ততো হর্ষসমুদ্ভূতো নিঃস্বনো দিবমস্পৃশৎ ।
 স্ত্রীবালযুবরক্ষানাং রামোহয়মিত কীর্তনাৎ ॥ ৭৯ ॥
 রথকুঞ্জরবাহিনী অবতীৰ্য্য মহীং গতাঃ ।
 দদৃশুস্তে বিমানস্বং জনাঃ সোমমিবাশ্বরে ॥ ৮০ ॥
 প্রাঞ্জলিতরতো ভূত্বা প্রহর্য্কৌ রাঘবোন্মুখঃ ।
 ততো বিমানাগ্রতং ভরতো রাঘবং মুদা ॥ ৮১ ॥
 বন্ধে প্রণতো রামং মেরুশ্চমিব ভাস্করম্ ।
 ততো রামাত্মনুজাতং বিমানমপতন্তুবি ॥ ৮২ ॥
 আরোপিতো বিমানং তদন্তরতঃ সানুজস্তদা ।
 রামমাসাদ্য মুদিতঃ পুনরেবাত্যবাদয়ৎ ॥ ৮৩ ॥
 সমুখাপ্য চিরাৎ দৃষ্টং ভরতং রঘুনন্দনঃ ।
 ভাতরং স্বাক্ষমারোপ্য মুদা তং পরিবস্বজে ॥ ৮৪ ॥

অনন্তর হনুমান কহিতে লাগিল ঐ দেখ কপিশ্রেষ্ঠ সূত্রীব
 এবং মন্ত্রি পরিবৃত্ত বিভীষণকে দেখা যাইতেছে, অনতি পরে
 স্ত্রী, বালক, যুবা ও বৃদ্ধেরা ত্রীরামচন্দ্রকে অবলোকন করিবা
 মাত্র “ঐ ত্রীরাম আসিতেছেন” ইত্যাকার হর্ষ সূচক শব্দ
 গগন স্পর্শ করিল। পরে অশ্বারোহী অশ্ব হইতে, গজারোহী
 গজ হইতে ও রথারোহী রথ হইতে, অবতীর্ণ হইয়া বিমানস্থ
 রামচন্দ্রকে গগণাধরস্থ চন্দ্রের ন্যায় সন্দর্শন করিতে লাগিল।
 ৭৮। ৭৯। ৮০।

অনন্তর ভরত অতিশয় হর্ষসহকারে ব্রহ্মাঞ্জলি হইয়া বিমা-
 নাগ্রত ত্রীরামচন্দ্রের সমুখবর্তী হইলেন এবং পর্বত শিখরস্থ
 ভাস্করের ন্যায় রামচন্দ্রকে বন্দনা করিতে লাগিলেন, অমনি
 রামচন্দ্র প্রভৃতির আদেশবর্তী হইয়া রথ ধরণীতলে অবতীর্ণ
 হইল, তখন ভরত ও শক্রয় পুষ্পক রথ আরোপিত করিয়া
 এবং রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে অভিবাদন
 করিলেন। অনন্তর রঘুনাত্ম রামচন্দ্র ভরতকে বিলম্বে উঠিতে

উড্ডীয়মান। হইল—ভবন সমুদায় নানা আভরণে অলঙ্কৃত
 হইল। শত সহস্র অশ্ব, অযুত হস্তি, দশ সহস্র স্বর্ণ-মুক্ত-
 বিভূষিত রথবৃন্দ রাম দর্শন লালসায় নির্গত হইল; অনন্তর
 রাজ যোষিদ্বর্গ নানা উপচার দ্রব্য সমূহ সমভিব্যাহারে
 করিয়া শিবিকায় আরোহণ পূর্বক বহির্গত হইলেন, পরে
 ভরত রামচন্দ্রের পাছুকা স্রীর মস্তকে সংস্থাপন করিয়া
 শক্রয়ের সহিত পদব্রজে কুতাঞ্জলিপুট হইয়া গমন করিতে
 লাগিলেন। ইত্যবসরে, দূর হইতে বিমানস্থ ব্রহ্মা নির্মিত
 সূর্য্য সঙ্কাশ পুষ্পক রথের উপরি মহাবীর ত্রীরাম ও অনুজ
 লক্ষ্মণ এবং বিদেহপুত্রী জানকী উপবিষ্ট থাকায় বিমান যেন
 চন্দ্রের ন্যায় পরিলালিত হইতে লাগিল। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪।
 ৭৫। ৭৬। ৭৭।

সুগ্রীবং জাম্ববন্তং চ যুবরাজং তথাক্রমং ।
মৈন্দদ্বিবিদনীনাং চ ঋষভকৈব সম্বজে ॥ ৮৬ ॥
সুবেণং চ নলং চৈব গবাক্ষং গন্ধমাদনম্ ।
শরভং পনসং চৈব ভরতঃ পরিষম্বজে । ৮৭ ।
মর্কৈ তে মানুষং রূপং কৃত্বা ভরতমাদৃতাঃ ।
পপ্রচ্ছুঃ কুশলং সৌম্যাঃ প্রদুর্কীশ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৮৮ ॥
ততঃ সুগ্রীবমালিন্দ্য ভরতঃ প্রাহ ভক্তিতঃ ।
হৃৎসহায়েন রামস্য জয়োহভূদ্রাবণো হতঃ ॥ ৮৯ ॥
ত্বমস্মাকং চতুর্গাং তু ভাতা সুগ্রীব ! পঞ্চমঃ ।
শক্রয়শ্চ তদা রামমভিবাদ্য সলক্ষণম্ । ৯০ ।

সীতারান্ধরণৌ পশ্চাদ্ধবন্দে বিনরাশ্চিঃ ।
রামো মাতরমামাদ্য বিবর্ণাং শোকবিহ্বলাম্ । ৯১
জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রসাদয়ন্ ।
কৈকেয়ং চ সুমিত্রাঞ্চ ননামেতরমাতরঃ ॥ ৯২ ॥
ভরতঃ পাতুকে তে তু রাঘবস্য সুপূজিতে ।
যোজয়ামাস রামস্ত পাদরোত্তিসংযুতঃ । ৯৩ ।
রাজ্যমেতন্ন্যাসভূতং ময়া নির্যাতিতং তব ।
অদ্য মে সফলং জন্ম কলিতো মে মনোরথঃ । ৯৪
যৎপশ্যামি সমান্ততমযোধ্যাং ত্বামহং প্রভো ! ।
কোষ্ঠাগারং বলং কোশং কুতং দশগুণং ময়া । ৯৫
ত্বন্তেজসা জগন্নাথ ! পালয়স্ব পুরং স্বকম্ ।

দেখিয়া মিত্রত্ব হেতু তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে সাহসাদে উপ-
বেশন করাষ্টলেন । তৎপরে ভরত লক্ষণকে অভিবাদন পূর্বক
জনকরাজ হৃদিতার নাম সঙ্কীৰ্ত্তন করিলেন ; পশ্চাৎ তিনি
যার পর নাট্য প্রীত ও প্রেম-বিহ্বল হইয়া, সুগ্রীব, জাম্ববান্,
যুবরাজ অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুবেণ, নল, গবাক্ষ,
গন্ধমাদন, শরভ ও পনসকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন ।
৮১ । ৮২ । ৮৩ । ৮৪ । ৮৫ । ৮৬ ।

জমন্ত প্লবঙ্গম মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ পূর্বক ভরতকে সমাদর
করনঃ তাঁহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল । অনন্তর
জগ্রাহমতি ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া ভক্তি
মহকারে কহিতে লাগিলেন, আপনার সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্র
মহাবীর দশাননকে বিনাশ করিয়া যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন ; হে
সুগ্রীব ! আপনি আমাদিগের চারি ভাতার পঞ্চম । পরে
শক্রয় প্রথমতঃ রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া, পরে লক্ষণকে
অভিবাদন করিলেন, অনন্তর বিনরাবনত হইয়া ভানকীর
চরণে নমনস্কার করিলেন । ৮৭ । ৮৮ । ৮৯ । ৯০ ।

৮৭

শ্রীরাম স্বীয় জননী কোশল্যাকে মলিনা ও শোক-
বিহ্বলা দর্শন করণান্তর তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত
করিলেন, পরে সুমিত্রা, কৈকেয়ী প্রভৃতি অপরাধের জননী-
দিগের চরণে প্রণাম করিলেন । ভরত রামচন্দ্রকে যে পাতকা-
দ্বয় চতুর্দশ বর্ষ পূজা করিতেছিলেন, তাহা এক্ষণে অতিশয়
ভক্তির সহিত শ্রীরামের পাদপদ্মে সংযোজিত করিয়া দিলেন,
এবং কহিলেন, হে রঘুনাথ ! আপনার রাজ্য এই কাষ্ঠ
পাত্কাই ন্যস্ত ছিল, অদ্য আমার মনোবাঞ্ছা ফলবতী হইল
এবং আমার জন্মও সার্থক হইল । ৯১ । ৯২ । ৯৩ । ৯৪ ।

হে প্রভো ! অদ্য আমি আপনাকে অযোধ্যা নগরীতে
সমাগত সমদর্শন করিলাম ; হে জগন্নাথ ! আমি অন্নাদি
স্থাপন গৃহ, সেনা ও ধন দশগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছি,
এক্ষণে আপনি স্বয়ং স্বীয় তেজে পৃথিবী পালন করুন কপী-
স্বংগণ ভরতকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া যৎপরোনাস্তি

ইতি ক্রবাণং ভরতং দৃষ্ট্বা সর্কে কপীশ্বরঃ ॥ ৯৬
 মুমূচুর্নেত্রজং তোয়ং প্রশশংসুমুদাস্বিতাঃ ।
 ততো রামঃ প্রহৃষ্টায়া ভরতং স্বাক্ষগং মুদা ॥ ৯৭
 যযৌ তেন বিমানেন ভরতস্যাপ্রমং তদা ।
 অবরুহ তদা রামো বিমানাথ্যাম্মহীতলম্ ॥ ৯৮।
 অত্রবীৎপুষ্পকং দেবো গচ্ছ বৈশ্রবণং বহ ।
 অনুগচ্ছানুজ্ঞানামি কুবেরং ধনপালকম্ ॥ ৯৯ ॥

আনন্দিত হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে তাঁহাকে
 প্রশংসা করিতে লাগিল ।

অনন্তর রামচন্দ্র প্রহৃষ্টান্তঃকরণে ভরতকে আপনার
 কোড়ে লইয়া, সেই বিমানে আরোহণ পূর্বক ভরতের
 আশ্রমে গমন করিলেন ; তথায় বিমান হইতে ধরণীতলে অব-
 তীর্ণ হইয়া পুষ্পককে কহিলেন, এক্ষণে তুমি প্রতিগমন করিয়া
 কুবেরকে বহন কর, কারণ আমি জানি তুমি সেই ধন পালকেরই
 অনুগমন করিয়া থাক । পরে শচিপতি ইন্দ্র যেমন দেবগুকে

রামো বশিষ্ঠস্য গুরোঃ পদাঙ্কজং
 নত্বা যথা দেবগুরোঃ শতক্রতুঃ ।
 দত্ত্বা মহাহাসনমুত্তমং গুরো-
 কপাবিবেশাথ গুরোঃ সমীপতঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 দ্বকাণ্ডে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

নমস্কার করিয়া থাকেন, শ্রীরামচন্দ্রও কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের
 পাদপদ্ম সেই রূপে গ্রহণ করিলেন, এবং গুরুর উপবেশনের
 জন্য এক খানি মহামূল্য উত্তম আসন প্রদান করিয়া স্বয়ং
 গুরুর সমীপে উপবিষ্ট হইলেন । ৯৫ । ৯৬ । ৯৭ । ৯৮ ।
 ৯৯ । ১০০ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
 দ্বকাণ্ডে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ।

ততস্ত্ব কৈকেয়ীপুত্রো ভরতো ভক্তিস যুতঃ ।
 শিরস্যঞ্জলিমাধায় জ্যেষ্ঠং ভাতরমব্রবীৎ । ১ ।
 মাতা মে সংকৃতা রাম ! দত্তং রাজ্যং ত্বয়া মম ।
 দদামি তন্ত্বে চ পুনর্যথা ত্বমদদা মম । ২ ।
 ইত্যুক্ত্বা পাদয়োৰ্ভক্ত্যা সাক্ষাৎ প্রণিপত্য চ ।
 বহুধা প্রার্থয়ামাস কৈকেয়া গুরুণা সহ । ৩ ।
 ভথেতি প্রতিজ্ঞাহ ভরতাজ্জ্যমীশ্বরঃ ।
 মারামাশ্রিত্য সকলাং নরচেষ্ঠানুপাগতঃ । ৪ ।
 স্বারাজ্যানুভবো যস্য সুখজানৈককপিণঃ ।
 নিরস্তাতিশয়ানন্দকপিণঃ পরমাত্মনঃ । ৫ ।

মানুষেণ তু রাজ্যেন কিং তস্য জগদীশিতুঃ ? ।
 যস্য অভক্ষমাত্রেণ ত্রিলোকী নশ্যতি ক্ষণাৎ । ৬
 যস্যানুগ্রহমাত্রেণ ভবন্ত্যাখণ্ডলশিরঃ ।
 লীলাশ্চক্ষমহাসূক্তেঃ কিরদেতদ্রম্যাপতেঃ । ৭ ।
 তথাপি ভজতাং নিত্যং কামপূরবিধিৎসরা ।
 লীলামানুষদেহেন সর্বমপ্যনুবর্ততে ॥ ৮ ॥
 ততঃ শত্রুঘ্নবচনান্নিপুণঃ শ্মশ্রুকৃত্তকঃ ।
 সংতারাস্চাভিষেকার্থং আনীতা রাঘবস্য হি ॥ ৯

অনন্তর কৈকেয়ী পুত্র ভরত জ্যেষ্ঠ ভাতার মন্তুকোপরি ভক্তি পূর্বক অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—হে রামচন্দ্র ! আমার জননী আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়া আপনাকে বনবাসী করিয়াছিলেন, আপনি সেই বাক্য প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আপনিই আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন এক্ষণে আপনাকে পুনর্ব্বার সেই রাজ্য প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদপদ্মে সাক্ষাৎ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৈকেয়ীর সহিত বহু প্রকারে প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি সন্ধিদানন্দ অতএব এই ভরতের নিকট হইতে রাজ্য পুনরাগ্রহণ করুন। আপনার লেখ্যরত্ন হেতু, সংসার, সুখ ও ব্রহ্মানন্দ রূপ

জ্ঞান উভয়ই তুল্য ; অতএব মনুষ্য হইয়া এই বিস্তৃত রাজ্যে প্রয়োজন কি ? যাঁহার অভক্ষিমায় ত্রিলোক ক্ষণাৎ মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যায়, যাঁহার অনুগ্রহমাত্রে আশঙ্কিত ত্রিমুহুর্ত্তা থাকে—যাঁহার লীলায় এই মহা সৃষ্টি সৃজিত হইয়াছে, হে রম্যপতে ! তাঁহারই এই অবেধ্যা রাজ্য। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭।

ভক্তদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য আপনি স্বকীয় লীলা-দ্বারা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া লোক সমস্তকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত মনুষ্যবৎ ব্যবহার করিতেছেন। অনন্তর কোর-কারেরা শত্রুঘ্নের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দাশরথির অভিষেক-জন্য সাগর মণিল আনয়ন করিল। প্রথমতঃ ভরত, মহারাজ

পূৰ্ণং তু তরতে স্নাতে লক্ষণে চ মহান্ননি ।
 সুগ্রীবো বানরেন্দ্রে চ রাক্ষসেন্দ্রে বিভীষণে ॥ ১০
 বিশোধিতকটঃ স্নাতশ্চিত্রমালামুলেপনঃ ।
 মহাহর্বসনোপেতস্তন্থৌ তত্র শ্রিয়া জলনং ॥ ১১
 প্রতিকর্ষং চ রামস্য লক্ষণশ্চ মহামতিঃ ।
 কারস্নামাস ভরতঃ সীতার্য রাজ্যেযোষিতঃ ॥ ১২ ॥
 মহাহর্বস্ত্রাভরণৈরলঙ্ককৃৎ সুমধ্যমাম্ ।
 ততো বানরপত্নীনাং সর্কাসামেব শোভনা ॥ ১৩ ॥
 অকারয়ত কৌশল্যা গ্রহক্টা পুত্রবৎসলা ।
 ততঃ স্যন্দনমাদায় শক্রয়বচনাং সুধীঃ ॥ ১৪ ॥
 সুমন্ত্রঃ সূর্যাসন্ধাশং যোজয়িত্বাত্তস্থিতঃ ।
 আকুরোহ রথং রামঃ সত্য ধর্মপরায়ণঃ ॥ ১৫ ॥
 সুগ্রীবো যুবরাজশ্চ হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ ।
 স্নাত্বা দিব্যাস্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতাঃ ॥ ১৬ ॥

লক্ষণ, বানরেন্দ্রে সুগ্রীব, রাক্ষসাদ্বিপতি বিভীষণ কেশ
 সংস্কারানন্তর কৃতস্নাত হইয়া, অঙ্কুর, চন্দন কুমুমমালা ও
 মহামূল্য বসন ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ।
 মহান্না লক্ষণদেব সীতারাজ্যের বেশভূষা করাইয়া দিলেন
 এবং ভরত ও দশরথ পত্নীগণ সীতার বেশ বিন্যাস করিয়া
 দিলেন । ৮।৯। ১০ ১১। ১২।

অনন্তর পৌরজনেরা মহামূল্য বসন ও বিবিধ ভূষণে
 জ্ঞানকীকে অলঙ্কৃত করিলেন এবং বানরপত্নীদিগেরও বেশ
 ভূষা করিয়া দিলেন । তদনন্তর সুমন্ত্র শক্রয় বাকা জ্ববেণ
 সূর্যাসন্ধাশ রথ লইয়া রামাশ্রে উপস্থিত হইলে, সত্য-
 ধর্ম পরায়ণ রামচন্দ্র বিমানারোহণ করিলেন । সুগ্রীব, যুব-

রামমহীয়ুরাশ্রে চ রথাস্থগজবাহনাঃ ।
 সুগ্রীবপত্ন্যাঃ সীতা চ যযূর্ধানৈঃ পুরং মহৎ ॥ ১৭ ॥
 বজ্রপাণিযথা দেবৈর্হরিতাশ্বরথে স্থিতঃ ।
 প্রযযৌ রথমাস্থায় তথা রামো মহৎপুরম্ ॥ ১৮ ॥
 সারথ্যং ভরতশ্চক্রে রত্নদণ্ডং মহাদূতিং ।
 শ্বেতাতপত্রং শক্রয়ে লক্ষণো ব্যজনং দধে ॥ ১৯ ॥
 চামরং চ সমীপস্থো ন্যবীজয়দরিন্দমঃ ।
 শশিপ্রকাশং ত্বপরং জগ্ৰাহানুরনায়কঃ ॥ ২০ ॥
 দিবিভৈঃ সিদ্ধসংজ্ঞৈশ্চ ঋষিভির্দব্যদর্শনৈঃ ।
 স্তূয়মানস্য রামস্য শুশ্রুবে মধুরধনিঃ ॥ ২১ ॥
 মানুযং রূপমাস্থায় বানরা গজবাহনাঃ ।
 ভেরীশঙ্খনির্নাদেচ্চ মৃদঙ্গপণবানকৈঃ ॥ ২২ ॥

রাজ অঙ্গদ, হনুমান ও বিভীষণ স্নানানন্তর দিব্যাস্বর পরিধান
 করিলেন ও দিব্য ভূষণে ভূষিত হইলেন ; অশ্বারোহী, গজা-
 রোহী, রথী ও পদাতিদল সীতারামের অগ্র পশ্চাৎ গমন করিতে
 লাগিল, এবং সুগ্রীবপত্নী ও সীতা বিমানারোহণ পূর্বক
 অযোধ্যাপুরী গমন করিলেন । সহস্রাঙ্ক যেমন সুরগণ পরি-
 বৃত্ত হইয়া হরিত অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ করিতেন ;
 সেইরূপ রামচন্দ্র পরিজন বেষ্টিত হইয়া রথারোহণ পূর্বক
 অযোধ্যাপুরী গমন করিলেন ; মহাতেজা ভরত রত্ন দণ্ড
 গ্রহণ করিয়া সারথি কার্যে নিযুক্ত হইলেন—শক্রয় শ্বেতাতপত্র
 ধারণ ও লক্ষণ চামর ব্যজন করিলেন । ১৩।১৪।১৫ ১৬।১৭।
 ১৮। ১৯। সন্নিকটবর্তী অরিন্দম সুগ্রীব চামর ব্যজন
 করিতে লাগিল এবং অনুরনায়ক বিভীষণ সঙ্খপ্রকাশ ধারণ
 করিলেন । সিদ্ধ-সংজ্ঞ ও দিব্য দর্শন ঋষিগণ সীতারামের স্তুতি
 বাদ ধ্বনি মধুরবৎ কর্ণগোচর করিতে লাগিলেন ; গজবাহন

প্রথমো রাঘবশ্রেষ্ঠস্তাং পুরীং সমলঙ্কৃতাম্।

দদৃশুস্তে সমারান্তং রাঘবং পুরবাসিনঃ ॥ ২৩ ॥

দূর্বাদলশ্যামতনুং মহাহ-

কিরীটরত্নভরণাচিতাক্ষম্।

আরক্তকঞ্জায়তলোচনান্তং

দৃষ্ট্বা যযুর্মোদমতীব পুণ্যাঃ ॥ ২৪ ॥

বিচিত্ররত্নাঙ্কিতমুজ্জ্বল-

পীতাম্বরং পীনভুজাস্তরালম্।

অনর্ঘ্যমুক্তাকলদিব্যহারৈ-

র্কিরোরোচমানং রঘুনন্দনং প্রজ্ঞাঃ ॥ ২৫ ॥

সুগ্রীবমুখৈর্হারিভিঃ প্রশান্তৈ-

র্নিষেব্যমাণং রবিভূন্যতাসম্।

কস্তুরিকাচন্দনলিগুগাত্রং

নিবীতকম্পাক্রমপুষ্পমালম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রুত্বা স্ত্রিয়ো রামমুপাগতং মুদা

প্রহর্ষবেগোৎকলিতাননশ্রিয়ঃ।

অপান্য সর্বং গৃহকার্যমাহিতং

ইম্য'পি চৈবাকুরুহুঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্ট্বা হরিং সর্বদৃগুৎসবাকৃতিং

পুষ্পৈঃ কিরন্ত্যঃ স্মিতশোভিতাননাঃ।

দৃগ্ভিঃ পুনর্নেত্রমনোরসায়নং

স্বানন্দমুক্তিং মনসা ভিরে ভিরে ॥ ২৮ ॥

রামঃ স্মিতস্নিগ্ধদৃশাঃ প্রজ্ঞাসুধা

পশুন্ প্রজ্ঞানাথ ইবাপরঃ প্রভুঃ।

শনৈর্জগামাথ পিতুঃ স্বলঙ্কৃতং

গৃহং মহেন্দ্রালয়সন্নিভং হরিঃ ॥ ২৯ ॥

রামের সকল মহাব্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া, তেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও পণব নিনাদে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিল; রাঘব শ্রেষ্ঠ সমলঙ্কৃত অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন, ইত্যবসরে পুরবাসীগণ সবদূর্বাদলশ্যাম, মহাহ কিরীট রত্নভরণ বিভূষিত, আরক্ত কমল লোচন রামকে সমাগত দর্শনে অপার আনন্দ সাগরে ভাসমান হইতে লাগিল। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

রঘুনন্দন বিচিত্র রত্নযুক্ত স্বর্ণময় কটিমুদ্রাবারা পীতাম্বর বন্ধন করিয়া, মহামূল্য দিবা মুক্তাহার কণ্ঠধারণ করতঃ অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন; কস্তুরিকাও অণুর চন্দনে রামচন্দ্রের সর্বদেহে অলুলিগু ও কম্পাক্রম মাল্য কণ্ঠলব্ধিত হইলে, সুগ্রীব প্রভৃতি প্রশান্তচিত্ত বানরগণ

রবি কিরণ সমিত রামচন্দ্রের সেবাস্বরূপ হইল; পুরবাসিনী স্ত্রীগণ শ্রীরাম আগমন করিতেছেন শ্রবণ করিয়া সমস্ত গৃহকার্য্য পরিত্যাগ পূর্বক অলঙ্কৃতা হইয়া, আনন্দোচ্ছাসিত বদনে প্রসাদোপরি আরোহণ করিল; রামচন্দ্রের কাঙ্ক্ষিত যেন সর্বদিক আনন্দে উচ্ছলিত করিতে করিতে আগমন করিতেছে দেখিয়া, সন্মিত বদনা রমণীগণ প্রফুল্ল হৃদয়ে যেন চক্ষু ও মন দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা যেমন লোক সমূহকে পরিদর্শন করেন, সেইরূপ রম্যনাথ রামচন্দ্র ঐশ্বক্য্য সংযুক্ত হইয়া প্রজ্ঞা পুঞ্জ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন; এবং মহেন্দ্র বেক্রপ সুরালয়ে গমন করেন, শ্রীহরি রামচন্দ্র সেইরূপ মণি মাণিক্য খচিত জনকগৃহে গৃহুন্দ গমনে প্রবেশ করিলেন। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

প্রবিশ্য বেষ্মান্তরসংস্থিতো মুদা।

রামো ববন্দে চরণৌ স্বমাতুঃ।

ক্রমেণ সৰ্ব্বাঃ পিতৃষোষিতঃ প্রভু-

র্ননাম ভক্ত্যা রঘুবংশকেতুঃ ॥ ৩০ ॥

ততো ভরতমাহৈদং রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।

সৰ্বসম্পৎসমায়ুক্তং মম মন্দিরমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥

মিত্রায় বানরেস্ত্রায় সূগ্রীষায় প্রদীপ্যতাম্।

সৰ্বৈভ্যঃ সুখবাসার্থং মন্দিরানি প্রকল্পায় ॥ ৩২ ॥

রামেনৈব সমাদিষ্টৌ ভরতশ্চ তথাকরোৎ।

উবাচ চ মহাতেজাঃ সূগ্রীবং রাঘবানুজঃ। ৩৩।

রাঘবস্ত্যভিষেকার্থং চতুঃসিন্ধুজলং শুভম্।

আনেতুং প্রেষয়স্বাশ্চ দূতাংস্তুরিতবিক্রমান্। ৩৪।

প্রেষয়ামাস সূগ্রীবো জাম্ববন্তং মরুৎসুতম্।

অঙ্গদং চ সুষণং চ তে গত্বা বায়ুবেগতঃ ॥ ৩৫ ॥

রঘুবংশকেতু রামচন্দ্র স্বমাতৃ ভবনে প্রবেশ করিয়া কোশলা চরণে প্রণিপাত করিলেন, পরে ক্রমে ক্রমে পিতার অপরাপর স্ত্রীদিগকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর সত্য পরাক্রম রামচন্দ্র ভরতকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমার গৃহ অতি উত্তম ও সমস্ত সম্পদে সমায়ুক্ত হইয়াছে, এক্ষণে আমার প্রিয় মিত্র কপিরাজ সূগ্রীবকে গৃহ প্রদান কর, পরে অন্যান্য বানরগণ ও বিভীষণের নিমিত্ত বাসস্থান নির্দেশ কর। রাম এইরূপ আদেশ করিবামাত্র ভরত সমুদায় নির্দেশ করিয়া দিলেন। অনন্তর মহাতেজা রাঘবানুজ কহিলেন, রঘুনাথের অভিষেকার্থ চতুঃসাগর হইতে পবিত্র জল আনয়ন করিবার জন্য অতি বিক্রমশালী দূত সকলকে প্রেরণ করুন। তচ্ছবণে কপিরাজ সূগ্রীব জাম্ববান্, হুম্মান, অঙ্গদ ও সুষণকে প্রেরণ করিলেন, তাহারাও অতি বেগে গমন

জলপূর্ণাংচ্ছাতকুন্তকলশাংশ্চ সমানয়ন।

আনীতং তীর্থসলিলং শক্রয়ো মজ্জিতিঃ সহ ॥ ৩৬

রাঘবস্ত্যভিষেকার্থং বশিষ্ঠায় ন্যবেদয়ৎ।

ততস্ত প্রযতো বৃদ্ধো বশিষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ। ৩৭।

রামং রত্নময়ে পীঠে সসীতং সন্যবেশয়ৎ।

বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবানির্গৌতমস্তথা ॥ ৩৮ ॥

বাল্মীকিশ্চ তথা চক্রুঃ সৰ্ব্বৈ রামাভিষেচনম্।

কুণাগ্রতুলসীযুক্তপুণ্যগন্ধজলৈর্মুদা ॥ ৩৯ ॥

অভ্যাবিধ্বন্ রঘুশ্রেষ্ঠং বামবৎ বসবো বথা।

ঋত্বিগ্ভিত্ত্বীক্কাণৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ কন্যাভিঃ সহ মজ্জিতিঃ ॥

সৰ্বৌষধীরসৈশ্চৈব দৈবতৈর্গভসি স্থিতৈঃ।

চতুর্ভিলৌকপালৈশ্চ স্তবন্তিঃ নগণৈস্তথা ॥ ৪১ ॥

ছত্রং চ তস্য জগ্রাহ শক্রয়ঃ পাণ্ডুরং শুভম্।

সূগ্রীবরাক্ষসেন্দ্রো ভৌ দধতুঃ শ্বেতচামরে। ৪২।

পূর্বক সুবর্ণ কলশপূর্ণ জল আনয়ন করিল। অনন্তর শক্রয় অমাত্যগণ পরিবৃত্ত হইয়া বশিষ্ঠ দেবের নিকট রামাভিষেক বিষয় নিবেদন করিলেন। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬।

অনন্তর স্থবির বশিষ্ঠ দেব ব্রাহ্মণগণ সনতিব্যাহারে সসীত রামচন্দ্রকে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন, পরে বামদেব, জাবালি, গোতম, এবং বাল্মীকি কুণাগ্র ও তুলসী সংযুক্ত সুগন্ধি পবিত্র সলিল দ্বারা রাম চন্দ্রকে অভিষেক করিলেন। বিষ্ণু যেমন বাসবকে অভিষেক করিয়াছিলেন সেইরূপ ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ অমাত্য পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। দেবতা সকল নভো-মণ্ডল অবস্থিতি করিয়া এবং বশিষ্ঠ, চতুর্ভৌকপাল ও স্বজন পরিবৃত্ত হইয়া সৰ্বৌষধীরসে রামচন্দ্রকে অভিষেক করিলেন। শক্রয় অতি শোভা সম্পন্ন শ্বেচ্ছত্র তাঁহার মস্তকে ধারণ

মালাং চ কাঞ্চনীং বায়ুর্দদৌ বাসবচোদিতঃ ।
 সর্বরত্নসমায়ুক্তং মণিকাঞ্চনভূষিতম্ ॥ ৪৩ ॥
 দদৌ হারং নরেন্দ্রায় স্বয়ং সক্রান্ত ভক্তিতঃ ।
 প্রজগুর্দেবগন্ধর্ব। ননুভূশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৪ ॥
 দেবদুন্দুভয়ো নেত্ৰঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত খাৎ ।
 নবদূর্বাদলশ্যামং পদ্মপত্রারতেক্ষণম্ ॥ ৪৫ ॥
 রবিকোটীপ্রভায়ুক্তকিরীটেন বিরাজিতম্ ।
 কোটিকন্দর্পলাবণ্যং পীতাম্বরসমারতম্ ॥ ৪৬ ॥
 দিব্যাভরণসম্পন্নং দিব্যচন্দনলেপনম্ ।
 অযুতাদিত্যসঙ্কাশং দ্বিভুজং রঘুনন্দনম্ ॥ ৪৭ ॥

করিলেন, সুগ্রীব ও রাক্ষসাদিগণি বিভীষণ স্বৈত চামর
 বাজ্ঞন করিতে লাগিলেন। বায়ু বাসব প্রেরিত সর্বরত্ন
 সমায়ুক্ত মণি কাঞ্চন বিভূষিত কাঞ্চনী ও মালা প্রদান করি-
 লেন। স্বয়ং দেবরাজ ভক্তি সহকারে রঘুপতিকে হার
 প্রদান করিলেন। দেব গন্ধর্ব সকলেই আগমন করিয়া-
 ছিলেন এবং অপরাগণ আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল। স্বর্গে
 দুন্দুভি ধনি এবং পদ্মপলাশলোচন নবদূর্বাদল শ্যাম রামচন্দ্রো-
 পরি অবিরল ধারার কুসুম বৃষ্টি হইতে লাগিল ; কিরীট মধ্যে
 যেন কোটি সূর্য্যের আভা বিরাজিত হইতে লাগিল, তাঁহার
 কাস্তি কোটি কন্দর্পের ন্যায় হইল, এবং তিনি দিব্য পীতাম্বর
 পরিধান করিলেন। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।
 ৪৪। ৪৫। ৪৬।

তিনি দিব্যাভরণ সম্পন্ন ও দিব্য অশুক চন্দনাহলিপ্ত
 হইলেন ; তাঁহার বাহুদ্বয়ে অযুত আদিত্য সন্নিভ আভা বহি-
 স্কৃত হইতে লাগিল। এবং বামভাগে বিবিধ ভূষণ

বামভাগে সমাসীনাং সীতাং কাঞ্চনসন্নিভাম্ ।
 নর্দীভরণসম্পন্নং বামাক্ষে সনুপস্থিতাম্ ॥ ৪৮ ॥
 রক্তোৎপলকরাস্তোজাং বামেনালিঙ্গ্য সংস্থিতাম্ ।
 সর্বাতিশয়শোভাঢ্যং দৃষ্ট্বা ভক্তিসমম্বিতঃ ॥ ৪৯ ॥
 উময়া সহিতৌ দেবঃ শঙ্করৌ রঘুনন্দনম্ ।
 সর্বদেবগণৈযুক্তঃ স্তোতুং সনুপচক্রমে ॥ ৫০ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

নমোহস্তু রামায় সশক্তিকার
 নীলোৎপলশ্যামলকোমলায় ।
 কিরীটহারাক্রদভূষণায়
 সিংহাসনস্থায় মহাপ্রভায় ॥ ৫১ ॥
 ভ্রমাদিমধ্যান্তবিহীন একঃ
 সৃজ্যাবস্যৎসি চ লোকজাতম্ ।
 স্বমায়য়া তেন ন লিপ্যসে ভুং
 যৎ স্বে সুখেহজস্ররতোহনবদ্যঃ ॥ ৫২ ॥

বিভূষিতা হিরণ্ময়ী জনকহৃদিতা জ্ঞানকী আসীনা হইলেন
 এবং রক্তোৎপল বামকর দ্বারা সমালিঙ্গনে সর্বাতিশয় শোভা
 দর্শন করিয়া পিণাকপাণি মহাদেবঈশানী সমতিবাহার
 সর্বদেব পরিবৃত্ত হইয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত রামচন্দ্রের স্তব
 আরম্ভ করিলেন। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।

হে দেব ! আপনি মারাত্মক্যবতার সীতার সহিত অবস্থিতি
 করিতেছেন, আপনার কাস্তি নীলকমলের ন্যায় শ্যামল ও
 কোমল—আপনি কিরীট, হার, কেশ্বর ভূষণে ভূষিত, আপনি
 মহাপ্রভাবিত সিংহাসনে উপবিষ্ট, আপনাকে নমস্কার করি।

লীলাং বিধৎসে গুণসমুৎসবং
 প্রপন্নভক্তানুবিধানহেতো ! ।
 নানাবতারৈঃ সুরমানুবাদৈঃ ।
 প্রতীয়েসে জ্ঞানিতির্যেব নিত্যম্ ॥ ৫৩ ॥
 স্বাংশেন লোকং সকলং বিধায় তং
 বিভর্ষি চ ত্বং তদধঃ কণীশ্বরঃ ।
 উপর্যধো ভান্বনিলোড়ুপৌষধী-
 প্রবর্ষকপোহবসি নৈকধা জগৎ ॥ ৫৪ ॥
 ত্বমিহ দেহভূতাং শিখিকপঃ
 পচসি ভক্তমশেষমজস্রম ।
 পবনপঞ্চকরূপসহারো
 জগদধঃমনেন বিভর্ষি ॥ ৫৫ ॥

আপনি একাই আদি, মধ্য ও অন্ত বিহীন—আপনি নিম্ন
 মায়ার লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং ঐ মায়ার লিপ্ত
 নহেন। আপনি মায়াদারা জীবাদি স্বজন করিয়াছেন
 এবং ঐ জীব বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও আপনি তদ্ব্যবস্থার ভাগী
 নহেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি নানা
 গুণপূর্ণ হইয়া শরগাগত ভক্তদিগের মোক্ষ বিধানের
 নিমিত্ত উপেন্দ্রাদি ও রামকৃষ্ণাদি নানা অবতার দ্বারা
 স্বকীয় লীলা প্রকাশ হেতু; আপনাকে নিত্য জ্ঞানীর
 ন্যায় প্রতীক্ষমান হয়। অতএব আপনাকে নমস্কার করি।
 আপনি নিজ অংশে লোক সকল স্বজন করিয়া অধো-
 ভাগে কণীশ্বর এবং উপরে সূর্য্য, বায়ু, চন্দ্র, ব্রীহাদি,
 মেঘ প্রভৃতি বহুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহ জগতে
 আপনি দেহাত্মস্বরূপ জঠরানল হইয়া সমুদায় পদ্বিপাক
 করিতেছেন; আপনি প্রাণ, অগ্নি, সমান, উদান ও ব্যান
 হইয়া প্রাণীমাত্রেয়ই আশ্রয় দাতা। হে জগদীশ! চন্দ্র, সূর্য্য ও
 বিষ্ণু মধ্যে যে তেজ উদ্ভূত হয়, তাহাই শরীরদিগের চৈতন্য,

চন্দ্রসূর্য্যশিখিমধ্যগতং
 যন্তেজ ঈশ! চিদশেষতনুনাং ।
 প্রাভবন্তুভূতামিহ ধৈর্য্যং
 শৌর্য্যমায়ুরখিলং তব সত্ত্বম্ ॥ ৫৬ ॥
 ত্বং বিরিক্ষিশিব বিষ্ণুবিভেদাৎ-
 কালকর্ম্মশিশিসূর্য্যবিভাগাৎ ।
 বাদিনাং পৃথগিবেশে! বিভাসি
 ব্রহ্মনিশ্চিঃমন্যদিদৈকম্ ॥ ৫৭ ॥
 মৎস্যাদিকপেণ যথা ত্বমেকঃ ।
 শ্রুতো পুরাণেষু চ লোকসিদ্ধঃ ।
 তথৈব সর্ব্বং সদসদ্বিভাগ-
 স্ত্বমেব নান্যন্তবতো বিভাতি ॥ ৫৮ ॥
 যদ্যৎসমুৎপন্নমনস্তস্মকৌ
 উৎপৎস্যতে যচ্চ ভবচ্চ যচ্চ ।

অনন্ত চদিগের শৌর্য্য এবং ধৈর্য্য, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আয়ুঃ
 কিন্তু এই সমস্তই আপনার স্বভাব। ৫১। ৫২। ৫৩।
 ৫৪। ৫৫। ৫৬। হে পরমেশ্বর! শিবপরায়ণ ব্যক্তি
 শিবকে, বিষ্ণুপারায়ণ ব্যক্তি বিষ্ণুকে, চন্দ্র পরায়ণ লোক
 চন্দ্রকে, সূর্য্য পরায়ণ লোক সূর্য্যকে জগদীশ্বর বলিয়া অভিমান
 করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তৎ সমস্তই আপনি। পুরাণে কথিত
 আছে, আপনি যেমন মৎস্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দশরূপ ধারণ
 করিয়াছেন, সেইরূপ লোকে আপনাকে সদসদ্বিভাগ করিয়া
 থাকে। এই অনন্ত সৃষ্টিতে স্থাবর জঙ্গমাди যে সমুদয় বস্তু সৃষ্ট
 হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তৎসমুদয়ের কোনটিও আপনাই হইতে
 বিভিন্ন বলিয়া উপলক্ষিত হয় না। ননুযমাজ্জই আপনার
 মায়ার সমাবৃত্ত আছে। স্তবরাং আপনার তত্ত্বাবগত হইতে
 অক্ষম, কিন্তু আপনাতেই তত্ত্বসংলগ্ন আছে। ব্রহ্মাদি
 কেহই আপনার চৈতন্যরূপ অবগত নহেন, তবে বহির্বিষয়

ন দৃশ্যতে স্থাবরজঙ্গমাণ্যো

ভয়া বিনাতঃ পরতঃ পরন্তুম্ ॥ ৫৯ ॥

তত্ত্বং ন জানন্তি পরান্ননন্তে

জনাঃ সমস্তান্তব মায়স্নাতঃ ।

তত্ত্বসেবামলমানসানাং

বিভাতি তত্ত্বং পরমেকমৈশম্ ॥ ৬০ ॥

ব্রহ্মাদয়ন্তেন বিদুঃ স্বরূপং

চিদান্নতত্ত্বং বহির্বর্ণভাবাঃ ।

ততো বুধস্তামিদমেব রূপং

তন্ত্যা ভজন্ত্যন্তিমুপৈত্যহুঃখঃ ॥ ৬১ ॥

অহং ভবন্মাম গুণন্ কৃতার্থো

বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা ।

মুমূষমাণস্য বিমুক্তয়েহহং

দিশামি মন্ত্রং তব রামনাম ॥ ৬২ ॥

ইমং স্তবম্ভিত্যমন্যভক্ত্যা

শৃণুন্তি গায়ন্তি লিখন্তি যে বৈ ।

তে সর্বসৌখ্যং পরমং চ লব্ধ্বা

ভবৎপদং যান্তু ভবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৩ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

রক্ষোহধিপেনাখিলদেবসৌখ্যং

হুতং চ মে ব্রহ্মবরেণ দেব ! ।

পুনশ্চ সর্বং ভবতঃ প্রসাদাৎ

প্রাপ্তং হতো রাক্ষসদুষ্কৃতঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবা উচুঃ ।

হতা যজ্ঞভাগা ধরাদেবদন্তা

মুরারে ! খলেনাদিদ্ভৈত্যেন বিক্ষো ! ।

হতোহদ্য ভয়া নো বিভানেষু ভাগাঃ

পুরাবস্তুবিদ্যন্তি যুস্মৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৫ ॥

পিতর উচুঃ ।

হতোহদ্য ভয়া দুষ্কদ্ভৈত্যো মহান্নন !

গয়াদৌ নরৈর্দত্তপিণ্ডাদিকান্নঃ ।

বলাদন্তি হতা গৃহীত্বা সমস্তা-

নিদানীং পনর্লক্ষসত্বা ভবামঃ ॥ ৬৬ ॥

ভাবাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় পণ্ডিতেরা জ্ঞান সমর্থ হইয়া
আপনার প্রকৃত দৃশ্যমানরূপ ধ্যান করতঃ মুক্তি প্রাপ্ত হয়।
হে ত্রীরাম ! আমি জীবমুক্তির জন্য জীবের নিদান সময়ে আপ-
নার 'রাম' নামরূপ মহামন্ত্রে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিব ! যে
ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া ভক্তি সহকারে এই স্তব পাঠ করে,
শ্রবণ করে, গান করে, অথবা লেখে, সে আপনার পরম
মধ্যতা লাভ করিয়া আপনার প্রসাদে আপনার পাদপদ্ম
প্রাপ্ত হয়। ৫৭।৫৮। ৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩।

৮২

ইন্দ্র কহিলেন—হে দেব ! রাক্ষসাদিপতি দশানন ব্রহ্মা-
কর্তৃক বর প্রাপ্ত হইয়া আপনার অখিল দেবরাজ্যের মিত্রতা
হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে ভবদীয় প্রসাদ হেতু সেই দুষ্ক
শত্রু রাক্ষস আপনার দ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছে। ৬৪।

দেবভাষা কহিলেন—হে মুরারে, বিক্ষো ! ভূদেব যজ্ঞ-
ভাগ প্রদান করিলে খলসভাব রাক্ষসদ্বারা তাহা অপহৃত হয়,
এক্ষণে রাবণোৎপত্তির প্রাকালে যেমন যজ্ঞ ভাগ প্রাপ্ত হই-

যক্ষা উচুঃ ।

সদা বিটিকর্মণ্যনেনাতিযুক্তা

বহান্নো দশাস্তং বলাৎ দুঃখযুক্তাঃ ।

দুরাত্মা হতো রাবণো রাঘবেশ !

ত্বয়া তে বরং দুঃখজাতাঃ স্মৃত্যুতাঃ ॥ ৬৭ ॥

গন্ধর্বা উচুঃ ।

বরং সঙ্গীতনিপুণা গায়ন্তস্তে কথামৃতম্ ।

আনন্দামৃতসন্দোহযুক্তাঃ পূর্ণাঃ স্থিতাঃ পুরা । ৬৮

পশ্চাদ্দুরাত্মনা রাম ! রাবণেনাতিবিদ্ভুতাঃ ।

তমেব গায়মানাশ্চ তদারাদনতৎপরাঃ ॥ ৬৯ ॥

স্থিতাস্থরা পরিভ্রাতা হতোহরং দুর্ভরাক্ষসঃ ।

এবং মহোরগাঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরা মরুতস্তথা । ৭০ ।

বসবো মুনরো গাবো গুহ্যকাশ্চ পতত্রিণাঃ ।

সপ্রজাপতয়শ্চৈতে ভথা চাম্বরসাং গণাঃ । ৭১ ।

ভাম, অদ্য আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে আমরাদিগেরই সেই
বজ্রীয় ভাগ হইবে। ৬৫। ৬৭।পিতৃলোক কহিলেন—হে মহাত্মন! অদ্য তোমাকর্তৃক
দুর্ভ দৈত্য বিনষ্ট হইল, ঐ দুর্ভ গরাক্ষেত্রে মনুষ্যদত্ত পিণ্ডান্ন
বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া ভোজন করিত, এক্ষণে সেই পিণ্ড
পুনঃ প্রাপ্ত হইব। ৬৮।যক্ষ কহিলেন—হে রাঘবেশ ! আমরা এই দুর্ভ রাক্ষস বর্জক
বিষ্টি কর্ত্তে প্রেরিত হইতাম, এক্ষণে আমরাদিগের অপার দুঃখ
অপনোদনের নিমিত্ত আপনি সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করিয়া-
ছেন। গন্ধর্বেরা কহিয়াছেন, আমরা সঙ্গীত শিশু গন্ধর্ব রাবণ

সর্বের রামং সমাসাদ্য দৃষ্ট। নেত্রমহোৎসবম্ ।

স্তম্ভা পৃথক্ পৃথক্ সর্বের রাঘবেণাভিবন্দিতাঃ ॥ ৭২

যযুঃ স্বং স্বং পদং সর্বের ব্রহ্মরুদ্ভাদবস্তথা ।

প্রশংসন্তো মূঢ়া রামং গায়ন্তস্তস্মৈ চেষ্টিতম্ ॥ ৭৩ ॥

ধ্যায়ন্তস্তভিষেকাদ্রস তালক্ষণসংযুতম্ ।

সিংহাসনস্থং রাজেন্দ্রং যযুঃ সর্বের হৃদিস্থিতম্ ॥ ৭৪ ॥

খে বাদ্যেষু ধ্বনৎসু প্রমুদিত-

হৃদয়েদেবরূদ্ভৈঃ স্তবন্তিঃ

বর্ষন্তিঃ পুষ্পরক্তিং দিবি মুনি-

নিকরৈরীভ্যমানং সমস্তাং ।

রাজ্যের পূর্ব হইতেই আপনার অমৃতময়ী কথা গান করিয়া
পূর্ণানন্দিত ও আপনার বিবরণ সন্দিহান চিত্ত হইয়া অবস্থান
করিতাম ; পরে হে রামচন্দ্র ! দুরাত্মা রাবণ আমাদেরকে বল
পূর্বক স্বপ্নে আনিলেও আমরা আপনার আরাধনায় তৎপর
হইয়া, আপনারই সঙ্গীত গান করিতাম। এক্ষণে আপনি
সেই দুর্ভ রাক্ষসকে নিহত করিয়া মহোরগ, সিদ্ধ, কিন্নর,
মকং, বসু, মুনি, গো, গুহ্যক, বিহঙ্গম, প্রজাপতি, অম্বর
এবং গণ সমূহকে রক্ষা করিয়াছেন। ৬৯। ৭০। ৭১।অধুনা সকলেই রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া এবং তৎকর্তৃক সকলই
অভিবন্দিত হইয়া, প্রত্যেকই মহোৎসবে তাঁহাকে স্তব করিতে
লাগিল।অনন্তর, ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি দেবতা সকল আনন্দিত
মনে রামচন্দ্রের প্রশংসা ও গীত সংকীর্তন করিতে করিতে
স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ; রামচন্দ্র, গীতা ও লক্ষণের সহিত
রাজ্যাভিবিক্ত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, সকলেই
তাঁহাকে হৃদয়স্থ করিয়া ধ্যান করিতে করিতে প্রস্থান করিল।
বিমান মার্গে বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল, দেবতার প্রমুদিত

ব্রাহ্মঃ শ্রামঃ প্রসন্ন স্মিতকৃচির-
মুখঃ সূর্য্যাকোটিপ্রকাশঃ
সীতাসৌমিত্রিবায়াজ্জমুনি-

হরিত্তিঃ সেব্যমানো বিভাতি ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামারণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
দ্বকাণ্ডে চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

হৃদয়ে স্তব করিতে লাগিল—সর্গ হইতে পুষ্পবৃক্ষি হইতে
লাগিল। মহর্ষিরা ইত্যন্তঃ স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিল ; নব-
ভূর্বাদলশ্যাম শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া স্মিতমুখ হইলে এবং সীতা,

সৌমিত্রি, পবনাজ্জ ও মুনি প্রভৃতিসকলের দ্বারা পরিসেব্যমান
হইয়া কোটি সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।
৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামারণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
দ্বকাণ্ডে পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

রামেহতিষিক্তে রাজেন্দ্রে সর্বলোকসুখাবহে ।
বসুধা শস্যসম্পন্না কলবন্তো মহীকুহাঃ ॥ ১ ।
গন্ধহীনানি পুষ্পাণি গন্ধবন্তি চকাশিরে ।
সহস্রশতমস্থানাং ধেনুনাং চ গবাং তথা । ২ ।

মহাদেব কহিলেন—শ্রীরাম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে প্রজা-
পুঞ্জ প্রভৃতি লোক সমুদয় সুখসাগরে ভাসমান হইতে লাগিল,
বসুমতি শস্যপূর্ণা হইলেন, পাদপাবলি ফলবান হইল, সৌরভ
বিহীন কুমুমচয় সৌগন্ধ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। রঘু-
নন্দন ব্রাহ্মণ দিগকে শত সহস্র অশ্ব, হৃদ্ববতীধেনু প্রথমতঃ দান
করিলেন; পরে ত্রিংশত কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও অসংখ্য বৃষ বিতরণ

দদৌ শতব্রহ্মান পূর্ব্বং দ্বিজেন্ত্যো রঘুনন্দনঃ ।
ত্রিংশৎকোটিং সুবর্ণম্ ব্রাহ্মণেন্ত্যো দদৌ পুনঃ ॥
বস্ত্রাভরণরত্নানি ব্রাহ্মণেন্ত্যো মুদা তথা ।
সূর্য্যকান্তিসমপ্রখ্যাং সর্ব্বরত্নময়ীং স্রজম্ ॥ ৪
সুগ্রীবায় দদৌ প্রীত্যা রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ।
অঙ্গদায় দদৌ দিব্যে হৃদ্রে রঘুনন্দনঃ । ৫ ।

করিলেন। অনন্তর ভক্তবৎসল রাঘব যার পর নাই হর্ষিত
হইয়া ব্রাহ্মণ দিগকে বস্ত্র, আভরণ, রত্ন, দান করিয়া কণিরাঙ্গ
সুগ্রীবকে সূর্য্য কান্তি সন্নিভ সর্ব্বরত্নময়ী মালা এবং সুবরাজ
অঙ্গদকে কেয়ুর প্রদান করিলেন। পরিশেষে রঘুকুলতিলক

চন্দ্রকোটীপ্রতীকাশং মণিরত্নবিভূষিতম্ !
সীতারৈ প্রদদৌ হারং প্রীত্যা রঘুকুলোত্তমঃ । ৬
অবমুচ্যাত্মনঃ কণ্ঠাৎ হারং জনকনন্দিনী ।
অবৈক্ষত হরীন্ সৰ্বান ভৰ্ত্তারং চ মুহুমুহঃ ॥ ৭ ॥
রামস্তামাহ বৈদেহীমিঙ্গিতজ্ঞো বিলোকয়ন্ ।
বৈদেহি ! মম তুষ্ঠাসি দেহি তৈশ্চ বরাননে ॥ ৮ ॥
হনুমতে দদৌ হারং পশ্যাতে রাঘবস্য চ ।
তেন হারেণ শুশুভে মারুতির্গৌরবেণ চ ॥ ৯ ॥
রামোহপি মারুতিং দৃষ্ট্বা কৃতাজ্জলিমুপস্থিতম্ ।
ভক্ত্যা পরময়া তুষ্ট ইদং বচনমব্রবীৎ । ১০ ॥
হনুমন্তে প্রসন্নোহস্মি বরং বরয় কাক্ষিকতম্ ।
দাস্যামি দেবৈরপি যদ্ব চ্ছল'ভং ভুবনজয়ে । ১১ ॥
হনুমানমপি তং প্রাহ নত্বা রামং প্রহৃষ্টধীঃ ।

ঈরাম কোটিচন্দ্র প্রভাষিত মণিরত্ন বিভূষিত হার সহাস্যাস্যে
সীতার কণ্ঠদেশে প্রদান করিলেন, জনক নন্দিনীও বানর-
গণ ও রাম সমক্ষে আপনার কণ্ঠ হইতে হার উন্মুক্ত করিয়া
তাহাদিগের প্রতি বারম্বার নম্ননপাত করিতে লাগিলেন । ১ ।
। ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ ।

ঈরাম বৈদেহীকে ইঙ্গিতে অবলোকন করিয়া কহিলেন,
হে বরাননে ! তুমি যাহার প্রতি পরিতুষ্টা আছ তাহাকে হার
প্রদান কর । অমনি বিদেহ পুত্রী-সীতা রাম সমক্ষে হনু-
মানকে রত্নহার প্রদান করিলেন, মারুতি সেই রত্নহারে
সুশোভিত হইল । রঘুনন্দন পবনকুমারকে প্রণাম ভক্তি
সহকারে কৃতাজ্জলিগুট হইয়া স্বীয় সন্নিধানে উপনীত
সন্দর্শন করিয়া অতি সন্তোষ চিত্তে তাহাকে বলিলেন—হে
হনুমন্ ! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব এই
ত্রিভুবন মধ্যে দেব চ্ছল'ভ বর প্রার্থনা কর আমি তোমাকে
প্রদান করিব । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ ।

হনুমান প্রহৃষ্ট চিত্তে প্রণতি পুরঃসর ঈরামকে কহিল, হে

হনুমানস্মরতো রাম ! ন তৃপ্যতি মনো মম । ১২ ।
অতস্ত্বমাম সততং স্মরন্ স্থাস্যামি ভুতলে ।
যাবৎ স্থাস্যতি তে নাম লোকে তাবৎকালবরম্ ।
মম তিষ্ঠতু রাজেন্দ্র ! বরোহরং মেহতিকাক্ষিকতঃ
রামস্তথেতি তং প্রাহ মুক্তস্তিষ্ঠ যথাসুখম্ ॥ ১৪ ॥
কম্পান্তে মম সাযজ্যং প্রাপসাসে নাত্র সংশয়ঃ ।
তমাহ জানকী প্রীতা যত্র কুত্রাপি মারুতে ॥
স্থিতং ভ্রামন্তুযাস্যন্তি ভোগাঃ সর্বৈ সমাজ্জরা ।
ইত্যুক্তো মারুতিস্তাত্যাং ঈশ্বরাত্যাং প্রহৃষ্টধীঃ ॥
আনন্দাশ্রুপরীতাক্ষো ভূয়োভূয়ঃ প্রণম্য তৌ ।
কৃচ্ছাদ্যযৌ তপস্তপুং হিমবন্তং মহামতিঃ ॥ ১৭ ॥
ততো গুহং সমাসাদ্য রামঃ প্রাজ্জলিমব্রবীৎ ।
সখে ! গচ্ছ পুরং রমাং শৃঙ্গিবেরমনুত্তমম্ ॥ ১৮

রঘুনন্দন ! আপনার নাম স্মরণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হয়না,
অতএবইহলোকে আপনার নাম যত দিন থাকিবে আমিও তাহা
আমরণ সতত স্মরণ করিয়া অবস্থিতি করিব—হে রাজেন্দ্র !
মদাকাম্বিত এই বর আমাকে প্রদান করুন, রামচন্দ্র 'তথাস্ত'
বলিয়া তাহাকে কহিলেন—তুমি জীবমুক্ত হইয়া যথা সুখে
অবস্থান কর; কম্পান্তে—তুমি নিঃসন্দেহই আমার সাযুজ্য
প্রাপ্ত হইবে, অমনি জানকীও কহিলেন—হে মারুতে ! ভোগ
সমূহ আমার আজ্ঞানুসারী হইয়া তোমার অহুগমন করিবে ।
তাহার এইরূপ কহিলে প্রহৃষ্টামনা মহামতি পবনন্দন আন-
ন্দাশ্রুপূর্ণ নয়ন হইয়া সসীত রামকে বারম্বার প্রণাম করতঃ
রাম দর্শন বিরোগ হেতু তপস্যা করণাভিলাষে হিমালয়ান্তি-
মুখে প্রস্থান করিল । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ ।

অনন্তর রামচন্দ্র গুহকে প্রাপ্ত হইয়া বদ্ধাঞ্জলি পূর্বক
তাহাকে কহিলেন—হে সখে ! তুমি অত্যুত্তম শৃঙ্গিবের
পুরিতে গমন পূর্বক আমাকে অহুগণ চিন্তা করতঃ সোপার্জিত

মামেব চিত্তয়ন্নিত্যং ভুংক্ষ্য ভোগান্নিজার্জিতান্ ।

অন্তে মমৈব সাকপ্যং প্রাপ্যসে ত্বং ন সংশয়ঃ । ১৯

ইতু্যক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈ দিব্যান্যাত্তরণানি চ ।

রাজ্যং চ বিপুলং দত্ত্বা বিজ্ঞানং চ দদৌ বিভুঃ । ২০

রামেণালিঙ্গিতো হৃষ্টো বর্যো স্বভবনং গুহঃ ।

যে চান্যে বানরাঃ শ্রেষ্ঠা অযোধ্যাং সমুপাগতাঃ ॥

অমূল্যাত্তরণৈর্কষ্টৈঃ পূজুরামাস রাঘবঃ ।

সুগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্বৈ বানরাঃ সবিভীষণাঃ । ২২ ॥

যথাহং পূজিতাস্তেন রামেণ পরমাত্মনা ।

প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বৈ জগ্মুরেব যথাগতম্ ॥ ২৩ ॥

সুগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্বৈ কিঙ্কিন্ধ্যাং প্রযযুর্মুদা ।

বিভীষণস্ত সম্প্রাপ্য রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ২৪ ॥

রামেণ পূজিতঃ প্রীত্যা বর্যো লক্ষ্মামনিন্দিতঃ ।

রাঘবো রাজ্যমখিলং শশাসাখিলবৎসলঃ ॥ ২৫ ॥

অনিচ্ছন্নপি রামেণ যৌবরাজ্যেহভিষেচিতঃ ।

লক্ষ্মণঃ পরয়া ভক্ত্যা রামসেবাপরোহিতবৎ ॥ ২৬ ॥

রামস্ত পরমাত্মাপি কৰ্ম্মাধ্যক্ষোহপি নির্মলঃ ।

কর্তৃত্বাদিবিহীনোহপি নিকরিকারোহপি সর্বদা ॥ ২৭

স্বানন্দেনাপি ভুক্তঃ সন্ লোকানামুপদেশকৃৎ ।

অশ্বমেধাদিবৈজ্ঞেয়ং সর্বৈর্কিপুলদক্ষিণৈঃ ॥ ২৮ ॥

অবজৎপরমানন্দে। মানুষং বপুর্শ্রাশ্রিতঃ ।

ন পর্য্যদেবস্থিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্ ॥ ২৯ ॥

ন ব্যাধিজং ভয়ং চাসীদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি ।

লোকে দম্যভয়ং নাসীদনর্থো নাস্তি কশ্চন ॥

বুদ্ধেযু সৎসু বালানাং নাসীনমৃত্যুভয়ং তথা ।

রামপূজাপরাঃ সর্বৈ সর্বৈ রাঘবচিন্তকা ॥ ৩১ ॥

ববর্ষুর্জলদাস্তোয়ং যথাকালং যথারুচি ।

প্রজাঃ স্বধর্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণাস্বিতা ॥ ৩২ ॥

ঔরসানিবি রামোহপি জুগোপ পিতৃবৎপ্রজাঃ ।

সর্বলক্ষণসংযুক্তাঃ সর্বধর্মপরায়ণাঃ । ৩৩ ।

অন্ন ভোগ কর, পরে মৃত্যু সময়ে আমার সাযুজ্য নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া তিনি তাহাকে দিব্য ভূষণ, বিপুল রাজ্য এবং বিজ্ঞান প্রদান করিয়া আলিঙ্গন করিলেন; ওহ রামালিঙ্গনে আত্মাদিত হইয়া স্বভবনে প্রস্থান করিল। অপরাপর যে সমস্ত বানর শ্রেষ্ঠ অযোধ্যার উপনীত হইয়াছিল, রাঘব তাহাদিগকে অমূল্য বস্ত্র ও আভরণ দ্বারা পূজা করিলেন। ১৮। ১৯। ২০। ২১।

সুগ্রীব প্রভৃতি সমস্ত বানর শ্রেষ্ঠ ও বিভীষণ পরমাত্মা রাঘব কর্তৃক পূজিত হইয়া আনন্দিতান্তঃকরণে যথাস্থানে প্রস্থান করিল; পরে সুগ্রীবাদি বানরগণ কিঙ্কিন্ধ্যা নগরীতে গমন করিল; বিভীষণ নিকটক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাম কর্তৃক সানন্দে পূজিত হওনানন্তর লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অখিল বৎসল রাঘব সমস্ত রাজ্য শাসন করিতে

লাগিলেন এবং লক্ষ্মণদেব অনিচ্ছুক থাকিলেও শ্রীরাম তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু তিনি দৃঢ় ভক্তির সহিত রামচন্দ্রের সেবানুরক্ত হইলেন। নির্মল পরমাত্মা রামচন্দ্র কার্য্যাধ্যক্ষ হইলেও, অহঙ্কণ নিরত্মানী ও বিকার শূন্য হইয়া স্বকীর্ত্তনন্দে লোকদিগকে উপদেশ দিবার জন্য বিপুল দক্ষিণার সহিত বজ্রাহুষ্ঠান করিলেন। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

দেহ সম্বলিত পরমানন্দ রামচন্দ্র লোকরঞ্জন করিতে লাগিলেন, রাজ্য মধ্যে সর্প, ব্যাঘ্র, অনারুতিভয়, ব্যাধি, দম্য ও অনর্থ ভয় ভিলার্কি মাত্র রহিল না। বুদ্ধদিগের মধ্যে বালকদিগের মৃত্যু ভয় পরিশূন্য হইল এবং সকলেই রাঘব চিন্তাপর হইয়া রামপূজায় নিরত হইল। মেঘ সময়ে জল দান করিতে লাগিল, বর্ণাশ্রম প্রজাপুঞ্জ স্বধর্ম নিরত

৩৫৮

দশবর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমুপাস্ত সঃ ॥ ৩৪ ॥

ইদং রহস্যং ধনধান্যখাদ্বিমং

দীর্ঘায়ুরোগ্যকরং সুপুণ্যদম্ ।

পবিত্রমাধ্যাত্মিকসংজ্ঞিতং পুরা

রামায়ণং ভাষিতমাদিশন্তুনা ॥ ৩৫ ॥

শৃণোতি তন্ত্য মনুজঃ সমাহিতো

তন্ত্য পঠেদ্বা পরিতুষ্টমানসঃ ।

সর্বাঃ সমাপ্নোতি মনোগতাশিষো

বিমুচ্যতে পাতককোটিভিঃ ক্রণাং ॥ ৩৬ ॥

রামাভিষেকশ্রবতঃ শৃণোতি যো

ধনাভিলাষী লভতে মহত্বনম্ ।

পুত্রাভিলাষী স্তুতমার্যসম্মতং

প্রাপ্নোতি রামায়ণমাদিতঃ পঠন্ ॥ ৩৭ ॥

শৃণোতি যোহধ্যাত্মিকরামসংহিতাং

প্রাপ্নোতি রাজা ভুবমুদ্রসম্পদম্ ।

শত্রুশ্রিজিত্যরিভিরপ্রধর্ষিতো ।

ব্যপেতদুঃখো বিজরী ভবেন্ পঃ ॥ ৩৮ ॥

স্তিরোহপি শৃণুন্ত্যধিরামসংহিতাং

ভবন্তি তা জীবন্তুতাশ পুজিতাঃ ।

বন্ধ্যাহপি পুত্রং লভতে সুরূপিণং

কথামিমাং ভক্তিযুতা শৃণোতি যা ॥ ৩৯ ॥

শ্রদ্ধাশ্রিতো যঃ শৃণুয়াৎপঠেদ্বরো

বিজিত্য কোপং চ তথা বিমৎসরঃ ।

দুর্গাণি সর্বাণি বিজিত্য নির্ভরো

তবেৎ সুখী রাঘবভক্তিসংযুতঃ ॥ ৪০ ॥

সুরাঃ সমস্তা অপি যান্তি ভুত্বতাং

বিঘ্নাঃ সমস্তা অপযান্তি শৃণুতাম্ ।

অধ্যাত্মরামায়ণমাদিতো নৃণাং

ভবন্তি সর্বা অপি সম্পদঃ পরাঃ ॥ ৪১ ॥

রজস্বলা বা যদি রামতৎপরা

হইল। রামচন্দ্র তাহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন, সর্বলক্ষণ সম্পন্ন সর্ব ধর্মপরায়ণ প্রজারাও তাহাকে গিতার ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। দশরথি দশ সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। পূর্বে মহাদেব স্বয়ং ধন ধান্য সমৃদ্ধি সম্পন্ন দীর্ঘ জীবনারোগ্যকারী সুপুণ্যদ, পবিত্র আধ্যাত্মিক রামায়ণ বর্ণনা করিয়াছিলেন । ২২ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ।

যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে রামায়ণ শ্রবণ এবং পরিতুষ্ট মনে ও ভক্তির সহিত পাঠ করে, সে ব্যক্তি সর্ব প্রকার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া কোটি কোটি পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি অর্থাভিলাষী হইয়া শ্রীরামের অভিষেক বিষয় সযত্নে শ্রবণ করে, সে বিপুল ধন প্রাপ্ত হয়। যে পুত্রাশয়ে রামায়ণের আদ্যন্ত পাঠ করে সে শিষ্ট সম্মত পুত্র লাভ করে। যে রাজা আধ্যাত্মিক রাম সংহিতা শ্রবণ

করেন, তিনি সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া ও সর্ব দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। যে সকল কামিনী অধ্যাত্মরামায়ণের আধ্যান শ্রবণ করে, তাহারা জীবন্তুতা দ্বারা পুজিতা হয়; যে বন্ধ্যাত্মী ভক্তি সংযুক্ত হইয়া রামায়ণ কথা শ্রবণ করে, সে অভিলাষ অনুরূপ সম্ভান লাভ করে, যে নর শ্রীরামের উপর ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক বিগত চিত্তে রামায়ণ কথা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে বিমৎসর, কোপ ও সর্ব দুঃখ জয় করিয়া পরম সুখ লাভ করে। রামায়ণ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলে দেবতার পরিতুষ্ট হইবেন, বিয় সমুদায় বিনষ্ট ও সর্ব সম্পদ সম্পন্ন হয়। যদি রাম তৎপরা রজস্বলা কামিনী রামায়ণ শ্রবণ করে, তৎপ্রসবিত পুত্র ঋষিদিগের ন্যায় দীর্ঘ

শৃণোতি রামায়ণমেতদাদিতঃ ।

পুত্রং প্রাপ্তে স্নানভক্ষিরাযুৎ

পতিব্রতা লোকমুপুজিতা ভবেৎ । ৪২ ।

পুজয়িত্বা তু যে তন্ত্ৰা নমস্কুবন্তি নিত্যশঃ ।

সৰ্বৈঃ পাপৈর্বিনিমুক্তা বিকোৰ্যাস্তি পরং পদম্ ।

অধ্যাত্মরামচরিতং কুৎসং শৃণুস্তি ভক্তিতঃ ।

পঠন্তি বা স্বয়ং বক্ত্রাত্তেমাং রামঃ প্রসীদতি ॥ ৪৪

রাম এব পরং ব্রহ্ম তস্মিন্শ্রুত্বৈহখিলায়নি ।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং যদ্যদিচ্ছতি তদ্ববেৎ ॥ ৪৫

শ্রোতব্যং নিরুমেতৈতদ্রামায়ণমখণ্ডিতম্ ।

আয়ুস্যমারোগ্যকরং কল্পকোট্যঘনাশনম্ ॥ ৪৬ ।

দেবাশ্চ নবৈ ভুব্যস্তি গ্রহাঃ সৰ্বৈ মহর্ষয়ঃ ।

জীবন প্রাপ্ত হয়, এবং পতিব্রতা রমণী সর্বলোক পূজিতা হয়েন । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । যাহারা ভক্তি সহকারে গন্ধপুষ্প দ্বারা রামচন্দ্রকে নিত্য পূজা করিয়া নমস্কার করে, তাহার সর্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে, যিনি অধ্যাত্ম শ্রীরামের চরিত্র বিগুহ্ব চিত্তে ও ভক্তির সহিত অধ্যয়ন বা স্বয়ং বর্ণনা করেন, শ্রীরাম তাঁহার উপরে পরিতুষ্ট হয়েন । রামচন্দ্র স্বয়ং পরমব্রহ্ম, তিনি তুচ্ছ থাকিলে অখিল সংসার সম্ভষ্ট থাকে, এবং ধর্মার্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই অর্থাগুত অধ্যাত্ম রামায়ণ পরমাত্ম বুদ্ধি, রোগ অপনোদন, ও কোটি কল্প পাপ জনিত নিরয়গমন নিবারণ করে, অতএব নিরনিতরূপে ইহা শ্রবণ করা কর্তব্য । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ ।

রামায়ণস্য শ্রবণে ভুব্যস্তি পিতরস্তথা । ৪৭ ।

অধ্যাত্মরামায়ণমেতদন্তু তং

বৈরাগ্যবিজ্ঞানযতং পুরাতনম্ ।

পঠন্তি শৃণুস্তি লিখন্তি যে নরা-

স্তেবাং ভবেহস্মিন্ন পুনর্ভবো ভবেৎ । ৪৮ ।

আলোড্যাখিলবেদরাশিমস্কৃদ্যন্তারকং ব্রহ্ম

তজ্জামো বিষ্ণুরহস্যমূর্তিরিতি যো বিজ্ঞায়-ভূতেশ্বরঃ

উদ্ধৃত্যাখিলনারসংগৃহ্মিদং সংক্ষেপতঃ প্রস্কুটং

শ্রীরামশু নিগূঢ়তত্ত্বমখিলং গ্রাহ প্রিয়ান্নৈ ভবঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সন্মাদে

যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

রামায়ণ শ্রবণ করিলে দেবতা, গ্রহ, ঋষি এবং পিতৃলোক সমস্ত সম্ভোষ লাভ করিয়া থাকেন । যাহারা বৈরাগ্য বিজ্ঞান যুক্ত পুরাতন অধ্যাত্ম রামায়ণ অধ্যয়ন করেন, শ্রবণ করেন এবং লিখেন এই ভবসংসারে তাঁহাদিগের আর পুনর্জন্ম হয় না । ভূতেশ্বর মহাদেব স্বয়ং অখিল বেদরাশি বিলোড়ন করিয়া তারকব্রহ্ম শ্রীরামকে বিষ্ণুর রহস্য মূর্তি অবগত হইয়া, উপনিষদের সারভূত অর্থ সংগ্রহ পূর্বক, তাঁহার এই নিগূঢ় তত্ত্ব ভবানীকে সংক্ষেপে কহিয়াছিলেন । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসন্মাদে

যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্তঃ ।

উত্তর কাণ্ডম।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

জয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যাং হৃদয়নন্দনো রামঃ
দশবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ । ১ ।
পার্কীত্যাচ ।
অথ রামঃ কিমকরোৎকৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ ।
হত্বা যুধে রাবণাদীন্ রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমঃ ? । ২ ।
অভিষিক্তস্বযোধ্যায়াং সীতয়া সহ রাঘবঃ ।
মারামানুষতাং প্রাপ্য কতিবর্ষাণি ভূতলে ? ॥ ৩ ॥
স্থিতবান্ লীলয়া দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
অত্যজ্ঞমানুষং লোকং কথমন্তে রঘুদহঃ ? । ৪ ।
এতদাখ্যাহি ভগবন্ ! শ্রদ্ধদত্যা মম প্রভো ! ।
কথাপীযুষমাস্বাদ্য তৃষ্ণা মেহতীব বর্দ্ধতে ।
রামচন্দ্রস্য ভগবন্ ! ক্রহি বিস্তরশঃ কথাম্ । ৫ ।

রাক্ষসানাং বধং কৃত্বা রাজ্যং রাম উপস্থিতে ।
আযষু মুনিয়ঃ সর্বে শ্রীকামমতিবন্দিতুম্ । ৬ ।
বিশ্বামিত্রোহসিতঃ কণ্ণোদূর্বাসা ভৃগুরজিরাঃ ।
কশ্যপো বামদেবোহত্রিস্থথা সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ॥ ৭ ॥
অগস্ত্যঃ সহ শিষ্যৈশ্চ মুনিভিঃ সহিতোহভ্যগাৎ ।
দ্বারমাসাদ্য রামস্য দ্বারপালমথালবীৎ । ৮ ।
ক্রহি রামায় মুনিয়ঃ সমাগত্য বহিঃস্থিতাঃ ।
অগস্ত্যপ্রমুখাঃ সর্বে আশীর্ভিরতিনন্দিতুম্ ॥ ৯ ॥
প্রতিহারস্ততো রামমগস্ত্যবচনাদ্ভ্রতম্ ।
নমস্কৃত্যালবীদ্বাক্যং বিনয়াবনতঃ প্রভুম্ ॥ ১০ ॥

দশানন নিধনকারী পুণ্ডরীকাক্ষ রঘুবংশ তিলক কৌশল্যা-
হৃদয় নন্দন দাশরথি রামের জয় হউক ।

পার্কীতী মহাদেবকে বলিয়াছিলেন—কৌশল্যানন্দ বর্দ্ধন
অমিত ভেজা শ্রীরাম দশানন প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে যুদ্ধে বিনাশ
করিবার পর আর কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন ? রঘুবংশাবতংশ
রামচন্দ্র অবোধ্যায় সীতার সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া
নারামানুষ রূপে আর কত কাল এই ধরাধামে অবস্থিতি
করিয়াছিলেন ? পরমব্রহ্ম সনাতন শ্রীরাম স্বকীর লীলার
অবস্থান করিয়া ইহলোক কি রূপে পরিভ্রাণ করিলেন ? হে
ভগবন্ ! রামচন্দ্রের অমৃতময়ী কথা শ্রবণে, তাঁহার বিষয় অবগত
হইবার জন্য আমার পিপাসা উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতেছে
অতএব উক্ত বিষয় বর্ণন করিয়া আমার কোঁতুল পরিতৃপ্ত করুন
। ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ ।

মহাদেব কহিলেন—শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষস দিগকে বিনাশ
করিয়া রাজ্য মধ্যে উপনীত হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, অসিত,
কণ্ণ, দুর্বাসা, ভৃগু, অজিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি ও আর
আর মহর্ষি তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য অবোধ্যায়
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; পরে অগস্ত্যমুনি শিষ্যগণ পরিবৃত
হইয়া রামচন্দ্রের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দ্বারপালকে কহি-
লেন—তুমি সত্বর গিয়া রামচন্দ্রকে বল যে, অগস্ত্য প্রভৃতি
মুনিশ্রেষ্ঠগণ আপনাকে আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিতে
আগমন করিয়া বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । প্রতিহারী
অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণান্তর জঁতপদে রামসন্নিধানে গমন করিয়া
নমস্কার পূর্বক কৃতান্তলিপুটে কহিল, প্রভো ! অগস্ত্য প্রভৃতি

কৃতাজ্জলিকবাচেদমগন্ত্যো মুনিভিঃ সহ ।
 দেব ! ত্বদর্শনার্থায় প্রাপ্তো বহিঃপস্থিতঃ ॥ ১১ ॥
 তনুবাচ দ্বারপালং প্রবেশয় যথামুখম্ ।
 পূজিতা বিবিশুর্বেশ্ম নানারত্নবিভূষিতম্ ॥ ১২ ॥
 দৃষ্ট্বা রামো মুনিং শীঘ্রং প্রত্যুখ্য কৃতাজ্জনিঃ ।
 পাদ্যার্যাদিভিরাপূজ্য গাং নিবেদ্য যথাবিধি ॥ ১৩ ॥
 নত্বা তেভ্যো দদৌ দিব্যান্যাসনানি যথাহৃতঃ ।
 উপবিষ্টাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ মুনয়ো রামপূজিতাঃ ॥ ১৪ ॥
 সংপৃষ্ঠকুশলাঃ সর্বৈ রামং কুশলমব্রুবন্ ।
 কুশলং তে মহাবাহো ! সর্বত্র রঘুনন্দন ! ॥ ১৫ ॥
 দিষ্টোদানীং প্রপশ্যামো হতশক্রমরিন্দম ! ।
 নহি তারঃ স তে রাম ! রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥

সখমুখং হি লোকাংস্ত্রীন্ বিদ্রেতুং শক্ত এব হি ।
 দিষ্ট্য ত্বয়া হতাঃ সর্বৈ রাক্ষসা রাবণাদরঃ ॥ ১৭ ॥
 সহ্যমেতন্মহাবাহো ! রাবণস্য নিবহণম্ ।
 অসহসেতৎসম্প্রাপ্তং রাবণৈর্বান্বদনম্ ॥ ১৮ ॥
 অস্তকপ্রতিমাঃ সর্বৈ কুন্তকর্ণাদরো মুখে ।
 অস্তকপ্রতিমৈর্কাঠৈর্হিতাস্তে রাঘুনন্দন ! ॥ ১৯ ॥
 দত্তা চেরং ত্বয়াইন্দ্রাকং পুরা হতয়দক্ষিণা ।
 হত্বা রক্ষোগণান্ সঙ্ক্ষে কৃতকৃত্যোহদ্য জীবসি ॥ ২০ ॥
 ক্ষত্বা তু ভাষিতং তেষাং মুনিনাং ভাবিতান্নাম্ ।
 বিস্ময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাজ্জলিরব্রবীৎ ॥ ২১ ॥
 রাবণাদীনতিক্রম্য কুন্তকর্ণাদিরাক্ষসান্ ।
 ত্রিলোকজয়িনো হিত্বা কিং প্রশংসথ রাবণিম ? ॥

মহর্ষিগণ আপনাকে দর্শন করিবার অভিলাষে দ্বারদেশে উপস্থিত হইরাছেন । প্রতিহারী বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, পরমসমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন পূর্বক বিবিধ মণি মাণিক্য খচিত উত্তম গৃহ মধ্যে আনয়ন কর। ১১। ১২।

অনন্তর রামচন্দ্র মহর্ষিদিগকে অবলোকন করিয়া বহু-
 জ্জলি হওত শীঘ্র গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং পাদ্যার্যাদি দ্বারা
 পূজা করণানন্তর মধুপর্কার্থ বৃষভ বিধানানুসারে নিবেদন করিয়া
 সাক্ষাৎ প্রণিপাত পূর্বক যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন
 এবং তাঁহারা রাম কর্তৃক পূজিত হইয়া সানন্দ চিত্তে উপবে-
 শন করতঃ জীৱামকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—হে
 মহাবাহো! রঘুনাত! আপনার সমস্ত মঙ্গল ত ? হে অরিন্দম !
 অধুনা আত্মাদের বিষয় সে, শত্রু নিপাত হইরাছে। হে
 রামচন্দ্র ! রাক্ষসাদিপতি রাবণ আপনার আর তারস্বরূপ
 নাই। আপনি ধনুঃগ্রহণ করিলে স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই
 ত্রিভুবন জয় করিতে নিশ্চয়ই সক্ষম হন, দেখুন আপনি রাব-

ণাদি রাক্ষসগণকে অবলীলাক্রমে নিপাত করিয়াছেন ; হে
 মহাবাহো ! আপনি অনায়াসেই রাবণ বিনাশ করিয়াছেন,
 কিন্তু রাবণ ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতেই অসহ্য হইরাছিল ; হে
 রঘুনন্দন ! সমরাদ্ধনে কুন্তকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা কালান্তকের
 ন্যায় প্রতীয়মান হইরাছিল বটে কিন্তু আপনি কালোপম শত্রু
 নিক্ষেপে তাহাদিগকে অনায়াসে বিনষ্ট করিয়াছেন। ১৩।

১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯।

পূর্বে আপনি আমাদিগকে অভয়দান করিয়াছিলেন, এক্ষণে
 রক্ষঃদিগকে বুড়ে নিহত করিয়া তাহার সফলতা সম্পন্ন
 করিয়াছেন। অতএব অদ্য কৃতকৃত্য হইয়া আপনার জীবন স্খা-
 নীয় হইল। ঈশ্বরপরায়ণ বিশুদ্ধচেতা মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ
 গোচর করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া রামচন্দ্র কৃতাজ্জলিপটে
 বিনীত বচনে কহিলেন, আপনারা স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল বিজয়ী
 অমিততেজা দশানন ও অভুল বলশালী কুন্তকর্ণকে অতিক্রম
 করিয়া কি কারণে রাবণিকে এত প্রশংসা করিতেছেন ?
 ২০। ২১। ২২।

ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
 কুন্ত্যোনির্মহাতেজাঃ রামং প্রীত্যা বচোহব্রবীৎ ।
 শৃণু রাম ! যথা ব্রহ্মং রাবণে রাবণস্য চ ।
 জন্মকৰ্ম্মবরাদানং সজ্জেকপাদ্গদতো মম ॥ ২৪ ॥
 পুরা কৃতযুগে রাম ! পুলস্ত্যা ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ।
 তপস্তপ্তুং গতো বিদ্বান্ মেরোঃ পার্শ্বং মহামতিঃ
 তৃণবিন্দোরাশ্রমেহসৌ ন্যবসন্মুনিপুঙ্গবঃ ।
 তপস্তপে মহাতেজাঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ সদা ॥ ২৬ ॥
 তত্রাশ্রমে মহারম্যে দেবগন্ধর্বকন্যকাঃ ।
 গায়ন্ত্যো ননৃতুস্তত্র হসন্ত্যো বাদয়ন্তি চ ॥ ২৭ ॥
 পুলস্ত্যস্য তপো বিস্মং চক্রুঃ সৰ্বা অনিন্দিতাঃ ।
 ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ব্যাজ্জহার বচো মহৎ ॥ ২৮ ॥
 যা মে দৃষ্টিপথং গচ্ছেৎ সা গর্তং ধারয়িষ্যতি ।
 তাং সৰ্ব্বাঃ শাপসম্মিমা ন তং দেশং প্রচক্রমুঃ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর মহামতি রাঘবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 মহাতেজা কুন্ত্যোনি অগস্ত্য শ্রীরামকে প্রসন্ন করিয়া
 কহিলেন—হে রঘুনন্দন ! দশানন্যাজ্ঞ ইন্দ্রজিতের জন্ম কৰ্ম্ম
 ও বরাদির ব্রহ্মসংক্ষেপে কহিতেছি, মনোনিবেশ পূর্বক
 শ্রবণ করুন।—হে রঘুনাথ ! সত্যযুগে ব্রহ্মপুত্র কৃতবিদ্য
 মহাত্মা পুলস্ত্যমুনি তপস্য্য করিবার নিমিত্ত মহাপর্বতের
 পার্শ্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। ঋষিসত্তম তৃণবিন্দুর আশ্রম
 মধ্যে অবস্থিতি করিয়া অনুক্ষণ কঠোর তপস্য্য করিতে
 আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু ঐ মহারম্য মধ্যে দেব ও গন্ধর্বকন্যারা
 সুরতানলয়ে স্রমধুর সঙ্গীত, নৃত্যবাদ্যাদি দ্বারা আশ্রম
 প্রমোদ করিত ; এইরূপে তাহারা পুলস্ত্যের তপোবিস্ম করিতে
 লাগিল—অনন্তর মহাতেজস্বী মহর্ষি তপস্য্যার বিপ্রাবলোকনে
 ক্রোধ পরভ্রম হইয়া এই অভিশাপ করিলেন যে, যে আমার
 দৃষ্ট পথে উপনীত হইবে তাহাকেই গর্তধারণ করিতে হইবে,

তৃণবিন্দোস্ত রাজর্ষেঃ কন্যা তন্নাশৃণোদ্বচঃ ।
 বিচচার মুনেরগ্রে নির্ভয়া তং প্রপশ্যতী ॥ ৩০ ॥
 বভূব পাণ্ডুরতনুর্বাঞ্জিতান্তঃশরীরজা ।
 দৃষ্ট্বা সা দেহবৈবৰ্ণ্যং ভীতা পিতরমম্বগাৎ ॥ ৩১ ॥
 তৃণবিন্দুশ্চ তাং দৃষ্টা রাজর্ষিরমিতভ্রাতীঃ ।
 ধ্যায়া মুনিকৃতং সৰ্বমবৈদ্বিজ্ঞানচক্ষুবা ॥ ৩২ ॥
 তাং কন্যাং মুনিবর্য্যাপুলস্ত্যায় দদৌ পিতা ।
 তাং প্রগৃহ্যাব্রবীৎকন্যাং বাঢ়মিত্যেব স দ্বিজঃ ॥
 শুশ্রবণপরাং দৃষ্টা মুনিঃ প্রীতোহব্রবীদ্বচঃ ।
 দাস্যামি পুত্রমেকন্তে উত্তরোর্বংশবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৪ ॥
 ততঃ প্রাসূত সা পুত্রং পুলস্ত্যাল্লোকবিশ্রুতম্ ।
 বিশ্রবা ইতি বিখ্যাতঃ পৌলস্ত্যো ব্রহ্মবিন্মুনিঃ ॥

কিন্তু তাহারা শাপগ্রস্তা হইয়াও ঐ মহারম্য পরিভ্রমণ
 করিল না। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

মহামুনি এইরূপ অভিশাপাত প্রদান করিলেন বটে কিন্তু
 রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ঐ বাক্য শ্রবণ করে নাই, সুতরাং
 একদা সে অসংস্কৃতি চিত্তে ঐ মুনির অগ্রে বিচরণ করিতে
 ছিল। ইত্যবসরে মুনিকন্যার গর্তসংস্কার হইবামাত্র তাহার
 বর্ণ পাণ্ডুর হইল, তদর্শনে ভয়াকুলিত মনে পিতৃসম্মিধানে
 আসিয়া উপনীতা হইল। অমিতভেজা রাজর্ষি তৃণবিন্দু কন্যার
 অরম্ভা অবলোকন করিয়া ধ্যানোপবেশনপূর্বক বিজ্ঞান চক্ষু
 দ্বারা মুনি কৃত সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন ; অনন্তর তিনি
 কন্যাকে সমভিব্যাহারে করিয়া মুনিসম্মিধানে উপস্থিত হইয়া
 কহিলেন—আপনি এই কন্যাটি গ্রহণ করুন। আমি আপ-
 নাকে অর্পণ করিলাম ; পুলস্ত্য রাজর্ষি বাক্য শ্রবণে তথাস্ত
 বলিয়া গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ৩০। ৩১। ৩৪।

মহর্ষি পুলস্ত্য তৃণবিন্দু কন্যার শুশ্রবায় পরিতুষ্ট হইয়া
 তাহাকে বলিলেন আমি তোমার পরিচর্য্যার যার পর নাই
 সন্তুষ্ট হইয়াছি অতএব তোমার গর্ভে একপ সন্তান জন্ম

তস্য শীলাদিকং দৃষ্ট্বা ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ।
 ভাৰ্য্যার্থং স্বাং হুহিতরং দদৌ বিশ্রবসে মুদা । ৩৬
 কন্তান্ত পুত্রঃ সঞ্জ্ঞে পৌলস্ত্যল্লোকসম্মতঃ ।
 পিতৃভুলো বৈশ্রবণো ব্রহ্মণা চানুমোদিতঃ ॥ ৩৭
 দদৌ তন্তপসা তুষ্ঠো ব্রহ্মা তন্মৈ বরং শুভম্ ।
 ননোহভিলষিতং তস্য ধনেশ্বরমখণ্ডিতম্ ॥ ৩৮ ॥
 ততো লব্ধবরং সোহপি পিতরং দ্রষ্টুমাগতঃ ।
 পুষ্পাকেন ধনাধ্যক্ষো ব্রহ্মদত্তেন ভাস্বতা ॥ ৩৯ ॥
 নমস্কৃত্যাথ পিতরং নিবেদ্য তপসঃ কলম্ ।
 প্রাহ মে ভগবান্ ব্রহ্মা দত্ত্বা বরমনিন্দিতম্ ॥ ৪০

নিবাসায় ন মে স্থানং দত্তবান্ পরমেশ্বরঃ ।
 ক্রহি মে নিরতং স্থানং হিংসা বত্ৰ ন কস্যচিৎ ॥
 বিশ্রবা অপি তং প্রাহ লক্ষা নাম পুরী শুভা ।
 রাক্ষসানাং নিবাসায় নিৰ্ম্মিতা বিশ্বকর্মাণা ॥ ৪২ ॥
 তাত্ত্বা বিষ্ণুভগ্নাদৈত্যা বিদিশুস্তে রসাতলম্ ।
 সা পুরী দুঃপ্রধৰ্ষানৈর্ন্যথোনাগরমাস্থিতা । ৪৩ ।
 তত্র বাসায় গচ্ছ ত্বং নার্ন্যঃ সাধিক্ৰীতা পুরা !
 পিত্রাদিকৃষ্টসৌ গত্বা তাং পুরীং ধনদোহবিশং ৪৪
 ন তত্র সুচিরং কালমুবাস পিতৃসম্মতঃ ।
 কস্যচিদ্বথ কালস্য সুমালী নাম রাক্ষসঃ ॥ ৪৫ ॥

গ্রহণ করিবে যে, সে স্বকীয় মাতৃ এবং পিতৃকুল পরি-
 বর্জন করিবেক। অনন্তর তৃণবিন্দুর হুহিতা এক পুত্র প্রসব
 করিলেন এবং ঐ সন্তান পুলস্ত্য মুনি হইতে জন্ম গ্রহণ করি-
 রাছে বলিয়া সর্বত্র ঘোষিত হইল, সুতরাং সে বিশ্রবা ও
 ধর্মপরায়ণ পৌলস্ত্য মুনি নামে সর্বত্র বিখ্যাত হইলেন। অন-
 তর তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র পরিদর্শনে মহামুনি ভরদ্বাজ পরম
 পুলকিত মনে তাঁহাকে স্বকীয় হুহিতা সমর্পণ করিলেন
 । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ ।

অনন্তর ব্রহ্মা প্রদত্ত বরে ভরদ্বাজ হুহিতার গর্ভে ও পৌলস্ত্য
 মুনির ঔরসে সর্বলোক বিখ্যাত বৈশ্রবণ নামে পিতৃভুল্য এক
 সন্তান জন্মিল। ঐ পুত্র যোর তপস্যা প্রবৃত্ত হইলে
 কমলমোনি ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অতুল ধনের
 অধিপতি করিয়া দিলেন। অনন্তর ধনাধিপতি কুবেরব্রহ্মা-
 দত্ত অপূর্ব পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া পিতৃদর্শনে
 গমন করিলেন। ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ ।

ধনাধ্যক্ষ পিতৃ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম
 পূর্বক তপস্যার ফল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন—
 জগদীশ্বর আমার বাস স্থান নির্দেশ করিয়া দেন নাই ;

সুতরাং আমার নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই, অতএব যেখানে
 হিংসাদি কিছুই নাই এরূপ স্থান আমাকে বলিয়া দিন, আমি
 তথায় বাস করিব; তচ্ছবণে বিশ্রবা কহিলেন—পূর্বে
 বিশ্বকর্মা রাক্ষসদিগের নিবাস হেতু লক্ষানাম্নী এক অতি সুশো-
 ভনা বকপুরী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিষ্ণুর ভরে দৈত্য
 সমূহ তাহা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছে,
 সেই পুরী অন্য শত্রুদ্বারা বিজিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।
 কারণ উহা সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত; অতএব তুমি ঐস্থানে
 গিয়া বাস কর। বৈশ্রবণ পিতার আদেশে ঐ পুরী মধ্যে
 বহুকালাবধি বাস করিতে লাগিলেন । ৪০ । ৪১ । ৪২ ।
 । ৪৩ । ৪৪ ।

একদা সুমালী নামক মাংসভোজী এক রাক্ষস অপূর্ব-
 রূপা লাভ্যবতী স্বীয় কন্যা সমভিব্যাহারে রসাতল
 হইতে আগমন করিয়া সর্বলোকে বিচরণ করিতেছিলেন,
 ইত্যবসরে ধনপতিকে পুষ্পক রথে বিচরণ করিতে অবলোকন
 করিয়া আশ্চরিত পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার কৈকসীনাম্নী কন্যাকে

রসাতলান্নর্ত্যলোকং চচার পিশিতাশনঃ ।
 গৃহীত্বা তনয়াং কন্যাং সাক্ষাদেবীমিব স্ত্রিয়ম্ । ৪৬
 অগশ্যদ্ধনদং দেবং চরন্তং পুষ্পকেন সঃ ।
 হিতায় চিস্তয়ামাস রাক্ষসানাং মহামনাঃ ॥ ৪৭ ॥
 উবাচ তনয়াং স্তত্র কৈকসীং নাম নামতঃ ।
 বৎসে ! বিবাহকালস্তে যৌবনং চাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৮
 প্রত্যাখ্যানাচ্চ ভীতৈস্ত্বং ন বরৈর্গৃহসে শুভে ! ।
 সা ত্বং বরয় ভদ্রং তে মুনিং ব্রহ্মকুলোদ্ভবম্ ॥ ৪৯
 স্বয়মেব ততঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ ! ।
 ঐদৃশাঃ সর্বশোভাভ্যাঃ ধনদেন সন্নাঃ শুভে ! ॥ ৫০ ॥
 তথৈতি সাত্তমং গত্বা মুনেরগ্রে ব্যবস্থিতা ।
 লিখন্তী ভুবমগ্রেণ পাদেনাধোমুখী স্থিতা ॥ ৫১ ॥
 তামপৃচ্ছৎ মুনিঃ কা ত্বং কন্যাসি ? বরবর্ণিনি ! ।
 সাত্ৰবীৎপ্রাঞ্জলিব্রহ্মণ ! ধ্যানেন জ্ঞাতুমহঁসি ॥
 ততো ধ্যাত্বা মুনিঃ সর্বং জ্ঞাত্বা তাং প্রত্যভাষত ।
 জ্ঞাতং তত্ত্বাভিনবিতং মন্তুঃ পুত্রানভীশ্যসি ॥ ৫৩

কহিলেন—বৎসে ! এক্ষণে তোমার যৌবনকাল উপস্থিত,
 অতএব তোমার উরাহ সময় হইয়াছে কিন্তু তুমি ভয়পন্ন-
 ভক্তা হইয়া ব্রহ্মকুলোদ্ভব মহাবীর নিকট হইতে সুদূরবর্ত্তিনী
 হওয়ার বরপ্রার্থনা কর নাই, তথাপি হে শুভে ! সর্বসম্পদ
 সম্পন্ন ধনদেবের ন্যায় তোমারও মহাবলবান সন্তান উৎপন্ন
 হইবে ; অনন্তর কৈকসী মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া
 লজ্জাবনতমুখী হওত স্বীয় পাদদিকে নয়নপাত করিয়া রহিল ।
 মহাবীর কহিলেন—হে বরবর্ণিনি ! তুমি কি জাতীয়া; কাহার
 কন্যা, আমাকে প্রকাশ করিয়া বল । কৈকসী মুনি বাক্য
 শ্রবণে ব্রহ্মাঞ্জলি হইয়া কহিল, হে ব্রহ্মণ ! আপনি আমাকে
 বৃথা স্ত্রিজাসা করিতেছেন, কারণ ধ্যানযোগে আসীন হইলে

দারুণায়াং তু বেলায়ামাগতাসি সুমধামে ! ।
 অতস্তে দারুণৌ পুত্রৌ রাক্ষসৌ সন্তবিষ্যতঃ ॥ ৫৪
 সাত্ৰবীন্মুনিশাদূল ! ত্ততোহপ্যেবম্বিধৌ স্ততো ? ।
 তামাহ পশ্চিমো যস্তে ভবিষ্যতি মহামতিঃ ॥ ৫৫
 মহাতাগবতঃ স্ত্রীমান্ রামভক্ত্যেকতৎপরঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা সা তথা কালে সুষুবে দশকন্ধরম্ ॥
 রাবণং বিংশতিভুজং দশশীৰ্ষং সূদারুণম্ ।
 ভদ্রকোজাতমাত্রেণ চচাল চ বহুধরা ॥ ৫৭ ॥
 বভূবুম্শহেতুনি নিমিত্তান্যখিলান্যপি ।
 কুন্তকর্ণস্ততো জাতৌ মহাপর্যবত সন্নিভঃ ॥ ৫৮ ॥
 ততঃ শূৰ্পনখা নাম জাতা রাবণসৌদরা ।
 ততো বিভীষণো জাতঃ শান্তাত্মা সৌমদর্শনঃ ॥

আপনি সমস্ত অবগত হইতে পারেন । অনন্তর মহাবীর ধ্যানা-
 বলদ্বন পূর্বক তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই জানিতে পারিয়া
 কহিলেন আমি ধ্যান বলে জানিয়াছি যে, তুমি পুত্রাকাঙ্ক্ষিণী
 হইয়া এখানে আসিয়াছ অতএব এক্ষণে যেমন নিদারুণ
 সময়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ তদ্রূপ তুমি ভয়ানক
 রাক্ষস পুত্র সন্তবা হইবে । অনন্তর সেই ললনা কহিল, হে
 মুনিশাদূল ! আপনার বাক্যে এবম্বিধ পুত্র উৎপন্ন হইবে
 সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই পুত্র কি মহামতি, এবং পরম বৈষ্ণব
 স্ত্রীমান্ রামচন্দ্রের ভক্ত হইবে ? অনন্তর ঐ কন্যা যথা-
 সময়ে বিংশতিভুজবিশিষ্ট, দশশীৰ্ষ, ভয়ানক রাবণকে প্রসব
 করিল এবং ঐ রাক্ষস প্রসবিত হইবামাত্র বসুমতী কম্পমানা
 হইলেন অধিকন্তু রক্ষঃবংশের ও অখিল জগতের বিনাশ কারণ
 ও সমুদ্ভূত হইল । ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১।
 ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭।

অনন্তর মহামেকসদৃশ কুন্তকর্ণ জন্মগ্রহণ করিল পরে
 রাবণ সৌদরা শূৰ্পনখা ভূমিষ্ঠ হইল, শেষে বেদধারন

স্বাধার্ম্যো নিবত হারী নিত্যকর্মপরায়ণঃ ।
 কুন্তকর্ণস্ত দুষ্কৃত্য দ্বিজান্ সন্তুষ্টচেতসঃ ৬০ ।
 কক্ষরন ঋষিসঙ্ঘাংশ্চ বিচারাতিদাক্ষণঃ ।
 রাবণোহপি মহাসত্ত্বো লোকানাং ভয়দায়কঃ ।
 বরুধে লোকনাশায় হ্যামরো দেহিনামিব ॥ ৬১ ॥
 রাম ! ত্বং সকলান্তরম্ভম-
 ভিত্তো জানাসি বিজ্ঞানদৃক্ ।
 সাক্ষীসর্বহৃদিত্তিতো হি পরমো
 নিত্যোদিতো নির্মলঃ ।
 ত্বং লীলাগনুজাকৃতিঃ স্ব-
 মহিমা মায়াগুণৈর্নাক্ষয়মে
 লীলার্থং প্রতিচোদিতোহদ্য
 ভবতো বক্ষ্যামি রক্ষোদ্রবম্ ॥ ৬২ ॥

নিরন্তর, সংযতাহার, নিত্যকর্মপরায়ণ, সুশীল ও শাস্ত মূর্তি
 বিভীষণ জন্মগ্রহণ করিলেন। ভয়ানক মূর্তি দুরাত্মা কুন্তকর্ণ
 ব্রাহ্মণ ও ঋষি হিংসা করিয়া সাক্ষাদহুদয়ে ইত্যন্ততঃ
 বিচরণ করিতে লাগিল। এদিকে রাবণও লোক-ভয়বহ
 জীবমাত্রেরই ব্যাধি স্বরূপ হইয়া লোক বিনাশের জন্য
 পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১।

হে রামচন্দ্র ! আপনি বিজ্ঞান স্বরূপ এবং সর্বান্তর্যামী
 হইয়া সকলেরই অন্তরস্থ বাবতীয় বিষয় অবগত আছেন। অত-
 এব আপনি সাক্ষাৎ ঈশ। তাহা না হইলে আমি মনুষ্য হইয়া
 কি প্রকারে আমার ঈদৃশ ভাব উপস্থিত হয়। হে রঘুনাম !
 আপনি সকলের হৃদয়স্থ হইয়া সর্বদাই বিমল ভাবে উদ্ভিত
 করেন। আপনি ঐশ্বর্য লীলা বশতঃ মনুষ্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া
 ছেন। বস্তুতঃ আপনি মনুষ্য নহেন, আপনার মহিমা আপনিই
 অবগত আছেন, অগ্রে ঐ মহিমা কিরূপে জানিতে পারিবে।
 আপনি মায়া দ্বারা সমুদায়ই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু
 স্বয়ং কোন রূপ স্পর্শ করেন না—আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার

জ্ঞানামি কেবলমনস্তমচিন্ত্যশক্তিং
 চিন্মাত্রমক্ষরমজ্ঞং বিদিতান্নতদম্ ।
 হ্যং রাম ! মূঢ়নিজরূপমনুপ্রবৃত্তো
 মূঢ়োহপ্যহং ভবদনুগ্রহতশ্চরামি ॥ ৬৩ ॥
 এবং বদন্তমিনবংশপবিত্রকীর্তিঃ
 কুন্তোদ্রবং রঘুপতিঃ প্রহসন বভাষে ।
 মারীশ্রিতং সকলমেতদনন্যকৃত্বাৎ
 মৎকীর্তনং জগতি পাপহরং নিবোধ ॥ ৬৪ ॥
 ইতি শ্রীমদধ্যায়নামায়ণে উমানহেশ্বর সম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

সমুদে বাক্য বিন্যাস করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসুবিধ,
 তবে লোক সমুদায়ের অবগতির নিমিত্ত আপনি যে সমস্ত
 বলিয়াছিলেন অদ্য আমি সেই রক্ষঃ বংশের বিষয় বর্ণনা
 করিব। হে মহাজন ! আপনি আমাকে জ্ঞানবিদ বলিয়া
 উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে এক মাত্র বলিয়া
 জানি—আপনি অনাদি অনন্ত, আপনার শক্তি চিন্তার
 বাহুর্ভূত, আপনি চৈতন্য স্বরূপ, আপনি অক্ষর অর্থাৎ
 আপনার ক্ষরণ নাই, আপনি অজ অর্থাৎ কাহার গর্ভে জন্ম
 গ্রহণ করেন নাই। আপনিই আপনার তত্ত্ব অবগত আছেন,
 আপনার রূপ বিষয় অতিশয় গূঢ় কেহই জানিতে সমর্থ নহে।
 অতএব আমি মূঢ় হইয়াও আপনার প্রদর্শিত প্রবৃত্তিমার্গ
 অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পর্যটন করিতেছি। রঘুপতি
 সূর্য্য বংশের পবিত্র কীর্তিরূপ অমৃত কথা কহিতে শ্রবণ
 করিয়া উৎকল্লাস্তঃকরণে মহর্ষিকে বলিলেন—মহর্ষে ! আমার
 অনন্যকথ্য হেতু পৃথিবীর সমস্ত লোক আমার আচ্ছন্ন
 হইয়া আছে, অতএব আমার এই অবতার গ্রহণের মুখ্য
 উদ্দেশ্য এই যে, এই জগৎগুণে আমি স্বয়ং মৎকীর্তন আলাপ
 করিলে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইবে। ৬২। ৬৩। ৬৪।

ইতি শ্রীমদধ্যায়নামায়ণে উমানহেশ্বর সম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীরামবচনং শ্রুত্বা পরমানন্দনিভরং ।

মুনিঃ প্রোবাচ সদসি সর্বেষাং তত্র শৃণুতাম্ ॥ ১ ॥

অথ বিতেশ্বরো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ ।

আযযৌ পুষ্পকাবচঃ পিতরং দ্রষ্টুমঙ্গুসা ॥ ২ ॥

দৃষ্ট্বা তং কৈকসী তত্র ভ্রাজমানং মহৌজসম্ ।

রাক্ষসী পুত্রসামীপাৎ গহ্বা রাবণমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

পুত্র ! পশ্য ধনাধ্যক্ষং জ্বলন্তং শ্বেন তেজসা ।

ভ্রমপোবৎ যথাভূয়াস্তথা যত্নং কুরু প্রভো ! ॥ ৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা রাবণো রোষাৎ প্রতিজ্ঞামকরৌদ্ভূতম্ ।

ধনদেন সমো বাপি হৃদিকো বা চিরেণ তু ॥ ৫ ॥

ভবিষ্যাম্যম্ব ! মাং পশ্য সস্তাপং ত্যজ সূত্রতে ! ।

ইতু্যত্বা দুষ্করং কৰ্ত্ত্বং তপঃ স দশকন্ধরং ॥ ৬ ॥

আগমং কলসিদ্ধার্থং গোকর্ণং তু সহান্বজঃ ।

স্বং স্বং নিয়মাস্থায় ভ্রাতরন্তে তপো মহৎ ॥ ৭ ॥

মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ সাগরে ভাসমান হইয়া কহিলেন—অতঃপর তোমরা শ্রবণ কর, বিতেশ্বর কুবের কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া এক দিন পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্বক পিতাকে দর্শন করিবার মানসে আগমন করিলেন ; তথায় কৈকসী দীপ্তমান কুবেরকে সন্দর্শন করিয়া স্বপুত্র রাবণকে কহিল, হে পুত্র ! দেখ ধনাধ্যক্ষ স্কীয় উজ্জলতার পরিশোভিত হইয়া আগমন করিয়াছে, অতএব তুমিও যাহাতে ঐরূপ হও তাহার চেষ্টা কর । রাবণ মাতার বাক্য আকর্ষণ করিয়া ক্রোধাবেগে প্রতিজ্ঞা করিল, আমি ধনদের সমান অথবা তাহার অপেক্ষা ধনশালী ও পরিশোভমান হইব । অতএব হে মাতঃ সূত্রতে ! এক্ষণে সস্তাপ পরিহার করুন, এই বলিয়া দশানন কঠোর তপস্যা বায়া কলসিদ্ধি করিবার নিমিত্ত অন্বজ ভ্রাতা দ্বয় সমভিব্যাহারে গোকর্ণে আগমন করিল । তথায়

আস্থিতা দুষ্করং ঘোরং সর্বলোকৈকতাপনম্ ।

দশবর্ষসহস্রাণি কুন্তকর্ণোহকরোস্তপঃ ॥ ৮ ॥

বিভীষণোহপি ধর্মাত্মা সত্যধর্মপরায়ণঃ ।

পঞ্চবর্ষসহস্রাণি পাদেনৈকেন তস্থিগান্ ॥ ৯ ॥

দিব্যবর্ষসহস্রং তু নিরাহারো দশাননঃ ।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শীর্ষমগ্নৌ জুহাব সঃ ।

এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাত্চক্রমুঃ ॥ ১০ ॥

অথ বর্ষসহস্রে তু দশমে দশমং শিরঃ ।

ছেতুকামস্য ধর্মাত্মা প্রাপ্তশচাথ প্রজাপতিঃ ।

বৎস ! বৎস ! দশগ্রীব ! প্রীতোহস্মীত্যত্যভাযত ।

বরং বরয় দাস্যামি যন্তে মনসি কাজ্জিকৃতম্ ॥ ১১ ॥

দশগ্রীবোহপি তচ্ছ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনাস্তুরাননা ।

অমরত্বং ব্রণেমীশ ! বরদো যদি মে ভবান্ ।

সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দেবতানাং তথাস্তুরৈঃ ॥ ১২ ॥

ভ্রাতৃত্বং স্ব স্ব নিয়মাবলম্বন পূর্বক সর্ব লোক ভয়দর্শী অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল । কুন্তকর্ণ দশহাজার বৎসর ঘোরতর তপঃ করিয়াছিল । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ ।

সত্যধর্ম পরায়ণ বিভীষণ পঞ্চসহস্র বৎসর এক পদে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । দশানন অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্বক সহস্র বৎসর অনশনে থাকিয়া ঘোরতর তপস্যা করিল । ঐ সহস্র বৎসর অতীত হইলে আপনার এক এক মস্তক ছিন্ন করিয়া নয় হাজার বৎসর ব্যাপিয়া তপস্যা করিতে লাগিল । অনন্তর দশম বৎসর উপস্থিত হইলে দশম মস্তক ছিন্ন করিতে উদ্যত হইল, তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা উপনীত হইয়া কহিলেন, বৎস, দশগ্রীব ! তোমার তপস্যার আমি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি এক্ষণে তোমার অভিলষিত বরপ্রার্থনা কর । দশানন পদ্মবানি ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে আনন্দোৎফুল্লমনে কহিল, হে অঙ্গদীশ ! যদি আমাকে অমরত্ব করিয়া বরদান করেন

অবধ্যত্বং তু মে দেহি তৃণভূতা হি মানুবাঃ ।
 তথাস্থিতি প্রজাপত্যঃ পুংরাহ দশাননম্ । ১৩ ।
 অগ্নৌ হতানি শীৰ্ণাণি বানি তেহস্মরপুংসব ! ।
 তবিত্যন্তি যথাপূৰ্ব্বমক্ষয়াণি চ সন্তমঃ । ১৪ ।
 এবমুক্ত্বা ততো রামো ! দশগ্রীবং প্রজাপতিঃ ।
 বিভীষণমুবাচেদং প্রণতং ভক্তবৎসলঃ । ১৫ ।
 শিভি বণ ! ত্বয়া বৎস ! কৃতং ধর্মার্থমুত্তমম্ ।
 তপন্ততো বরং বৎস ! বৃণীষ্যামি তং হি তম্ । ১৬ ।
 বিভীষণোহপি তং নত্বা প্রাঞ্জলিন্দাক্যমব্রবীৎ ।
 দেব ! মে সর্বদা বুদ্ধিধর্মো তিষ্ঠতু শাশ্বতী ।
 মা রোচয়ত্বধর্মো মে বুদ্ধিঃ সর্বত্র সর্বদা । ১৭ ।
 ততঃ প্রজাপতিঃ প্রীতো বিভীষণমথাব্রবীৎ ।

তবে, এই বরদান করুন আমি যেন অমর হই অর্থাৎ
 সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ দেবতা বা অমর কেহই যেন আমাকে
 বিনাশ করিতে সক্ষম হয় না । যখন আমি মনুষ্যাদিগকে তৃণের
 ন্যায় জ্ঞান করি তখন আমাকে অমরত্ব বরপ্রদান করুন ;
 প্রজাপতি ব্রহ্মা তথাস্ত বলিয়া পুনরায় তাহাকে কহিলেন—হে
 অমর শ্রেষ্ঠ ! তুমি যে সকল মন্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ
 সে সমস্তই অক্ষর হইবে । ১৩ । ১০ । ১১ । ১২ । ১৩ । ১৪ ।

হে রামচন্দ্র ! ভক্তবৎসল ব্রহ্মা দশগ্রীবকে এই কথা বলিয়া
 প্রণত ধর্মাত্মা বিভীষণকে কহিলেন—হে বিভীষণ ! তুমি
 ধর্মাত্মিনাবী হইয়া তপস্যা করিয়াছ, এক্ষণে তোমার
 মনোমত বরপ্রার্থনা কর । বিভীষণ তাঁহার কথা শ্রবণ
 করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাজলিপুটে কহিলেন,
 হে দেব ! আপনি আমাকে এই বরদান করুন, যেন আমার
 বুদ্ধি সর্বদাই ধর্ম পথে অবস্থিতি করে, কারণ আমার
 বুদ্ধি সর্বদা সর্বত্র ধর্মে অক্ষিষ্টি করিয়া থাকে । অনন্তর
 ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি বারগর নাই প্রীতি প্রদর্শন পূর্বক

বৎস ! ত্বং ধর্মশীলোহসি তথৈব চ ভবিষ্যসি ॥ ১৮
 অবাচিতোহপি তে দাস্যে হমরত্বং বিভীষণ ! ।
 কুন্তকর্ণমথোবাচ বরং বরং সুব্রত ! । ১৯ ।
 বাণ্য ব্যাণ্ডোহি তং প্রাহ কুন্তকর্ণঃ পিতামহম্ ।
 স্বপ্‌স্যামি দেব ! যগ্মানান্ দিনেনেকং তু ভোজনম্
 এবনস্থিতি তং প্রাহ ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা দিবৌকনঃ ।
 স্বরস্বতী চ তদ্বক্ত্রান্নিগতা প্রবরৌ দিবম্ । ২১ ।
 কুন্তকর্ণস্ত দুষ্টোহ্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ।
 অনতিপ্রৈতনেবাস্যাৎ কিং নির্গতমহো বিধিঃ । ২২
 সুমালী বরলক্ষ্যস্তান জাত্বা পৌত্রান্ নিশাচরান্ ।
 পাতালান্নিত্যঃ প্রায়াৎ প্রহস্তাদিত্যিরস্থিতঃ । ২৩ ।
 দশগ্রীবং পরিষজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ ।
 দিষ্ট্যা তে পুত্র ! সম্বৃত্তো ব্যক্তিতো মে মনোরথঃ ।

কহিলেন—হে বৎস ! তুমি পরম ধর্মশীল, প্রার্থনা না করি-
 লেও আমি তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম । ১৫ । ১৬ ।
 ১৭ । ১৮ ।

অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা কুন্তকর্ণকে কহিলেন—হে সুব্রত !
 তুমি বরপ্রার্থনা কর ; কুন্তকর্ণ তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া
 কহিলেন—হে দেব ! একদিবস ভোজন করিয়া ছয় মাস
 নিদ্রা ভোগ করিব এই বর প্রদান করুন, ব্রহ্মাও ‘তথাস্ত’
 কহিলেন । এক্ষণে স্বরস্বতী তাঁহার বদন হইতে নির্গতা হইয়া
 স্বর্গে গমন করিলেন । অতঃপর দুইমতি কুন্তকর্ণ দুঃখিত চিত্তে
 চিন্তা করিতে লাগিল যে, বিধাতার বিড়ম্বনা প্রযুক্ত আমার
 অনতিপ্রৈত বরলাভ হইল । সুমালী আপনার নিশাচর
 পৌত্রেরা বরলাভ করিয়াছে অবগত হইয়া প্রহস্ত প্রভৃতি
 রাবণ সেনাপতি পরিবৃত হইয়া পাতাল হইতে নির্ভয়ে আগমন
 পূর্বক রাবণাদির সমীপে উপস্থিত হইল । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ ।
 অনন্তর দশগ্রীব রাবণকে কহিল—হে পুত্র ! তুমি পরম

৩৬৮

বহুয়াচ্চ বরং লক্ষ্যং ত্যক্ত্বা বাতা রমাতলম্ ।
 তক্তং নো মহাবাহো ! মহদ্বিস্কৃতং ভয়ম্ । ৫
 অস্মাতিঃ পূর্বমুষিতা লঙ্কেষং ধনদেন তে ।
 ভ্রাতাক্রান্তামিদানীং ত্বং প্রত্যানেতুমিহাসি ৥ ২৬
 সাম্না বাঘ বলেনাপি রাজ্ঞাং বন্ধুঃ কুতঃ সুহৃৎ ।
 উত্থ্যক্তো রাবণঃ প্রাহ নাহস্যেবং প্রভাষিতুম্ ২৭
 বিত্তেশো গুরুব্রাহ্মণকমেবং শ্রদ্ধা তমব্রবীৎ ।
 প্রহস্তুং প্রশ্রিতং বাক্যং রাবণং দশকন্ধরম্ । ২৮
 শ্রুণু রাবণ ! যত্তেন নৈবং ত্বং বক্তু মহাসি ।
 নাথীতা রাজধর্মাস্তে নীতিশাস্ত্রং তথৈব চ । ২৯
 সুরাণাং ন হি সৌভাত্রং শ্রুণু মে বদতঃ প্রভো ।
 কশ্যাপস্য সূতা দেবা রাক্ষসাস্চ মহাবলাঃ । ৩০ ।

পরস্পরমযুধ্যন্ত ভুক্ত্বা সৌহৃদমাযুধৈঃ ।
 নৈবেদানীন্তনং রাজ্ঞন্ ! বৈবং দেবৈরনুষ্ঠিতম্ ॥ ৩১
 প্রহস্তুস্য বচঃ শ্রদ্ধা দশগ্রীবো দুরাত্মনঃ ।
 তথ্যেতি ক্রোধতাত্ত্বাক্ষত্রিকুটাচলমম্বগাৎ । ৩২ ।
 দূতং প্রহস্তুং সংপ্রেষ্য নিষ্কাশ্য ধনদেস্থরম্ ।
 লক্ষ্যমাক্রম্য সচিবৈ রাক্ষসৈঃ সুখমাস্থিতঃ । ৩৩ ।
 ধনদঃ পিতৃবাক্যেন ত্যক্ত্বা লক্ষ্যং মহাঘণাঃ ।
 গত্ত্বা কৈলাসশিখরং তপসা তোষয়চ্ছিবম্ । ৩৪ ।
 তেন সখামনুপ্রাপ্য তেনৈব পরিপালিতঃ ।
 অলকাং নগরীং তত্র নির্মায়ে বিশ্বকর্মাণা । ৩৫ ।
 দিক্‌পালত্বং চকারাত্ম শিবেন পরিপালিতঃ ।
 রাবণো রাক্ষসৈঃ সাধর্মতিবিক্তঃ সহানুজৈঃ ॥ ৩৬ ॥

সৌভাগ্য বশতঃ বরপ্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব এক্ষণে আমার চিরাভিলষিত মনোরথ সকল হইল; হে মহাবাহো! যে ভয়ে আমরা লক্ষ্য পরিভ্যাগ করিয়া পাতাল মধ্যে পলায়ন করিয়াছিলাম এক্ষণে সেই বিষ্ণুর ভয় অপনোদিত হইল। পূর্বে আমরাই এই লক্ষ্যপুণ্ডিতে বাস করিতাম কিন্তু, তোমার ভাতা কুবের তোমাকে আক্রমণ করিলেও তুমি সৈন্য সমস্ত সাহাব্যে লক্ষ্য পুরী অবলীলাক্রমে স্বাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছ। এইরূপ কহিলে দশানন সুরমালীকে কহিল— দেখুন আপনার মুখে ঐরূপ কথা উপযুক্ত নহে। কারণ ধনপতি আমাদের গুরু রাবণ সেনাপতি প্রহস্তু তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বনীত বচনে কহিল—হে রাবণ! আপনি এইরূপ কহিতেছেন, কিন্তু উহা আপনার পক্ষে অনুপযুক্ত। অতএব আপনি যেমন রাজধর্ম এবং নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই সমস্ত চিত্তে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

হে প্রভো! আমি সমস্তই বলিতেছি শ্রবণ করুন—
 পুরদিগের মধ্যে কিছুই সখ্যতা নাই, দেখুন, কশ্যপের পুত্র

দেবতা ও মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসদিগের মধ্যে তিলান্বিত ও সখ্যতা ছিল না। তাহারা কেবল যুদ্ধে চিরকালই অতিবাহিত করিতেছে। হে রাজন্! এই বিবাদটি বৃদ্ধন বলিয়া মনো- মধ্যে স্থান দিবেন না—কারণ অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ঘেঘ চলিয়া আসিতেছে। দুর্জয় দশানন প্রহস্তুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধাম্বিতননে চিত্রকূট পর্বতে প্রস্থান করিল, সচিব বর রক্ষঃগণ প্রহস্তুকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়া ধনদেস্থর কুবেরকে বহিষ্কৃত করিয়া লক্ষ্য আক্রমণ করিল এবং পরম সুখে অবস্থান করিল। মহাঘণা কুবের পিতার আদেশ ক্রমে লক্ষ্য দ্বীপ পরিভ্যাগ পূর্বক কৈলাশ পর্বতের শিখর দেশে গমন করিয়া তপস্যা দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করি- পেন, অনন্তর তৎকর্তৃক সখ্যতা নিগড়ে আবদ্ধ এবং পরি- পালিত হইয়া তথার বিশ্বকর্মা দ্বারা অলকানগরী নির্মাণ করাইলেন; এখানে দশানন ও মহাদেবের দ্বারা পরিপালিত হইয়া কনিষ্ঠ ভাতা ও অপমানিত রাক্ষসগণের সহিত লক্ষ্য- রাজ্যে অতিবিক্ত হইয়া স্বীয় রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত দিক্‌পাল-

রাজ্যং চকারামুরাণাং ত্রিলোকীং বাধরন্ খলঃ ।
 ভগিনীং কালখণ্ডায় দদৌ বিকটরূপিণীং । ৩৬ ।
 বিদ্বাজ্জিহ্বার নামাসৌ মহামায়ৌ নিশাচরঃ ।
 ততো ময়ো বিশ্বকর্মা রাক্ষসানান্দিভেঃ সূতঃ । ৩৭ ।
 সূতাং মন্দোদরীং নাম্না দদৌ লোকৈকমুন্দরীম্ ।
 রাবণায় পুনঃ শক্তির্মমোঘাং প্রীতমানসঃ ॥ ৩৮ ॥
 তৈরোচনস্য দৌহিত্রীং ব্রতজ্বালেতি বিস্রুতাম্ ।
 স্বয়ং দত্তামুদবহৎ কুম্ভকর্ণায় রাবণঃ ॥ ৩৯ ॥
 গন্ধর্বরাজস্য সূতাং শৈলুষস্য মহান্ননঃ ।
 বিভীষণস্য ভার্য্যার্থে ধর্মজ্ঞাং সমুদাবহৎ ॥ ৪০ ॥
 সরমাং নাম সূতগাং সর্দলক্ষণসংযুতাম্ ।
 ততো মন্দোদরী পুত্রং মেঘনাদমজীজনৎ ॥ ৪১ ॥
 জাতমাত্রস্ত যৌ নাদং মেঘবৎপ্রমুচ হ ।

দিগকে নিযুক্ত করিল, এবং অসুর দিগকে বাধা করিয়া
 স্বর্গ মর্ত ও পাতাল রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল । ৩০ ।
 ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ ।

অনন্তর কালখণ্ড বংশোৎপন্ন মহামায়িক নিশাচর বিদ্বা-
 জ্জিহ্বার সহিত আপনার বিকট রূপিণী ভগিনী শূর্ণনখার
 পরিণয় কার্য সমাধা করিল । পশ্চাৎ কণ্যাপত্নীস্বতমরদানব
 দশাননকে স্বীয় দুহিতা মন্দোদরী প্রদান করিলেন । এই সময়ে
 বিশ্বকর্মা প্রীতি-প্রফুল্ল হইয়া স্বহস্ত নিশ্চিত অমোঘা শক্তি
 রাবণকে প্রদান করিলেন । ৩৭ । ৩৮ ।

রাবণ স্বয়ং ব্রতজ্বালা নাম্নী লোক বিখ্যাত বিরোচন পুত্রের
 দৌহিত্রীর সহিত কুম্ভকর্ণের উদ্ধাহ কার্য সম্পন্ন করিলেন ;
 মহামতি গন্ধর্বাধিপতি শৈলুষের পত্রমধ্য পুরাঙ্গণা সৌভা-
 গ্যবতী সর্দলক্ষণসম্পন্ন সরমা নাম্নী কন্যার সহিত বিভী-
 ষণের পরিণয় কার্য সম্পাদিত হইল । অনন্তর রাবণ মহিষী
 মন্দোদরী একটী সন্তান প্রসব করিলেন, ঐ পুত্র ভূমিষ্ঠ
 হইবা মাত্র মেঘনির্ঘোষের ন্যায় গভীর শব্দ করিয়াছিল

ততঃ সর্বে ক্রবন্মেঘনাদোহরমিতি চাসকুৎ ॥ ৪২ ॥
 কুম্ভকর্ণস্ততঃ প্রাহ নিদ্রা মাং বাধতে প্রভো ! ।
 ততশ্চ কারয়ামাস গুহাং দীর্ঘাং সুবিস্তরাম্ ॥ ৪৩ ॥
 তত্র সুবাপ মুঢ়ান্মা কুম্ভকর্ণো বিঘূর্ণিতঃ ।
 নিদ্রিতে কুম্ভকর্ণে তু রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ৪৪ ॥
 ব্রাহ্মণান্ ঋষিমুখ্যাংশ্চ দেবদানবকিন্নরান্ ।
 দেবশ্রিয়ৌ মনুষ্যাংশ্চ নিঙ্গম্নে স মহোরগান্ ॥ ৪৫ ॥
 ধনদোহপি ততঃ শ্রুত্বা রাবণস্যাক্রমং প্রভুঃ ।
 অধর্ম্মং না কুরুষ্বেতি দূতবাকৈর্যাবারয়ৎ ॥ ৪৬ ॥
 ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবো জগাম ধনদানয়ম্ ।
 বিনির্জিত্য ধনাধ্যক্ষং জহারোত্তমপুষ্পকম্ ॥ ৪৭ ॥
 ততো যমস্ত বরুণং নির্জিত্য সমরেহসুরঃ ।
 স্বর্গলোকমগান্তুর্গং দেবরাজজিঘাংসয়া ॥ ৪৮ ॥

বলিয়া সকলেই তাহার নাম মেঘনাদ রাখিল । ৩৯ । ৪০ ।
 ৪১ । ৪২ ।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ দশাননকে কহিল, হে প্রভো ! নিদ্রা
 আসিয়া আমাকে যারপূরনাই কষ্টপ্রদান করিতেছে । এই বলিয়া
 মুঢ়ান্মা এক অতি সুপ্রশস্ত গুহা নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে বিঘূ-
 ণিত হইয়া নিদ্রা ঘাইতে লাগিল । কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত হইলে সর্দ
 লোকভরপ্রদ হুর্গত দশানন, ব্রাহ্মণ, ঋষি পুঙ্গব, দেবতা, দানব,
 কিন্নর, দেবশ্রী, মনুষ্য ও মহোরগ সমস্তকেই বিনাশ করিতে আরম্ভ
 করিল । ধনপতি কুবের রাবণের এইরূপ অহিতাচরণ অবগ
 করিয়া তাহাকে অধর্ম্মাচরণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়া পাঠা-
 ইলেন । কিন্তু দুর্ভিক্ষ দশানন কুবেরের এই হিতকর বাক্য
 শ্রবণে ক্রোধানলে বিদগ্ধ হইয়া যক্ষপতির আগ্রয়ে গমন
 করিল, এবং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া পুষ্পক রথ অপ-
 হরণ করিল ; অনন্তর মহাবলবান অসুর যম ও বরুণের
 সহিত সমরাসনে ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে পরাভূত
 করিয়া ত্রিদিবাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রকে বিনাশ করিবার

ততোহভবম্ মহাত্ম্যমিচ্ছ্যে সহ দৈবতৈঃ ।

ততো রাবণমভ্যোত্য ববন্ধ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥

তচ্ছ্রুত্বা সহসাগত্য মেঘনাদঃ প্রতাপবান্ ।

কুত্বা ঘোরং মহাত্ম্যং জিত্বা ত্রিদশপুঙ্গবান্ ॥ ৫০ ॥

ইন্দ্রং গৃহীত্বা বন্ধাসৌ মেঘনাদৌ মহাবলঃ ।

মোচয়িত্বা তু পিতরং গৃহীত্বৈন্দ্রং বর্ষো পুরম্ ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মা তু মোচয়ামাস দেবেন্দ্রং মেঘনাদতঃ ।

দত্ত্বা বরান্ বহুংস্তস্মৈ ব্রহ্মা স্বত্ববনং বর্ষো ॥ ৫২ ॥

রাবণো বিজয়াং লোকান্ সর্বান্ জিত্বা ক্রমেণ তু ।

কৈলাসং তোলয়ামাস বাহুভিঃ পরিষোপমৈঃ ॥ ৫৩ ॥

তত্র নন্দীশ্বরেণৈবং শপ্তোহস্রং রাবণেশ্বরঃ ।

বানরৈর্মানুষৈশ্চৈব নাশং গচ্ছেতি কোপিনা ॥ ৫৪ ॥

শপ্তোহপ্যগণয়ন্ বাক্যং যযৌ হৈহয়পুত্রনম্ ।

তেন বন্ধো দশগ্রীবঃ পুলস্ত্যান বিমোচিতঃ ॥ ৫৫ ॥

আশরে স্বর্গলোকে অতি সত্ত্বর গমন করিল ; সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত তাহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল, কিন্তু রাবণই বিজীত হইয়া তৎকর্তৃক বন্দীভূত হইল । ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯।

মহাপরাক্রান্ত মেঘনাদ পিতার ছরবস্থা শ্রবণ করিয়া ত্রিদশনাথের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করতঃ তাঁহাকে পরাজিত ও দৃঢ় রূপে আবদ্ধ করিয়া পিতাকে মুক্ত করিল, এবং ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া স্বপুত্রের আগমন করিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা ইন্দ্রের ভূগতি দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া মেঘনাদের নিকট হইতে তাঁহাকে মোচন করণানন্তর স্বত্ববনে প্রস্থান করিলেন । ৫০। ৫১। ৫২।

মহাবলশালী রাবণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত লোক জয় করিয়া পরিবাসদৃশ কৈলাস গিরি স্বীয় বাহু দ্বারা উত্তোলন করিয়াছিল তদর্শনে নন্দীশ্বরের কোপান্বিত হইয়া তাহাকে এই অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, বানর ও মহুষ্য দ্বারা তোমার বিনাশ হইবে :

ততোহপি বলমানাদ্য জিঘাংসুহরিপুঙ্গবম্ ।

ধৃতস্তেনৈব কক্ষেণ বালিনা দশকন্ধরঃ ॥ ৫৬ ॥

ভ্রাময়িত্বা তু চতুরং সমুদ্রান্ রাবণং হরিঃ ।

বিসর্জয়ামাস ততস্তেন সখ্যং চকার সঃ ॥ ৫৭ ॥

রাবণঃ পরমপ্রীত এবং লোকান্মহাবলঃ ।

চকার স্ববশে রাম ! বুভুজে স্বয়মেব তান্ ॥ ৫৮ ॥

এবং প্রভাবো রাজেন্দ্র ! দশগ্রীবঃ সহেন্দ্রজিৎ ।

ত্বয়া বিনিহতঃ সজ্যে রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ৫৯ ॥

মেঘনাদশচ নিহতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।

কুন্তকর্ণশচ নিহতস্ত্রয়া পর্বতসন্নিভঃ ॥ ৬০ ॥

ভবান্নারায়ণঃ সাক্ষাজ্জগতামাদিকৃদ্বিভুঃ ।

ত্বৎস্বরূপমিদং সর্বং জগৎস্বাবরজঙ্গমম্ । ৬১ ।

দশানন অভিশপ্ত হইয়া শাপের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সহস্রার্জুন নগরে গমন করিল, সেখানে কাক্তবীৰ্য্য দ্বারা বদ্ধ হইল ; মহর্ষি পুলস্ত্য রাবণের বন্ধনাবস্থা শ্রবণে সেখানে ভূরিত পদেগমন করিয়া তাহাকে বিমুক্ত করিলেন । মহাতেজা রাবণ বল প্রাপ্ত হইয়া জিঘাংসা রূতি পরিত্যক্ত করিবার মানসে বানর শ্রেষ্ঠ বালির নিকটে গমন করিল, তথায় হরিপুঙ্গব বালি দশগ্রীবকে কক্ষের ভিতর রাখিয়া অবরুদ্ধ করিলেন । বালি তাহাকে চারিদিকের উপরে ভ্রমণ করাইয়া অবশেষে সমুদ্রে বিসর্জন করিলেন, পরে রাবণ সমুচিত প্রতিকূল প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিল । ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। হে রামচন্দ্র ! মহাবল শালী পৌলস্ত্যের সমুদয় লোক স্ববশে আনয়ন করিয়া পরম প্রীত মনে রাজ্য সম্ভোগ করিতে লাগিল । হে বাজেন্দ্র ! ইন্দ্রজিৎ ও দশাননের এইরূপ প্রভাব ছিল বটে, কিন্তু আপনি ঘোর যুদ্ধে সর্বলোক বিজয়ী রাবণকেও বিনাশ করিয়াছেন । মহামতি লক্ষ্মণদেব মেঘনাদকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং আপনি মহামেধ সন্তুষ্ট কুন্তকর্ণকে বিনাশ করিয়াছেন । হে বিভো ! আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আপনি জগতের

ভূনাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
অগ্নিস্তে মুখতো জাতো বাচা সহ রঘুত্তম ! ৬২ ॥
বাহুভ্যাং লোকপালৌঘাশ্চক্ষুৰ্ভ্যাং চন্দ্র ভাস্করৌ ।
দিশশ্চ বিদিশষ্টৈব কণাভ্যাং তে সমুখিতাঃ ৬৩
স্রাণাং প্রাণঃ সমুৎপন্নশ্চাশ্বিনৌ দেবসত্তমৌ ।
জজ্ঞা জ্ঞানুরুজঘনান্দ্রুবলৌ কাদয়োহিবন ৬৪ ।
কুক্ষিদেশাং সমুৎপন্নাস্তদ্বারং সাগরা হরে ! ।
স্তন্যভ্যাং মিত্রবর্ণৌ বালখিল্যশ্চ রেতসঃ ৬৫ ।
মেঢ়াদ্যমো গুদান্মৃত্যুর্মন্যো রুদ্রস্ত্রিলোচনঃ ।
অস্থিভ্যাং পর্কতা জাতাঃ কেশেভ্যো মেঘসংহতিঃ ।
ওষধ্যস্তব রোমভ্যো নখেভ্যশ্চ খরাদয়ঃ ।
ভুং বিশ্বকপঃ পুরুষো মায়াশক্তিসমম্বিতঃ ৬৭ ॥

নানাক্রপ ইবাতাসি গুণব্যতিকরে সতি ।
ত্বামাশ্রিত্যৈব বিবুধাঃ পিবন্ত্যভূতমধরে । ৬৮ ।
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্বং বিশ্বং স্থাবরজঙ্গমম্ । ৬৯ ।
ত্বামাশ্রিত্যৈব জীবন্তি সর্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ । ৭০ ।
তদুদ্ভূতমখিলং বস্তু ব্যবহারেইপি রাঘব ! ।
ক্ষীরমধ্যগতং সর্পির্য়থা ব্যাপ্যাত্মিলং পরঃ । ৭১ ।
তদুদ্ভূতমাত্মনোভ্যেহকাং দি ন ভুং তেনাবতাসসে ।
সর্বগং নিত্যমেকং ত্বাং জ্ঞানচক্ষুর্দিলোকরেৎ ।
নাজ্ঞানচক্ষুস্ত্বাং পশ্যেদন্ধদৃক্ ভাস্করং যথা ।
যোগিনস্ত্বাং বিচিন্ত্যন্তি স্বদেহে পরমেশ্বরম্ । ৭২ ।
অতন্নিসনমুখৈর্কেদদশীর্ষৈরহর্নিশম্ ।
ভুংপাদভক্তিলেশেন গৃহীতা যদি যোগিনঃ । ৭৩ ।

স্বষ্টিকর্তা ; এই স্থাবর জঙ্গমান্নক জগৎ সমস্ত আপনারই স্বরূপ,
হে রঘুত্তম ! আপনার নাভিপন্ন হইতে লোক পিতামহ ব্রহ্মা
উৎপন্ন হইয়াছেন, অগ্নি আপনার মুখ হইতে বায়ুর সহিত
জগৎ গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার বাহুদ্বয় হইতে লোকপাল,
নয়নদ্বয় হইতে নিশাকর ও সূর্য্য এবং শ্রবণ যুগল হইতে দিক্
ও বিদিক্ সমুৎপন্ন হইয়াছে ; হে শ্রীহরে ! আপনার আশ্রাণ
হইতে প্রাণবায়ু ও দেবশ্রেষ্ঠ অশ্বিনী কুমারদ্বয়, জজ্ঞা
জানু, উরু ও জঘনদেশ হইতে ভুবলোক সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে
এবং আপনারই কুক্ষিদেশ বহির্গত হইয়া চারিটী মহাসাগর
অখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে । আপনার স্তনদ্বয়
হইতে ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি দেবতা সকল, রেত হইতে বাল-
খিল্য মুনি, মেঢ় হইতে যম, গুহদেশ হইতে মৃত্যু অর্থাৎ
ত্রিলোচন রুদ্র আপনার অস্থি হইতে মেষ এবং কেশ
হইতে মেঘ সংহতি সমুৎপন্ন হইয়াছে ; হে রমানাথ ! ওষধ
সমুদায় আপনার রোম হইতে এবং খরাদি সমস্ত আপনার
নখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । আপনিই বিশ্বরূপ পুরুষ—মায়া-

শক্তি সমন্বিত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি নানারূপে
প্রকাশমান আছেন । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ ।
৬৪ । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ ।

হে জগৎপতে ! দেবতা সকল আপনাকে আশ্রয় করিয়া
বজ্রস্থানে অমৃত পান করিয়া থাকেন ; এই স্থাবর জঙ্গমান্নক
বিশ্ব আপনার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়া আপনারই আশ্রয়ভূত
হইয়াছে এবং অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে ; হে রাঘব ! যত
যেমন ক্ষীরমধ্যগত হইয়া সমুদায় পরঃ পরিব্যাপ্ত করিয়া
থাকে, সেইরূপ আপনিও অখিল জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন ।
অর্কাদি সমস্ত আপনার বিষয় প্রকাশ করিতেছে, তজ্জন্য
আপনি স্বয়ং স্বীয় বিষয়ের কিছুই প্রকাশ করেন না ; যে
ব্যক্তি জ্ঞান চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই কেবল আপনাকে
নিত্য ও সর্বত্র অবলোকন করিয়া থাকেন । ৬৯ । ৭০ । ৭১ ।
তামসাত্মক স্থানে দিবাকর যেমন পরিলক্ষিত হয় না তজ্জন্য
অজ্ঞান চক্ষু ব্যক্তির আপনার সন্দর্শন করিতে পারে না
কেবল তপস্যানিরত তপোলক যোগিগণ স্ব স্ব শরীরাত্মক

বিচিন্ত্যো হি পশ্যন্তি চিন্মাত্রং ত্বাং ন চানাথা ।

ময়া প্রলপিতং কিঞ্চিৎ সৰ্ব্বজস্য তবাগ্রতঃ ।

কৃত্তমহসি দেবেশ ! তবানুগ্রহতাগহম্ । ৭৪ ।

দিগ্দেশকালপরিহীনমনন্যমেকং

চিন্মাত্রমক্ষরমজং চলনাদিহীনম্ ।

সৰ্ব্বজমীশ্বরমনন্তগুণবৃন্দন্ত-

মারং তজ্জে রঘুপতিং ভজতামভিন্নম্ । ৭২ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাতুরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

আপনার পরমেশ্বররূপ অবলোকন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ আপনি সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বত্র চৈতন্য স্বরূপে বিদ্যমান আছেন ; নিগ্ধবন বদন উপনিষদে আপনার পুরুষ বা প্রকৃতি রূপের বিষয় কিছুই নাই, তবে আপনার চরণকমলে ভক্তি থাকায় যোগিরা আপনার দ্বারা অনুগ্রহীত হইয়া থাকেন। হে দেবেশ ! বিচার করিয়া দেখিতে হইলে উপনিষদেই আপনাকে চিন্ময় বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্নিম্ন অপর কোন স্থানেও আপনার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু আপনি সৰ্ব্বজ অর্থাৎ সমস্তই বিদিত আছেন, অতএব

আমি আপনার নিকটে যাহা কিছু কহিলাম, তাহিষয়ে ভিত্তিকা প্রদর্শন করিবেন, কারণ আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র। হে রঘুবর ! আপনি দিগ্দেশ ও কাল পরিহীন, আপনি ইহ জগতের এক মাত্র আরাধ্য, আপনি চিন্ময় চিন্মাত্র আপনি স্বয়ম্ভূত আপনি চলনাদি বিহীন, আপনি সৰ্ব্বজ, আপনি ঈশ্বর, আপনি নিরন্তর আপনি ভক্তদিগের অভিন্ন অতএব আপনাকে ভজনা করি । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাতুরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীরাম উবাচ ।

বালিসুগ্রীবয়োৰ্জন্ম শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।

রবীন্দ্রৌ বানরাকারৌ জজ্ঞাত ইতি নঃ শ্রুতেঃ । ১ ।

শ্রীরাম কহিলেন—হে মহর্ষে ! আপনার নিকট বালি ও সুগ্রীব প্রভৃতির জন্ম স্বভাব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, এবং রবীন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকল বানরাকার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এইরূপ আমাদের পুরাণান্তর্গত বিবৃতি সমূহ বর্ণন

অগস্ত্য উবাচ ।

মেরোঃ স্বর্ণময়বন্যাংদেৰ্ম্মধ্যশৃঙ্গে মণিপ্রভে ।

তস্মিন্ সভাস্তে বিস্তীর্ণা ব্রহ্মণঃ শতযোজনা । ২ ।

তখন, শ্রবণ করিব। অগস্ত্য কহিলেন, মহাপর্বতের অন্তর্গত স্বর্ণময় শৃঙ্গ ছিল। তথায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার শত যোজন বিস্তৃত আশ্রম ছিল ; এক দিবস চতুর্দশ ব্রহ্মা যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে তাঁহার নেত্র হইতে বহু পরিমাণে

তস্যাং চতুর্ভুজঃ স কাং কদাচিৎকালোদ্যোগমাহিতঃ ।
 মেত্রাত্যাং পতিতং দিব্যমানন্দমলিলং বহু । ৩ ।
 তদ্বৃহীহা করে ব্রহ্মা ধ্যাত্বা কিঞ্চিদদত্যজং ।
 ভূমৌ পতিতমাত্রেণ তস্মাজ্জাতো মহাকপিঃ । ৪ ।
 তমাহ ক্রহিণো বৎস ! কিঞ্চৎকালং বসাত্র মে ।
 সমীপে সর্বশোভাভ্যে ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥
 ইত্যুক্তো ন্যবসত্তত্র ব্রহ্মণ্যবানরোত্তমঃ ।
 এবং বহুতিথে কালে গতে ঋক্ষাধিপঃ সুধীঃ । ৬ ।
 কদাচিৎপৰ্য্যটনজৌ কলমূলার্ঘ্যমুদ্যতঃ ।
 অপশ্যাদিব্যসলিলাং বাপৌং মণিশিলাম্বিতাম্ । ৭ ।
 পানীয়েং পাতুমাগচ্ছতত্র ছারাময়ং কপিম্ ।
 দৃষ্ট্বা প্রতিকপিং মত্তা নিপপাত জলান্তরে । ৮ ।
 তত্রা দৃষ্ট্বা হরিং শীঘ্রং পুনরুৎপ্লুত্যা বানরঃ ।
 অপশ্যৎ সুন্দরীং রামামাত্মানং বিস্ময়ং গতঃ । ৯

দিব্যানন্দাশ্রম নিপতিত হইল, তিনি তাহা করতলে ধারণ
 করিয়া ধ্যান করতঃ কিঞ্চৎ পরিত্যাগ করিলেন, এই জল ভূমি-
 তলে পতিত হইবা মাত্র তাহা হইতে এক মহাকপি সমুৎপন্ন
 হইল। অনন্তর ব্রহ্মা সেই মহাকপিকে কহিলেন, বৎস !
 তুমি আমার নিকট কিঞ্চৎ কাল অবস্থান কর, তুমি
 সর্ব শোভাযিত ও সৌভাগ্যশালী হইবে। ব্রহ্মা এই রূপ
 কহিলে, বানরোত্তম দেখানে অবস্থান করিল, এবং বহু
 কাল বিগত হইলে এক দিবস ঋক্ষপতি কল মূলাদি ভক্ষণে
 সমুদ্যত হইয়া পর্বতোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। পথি-
 মধ্যে মণিনয় সোপান সমন্বিত সুবিলম্ব জলাশয় সম্মুখ
 করিয়া জলপানান্তিলাষে তৎসমীপে উপনীত হইলে
 জল মধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব নিপতিত হওয়ার মনে মনে
 ভাবিল যে, জলমধ্যে অপর বানর অবস্থিতি করিতেছে, এই
 রূপ কুতূহল হইয়া সে এই জল মধ্যে বস্প প্রদান করিল,
 কিন্তু দ্বিতীয় বানরকে দেখিলে না পাইয়া এই মহাকপি পুনর্বার

ততঃ সুরেশো দেবেশং পূজয়িত্বা চতুর্ভুজম্ ।
 গচ্ছন্নব্যাক্রাময়ে দৃষ্ট্বা নারীং মনোরমাম্ । ১০ ।
 কন্দর্পশরবিছাজন্ত্যুক্তবান্ বীৰ্য্যমুত্তমম্ ।
 তামপ্রাপৈষ্যব তদ্বীজং বালদেশে পতন্তু বি । ১১ ॥
 বালী সমতবস্ত্র শত্রুতুল্যপরাক্রমঃ ।
 তস্ম দত্ত্বা সুরেশানঃ স্বর্ণমালাং দিবং গতঃ ॥ ১২ ॥
 ভানুরপ্যাগতস্তস্ম তদানীমেব ভামিনীম্ ।
 দৃষ্ট্বা কামবশো ভূত্বা গ্রীবাদেশে সৃজন্মহং ॥ ১৩
 বীজং তস্যাস্ততঃ সদ্যো মহাকারোহতবছরিঃ ।
 তস্য দত্ত্বা হনুমন্তং সহারার্থং গতৌ রবিঃ ॥ ১৪ ॥
 পুন্ড্রয়ং সমাদায় গত্ত্বা সা নিদ্রিতা কচিৎ ।
 প্রভাতেহপশ্যদাত্মানং পূর্ববদ্বানরাকৃতিম্ ॥ ১৫ ॥

উল্লক্ষন পূর্বক দেখিল যে, একটি অপূর্ব রূপবতী কামিনী
 তাহার সম্মুখবর্তিনী হইয়াছে। তদর্শনে সে বিস্ময়াপন্ন হইল।
 ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।

অনন্তর সুরপতি ইন্দ্র চতুরানন ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া
 মধ্যাহ্ন কালে সহরাভিমুখে গমন করিতে করিতে এই মনোরমা
 রমণীকে দর্শন করণানন্তর কন্দর্পশরে একান্ত জর্জরিত
 কলেবর হইয়া তাহার সহিত মিলনের অভাব হইলেও বীৰ্য্য
 পরিত্যাগ করিলেন, এই বীৰ্য্য বালদেশে নিপতিত হইল, এবং
 তাহা হইতে ইন্দের ন্যায় পরাক্রমশালী বাণী সমুৎপন্ন
 হইল। সুরেশ্বর তাহাকে একটি সুবর্ণমালা প্রদান করিলেন।
 ১০।১১।১২। অনন্তর স্বর্ঘ্য সেই অনির্লচনীর রূপলাবণ্যবতী
 ভামিনীকে নয়ন গোচর করিয়া মদন সায়কে নিতান্ত ব্যথিত
 হইয়া গ্রীবাদেশে বহু পরিমাণে বীৰ্য্য স্রুতি কবতঃ পরিত্যাগ
 করিলেন; এই বীৰ্য্য ছারা রূপবতী কামিনীর একটি মহাকার
 বানর সদ্য সন্মুত হইল; রবি বালীকে তাহার সহায় স্বরূপ
 এই সদ্য জাত হনুমানটী প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।
 এতদা এই কামিনী পুএ ঘর লইয়া নিদ্রা যাইতেছিল,

কলমূল দিতিঃ সার্কং পুত্রাভ্যাং সহিতঃ কপিঃ ।
নত্বা চতুর্মুখস্যাত্রে ঋক্ষরাজঃ স্থিতঃ সুখীঃ ॥ ১৬ ॥
ততোহব্রবীৎ সমাশ্বাস্য বহুশঃ কপিকুঞ্জরম্ ।
তত্রৈকং দেবতাদূতমাহূয়ামরসন্নিভম্ ॥ ১৭ ॥
গচ্ছ দূত ! মরাদিকৌ গৃহীত্বা বানরোত্তমম্ ।
কিঙ্কিঙ্ক্যাং দিব্যনগরীং নির্মিতাং বিশ্বকর্মাণা ॥ ১৮ ॥
সর্বমৌভাগ্যবলিতাং দেবৈরপি ছুরাসদাম্ ।
তস্যাং সিংহাসনে বীরং রাজানমতিষেচর ॥ ১৯ ॥
সপ্তদ্বীপগতা যে যে বানরাঃ সন্তি দুর্জয়াঃ ।
সর্বৈ তে ঋক্ষরাজনা ভবিষ্যন্তি বশেঃশুগাঃ ॥ ২০ ॥
যদা নারায়ণঃ সাক্ষাড্রামো ভূত্বা সনাতনঃ ।
ভুনরাসুরনাশায় সত্ত্ববিষ্যতি ভুতগে ॥ ২১ ॥

রজনী প্রভাত হইলে দেখিল যে, আপনার সন্তান ছর পূর্বের
ন্যায় বানরাকার প্রাপ্ত হইয়াছে; অনন্তর ঋক্ষরাজ কল
মূলদি আহরণ পূর্বক পুত্রদ্বয়কে সমভিষাহারে করিয়া
লোকপিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মার সন্নিধানে উপনীত হইয়া
তাহাকে নমস্কার পূর্বক অবস্থিতি করিল; পরে তিনি
কপিকুঞ্জরকে বিবিধ প্রকারে সমাশ্বাস প্রদান করিয়া অনর-
গণ সন্নিধানে এক দেবতা হৃতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—
হে দূত! তুমি আমাকর্তৃক আদিক্ত হইয়া বানর শ্রেষ্ঠ
দিগকে গ্রহণ করিয়া বিশ্বকর্মা বিনির্মিত কিঙ্কিঙ্ক্যা নামী দিব্য
নগরীতে গমন কর ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

সেই নগরী দেবতা দিগের দ্বারা পরম মৌভাগ্য সংবৃত্ত
হইয়াছে, অতএব তাহার সিংহাসনে মহাবীর বালীকে অধি-
বেশন করাইয়া তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত কর, আর সপ্তদ্বীপ নধো
বে সমস্ত দুর্জয় বানর আছে, তাহার সকলেই ঐ ঋক্ষরাজের
বশবর্তী হইবে; যখন সাক্ষাৎ সনাতন নারায়ণ পৃথিবীর
তার অপনোদনের নিমিত্ত অর্থাৎ অসুরদিগকে বিনাশ
করিবার জন্য রামরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন, তখন

তদা সর্বৈ সহায়ার্থে তস্যা গচ্ছন্তু বানরাঃ ।
ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা দূতো দেবানাং সমাহামতিঃ ॥ ২২ ॥
যথাজগুস্তথা চক্রে ব্রহ্মণা তং হরীশ্বরম্ ।
দেবদূতস্ততো গত্বা ব্রহ্মণে তন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৩ ॥
তদাদি বানরাণাং সা কিঙ্কিঙ্ক্যাভূত্পাশ্রয়ঃ ।
সর্বৈশ্বরত্বঃসবাসীরিদানীং ব্রহ্মণাহর্থিতঃ ॥ ২৪ ॥
ভূমেভারো হতঃ কৃৎসনস্তরা লীলানুদেহিনা ।
সর্বভুতান্তরস্থস্য নিত্যমুক্তশ্চিদান্ননঃ ॥ ২৫ ॥
অখণ্ডানন্দরূপস্য ক্রিয়ানেষ পরাক্রমঃ ।
তথাপি বর্ণ্যতে সন্তিলীলানামুবকপিণঃ ॥ ২৬ ॥

ঐ বানর সমস্ত তাহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত গমন
করিবে। অনন্তর দূত ব্রহ্মার নির্দেশবর্তী হইয়া হরীশ্বরকে
রাজ্যপদে অধিষ্ঠিত করিয়া পুনর্বীর তৎসন্নিধানে গমন করতঃ
সমুদায় রক্তান্ত তাহার নিকট নিবেদন করিল ॥ ২০ ॥ ২১ ॥
২২ ॥ ২৩ ॥

হে হৃপ! কিঙ্কিঙ্ক্যানগরী পূর্বে বানর দিগের আশ্রয়
ছিল, অধুনা ব্রহ্মা দ্বারা প্রার্থিত হইয়া তুমি সমস্ত বানরের
রাজা হইলে। হে দেবেশ! আপনি স্বীয় লীলা অবতরণ
করিবার মানসে মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন। আপনার
দেহে এতদূর পরাক্রম যে, আপনি ভূভার হরণ করিয়াছেন;
যে লোক আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়া কেবল মাত্র আপ-
নাকেই জ্ঞাত আছে তাহারই মুক্তিসাভ হইয়া থাকে।
আপনার রূপ অখণ্ড আনন্দময় হইলেও সাধারণের পাপ
বিনাশ ও স্বকীর বশ এবং লোক সমুদায়ের সুখের জন্য
ঈদৃশ পরাক্রম নিত্যন্ত আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু সমস্ত লোক
এইটী আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে, ব্যক্তি
বালী ও স্ত্রীবেদ মহতী কীর্ত্তি ঘোষণা করে তাহার জন্ম

বশন্তে সর্বলোকানাং পাপহৃতৌ সুখায় চ।
ব উদং কীর্তিয়েন্ম ভী। বালিস্ত্রীবয়োন্মহৎ ॥ ২৭
জন্ম তদাশ্রয়ত্বং ন মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ।
অথান্যং সম্প্রবক্ষ্যামি কথ্যং রাম! তদাশ্রয়াম্ ॥ ২৮
সীতা হতা বদর্থং না রাবণেন তুরায়না।
পুরা কৃতবুগে রাম! প্রজাপতিস্তুতং বিভূম্ ॥ ২৯
সনৎকুমারমেকান্তে সমাসীনং দশাননঃ।
বিনরাবনতো ভুত্বা হৃতিবা দ্যদমব্রবীৎ ॥ ৩০
কো হুস্মিন্ প্রবরো লোকে দেবানাং বনবন্তরঃ?
দেবাশ্চ বং সমাশ্রিত্য যুদ্ধে শত্রুং জয়ন্তু হি?।
কং রজন্তি দ্বিজা নিত্যং কং ধ্যায়ন্তি চ যোগিনঃ?
এতন্মে শংস ভগবন! প্রশ্নং প্রশ্নবিদাম্বর! ॥ ৩২
জ্ঞাত্বা তস্য হৃদিস্তং বস্তদশেষেণ যোগদৃক্।
দশাননমুবাচেদং শৃণু বক্ষ্যামি পুত্রক! ॥ ৩৩

আপনারই আশ্রয়ভূত হয় ও সে সর্ব পাপ হইতে বিনিমুক্ত হইয়া যায়। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭।

হে শ্রীরাম! সম্প্রতি আত্ম বিবরণ কথ্য অর্থাৎ তুরায়না দশানন যে কারণে জনকাজ্ঞা সীতাকে হরণ করিয়া ছিল, কহিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রামচন্দ্র! এক দিন কৃতযুগে দশগ্রীব লোক পিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমারকে নির্জন প্রদেশে সমাসীন সন্দর্শন করিয়া বিনরাবনত হইয়া অভিবাদন পূর্বক কহিল—হে ভগবন্! ইহ লোকে দেবতাদিগের মধ্যে কে অধিক বলবান্ আছে যে, তাহার আশ্রয়ভূত হইয়া দেবতার। সমরাজনে শত্রু জয় করে? ব্রাহ্মণেরা কাহাকে নিত্য ভজনা করে এবং কাহাকেই বা যোগিরা ধ্যান করিয়া থাকে? হে প্রশ্নবিদাম্বর ভগবন্! আপনি আমার এই সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিন। রাবণের মনো- মধ্যে ইচ্ছা মৃত্যু অবগত হইয়া যোগ বিশারদ সনৎকুমার দশাননকে কহিলেন, হে পুত্রক! আমার বাক্য শ্রবণ কর—

তর্তা যো জগতাং নিত্যং বস্য জন্মাদিকং নহি।
স্বরাস্ত্রবৈমুতো নিত্যং হরিনারারণোহব্যয়ঃ ॥ ৩৪
বল্লাভিপক্ষজাজ্জাতো ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ।
সৃষ্টং যেনৈব সকলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৫
তং সমাশ্রিত্য বিবুধা জয়ন্তি সমরে রিপূন্।
যোগিনো ধ্যানযোগেন তমেবাত্মজপতি হি ॥ ৩৬
মহর্ষের্বচনং শ্রুত্বা প্রত্নাবাচ দশাননঃ।
দৈত্যদানবরক্ষাংসি বিষ্ণুনা নিহিতানি চ ॥ ৩৭
কাং বা গতিং প্রপদ্যন্তে প্রেত্য তে মুনিপুঙ্গব!
তমুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো রাবণং রাক্ষসাবিপম্ ॥ ৩৮
দৈবতৈর্নিহিতা নিত্যং গত্বা সর্গমমুক্তমন্।
ভোগক্ষয়ে পুনস্তস্মাদ্রুতা ভূমৌ ভবন্তি তে ॥ ৩৯

যিনি এই জগৎ প্রতিপালন করিতেছেন, বাঁহার জন্ম বা মৃত্যু কিছুই নাই, দেব, বক্ষ, রক্ষপ্রভৃতি বাঁহাকে অচ্যুত নারায়ণ বলিয়া সর্বদা নমস্কার করে, বাঁহার নাভি কমল হইতে বিশ্বসৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমরে শত্রু জয় করিয়া থাকেন, যোগিরা যোগাসনে উপবেশন করিয়া নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬।

দশানন মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বসিলেন বিষ্ণুকর্তৃক দৈত্য দানব ও রাক্ষস সমস্ত নিহত হইয়াছে কিন্তু হে মুনি পুঙ্গব! তাহাদিগের কি গতি হইবে, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন: মহর্ষি রক্ষাধিপতির বাক্যাকর্ষণ করিয়া কহিলেন, তাহার। দেবতাগণ কর্তৃক নিহত হইয়া নিত্য পরমপবিত্র স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের ভোগক্ষয় হইলে স্বর্গচ্যুত হইয়া পুনরায় পৃথিবীতে নিপতিত হয়। হে রক্ষপতি! পূর্বজনার্কিত পুণ্য ও পাপ হেতু তাহার। স্বর্গ-লোকে ও ভূ-লোকে অবস্থিতি

পূর্নার্জিতৈঃ পুণ্যপাপৈস্ত্রিস্তে চোন্তবন্তি চ ।

বিষ্ণুণা যে হতাস্তে তু প্রাপ্নুবন্তি হরের্গতিম্ । ৪০

শ্রদ্ধা মুনিযুগাৎ সর্বং রাবণো হৃষ্টমানসঃ ।

যোৎস্যেহং হরিণা সার্কিমিতিচিন্তাপরোহভবৎ । ৪১

মনঃস্থিতং পরিজ্ঞাত্বা রাবণস্য মহামুনিঃ ।

উবাচ বৎস ! তেহভীক্টং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪২

কষ্টিংকালং প্রতীক্ষস্ব সুখী ভব দশানন ! ।

এবমুক্ত্বা মহাবাহো ! মুনিঃ পুনরুবাচ তম্ । ৪৩ ।

তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি হরুপস্যাপি মারিণঃ ।

স্থাবরেষু চ সর্কেষু নদেষু চ নদীষু চ । ৪৪ ।

ওঁকারৈশ্চব সত্যং চ সার্বিত্রী পৃথিবী চ সঃ ।

সমস্তজগদারঃ শেষরূপধরো হি সঃ । ৪৫ ।

সর্কে দেবাঃ সমুদ্রাশ্চ কালঃ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ ।

সুবোদয়োরো দিব্যরাত্রী যমশৈব তথানিলঃ ॥ ৪৬ ।

কহিয়া থাকে, আর বিষ্ণু বাঁহাকে বিনাশ করেন তিনি মুক্তি পদ লাভ করিয়া গোলোক ধামে থাকেন । ৩৭। ৩৮ । ৩৯। ৪০।

হৃষ্টমানস রাবণ মুনিমুখ হইতে সমুদায় অবগণ করিয়া ভগবান্নারায়ণ ও তনোপ্তা প্রধানত্ব হেতু বিষ্ণুদেবী হইয়া আনিও তাহার সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া চিন্তা পরতত্ত্ব হইল। মহামুনি দশগ্রীবের মনের বাসনা অবগত হইয়া কহিলেন— বৎস! তোমার মনাভিলাষ পূর্ণ হইবে, ইহাতে তিলার্ক-মাত্রও সংশয় নাই, অতএব হে দশানন ! কষ্টিংকাল অপেক্ষা কর, সুখী হইবে। ৪১। ৪২। এই বলিয়া মহামুনি মনঃ কুমার রাবণকে পুনর্বার বলিলেন, হে মহাবাহো ! আমি সেই মহানারী নিরাকার সনাতন বিষ্ণুর স্বরূপ ওস্ত কহিতেছি—তিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মান্তরে, নদ ও নদী মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তিনি সর্ব বাজ্রের ওঁকার, তিনি সমস্ত সত্য ও সার্বিত্রী, তিনি পৃথিবীর সর্বস্থলে পরিব্যাপ্ত, তিনি সমুদায় জগতের আধার ও অনন্তদেব। সমস্ত দেবতা, সমুদ্র,

অগ্নিরিন্দ্রস্তথা মৃত্যুঃ পর্জনা বসবস্তথা ।

ব্রহ্মা রুদ্রাদয়শ্চৈব যে চান্যে দেনদানবাঃ ॥ ৪৭ ।

বিদ্যোততি জ্বলতোষ পাতি চাত্তীতি বিশ্বক্ৰুৎ ।

ক্রীড়াং করোত্যব্যযাত্মা সৌন্দর্যং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।

তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।

নীলোৎপলদলশ্যামো বিদ্যুদ্বর্ণাঙ্ঘরারতঃ । ৪৮ ।

শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্যাং শ্রিয়ং বামাক্ষসংস্থিতাম্ ।

সদানপারিণীং দেবীং পশ্যান্নালিন্দ্র্য-তিষ্ঠতি । ৫০

দ্রষ্টুং ন শকাতে কৈশ্চিদেবদানবপন্নগৈঃ ।

যস্য প্রসাদং কুরুতে স চৈতনং দ্রষ্টুমর্হতি । ৫১ ।

ন চ যজ্ঞতপোভিক্ষা ন দানাধ্যয়নাদিভিঃ ।

শকাতে ভগবান্দ্রষ্টু মুপায়ৈরিতরৈরপি । ৫২ ।

কাল, দিবাকর, নিশাকর, দিবস, রজনী, ধর্মরাজ বস, অনিল, অনল, ইন্দ্র, মৃত্যু, পর্জনা, বহুগণ, প্রজাপতি ব্রহ্মা রুদ্র, এবং অপরাপর দেব দানব সমূহের সহিত সেই মহাবিষ্ণু সনাতন ক্রীড়া করিয়া থাকেন অর্থাৎ উপরোক্ত সমুদায়ই তাঁহার ক্রীড়ার বস্তু সদৃশ; তিনি স্বর্ণ, মর্ত্ত, পাতাল ও চরাচর বিশ্ব সংসারে পরিব্যাপ্ত, নীলকমলের ন্যায় শ্যামল, বিদ্যুদ্বর্ণ সদৃশ দীতবসনে আবৃত। নিম্নলিখিত স্তব্ধত্রী তাঁহার বামকোড়ে সংস্থিতা আছেন, তিনি সেই অপার বিহীন দেবীকে সমালোকন করিয়া (অর্থাৎ স্বীয় দর্শনে স্বক্টিব্যাপারাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া) তাঁহাকে সমালিঙ্গন পূর্বক অবস্থান করিতেছেন। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। দেবতা হউক, দানব হউক আর পন্নগ হউক, তাঁহাকে দর্শন করিতে কেহই সমর্থ হয় না। তবে তিনি বাহার উপর অনুগ্রহ করিয়া থাকেন সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে দেখিতে সক্ষম হয়, নচেৎ বজ্র কর, তপস্যা কর, দান কর, অধ্যয়ন কর, অথবা অপরাপর ইতর উপায় অবলম্বন কর, কিছুতেই ভগবানকে দর্শন করিতে সক্ষম হইবেনা; কিন্তু তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন

তন্তুতৈস্তদা তপ্রাণৈস্তচ্চিত্তৈধুতকল্লাবৈঃ ।
 শক্যতে ভগবান্ধিকুর্বেদান্ত্যামলদৃষ্টিভিঃ । ৫৩ ।
 অথ বা দ্রবুমিচ্ছা তে শৃণু ত্বং পরমেশ্বরম্ ।
 ত্রেতাযুগে স দেবেশো ভবিতা নৃপবিগ্রহঃ । ৫৪ ।
 হিতার্থং দেবমর্ত্যানামিচ্ছাকুণাং কুলে হরিঃ ।
 রামো দাশরথিভূত্বা মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ । ৫৫ ।
 পিতুর্নিরোগাৎস ভাত্রা ভার্য্যা দণ্ডকে বনে ।
 বিচরিস্যতি ধর্মাত্মা জগন্মাতা স্বনামরা । ৫৬ ।
 এবং তে সর্বমাখ্যাতে সয়া রাবণ ! বিস্তরাৎ ।
 ভজস্ব ভক্তিতাবেন তদা রামং শ্রিয়া যুতম্ । ৫৭ ।

কর, তাঁহার প্রিয়কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ কর, তাঁহার চিত্তের সহিত
 তোমার চিত্ত ন্যস্ত কর, বিগত পাপ হও, তবে বেদান্তের
 বিমল দৃষ্টি দ্বারা ভগবান্ নারায়ণের দর্শন পাইবে । ৫১ ।
 । ৫২ । ৫৩ ।

হে লক্ষ্মণপতি দশানন! তোমার ভগবান্ দর্শনের
 বিষয় আরও কহিতেছি, শ্রবণ কর । সেই ভগবান্ নারায়ণ
 দেব ও মর্ত্য লোকের মঙ্গল জন্য ত্রেতাযুগে ইক্ষ্বাকু বংশা-
 বতংশ রাজা দশরথের ঔরসে মহাবলপরাক্রান্ত রামচন্দ্র জন্ম
 গ্রহণ করিয়া রাজকলেবর ধারণ করিবেন । তিনি পিতার
 নিদেশানুবর্তী হইয়া অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত
 দণ্ডকারণ্যে গমন করিবেন, এবং স্বকীয় মায়া বিস্তার
 করিয়া জগজ্জননী জানকীর সহিত বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া
 বেড়াইবেন । হে রাবণ! আমি তোমার নিকট বিস্তার
 সমুদায় কহিলাম, এক্ষণে অটল ভক্তির সহিত শ্রীমান্ রাম-
 চন্দ্রকে ভজনা কর । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ ।

২৫

এবং শ্রুত্বা সুরাধ্যক্ষো ধাত্বা কিঞ্চিদ্ভিচার্য্য চ ।
 ত্বয়া সহ বিরোধে পুতুর্ভুদে রাবণো মহান । ৫৮
 যুদ্ধার্থী সর্বতো লোকান্ পর্য্যটন সমবস্থিতঃ ।
 এতদর্থং মহারাজ ! রাবণোহতীব বুদ্ধিমান্ ।
 হতবান্ জানকীং দেবীং ত্বয়ান্নবধকাজ্জয়া ॥ ৫৯ ॥
 ইমাং কথাং যঃ শৃণুরাৎপঠেদ্বা
 সংশ্রাবয়েদ্বা শ্রবণার্থিনাং সদা ।
 আয়ুৰ্যামারোগ্যমনন্তসৌখ্যং
 প্রাপ্নোতি লাভং ধনমক্ষয়ং চ । ৬০ ।
 ইতি শ্রীমদধ্যাত্মারামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সুরাধ্যক্ষ এবম্বিধ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল মনে মনে
 চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন রাবণ তমোগুণ প্রধানত্ব প্রযুক্ত
 আপনার সহিত বিরোধ করিবার জন্য যুদ্ধার্থী হইয়া সমস্ত
 লোক পর্য্যটন করিয়াছিল—হে মহারাজ! সুবুদ্ধি রাবণ আপ-
 নার হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিবে বলিয়াই জনকতনয়া সীতা
 দেবীকে হরণ করিয়াছিল । যে ব্যক্তি রামচন্দ্রের এই সমস্ত
 কথা শ্রবণ করে, পাঠ করে, শ্রবণেচ্ছুক দিগকে সর্বদাই শ্রবণ
 করায়, সে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়, অনন্ত মিত্রতা এবং
 অক্ষয় ধন লাভ করে । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মারামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ।

একদা ব্রহ্মণো লোকাদায়াস্তং নারদং মুনিম্।
 পর্যাটন্ রাবণো লোকান্ দৃষ্ট্বা নত্বাহব্রবীদ্বচঃ। ১
 ভগবন্! ত্রাহি মে যোদ্ধুং কুত্র সন্তি মহাবলাঃ।
 যোদ্ধুনিচ্ছামি বলিভিস্ত্বং জ্ঞাতাসি জগজ্জয়ম্ ॥ ২
 মুনির্ধ্যাত্বাহ স্তুচিরং শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ।
 মহাবলা মহাকায়াস্তত্র যাহি মহামতে! ॥ ৩
 বিষ্ণুপূজারতা যে বৈ বিষ্ণুনা নিহতাশ্চ যে।
 ত এব তত্র সঞ্জাতা অজ্ঞেয়াশ্চ সুরাস্তুরৈঃ ॥ ৪।

কোন সময়ে দশানন ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে করিতে
 পথি-মধ্যে দেবর্ষি নারদকে ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিতে
 অবলোকন করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্বক কহিল—
 ভগবন্! আপনি স্বর্গ, মর্ত্তা ও পাতালের সমস্তই অবগত
 আছেন। এক্ষণে বলশালী দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা
 করিতেছি। অতএব কোন্ প্রদেশে মহাবল পরাক্রমী বাস
 করে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন; দেবর্ষি রাবণের বাক্য
 শ্রবণ করিবামাত্র ধ্যান করিয়া বলিলেন, হে মহামতে!
 শ্বেতদ্বীপ নিবাসীরা মহাবলশালী ও মহাকায় বিশিষ্ট।
 তাহারা বিষ্ণু পূজার অহুকণ নিরত, বিষ্ণু ও তাহাদিগকে
 নিহত করিয়া থাকেন, সুতরাং সুরাসুর তাহাদিগকে জয়
 করিতে সমর্থ হন নাই, অতএব তুমি সেই স্থানে গমন
 কর; তচ্ছুবণে সমরাভিলাষী রাবণ সচিবগণ পরিবৃত্ত
 হইয়া পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্বক অতি সত্বর শ্বেত
 দ্বীপ সমীপে আসিয়া উপনীত হইল। সেই দ্বীপ প্রভা

শ্রুত্বা তদ্রাবণো বেগান্মল্লিভিঃ পুষ্পকেণ তান্।
 যোদ্ধকামঃ সমাগত্য শ্বেতদ্বীপসমীপতঃ ॥ ৫ ॥
 তৎপ্রভাহততেজস্কং পুষ্পকং নাচলন্ততঃ।
 ত্যক্ত্বা বিমানং প্রবযৌ মল্লিগশ্চ দশাননঃ ॥ ৬ ॥
 প্রবিশ্নেব তদ্বীপং ধূতো হস্তেন যোষিতা।
 পৃষ্ঠশ্চ ত্বং কুতঃ কোহসি প্রেষিতঃ কেন বা বদ ॥ ৭ ॥
 ইত্যুক্তো লীলয়া স্ত্রীভিহঁসস্তীতিঃ পুনঃপুনঃ।
 কৃচ্ছ্রাস্তাদ্বিনিমুক্তস্তাসাং স্ত্রীণাং দশাননঃ। ৮
 আশ্চর্য্যমতুলং লব্ধ্বা চিন্তয়ামাস দুর্মতিঃ।
 বিষ্ণুনা নিহতো যামি বৈকুণ্ঠমিতি নিশ্চিতঃ ॥ ৯ ॥
 মরি বিস্মর্য্যথা কুপ্যোন্তথা কার্য্যং কৰোম্যহম্।
 ইতি নিশ্চিত্য বৈদেহীং জহার বিপিনেহসুরঃ ॥ ১০ ॥

দ্বারা পুষ্পক রথ প্রতিকল্পগতি হইল সুতরাং রাবণ ও সচিব
 বর্গ বিমান পরিত্যাগ পূর্বক পদব্রজে গমন করিতে লাগিল।
 তাহারা দ্বীপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাত্র যোষিদ্গণ দশা-
 ননকে হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া কহিল, তুমি কোথা হইতে
 আসিয়াছ? কোন ব্যক্তিই বা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে?
 আর কেনই বা এখানে আসিয়াছ? শীঘ্র বল। ১। ২। ৩।
 ৪। ৫। ৬। ৭।

সেই স্ত্রীগণ হাস্য করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ এইরূপ
 কহিলে দৈহিক ক্রেশ হেতু সেই কামিনীদিগের হস্ত হইতে
 বিমুক্ত হইয়া দশানন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে
 লাগিল 'আমি বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন
 করিব। বিষ্ণু যেমন আমার প্রতি কুপিত, আমিও সেইরূপ

জ্ঞানেনৈব পরাশ্রয়ান স জহারাৱনীমুতাম্ ।

মাতৃবৎপালয়ামাস তুভ্যঃ কাঙ্ক্ষস্বথং স্বকম্ । ১১ ।

রামস্ত্বং পরমেশ্বরোহসি সকলং জানাসি বিজ্ঞানদৃক

ভুতং ভব্যমিদং ত্রিকালকলনাসাক্ষী বিকল্পোদ্ধিতঃ

ভক্তানামনুবর্তনায় সকলাং কুর্স্বিন ক্রিয়াসংহতিং

দ্রাশ্বস্বান্নদ্রাকৃতিমুনিবচোভাসীশলোকার্চিতঃ ॥ ১২ ॥

স্তবৈবং রাঘবং তেন পুজিতঃ কুন্তসম্ভবঃ ।

স্বাশ্রমং মুনিভিঃ সার্কং প্রযযৌ হৃষ্টমানসঃ ॥ ১৩ ॥

রামস্ত সৌতরা সার্কং ভ্রাতৃভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।

সংসারীৱ রমানাথো রমমাণোহবসদগৃহে ॥ ১৪ ॥

অনাসক্তোহপি বিষয়ান্ বুভুজে প্রিয়য়া সহ ।

হনুমৎপ্রমুখৈঃ সন্তির্জ্ঞানরৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ১৫ ॥

কার্য্য করিব।' হে রঘুনাথ ! এইরূপ কৃত নিশ্চয় হইয়া দশানন
অরণ্য মধ্যে বিদেহ রাজতনয়াকে হরণ করিয়াছিল এবং
আপনাকে পরমাত্রা অবগত হইয়া ও আপনার দ্বারাই
স্বকীয় বিনাশ স্থিরসিদ্ধান্ত জানিয়া অবনীপুত্রাকে হরণ করিয়া
জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিল । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ ।

হে রামচন্দ্র ! আপনি পরমেশ্বর, আপনি সমুদায়ের প্রতি
আশ্রয়িতা জ্ঞান করিয়া থাকেন । আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও
বর্তমান এই ত্রিকালের সমস্তই অবগত আছেন, সেই জন্য
আপনি এই ত্রিকালের সাক্ষী ; ভক্তদিগের কৰ্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্তি
দিবার নিমিত্ত মনুষ্যাকৃতি পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যবৎ ক্রিয়া
করিয়াছেন এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের দ্বারা অর্চিত হইয়াও
মৎসদৃশ মুনিদিগের বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া পরিশোভিত
হইতেছেন । অগস্ত্য রাঘবকে এইরূপ স্তব করিয়া ও স্বয়ং তৎ-
কর্তৃক পুজিত হইয়া মুনিগণ সঙ্গে প্রফুল্লাস্তুঃকরণে আশ্রমে
প্রত্যাবর্তন করিলেন । ১১ । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ ।

পুষ্পকং চাগমদ্রামমেকদা পূর্ব্ববৎপ্রভুম্ ।

প্রাহ দেব ! কুবেরেণ প্রেবিতং ত্বানহং ততঃ ॥ ১৬ ॥

জিতং ত্বং রাবণেনাদৌ পশ্চাদ্রামেণ নির্জিতম্ ।

অতস্ত্বং রাঘবং নিত্যং বহ যাবদ্বসেতু বি ॥ ১৭ ॥

বদা গচ্ছেদ্রঘুশ্রেষ্ঠো বৈকুণ্ঠং বাহি মাং তদা ।

তচ্ছ্রয়া রাঘবঃ প্রাহ পুষ্পকং সূর্য্যসন্নিভম্ ॥ ১৮ ॥

বদা স্মরামি ভদ্রং তে তদাগচ্ছ মমাস্তিকম্ ।

তিষ্ঠানুধার্য্য সর্ব্বত্র গচ্ছেদানীং মমাজ্জয়া ॥ ১৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা রামচন্দ্রোহপি পৌরকার্য্যাণি সর্ব্বশঃ ।

ভ্রাতৃভির্ম্মজ্জিভিঃ সার্কং যথান্যায়ং চকার সঃ ॥ ২০ ॥

রাঘবে শাসতি ভুবং লোকানাথে রমাপতো ।

বন্দুধা শম্যসম্পয়া কলবস্তৃশ্চ ভুরুহাঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীরামচন্দ্রও অঙ্গলক্ষ্মী সীতা, অমুজব্রহ্ম ও মন্ত্রিগণের
সহিত সংসারীর ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । বিষয় উপ-
ভোগে স্পৃহা হীন হইয়াও আশঙ্কের ন্যায় প্রাণ প্রিয়া জ্ঞানকী
ও মাধুগণের সহিত সংসার উপভোগ করিতেছেন ইত্যব-
সারে পুষ্পক একদিন শ্রীরাম সমীপে উপনীত হইয়া করপুটে-
কহিল, হে দেব ! আমি আপনার আদেশবর্তী হইয়া কুবের-
সমীপে গমন করিয়াছিলাম । তিনি আমাকে পুনরায় আপনার
নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি
অগ্রে রাবণ কর্তৃক বিজিত হইয়া পরে শ্রীরামদ্বারা জিত
হইয়াছ অথবা তুমি মহামুনি অগস্ত্যকে এবং রঘুকুলতিলক
রামচন্দ্রকে বহন কর । যখন রঘুনাথ বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন
তখন তুমি আমার সমীপে পুনরাগমন করিবে । রাঘব সূর্য্য-
প্রভাসন্নিভ পুষ্পকের বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, যখন
আমি তোমাকে স্বরণ করিব তখন তুমি আমার সমীপে
আগমন করিও, এক্ষণে আমার নির্দেশানুসারে অনুধ্যায়ন
হইয়া সকল স্থানে অবস্থান কর । অনন্তর রামচন্দ্র ভ্রাতা ও

জনা ধর্মপরাঃ সর্বৈ পতিভক্তিপরাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
 নাপশ্যৎপুত্রমরণং কশ্চিদ্ভ্রাজনি রাঘবে ॥ ২২ ॥
 সমারুহু বিমানাশ্রাৎ রাঘবঃ সীতয়া সহ ।
 বানরৈর্ভ্রাতৃভিঃ সার্কং সঞ্চচারাবনিং প্রভুঃ ॥ ২৩ ॥
 অমানুষাণি কার্য্যাণি চকার বহুশো ভুবি ।
 ব্রাহ্মণস্য সূতং দৃষ্ট্বা বালং মৃতমকালতঃ ॥ ২৪ ॥
 শোচন্তুং ব্রাহ্মণং চাপি জ্ঞাত্বা রামো মহামতিঃ ।
 তপস্বন্তুং বনে শূদ্রং হত্বা ব্রাহ্মণবালকম্ ।
 জীবয়ামাস শূদ্রস্য দদৌ স্বর্গমনুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥
 লোকানামুপদেশার্থং পরমাত্মা রঘুতমঃ ॥ ২৬ ॥
 কোটিশঃ স্থাপয়ামাস শিবলিঙ্গানি সর্বশঃ ।
 সীতাং চ রময়ামাস সর্বভোগৈরমানুষৈঃ ॥ ২৭ ॥

মন্ত্রিগণের সহিত অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে
 লাগিলেন; লোকনাথ রম্যপতি রাঘবের সুরাশনে বসুমতি
 প্রচুর শস্যশালিনী হইল এবং মহীকহ সকল অপরিপুষ্ট কলদান
 করিতে লাগিল। প্রজাপুঞ্জ ধর্মপরাগণ, সমস্তিনীগণ পতিসেবার
 অহরত এবং অকাল মৃত্যু এককালে তিরোহিত হইল ॥ ২৬ ॥
 ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২।

একদা রামচন্দ্র পুষ্পকে স্মরণ করিবামাত্র পুষ্পক
 তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল এবং তিনি সীতা সম-
 ভিবাহারে তাহাতে আরোহণ পূর্বক বানর ও ভ্রাতৃ সহ বিমান
 গার্গে পর্য্যটন করিতেছেন, ইত্যবসরে কোন ব্রাহ্মণের একটি
 নন্তান অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছে অবলো-
 কন করিয়া নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ
 পুঞ্জ শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছেন দেখিয়া মহামতি রামচন্দ্র
 ঘোর অরণ্যমধ্যে এক শূদ্র তপস্যা করিতেছিল সন্দর্শন করিয়া
 তাহার মন্তক ছেদন করতঃ তাহাকে অভ্যুত্তম স্বর্গ ধামে
 প্রেরণ করিলেন, এবং ঐ মৃত ব্রাহ্মণ বালককে পুনর্জীবিত
 করিলেন ॥ ২৩। ২৪। ২৫। ২৬।

অনন্তর পরমাত্মা রামচন্দ্র মনুষ্যদিগকে উপদেশ দিবার

শশাস রামো ধর্মেন রাজ্যং পরমধর্মবিৎ ।
 কথ্যং সংস্থাপয়ামাস সর্বলোকমলাপহাম্ ॥ ২৮ ॥
 দশবর্ষমহশ্রাণি মায়ামানুষবিগ্রহঃ ।
 চকার রাজ্যং বিবিধল্লোকবন্দ্যপদাসু জুঃ ॥ ২৯ ॥
 একপত্নীভ্রতো রামো রাজর্ষিঃ সর্বদা শুচিঃ ।
 গৃহমেধীয়মখিলমাচরন্ শিক্ষয়ন্ জনান্ ॥ ৩০ ॥
 সীতা প্রেমাহনুরক্তা চ প্রশরেণ দমেন চ ।
 ভর্তৃস্মনোহরা সাধী ভাবজ্ঞা সা হিরা ভিয়া ॥ ৩১ ॥
 একদাক্রৌড়বিপিনে সর্বভোগসমম্বিতে ।
 একান্তে দিব্যভবনে সুখাসীনং রঘুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥
 নীলমাণিক্যসঙ্কাশং দিব্যাভরণভূষিতম্ ।
 প্রসন্নবদনং শান্তং বিদ্যাৎপুঞ্জনিভায়রম্ ॥ ৩৩ ॥

উদ্দেশে কোটি কোটি শিবলিঙ্গ সর্বত্র সংস্থাপন করিলেন
 ও অলৌকিকভাবে সর্ব ভোগ উপভোগ করিয়া জনকনন্দিনী
 সীতার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। পরম ধার্মিক রামচন্দ্র
 ধর্মের সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং সর্ব লোক
 পাপনাশিনী স্বচরিত্র বিষয়ী কথা সংস্থাপন করিয়া সর্ব-
 লোক কর্তৃক বিধিবৎ পরিপূজিত হইয়া দশ সহস্র বৎসর
 রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রাজর্ষি রামচন্দ্র সর্বদা এক
 পত্নীর প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া বিশুদ্ধভাবে মনুষ্যদিগকে ভগ-
 বদ্ধশ্রীচরণ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করিতে
 লাগিলেন; জনকহুহিতা সাধী সীতা রামচন্দ্রের উপর প্রগাঢ়
 প্রেম প্রদর্শন করিয়া নিরন্তর অবিচ্ছেদভাবে থাকিতেন
 এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি দ্বারা ভর্তার মন-
 মোহিনী হইয়া তাঁহার ভাবগ্রাহিনী হইয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥
 ২৮। ২৯। ৩০। ৩১।

একদিন সর্বভোগসমায়ুক্ত প্রমোদকাননস্থ দিবা হর্ষাম্বো
 নীলমাণিক্য তেজোরাশি দিব্যাভরণ বিভূষিত প্রসন্ন বদন
 শান্তপ্রকৃতি তড়িলতা নিভায়র রামচন্দ্র একাকী নির্জনে

সীতা কমলপত্রাক্ষী সর্বভরণভূষিতা ।
 রামমাহ করাভ্যাং সা লালয়ন্তী পদাযুজে । ৩৪ ।
 দেবদেব ! জগন্নাথ ! পরমাত্মন ! সনাতন ।।
 চিদানন্দাদিমধ্যাস্তরহিতাশেষকারণ ! । ৩৫ ।
 দেব ! দেবাঃ সমাসাদ্য মামেকান্তেহক্ৰবম্বচঃ ।
 বহুশোহর্ষয়মানান্তে বৈকুণ্ঠগমনং প্রতি । ৩৬ ।
 ত্বরা সমেতশিচ্ছন্ত্যা রামস্তিষ্ঠতি ভূতলে ।
 বিসৃজ্যান্মান্ স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠং চ সনাতনম্ । ৩৭ ।
 আস্তে ত্বরা জগদ্ধাত্রি ! রামঃ কমললোচনঃ ।
 অগ্রতো বাহি বৈকুণ্ঠং ত্বং তথা চেদ্রঘুন্তমঃ । ৩৮ ।
 আগমিষ্যতি বৈকুণ্ঠং সনাথান্নঃ করিষ্যতি ।
 ইতি বিজ্ঞাপিতাহনৈময়া বিজ্ঞাপিতো ভবান্ ।

বদবুজ্জং তৎ কুরুবাদ্য নাহমাজ্ঞাপয়ে প্রভো ! ।
 নীতায়াস্তদ্বৎ শ্রুত্বা রামো ব্যাভ্রাহত্ৰীং ক্ষণম্ ৪০
 দেবি ! জানামি সকলং তত্রোপারং বদামি তে ।
 কম্পয়িত্বা মিষং দেবি ! লোকবাদং ত্বদাশ্রয়ম্ ৪১
 ত্যজ্যামি ত্বাং বনে লোকবাদাক্ষীত ইবাপরঃ ।
 ভবিষ্যতঃ কুমারো দ্বৌ বাল্লীকেরাশ্রয়ান্বিকে ৪২
 ইদানীং দৃশ্যতে গর্ভঃ পুনরাগত্য মেহন্তিকম্ ।
 লোকানাং প্রত্যয়ার্থং ত্বং কৃত্বা শপথমাদরঃ ৪৩
 ভূমের্বিবরমাত্রেণ বৈকুণ্ঠং যস্যসি ক্রতম্ ।
 পশ্চাদহং গমিষ্যামি এব এব স্থানিচ্চয়ঃ ৪৪ ।
 ইত্যুক্ত্বা তাং বিসৃজ্যাত্ রামো জ্ঞানৈকলক্ষণঃ ।
 মন্ত্রিভির্মান্নতত্ত্বৈজ্জৈর্কলমুখৈশ্চ সংবৃতঃ ৪৫ ।

উপবিষ্ট আছেন অবলোকন করিয়া কমললোচনা সর্বালঙ্কার
 ভূষিতাজনকভূষিতা সীতা শ্রীরামের পাদপদ্ম হস্তধারণ করিয়া
 কহিলেন, হে দেব ! হে জগন্নাথ, হে পরমাত্মন, হে সনাতন !
 আপনি সচ্চিদানন্দ, আপনার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত
 নাই । আপনি অশেষ জগতের কারণ ; হে দেব ! ইন্দ্রাদি
 দেবতাগণ আমাকে বিজ্ঞে প্রাপ্ত হইয়া আপনার বৈকুণ্ঠ গমন
 সম্বন্ধে আমার নিকট বিবিধ প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—
 “রামচন্দ্র আমাদিগকে ও সনাতন গোলোক ধাম পরিত্যাগ
 পূর্বক মায়াক্রপী হইয়া আপনার সহিত ধরামণ্ডলে অবস্থিতি
 করিতেছেন । হে জগদ্ধাত্রি ! অগ্রে আপনি বৈকুণ্ঠে গমন করুন,
 তাহা হইলে পঙ্কজনেত্র রঘুনাথও স্বর্গ ধামে আগমন করিয়া
 আমাদিগকে সনাথ করিবেন ।” তাঁহার আমাকে এইরূপ বলিয়া
 ছিলেন এবং আমিও এক্ষণে আপনাকে কহিতেছি । অতএব
 হে নাথ ! বাহা যুক্তি যুক্ত হয়, অদ্য তাহাই করুন । কিন্তু হে
 প্রভো ! আমি আপনাকে কোন্ রূপে আজ্ঞা করিতছি না, জানি-
 বেন । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । দাশরথি

বৈদেহীর এবমুত্ব বাক্য আকর্ণন করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তার
 পর কহিলেন, হে দেবি ! আমি সমস্তই অবগত আছি, কিন্তু
 ঔষিষ্যের উপায় আছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর । আমি
 তোমাকে রাবণালয় হইতে পুণগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া লোকে
 অপবাদ ঘোষণা করিতেছে । অধুনা লোকাপবাদ ভরে আমি
 তোমাকে কানন মধ্যে পরিত্যাগ করিব, কিন্তু আপাততঃ
 তোমার গর্ভ সম্ভব বলিয়া অনুমিত হইতেছে, অতএব বিপিনস্থ
 বাল্লীকির আশ্রমে তোমার গর্ভে দুইটী সন্তান উৎপন্ন হইবে ।
 তাহার পর তুমি পুনর্বীর আমার সমীপে আগমন করিলে
 আমি প্রজ্ঞা পুঞ্জর বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য তোমাকে পুনর্বীর
 পরীক্ষা করিব, তখন তুমি পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ পূর্বক
 শীঘ্রই গমন করিবে এবং আমিও তোমার পশ্চাৎ প্রস্থান
 করিব, এইটী নিশ্চয় জানিবে । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ ।
 এই বলিয়া সর্বলক্ষণ সম্পন্ন রামচন্দ্র সীতাসমিধান পরিত্যাগ
 করিয়া তত্ত্বজ্ঞ সচিব ও সেনাপতিদিগের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া

তত্রোপবিষ্টং স্ত্রীরামং সুহৃদঃ পৰ্য্যাপাসত।
 হাস্যপ্ৰেটোকথাসুজ্ঞা হাসয়ন্তঃ স্থিতা হরিম্ । ৪৬ ।
 কথাশ্রমজ্ঞাৎপপ্রচ্ছ রামো বিজয়নামকম্ ।
 পৌরা জ্ঞানপদা মে কিং বদন্তীহ শুভাশুভম্ ? ৪৭
 সীতাং বা মাতরং বা মে ভ্রাতৃন্বা কৈকয়ীমথ ।
 ন তেতব্যং ত্বরা ক্রাহি শাপিতোহসি মমোপরি । ৪৮
 ইত্যুক্তঃ প্রাহ বিজয়ো দেব ! সৰ্ব্বৈ বদন্তি তে ।
 কৃতং সুহৃক্ষরং সৰ্বং রামেণ বিদিতাঙ্গনা । ৪৯ ।
 কিন্তু ইত্যা দশগ্রীবং সীতামাহৃত্য রাঘবঃ ।
 অমৰ্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৫০ ॥
 কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতা সন্তোগজং সুখম্ ।
 যা হতা বিজনেহরণ্যে রাবণেন দুরাঙ্গনা ॥ ৫১ ॥

সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং উপাসক সুহৃদগণ নানা-
 বিবর্ণিনী কথার তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল ;
 কথা শ্রমজ্ঞে রামচন্দ্র বিজয়কে কহিলেন, তুমি বলিতে পার
 পুরজন ও জনপদবাসীরা আমার শুভাশুভ বিষয়ে কে কি
 বলিতেছে ? সীতারই হউক বা আমার জননীরাই, হউক বা
 ভ্রাতাদিগেরই হউক অথবা কৈকেয়ীরই হউক, বাহারই হউক
 নির্ভর চিত্তে বল, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমা-
 দিগের কোন ভয় নাই । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ ।

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, বিজয় বলিল, হে দেব ! সকলেই
 আপনাকে বলিয়া থাকে যে, বিদিতাঙ্গা ধ্রুনাথ দুষ্কর
 কার্য্য সকল করিয়াছেন বটে, কিন্তু দশাননকে সমরে নিহত
 করিয়া রাঘব ক্রোধ অপরিদর্শন পূর্বক সীতাকে পুনর্বার
 স্বভবনে আনয়ন করিয়াছেন । আর ত্বরায়া রাবণ যে সীতাকে
 বিজয় অরণ্য হইতে বলপূর্বক হরণ করিয়াছিল, সেই
 সীতা তাঁহার হৃদয়ে কিরূপে সুখদায়িনী হইল ? অতএব আমা-
 দিগের স্ত্রীরা যদি কোন দুষ্কর করে, তবে তাহাদিগেরও ক্ষমা

অস্মাকমপি দুষ্কর্য্য যেষিতাং মৰ্ষণং ভবেৎ ।
 বাদুক ভবতি বৈ রাজা তাদৃশ্যো নিরতং প্রজাঃ ।
 শ্রুত্বা তদ্বচনং রামঃ স্বজনান্ পর্য্যাপৃচ্ছত ।
 তেহপি নত্বাক্রমন্ রামমেবমেতন্ সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
 ততো নিসৃজ্য সচিনান্ বিজয়ং সুহৃদস্তথা ।
 দ্বাহুয় লক্ষ্মণং রামো বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥
 লোকাপবাদস্ত মহান্ সীতামাশ্রিত্য মেহভবৎ ।
 সীতাং প্রাতঃ সমানীয় বাল্মীকিরাশ্রমান্তিকে ॥ ৫৫ ॥
 ত্যক্ত্বা শীত্ৰং রথেন ত্বং পুনরারাহি লক্ষ্মণ ! ।
 বক্ষ্যামে যদি বা কিঞ্চিদ্ভদা মাং হতবানসি ॥ ৫৬ ॥
 ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভীত্যা প্রাহকুথাপ্য জ্ঞানকীম্ ।
 সুমন্তস্য রথে কৃত্বা জগাম সহসা বনম্ ॥ ৫৭ ॥
 বাল্মীকিরাশ্রমম্যাত্তে ত্যক্ত্বা সীতানুবাচ সঃ ।
 লোকাপবাদভীত্যা ত্বাং ত্যক্তবান্ রাঘবো বনে ॥

হইতে পারে । কারণ রাজা যেৰূপ আচরণ করিবেন প্রজা-
 রাও সেইরূপ করিবে । রামচন্দ্র তাহার কথা শুনিয়া আশ্রম
 পরিজনকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন—কিন্তু তাহারও
 তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।
 ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ ।

অনন্তর রঘুপতি সচিববর্গ, বিজয় ও সুহৃদবর্গকে পরিত্যাগ
 পূর্বক লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—হে লক্ষ্মণ !
 সীতাকে আশ্রয় দেওয়ার ভয়ানক কলঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে,
 অতএব কল্যাণ প্রাতে তুমি সীতাকে অন্তঃপুর হইতে লইয়া
 বাল্মীকির আশ্রম প্রদেশে পরিত্যাগ পূর্বক পুনর্বার রথা-
 রোহণ করিয়া অতি শীত্ৰ প্রত্যাবর্তন করিবে । যদি তুমি ইহাতে
 কিছু দ্বিকল্পি কর, তবে তুমি আমাকে হনন করিবে । রাঘব
 এইরূপ কহিলে লক্ষ্মণ ভীতান্তঃকরণে জ্ঞানকীকে অতি
 প্রাতে গাজোথান কহাইয়া স্রমন্তের রথে আরোহণ পূর্বক
 সহসা বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর বাল্মীকির আশ্রমের

দোষো ন কশ্চিৎস্ম মাতর্গচ্ছাশ্রমপদং মুনৈঃ ।
 ইত্যুক্ত্য লক্ষণঃ শীঘ্রং গতবান্ রামসন্নিধিম্ ॥৫৯
 সীতাপি হুঃখসন্তপ্তা বিললাপাতিমুক্ষবৎ ।
 শিষ্যৈঃ শ্রুত্বা চ বাল্মীকিঃ সীতাং জ্ঞাত্বা স দিব্যদৃক
 অর্ঘ্যাদিভিঃ পূজয়িত্বা সমাশ্বাস্য চ জনকীম্ ।
 জ্ঞাত্বা ভবিষ্যৎ সকলমার্গমুনিরোষিতাম্ । ৬১ ।
 তাস্তাঃ সম্পূজয়ন্তি স্ম সীতাং ভক্ত্যা দিনে দিনে ।
 জ্ঞাত্বা পরাম্বনো লক্ষ্মীং মুনিবাক্যেন যোষিতঃ ।
 সেবাং চক্রুঃ সদা তস্যা বিনয়াদিত্তিরাদরাৎ ॥ ৬৩

এক প্রান্তভাগে সীতাকে পরিহার করিয়া লক্ষণ তাঁহাকে
 কহিলেন—লোকাপবাদ ভয়ে শ্রীরাম আপনাকে অরণ্য মধ্যে
 পরিত্যাগ করিলেন—হে মাতঃ ! আমার ইহাতে কিছু মাত্র
 দোষ নাই। এক্ষণে আপনি মুনির আশ্রম পদে গমন করুন,
 এই বজ্রিলা লক্ষণ রামসন্নিধানে শীঘ্র আসিয়া উপনীত
 হইলেন। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০।

এদিকে সীতা পতি বিরহানলে দহমানা হইয়া মুক্তকণ্ঠে
 রোদন করিতে করিতে বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন,
 দিব্যদৃক বাল্মীকি শিষ্যগণ প্রমুখাৎ ক্রন্দন বিষয় অবগত
 সীতাকে অবগত হইয়া অর্ঘ্যাদিদ্বারা পূজা করণান্তর তাঁহাকে
 বিবিধ প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং ভাবি বিষয়

রামোহপি সীতারাহিতঃ পরাম্বা
 বিজ্ঞানদৃষ্টেবল আদিদেবঃ ।
 সম্যজ্য ভোগানখিলান্ বিরক্তো
 মুনিব্রতোহভূনমুনিসেবিতাঙ ঘিঃ । ৬২ ।

ইতি শ্রীমদখ্যানরামায়ণে উমানহেশ্বর সম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

সমস্ত জানিতে পারিয়া ষোড়শবর্গ নিযুক্ত করিয়া দিনে
 তাহার মুনিপ্রমুখাৎ সীতাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর লক্ষ্মী অবগত
 হইয়া প্রতিদিন পূজা এবং পরম আদরের সহিত তাঁহাকে
 নিরন্তর পরিচর্যা করিয়াছিল। ওদিকে আদি দেব পরমাত্মা
 রামচন্দ্র বিজ্ঞান দৃক হইয়া সীতা শূন্য প্রযুক্ত একাকী অবস্থান
 করিয়াছিলেন এবং সমস্ত ভোগ বিষয়ে বিরক্ত ও অনাসক্ত
 হইয়া মুনিবৎ কার্য করিয়াছিলেন। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪।

ইতি শ্রীমদখ্যানরামায়ণে উমানহেশ্বর সম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহিত্যায়ঃ ।

রামগীতা ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততো জগন্মূলমঙ্গলায়না
 বিধায় রামায়ণকীর্তিমুত্তমাম্ ।
 চচার পূর্বাচরিতং রঘুত্তমো
 রাজর্ষিবৈর্য্যরতিসেবিতং যথা । ১ ।
 সৌমিত্রিণা পৃষ্ঠ উদারবুদ্ধিনা
 রামঃ কথাঃ গ্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ ।
 রাজঃ প্রমত্তস্য নৃগস্য শাপতো
 দ্বিজস্য তিৰ্য্যাক্তমথাহ রামবঃ । ২ ।
 কদাচিদেকান্ত উপস্থিতং প্রভুং
 রামং রমালালিতপাদপঙ্কজম্ ।
 সৌমিত্রিরাসাদিতশুদ্ধভাবনং

প্রণম্য ভক্ত্যা বিনয়ান্বিতোহব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

মহাদেব, কহিলেন—ঐহা! ইহাতে জগতের সমুদায় মঙ্গল
 বিধায় ইহাতেছে এবং যিনি ঐতি—সুখ—কর অমৃতায়মান
 রামায়ণরূপ উত্তম কীর্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই রঘুপতি
 রামচন্দ্র প্রিয়তমা সীতাকে পরিহার করিয়া প্রজা-
 পালন ও সংকথা শ্রবণাদি কার্য্যে কালান্তিপাত করিতে লাগি-
 লেন। অনন্তর সুমিত্রা নন্দন উদার বুদ্ধি লক্ষণ প্রাচীন
 রাজা দিগের ধর্ম্মার্থ নির্ণয়ার্থ শ্রীরামকে জিজ্ঞাসা করিলে,
 রঘুনাথ প্রমত্ত হুপতি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব অপহরণ জন্য দ্বিজ
 কর্তৃক অভিষেক হইয়াছিলেন, তদ্বিস্ময় আখ্যান করিয়াছিলেন ।
 ১ । ২ ।

ভুং শুদ্ধবোধোহসি হি সর্বদেহিনা-
 মাত্মামাধীনোহসি নিরাকৃতিঃ স্বয়ম্ ।
 প্রতীক্সে জ্ঞানদৃশাং মহামতে !
 পাদাজ্জভূঙ্গাহিতসঙ্গসন্ধিনাম্ । ৪ ।
 অহং প্রপন্নোহস্মি পদাম্বুজং প্রভো !
 ভবাপবর্গং তব যোগি ভাবিতম্ ।
 যথাঞ্জসাজ্ঞানমপারবারিধিং
 সুখং তরীষ্যামি তথানুশাধি মাম্ ॥ ৫ ॥
 ক্ষত্বাথ সৌমিত্রিরচোঃখিলং তদা
 গ্রাহ প্রপন্নার্তিহরঃ প্রসন্নধীঃ । ৬ ॥

ভগবত্ সৎকথা শ্রবণে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সুমিত্রা-
 নন্দন কোন সময় রামচন্দ্রকে বিজনে প্রাপ্ত হইয়া
 তাঁহাকে গুরু নির্দেশ করতঃ ভক্তি সহকারে তাঁহার চরণ
 কমলে প্রণিপাত পূর্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, হে মহামতে!
 আপনি নিরাকৃতি চৈতন্যরূপী, সর্বান্তঃকামী, আপনি
 আকার বিহীন অর্থাৎ আপনার পদাম্বুজ সংলগ্নাস্তঃকরণ ভক্ত-
 দিগের সমুখে স্বয়ং প্রতীক্সমান হইতেছেন; হে প্রভো!
 যোগিরা আপনার পাদপদ্মে সংসারের অপবর্গ চিন্তা করেন।
 এক্ষণে আমি আপনার সেই সর্বজনায়াদ্য চরণে আশ্রয়
 লইলাম। আমার জ্ঞান সংসারের মুখ্য কারণ এবং বাহাতে
 অনারামে পরিজ্ঞান পাই আমাকে তাহাই শিক্ষা প্রদান
 করুন। ভক্তদিগের সংসার দুঃখাপহারী রাজ্য দিগের
 হৃদয়, ভক্তবৎসল রামচন্দ্র অহঙ্কের নাক্য শ্রবণ করিয়া

বিজ্ঞাননজ্ঞানতমোপশান্তয়ে
 ক্রতিপ্রপন্নং ক্রিঃপালভূষণঃ । ৬ ।
 আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
 কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ ।
 সমাপ্য তৎপূর্বমুপাস্তসাধনঃ
 সমাপ্তয়েৎসদৃশমাত্মলব্ধয়ে ॥ ৭ ॥
 ক্রিয়া শরীরোক্তবহেতুরাদৃতা
 প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ ।
 ধর্মেতরৌ ভত্র পুনঃ শরীরকং
 পুনঃ ক্রিয়াচক্রবদীর্ঘতে ভবঃ ॥ ৮ ॥
 অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণং
 তদ্বানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে ।
 বিদ্যৈব তন্নাশনিধৌ পটীয়সী
 ন কর্ম তজ্জং সবিরোধনীরিতম্ ॥ ৯ ॥

অজ্ঞান তিসির বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাহাকে আত্ম-
 তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতে লাগিলেন । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ ।

হে লক্ষণ! তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ক্রমশঃ
 বহিঃকর ও অন্তঃকরের সাধন কার্য্য অর্থাৎ অগ্রে স্ববর্ণাশ্রম
 বর্ণিত নিত্য, নৈমিত্তিক যজ্ঞ দানাদি রূপ ক্রিয়া সমস্ত সাধন
 করিয়া অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করণানন্তর শম দমাদি ধ্যানমুঠান
 পূর্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠা লক্ষণ সংযুক্ত
 সদৃশকর পরিচর্যা করা উচিত । চক্র যেমন পরিভ্রমণ সময়ে
 একবার অধঃ ও একবার উর্দ্ধে গমন করে, সেইরূপ সংসার
 কার্য্য অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে বলিয়া কথিত হইয়া
 থাকে, সুতরাং পূর্বজন্মার্জিত ক্রিয়ার ফলস্বরূপ শরীরোৎপত্তির
 জন্য তুমি বিষয়াভিলাষী হইয়াছ, কোন অধর্ম্ম ক্রিয়া ও কোন
 কোনধর্ম্ম কার্য্যে সুখলাভ হইবে বলিয়া ঐ সমুদয় কার্য্য করিতে
 তোমার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, এই সমুদায় কারণে শরীর

না জ্ঞানহানির চরাগসজ্জকরো
 ভবেততঃ কর্ম্ম সদোবমুস্তবেৎ ।
 ততঃ পুনঃ সংস্খতিরপ্যবারিতা
 তস্মাদবুধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ ॥ ১০ ॥
 ননু ক্রিয়াবেদমুখেন চোদিতা
 যথৈব বিদ্যাপুরুষার্থসাধনম্ ।
 কর্তব্যতা প্রাণভূতঃ প্রচোদিতা ।
 বিদ্যা সহায়ত্বমুপৈতি সা পুনঃ ॥ ১১ ॥

এবং ক্রিয়া সর্বদাই পরিবর্তনশীল হইতেছে । অত্র বিষয়ে
 অজ্ঞানই মূল কারণ এবং ঐ কারণটিকে বিনষ্ট করিবার
 জন্য অগ্রে অজ্ঞান মূলের হনন করা অতীব কর্তব্য, কিন্তু
 জ্ঞান দ্বারা কি রূপে বিনষ্ট হয়, এই আশঙ্কা হেতু
 বিদ্যারূপ জ্ঞান, অজ্ঞান রূপ মূলকে ছেদন করিতে সমর্থ
 যেহেতু কর্ম্মাদি কর্তৃক ঐ মূল কখনই ছেদন করা যায় না ।
 ৭ । ৮ । ৯ ।

নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে বিরোধ না থাকিলেও
 অজ্ঞানের অথবা ক্রোধের বিনাশ হয় না । পরন্তু কর্ম্মা-
 ঠানে পুনর্বার দোষ বিশিষ্ট হয়, অপরন্তু সংসার হইতে মুক্তি
 প্রত্যাশা থাকে না, সেই জন্য বিবেকী ব্যক্তির জ্ঞান
 বিচারে প্রবৃত্ত হয় ; যেমন বিদ্যা, ক্রতি, পুরাণ লক্ষণদ্বারা
 ব্রহ্মবিদ্ হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারাই পুরুষার্থ সাধন
 উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞান কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মকে যে প্রাপ্ত
 হওয়া যায়, ও ইহা দ্বারাই পরমেশ্বরকে সাধনা করা বাইতে
 পারে, কিন্তু ক্রিয়া অবশ্য কর্তব্যতা হেতু নিরোজিত হই-
 রাছে এবং এই সকল কার্য্য না করিলে জ্ঞানোৎপাদন না
 হইয়া বৎসপাপের উৎপত্তি হয়, সেই কারণে দণ্ডচক্রাদির
 ন্যায় উৎসাদিগের উভয়েরই পরস্পর সহায়তা আছে । ক্রতি
 সিদ্ধান্ত কার্য্য অকৃত হইলে দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে সেই
 জন্য মুমুক্শুজনের সর্বদাই ক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন,
 অধিকন্তু পুরুষার্থ মোক্ষজনিকা বিদ্যা যে রূপ সহায় গ্রহণ

কৰ্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতিৰ্জগৌ
 তস্মাৎসদা কার্যামিদং মুমুক্শুণ।
 ননু স্বতন্ত্রা ঐবকার্যকারিণী
 বিদ্যা ন কিঞ্চিৎস্বনসাপ্যপেক্ষতে ॥ ১২ ॥
 ন সত্যকার্যোহপি হি বদ্বদধরঃ
 প্রকাজ্জ্বতেহন্যানপি কারকাদিকান্।
 তথৈব বিদ্যা বিধিতঃ প্রকাশিতৈ-
 র্বিশিষ্যতে কৰ্মাভিরেব মুক্তয়ে ॥ ১৩ ॥
 কেচিদ্ধদন্তীতি বিতর্কবাদিন-
 স্তদপ্যসদৃষ্টবিরোধকারণাৎ!
 দেহাভিমানাদতিবদ্ধতে ক্রিয়া
 বিদ্যা গতাহঙ্কৃতিতঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ১৪ ॥
 বিশুদ্ধবিজ্ঞানবিরোচনাঞ্চিতা
 বিদ্যাভ্যুত্তিষ্টিচরমেতি ভণ্যতে।

না করিয়া নিজে কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ, মনের দ্বারা
 কিঞ্চিং সহায়ত্ব বস্তুরও অপেক্ষা করে না। আর তেজ যেমন
 তিমির বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ বিদ্যা ফলজননে
 নিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্র বশতঃ তেজোবৎ অহুমিত হয়;
 সত্য কার্য অর্থাৎ বেদ প্রোক্ত অক্ষয় প্রভৃতি স্থির কার্য
 সমুদায়, যজ্ঞ এবং অন্যান্য উপকারকাজ বিশিষ্ট দেশ
 কালাদির প্রতি যেমন আকাজ্জ্বল করে না, সেই রূপ বিদ্যার
 গিধি বাক্য সমূহ যে সমুদায় কৰ্ম প্রকাশ করিয়াছে ঐ
 সমস্ত কৰ্ম দ্বারাই মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ১০। ১১। ১২। ১৩।

হেলক্ষণ! কোন কোন বিতর্কবাদীরা বলেন যে, জ্ঞান-
 ক্রিয়া হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা অসৎ,
 যেমন কৰ্ম মোক্ষ সাধন অসৎ—ভজ্ঞ তাহার সহিত পরস্পর
 মিলিত হইলেও তাহা অসৎ অবলোকিত হইয়া থাকে!
 হে সৌমিত্রেয়! ঐ বিরোধ হেতু দেহাভিমান হইতে ক্রিয়া

উদেতি কৰ্মাখিলকারকাদিভি-
 নিহন্তি বিদ্যাখিলকারকাদিকম্ ॥ ১৫ ॥
 তস্মাত্ত্যজ্ঞেৎকার্যমশেষতঃ সুধী-
 র্বিদ্যা বিরোধান্ন সমুচ্চরো ভবেৎ।
 আত্মানুসন্ধানপরায়ণঃ সদা
 নিব্রত সর্বৈন্দ্রিয়ব্রুতিগোচরঃ ॥ ১৬ ॥
 যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াভ্রুধী-
 স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদকৰ্মণাম্।
 নেতীতিবাকৈরখিলং নিষিধ্য তৎ
 জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজ্ঞেৎক্রিয়াঃ ॥ ১৭ ॥

পরিবর্জিত হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তির অহঙ্কার বিনষ্ট হই-
 যাচ্ছে তাহার বিদ্যাই প্রসিদ্ধ; পরিশুদ্ধ বেদান্ত বাক্য
 সবিশেষ বিচার করিলে প্রায় ব্রহ্মের আকার ও অন্তঃ-
 করণ ব্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ঐ চরনা বিদ্যা—বিদ্বজ্জ-
 নেরা বিদ্যাকে ভজনা করেন; পুনশ্চ কৰ্ম কৰ্ত্তব্য কার্যাদির
 অঙ্গের সহিত ফলোন্মুখী হয় আবার বিদ্যা কৰ্ত্তব্যাদি বুদ্ধিকে
 বিনষ্ট করে। বিদ্যা এবং কৰ্ম পরস্পর বিরোধ জন্য মুমুক্-
 জনেরা নৈমিত্তিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্ম পরমেশ্ব-
 রের প্রতি অনুক্ষণ চিন্তা সমর্পণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ
 সমস্ত ইন্দ্রিয় গোচর বিষয় হইতে অন্তর হইয়া সর্বদা
 সচ্চিদানন্দানুসন্ধানে তৎপর হয়েন। হে মমামুগামিন্!
 রাগী ও বিরাগী ভেদে কার্য করা কৰ্ত্তব্য, সেই বিষয়
 কহিতেছি শ্রবণ কর। শরীর মধ্যে মাত্রা অহঙ্কার বাবৎ
 কাল অবস্থিতি করিবে তাবৎকাল বিবিধ কৰ্ত্তব্য কার্য করাই
 উচিত, এবং তাহা অপগমন করিলে সুধীব্যক্তির জগতের
 বাক্য সমূহ মিথ্যা অনুমিত করিয়া সত্য পরমাত্মাকে অবগত
 হইয়া সমুদায় ক্রিয়া পরিহার করিয়া থাকেন। ১৪। ১৫।
 ১৬। ১৭।

যদা পরাত্মাত্মবিভেদভেদকং
 বিজ্ঞানমাত্মন্যবভাতি ভাস্বরম্ ।
 তদৈব মায়া প্রবিনীয়েতৈশ্বর্যমা
 সকারকাকারণমাত্মসংসৃতে: ॥ ১৮ ॥
 শ্রুতিপ্রমাণাভিবিনাশিতা চ মা
 কথং ভবিষ্যত্যপি কার্য্যকারিণী ? ।
 বিজ্ঞানমাত্রাদমলাদ্বিতীয়াত-
 স্তস্মাদবিদ্যা ন পুনর্ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
 যদি স্ম নষ্ঠা ন পুনঃ প্রসূর্যতে
 কত্রাহমসোতি মতিঃ কথং ভবেৎ ? ।
 তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ন কিমপ্যপেক্ষতে
 বিদ্যা বিমোক্ষার বিভাতি কেবলা ॥ ২০ ॥

না তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং
 ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাং স্ফুটম্ ।
 এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতিঃ
 জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্ম সাধনম্ । ২১ ।
 বিদ্যাসমভ্বেন তু দর্শিতস্তরা
 ক্রতূর্ন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ সমঃ ।
 কলৈঃ পৃথক্ভাদ্রহকারকৈঃ ক্রতুঃ ।
 সংসাধ্যতে জ্ঞানমতো বিপর্য্যয়ম্ । ২২ ।
 সপ্রত্যবায়ো হুমিত্যনাত্যনাত্মাবীঃ ।
 অজ্ঞপ্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ ।
 তস্মাদবুধৈস্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াত্মাভি-
 বিধানতঃ কর্ম্মবিধিপ্রকাশিতম্ । ২৩ ।

আত্মা পরিশুদ্ধ হইয়া জগদীশ্বরের এবং জীবের আত্মার
 সহিত পরস্পর বিভেদ লক্ষিত হয়, এই বিজ্ঞান প্রভাকর
 স্বীয় প্রকাশ লীলা প্রভাবারা ইতর বৃত্তি সমুদায় উপসর্জন
 পূর্বক ব্রহ্মাকার অখণ্ড বৃত্তির ন্যায় বধন কিরণ প্রদান
 করে তখন মায়া জন্মান্তর প্রাপ্ত কর্ম্মের সহিত সন্মিলিত
 হইয়া শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অধিকন্তু তাহা বিনষ্ট হইলে
 সংসার অর্থাৎ ক্রিয়া নাশও উপস্থিত হয়। এই সমস্ত শ্রুতি
 প্রমাণ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া এই অবিদ্যা কিরূপে কার্য্য কারিণী
 হইবে? অর্থাৎ তাহার আর উদ্ভব হয় না, কারণ অতি-
 পবিত্র দ্বিতীয়ায় বিষয়ক বিজ্ঞান মাত্র হইতে অর্থাৎ নির্দি-
 ষ্ঠ্যাসন জ্ঞান দ্বারা এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্য
 ব্রহ্মতে সর্ব্বৎ ভ্রমের ন্যায় উহার আর উৎপত্তি হইবে না।
 যদি তত্ত্বজ্ঞান বিনাশকারী অবিদ্যা পুনরায় উৎপন্ন না হইল,
 তবে কারণের অভাব প্রযুক্ত “আমিই ইহার কথা” এইটী কি
 প্রকারে সংগোহিত হইতে পারে! সেই হেতু অপরাপর স্বতন্ত্রা
 কখনই নিরপেক্ষ হইয়া থাকে না, এবং এই কারণ বশতঃ বিমো-

চন জন্য অসহায়ের ন্যায় শোভমান হয়। এই প্রসিদ্ধা তৈত্তি-
 রীয় অর্থাৎ বজ্রকর্ষদ শাখাসম্বন্ধীয় শ্রুতি সবিস্তার প্রবোধিত
 কার্য্যের পরিহার অতি আদর ও পরিষ্কৃত রূপে কথিত
 হইয়াছে, এবং এইরূপ বাজসনেয়ীদিগের অর্থাৎ বজ্রকর্ষদ
 শাখাধোভীদিগের জ্ঞান বিমুক্তি সাধনের পক্ষে কার্য্যকর
 নহে। হে সমুচ্চরবাদিন! তুমি অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি বিদ্যা সম-
 ভাবে পরিদর্শন করিয়াছ বটে, কিন্তু সমুদায়ের উদাহরণ
 সমান রূপে আহৃত হয় নাই; কলভেদ বশতঃ এবং অগ্নিষ্টোম
 প্রভৃতি কার্য্য-মমতা ও অভিমান রূপ-অন্তর-বাহ্য-
 দেশকালাদি নিম্নম কর্ত্ত্বক আমি সাধিত হইয়া থাকি, এই
 কারণে জ্ঞানের বিষয়ও বিপরীত রূপে প্রকটিত হইয়াছে
 অতএব তুমি তাহা কহিতে সাম্য হও নাই। কথ্য পরি-
 ত্যাগ করিলে, আমি নিম্নেন্দ্ৰই পাপ-ভারগ্রস্ত হইব,
 বাহ্যরা সূক্ষ্মা অলোকন করিয়াছে তাহাদিগের নিকট
 অনর্থক ধার্মিক এবং তত্ত্বজ্ঞান বিফল ব্যক্তি কখনই প্রসিদ্ধ

শ্রদ্ধাশ্রিতস্তদ্ব্যমসীতিবাক্যতো ।
 গুরোঃপ্রসাদাদপি শুদ্ধমানসঃ ।
 বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্যামথাত্মজীবয়োঃ
 মুখী ভবেন্মেয়ুরিবাশ্রকম্পনঃ ॥ ২৪ ॥
 আদৌ পদার্থাবগতিহি কারণং
 বাক্যার্থবিজ্ঞানবিধৌ বিধানতঃ
 তত্ত্বপদার্থৌ পরমাত্মজীবকা-
 বসীতি চৈকাত্ম্যামথানয়োর্তবেৎ ॥ ২৫ ॥
 প্রত্যক্পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মানো-
 বিহার্য সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মাতম্ ।
 সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং
 জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমথাদ্বয়ো ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

হইতে পারে না, এমন কি তত্ত্বদর্শীরাও ওরূপ হইতে
 অক্ষম, সেই কারণে পণ্ডিতেরা ক্রিয়া ফলাসক্ত চিত্ত বিশিষ্ট
 লোক দিগের বিধানানুযায়ী বিত্তি প্রকাশিত কর্তৃক পরি-
 হার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিজাম কার্য্য করিয়া
 স্বকীয় মনকে পরিশুদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মন গুরু শাস্ত্র
 বিধানসে সংযোজিত হইয়াছে এবং গুরুর প্রসাদে ত্রৈলোক্য জ্ঞান
 প্রাপ্ত হইয়া, এবং স্বকীয় ও অপরাপর লোক দিগের
 একাত্ম্য অবগত হইয়া, গিরি যে রূপ কিছুতেই বিচলিত
 হয় না সেইরূপ বিষয়াভিলাষ দ্বারা অক্ষোভিত না হইয়া
 সমুদায় দুঃখহীন হয়। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩।
 ২৪।

ভ্রম প্রমাদ রহিত প্রযুক্ত বাক্যার্থ বিজ্ঞানের উৎপত্তিই
 প্রথম এবং পদার্থ অবগতির কারণ নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধি; এবং
 ঐ পদ ত্রয়ের তত্ত্ব 'ভূমিই'; এতৎ পদার্থ-পরমাত্মা—সর্ব-
 জ্ঞাদি গুণ—ভূমি পদার্থ জীব—এই সকলের মধ্যে একাত্ম্য
 হইয়া থাকে। অহং বুদ্ধি হইতে জীব ধর্ম্ম এবং পরোক্ষ
 হইতে অর্থাৎ স্বকীয় আদি ধর্ম্ম ও পরমাত্ম জীবাত্মার মধ্যে

একাত্মকত্বাজ্জহতী ন সম্ভবেৎ
 তথাহজহলক্ষণতাবিরোধতঃ ।
 সোহয়ং পদার্থাবিব ভাগলক্ষণা
 যুজ্যেততত্ত্বপদয়োঃ দোষতঃ । ২৭।
 রসাদিপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং
 ভোগালয়ং দুঃখসুখাদিকর্ম্মণাম্ ।
 শরীরমাদ্যন্তবদাদিকর্ম্মজং
 মায়াময়ং স্থূলসূক্ষ্মপাখিমাভূতম্ ॥ ২৮ ॥

বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক তোমা কর্তৃক সম্যক্ বিচারিত তত্ত্ব
 পদ বক্ষমাণ লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত তত্ত্বপদ উপস্থিত বিষয়ক
 একাত্ম্য জ্ঞানোদয় চিত্ত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ
 একাত্মক প্রযুক্ত স্বার্থভাগবতী লক্ষণা (অর্থাৎ যেমন গঙ্গার
 ঘোষ—এই স্থলে গঙ্গাপদার্থের প্রবাহ ঘোষ সর্ব্বতোভাবে
 পরিভাগ জন্য তীররূপার্থ লক্ষণা) কখনই সম্ভব হইতে পারে
 না এবং কাক কর্তৃক দধি রক্ষা করণে যেমন কাক পদের
 দধি উপধাতক্য লক্ষণা সেই প্রকার বিরোধবশতঃ ঐ লক্ষণা
 সম্ভাবিত হইতে পারে না, এই কারণে লক্ষণ লক্ষণা সংযো-
 জিত হয়; পূর্ব্বোক্ত দোষের অভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ ধর্ম্মাং-
 শভাগ বশতঃ দৃষ্টান্ত যেমন ঐ দেবদত্ত পদার্থে দেশাদি-
 বিশিষ্টঅনুভূতমান বেদশব্দার্থ অনুভূত হয়। পৃথিব্যাদি
 পঞ্চভূত সম্ভূত সম্ভব এক চিত্ত হইয়া সমুদায় দ্বিধা বিভাগ
 পূর্ব্বক তাহার এক ভাগকে চারিঅংশে বিভিন্ন করণানন্তর
 তাহার অংশ সমূহের অপরাপর ভূত চতুর্কর অর্দ্ধভাগ চতু-
 ষ্টয় দ্বারা সংযুক্ত করিয়া এক একটা পঞ্চাত্মক ভূত উৎপন্ন
 হয়, এবং অধিক পরিমাণে বিভিন্ন হওয়ার পৃথিব্যাদির
 ব্যবহারোপযোগী সুখ দুঃখ কর্ম্ম সমস্তের ভোগাশ্রয়,
 ভূত উৎপত্তি ও নাশোপযুক্ত প্রাণভাবীর কর্ম্ম জন্য মায়া-
 ময় অর্থাৎ বিকারভূত এই শরীর আপনা হইতেই স্থূলভা
 প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ কথিত আছে। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদংশেন্নৈবুতং

প্রাণৈরপক্ষীকৃতভূতসত্ত্বম্।

ভোক্তাঃ সুখাদেবমুসাধনং ভবেৎ

শরীরমনাব্দিদুরাত্মনো বুধাঃ ॥ ২৯ ॥

অনাদ্যানির্মাচ্যমপীহ কারণং

মারাপ্রধানন্ত পরং শরীরকম্।

উপাধিভেদাত্ম যতঃ পৃথক্স্থিতং

স্বাশ্মানমাত্মনাবধারণেৎ ক্রমাৎ ॥ ৩০ ॥

কোষেষু যং তেষু তু তত্তদাকৃতি-

বিভাতি সঙ্গাৎ স্ফটিকোপলো যথা।

অসঙ্গকোপোহযনকো যতোহবয়ো

বিস্তারতেহস্মিন পরিতো বিচারিতে ॥ ৩১ ॥

এক্ষণে পণ্ডিতেরা লিঙ্গ দেহাত্মক স্থূল শরীর সম্বন্ধি হইতেছে জানিয়া কহিয়াছেন যে গৎকপ্পাত্মক মন, নিশ্চরাত্মক বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়, রসনা, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ও তৎ এই ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পানি, পাদ, পাশু ও উপস্থ এই পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়—এবং প্রাণ, অপান, বায়ন, উদান ও সমান এই পঞ্চ প্রাণ সমুদারে এই সমুদায় ইন্দ্রিয় দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অপক্ষীকৃত ভূত সত্ত্বম্; অতএব অদৃশ্য তথা সূক্ষ্ম ভূতাদির অনুভব সাধন স্থূল শরীরানুগত ভোগ লাভ হইয়া থাকে। ২৯।

হে বৎস! ইহ জগতে লোকে উৎপত্তি বিহীন, সস্থা-সস্থ নির্মাচ্য, জগৎ প্রপঞ্চপতি, ব্রহ্মমায়া, পরমাত্মা উপাধি ভেদ একমাত্র চৈতন্য, ভেদ বুদ্ধি বিষয়ে পৃথক জগৎপাতা জগদীশ্বরকে সৰ্ব্ব লক্ষণ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া ও শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানিতে পারে; আনন্দময় ব্রহ্মতে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও অন্নময় এই তাঁহার চারিটি কোষমধ্যে তৎসম্বন্ধীয় আকৃতি দেদীপ্যমান আছে অর্থাৎ যেমন জ্বাদি কুসুম স্ফটিক সংযুক্ত হইলে নানা-

বুদ্ধেন্দ্রিয়া বৃত্তিরপীহ দৃশ্যতে

স্বপ্নাদিভেদেন গুণত্রয়াত্মনঃ।

অন্যোহন্যতোহস্মিন ব্যভিচারতো মৃষা

নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলে শিবে ॥ ৩২ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনশ্চিদাত্মনাং

সঙ্ঘাদজস্রং পরিবর্ততে ধিয়ঃ।

বৃত্তিস্তমোমূলতয়াজ্ঞলক্ষণা

যাবন্তবেত্তাবদসৌ ভবোদ্ভবঃ। ৩৩।

নেতিপ্রমাণেন নিরাকৃতান্তিলো

হৃদা সমাস্বাদিতচিদ্রনামৃতঃ।

বিধ আকৃতি পরিদৃশ্যমান হয়, সেই প্রকার আনন্দময় জগদীশ্বর ও জীব সমূহ পরস্পর সম্মিলিত হইলে কোষ-মধ্যে তাঁহার বিবিধ রূপ লক্ষিত হয়; এই মহাবাক্য সম্যক রূপে বিচার করিয়া দেখিলে ঐ আত্মাকে অনাদি সঙ্গ রহিত স্বয়ম্ভূ ও অদ্বয় বলিয়া পরিলক্ষিত হইতে অর্থাৎ অজ্ঞাদি জনেরা ততৎকোষসঙ্গ প্রযুক্ত স্ফটিকবৎ বোধ করিবে, কিন্তু তত্ত্বজ ব্যক্তি দিগের সে রূপ প্রতীতি হইবে না। এই আত্মা মধ্যে জাগরিতাবস্থায় যে তিনটি বৃত্তি অবলোকিত হয় তাহাই গুণত্রয়াত্মার সত্ত্ব রজ ও তমরূপ গুণ ত্রয়ের বুদ্ধির ধর্ম এবং উক্ত অবস্থাত্রয়ের মূলকত্ব হেতু এই ত্রিগুণাবস্থার অবস্থান এই স্থানেই হইয়া থাকে, অন্যান্য ব্যভিচারাবস্থা-ত্রয়ের স্বরূপতঃ অনর্থক হেতু স্নগকালিন জাগরণ বা সূর্যুপ্তির অভাব হয়। সেই জন্য ঐ দুইটির না থাকায় পরস্পর ব্যভি-চার উপস্থিত হয়, সূতরাং আপনার অনাশ্রয় প্রযুক্ত উৎপত্তি বা-নাশ বিহীন, পরম ব্রহ্ম ও আনন্দ রূপ জগদীশ্বরের প্রতি ব্যভিচার ধর্ম অসম্ভব। আপনার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও চিত্তের অবিচ্ছিন্ন হওয়ার অজস্র বুদ্ধি বৃত্তি ও তমমূল কারণে অজ লক্ষণা যাবৎকাল পরিবর্তন হইবে তাবৎ ঐ সংসারের উৎপত্তি হইবে। তমপদব্রজোত্তমের উপলক্ষণ মাত্র

ত্যাগেনশেষং জগদাস্তদশঃ

পীড়া যথাস্তঃ প্রজ্জ্বলতি তৎকলম্। ৩৪।

কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে

ন ক্ষীয়তে নাপি বিবৰ্দ্ধিতেহনবঃ।

নিরন্তসৰ্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ

স্বয়ংপ্রভঃ সৰ্ব্বগতোহ্যনন্দয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

এবং বিধে জ্ঞানায়ৈ সুখাত্মকে

কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রযীয়তে ?

অজ্ঞানতোহ্যাসবশাৎপ্রকাশতে

জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ কণাৎ ॥ ৩৬।

বদন্তদ্যত্র বিভাব্যতে ভ্রমাৎ

অধ্যাসমিত্যাহরমুং বিপশ্চিতঃ।

অসপ্ৰভুতে হি বিভাবনং যথা

রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপৌশ্বরে জগৎ ॥ ৩৭ ॥

বিকল্পমারহিতে চিদাত্মকে-

হৃৎকার এষঃ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ।

অধ্যাস এবাত্মনি সৰ্ব্বকারণে

নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলে পরে ॥ ৩৮ ॥

এবং রজঃতম অপেক্ষা প্রধান বুদ্ধি সেইজন্য সংসারের নিমিত্ত সৰ্ব্বতোভাবে পরিভাষ্য। যিনি এই সমস্ত প্রমাণ লইয়া জগৎকে মধ্যাক্ষরে পরিগ্রহীত হইরাছে বোধ করেন ও হৃদয় মধ্যে সাস্ত্রিক মমকারী চিন্তাশ্রম ও সুখ সমাস্বাদন করিয়াছেন, তিনি পরিণাম হৃৎপ্রযুক্ত সন্তানের ন্যায় হইয়া অশেষ জগৎ, দেহ, ইন্দ্রিয়াদি দৃশ্য সমূহ পরিত্যাগ করেন, অথচ রজঃত্যাগের উপাদান বিষয় কার্য করেন না, এবং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তজ্জ্ঞান লাভাশয়ে কি প্রকারে উপজীব্যের পরিহারশঙ্কায় দৃষ্টান্ত পরিদর্শন করিয়া পরিহার করেন; যেমন ত্বকর্ত্ত জন নারিকেল ফলাদি আহার করিয়া তৎকল স্বরূপ উদাসীন হয়, সেইরূপ সৰ্ব্বদৃশ্য সারাংশ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবার জন্য লোক নিঃসার বস্তুরূপে হয় জ্ঞান করেন। শরীর উৎপত্তির পর আত্মার নবত্ব ভাবই থাকে, জীর্ণাবস্থা কখনই প্রাপ্ত হয় না, সেই কারণে ষড়্ভাব বিকার রহিত এতদ্ভিন্ন সৰ্ব্ব যুক্ত ষড়্ভাব বিকারবৎ অনিত্য হইয়া বিরাজমান করে বলিয়া বোধ হয়। কারণ উহার এতদূর নিরন্ত যে দেহেইন্দ্রিয়াদির অতিশয় মহত্বরূপে প্রকাশিত থাকে। যেমন স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ, স্বপ্রকাশ ইন্দ্রিয়াদির হৃৎ স্বরূপ, ব্যাপক, এতোক আত্মাকে অদ্বয় ব্রহ্ম স্বরূপ আরও এই রূপ বিকার শূন্য আত্মার জন্ম মরণাদি প্রবাহ রূপ সংসারে

কি প্রকারে ভীত হওয়া যায়? হৃৎপ্রযুক্ত অজ্ঞানের মূল।

এই প্রকার বিকার শূন্য আত্মার জন্ম মরণাদি প্রবাহ রূপসংসার ভাবকে কি প্রকারে শঙ্কা করা যাইতে পারে? অজ্ঞান মূলক দেহান্তঃকরণাদিতে আমার অধ্যাগবশানুবর্তী বশতঃ ব্রাহ্মরূপ প্রতীতি, এবং এই সংসার হইতে কি প্রকারে নিবৃত্তি হয়? তদপনোদনার্থ কথিত আছে যে যেমন জ্ঞান রূপ রজ্জুতে সর্পের লয় হয় সেই প্রকার জ্ঞান আবির্ভূত হইতে তাহার সহিত অজ্ঞানের বিরোধ হইলে কণ কাল মধ্যে কারণ উপস্থিত হয়, এই কারণ ভূত অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, এবং এই বিনাশ কার্যাবশ্য সংসারের বিলয় প্রাপ্ত হয়। যেমন ভ্রম জনক দোষ হেতু অনাত্ম রজ্জুতে সর্প বলিয়া বোধ হয়। বিদজ্ঞানের অধ্যাস বিষয় কহিয়াছেন, যেমন রজ্জু অসর্প হইলেও অহিবতা-চরিত হয় কিন্তু এই সর্প ভরের মূল কারণ রজ্জু এবং এই রজ্জুর ন্যায় জগৎপাতা জগদীশ্বরে জগৎ অর্থাৎ দেহাদি সংসারাত্মক সমূহ আত্মজ্ঞানাত্মক বশতঃ যথার্থবৎ অবগত হওয়া যায়। সৰ্ব্ব বিকল্প কারণ মারা রহিত, বস্তুরূপ তৎকল রহিত সৰ্ব্বকারণ চিৎস্বরূপ হৃৎসংভিন্ন আনন্দময় সৰ্ব্ব বিকার-শূন্য দৃশ্য বিলক্ষণ জগদীশ্বর পরিব্যাপ্ত আত্মার প্রথমতঃ অহঙ্কার পরিকল্পিত অধ্যাগ অর্থাৎ অহং

ইচ্ছাদিরাগাদিস্থখাদিধর্মিকাঃ

সদা ধিয়ঃ সংসৃতিহেতবঃ পরে ।

যস্মাৎপ্রসুপ্তৌ তদভাবতঃ পরঃ

সুখস্বরূপেণ বিভাব্যতে হি নঃ ॥ ৭৯ ॥

অনাদ্যবিদ্যোন্তববুদ্ধিবিষিতো

জীবঃ প্রকাশোহয়মিতীর্ষাতে চিতঃ ।

আত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়া পৃথক্স্থিতো

বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্নপরঃ স এব হি ॥ ৪০ ॥

চিৎস্বনাক্ষাত্মধিয়াং প্রসঙ্গত-

স্বকত্র বাসাদনলাক্তলোহবৎ ।

অন্তোন্তমধ্যাসবশাৎপ্রতীযতে

জড়াজড়ত্বং চ চিদা ত্বেচেতসোঃ ॥ ৪১ ॥

গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ

সম্ভ্রাতবিদ্যানুভবো নিরীক্ষ্য তম্ ।

স্বাত্মানমান্নস্বমুপাধিবর্জিতং

ত্যজ্জেশবৎ জড়মাত্মগোচরম্ ॥ ৪২ ॥

প্রকাশরূপোহহজোহহমদ্বয়ো

কৃষ্ণিতোহহমতীব নির্মলঃ ।

বিশুদ্ধবিজ্ঞানধনো নিরাময়ঃ

সম্পূর্ণ আনন্দময়োহহমক্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

সদৈবমুক্তোহহমচিন্ত্যশক্তিমা-

নতীন্দ্রিয়জ্ঞানমবিক্রিয়াত্মকঃ ।

অনন্তপারোহহমহর্নিশং বুধৈ-

র্ষিতাবিতোহহং হৃদি বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৪ ॥

বুদ্ধ্যাক্ত সমস্ত সংসারের কারণ । সর্বসাক্ষী আত্মা ভাস-
মান সংসারের কারণ অর্থাৎ তুত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান
কালীন উপেক্ষা, রাগ, সুখ, দুঃখাদির দ্বন্দ্ব ধর্মিকা—যে
কারণ বশতঃ প্রসুপ্তির অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তির অভাব প্রযুক্ত
আত্মা আমাদের সুখ স্বরূপে অর্থাৎ স্বরূপদ্বারা নিশ্চয়ী-
কৃত হয় । পুনশ্চ তত্ত্বপদার্থ বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ কথিত
আছে, অনাদি বিদ্যা ইহাতে উৎপন্ন অন্তঃকরণের প্রতিবিম্বিত
চিত্ত ইহাতে জীবের উদ্ভব হয়, এবং পরমায়া বুদ্ধির সাক্ষী হও-
য়ায় ধীধর্মসঙ্গ ইহাতে পৃথকভাবে অবস্থিত থাকে অতএব
বুদ্ধির লক্ষণ সমূহের পরিচ্ছেদ বিহীন হয়, অর্থাৎ পরমায়া ও
জ্ঞান দ্বারা প্রতিবিম্বাধার বিলম্ব প্রাপ্ত হইলে ঐ জীব পর-
মাত্মার ন্যায় প্রসিদ্ধ হয় । চিত্তের বৃত্তি সমুদায়ের জ্ঞান
জীবাত্মা ইহাতে জড়ত্ব প্রতীকমান হয়, অতএব পণ্ডিতেরা
পরমাত্মারূপ চিত্তের তার্কিক ব্যবহার এবং জীবাত্মার জড়াত্মা

উল্লেখ করিয়াছেন, এস্থলে স্মার্তব্যবহারই করিয়া থাকেন ;
যেমন অগ্নিতত্ত্বলোহপিও অনলের ধর্ম রক্ষা করে, অর্থাৎ
তাহার দাহিকা শক্তি হয়, এবং লোহের বর্তমান হেতু অনলে
ভাসমান হয় । গুরুর সমীপে বেদবাক্য আকর্ষণ করিয়া
যে ব্যক্তি বিদ্যালভ করিয়া, তদ্বারা জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে
অহতব করিতে সক্ষম করেন, তিনি সেই চিবানন্দ স্বরূপ—
উপাধি বিরহিত জগদানন্দকে স্বকীয় হৃদরস অবলোকন
করিয়া দৃশ্য জড় পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ এককালীন উদা-
সীন হয়েন । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ ।
৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ ।

হে লক্ষণ! আমি আপনাকেই প্রকাশ করিয়া থাকি, আমি
জন্মাদি বিহীন, স্বজাতীয় দ্বিতীয় বিরহিত, আমি সংস্কৃত-
দিগের সূর্য্য, আমি অতীব নির্মল মায়ী কৃত্যবতরণ বিক্ষেপ
বিরহিত, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ধন, কর্তৃত্ব অভিমান পরিশূন্য, দেশ

এবং সদাশ্রয়মখণ্ডিতাশ্রয়
 বিচারমাৎস্য্য বিশুদ্ধভাবনা।
 হস্তাদবিদ্যামচিরেণ কারকৈ-
 রসায়নং যদ্বদুপাসিতং রুজঃ ॥ ৪৫ ॥
 বিবিক্ত আসীন উপারতেন্দ্রিয়ে
 বিনির্জিতাশ্রা বিমলান্তরাশয়ঃ।
 বিভাবয়েদেকমনন্যসাধনো
 বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আশ্রয়স্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥

কাল, পরিচ্ছেদ বিহীন ; আমি আনন্দরূপ ও পরিণাম শূন্য।
 পণ্ডিতেরা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অর্থাৎ অতীত সমস্ত ধর্ম
 বিরহিত অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয়ান্তিরিক্ত
 জ্ঞানরূপ অপরিণামীকে—অনন্ত ও দেশকাল পরিচ্ছেদ সদৃশ
 পরমাত্মাকে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন। ৪৩। ৪৪।

এইরূপ ভাবনা করিলে তাহার ফল এই যে, বিষয়ের
 মনঃ সমর্পণ না করিয়া যে আশ্রয় প্রতি মনঃসংযোগ করিয়া
 বিচারপূর্বক সর্বদা ধ্যান করে, তাহাতে পরমব্রহ্মের
 আকার অন্তঃকরণ বৃত্তি—ইত্যাদি অতি পবিত্র ভাবনা
 উদ্ভূত হয়, পরে দেহ ও অন্তঃকরণ কর্তৃক সমুদয়ের সহিত,
 সূচাক পরিমেবিত রসায়ন যেমন পীড়াকে বিনাশ করে,
 সেইরূপ অবিদ্যা অতি শীঘ্র দূরীভূত হয়। অনন্তর ধ্যান
 বিষয়ের কর্তব্যতা এই নিশ্চয় হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়াদি কার্য
 সমস্ত নিবৃত্তি করিয়া অর্থাৎ শব্দাদি সম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞান
 প্রদেশে যথোচিত পদ্যাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়-
 নাদি কর্তৃক জিহ্বাসংকরণ অথচ অতিপ্রবৃত্ত চিত্ত হইয়া, ত্রু-
 দৃশ্যমান বিবর্জিত—অনন্য সাধন অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানান্তিরিক্ত
 মুক্তি সাধন ভ্রম বিরহিত, বিষয় কার্যো যেমন অন্তর প্রবিষ্ট
 করিয়া থাকে সেই প্রকার পরমাত্মার চিত্ত সমর্পণ পূর্বক
 ঐ পরমপিতা জগদীশ্বরের চিন্তা করে। ৪৫। ৪৬।

বিশ্বং যদেতৎ পরমাত্মদর্শনং
 বিলাপয়েদাত্মনি সর্বকারণে।
 পূর্ণশ্চিদানন্দময়োহবতিষ্ঠতে
 ন বেদ বাহ্যং ন চ কিঞ্চিদান্তরম্ ॥ ৪৭ ॥
 পূর্বং সমাধেরখিলং বিচিন্তয়েৎ
 ওঁকারমাত্রং সচরাচরং জগৎ।
 তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো
 বিভাব্যতেহজ্ঞানবশাৎ বোধতঃ ॥ ৪৮ ॥
 অকারসংজ্ঞঃ পুরুষো হি বিশ্বকো
 হ্যকারকস্তৈজনৈর্গর্ভ্যতে জগাৎ।
 প্রাজ্ঞো মকারঃ পরিপঠ্যতেহখিলৈঃ
 সমাধিপূর্বং ন তু তত্ত্বতো ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥

অধিকন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিশ্ব সংসার ও
 পরমাত্মা দর্শন কারণে মায়ার নিকটবর্তী সর্বোপাদানান্তি-
 মতে আশ্রয় প্রতি বিলাপ করিয়া থাকে অর্থাৎ
 উপাদানসত্ত্বাবতিরিক্ত কার্য সত্ত্ব দেখিতে না পাওয়ার
 সর্বদা চিদানন্দময় হইয়া অবস্থান করে। অর্থাৎ বাহ্য,
 অন্তর বা দৃশ্য কিছুই জানিতে পারে না, সর্বত্রই পরম-
 ব্রহ্মকে পরিদর্শন করে। সমাধির অর্থাৎ সকল বিষয়
 ব্যাসঙ্গ নিবৃত্তি পূর্বক ব্রহ্মাকার বৃত্তির পূর্বে চরাচর
 অখিল ব্রহ্মাণ্ডে ওঁকার মাত্র লোকে চিন্তা করে, প্রণব
 বাচক দিগের নিকটই প্রসিদ্ধ, কিন্তু এই চিন্তা অজ্ঞানতা
 জন্য অনুমিত হয় না। 'অ'কার সংজ্ঞ পুরুষই বিশ্বের জাগ্রৎ
 সাক্ষী, অনন্তর 'উ'কার সংজ্ঞ পুরুষই অর্থাৎ নিজ্জদেহাভিমাত্র
 হিরণ্য গর্ভ উকারক স্বপ্ন সাক্ষী—অনন্তর প্রকৃষ্টি সাক্ষী প্রাজ্ঞ
 পদবাচ্য মকার বেদমধ্যে পঠিত হইয়া থাকে ; সমাধির পূর্বে
 তত্ত্ব সাক্ষাৎ কার্য হয় না। ৪৭। ৪৮। ৪৯।

বিশ্বং স্বকারং পুরুষং বিলাপয়েৎ
উকারমধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতম্।
ততো মকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং
দ্বিতীয়বর্ণং প্রণবন্ত চান্তিমে ॥ ৫০ ॥
মকারমপ্যাত্মনি চিদবনে পরে
বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমপীহ কারণম্।
সোহহং পরং ব্রহ্ম সদাবিমুক্তিম-
বিস্তানদৃষ্টুং উপাধিতোহমলঃ ॥ ৫১ ॥
এবং সদা জাতপরাভাবনঃ
স্বানন্দভূষ্টঃ পরিবিস্মৃতাখিলঃ।
আন্তে স নিত্যাত্মস্থপ্রকাশকঃ
সাক্ষাদ্বিমুক্তোহচলবারি সন্মুখঃ ॥ ৫২ ॥

এবং সদাহত্যন্তসমাধিবোগিনো
নিবৃত্তসর্বেন্দ্রিয়গোচরস্য হি।
বিনির্জিতাশেষরিপোরহং সদা
দৃশ্যো ভবেয়ং জিতবড়্গণাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥
ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং যুনি-
স্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ।
প্রারব্ধমগ্নভিমানবর্জিতো
ময্যেব সাক্ষাৎ প্রবিলীয়তে ততঃ ॥ ৫৪ ॥
আদৌ চ মধ্যে চ তথৈব চান্ততো
ভবং বিদিত্বা ভয়শোককারণম্।
হিত্বা সমস্তং বিশ্ববাদচোদিতং
ভজেৎ স্বমাত্মানমথাখিলাত্মনাম্ ॥ ৫৫ ॥

‘উ’কার মধ্যে স্থূল দেহাভিমান বিশ্ব পুরুষ বহুবিধ রূপে
ব্যবস্থিত আছেন, এবং উক্ত ‘অ’কার তাহাতে বিলীন হয়,
অনন্তর লিঙ্গদেহাভিমानी প্রণবের দ্বিতীয় ‘উ’কার বর্ণ
‘ম’কারে বিলীন হয়। প্রাজ্ঞ কারণভিমानी ‘ম’কার ইহার
পরে আত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, অনন্তর ঐ সর্ববিলাপা-
ধিষ্ঠান পরব্রহ্ম বিভাসিত করেন, পরে সর্বদা বিমুক্তির
ন্যায় নিত্য মুক্ত রাগ দেবাদি মলিন ব্রহ্ম মুক্তি কি রূপে
পাইতে পারে, অতএব বিজ্ঞান দর্শীজ্ঞান-নিদিধ্যাসন ও তৎ-
সাক্ষাৎকারে সাধন হইয়া থাকে। ৪৭।৪৮।৪৯।৫০।
৫১।

অতএব উক্ত প্রকারে যে ব্যক্তির অপর আত্মার প্রতি
ভাবনা উপস্থিত হয়, স্বকীয় পুত্র ও দেহাদি সমস্ত পরি-
বিস্তৃত হয়, স্বস্বরূপানন্দে পরিতুষ্ট হয় অর্থাৎ বিষয়ানন্দে

বাহ্যার পরিণামে হৃৎ হেতু আর বিরক্তি নাই, নিত্য আত্মা-
তেই স্থখ প্রকাশ হইয়া থাকে, জীবমুক্ত নিষ্কল ব্যার
সম্বলিত সিদ্ধুর ন্যায় অর্থাৎ বিষয় সম্বন্ধ রূপ লঙ্ঘী রহিত
হইয়া আছে। সর্বদা সমাধি বোগ অভ্যাস করে, সমস্ত ইন্দ্রি-
য়াদি হইতে বিষয় ব্যাপার নিবৃত্ত করে, কামাদি রিপুকুল
বশীভূত করিয়াছে, আমি ঐ ভক্তের দৃশ্য অর্থাৎ আমি
তাহার দৃষ্টি পথে উপনীত আছি। যে মুনি সমুদায় সংসার
বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দিবা রাত্র পরমাত্মাকে ধ্যান করে
ও জীবমুক্ত প্রারব্ধ বশানুবর্তীর দ্বারা অভিমান বর্জিত
হইয়াছে, তিনি আমাতে বিলীন করেন। আদিত্বে
মধ্যে ও অন্তে সমস্তই ভয় শোক কারণ অবগত
হইয়া ও ঐ কারণীভূত বিধি বাদ প্রাপ্ত কাম্য ভোগ
পরিতাগ করিয়া অখিল জীব দিগের স্বরূপভূত পরমে-

আত্মভেদেন বিভাবয়মিদং
 ভবত্যাভেদেন ময়াত্মনা তদা ।
 যথা জলং বারিনিধৌ যথা পয়ঃ
 ক্ষীরে বিয়দ্যোন্ন্যনিলে যথানিলঃ ॥ ৫৬ ॥
 ইৎথং যদীক্ষেত হি লোকসংস্থিতে
 জগন্মুম্বৈবেতি বিভাবয়ম্মুনিঃ ।
 নিরাকৃতত্বাচ্ছ তিযুক্তিমানতো
 যথেন্দুভেদো দিশি দিগ্ভ্রমাদয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
 যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং
 তাবন্মদারাবনতং পরো ভবেৎ ।
 অন্ধানুরভ্যর্জিতভক্তিলক্ষণে
 যন্তুস্ত দৃশ্যোহমহর্নিশং হৃদি ॥ ৫৮ ॥

রহস্যমেতচ্ছৃতিসারসংগ্রহং
 ময়া বিনিশ্চিত্য তবোদিতং প্রিয় ! ।
 বস্ত্রেতদালোচয়তীহ বুদ্ধিমান্
 সমুচ্যতে পাতকরাশিভিঃ ক্ষণাৎ ॥ ৫৯ ॥
 ভ্রাতর্ষদীদং পরিদৃশ্যতে জগৎ
 মায়ৈব সর্বং পরিহৃত্য চেতসা ।
 মন্তাবনাভাবিতশুদ্ধমানসঃ
 সুখী ভবানন্দময়ো নিরাময়ঃ ॥ ৬০ ॥
 যঃ সেবতে মামগুণং গুণাৎপরং
 হৃদা কদা বা যদি বা গুণাত্মকম্ ।

স্বরূপে ভজনা করেন। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। যেমন নদী
 সমুদ্রে প্রবিশে হইলে তাহার জল সমুদ্রের ন্যায় হয়,
 ব্রহ্ম মধ্যে জল মিশ্রিত করিলে যেমন ক্ষীরবৎ হয়, চন্দ্র
 ভক্তিকাদির অবিচ্ছিন্ন বায়ু মহাবায়ুর সহিত সংমিলিত হইয়া
 যেমন একাকার হয়, সেই রূপ আত্মার সমস্ত অধিষ্ঠান
 থাকার আমাতে স্বরূপ জীব অভেদ রূপে অবস্থিতি করে
 সুতরাং আমার ও পরমেশ্বরের আত্মা ভিন্ন রূপে অব-
 স্থিত আছে। জীবমুক্তি দশায় প্রায়শ্চ বশতঃ লোক
 ব্যবহার করিয়া, জগৎকে মিথ্যা ভাবনা করিয়া যদি মূনিরা
 একান্ত জানিতে সক্ষম হয়; প্রতি ব্যক্ত্যানুসারে জগৎ
 মিথ্যা পরিদৃশ্যমান হয়, যেমন চন্দ্র এক, কিন্তু ভ্রম
 বশতঃ দুই চন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, যেমন মধ্যে মধ্যে দিগ-
 ভ্রম উপস্থিত হয়। সেই রূপ তত্ত্ব জানেও ভ্রম উপ-

স্থিত হয়। যাবৎ কাল অখিল জগৎ মধ্যে আমার অধিষ্ঠানক
 দর্শন না পাইবে তাবৎ কাল আমাকে পাইবার জন্য ভগ-
 বদারাদন তৎপর, দৃঢ় বিশ্বাসবান হইয়া আমাকে আরা-
 ধনা করিবে এবং আমিও তাহার হৃৎপদ্ম মধ্যে দিবা রাত্র
 দৃষ্ট হইয়া থাকি। ৫৬। ৫৭। ৫৮। হে প্রিয়! আমি
 অতিসার সংগ্রহ এই সমস্ত রহস্যের স্থির নিশ্চয় করিয়াছি।
 ইহ জগতে যে বুদ্ধিমান এই বিষয় সমূহ আলোচনা
 করে সে পাতক রাশি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়।
 হে ভ্রাতঃ! যদি এই জগৎ পরিদৃষ্ট হয় তাহা হইলে
 নৃমন্তই ময়া অবগত হইয়া চৈতন্য লাভ করণানন্তর সমস্ত
 (বস্তুর) পরিভ্যাগ করিয়া আমাকে চিন্তা করিবার নিমিত্ত)
 বিশুদ্ধ মামসে নিরাময় হইয়া সুখী হও। ৫৯। ৬০।

যে ব্যক্তি বিমলান্তঃকরণে আমার প্রকৃত সর্ব রজ ও
 তম গুণ রহিত সচ্চিদানন্দকে বা দৃশ্যমান রূপকে সেবা

সোহং স্বপাদাধিতরেণুভিঃ স্পর্শন
পুন্যতি লোকত্রিতয়ং যথা রবিঃ ॥ ৬১ ॥
বিজ্ঞানমেতদখিলং শ্রুতিসারমেকং
বেদান্তবেদ্যচরণেন ময়ৈব গীতম্ ।

যঃ শ্রদ্ধয়া পরিপঠেদ্বভক্তিবুক্তো
মদ্রূপমেতি যদি মদ্বচনেষু ভক্তিঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

করে সে স্বপাদ লগ্নেণু স্পর্শ করাইয়া, স্বর্ঘ্য যেমন
জগতের অন্ধকার হরণ করে, সেই রূপ লোক ত্রয়ের পবিত্র
সাধন করিয়া থাকে ; এই শ্রুতিসার অখিল বিজ্ঞান গীত
আমি বেদান্ত চরণে সম্মিবেশিত করিয়াছি। অতএব যে ভক্তি

যুক্ত হইয়া পাঠ করে, সে আমার বাক্যানুসারে আমার
নামুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৬১। ৬২।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

একদা মুনয়ঃ সর্বৈ যমুনা তীরবাসিনঃ ।
আজগমু রাঘবং দ্রষ্টুং ভয়ান্নবগরক্ষসঃ ॥ ১ ॥
কুহ্মাণে তু যুনিশ্চেষ্টাং ভার্গবং চ্যবনং দ্বিজাঃ ।

অসম্ভাভাঃ সমায়াতা রামাদভয়কাজ্জিহঃ ॥ ২ ॥
তান্ পূজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যা রমুকুলোত্তমঃ ।
উবাচ মধুরং বাক্যং হর্যয়নুনিমগ্নলম্ ॥ ৩ ॥

মহাদেব পার্শ্বভীকে কহিলেন, একদা যমুনা তীরবাসী
মহর্ষিগণ লবণ নামে রাক্ষসের ভয়ে পলায়নপর হইয়া

রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা
যুনি শ্রেষ্ঠ ভার্গবকে অগ্রবর্তী করিয়া কহিলেন, এই অসংখ্য
ঋষি রামচন্দ্রের নিকট হইতে লবণ বিনাশাকাজক্ষী হইয়া

করবানি যুনিশ্রেষ্ঠাঃ ! কিমাগমনকারণম্ ? ।

ধন্যোহস্মি যদি যুয়ং মাং প্রীত্যাভ্যর্কুমিহাগতাঃ ॥৪॥

দুষ্করং চাপি যৎ কার্যং ভবতাং তৎকরোম্যহম্ ।

আজ্ঞাপয়ন্তু মাং ভূত্যাং ব্রাহ্মণা দৈবতং হি মে ॥ ৫॥

তচ্ছ ত্বা সহসা হৃষ্টচ্যবনো বাক্যমব্রবীৎ ।

মধুনামা মহাদৈত্যঃ পুরা কৃতযুগে প্রভো ! ॥ ৬ ॥

আসীদতীব ধর্মাত্মা দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ।

তস্ম তুচ্ছো মহাদেবো দদৌ শূলমনুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

প্রাহ চানেন যং হংসি স তু ভস্মীভবিষ্যতি ।

রাবণস্তানুজা ভার্য্যা তস্য কুন্তীনসী ঞ্জতা ॥ ৮ ॥

তস্মাং তু লবণো নাম রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ ।

আসীদুহুরাত্মা দুর্ধর্যো দেবব্রাহ্মণহিংসকঃ ॥ ৯ ॥

পীড়িতাস্তেন রাজেন্দ্র ! বয়ং স্থাং শরণং গতাঃ ।

তচ্ছ ত্বা রাঘবোহপ্যাহ মা ভীর্বো যুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১০ ॥

লবণং নাশয়িষ্যামি গচ্ছন্তু বিগতজ্বরাস্তাঃ ।

ইতুত্বা প্রাহ রামোহপি ভাতৃন কো বা হনিষ্যতি ॥

লবণং রাক্ষসং দদ্যাদব্রাহ্মণেভ্যোভয়ং মহৎ ।

তচ্ছ ত্বা প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ ভরতো রাঘবায় বৈ ॥ ১২ ॥

অহমেব হনিষ্যামি দেবাজ্ঞাপয় মাং প্রভো ! ।

ততো রামং নমস্কৃত্য শক্রশ্চো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥

লক্ষ্মণেন মহৎ কার্যং কৃতং রাঘব ! সংযুগে ।

নন্দিগ্রামে মহাবুদ্ধির্ভরতো দুঃখমম্বভূৎ ॥ ১৪ ॥

অহমেব গমিষ্যামি লবণস্য বধায় চ ।

স্বৎপ্রসাদাদ্রযুশ্রেষ্ঠ ! হন্যাং তং রাক্ষসং যুধি ॥ ১৫ ॥

সমাগত হইয়াছেন। রঘুকুলোত্তম রামচন্দ্র পরমা ভক্তির সহিত তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া যুনি মণ্ডলীর মধ্যে আনন্দ উৎপাদন করাইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন—হে যুনি শ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনাদিগের কি কার্য করিব, আর আপনাদিগের আগমনেরই বা কারণ কি? যদি আপনারা আনন্দিত হইয়া আমাকে দেখিবার জন্য আসিয়া থাকেন, তাহাইলে আমি ধন্য। ১১। ৩৪। আপনাদিগের যে যে সাধ্যাভীত কার্য আছে তৎসমুদায় এই ভূজের প্রতি আদেশ করুন, এখনই সম্পাদন করিতেছি; শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া চ্যবন মহানন্দে কহিলেন—হে প্রভো! সত্য যুগ হইতে যখনামক এক যুগবৈত্যা আছে। এই দৈত্য পূর্বে যার পর নাই ধর্মাত্মা ও দেবব্রাহ্মণ পূজক ছিল। এক সময় মহাদেব ভাহার প্রতি খরিতুক হইয়া এক অতি উত্তম শূল প্রদান করিয়া

বলিয়াছিলেন যে, এই শূল যাহার উপর নিক্ষেপ করিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। হে জগদানন্দ! রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী কুন্তীনসী তাহার ভার্য্যা তাহার গর্ভজাত লবণনামে ভীম বিক্রম দুহুরাত্মা রাক্ষস সাতিশর দুর্ধর ও দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের হিংসক। হে রাজেন্দ্র! আমরা তৎকর্তৃক পীড়িত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম। রাঘব বলিলেন হে যুনি! পুঙ্গবগণ! আপনাদের আর তর নাই। আপনারা বিগতজ্বর হইয়া প্রত্যাগমন করুন, আমি লবণকে বিনাশ করিব। এই বলিয়া ভাতাদিগকে বলিলেন হোমাদেব মধ্যে কে লবণকে বিনাশ করিবে। ব্রাহ্মণেরা ঐ রাক্ষসের ভয়ে মহাভীত হইয়াছে। এতৎ শ্রবণ করিয়া ভরত ব্রাহ্মণসী হইয়া রাঘবকে কহিলেন, হে প্রভো! আমাকে আদেশ করুন, আমি ঐ দুর্ধরকে গিনাশ করিব; অনন্তর শত্রুর রামচন্দ্রকে নমস্কার

তচ্ছ ত্বা স্বাক্ষমারোপা শক্রব্রং শক্রসূদনঃ ।
 প্রাহাদ্যোবাভিষেক্যামি মথুরারাজ্যাকারণং ॥ ১৬ ॥
 অনায্য চ স্নসস্তারান্ লক্ষ্মণেনাভিষেচনে ।
 অনিচ্ছন্তমপি স্নেহাদভিষেকমকারয়ং ॥ ১৭ ॥
 দত্তা তস্মৈ শরং দিব্যং রামঃ শক্রঘ্নমব্রবীৎ ।
 অনেন জহি বাণেন লবণং লোককণ্টকম্ ॥ ১৮ ॥
 স তু সংপূজ্য তচ্ছূলং গেহে গচ্ছতি কাননম্ ।
 তক্ষণার্থং তু জন্তুনাং নানা প্রাণিবধায় চ ॥ ১৯ ॥
 স তু নায়াতি সদনং বাবদ্বনচরো ভবেৎ ।
 তাবদেব পুরদ্বারি তিষ্ঠ ত্বং ধৃতকাম্মুর্কঃ ॥ ২০ ॥

যোংস্ততে স ত্বয়া ক্রুদ্ধস্তদা বধ্যো ভবিষ্যতি ।
 তং হত্বা লবণং ক্রূরং তদ্বনং মধুসংজিতম্ ॥ ২১ ॥
 নিবেশ্য নগরং তত্র তিষ্ঠ ত্বং মেহনুশাসনাৎ ।
 অস্থানাং পঞ্চসাহস্রং রথানাং চ তদন্ধকম্ ॥ ২২ ॥
 গজানাং ষট্শতানীহ পত্তীনাগম্মুতত্রয়ম্ ।
 আগমিষ্যতি পশ্চাত্ত্বগ্রে সাধয় রাক্ষসম্ ॥ ২৩ ॥
 ইত্যুক্ত্বা মৃদ্ধ্বাবজ্রায় প্রেষয়ামাস রাঘবঃ ।
 শক্রব্রং মুনিভিঃ সার্কমাশীর্ভিরভিনন্দ্য চ ॥ ২৪ ॥
 শক্রম্নোহপি তথা চক্রে যথা রামেণ চোদিতঃ ।
 হত্বা মধুসুতং যুদ্ধে মথুরামকরোৎপুরীম্ ॥ ২৫ ॥
 স্মীতাং জনপদাং চক্রে মথুরাং দানমানতঃ ।
 সীতাপি স্মরুবে পুত্রৌ দ্বৌ বাল্মীকিরথাপ্রমে ॥ ২৬ ॥

করিয়া কহিলেন, হে রাঘব! লক্ষ্মণ আপনার সমভিব্যাহারে থাকিয়া মহৎকার্য্য করিয়াছেন। শক্রের বাক্য শ্রবণানন্তর শক্রনিহন রামচন্দ্র তাঁহাকে স্বকীয় ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, আমি অগ্রে তোমাকে মথুরা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব; এই বলিয়া লক্ষ্মণকে অভিব্যেক দ্রব্য সমূহ আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণও অতি সত্ত্বর বাবতীর দ্রব্য আয়োজন করিলেন, পরে শক্র মথুরা রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতে অনিচ্ছুক থাকিলেও রামচন্দ্র স্নেহ পরতন্ত্র হইয়া কুলগুরু বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে মথুরা রাজপদে অভিব্যেক করাইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র তাঁহাকে দিব্য শর প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি এই শর দ্বারা লোক কণ্টক লবণকে জয় কর। লবণ গৃহমধ্যে স্বীয় শূল রাখিয়া বন্য জীব ও অপরাপর প্রাণী বিনাশ করিবার নিমিত্ত কানন মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে; সে বিপিন হইতে যতক্ষণ প্রতিগমন না করিবে, তৎকালাবধি তুমি কাম্মুর্ক ধারণ পূর্ব্বক তাহার অপেক্ষায় সিংহদ্বারে অবস্থান করিবে;

সে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যখন তোমাকে পুরদ্বারে অবলোকন করিবে, তখন ক্রোধসংরক্ত নয়ন হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া অচিরে বিনষ্ট হইবে; অনন্তর সে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, কানন মধ্যে মথুরামে স্থবিখ্যাত এক নগর আছে, তুমি তথায় প্রবেশপূর্ব্বক আমার নির্দেশবর্তী হইয়া পাঁচ সহস্র গজারোহী ও অযুতত্রয় পদাতি লইয়া অবস্থান কর, পরে আমার নিকটে আগমন করিবে। এই বলিয়া শ্রীরাম শক্রের মস্তকাত্মাণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক মুনিদিগের সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

শ্রীরাম শক্রকে বেক্রপ উপদেশ দিরাছিলেন তিনিও সেইরূপ বাবতীর কার্য্য সমাধা করিলেন, অর্থাৎ মধুহনয়কে সমর ক্ষেত্রে বিনাশ করিয়া মথুরানগরী নগরীকে তাহার রাজধানী করিলেন। এক্ষণে মথুরা নগরী মহাসমৃদ্ধিশালী জনপদ হইয়া উঠিল। এই সময়ে সীতা বাল্মীকির আশ্রমপদে-দুইটা যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি জ্যেষ্ঠের নাম

মুনিস্তয়োর্নাম চক্রে কুশো জ্যেষ্ঠোহনুজো লবঃ ।

ক্রমেণ বিদ্যাসম্পন্নৌ সীতাপুত্রৌ বভূবতুঃ ॥ ২৭ ॥

উপনীতৌ চ মুনিনা বেদাধ্যয়নতৎপরৌ ।

কৃৎস্নং রামায়ণং প্রাহ কাব্যং বালকয়োর্মুনিঃ ॥ ২৮ ॥

শঙ্করেণ পুরা প্রোক্তং পার্শ্ববৈত্যে পুরহারিণা ।

বেদোপবৃত্তং হণার্থীয় তাবদগ্রাহয়ৎ প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥

কুমারৌ স্বরসম্পন্নৌ স্তন্দরাবধিনাবিব ।

তন্ত্রীতালসমামুক্তৌ গায়ন্তৌ চেরভূর্বনে ॥ ৩০ ॥

তত্র তত্র মুনীনাং তৌ সমাজে সুররূপিণৌ ।

গায়ন্তাবভিতৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতা মুনয়োহব্রুবন্ ॥ ৩১ ॥

গন্ধর্বেষিহ কিম্নরেষু ভুবি বা দেবেষু দেবালয়ে

পাতালেষথ বা চতুর্শ্চুখগ্ণে লোকেষু সর্বেষু চ ।

অস্মাভিশ্চিরজীবিশ্চিরতর দৃষ্ট্বা দিশঃ সর্বতো ।

নাজ্জায়ীদৃশগীতবাদ্যগরিমা নাদর্শিনাশ্রাবি চ ॥ ৩২ ॥

এবং স্তবস্তিরথিলৈশ্চুনিভিঃ প্রতিবাসরম্ ।

আসাতে স্তথমেকান্তে লাল্মীকেরাশ্রমে চিরম্ ॥ ৩৩ ॥

অথ রামোহনুমেধাদীংশ্চকার বহুদক্ষিণান্ ।

যজ্ঞান্ স্বর্ণময়ীং সীতাং বিধায় বিপুলছ্যতিঃ ॥ ৩৪ ॥

তস্মিন্মিতানে ধায়ঃ সর্বে রাজর্বয়স্তথা ।

ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্যাঃ সমাজগা দুর্দৃশবঃ ॥ ৩৫ ॥

বাল্মীকিরপি সংগৃহ্য গায়ন্তৌ তৌ কুশীলবৌ ।

জগাম ঋষিবাটস্য সমীপং মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্রৈকান্তে স্থিতং শান্তং সমাধিবিরমে মুনিম্ ।

কুশঃ পপ্রচ্ছ বাল্মীকিং জ্ঞানশাস্ত্রং কথান্তরে ॥ ৩৭ ॥

কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। দিন দিন সম্ভানদ্বয় শশিকলার ন্যায় উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত ও নানা বিদ্যায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিল। কিয়দিবস পরে মুনি বালকদিগের উপনয়ন কার্য্য সমাধান করিয়া তাহাদিগকে বেদাভ্যাস করাইতে লাগিলেন এবং মহাদেব পার্শ্বভীর নিকট যেরূপ রামায়ণ বর্ণন করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ তাহাদিগকে বেদের তাৎপর্য্য জ্ঞানপ্রদান করিবার নিমিত্ত রামায়ণ কাব্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। অতি রূপলাবণ্যময় কুমার-দ্বয় স্তমধুর স্বরসম্পন্ন এবং তন্ত্রীতালগয় বিষয়ে অভ্যস্ত নিপুণ হইয়া কানন ভিতরে গান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুনি গণ সুররূপী কুমার দ্বয়কে নির্ভয় চিত্তে গান করিতে দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বলিতেন, গন্ধর্বলোকে, কিন্নরলোকে ভুলোকে, দেবলোকে, পাতালে, ব্রহ্মলোকে অথবা সমুদায়

লোক মধ্যে ঐদৃশ গায়ক কদাপি দর্শন বা কদাপি ঐদৃশ গীত শ্রবণ করি নাই। অখিল স্তুরমান মুনিগণের সহিত সীতার তনয় দুইটী বাল্মীকির আশ্রমপাদে পরম স্তখে অবস্থান করিতে লাগিল। ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ । ৩৩ ।

কিছু দিবস পরে পরম শোভাময় ত্রীরামচন্দ্র হিরণ্যী সীতা-প্রতিকৃতি নির্মাণ করাইয়া বহুদক্ষিণা সমেত অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি গাবতীয় লোক নানাদিকৃ দেশ হইতে আগিয়া সেই যজ্ঞস্থলে সমবেত হইলেন। মুনিপুঙ্গব বাল্মীকিও গীত নিপুণ কুশীলবকে সমভি-বাহারে করিয়া ঋষিসমবেত স্থানে উপনীত হইলেন। তথায় কুশসমাধি বিরামে মুনিকে নির্জনস্থানে উপবিষ্ট সন্দর্শন করিয়া বিবিধ কথা প্রসঙ্গে জ্ঞান শাস্ত্র বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভগবন্! এই অখিল সংসারের বন্ধন

ভগবন্ ! শ্রোতুমিচ্ছামি সংক্ষেপাস্তবতোহখিলম্ ।
 দেহিনঃ সংসৃতির্বন্ধঃ কথং পদাভ্যন্তে দৃঢ়ঃ ? ॥ ৩৮ ॥
 কথং বিমুচ্যতে দেহী দৃঢ়বন্ধাদ্ভাবিধাৎ ? ।
 বক্তুমর্হসি সর্বজ্ঞঃ ! মহং শিষ্যায় তে মূনে ! ॥ ৩৯ ॥
 বাল্মীকিরুবাচ ।

শৃণু বক্ষ্যামি তে সর্বং সংক্ষেপাদ্বন্ধমোকয়োঃ ।
 স্বরূপং সাধনং চাপি মন্তঃ শ্রুত্বা যথোদিতম্ ॥ ৪০ ॥
 তথৈবাচর ভদ্রং তে জীবন্মুক্তো ভবিষ্যসি ।
 দেহ এব মহাগেহমদেহস্য চিদাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥
 তস্মাহঙ্কার এবাঙ্গিন্মন্ত্রী ভেনৈব কল্লিতঃ ।
 দেহগেহাভিমানং স্বং সমারোপ্য চিদাত্মনি ॥ ৪২ ॥

তেন তাদাত্ম্যমাপনঃ স্বচেষ্টিতমশেষতঃ ।
 বিদধাতি চিদানন্দে তদ্বাসিতবপুঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩ ॥
 তেন সংকল্লিতো দেহী সঙ্কল্লনিগড়ারতঃ ।
 পুত্রদারগৃহাদীনি সঙ্কল্লয়তি চানিশম্ ॥ ৪৪ ॥
 সঙ্কল্লয়ন্ স্বয়ং দেহী পরিশোচতি সর্বদা ।
 ত্রয়স্তস্মাহমো দেহা অধমোত্তমমধ্যমাঃ ॥ ৪৫ ॥
 তমঃসত্ত্বরজঃসংজ্ঞা জগতঃ কারণং স্থিতেঃ ।
 তমোরূপাদ্বি সঙ্কল্লান্নিত্যং তামসচেষ্টয়া ॥ ৪৬ ॥
 অত্যন্তং তামসো ভূত্বা কুমিকীটত্বমাপ্নুয়াৎ ।
 সত্ত্বরূপো হি সঙ্কল্লো ধর্মজ্ঞানপরায়ণঃ ॥ ৪৭ ॥
 অদূরমোক্সসাত্রাজ্যঃ সুখরূপো হি তিষ্ঠতি ।
 রজোরূপো হি সঙ্কল্লো লোকে স ব্যবহারবান্ ॥ ৪৮ ॥

কি প্রকারে দৃঢ়রূপে উৎপন্ন হয়, আপনার নিকট তদ্বিষয়
 নব্বন্ধে কিছু শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি—হে সর্বজ্ঞ
 মহামুনে ! শরীরীক এই সংসারের দৃঢ়তর বন্ধন হইতেই বা
 কিপ্রকারে বিমুক্ত হয়, তৎ সমুদায় আপনার এই শিষ্যকে
 বলিতে সমর্থ হইলেন । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ ।

বাল্মীকি কহিলেন—হে বৎস ! আমি বন্ধন ও মোক্ষ
 বিবরের সমস্তই তোমার নিকট সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ
 কর । আমার নিকট আকর্ষণ করিয়া আমার বর্ণিত স্বরূপ ও
 সাধন বৈরূপ হইবে, তুমি সেই গুলি অতি বহুসহকারে
 সংরক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে, এবং
 জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইবে । দেহ সম্বন্ধহীন ব্যক্তির দেহ যেমন
 আপনার নয়, চিদাত্মার দেহও সেইরূপ জানিবে । এই দেহ
 মধ্যে অহঙ্কারই সর্বপ্রধান ও মন্ত্রী এবং যে সমুদায় অব-
 লোকন করিতেছে সে সমস্তই অহঙ্কার পরিকল্পিত ; অহঙ্কার

স্বকীয় যেহ অর্থাৎ বিষয়াভিমানকে আরোপিত করিয়াছে ।
 সেই চিদাত্মা কর্তৃক অভেদ বৃত্ত হইয়া স্বচেষ্টিত পরমানন্দ
 সচ্চিদানন্দের প্রতি প্রধাবিত হয় । ঐ অহঙ্কার দ্বারা শরীরী
 সমুদায় সঙ্কল্পিত এবং সঙ্কল্পরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া
 পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদির উপর বাসনা হইয়া থাকে । অধম
 উত্তম ও মধ্যম এই গুণত্রয়যুক্ত দেহীর ঐ কামনা
 অসম্পূর্ণ হইলে সে অনুক্ষণ পরিতাপ করিয়া থাকে ; তমঃ
 সত্ত্ব ও রজঃ এই তিনটি অধিল জগতের অবস্থিতির কারণ
 জানিবে এবং তমোগুণের দ্বারা বাবতীর সঙ্কলিত হইয়া থাকে ;
 লোক সমূহ অত্যন্ত তমোগুণময় হইলে কুমি কীটত্ব প্রাপ্ত
 হয় । যাহারা সত্ত্বগুণ অলঙ্কৃত, তাহারা ধর্মজ্ঞান পরায়ণ
 হইয়া সর্বসুখদায়ক সন্নিকটবর্তী মোক্ষ সাত্রাজ্যের ন্যায়
 অবস্থান করেন ; এবং যিনি রজোগুণাশ্রয় করিয়া থাকেন,

পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদারানুরঞ্জিতঃ ।
 ত্রিবিধং তু পরিত্যজ্য রূপমেতন্মহামতে ! ॥ ৪৯ ॥
 সঙ্কল্পঃ পরমাপ্নোতি পদমাত্মপরিষ্কয়ে ।
 দৃষ্টীঃ সৰ্ব্বা পরিত্যজ্য নিয়ম্য মনসা মনঃ ॥ ৫০ ॥
 সবাহ্যভ্যন্তরার্থস্য সঙ্কল্পস্য ক্ষয়ং ক্রুরং ।
 যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্ ॥ ৫১ ॥
 পাতালস্থশ্চ ভূস্থশ্চ স্বর্গস্থশ্চাপি তেহনঘ ! ।
 নান্যঃ কশ্চিছুপায়োহস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে ॥ ৫২ ॥
 অনাবাধেহবিকারে স্তে স্তখে পরমপাবনে ।
 সঙ্কল্পোপশমে যত্ত্বং পৌরুষেণ পরং কুরু ॥ ৫৩ ॥

তিনি এই জগতে ব্যবহার যোগ্য হইরা পুত্র ও স্ত্রী প্রভৃতির উপর প্রীতি সম্পাদন করতঃ সংসারে অবস্থিতি করেন ; কিন্তু হে মহামতে ! এই ত্রিবিধ গুণ পরিহার্য্য উপযোগী বলিয়া যিনি পরিত্যাগ করেন, তিনি শাস্যতা প্রাপ্ত হইবেন । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । এবং তিনি পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ সত্ত্বরূপ সঙ্কল্প সর্ব সঙ্কল্প নাশে পরিণত হইয়া প্রাপ্তকৃত দূর মোক্ষত্ব বিবেচনা করণানন্তর আত্ম সঙ্কল্প হইয়া সমুদায় ইন্দ্রিয় জ্ঞান পরিত্যাগ পূর্বক বাহ্য বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা তোমার সর্বতোভাবে কর্তব্য । যদি সহস্র বৎসর কঠোরতপসা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বাহ্যেঞ্জিয় বিষয় সহিত অভ্যন্তরে-
 ঙ্গিয় বিষয়ার্থ সমস্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ অন্য উপায়ে কোন মতেই সুখপ্রাপ্তি হয় না । হে অনঘ ! তুমি এই ভুলোকেই থাক, বা পাতালে অথবা স্বর্গে অবস্থিতি কর, অর্থাৎ যেখানেই থাক, সঙ্কল্পের উপশম বিনা তোমার

সঙ্কল্পতন্ত্রো নিখিলা ভাবাঃ প্রোক্তাঃ কিলানঘ ! ।
 ছিনে তন্ত্রো ন জানীমঃ ক বাস্তি বিভবাঃ পরাঃ ॥ ৫৪ ॥
 নিঃসঙ্কল্লো যথাপ্রাপ্তব্যবহারপরো ভব ।
 ক্ষয়েসঙ্কজালশ্চ জীবো ব্রহ্মহমাশ্রুয়াৎ ॥ ৫৫ ॥
 অধিগতপরমার্থতামুপেত্য
 প্রসভমপাস্য বিকল্পজালমুচ্চৈঃ ।
 অধিগময় পদং তদ্বিতীয়ং
 বিততসুখায় স্মৃণুগুচিভবত্তিঃ ॥ ৫৬ ॥
 ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমানহেশ্বর সম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অন্য কোন উপায় নাই ; স্বাভাবিক স্মৃণুলাভ করিবার বাসনা থাকিলে অতীব দুঃখ ও বিষয় সম্বন্ধ বিহীন না হইলে তাহা প্রাপ্তির জন্য অপর কোন উপায় নাই, অতএব সঙ্কল্প উপশম করিবার নিমিত্ত সাহসে নির্ভর করিয়া বৃত্ত-
 বান হও । ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ ।

হে অনঘ ! এই সমুদায় জগৎ সংসার সঙ্কল্প সূত্রে আবদ্ধ, কিন্তু সূত্র বিচ্ছিন্ন হইলে ঐ বিভব কোথায় প্রস্থান করে, অবগত নহি । অতএব সঙ্কল্প বিহীন হইয়া যথা প্রাপ্ত ব্যবহার কর, এবং সঙ্কল্প জাল এককালীন ছিন্ন হইলে জীব সমূহ পরমব্রহ্ম লাভ করে । সহসা সংশয় জাল বিচ্ছিন্ন করিয়াও অধিগত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের পদপ্রাপ্ত হও এবং অহুচ্ছেদ্য স্ত্রের নিমিত্ত ব্রহ্মাকার চিত্ত বৃত্তির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হও । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমানহেশ্বর সম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

বাল্মীকিনা বোধিতোহসৌ কুশঃ সদ্যো গতভ্রমঃ ।
 অন্তর্ধুক্তো বহিঃ সর্বমনুকুর্কংশচচার সঃ ॥ ১ ॥
 বাল্মীকিরপি তৌ গ্রাহ সীতাপুত্রৌ মহাধিরৌ ।
 তত্র তত্র চ গায়ন্তৌ পুরে বীথিসু সর্বতঃ ॥ ২ ॥
 রামন্যাগ্রে প্রগায়েতাং শুক্রমূর্যদি রাধবঃ ।
 ন গ্রাহং বৈ যুবাভ্যাং তদ্যদি কিঞ্চিৎপ্রদাস্যতি ॥ ৩ ॥
 ইতি তৌ চোদিতৌ তত্র গায়মানৌ বিচেরতুঃ ।
 বথোক্তং ঋষিণা পূর্বং তত্র তত্রোভাগায়তাম্ ॥ ৪ ॥
 তাং স শূশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্বচর্বাং ততস্ততঃ ।
 অপূর্বপাঠজাতিং চ গেয়েন সমভিপ্সুতাম্ ॥ ৫ ॥
 বালয়ৌ রাঘবঃ শ্রুত্বা কোতুহলমুপেয়িবান্ ।
 অথ কৰ্ম্মান্তরে রাজা সমাহুয় মহামুনি ॥ ৬ ॥

কুশ বাল্মীকি কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে সদ্য বিগত ভ্রম ও
 নিধিধ্যাননান্ত-সাধন-সম্পন্ন হইয়া চারিদিকে বিচরণ করিতে
 লাগিল। মহর্ষি বাল্মীকি ধীশক্তি সম্পন্ন, সুরাগ-তাল-নয়-
 বিগুহ, সঙ্গীতনিপুণ, সর্বত্র গীতায়মান সীতা পুত্রদ্বয়কে
 কহিলেন, তোমরা শ্রীরাম সমীপে সংগীত কর, কিন্তু তিনি
 যদি মেহ পরভক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করেন, তাহা
 গ্রহণ করিবেন না। কুমারদ্বয় ঋষি কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া
 সংগীত করিতে করিতে শ্রীরাম সমীপে উপনীত হইয়া গান
 করিতে আরম্ভ করিল। ১।২।৩।৪। সূর্য্যাবতংশ
 রামচন্দ্র বালকদ্বয়ের গীতের অপূর্ব পঠন রীতি ও তাহাদিগের
 সুরধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া বার পর নাই কোতুহলাক্রান্ত
 হইলেন; অনন্তর নরব্যাঘ্র রামচন্দ্র অন্য কার্য্যোপলক্ষে
 মহামুনিদিগকে, রাজন্যগণকে, নীতি শাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিত-
 গণকে, এবং পৌরাণিক ও ব্যাকরণবিদ বত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

রাজশৈশব নরব্যাঘ্রঃ পণ্ডিতাংশৈশব নৈগমান্ ।
 পৌরাণিকাংশ্চন্দবিদো যে চ বৃদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭ ॥
 এতান্ সর্বান সমাহুয় গায়কৌ সংপ্রবেশয়ৎ ।
 তে সর্বৈ হৃদমননো রাজানো ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৮ ॥
 রামং তৌ দারকৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতা হনিমেবণাঃ ।
 অবোচন্ সর্ব এতৈতে পরস্পরমধাগতাঃ ॥ ৯ ॥
 ইমৌ রামন্য সদৃশৌ বিন্দাদ্বিস্মিবোদিতৌ ।
 জটিলৌ যদি ন শ্রাতাং ন চ বন্ধলধারিণৌ ॥ ১০ ॥
 বিশেষং নাধিগচ্ছামৌ রাঘবস্থানয়োস্তদা ।
 এবং সম্ভদতাং তেবাং বিস্মিতানাং পরস্পরম্ ॥ ১১ ॥
 উপচক্রমতুর্গাতুং তাবুভৌ মুনিদারকৌ ।
 ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্বমতিমানুষম্ ॥ ১২ ॥

ছিলেন, সকলকেই আহ্বান পূর্বক গীত নিপুণ কুশীলব
 সমভিব্যাহারে সভা মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজন্য-
 গণ ও ব্রাহ্মণবর্গ সানন্দচিত্তে সাতাহলে আসিয়া উপনীত
 হইলে, রামচন্দ্র বালকদ্বয়ের প্রতি অনিমেবলোচনে
 অবলোকন করিয়া সাতিশর বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই
 পরস্পর বলিতে লাগিলেন, যদি এই বালক দুইটির মস্তকে
 জটাতরণ এবং পরিধান বন্ধল না থাকিত তাহা হইলে
 ইহাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিবিম্ব বলিয়া কিছুতেই সংশয়
 থাকিত না। আহা! রামচন্দ্র ও বালকদ্বয়ের মধ্যে কিছুই
 প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না। সভাস্থ সমুদায় লোক এই
 রূপ বলিতে বলিতে বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন; ইত্যবসরে
 মুনি বালকদ্বয় অলৌকিক মধুর সংগীত আরম্ভ করিল। ৫।
 ৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২।

শ্রদ্ধা তন্মধুরং গীতমপরাঙ্কু রঘুত্তমঃ ।
 উবাচ ভরতং চাভ্যাং দীয়তামযুতং বসু ॥ ১৩ ॥
 দীয়মানং সুবর্ণস্ত ন তজ্জগ্ৰাহতুস্তদা ।
 কিমনেন সুবর্ণেন রাজমৌ বন্যভোজনৌ ? ॥ ১৪ ॥
 ইতি সংত্যজ্য সংদত্তং জগ্ৰাহুর্মুনিসমিধিम् ।
 এবং শ্রদ্ধা তু চরিতং রামঃ স্যৈষ্যেব বিস্মিতঃ ॥ ১৫ ॥
 জাহ্না সীতাকুমারৌ তৌ শত্রুস্বং চেদমব্রবীৎ ।
 হনুসন্তং সুবেগশ্চ বিভীষণমথান্দম ॥ ১৬ ॥
 ভগবন্তং মহাত্মানং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্ ।
 আনয়ধ্বং মুনিবরং সসীতং দেবসম্মিতম্ ॥ ১৭ ॥
 অস্যাশ্চ পর্বদো মধ্যে প্রত্যয়ং জনকান্নজা ।
 করোতু শপথং সর্বৈ জ্ঞানস্ত গতকল্পমাম্ ॥ ১৮ ॥

সীতাং তদ্বচনং শ্রদ্ধা গতাঃ সর্বৈহতিবিস্মিতাঃ ।
 উচুৰ্বথোক্তং রামেণ বাল্মীকিং রামপার্ষদাঃ ॥ ১৯ ॥
 রামশ্চ হৃদগতং সর্বং জাহ্না বাল্মীকিংব্রবীৎ ।
 স্বঃ করিষ্যতি বৈ সীতা শপথং জনসংসদি ॥ ২০ ॥
 যোষিতাং পরমং দৈবং পতিরেব ন সংশয়ঃ ।
 তচ্ছ্রদ্ধা সহসা গতা সর্বৈ প্রোচুর্মুনেৰ্বচঃ ॥ ২১ ॥
 রাঘবস্যাপি রামোহপি শ্রদ্ধা মুনিবচস্তথা ।
 রাজানো ! মুনয়ঃ ! সর্বৈ শৃণুধ্বমিতি চাত্রবীৎ ॥ ২২ ॥
 সীতায়াঃ শপথং লোকা বিজানন্তু শুভাশুভম্ ।
 ইত্যুক্তা রাঘবেণাথ লোকাঃ সর্বৈ দিদৃক্ষবঃ ॥ ২৩ ॥
 সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা সর্বং সম্মোহিতং জগৎ ।
 রামস্ত সর্বং জ্ঞাতৈব ভবিষ্যৎকার্য্যগেরাব ॥ ২৪ ॥

রঘুনাথ ঐ শিশু দুইটির মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া ভর-
 তকে কহিলেন, 'ইহাদিগকে অযুত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান কর।' এই
 প্রকার আদিষ্ট হইয়া ভরত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে গমন
 করিলেন, কিন্তু বালক দ্বয় প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিল, হে রাজন!
 আমরা বন্য-ফল-মুলাশী, সুবর্ণ মুদ্রা লইয়া কি করিব? এই
 বলিয়া তাহারা বাল্মীকির নিকট প্রস্থান করিল। রামচন্দ্র
 তাহাদিগের ঈদৃশ চরিত কথা শুনিয়া বারম্বার নাই বিস্ময়াপন্ন
 হইলেন। ১৩। ১৪। ১৫।

অনন্তর রামচন্দ্র ঐ দুইটি বালককে অভাগিনী বনবাসিনী
 সীতার সন্তান বলিয়া জ্ঞানিতে পারিলেন এবং শত্রুস্ব,
 হনুমান, সুবেগ, বিভীষণ ও অন্ধদকে, বলিলেন যে, এই
 বালকেরা নিশ্চয়ই সীতার সন্তান, অতএব এক্ষণে ভগবান্
 মহাত্মা, মুনিসত্তম বাল্মীকির সমভিব্যাহার সীতাকে
 আনয়ন কর; এবং সীতা তাঁহার বিগুহ চরিত্র সকলকে

অবগত করাইবার নিমিত্ত সভামধ্যে শপথ করুন, তাহা
 হইলে পৃথিবীস্থ সমুদয় লোক তাঁহাকে নিষ্পাপী বলিয়া
 অবগত হউক। সভাস্থ লোক সমুদয় রামচন্দ্রের বাক্য ও
 সীতার বিষয় শ্রবণ করিয়া সাতিশর বিস্মিত হইলেন;
 অনন্তর শ্রীরামের পারিষদগণেরা তাঁহার অভিপ্রায়
 বাল্মীকিকে কহিলে, বাল্মীকি রামচন্দ্রের হৃদয়গত ভাব
 বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, সীতা এই সভামধ্যে শপথ করিবেন।
 ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

সভাস্থ যাবতীয় লোক মহর্ষির বাক্য শ্রবণ পূর্বক
 সহসা গাত্ৰোত্থান পূর্বক কহিলেন, শ্রীলোকের পক্ষে পতি
 পরম দেবতা, তাহার কোন সন্দেহ নাই; রামচন্দ্রও মুনি
 বাক্য বিন্যাস আকর্ষণ করিয়া সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া
 কহিলেন, হে রাজন্যগণ ও মুনিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন,
 আপনারা জনকহৃদিতার শপথ শ্রবণ করিয়া তাঁহার
 ধর্ম্মার্থ নির্ণয় করুন। এই বলিয়া তিনি সভাস্থ যাবতীয়
 লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহর্ষয়ঃ ।
 বানরাস্ত সমাজগুঃ কোতুহলসমম্বিতাঃ ॥ ২৪ ॥
 ততো মুনিবরস্তুর্ণং সমীতঃ সমুপাগমৎ ।
 অগ্রতস্তম্বিং কৃত্বা যাস্তী কিঞ্চিদবাধুখী ॥ ২৫ ॥
 কৃত্যঞ্জলির্বাষ্পকণা সীতা যজ্ঞং বিবেশ তম্ ।
 দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীমিবায়াস্তাং ব্রাহ্মণমনুযায়িনীম্ ॥ ২৬ ॥
 বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভুৎ ।
 তদা মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৭ ॥
 সীতা সহায়ো বাল্মীকিরিতি প্রাহ চ রাঘবম্ ।
 ইয়ং দাশরথ্যে ! সীতা সূত্রতা ধর্মচারিণী ॥ ২৮ ॥
 ভ্রূপাপা তে পুরা ত্যক্তা মমাত্মমসমীপতঃ ।
 লোকাপবাদভীতেন ত্বয়া রাম ! মহাবনে ॥ ২৯ ॥
 প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তদনুজাতুমহিসি ।
 ইমৌ তু সীতাতনয়ৌ ইমৌ যমলজাতকৌ ॥ ৩০ ॥

কত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বানর ও মহর্ষি প্রভৃতি সমস্ত লোকই
 রাঘবের কথা শুতিগোচর করিয়া যার পর নাই কোতুহলা-
 ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর মহর্ষি বাল্মীকি সীতাকে সমভি-
 ব্যাহারে করিয়া সভা স্থলে উপনীত হইলে, সীতা মুনিকে
 অগ্রবর্তী করিয়া নীরবে আগমন করিতে লাগিলেন এবং বক্ষা-
 ঞ্জলি হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে যজ্ঞস্থলে উপনীতা হইলেন।
 পরমব্রহ্মের অনুগামিনী লক্ষ্মীকে বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া সভা সাধুবাদে পরিপূর্ণ
 হইল, পরে মহামুনি বাল্মীকি সীতা সমেত যজ্ঞস্থলে উপনীত
 হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে দাশরথ্যে ! আপনার
 সূত্রতাবলম্বিনী স্বধর্ম রক্ষিণী সীতাকে গ্রহণ করুন ; হে
 রামচন্দ্র ! আপনি লোকাপবাদ ভয়ে এই নিষ্পাপা জনক
 হুহিতাকে পুর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মদীয় আশ্রম সন্নিধানে

স্বতো তু তব দুর্ধর্ষো তথ্যমেতদব্রবীমি তে ।
 প্রচেতসোহহন্দশমঃ পুত্রো রঘুকুলোদ্বহ ! ॥ ৩১ ॥
 অনৃতং ন স্মরায়াক্তং যথেমৌ তব পুত্রকৌ ।
 বহুন্ বর্ষগগান্ সম্যক্ তপশ্চর্যা ময়া কৃত্য ॥ ৩২ ॥
 নোপান্নীয়াং ফলং তস্তা ছুর্কেয়ং যদি মৈথিলী ।
 বাল্মীকিনৈবমুক্তস্ত রাঘবঃ প্রত্যভাবত ॥ ৩৩ ॥
 এবমেতম্বাহাপ্রাজ্ঞ ! যথা বদসি সূত্রত ! ।
 প্রত্যয়ো জনিতো মহং তব বাকৈরকিলিষে ॥ ৩৪ ॥
 লঙ্কারামপি দত্তো মে বৈদেহ্য প্রত্যয়ো মহান্ ।
 দেবানাং পুরতস্তেন মন্দিরে সংপ্রবেশিতা ॥ ৩৫ ॥

পরিভ্যাগ করিয়াছিলেন। সীতা আপনার প্রত্যয় উৎপাদন
 করিতেছেন, আপনিও তাহা অবগত হইতে সক্ষম হইবেন ;
 এই সীতা গর্ভজ যমজ সন্তান দ্বয় আপনারই । ২১। ২২। ২৩।
 ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

হে রঘুকুলধুরন্ধর ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই
 দুইটা আপনারই দুর্দ্বর্ষ তনয়—হে রামচন্দ্র ! আমি বহুকাল
 ব্যাপিনী তপস্যাচরণ করিয়াছি জানিবেন, অতএব আমি
 মিথ্যাকে কখন আশ্রয় প্রদান করি না, এই পুত্রদ্বয়
 আপনারই, আমার বাক্য কখনই মিথ্যা নহে ; যদি মিথিলা
 রাজকন্যা কোনরূপ দোষ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার
 প্রতি ওরূপ করা কোন মতেই কর্তব্য হয় নাই। বাল্মীকি এই
 প্রকার কহিলে রাঘব তাঁহাকে বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ !
 হে সূত্রত ! আপনি সমস্তই কহিলেন, এবং আপনার পরম-
 পবিত্র বাক্য আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও জন্মিয়াছে। হে মুনে !
 লঙ্কার বিদেহ পুত্রী অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার বিশ্বাস
 উৎপাদন ও দেবতাদিগের সম্মুখে তিনি মন্দির মধ্যে প্রবেশ
 করিয়াছেন। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

সেয়ং লোকভয়াদব্রজন্ । অপাপাপি সতী পুরা ।
 সীতা ময়া পরিত্যক্তা ভবান্ তৎ কল্মষমহি ॥ ৩৬ ॥
 মমৈব জাতো জানামি পুত্রাবেতো কুশীলবো ।
 শুদ্ধায়াং জগতীমধ্যে সীতায়াং প্রীতিরন্ত মে ॥ ৩৭ ॥
 দেবাঃ সর্বৈ পরিজ্ঞায় রামাভিপ্রায়মুৎসুকাঃ ।
 ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৮ ॥
 প্রজাঃ সমাগমন্ হৃষ্টাঃ সীতা কোষেরবাসিনী ।
 উদঙ্গমুখী হৃদোদৃষ্টিঃ প্রাঞ্জলিবর্ষাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥
 রামাদন্যং যথাং বৈ মনসাপি ন চিন্তয়ে ।
 তথা মে ধরণী দেবী বিবরং দাতুমহিতি ॥ ৪০ ॥
 তথা শপন্ত্যাঃ সীতায়াঃ প্রাচুরাসীন্মহাদভূতম্ ।
 ভূতলাদিব্যমত্যর্থং সিংহাসনমভূতমম্ ॥ ৪১ ॥

নাগেন্দ্রেঐরমাণং চ দিব্যদেহৈরবিপ্রভম্ ।
 ভূদেবী জানকীং দোভ্যাং গৃহীত্বা স্নেহসংযুতা ॥ ৪২ ॥
 স্বাগতং তামুবাচৈনাং আসনে সন্মাবেশয়ৎ ।
 সিংহাসনস্থাং বৈদেহীং প্রবিশন্তীং রসাতলম্ ॥ ৪৩ ॥
 নিরন্তরা পুষ্পবৃষ্টির্দিব্যী সীতামবাকিরৎ ।
 সাধুবাদশ্চ স্তমহান্ দেবানাং পরমাত্মতঃ ॥ ৪৪ ॥
 উচুশ্চ বহুধা বাচো হস্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ ।
 অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্বৈ শ্বাবরজঙ্গমাঃ ॥ ৪৫ ॥
 বানরাশ্চ মহাকায়াঃ সীতাশপথকারণাং ।
 কেচিচ্চিন্তাপরাস্তস্থাঃ কেচিচ্ছানপরায়ণাঃ ॥ ৪৬ ॥
 কেচিদ্ভ্রামং নিরীক্ষন্তঃ কেচিৎসীতামচেতসঃ ।
 মুহূর্তমাত্রং তৎসর্বং ভূক্ষীভূতমচেতনম্ ॥ ৪৭ ॥

হে ব্রহ্মণ! জনক হুহিতা নিষ্পাপা হইলেও আমি লোকা-
 পগান ভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলান, কিন্তু
 আপনি আমাকে ক্ষমা করিতে সমর্থ হইবেন; কুশীলব
 আমার ঠরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বাহা হউক, এক্ষণে
 আমার ওদ্ধমতি জানকী পুনরায় শপথ করিয়া জগন্মণ্ডলে
 অবস্থিতি পূর্বক সানন্দ চিন্তা হউন। উৎকণ্ঠচিত্ত সহ-
 স্রাশ্চ প্রভৃতি দেবতার। শ্রীরামচন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া
 ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া আগমন করিলেন। হৃষ্টান্তঃকরণ
 প্রজা সমাগম অবলোকন করিয়া কোষের বাসিনী বাস্পা-
 কুলমুখী অধোবদনা জনকহুহিতা কৃতপ্রাঞ্জলিপুটে কহিতে
 লাগিলেন, আমি যেমন মনোমধ্যে রাম ভিন্ন অন্যকে
 কখন চিন্তা করি নাই, মাতা বহুব্রহ্মা আমার পাতাল প্রবেশ
 জন্য যেন ছিত্ররূপ পথ প্রদান করিতে সমর্থ হন;
 সীতা এইরূপে শপথ করিতেছেন, ইতি মধ্যে তাঁহার নিমিত্ত
 অতি অভূত, দিব্য, অভূতম সিংহাসন ভূতল হইতে প্রত্যক্ষ
 উদ্ভিত হইল। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।

লোক সমুদায়ের আশ্চর্য্য উপাদানের জন্য সীতার
 কলেবর স্বর্ঘ্যের ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিল এবং পৃথিবী
 দেবী স্নেহ পরতন্ত্রা হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ পূর্বক স্বগত
 কহিতে কহিতে তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া, রসাতল
 মধ্যে প্রবেশ করিলেন; সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সীতাকে এইরূপ
 অবস্থাপন্ন হইলে স্বর্গ হইতে অবিরল কুসুম বর্ষণ হইতে লাগিল
 এবং দেবতার। যার পর নাই আনন্দিত চিত্ত হইয়া অতন্ত
 সাধুবাদ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষস্থ
 সুর সমূহ 'হে সীতে! আপনার এরূপ কার্য্য অযোগ্য' ইত্যাদি
 নানাবিধ বাক্য কহিতে লাগিলেন। কি অন্তরীক্ষে, কি পৃথিবীতে
 শ্বাবর জঙ্গম সমুদায় লোক এই প্রকার কহিতে লাগিল।
 ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

সীতার শপথ হেতু মহাকার বানরদিগের মধ্যে কেহ বা
 এইরূপ কথা বলিতে লাগিল—কেহ বা 'জানকী কোথায় গমন
 করিলেন', ইত্যাকার চিন্তা করিতে লাগিল—কেহ বা তাঁহার
 পাতাল গমন কালীন রূপ ধ্যান করিতে লাগিল—কেহ বা
 রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল—কেহ বা যেন

সীতা প্রবেশনং দৃষ্ট্বা সর্বং সম্মোহিতং জগৎ ।
 রামস্ত সর্বং জ্ঞাতৈব ভবিষ্যৎকার্য্যগৌরবম্ ॥ ৪৮ ॥
 অজানন্নিব দুঃখেণ শুশৌচ জনকাত্মজাম্ ।
 ব্রহ্মণা ঋষিভিঃ সার্কিং বোধিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৯ ॥
 প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নাচ্চকারানন্তরাঃ ক্রিয়াঃ ।
 বিসর্জ্য ঋষীন্ সর্বান ঋত্বিজো যে সমাগতাঃ ॥ ৫০ ॥
 তান্ সর্বান ধনরত্নাদ্যৈস্তোষয়ামাস ভূরিশঃ ।
 উপাদায় কুমারো তৌ অযোধ্যামগমৎপ্রভুঃ ॥ ৫১ ॥
 তদাদিনিম্পৃহো রামঃ সর্বভোগেষু সর্বদা ।
 আত্মচিন্তাপরো নিত্যমেকান্তে সমুপস্থিতঃ ॥ ৫২ ॥
 একান্তে ধ্যাননিরতে একদা রাঘবে সতি ।
 জ্ঞাত্বা নারায়ণং সাক্ষাৎকৌশল্যা প্রিয়বাদিনী ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত্যাগত্য প্রসন্নং তং প্রণতা প্রাহ হৃষ্টধীঃ ।
 রাম ! হুং জগতামাদিরাদিমধ্যান্তবর্জিতঃ ॥ ৫৪ ॥
 পরমাত্মা পরানন্দঃ পূর্ণঃ পুরুষ ঈশ্বরঃ ।
 জাতোহসি মে গর্ভগৃহে মম পুণ্যাতিরেকতঃ ॥ ৫৫ ॥
 অবসানে মমাপ্যদ্য সময়োহভূদ্ভূতম্ ! ।
 নাদ্যাপ্যবোধজঃ কুৎস্নো ভববন্ধো নিবর্ততে ॥ ৫৬ ॥
 ইদানীমপি মে জ্ঞানং ভববন্ধনিবর্তকম্ ।
 যথা সজ্জপতো ভূয়াত্তথা বোধয় মাং বিভো ! ॥ ৫৭ ॥
 নির্বেদবাদিনীমেবং মাতরং মাতৃবৎসলঃ ।
 দয়ালুঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা জরাজর্জরিতাঃ শুভাম্ ॥ ৫৮

সীতাকেই দর্শন করিতে লাগিল, পরে মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই
 অচেতনবৎ তুচ্ছীভাব ধারণ করিল। রামদয়িতা সীতার
 রসাতলে প্রবেশ সন্দর্শন করিয়া সমুদায় জগৎ মুগ্ধ হইল।
 রামচন্দ্র ভবিষ্যতের সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াও জনকাত্মজার
 নিমিত্ত প্রাকৃতজনের ন্যায় দুঃখ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন
 এবং ব্রহ্মা ও ঋষিগণ তাঁহাকে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন।
 ১৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯।

রামচন্দ্র স্বপ্নাবস্থায় অবগত হইয়া যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্য
 সমাধা করিলেন, অনন্তর ঋষি ও ঋত্বিক্ দিগকে বহুলপরি-
 মাণে ধন ও রত্ন দান করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট করিয়া
 বিদায় করতঃ কুমার দয়কে গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাপুরীমধ্যে
 আগমন করিলেন। ৫০। ৫১।

এক্ষণে রামচন্দ্র যাবতীর পার্শ্বব স্থখে সর্বদাই স্পৃহাশূন্য
 হইলেন এবং আপনার চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতিদিন

বিজন স্থানে উপবিষ্ট থাকিতেন। একদিন রামচন্দ্র একান্তে
 উপবেশন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলে প্রিয়ভাষিনী রামজননী
 কৌশল্যা তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানিতে পারিয়া সাতিশয়
 হৃষ্টান্তঃকরণে ও ভক্তিসহকারে আগমন পূর্ব্বক সদানন্দ
 রামচন্দ্রকে প্রণাম পুরঃসর কহিলেন, হে রাম ! তুমি
 অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদি, মধ্য ও অন্ত বিবর্জিত; তুমি পরমাত্মা,
 পরমানন্দ, পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বর, আমার পুণ্যাধিক্য প্রযুক্তই আমার
 জর্ঠরমধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। হে রঘুভূতম্ ! আমার বার্কিকা
 দশা উপস্থিত, তোমারও অবতার লীলা অবসান প্রায় হইয়াছে,
 কিন্তু তোমার আনুযজিকতা বশতঃ এই সামান্য সংসার বন্ধন
 হইতে আমার কোন রূপ নিবৃত্তি হইতেছে না; অতএব হে
 বিভো ! এই অবসান সময়ে ভববন্ধন নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞান
 বিষয়ক কিছু সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব আমাকে প্রদান কর। ৫২। ৫৩।
 ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭।

দয়ালু, ধর্ম্মাত্মা ও মাতৃপরায়ণ রামচন্দ্র জননীর বাক্য
 জ্ঞতিগোচর করিয়া নির্বেদবাদিনী, জরাজর্জরিতকলেবরা, শুভ-
 লক্ষণসম্পন্ন স্বীয় গর্ভধারিণীকে কহিলেন, হে মাতঃ ! আমি

মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ ।
 কৰ্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ শাস্বতঃ ॥৫৯॥
 ভক্তিৰ্বিভিদ্ধ্যতে মাতস্ত্রিবিধা গুণভেদতঃ ।
 স্বভাবো যশ্চ বস্তুতঃ তশ্চ ভক্তিৰ্বিভিদ্ধ্যতে ॥ ৬০ ॥
 যন্ত হিংসাং সমুদ্दिষ্টা দন্তং মাংস্ত্রয়মেব বা ।
 ভেদদৃষ্টিশ্চ সংরক্ষী ভক্তো মে তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৬১ ॥
 ফলাভিসন্ধিভোগার্থী ধনকামো বশস্তথা ।
 অর্চাদৌ ভেদবুদ্ধ্যা মাং পূজয়েৎ স তু রাজসঃ ॥৬২॥
 পরস্মিন্নপি তং যন্ত কৰ্ম্মনির্হরণায় বা ।
 কর্তব্যামিতি বা কুর্যাৎভেদবুদ্ধ্যা সমাস্তিকঃ ॥ ৬৩ ॥
 মদগুণাশ্রয়ণাদেব ময্যনন্তগুণালয়ে ।
 অবিচ্ছিন্না মনোরতিৰ্বিধা গঙ্গান্বনোহিনীধৌ ।
 তদেব ভক্তিযোগশ্চ লক্ষণং নিগুণশ্চ হি ॥ ৬৪ ॥
 অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিৰ্ম্ময়ী জায়তে ।
 সা মে সালোক্য সামীপ্য সাষ্টি সাযুজ্যমেব বা ॥৬৫॥

ইতি পূর্বে বেদসম্মত ত্রিমার্গ বিধর অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও তৎপরে ভক্তিযোগ উল্লেখ করিয়াছি। হে জননি! তম, রাজস ও মদ্ব এই তিনটির গুণভেদানুসারে ভক্তি তিন ভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ মাহার বৈরাগ্য স্বভাব, তাহার সেই স্বভাবদ্বারা ভক্তি বিভিন্ন লক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি হিংসা, শত্রুর দন্ত, পুতলাভাদি, ফলরূপ মাৎসর্য অর্থাৎ পরগুণদ্বৈব অরিমিতাদি বিষয়ে আগ্রহ করে, সেই আমার তামস ভক্ত বলিয়া উদ্ভূত হয়; যে ব্যক্তি স্বর্গ ভোগেচ্ছা, ঐহিক বশঃ ও অর্থাভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং ভেদ বুদ্ধি, হিংসা পূজা স্থান সংগ্রহ করিয়া আমাকে উপাসনা করিয়া থাকে সেই রাজস; যে ব্যক্তি পাপ বিনাশ জন্য পূজা করিয়া আমাকে সমর্পণ করে এবং নিজবুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্র কথিত অবশ্য কর্তব্য

দদাত্যপি ন গৃহ্ণন্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা ।
 স এবাত্যস্তিকো যোগো ভক্তিমার্গশ্চ ভামিনি ॥৬৬॥
 মদ্বাবং প্রাপ্নুয়াভেন অতিক্রম্য গুণত্রয়ম্ ।
 মহতা কামহীনেন স্বধর্মাচরণেন চ ॥ ৬৭ ॥
 কৰ্ম্মযোগেন শাস্তেন বর্জিতেন বিহিংসনম্ ।
 মদর্শনস্ততিগহাপূজাতিঃ স্মৃতিবন্দনৈঃ ॥ ৬৮ ॥
 ভূতেষু মদ্বাবনয়া সঙ্গেনাসত্যবর্জনৈঃ ।
 বহুমানেন মহতাং হুংখিনামনুকম্পয়া ॥ ৬৯ ॥
 স্বসমানেষু মৈত্র্যা চ যমাদীনাং নিবেদয়া ।
 বেদান্তবাক্যবর্ণনাম নামানুকীর্তনাং ॥ ৭০ ॥

কার্য সমূহ সম্পাদন করে, সেই সাত্বিক ॥৫৮॥ ৫৯ ৬০ ॥
 ৬১ ৬২ ৬৩ ॥

আমি অনন্তগুণের অধার; যেমন জাহ্নবী জল সাগর মধ্যে মিলিত হইলে অভেদ বিষয়ত্ব হয়, সেইরূপ আমার গুণ হইতে অবিচ্ছিন্ন মনোরতি আমারে সংমিলিত হইয়া অভেদত্ব প্রাপ্ত হয়। হে মাতঃ! ভক্তিযোগ ও নিগুণের লক্ষণ ঠিক ঐরূপ জানিবেন। বিনা কারণে আমার উপর যে অব্যবহিতা ভক্তিই জন্মিয়া থাকে সেই ভক্তি মুক্তি আমার সামীপ্য, স্বরূপতা ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়; যিনি আমার সেবা নিরত হইয়া মোক্ষাভিলাষী হয়েন, তিনি আমার প্রকৃত ভক্ত। হে ভামিনি! আমার সেবা না করিলে ভক্ত, কাহাকেও গ্রহণ করেন না। তিনি ভক্তি বোগদ্বারা যারা অতিক্রম করিয়া, অতি মহৎ, কাম বিহীন, নিত্য, নৈমিত্তিকরূপ সর্বধর্মাচরণেও মদৈক্য প্রাপ্ত হইবেন। ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ॥

যিনি কৰ্ম্ম-যোগ সাধন করিয়া থাকেন, হিংসা, বিরহিত হইয়া পূজা, স্তুতি ও বন্দনাদি করিয়া থাকেন, তিনিই আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন, আমাকে চিন্তাপথের দ্বারা করিতে হইলে ভূতসদ পরিহার, অসত্য বিসর্জন, মহৎ ব্যক্তিদিগের বহুমান, হুংখ্যদিগের প্রতি দয়া, আপনাব নমানাবস্থাপন্নদিগের সহিত মিত্রতা, যমনিয়ম, প্রাণায়াম

সৎসঙ্গেনার্জবৈনৈব হৃদয়ঃ পরিবর্জনাৎ ।
 কাঙ্ক্ষয়া মম ধর্মস্য পরিশুদ্ধান্তরো জনঃ ॥ ৭১ ॥
 মদগুণশ্রবণাদেব যাতি মামঞ্জসা জনঃ ।
 যথা বায়ুবশাৎ গন্ধঃ স্বাস্রাদ্ভ্রাণমানিশেৎ ॥ ৭২ ॥
 যোগাভ্যাসরতং চিত্তমেবমাত্মানমাবিশেৎ ।
 সর্বেষু প্রাণিজাতেষু হৃদয়ান্না ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭৩ ॥
 তমস্শাস্ত্রা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ ।
 ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈকভেদৈর্দ্রবৈয়মে' নাস্ত ! তোষণম্ ॥
 ভূতাবমানিনার্চায়ানর্চিতোহহং ন পূজিতঃ ॥ ৭৫ ॥

তাবন্মার্গচর্যেদেবং প্রতিমাদৌ স্বকর্মাভিঃ ।
 যাবৎসর্বেষু ভূতেষু স্থিতং চান্ননি ন স্মরেৎ ॥ ৭৬ ॥
 বস্ত ভেদং প্রকুরুতে স্বাত্মনশ্চ পরশ্চ চ ।
 ভিন্নদৃষ্টেভিঃ মৃত্যুস্তস্য কুর্ঘ্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭ ॥
 মামতঃ সর্বভূতেষু পরিচ্ছিন্নেষু সংতিস্থম্ ।
 একং জ্ঞানেন মানেন মৈত্র্যা চার্চৈদভিন্নধীঃ ॥ ৭৮ ॥
 চেতসৈবানিশং সর্বভূতানি প্রণমেৎ স্বধীঃ ।
 জ্ঞাস্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতম্ ॥ ৭৯ ॥
 তস্মাৎকদাচিন্মেক্ষেত ভেদমীশ্বরজীবয়োঃ ।
 ভক্তিযোগো জ্ঞানযোগো ময়া মাতরুদীরিতঃ ॥ ৮০ ॥

নিষেধন, বেদান্ত বাক্য আকর্ষণ, আমার নামসঙ্কীর্ণন, সৎ-
 সঙ্গের সহিত সরল ব্যবহার, অহং “কর্তা” এই বুদ্ধিঘারা
 আমার পূজাদিতে ইচ্ছা বিধান করা, পরিশুদ্ধান্তঃ করণ
 লোকের অবশ্য কর্তব্য। যেমন গন্ধবহুদ্বারা বাহিত হইয়া সৌভ-
 নাসারক্ষে প্রবেশ করে, তজ্জপ যে ব্যক্তি আমার চরিত্র বিষয়
 শ্রবণ করে, সে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৬৮। ৬৯। ৭০।
 ৭১। ৭২।

যে চিত্ত নিরন্তর যোগাভ্যাসে আসক্ত হয়, সেই
 পরমাশ্রয় প্রবিষ্ট হয় ; হে মাতঃ ! আমি সর্বত্রই চেতন রূপে
 বিরাজমান আছি, স্রুতরাং প্রাণি সমুদায় জগৎগ্রহণ করিবা
 মাত্র আমি তাহাদিগের চেতন সম্পাদন করিয়া থাকি ; হে
 অশ্ব ! আমাকে সর্বভূতের চেতন সম্পাদক জানিয়া
 বিমূঢ় ব্যক্তির গন্ধপুষ্পাদিঘারা পূজা করিয়া আমার
 সম্ভাব উৎপাদন করে না ; সর্বপ্রাণির অপমানকারী ব্যক্তি
 যাবৎকাল আমার প্রতিমা পূজা না করে, তাবৎকাল আমার
 পূজা বা অর্চনা কিছুই হয় না। ৭৩। ৭৪। ৭৫।

আমি সর্বপ্রাণির মধ্যে অবস্থিত আছি, এইটা লোকে
 বর্তদিন না আগন স্মৃতি পথে আনয়ন করে, অর্থাৎ অবগত
 না হয়, তদবধি পূজাদিতে তাহার অধিকার নাই। যে ব্যক্তি
 আপনীর এবং অপরের মধ্যে ভিন্ন জ্ঞান করে, ত্রৈ ভেদ
 দৃষ্টি বশতঃ তাহার মৃত্যু ভয় উপস্থিত হয়, তাহাতে কোন
 সংশয় নাই; আমাতে ও সর্বপ্রাণি মধ্যে পরিচ্ছিন্নরূপে
 সংস্থিত হইলেও অভিন্ন হৃদয় সর্বত্র এক জ্ঞানে ও এক
 মনে সর্বপ্রাণির উপর মিত্রভাবে আমাকে অর্চনা করে
 আমাকে সর্বভূতে জীবনরূপে সংস্থিত অবগত হইয়া চেতনা
 প্রযুক্ত পণ্ডিত লোকে যাবতীর প্রাণকে প্রণাম করিয়া থাকেন
 সেই কারণ তাহারা কদাচিৎ ঈশ্বর ও জীব মধ্যে কোনরূপ
 প্রভেদ পরিদর্শন করেন না। হে মাতঃ ! আমি জ্ঞান যোগ ও
 ভক্তি যোগের সহিত প্রস্তারিত করিয়াছি। পুরুষ কেবল
 ভক্তি যোগদ্বারা পরিণামে জ্ঞান যোগ প্রাপ্ত হইবার জন্য
 আমি ভক্তি যোগে জীব সমূহের হৃদয়স্থ হইয়া আছি। হে
 মাতঃ ! আপনি ; আমাকে পুত্ররূপে নিরন্তর স্মরণ করিয়া

আলম্ব্যৈকতরং বাপি পুরুষঃ শময়চ্ছতি ।
 ততো মাং ভক্তিযোগেন মাতঃ ! সৰ্ব্বহৃদিস্থিতম্ ॥ ৮১ ॥
 পুত্ররূপেণ বা নিত্যং স্মৃতা শান্তিমবাশ্যসি ।
 ক্রত্বা রামস্ত বচনং কোশল্যানন্দসংযুতা ॥ ৮২ ॥
 রামং সদা হৃদি ধ্যায়া ছিত্বা সংসারবন্ধনম্ ।
 অতিক্রম্য গতীন্তিষ্রোহপ্যাবাপ পরমাং গতিম্ ॥ ৮৩ ॥

কৈকেয়ী চাপি যোগং রঘুপতিগদিতং পূর্বমেবাধিগম
 শ্রদ্ধাভক্তিপ্রশান্তা হৃদি রঘুতিলকং ভাবয়ন্তী গতাস্তঃ ।
 গত্বা স্বর্গং ক্ষুরন্তী দশরথসহিতা মোদমানাবতস্তে
 মাতা শ্রীলক্ষ্মণস্তাপ্যতিবিমলমতিঃ প্রাপ ভর্তৃঃ সমীপম্

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উনামহেশ্বর সম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শান্তিভোগ করিবেন ; কোশল্যা রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া
 সান্তিশর আনন্দিতা হইলেন । ৭৬ । ৭৭ । ৭৮ । ৭৯ । ৮০ ।
 ৮১ । ৮২ ।

রাম জননী কোশল্যা সংসার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া হৃদয় মধ্যে
 রামচন্দ্রকে অনুক্ষণ ধ্যান করতঃ সন্তুষ্ট, রাজঃ ও তম এই গুণত্রয়
 অতিক্রম পূর্বক পরমাগতি প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর কৈকেয়ী
 পরিণত, ভক্তিসংযুক্ত ও প্রশান্ত অন্তঃকরণে রঘুনাথকে

স্মরণ করিয়া চিত্রকূট পর্বতে গমন পূর্বক রঘুকুলচূড়ামণি
 রামচন্দ্রকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে সাহসাদমনে
 স্বর্গ গমন করিয়া রাজা দশরথের সহিত কেলি সংযুক্তা
 হইয়া অবস্থান করিলেন এবং এক্ষণে অতি বিমল হৃদয়
 শ্রীলক্ষ্মণ জননী স্মিত্রা রঘুরাজ দশরথের সঙ্গ প্রাপ্ত
 হইলেন । ৮৩ । ৮৪ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উনামহেশ্বর সম্বাদে
 উত্তরকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ কালে গতে কস্মিন্
ভরতো ভীমবিক্রমঃ ।
যুধাজিতা মাতুলেন হাহুতো-
হগাং সসৈনিকঃ ॥ ১ ॥
রামাঙ্জয়। গতাস্তত্র
হত্বা গন্ধর্ব্ব নায়কান্ ।
তিস্রঃ কোটীঃ পুরে হে তু
নিবেশ্য রঘু নন্দনঃ ॥ ২ ॥
পুঙ্করং পুষ্পরাবত্যাং
তক্ষং তক্ষশিলাস্বয়ে ।
অভিষিচ্য হুতো তত্র
ধনধান্য সুহৃদ্বতো ॥ ৩ ॥

পুনরাগত্য ভরতো
রাম সেবাপরোহভবৎ ।
ততঃ প্রীতো রঘুশ্রেষ্ঠো
লক্ষ্মণং প্রাহ সাদরম্ ॥ ৪ ॥
উভৌ কুমারৌ সৌমিত্রে !
গৃহীত্বা পশ্চিমাং দিশম্ ।
তত্র ভিল্লান্ বিনির্জিত্য
দুষ্টান্ সৰ্ব্বাপকারিণঃ ॥ ৫ ॥
অঙ্গদশ্চিত্রকেতুশ্চ
মহাসত্ত্ব পরাক্রমো ।
দ্বয়ো হে নগরে কৃত্বা
গজাশ্ব ধনরত্নকৈঃ ॥ ৬ ॥
অভিষিচ্য হুতো তত্র
শীঘ্রমাগচ্ছ মাং পুনঃ ।

মহাদেব কহিলেন; অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে মহাবল
পরাক্রান্ত ভরত স্বদেশ নিকটবর্ত্তী গন্ধর্ব্ব বধার্থ মাতুল কর্তৃক
আহৃত হইলে সসৈন্য বহির্গত হইয়া রামাঙ্জয় তিনকোটি
গন্ধর্ব্বনায়ক বিনাশ করিলেন; অনন্তর তিনি পুঙ্কর এবং পুঙ্কর-
বত্যা নামক নগরীদ্বয় ধনধান্য প্রপূরিত ও বহু বাক্যব পরিবৃত্ত
করিয়া স্বকীয় পুত্রদ্বয় তক্ষ ও তক্ষশীলকে তথাকার রাষ্ট্র পদে
অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর ভরত প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীরাম-
চন্দ্রের সেবায় নিবৃত্ত হইয়া রহিলেন। পরে রঘুশ্রেষ্ঠ

রামচন্দ্র পরম প্রীতান্তঃকরণে ও সাদরে ভাতৃপারায়ণ অহঙ্ক
লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে সৌমিত্রে! তুমি স্বীয় পুত্রদ্বয় সমভি-
বাহারে পশ্চিমদিকস্থ সৰ্ব্বাপহারী হুরায়া ভিল্লদিগকে জয়
করণানন্তর দুইটি নগর গজাশ্ব, ধন ও রত্ন দ্বারা বিভূষিত করিয়া
মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গদ ও চিত্রকেতুকে তথায় অভিষেক পূর্ব্বক
পুনর্ব্বার শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সৌমিত্রি লক্ষ্মণ শ্রীরাম-
চন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, হয়, হস্তি ও সৈন্যাদি

রামস্ফাঙ্ক্য পুরস্কৃত্য
 গজাশ্ব বলবাহনঃ ॥ ৭ ॥
 গজা হস্তা রিপূন্ সৰ্বান্
 স্থাপয়িত্বা কুমারকৌ ।
 সৌমিত্রিঃ পুনরাগত্য
 রামসেবাপরোহভবৎ ॥ ৮ ॥
 ততস্তু কালে মহতি প্রয়াতে
 রামং সদা ধৰ্ম্মপথেস্থিতং হরিম ।
 দ্রষ্টুং সমাগাদৃষিবেশধারী ।
 কালস্ততো লক্ষ্মণমিত্যুবাচ ॥ ৯ ॥
 নিবেদয়স্বাতিবলস্য দূতং
 মাং দ্রষ্টুকামং পুরুষোত্তমায় ।
 রামায় বিজ্ঞাপনমস্তি তস্মাৎ
 মহর্ষিমুখ্যস্ত চিরায় ধীমন্ ॥ ১০ ॥
 তস্মাৎ তদ্বচনং শ্রুত্বা
 সৌমিত্রিঃ স্তবয়ান্বিতঃ ।

আচচক্ষেহথ রামায় স
 সংপ্রাপ্তং তপোধনম্ ॥ ১১ ॥
 এবং ক্রবন্তং প্রোবাচ
 লক্ষ্মণং রাঘবো বচঃ ।
 শীঘ্রং প্রবেশ্যতাং তাত !
 মুনিঃ সংকার পূৰ্ব্বকম্ ॥ ১২ ॥
 লক্ষ্মণস্ত তথৈতু্যক্তা
 প্রাবেশয়ং তাপসম্ ।
 স্বতেজসা জ্বলন্তং তং
 স্নাতসিক্তং যথানলম্ । ১৩ ॥
 সোহভিগম্য রঘুশ্রেষ্ঠং
 দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ।
 মুনির্মধুরবাক্যেন
 বর্ধস্বৈত্যাহ রাঘবম্ ॥ ১৪ ॥
 তস্মৈ স মুনয়ে রামঃ
 পূজাং কৃত্বা যথাবিধি ।

গ্রহণ পূর্বক যাবতীয় শত্রু বিনাশ করিলেন এবং কুমার দ্বয়কে
 তথাকার রাজ পদে অভিষিক্ত করিয়া পুনশ্চ প্রত্যাবর্তন পূর্বক
 জীরামের সেবার অনুরক্ত হইলেন । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ ।
 এইরূপে বহুকাল বিগত হইলে, একদিন ঋষিবেশধারী কাল নির-
 স্তর ধর্ম্মানুরাগী জীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে
 লক্ষ্মণ সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে ধীমান! আমি
 পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করি-
 রাছি, অতএব অতি শীঘ্র গমন করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠের বিজ্ঞাপন
 রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন কর । লক্ষ্মণদেব তাঁহার বাক্য

শ্রবণ করিয়া অতি দ্রুত পদে জীরাম সমীপে উপনীত হইয়া
 ঋষির আগমন বার্তা বিজ্ঞাপন করিলেন ; রঘুনাথ অনুরক্ত
 বাক্যাকর্ষণ করিয়া কহিলেন, হে তাত ! তুমি মুনিকে অতি
 সমাদরে সংকার পূর্বক শীঘ্র গৃহমধ্যে আনয়ন কর । ৯ ।
 ১০ । ১১ । ১২ । লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শীঘ্রোদ্যোগ্য করিয়া
 গম্বুতলতালশনের ন্যায় স্বতেজ জ্বলন্ত তপোধনকে পরম সমাদরে
 গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন করিলেন ; অনন্তর স্বতেজ, দীপ্তিমান,
 মুনিপুঙ্গব রঘুনাথের নিকট গমন করিয়া অতি মধুর বাক্যে
 রাঘবকে বলিলেন, আপনি ভূরাজ্য অপেক্ষা স্বর্গরাজ্য লাভে
 উদ্যোগী হউন । রামচন্দ্র মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া যথো-

পৃষ্ঠানাময়মব্যগ্রো রামঃ
 পৃষ্ঠৌহথ তেন সঃ ॥ ১৫ ॥
 দিব্যাসনে সমাসীনো
 রামঃ প্রোবাচ তাপসম্ ।
 যদর্থ মাগতোহসি
 তুমিহ তৎপ্রাপয়স্ব মে ॥ ১৬ ॥
 বাক্যেন চোদিত স্তেন
 রামেণাহ মুনির্বচঃ ।
 হৃদমেব প্রয়োক্তব্যম্-
 অনালক্ষ্যস্ত তদ্বচঃ ॥ ১৭ ॥
 নাশ্চেন চৈতৎ শ্রোতব্যং
 নাখ্যাতব্যং চ কস্য চিৎ ।
 শৃণুয়াদ্ বা নিরীক্ষেদ্ বা
 যঃ স বধ্যস্তয়া প্রভো ! ॥ ১৮ ॥

তথৈতি চ প্রতিজ্ঞায়
 রামো লক্ষ্মণম্ ব্রবীৎ ।
 তিষ্ঠ ত্বং দ্বারি সৌমিত্রে !
 নায়াত্তত্র জনো রহঃ ॥ ১৯ ॥
 যদ্যাগচ্ছতি কো বাপি
 স বধ্যো মে ন সংশয়ঃ ।
 ততঃ প্রাহ মুনিং রামো
 যেন বা ত্বং বিসর্জিতঃ ॥ ২০ ॥
 যত্তে মনীষিতং বাক্যং
 তদ বদস্ব মমাশ্রিতঃ ।
 ততঃ প্রাহ মুনির্বাক্যং
 শৃণু রাম ! যথাতথম্ ॥ ২১ ॥
 ব্রহ্মণা প্রেষিতোহস্মীশ !
 কার্যার্থে তেহন্তিকং প্রভো ! ।

পশুস্ত বিধানানুসারে তাঁহাকে পূজা করিলে, মুনি তাহার
 অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন ; শ্রীরামও তাঁহার কুশল বার্তা
 জিজ্ঞাসা করিলেন । অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র দিব্যাসনে উপবেশন
 করিয়া তপোধনকে বলিলেন, আপনি এখানে বাহার নিমিত্ত
 আগমন করিয়াছেন ভবিষ্যৎ আমার নিকট সবিস্তার প্রকাশ
 করুন । রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, মুনিবর কহিলেন, আমার বিশেষ
 গুঢ় রহস্য আছে, কিন্তু তাহা অন্যের নিকট অব্যক্তব্য বলির
 অতি গুপ্তভাবে কহিব ; হে প্রভো ! আপনি ভিন্ন অপরা
 কেহই তাহা শ্রবণ করিবে না বা আপনি কাহাকেও বলিবেন
 না । স্বীকার করুন, যে, যদি কেহ অন্তরাল হইতে শ্রবণ বা
 নিরীক্ষণ করে সে আপনার বধ্য । রামচন্দ্র মহর্ষির বাক্যে

প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, হে সৌমিত্রের ! তুমি
 এই দ্বারদেশে অবস্থান কর, দেখিও কেহ যেন এই রহস্য
 স্থানে না আইসে, কিন্তু যদি কেহ উপনীত হয়, সে নিশ্চয়ই
 আমার বধ্য । পরে মুনি কহিলেন, যে কোন লোক
 যাউক না কেন কিন্তু তুমি বিসর্জিত হইবে । ১৩ । ১৪ । ১৫ ।
 ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ ।

অনন্তর শ্রীরাম কহিলেন, এক্ষণে আপনার মনোভিলষিত
 বাক্য আমার নিকট প্রকাশ করুন, তৎশ্রবণে মুনি বলিলেন,
 হে শ্রীরাম ! এক্ষণে আমার সত্য বাক্য শ্রবণ করুন । হে
 প্রভো, হে জগদীশ্বর ! কোন বিশেষ কার্যোপলক্ষে ব্রহ্মা
 আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । হে দেব ! হে

অহং হি পূর্বজো দেব !

তব পুত্রঃ পরন্তপ ! ॥ ২২ ॥

মায়া সঙ্গমজো বীর !

কালঃ সর্বহরঃ স্মৃতঃ ।

ব্রহ্মা হ্যমাহ ভগবান্

সর্বদেবর্ষি পূজিতঃ ॥ ২৩ ॥

রক্ষিতুং স্বর্গ লোকস্ত

সময়ন্তে মহামতে ! ।

পুরা ত্বমেক এবাসী-

লোকান্ সংহত্য মায়ায়া ॥ ২৪ ॥

ভার্যয়া সহিত স্বং

মামাদৌ পুত্রমজীজনঃ ।

তথা ভোগবতং নাগ-

মনন্তমুদকেশয়ম্ ॥ ২৫ ॥

মায়ায়া জনয়িত্বা ত্বং

দৌ সসাত্তৌ মহাবলৌ ।

মধুকৈটভকৌ দৈত্যৌ

হত্ব। মেদোহস্থিসঞ্চয়ম্ ॥ ২৬ ॥

ইমাং পর্বত সম্বন্ধাং

মেদিনীং পুরুষর্ষভ !

পদ্রে দিব্যার্ক সংকাশে

নাভ্যায়ুৎপাদক্ মামপি ॥ ২৭ ॥

মাং বিধায় প্রজাধ্যক্ষং

ময়ি সর্বং ন্যবেদয়ৎ ।

সোহহং সংযুক্তসংভার-

স্বামবোচৎ জগৎপতে ! ॥ ২৮ ॥

রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেভ্যো

যে মে বীর্য্যাপহারিণঃ ।

ততস্ত্বং কশ্যপাজ্জাতো

বিষুর্ক্বামনরূপ ধ্বক্ ॥ ২৯ ॥

পরন্তপ! আমি আপনার সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ সৃষ্টির অনেক পূর্বে আপনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন। হে বীর! আমি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সঙ্গ—সমুদায় পদার্থ সংহারী কাল নামে বিখ্যাত। মহামতে! এক্ষণে সর্বদেবর্ষি পূজিত ভগবান্ ব্রহ্মা আপনাকে বলিয়াছেন যে, আপনার অবতার অবসান হইয়াছে, অতএব এক্ষণে স্বর্গ লোক রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বে আপনি মায়া দ্বারা অনাবৃত পার্কিরা অভেদরূপে একই ছিলেন; অগ্রে আমাকে মায়ায় সহিত পুত্ররূপে, পরে ভোগবত অনন্ত নাগকে সৃজন করিয়াছেন, অতঃপর আপনি নিজমায়া দ্বারা সপরাক্রমী মধুকৈটভ নামে দুইটি মহাবলশালী দৈত্যকে সৃজন করিয়া পুনর্বার

তাহাদিগকে সংহার পূর্বক মেদাস্থি সঞ্চয় স্বরূপ এই পর্বত সম্বন্ধা বস্তুকরা সৃজন করিয়াছেন। তকণ অকণ সদৃশ আপনার নাভি পদ্ম হইতে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, হে জগৎপতে! আপনি আমাকে প্রজাপুঞ্জের অধ্যক্ষ করিয়া আমার উপর তাহাদিগের উৎপাদন, লালনপালনাদি যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়াছেন। আমিও ঐ কার্য্য করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া স্বকীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছি—কিন্তু অধুনা আমার প্রজাপীড়নকারী দুরাত্মাদিগের বধসাধন করিয়া আমাকে রক্ষা করুন, হে ধরনীধর! আপনি ঐ কারণ পর-তন্ত্র হইয়া কশ্যপের ভরসে বামনরূপী হইয়া জন্ম গ্রহণ পূর্বক রাক্ষসগণ বিনাশ করিয়া পৃথিবীর ভার দূরীভূত

স্ববানসি ভূভারং
 বধা দ্রক্ষ্যে গণশ্চ চ ।
 সর্বানুৎ সার্যমাণাস্থ
 প্রজাস্থ ধরনীধর ! ॥ ৩০ ॥
 রাবণশ্চ বধাকাজ্ঞকী
 মর্ত্যালোক মুপাগতঃ ।
 দশবর্ষ সহস্রাণি
 দশবর্ষ শতানি চ ॥ ৩১ ॥
 কৃষ্ণা বাসশ্চ সময়ং
 ত্রিদশেষাশ্বনঃ পুরা ।
 স তে মনোরথঃ পূর্ণঃ
 পূর্ণে চামুষি তে বৃষু ॥ ৩২ ॥
 কালস্তাপস রূপেণ
 তৎ সমীপ মুপাগমম্ ।

ততো ভূয়শ্চ তে বুদ্ধি-
 বদিরাজ্য মুপাসিতুম্ ॥ ৩৩ ॥
 তত্তথা ভব ভদ্রং তে
 এবমাহ পিতামহঃ ।
 বদি তে গমনে বুদ্ধি-
 দেবলোকং জিতেন্দ্রিয় ! ॥ ৩৪ ॥
 সনাথা বিষ্ণুনা দেবা
 ভবন্তু বিগত জ্বরাঃ ।
 চতুশ্চর্য্যশ্চ তদ বাক্যং
 শ্রুত্বা কালেন ভাষিতম্ ॥ ৩৫ ॥
 হসন্ রামস্তদা বাক্যং
 কৃৎস্নস্যান্তকম ব্রবীৎ ।
 শ্রুতং তব বচো মেহদ্য
 মমাপীকৃতরং তু তৎ ॥ ৩৬ ॥

করতঃ প্রপীড়িত প্রজা সমূহকে রক্ষা করুন ; আপনি
 লক্ষাধিপতি দশাননকে বিনাশ করিবার মানসে মর্ত্যালোকে
 আনিয়া দশসহস্র ও দশশত বৎসর কাল অবস্থিতি করিতে-
 ছেন । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ ।
 ৩০ । ৩১ ।

ইতিপূর্বে ত্রিদিব মধ্যে স্বকীয় অবস্থিতির কাল সমুত্তীর্ণ
 হইলে, আপনি নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আপাততঃ
 আপনার অবতরণ সময় প্রায় অতীত হইতে দেখিয়া আমি
 “কাল” তাপসরূপ পরিগ্রহ পূর্বক আপনার সন্নিধিতে

আগমন করিয়াছি । অধুনা স্বকীয় মনোরম রাজ্য সুখ
 উপভোগ করিতে যদি আপনার বাসনা থাকে, তাহা হইলে
 হে জিতেন্দ্রিয় ! পিতামহ বলিয়াছেন, যে আপনি ভব সৌভাগ্য
 সম্ভোগ করুন, নচেৎ যদি দেবলোকে গমন করিতে আপনার
 ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে দেবতার বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া সনাথ
 এবং বিগত জ্বর হইবেন । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ ।

কাল মুখে চতুশ্চর্য্য ব্রহ্মার কথা শ্রবণ করিয়া কীরাম
 হাস্য করিয়া কালকে কহিলেন, আজ তোমার নিকট হইতে
 আমার ইচ্ছিতর বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিলাম । ৩৬ ।

সন্তোষঃ পরমো জ্যেয়-
 ভ্রূদাগমন কারণাৎ ।
 ত্রয়াণামপি লোকানাং
 কার্যার্থং মম সম্ভবঃ ॥ ৩৭ ॥
 ভদ্রং তেহস্ত্রাগমিষ্যামি
 যত এবাহ মাগতঃ ।
 মনোরথস্তু সংপ্রাপ্তো
 ন মেহত্রাস্তি বিচারণা ॥ ৩৮ ॥
 মৎসেবকানাং দেবানাং
 সর্বকার্যোষু বৈ ময়া ।

স্বাতব্যং মায়য়া পুত্র !
 যথা চাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৯ ॥
 এবং তয়োঃ কথয়তো-
 দুর্বাসা মুনিরভ্যাগাৎ ।
 রাজ দ্বারং রাঘবসা-
 দর্শনাপেক্ষাদৃতম্ ॥ ৪০ ॥
 মুনির্লক্ষ্মণমাসাক্ষ
 দুর্বাসা বাক্যমব্রবীৎ ।
 শীঘ্রং দর্শয় রামং মে
 কার্যং মেত্যন্তমাহিতম্ ॥ ৪১ ॥
 তচ্ছ্রদ্ধা প্রাহ সৌমিত্রি-
 মুনিং জ্বলনতেজসম্ ।
 রামেণ কার্যং কিং তেহদ্য-
 কিং তেহভীকং করোম্যহম্ ? ॥ ৪২ ॥

হে কাল ! তুমি মুনিবেশ পরিগ্রহ করিয়া আমার সহিত
 সাক্ষাৎ করিবার মানসে মর্ত্যলোকে আগমন করিয়াছ তুমি,
 আমার সাতিশর সন্তোষ লাভ হইয়াছে। এক্ষণে আমার
 পক্ষে স্বর্গ, মর্ত্য, ও পাতালের কার্য্য সর্বতোভাবে সম্পাদন
 করা কর্তব্য; আপাততঃ ভুলোকের কার্য্য অবসান হইয়াছে,
 সুতরাং এখানে আর অধিককাল অবস্থানের প্রয়োজন নাই।
 হে কাল ! তোমার মঙ্গল হউক; আমি যে কারণ অবলম্বন
 করিয়া মর্ত্যলোকে আগমন করিয়াছিলাম, সেই কারণেই পুন-
 র্বার ইহলোকে আগমন করিব, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।
 কিন্তু-ইদানীং তুমি যে আমার নিকট আসিয়াছ, তাহাতেই
 আমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং আমার আর
 কোনরূপ বিচারের অবশ্যকতা নাই। মদীপসেবা পরতন্ত্র
 দেবতা মণ্ডলীদিগের যাবতীয় কার্য্য আমার দ্বারা সম্পাদিত
 হইয়া থাকে। হে পুত্র ! জানিবে মায়ী দ্বারাই সমুদার
 পদার্থ অবস্থানশীল অর্থাৎ ইত্যন্তঃ যে সমস্ত বস্তু অবলোকন
 করিতেছ, তৎসমুদারই মায়ী কর্তৃক সৃজিত ও রক্ষিত, এবং

পিতামহ প্রজাপতিও এবিষয় সম্বন্ধে কহিয়াছেন ৩৭। ৩৮।
 ৩৯।

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত কালের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে,
 ইত্যবসরে দুর্বাসা মুনি রঘুনাত্ত সন্দর্শন লাভস্বরূপ লক্ষ্মণ রক্ষিত
 দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন, অনন্তর তিনি লক্ষ্মণ-
 দেবকে সন্মুখে অবলোকন করিয়া বলিলেন, আমি কোন
 বিষয়কার্য্যানুরোধে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার
 জন্য আগমন করিয়াছি, অতএব এক্ষণে তুমি শীঘ্র তাঁহার
 সহিত সাক্ষাৎ করাও; রামানুজ দুর্বাসার বাক্য শ্রবণ করিয়া
 পাবক সদৃশ তেজঃপুঞ্জশালী মুনিকে কহিলেন, অদ্য শ্রীরামের
 সহিত আপনার কি কার্য্য আছে, আর আপনার বাসনাই বা কি

রাজা কার্যান্তরে ব্যাগ্রো
 মুহূর্তং সংপ্রত্যক্ষতাম্ ।
 তচ্ছ ত্বা ক্রোধসন্তপ্তো
 মুনিঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥ ৪৩ ॥
 অগ্নিন্ ক্রণে তু সৌমিত্রে !
 ন দর্শয়সি চেদ্বিভুম্ ।
 রামং সবিষয়ং বংশং
 ভগ্নীকুর্য্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
 শ্রুত্বা তদ্বচনং ঘোর-
 য়সে দুর্বাসাসো ভূশম্ ।
 স্বরূপং তস্য বাক্যস্য
 চিন্তয়িত্বা স লক্ষণঃ ॥ ৪৫ ॥
 সর্বনাশাঙ্করং মেহদ্য
 নাশো হ্যেকস্য কারণাৎ ।

নিশ্চিত্যৈবং ততো গত্বা
 রামায় প্রাহ লক্ষণঃ ॥ ৪৬ ॥
 সৌমিত্রেবচনং শ্রুত্বা
 রামঃ কালং ব্যসজ্জয়ৎ ।
 শীঘ্রং নির্গম্য রামোহপি
 দদর্শাত্রেঃ স্ততং মুনিম্ ॥ ৪৭ ॥
 রামোহভিবাদ্য সংপ্রীতো
 মুনিং পপ্রচ্ছ সাদর ।
 কিং কার্যং তে করোমীতি
 মুনিমাহ রঘুভূমঃ ॥ ৪৮ ॥
 তচ্ছ ত্বা রামবচনং
 দুর্বাসা রামমব্রবীৎ ।
 অদ্য বষসহস্রাণা-
 য়ুপবাস সমাপনয় ॥ ৪৯ ॥

অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমি করিতেছি ; কারণ মহারাজ
 অপর কার্যে সাতিশর ব্যস্ত, অতএব মুহূর্তকাল প্রতীক্ষা করুন ।
 তচ্ছবনে মহর্ষি ক্রোধান্বিত হইয়া সৌমিত্রানন্দনকে কহিলেন,
 “রে সৌমিত্রে ! এই দণ্ডে যদি তুই জগদীশ্বর রামকে না
 দেখাস, তাহা হইলে রামকে বিশেষতঃ রঘুবংশ একবারে
 ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।”
 লক্ষণ মহাভেজবান্ মহর্ষি দুর্বাসার এইরূপ ভয়াবহ বচন
 অকর্ণন করিয়া, তাঁহার বাক্যের স্বরূপত্ব বিষয় ইতস্ততঃ
 চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে স্থির করিলেন যে, এক মহর্ষি
 দুর্বাসার কারণে সর্বোচ্ছেদ হওয়া অপেক্ষা, অদ্য আমারই
 মৃত্যু সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর । এই প্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়া
 লক্ষণ মুনিকে দ্বারদেশে রক্ষা করিয়া অতি দ্রুতপদে

শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে উপনীত হইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন
 করিলেন । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ ।

রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র অমৃতের বাক্য শ্রবণ করিয়া কালকে
 পরিভাগ পূর্বক ত্বরিত পদে বহির্দেশে আগমন করিয়া
 অত্রিপুত্র দুর্বাসা মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং যাহা পর
 নাই প্রীতান্তঃকরণে তাঁহাকে পাদ্যাদি দ্বারা অভিবাদন
 পূর্বক পরম সমাদরের সহিত কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব !
 আমাকে আদেশ করুন, আপনার কি কি কার্য সম্পাদন
 করিতে হইবে । দুর্বাসা শ্রীরামের বাক্য শুনিয়া কহিলেন,
 আমি এক সহস্র বৎসর কাল উপবাস করিয়া আছি, এক্ষণে
 সেই উপবাস সমাপ্ত হইয়াছে, অতএব, হে রঘুবর !

অতো ভোজনমিচ্ছামি
 সিদ্ধং যত্তে রঘুভূম ! ।
 রামো মুনিবচঃ শ্রুত্বা
 সন্তোষণে সমস্থিতঃ ॥ ৫০ ॥
 সসিদ্ধমন্নং যুনেয়ে
 বধাবৎ সমুপাহরৎ ।
 যুনির্ভুংক্ত্বান্নমমৃতং
 সন্তুষ্টঃ পুনরভ্যাগাৎ ॥ ৫১ ॥
 স্বশাশ্রমং গতে তস্মিন্
 রামঃ সম্ভার ভাষিতম্ ।
 কালেন শোকদুঃখার্থো
 বিমনাশ্চাতি বিহ্বলঃ ॥ ৫২ ॥
 অবাঙ্মুখো দীনমনা
 ন শশাকাভিতাষিতুম্ ।

মনসা লক্ষ্মণং জ্ঞাত্বা
 হতপ্রায়ং রঘুদূর্বহঃ ॥ ৫৩ ॥
 অয়াঙ্মুখো বভূবাত্
 তুষ্ণীমেবাখিলেশ্বরঃ ।
 ততো রামং বিলোক্যাহ
 সৌমিত্রিহুঃখসংপ্লুতম্ ॥ ৫৪ ॥
 তুষ্ণীং ভূতং চিন্তয়ন্তং
 গর্হন্তং স্নেহ বন্ধনম্ ।
 মৎ কৃতে ত্যজ সন্তাপং
 জহি মাং রঘু নন্দন ! ॥ ৫৫ ॥
 গতিঃ কালস্য কলিতা
 পূর্বমেবেদৃশী প্রভো ! ।
 হ্রয়ি হীনপ্রতিজ্ঞে তু
 নরকো মে ধ্রুবং ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

ইদানীং সিদ্ধান্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ; রামচন্দ্র মহর্ষির বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহর্ষির নিমিত্ত যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ন সমাহরণ করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন ; দুর্কাসাও অমৃততুল্য অন্নাদি ভোজন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন । ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১।

এক্ষণে মহর্ষি স্বাশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলে কালের নিদারুণ বাক্য রঘুনাথের স্মৃতি পথে জাগরুক হইল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি শোক ও দুঃখে নিরতিশয় বিমনা ও বিহ্বল হইলেন । এক্ষণে আপনার স্নেহাপদ অনুজ লক্ষ্মণ নির্বাসিত হইতেছে মনে মনে এই ভাবিয়া কিং কর্তব্য বিস্মৃত হইলেন । আর তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হয় না—মন সর্বদাই অতি

দীনভাবাপন্ন সূত্রাত্ম লক্ষ্মণকে কালের স্বভাস্ত কিছুই বলিতে সক্ষম হইলেন না । ৫২। ৫৩।

অনন্তদেব লক্ষ্মণ ব্রহ্মাণ্ডপতি রামচন্দ্রকে নির্বাক বদন তুষ্ণীভাবাপন্ন এবং নিরতিশয় বিষণ্ণ সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, হে রঘুনাথ ! আমার উপর আপনার অকপট স্নেহ নিবন্ধন আপনি মৎপ্রতি কোনরূপ অহিতাচরণ করিতে অক্ষম, এবং ঐ স্নেহ হেতু আমাকে বিনাশ করিতে অশক্ত—কিন্তু তাহা না করিলে আপনাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ-রূপ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, মনমধ্যে এই সমুদায় বিষয় আন্দোলন করিয়া আপনি মৌনাবলম্বন করিয়াছেন । হে প্রভো ! আপনি আমার জন্য সন্তাপ পরিহার পূর্বক আমাকে বিনাশ করুন ; কালের গতি পরিবর্তন অসাধ্য, ইহা অবশ্যস্বাবী—দেখুন আমার বিষয় চিন্তা করিলে আপনি সত্য প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হই-

মরি প্রীতি যদি ভবেৎ
 দ্যনুগ্রাহতা তব ।
 ত্যক্তা শঙ্কাঃ জহি প্রাজ্ঞ !
 মা মা ধর্ম্যং ত্যজ প্রভো ! ॥ ৫৭ ॥
 সৌমিত্রিণোক্তং তচ্ছ ত্বা
 রামচলিত মানসঃ ।
 আহুয় মন্ত্রিণঃ সর্বানু
 বশিষ্ঠং চেদ মত্ৰবীৎ ॥ ৫৮ ॥
 মূনে রাগমনং যত্ন
 কালস্তাপি হি ভাষিতম্ ।
 প্রতিজ্ঞা মাত্মনশ্চৈব
 সর্ব মাবেদয়ৎপ্রভুঃ ॥ ৫৯ ॥
 শ্রুত্বা রামস্য বচনং

মন্ত্রিণঃ সপুরোহিণাঃ ।
 উচুঃ প্রাজ্ঞনয়ঃ সর্বে
 রাম মল্লিককারিণম্ ॥ ৬০ ॥
 পূর্বমেব হি নির্দিষ্টং
 তব ভূভার হারিণঃ ।
 লক্ষ্মণেন বিরোগস্তে
 জ্ঞাতো বিজ্ঞান চক্ষুষা ॥ ৬১ ॥
 ত্যক্তাশু লক্ষ্মণং রাম !
 মা প্রতিজ্ঞাং ত্যজ প্রভো !
 প্রতিজ্ঞাতে পরিত্যক্তে
 ধর্ম্যো ভবতি নিষ্ফলঃ ॥ ৬২ ॥
 ধর্ম্যে নষ্টেহখিলে রাম !
 ত্রৈলোক্যং নশ্বতি ধ্রুবম্ ।
 ত্বং তু সর্বস্য লোকস্য
 পালকোহসি রঘুত্তম ! ॥ ৬৩ ॥

বেন এবং আমাকেও নিশ্চয় নিরস্রগামী হইতে হইবে ; যদি
 আমার প্রতি আপনায় প্রসন্নতা এবং অনুগ্রহ থাকে, তাহা
 হইলে, হে প্রভো ! শোক ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে
 বিনষ্ট করুন—হে প্রভো ! কদাপি ধর্ম্য পরিত্যাগ করিবেন না,
 কারণ তাহা হইলে আপনায় প্রতিজ্ঞা পালন হয়, অধিকন্তু
 প্রতিজ্ঞা পালনই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্য, অতএব ধর্ম্য বর্জন
 করিবেন না—করিবেন না । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ ।

রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এবস্থিত বাক্য শ্রবণ
 করিয়া বিচলিতমনা হইলেন, অনন্তর সমস্ত মন্ত্রী ও
 বশিষ্ঠদেবকে সভাস্থলে আনয়ন করিয়া মহর্ষি দুর্বাসার
 আগমন বৃত্তান্ত—কাল কষ্টক উক্তি—এবং স্বকীয় প্রতিজ্ঞা
 তাঁহাদিগের নিকট সমুদায় সবিস্তারে প্রকাশ করিলেন ।
 রামচন্দ্র প্রমুখাৎ এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়ামাত্র কুল-

পুরোহিত বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিবর্গ বাক্যগুলি হইয়া অক্লিষ্টকারী
 রঘুনাথকে কহিলেন, হে রাজন্ ! আপনি ভূভার অপনোদন-
 কারী, অতএব পূর্বে হইতেই আপনায় সমুদায়ই নির্দিষ্ট হই-
 য়াছে, অর্থাৎ লক্ষ্মণের সহিত আপনায় বিরোগ সংঘটন আপনি
 বিজ্ঞান চক্ষু দ্বারা অবগত আছেন, অতএব হে রামচন্দ্র !
 আপনি লক্ষ্মণকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করুন, হে প্রভো ! আপনি
 প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না, কারণ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে
 ধর্ম্য নিষ্ফল হয়, হে রঘুত্তম ! এই অখিল জগন্মধ্যে রাজার
 ধর্ম্য বিনষ্ট হইলে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোক নিশ্চয়ই
 বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, অধিকন্তু আপনি সমুদায় লোকের ধর্ম্য-

মৈবৈত্যন্তু। লক্ষ্মণকং

ত্রৈলোক্যং ত্রাতু মহর্ষি

মারো ধর্মার্থ সহিতং ।

বাক্যং তেষা মনিন্দিতম্ ॥ ৬৪ ॥

সভামধ্যে সমাশ্রিত্য

প্রাহ সৌমিত্রি মঞ্জসা ।

যথেক্তং গচ্ছ সৌমিত্রে ।

মাভূদ্ধর্মশ্চ সজ্জয়ঃ ॥ ৬৫ ॥

পরিত্যাগো বধো বাপি

সতামেবোভয়ং সমম্ ।

এব মুক্তে রঘুশ্রেষ্ঠে

দুঃখ ব্যাকুলিতেক্ষণঃ ॥ ৬৬ ॥

রামং প্রণম্য সৌমিত্রিঃ

শীত্ৰং গৃহমগাৎ স্বকম্ ।

ততোহগাৎসরযুতীর-

মাচম্য স কৃতাজ্জিলঃ ॥ ৬৭ ॥

নবদ্বারানি সংযম্য

মুগ্ধি' প্রাণ মথারয়ৎ ।

যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম

বাসুদেবাখ্য মবায়ম্ ॥ ৬৮ ॥

পদং তৎ পরমং ধাম

চেতসা সৌহৃদ্যচিন্তয়ৎ ।

বাস্থ রোধেন সংযুক্তং

সর্বৈ দেবাঃ সহর্বয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সামরো লক্ষ্মণং পুষ্পৈ-

স্তম্ববুশ্চ সমাকরন্ ।

রক্ষক, অতএব ধর্ম্য বিনষ্ট করিবেন না; হে মহারাজ! কেবল লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিলেই ত্রিলোক রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। রঘুকুলচূড়ামণি রামচন্দ্র সভাস্থ বশিষ্ঠ প্রভৃতির যথোপযুক্ত অনিন্দিত ধর্ম্যার্থসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মিত্রিত্র-তনয়কে তৎক্ষণাৎ কহিলেন—হে সৌমিত্রেয়! যথেক্ত হইয়াছে। এক্ষণে যেন ধর্মের ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, ধর্মনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তি-দিগের পক্ষে বিনাশ ও পরিহার উভয়ই সমতুল্য, অতএব হোমার বাহ্য অতিক্রমি হয় তাহাই কর। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫।

রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র অহুজের প্রতি এইরূপ কহিলে, দুঃখ ব্যাকুলিত লোচন স্মিত্রিত্রানন্দন শ্রীরামচন্দ্রের পদযুগলে প্রণি-পাত পূর্বক ভ্রিত পদে স্বকীয় গৃহ মধ্যে গমন করিলেন।

অনন্তর সরযুর তীরদেশে উপস্থিত হইয়া বজ্রাজ্জলি হইয়া সলিল-গ্রহণ পূর্বক আচমন করিলেন, ও নবদ্বার সমূহ অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, পায়ু, উপস্থ ও ব্রহ্মরন্ধ্র সংযম পূর্বক শীঘ্র দেশে প্রাণ ধারণ করিয়া 'অহং অবায় বাসুদেবাখ্য' পরম ব্রহ্ম এই অক্ষরাবলম্বন পূর্বক চিত্তমধ্যে তাঁহার পরম পদকমল চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি প্রভৃতি দেবতার। অনন্ত-দেবকে বাস্তু অবকল্প পূর্বক ধ্যানে নিমগ্ন সন্দর্শন করিয়া সাতি-শয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কুসুমদ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিলেন, পরে বাসব তাঁহাকে সশরীর গ্রহণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন; এই সময়ে কেহ কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেও পারেন নাই; অনন্তর দেবরাজ ও দেবর্ষিরা বিষ্ণুর চতুর্ভাগ লক্ষ্যণ-

অদৃশ্যং বিবুধৈঃ কৈশ্চিৎ
শরীরং স বাসবঃ ॥ ৭০ ॥

গৃহীত্বা লক্ষ্মণং শত্রুঃ
স্বর্গলোক মথা গমৎ ।

ততো বিষ্ণো স্ততুর্ভাগং
তং দেবং স্মর সত্তমাঃ ।

সর্বৈ দেবর্ষয়ো দৃষ্ট্বা
লক্ষ্মণং সমপূজয়ন্ ॥ ৭১ ॥

লক্ষ্মণে হি দিবমাগতে হরৌ
সিদ্ধলোকগতবোগিনস্তদা ।

ব্রহ্মণা সহাসমাগমন্যদা
দ্রষ্টুমাহিতমহাহি রূপকম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে ।

উত্তরকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

দেবকে দেখিবার জন্য আগমন করিলেন । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ ।
৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ ।

দেবকে স্বর্গধামে অবলোকন করিয়া পূজা করিলেন । লক্ষ্মণ-
দেব স্বর্গে আগমন করিলে, সিদ্ধলোকস্থ যোগীরা ব্রহ্মার
নহিত মিলিত হইয়া যার পর নাই হর্ষোৎফুল্ল হওত অনন্ত-

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

লক্ষ্মণং তু পরিত্যজ্য

রামো দুঃখ সমন্বিতঃ ।

মন্ত্রিণো নৈগমাংশ্চৈব

বশিষ্ঠং চেদ মন্ত্রবীং ॥ ১ ॥

অভিষেক্যামি ভরত

মধিরাজ্যে মহামতিম্ ।

অদ্য চাহং গমিষ্যামি

লক্ষ্মণস্ত পদানুগঃ ॥ ২ ॥

এব মুক্তে রঘুশ্রেষ্ঠে

পৌর জানপদা সুদা ।

ক্রমা ইব ছিন্নমূলা

দুঃখার্তাঃ পতিতা ভূবি ॥ ৩ ॥

মুচ্ছিতো ভরতো বাপি

শ্রদ্ধা রামাভি ক্লাষিতম্ ।

গর্হয়ামাস রাজ্যং স

প্রাহেদং রাম সন্ধির্থো ॥ ৪ ॥

সত্যেন চ শপেনাহং

স্বাং বিনা দিবি বা ভূবি ।

কাজ্জেক্ষ রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ !

শপে ত্বং পাদয়োঃ প্রভো ! ॥ ৫ ॥

ইমৌ কুশীলবৌ রাজন্ !

অভিষিক্তস্য রাঘব ! ।

কোশলেষু কুশং বীর-

মুত্তরেষু লবং তথা ॥ ৬ ॥

মহাদেব বলিলেন, রাজীবলোচন রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে পরিবর্জন করণানন্তর সাতিশর দুঃখাকুল হইয়া সচিব, নৈগম ও কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, অদ্য আমি মহামতি ভরতকে এই অযোধ্যা রাজ্যে অভিষেক পূর্বক লক্ষ্মণের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইব । রঘুকুলোদ্ভব রামচন্দ্র সর্বসমক্ষে এইরূপ মনোগত ভাব প্রকাশ করিলে পৌরভনেরা নিরতিশয় দুঃখে বিহ্বল হইয়া ছিন্নমূল ভকর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে লাগিল । রাঘবের

এই নিদাকণ বাক্য ভরতের শ্রুতিগোচর হইবা মাত্র ভরতও মুচ্ছিত হইলেন, অতঃপর রাজ্যকে অশেষ প্রকারে নিন্দা করিয়া শ্রীরাম সন্ধিধানে এই নিবেদন করিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! স্বর্গধামেই হউক অথবা এই ধরণীতেই হউক, আমি আপনার অনুজ, সত্য ও শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনি বিদ্যমান না থাকিলে কখনই রাজ্যাভিলাষ করি না; হে প্রভো ! আমি আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ পূর্বক কহিতেছি, আমি কদাপি এই রাজ্যের প্রত্যাশা করি না । হে রাজন্ ! হে রঘুবংশাবতঃ !

গচ্ছন্ত দূরাস্থরিতং
শক্রহানয়নায় হি ।
অস্মাকমেতদ্ গমনং
স্বর্কসায় শৃণোতু সং ॥ ৭ ॥
ভরতেনোদিতং শ্রুত্বা
পতিতস্তাঃ সমীক্ষ্য তম্ ।
প্রজাশ্চ ভয় সন্নিগ্ধা
রাম বিশ্লেষ কাতরাঃ ॥ ৮ ॥
বশিষ্ঠে ভগবান্ রাম-
মুবাচ সদয়ং বচঃ ।

পশ্য তাতাদরাৎসর্বাঃ
পতিতা ভূতলে প্রজাঃ ॥ ৯ ॥
তাসাং ভাবানুগং রাম !
প্রসাদং কর্তুর্মহসি ।
শ্রুত্বা বশিষ্ঠ বচনং তাঃ
সমুখাপ্য পূজ্য চ ॥ ১০ ॥
সন্নেহো রঘুনাথস্তাঃ
কিং করোমীতি ? চাত্রবীৎ ।
ততঃ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রোচুঃ
প্রজা ভক্ত্যা রঘুদ্বহম্ ॥ ১১ ॥
গন্ত মিচ্ছসি যত্র
ত্বমনুগচ্ছামহে বয়ম্ ।

বীরচূড়ামণে ! আমি আপনার চরণাবিন্দে এই প্রার্থনা
করি যে, আপনি লব ও কুশকে এই রাজ্যে অভিষিক্ত করুন,
অর্থাৎ মহাবীর কুশকে কোশল রাজ্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত
করুন এবং অকুতোভয়াসী লবকে উত্তর রাজ্য প্রদান করুন ।
হে রঘুবর ! এক্ষণে শক্রর মধুরা নারীতে অবস্থান করিতেছে,
অতএব তাহাকে এখানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ
করুন, কারণ আমরা যখন সকলেই প্রস্থান করিতে বাসনা করি-
তেছি, তখন সে আমাদের প্রস্থানের বিষয় শ্রবণ করুক ।
এদিকে ত্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদানলে দহ্যমান প্রজাপুঞ্জ যার পর
নাই কাতর হইয়া ধূল্যয় বিলুপ্তিত হইতে লাগিল; অপর
দিকে ভরত প্রমুখাৎ অতি ভয়ঙ্করী কথা তাহাদিগের শ্রবণ
বিবরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, তাহারা ভরতের প্রতি অনিমিষ
নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া অধিকতর ভয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল ।
। ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ ।

অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠদেব প্রজাবর্গকে ধূল্যবলুপ্তিত
হইতে অবলোকন করিয়া ককণারসাদ্র চিত্তে প্রজাবৎসল

রামচন্দ্রকে কহিলেন—হে তাত ! আপনার প্রজামণ্ডলী
ধরণীতলে নিপতিত হইয়া রহিয়াছে, একবার অবলোকন
করুন; হে রাজীবলোচন রামচন্দ্র ! এক্ষণে আপনার
পক্ষে এই কর্তব্য হইতেছে যে, আপনি তাহাদিগের
মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাদিগের উপর
কৃপা বিতরণ করেন । প্রজামণ্ডলী কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের
এই শুভময়ী কথা শ্রবণ করিয়া মহানন্দে গাত্রোথান
পূর্বক ত্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম পূজা করিলে, ত্রীরামচন্দ্র
তাহাদিগকে কহিলেন—বৎস প্রজাগণ ! তোমরা নিতান্ত
দুঃখ বিহ্বল হইয়াছ, অতএব আমি তোমাদিগের কি কার্য্য
করিব প্রকাশ করিয়া বল । অনন্তর তাহারা কৃতাজ্ঞ হইয়া
অতি বিনয়-নম্র ও দীনবচনে কহিল, হে রঘুনন্দন ! আপনি
যেখানে গমন করিতে বাসনা করিয়াছেন, আমরাও তথায়

অস্মাকমেবা পরমা
 প্রীতির্ধর্মো যমক্ষয়ঃ ॥ ১২ ॥
 তবানুগমনে রাম !
 হৃদগতা নো দৃঢ়া মতিঃ ।
 পুত্রদারাদিভিঃ সার্কি-
 মনুষ্যমোহদ্য সর্বথা ॥ ১৩ ॥
 তপোবনং বা স্বর্গং বা
 পুরং বা রঘু নন্দন ! ।
 জাহ্নবা তেষাং মনো দার্টাৎ
 কালস্য বচনং যথা ॥ ১৪ ॥
 ভক্তং পৌরীজনং চৈব
 বাঢ় মিত্যাহ রাঘবঃ ।

কুত্বেব নিশ্চয়ং রাম-
 স্তস্মিন্বেবাহনি প্রভুঃ ॥ ১৫ ॥
 প্রস্থাপয়ামাস চ তো
 রামভদ্রঃ কুশীলবো ।
 অষ্টৌ রথ সহস্রাণি
 সহস্রৈশ্চৈব দন্তিতাম্ ॥ ১৬ ॥
 বষ্টিং চাশ্ব সহস্রাণা-
 মেকৈকৈশ্চৈব দদৌ বলং ।
 বহুরস্তৌ বহুধনৌ
 দ্বষ্ট পুষ্ট জনাবৃতৌ ॥ ১৭ ॥
 অভিবাদ্য গতো রামঃ
 কৃচ্ছ্রেণ তু কুশীলবো ।
 শত্রুঘ্নানয়নে দূতান্

আপনার অনুগমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, ইহাতে আমাদের
 যার পর নাই পরিতোষ এবং অক্ষয় ধর্মোপার্জন হইবে । হে
 রঘুকুলভিলক রামচন্দ্র ! আপনার পশ্চাৎ গমন করিবার
 নিমিত্ত আমাদের হৃদয় মধ্যে একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে ।
 অতএব আমরা স্ত্রী, পুত্র ও অপরাপর বহুবান্ধব সমভিব্যাহারে
 অদ্যই আপনার অনুগমন করিব ; হে রঘুনাথ ! আপনি
 মহর্ষিদিগের দিব্য আশ্রম পদেই যান, কিম্বা স্বর্গা-
 যোহুগই করুন— অথবা পুরমধ্যেই অবস্থান করুন, যেখানেই
 যান, আমরা আপনার পশ্চাদ্গামী হইব, ইহাতে কিছু মাত্র
 সন্দেহ নাই । ১০ । ১১ । ১২ । ১৩ ।

নবদুর্কাদলশ্যাম রামচন্দ্র প্রজামণ্ডলীর এবস্ত্রকার মনো-
 গত অভিপ্রায় অবগত হইয়া কালের বাক্য স্মৃতিমার্গে আন্দো-
 লন পূর্বক, পরমভক্ত পুরজনবাসী প্রজাপঞ্জকে কহিলেন—

হে মন্তক প্রজাগণ ! তোমাদিগের আন্তরিক বাসনা
 সুসিদ্ধ করিব । মহাপ্রভু রামচন্দ্র তাহাদিগকে এইরূপ
 কৃতনিশ্চয় করিয়া যেখানে কুশীলব অবস্থিতি করিতে-
 ছিলেন সেই স্থানে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর আট সহস্র
 রথ, এক সহস্র হস্তী, ছয় সহস্র অশ্ব এবং বহু সেনা
 তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রদান করিলেন ; এতদ্ব্যতীত বহুবিধ
 রত্ন ও প্রচুর ধন তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রদান করিলেন ;
 অনন্তর কুশীলব ভগবান্ রামচন্দ্রের বিরোগ জনিত
 'দুঃখে সাতিশয় কাতর হইয়া তাঁহার চরণ কমলে ভক্তি
 সহকারে প্রণিপাত করিয়া প্রস্থান করিলেন । ১৪ । ১৫ ।
 ১৬ । ১৭ ।

অনন্তর রঘুনন্দন রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে অযোধ্যামধ্যে আনয়ন
 করিবার নিমিত্ত অতি দ্রুত গমনশীল দূতগণকে প্রেরণ

প্রেমায়ামাস রাঘবঃ ।

তে দূতাস্থরিতং গতা

শত্রুস্বায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ১৮ ॥

কালস্যাগমনং পশ্চা-

দত্রিপুত্রস্য চেষ্টিতম্ ।

লক্ষ্মণস্য চ নির্বাণং

প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ ॥ ১৯ ॥

পুত্রাভিষেচনং চৈব

সর্বং রামচক্রীর্ণিতম্ ।

শত্রু তদদৃ তবচনং

শত্রুঃ কুলনাশনম্ ॥ ২০ ॥

ব্যথিতোহপি ধৃতিং লব্ধা

পুত্রাবাহুয় সত্বরঃ ।

অভিষিচ্য সুবাহুং বৈ

মথুরায়াং মহাবলঃ ॥ ২১ ॥

যুগকেতুং চ বিদিশা-

নগরে শত্রুসূদনঃ ।

অযোধ্যাং ত্বরিতং প্রাগাং

স্বরং রাম দিদৃক্ষয়া ॥ ২২ ॥

দদর্শ চ মহাত্মানং

তেজসা জ্বলন প্রভম্ ।

করিলেন, তাহারও রামাঙ্গা প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি দ্রুত
বেগে গমন করিয়া শত্রু সন্নিধানে উপনীত হইল, এবং
অযোধ্যামধ্যে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল তাহার একে একে
সমুদায় তাঁহার সমীপে কহিতে লাগিল যে, হে তাত !
প্রথমতঃ কাল মহর্ষি বৈশ প্ররিণ্বেহ করিয়া রঘুনাথের
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করেন, তিনি
রামচন্দ্রের সহিত নিভৃত স্থানে কথোপকথন করিতেছেন
ইতিমধ্যে অত্রিপুত্র দুর্বাসা লক্ষ্মণ রক্ষিত দ্বারদেশে উপনীত
হইয়া মহারাজ রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা
প্রকাশ করিলে লক্ষ্মণদেব রাজ্যদেশে অহুসারে তাঁহাকে
নিবৃত্ত করাতে ক্রোধকশায়-লোচন দুর্বাসা তাঁহার কথায়
কর্ণপাত করিলেন না সুতরাং কাল ও রামচন্দ্রের নিষেধ
সত্ত্বেও লক্ষ্মণদেব তাঁহাদিগের নিভৃতস্থানে উপস্থিত হইয়া

শ্রীরামচন্দ্রকে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, সুতরাং
শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা অচ্যুতায়ী লক্ষ্মণদেব বিবর্জিত হইয়াছেন।
হে দেব ! অনন্তর রঘুনাথ স্বয়ং ইহলোক পরিত্যাগ করি-
বার বাসনা প্রকাশ করিয়া কুশীলবকে রাজ্যাভিষিক্ত
করিয়াছেন। মহাবল পরাক্রান্ত শত্রু দূতমুখে রঘুবংশের
অবমান হইতেছে অতিগোচর করিয়া যার পর নাই
ব্যথিত হইলেন বটে, কিন্তু হৃদয়মধ্যে সহিষ্ণুতা অবলম্বন
পূর্বক অনতিবিলম্বে কুমারদ্বয়কে আহ্বান করিয়া পাঠা-
ইলেন ; পরে সুবাহু নামে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মথুরা রাজ্যে অভি-
ষিক্ত করিলেন, অনন্তর কনিষ্ঠ তনয় যুগকেতুকে বিদিশার
রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া শত্রুনিহ্বাদন শত্রু সূর্য্যবংশ-
কেতু শ্রীরামচন্দ্রকে সন্দর্শন করিবার মানসে মথুরানগরী
হইতে বহির্গত হইয়া অতিসত্বর অযোধ্যা রাজ্যে আসিয়া
উপনীত হইলেন । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ ।

মহাত্মা রামচন্দ্র দিব্য রাজবৈশ পরিহার পূর্বক চীরাহর

দুকুলযুগ সমীতং
 ঋষিভিষ্ঠাঙ্কয়ে বৃত্তম্ ॥ ২৩ ॥
 অভিবাদ্য রমানাথং
 শক্রনো রঘুপুঙ্গবম্ ।
 প্রাঞ্জলিধর্ম্ম সহিতং
 বাক্যং প্রাহ মহামতিঃ ॥ ২৪ ॥
 অভিষিচ্য স্তুতো তত্র
 রাজ্যে রাজীবলোচনঃ ! ।
 তবানুগমনে রাজন্
 বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ২৫ ॥
 ত্যক্তুং নাইসি মাং বীর

ভক্তং তব বিশেষতঃ ।
 শক্রস্বস্য দৃঢ়া বুদ্ধিঃ
 বিজ্ঞায় রঘু নন্দনঃ ॥ ২৬ ॥
 সজ্জী ভবতু মধ্যাহ্নে
 ভবা নিত্য ব্রবীদ্যচঃ ।
 অথ ক্ৰণাং সমুৎপেতু-
 র্বানরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৭ ॥
 ঋক্ষাশ্চ রাক্ষসাস্চৈব
 গোপুচ্ছাশ্চ সহস্রশঃ ।
 ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ
 পুত্রারামস্য নির্গমং ॥ ২৮ ॥

পরিধান করতঃ স্বকীয় তেজ সজ্জিত উজ্জ্বল প্রভা সমন্বিত
 হইয়া অতি দীর্ঘজীবী বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ পরিবৃত্ত হইয়া
 অবস্থান করিতেছেন ইত্যবসরে শক্র উপনীত হইয়া তাঁহাকে
 দর্শন করিলেন ।

মহামতি, সুমিত্রাতনয় শক্র, রঘুকুলতিলক সীতাপতি
 রামচন্দ্রের চরণ কমলে সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিলেন, অনন্তর
 কৃতাজলিপুট হইয়া ধর্ম্ম সম্বলিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন,
 হে রাজীব লোচন ! আমি স্বকীয় কুমারদ্বয়কে মথুরা ও
 বিদিশ নগরে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে—হে
 রাজন্ ! আমি আপনার পশ্চাত্তাপী হইবার মানসে আপ-
 নার নিকটে আগমন করিয়াছি ইহা আমি মনোমধ্যে
 স্থিরীকৃত হইয়াছি জানিবেন । ২৩ । ২৪ । ২৫ ।

হে বীরবর ! আমি আপনার অনুজ, বিশেষতঃ আপনার
 পরম ভক্ত, অন্য ভাবে গ্রহণ করিয়া আপনি আমাকে
 পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে কখনই সমর্থ নহেন । অতএব
 আমি বিনয় নম্র বচনে বলিতেছি দয়া পরতন্ত্র হইয়া আমাকে
 সম্ভিব্যাহার করিয়া লউন রঘুনন্দন অনুজ শক্রয়ের
 যাত্রপর নাই দৃঢ়া বুদ্ধি অবগত হইয়া তাঁহাকে কহি-
 লেন—হে শক্র ! যদি তুমি আমার সহিত গমন করিতে
 অতীলাষ করিয়া থাক তাহা হইলে এই মধ্যাহ্ন সময়ে
 সজ্জীভূত হও, অনন্তর কামরূপধারী হরিপুঙ্গবগণ ঋক্ষ
 সমস্ত রক্ষ ! বংশ সজ্জিত যাবতীয় রাক্ষসগণ এবং গোপুচ্ছ
 সমুদায় এখনই এস্থান হইতে উদগমন করুক । বিজ্ঞান বিপিন
 নিবাসী মহর্ষিদিগের দেবতাদিগের এবং স্রীরামচন্দ্রের
 তনয়েরা রঘুবংশধর সীতাপতির বহির্গমন বিষয়ে বানর ও

শ্রদ্ধা প্রোচু রঘুশ্রেষ্ঠং

সর্বের বানর রাক্ষসাঃ ।

তবানুগমনে বিজি

নিশ্চিতার্থঃ শুনঃ প্রভো ! ॥ ২৯ ॥

এতস্মিন্ন্তরে রামং

সুগ্রীবোহপি বনঃ

যথা বদতি বাদ্যাহ

রাঘবং ভক্তবৎসলং ।

অভিষিচ্যাক্ষদং রাজ্যে

আপতো হস্মি মহাতেজ ।

তবানুগমনা বিজি মাং

রাম কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রদ্ধা তেষাং দৃঢ়ং বাক্যং

ঋক্ষ বানর রক্ষসাম ।

বিভীষণ যুবাচেদং

বচনং যুদ্ধ সাদরম্ ॥ ৩১ ॥

ধরিষ্যতি ধীরা যাবৎ

প্রজান্তাবৎ প্রসাধিমে ।

বচনাদ্রাক্ষসং রাজ্যং

শাসিতোহসি মমো পরি ॥ ৩২ ॥

ন কিঞ্চি দুত্তরং বাক্যং

ত্বয়া মৎ প্রিয়কারণা ।

এবং বিভীষণং ত্যক্ত্বা

হনুমন্ত মথা ত্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥

বচনা মারুতে ত্বং চিরং

জীবমমাজ্ঞাং মামৃষ কৃথাঃ ।

রাক্ষসেরা রমানাথের বচন কর্ণপাত করিয়া নিরতিশয় ভক্তি এবং বিনয় প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো! আপনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ প্রতিগমন করিবেন বটে, কিন্তু আমরাও আপনার সহিত গমন করিব এ বিষয়ে আপনি কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকিবেন । ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

কিন্তু এক্ষণ পরে মহাবলপরাক্রম কপিরাজ সুগ্রীব ভক্তানুরাগী রাজীবলোচন রঘুনাথকে যথাবিধি অহুসারে অভিষাদন পূর্বক করপুটে কহিল, হে শ্রীরাম! আপনার আচরণে আমার এই নিবেদন যে, আমি অতুল বিক্রমশালী যুবরাজ অঙ্গদকে কিঙ্কিহ্মা রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। অনন্তর আপনি যথায় গমন করিবেন আমিও আপনার সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিব, আমি হৃদয় মধ্যে এইটী নিশ্চয় করিয়াছি জানিবেন। দাশরথি ঋক্ষ বানর ও রাক্ষসদিগের প্রতিজ্ঞা বচন আকর্ণন করিয়া দশগ্রীবানুজ বিভীষণকে যৎ-

পরোনাতি আদর সহকারে এবং অতি মৃদু মুখুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্মপরায়ণ বিভীষণ! যতদিন অবধি এই বন্দুকরা অবস্থানিী থাকিবে তাবৎ কাল তুমি আমার বচনানুযায়ী হইয়া প্রজামণ্ডলীর সন্তোষ উৎপাদন ও রক্ষঃ সঞ্চর্য্য রাজ্য প্রতিপালন কর—যদি তুমি ইহাতে আমাকে অন্য কোন রূপ বাক্য বল, তাহাইহলে তুমি আমার বিনাশ জনিত পাতকে কল্পিত হইবে; অতএব এক্ষণে হে রাবনানুজ! আমার ঈদৃশ বাক্যের তিল মাত্র প্রতিবন্ধক প্রদান করিও না । ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

রঘুনাথ পরম ধার্মিক বিভীষণকে এই প্রকার কহিয়া পবন কুমার হনুমানকে বলিলেন, হে মারুতে! তুমি চিরজীবী

জাম্ববন্ত মথ প্রাহ

তিষ্ঠত্বং দ্বাপরান্তরে ॥ ৩৪ ॥

ময়া সার্কং ভবেদযুদ্ধং

যং কিঞ্চিৎ কারণান্তরে

তত স্তানুঘবঃ প্রাহ

মে ঋক্ষবানরাক্ষসান্ ॥ ৩৫ ॥

সর্বানৈব ময়াসার্কং

প্রযাতেতি দয়াস্বিতঃ ।

ততঃ প্রভাতে রঘুবংশনাথো

নিশালবক্ষাঃ শিতকঞ্জলোচনঃ ॥ ৩৬ ॥

পুরোবসং প্রাহ বশিষ্ঠমার্য্যং

যন্দ্বগ্নিহোত্রাণি পুরো গুরোমে ।

ততঃ বশিষ্ঠোহপি চ কারসর্বং

প্রাস্থানিঞ্চ কৰ্ম্মমহদ্বিধানাং ॥ ৩৭ ॥

ক্ষৌমাশ্বরো দৰ্ভপবিত্রপাণি-

র্গহাপ্রয়াণায় গৃহীত বুদ্ধিঃ ।

নিষ্কম্য রামো নগরাং সিতভ্রোচ্ছ-

শীবরাতঃ শশিকোটিকান্তিঃ ॥

রামস্ত সব্যে শিতপদ্মহস্তা

পদ্মাগতা পদ্মবিশাললোচনা ।

পাশ্বেহথ দক্ষেরুণ কঞ্জহস্তা

শ্যামায়যৌ দ্রৌরপি দীপ্যমানা ॥ ৩৮ ॥

হট্টরা এই ধরণীতলে অবস্থান কর—হে পবননন্দন ! আমার আজ্ঞা কখনই মিথ্যা হইবার নহে জানিবে । অতঃপর রঘুনন্দন রামচন্দ্র জাম্ববানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে জাম্ববান ! ত্রেতা যুগ অতিক্রান্ত হইলে দ্বাপর যুগ আসিবে, তুমি দীর্ঘ-জীবী হইয়া সেই দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত এই পৃথিবী তলে অবস্থিতি কর ; হে জাম্ববান ! কোন কারণ প্রযুক্ত আমার সহিত তোনার তুমুল সংগ্রাম হইবে, তাহারপর তুমি স্বর্গে গমন করিবে, ইহাতে কৃতনিশ্চয় থাকিবে । পরিশেষে রঘুকুল তিলক ভগবান নারায়ণ অপরাপর ঋক্ষ রাক্ষস ও বানরগণের উপর রূপা কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছিলেন—হে ঋক্ষ, রাক্ষস ও সকল ! তোমরা সকলেই আমার সহিত গমন করিতে পার । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ ।

অনন্তর রক্তনী প্রভাত হইলে নবদুর্বাদলশ্যাম বিশাল বক্ষ পদ্ম পলাস লোচন রঘুবংশপতি আমকী বয়সত রামচন্দ্র বদ্ধা-

ঞ্জলি হইয়া কুলপুরহিত বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন—হে গুরো ! আমার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি অগ্রে অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য সমূহের আয়োজন করুন, তিনিও রঘুনাথের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার মহাপ্রস্থানোপযুক্ত ব্যবতীর কৰ্ম্ম রীতিমত বিধানানুসারে সমাধা করিলেন অর্থাৎ সুবুদ্ধি সম্পন্ন কুলগুরু বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রের মহা প্রয়াণের নিমিত্ত দুকুল পরিধান ও দর্ভবিনিশ্চিত পবিত্র বস্ত্র সমুদায় আয়োজন করিলেন । হায় ; কোটী শশি কান্তি পরম ব্রহ্ম পরমাশ্রা রামচন্দ্র মহা প্রয়াণের নিমিত্ত বিবিধ মঙ্গলাচরণ করিয়া অযোধ্যা নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন । জনক হৃহিতা সীতা স্বৈতারবিন্দ তন্ত্রে গ্রহণ করিয়া স্বর্গ হইতে সমাগমন পূর্বক বিশাল কমল নয়না লক্ষ্মীরূপে তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী হইলেন, এইরূপে লক্ষ্মী নারায়ণ একত্র হইয়া গমন করিতে লাগিলেন । বসুমাতার শ্যামকলেবরা অধিষ্ঠাত্রী দেবীও করে ব্রহ্ম গ্রহণ পূর্বক চতুর্দিক আলোকময় করিয়া রঘুনাথের

শস্ত্রানিশাস্ত্রানি ধনুশ্চবাণা
 জগ্মু পুরস্তাদ্ভূত বিগ্রাহাস্তে ।
 দেবাস্চ সৰ্ব্বৈ ধৃত বিগ্রাস্চ
 যযুশ্চ সৰ্বৈ যুনয়শ্চ দিব্যাঃ ॥ ৩৯ ॥
 মাতাশ্চন্তানাং প্রণবেণ সাক্ষিঃ
 বরৌহরিং ব্যাহৃতিভিঃ সমেতা ।
 গচ্ছন্তুমেবানুগতা জনাস্তে
 সপুত্রদারাঃ সহ বন্ধুবর্গৈঃ ।
 অনাবৃতদ্বারমিবাগবর্গঃ
 রামং ব্রজন্তুং যযুরাপ্তকামাঃ ॥ ৪২ ॥
 সান্তঃপুরঃ সানুচরঃ সভার্য্যঃ
 শত্রুস্বযুক্তো ভরতোহনুযায়াৎ ।

গচ্ছন্তুমানোক্য রমানমেতং
 শ্রীরাববং পৌরজন্যঃ সমস্তাঃ ॥ ৪৩ ॥
 সবাণবৃদ্ধাশ্চ যযুর্দ্বিজাগ্র্যাঃ
 সামান্ত্যবর্গাশ্চ সমস্ত্রিণা যযুঃ ।
 সৰ্বৈ গতাঃ কত্রমুখাঃ প্রহৃক্টা
 বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ তথাপরে চ ॥ ৪৪ ॥
 স্ত্রীবয়ুখ্যা হরিপুঙ্গবাশ্চ
 স্নাতা বিশুদ্ধাঃ শুভশকযুক্তাঃ ।
 ন কশ্চিদাসৌন্দর্যবদুঃখযুক্তো
 দীনোহথ বা বাহুসুখেযু সন্তঃ ॥ ৪৫ ॥
 আনন্দরূপানুগতা বিরক্তা
 যযুশ্চ রামং পশু ভৃত্যবর্গৈঃ ।

সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন ; শাস্ত্র, শস্ত্র, ধনু,
 ও বাননিকর ভাষণ আকার পরিগ্রহ পূর্বক জগদীশ্বর রাম-
 চন্দ্রের অগ্র্যে অগ্র্যে গমন করিতে লাগিল। স্বর্গীয় দেবতারা
 বিগ্রহ মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ভর্ত্তী হইলেন, সনকাদি
 মহর্ষি প্রভৃতি ও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন ; এবং
 বেদমাতা সাধী গায়ত্রী এবং প্রণব ব্যাহৃতি সমভিব্যাহারে
 করিয়া শ্রীহরির সন্নিধানে গমন করিলেন। লোকে যেমন
 অর্গলমুক্ত দ্বারদেশে অবলীলাক্রমে গমন করিয়া থাকে সেইরূপ
 অবোধাবাসী যাবতীয় প্রজা মণ্ডলী আপনাপন পুত্র, পরিবার
 ও বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে লইয়া স্বকীয় বাসনা সিদ্ধি করি-
 বার জন্য গমনশীল পরমাত্মা দাশরথির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
 করিতে লাগিল। প্রশান্ত স্বভাব কৈকেয়ী পুত্র অনুচর বর্গকে

অনুগামী করিয়া স্বকীয় ভার্য্যা ও শত্রুস্বকে সমভিব্যাহারে
 লইয়া জ্যোতীর অনুগমন করিলেন। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০।
 ৪১। ৪২। ৪৩।

ইতাবসরে পুরজন বাসীরা পরাংপর রামচন্দ্রকে লক্ষ্মী
 সমভিব্যাহারে মহাপ্রয়াণ করিতে অবলোকন করিয়া, কি বালক,
 কি বৃদ্ধা সমস্ত ব্রাহ্মণেরা আনুসঙ্গিক লোকদিগের সহিত তাঁহার
 অনুগমন করিলেন ; অমাত্যবর্গেরা ও পরিশেবে বৈশ্যা এবং
 শূদ্র সমস্ত সাক্ষাদাস্তঃকরণে রঘুনাথের পশ্চাদ্গামী হইল।
 বানর পুঙ্গবেরা শরীরাবগাহন পূর্বক স্নান করিয়া এবং সর্ব-
 তোভাবে বিশুদ্ধা হইয়া কপিরাজ স্ত্রীবেশ অগ্রবর্ত্তী হইয়া
 মহানন্দে মদল সূচক শব্দ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল।
 এক্ষণে কেহই সংসার নিবন্ধন দুঃখ প্রপীড়িত ছিলনা অথবা
 দীন ভাবাপন্ন বা সাংসারিক কর্ম সুখ সন্তোষ অভিলাষী ছিল
 না। সুতরাং এই সমুদায় লোক এবং নগরীস্থ যাবতীয় কিছুর

ভূতান্যদৃশ্যানি চ যানি তত্র
 যে প্রাণিনঃ স্থাবরজঙ্গমাশ্চ ॥ ৪৬ ॥
 সাক্ষাৎ পরাত্মানমনন্তশক্তিং
 জগ্মুর্বিবরক্তাঃ পরমেকমীশম্ ।
 নাসীদযোধ্যানগরে তু জন্তুঃ
 কশ্চিত্তদা রামমনা ন যাতঃ ॥ ৩৭ ॥
 শূন্যং বভূবাখিলমেব তত্র
 পুরং গতে রাজনি রামচন্দ্রে ।
 ততোহতিদূরং নগরাৎস গন্তা
 দৃষ্ট্বা নদীং তাং হরিনেত্রজাতাম্ ॥ ৪৮ ॥

নিনন্দ রামস্মৃতপাবনোহতো
 দদর্শ চাশেষমিদং হৃদিস্থম্ ।
 অথাগতস্তত্র পিতামহো মহান্ ।
 দেবাশ্চ সর্বের ঋষয়শ্চ সিদ্ধাঃ ॥ ৪৯ ॥
 বিমানকোটিভিরপারপারং
 সমাবৃতং খং সুরসেবিতাভিঃ ।
 রবিপ্র কাশাভিরভিস্ফুরৎস্বং
 জ্যোতির্ময়ং তত্র নভো বভূব ॥ ৫০ ॥
 স্বয়ং প্রকাশৈশ্মহতাং মহন্তিঃ
 সমাবৃতং পুণ্যকৃতাং বরিষ্ঠৈঃ ।
 ববুশ্চ বাতাশ্চ স্নগন্ধবন্তো
 ববর্ষ বৃষ্টিঃ কুসুমাবলীনাম্ ॥ ৫১ ॥

গগন ভব স্থখে বিরক্ত হইয়া অপার আনন্দ সাগরে সমুত্তরণ দিতে
 দিতে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথ রাঘবের অনুগমন করিল, অপরাপর
 যাবতীর জীব এবং স্থাবর জঙ্গমানক প্রাণিনিকর সাক্ষাদ
 চিত্তে এবং অলক্ষিতভাবে রঘুনাথের অনুগামী হইতে লালিল ।
 । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ ।

সংসার সমুদ্রগ বিরহিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পরমেশ্বর সনাতন
 অনন্তশক্তি পরমাত্মা ত্রিভুবনেশ্বর রামচন্দ্রের পক্ষাৎ পক্ষাৎ
 গমন করিতে লাগিল; তাঁহার এই মহাপ্রয়াণের সময়
 অবোধা নাগরীতে এমন কোন জীব ছিলনা, যাহারা রামরূপ
 ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া নাই অর্থাৎ যাবতীর জীব রাম নাম মন্ত্রে
 দীক্ষিত হইয়া তাঁহার অনুবর্তী হইয়াছিল । মহারাজ দাশরথির
 মহাপ্রস্থান গত হইলে অখিল ব্রহ্মাণ্ড এককালে শূন্যময়
 অর্থাৎ যাবতীর জীব রাম নাম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার
 অনুবর্তী হইয়াছিল; অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র পরম শোভা-
 যিত অযোধ্যানগরী হইতে অধিকদূর গমন করিয়া পরিশেষে
 ত্রিহরির নন্দনোৎপন্ন সরযু নদীর তীরদেশে উপনীত হইলেন ।
 লক্ষ্মীপতি রাঘব তথায় উপস্থিত হইয়া স্বকীয় বিরাট

দেহ স্মৃতিপথে আনয়ন পূর্বক তদানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগি-
 লেন অতঃপর আপনার হৃদয় মধ্যে এই অপরিমীমা জগৎ
 অবস্থিতি আছে, এইরূপ সন্দর্শন করিলেন । ইতিমধ্যে তাঁহার
 মহাপিতামহ, ইন্দ্রাদি দেবতা সকল এবং সনকাদি মহর্ষি
 প্রভৃতি রামচন্দ্রের সরযু তীরে আগমন সংবাদ শ্রবণ করণা-
 নন্তর সকলই তাঁহার সমীপে সমাগমন করিলেন । এক্ষণে
 অপরিমীম গগনমণ্ডল দেবতাদিগের কোটি কোটি বিমানে
 সমাচ্ছন্ন হইল অর্থাৎ স্বর্গীয় দেবতা প্রভৃতি লোক সমূহ
 দিবা দেবদানে আরোহন করিয়া সুবিস্তৃত গগনমণ্ডলে আসিয়া
 উপনীত হইলেন । ইহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, সূর্য্যের
 উদয়ে নক্ষত্রাবলী প্রচুর জ্যোতির্ময় হইয়া আকাশ পথে অব-
 স্থিতি করিতেছে; যে সমস্ত ব্যক্তি এই জগন্মধ্যে অতি পবিত্র
 কার্য্য সমূহ সমাধা করিয়াছেন, তাঁহারই স্বর্গে অপরাপেক্ষা
 আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং গগনমার্গ করত এখন

উপস্থিতে দেবমৃদঙ্গনাং
 গায়ত্রীং বিদ্যাধর কিন্নরেবু ।
 রামস্ত পদ্ম্যাং সরযুজলং সক্রুৎ ।
 স্পৃষ্টু। পরিক্রামদনন্তশক্তিঃ ॥ ৫২ ॥
 ব্রহ্মা তদা প্রাহ
 কৃতাজ্জলিস্তং
 রামং পরাত্মন !
 পরমেশ্বরস্তম্ ।
 বিষ্ণুঃ সদানন্দ-
 ময়োহসি পূর্ণো
 জানাসি তত্ত্বং নিজ-
 মৈশমেকম্ ॥ ৫৩ ॥

তথাপি দাসস্ত
 মমাখিলেশ ! কৃতং
 বচো ভক্তপরোহসি বিদ্বন্ !
 ত্বং ভাতৃভিবৈষ্ণবমেকমাদ্যং
 প্রবিষ্ট দেহং পরিপাহি দেবান্ ॥ ৫৪ ॥
 যদ্বা পরো বা
 যদি রোচতে তং
 প্রবিষ্ট দেহং
 পরিপাহি নস্তম্ ।
 ত্বমেব দেবাধিপতিশ্চ-
 বিষ্ণুর্জানন্তি ন ত্বাং
 পুরুষা বিনা মাম্ ॥ ৫৫ ॥

রামচন্দ্রকে অবলোকন করিতেছেন ; আর সমীরণ পতিত—
 পাবন রামচন্দ্রের উপর স্নগন্ধ কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।
 । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ ।

দেবতাদিগের মৃদঙ্গ নিনাদে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইল
 এবং বিদ্যাধর ও কিন্নর বামিনীগণ সুরানলরে সংগীত
 আরম্ভ করিল । ষাঁহার শক্তির সীমা নাই, সেই অপরিমিত
 শক্তি রাজীবলোচন রামচন্দ্র সরযুর পবিত্র মলিল স্পর্শ করিয়া
 প্রদক্ষিণ করিলেন ; ইত্যবসরে পিতামহ ব্রহ্মা কৃতাজ্জলিপুটে
 দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে পরমাত্মন !
 আপনি পরমেশ্বর—জগৎ সৃষ্টিস্থিতি ও বিলয় কর্তা, আপনি
 বিষ্ণু—আপনি সদানন্দময়—আপনি পূর্ণব্রহ্ম—আপনিই এক-
 মাত্র ঈশ্বর, আমি আপনার কোন তত্ত্বই জানি না । আপনিই
 আপনার ব্রহ্মরূপ অবগত আছেন । হে দেব-দেব জগদীশ্বর !

আমি জানি, ব্রহ্মরূপের শরীর পরিগ্রহণ কখনই হইতে
 পারে না; কিন্তু ভক্তদিগের উপর আপনার বিশেষ অহুগ্রহ
 আছে বলিয়া, আপনি মায়া দ্বারা সমুদায় সৃজন করিয়াছেন,
 অতএব হে বিদ্বন্ ! এক্ষণে চারি ভাতার সহিত মিলিত হইয়া
 অগ্রে বৈষ্ণব দেহে প্রবেশ করিয়া দেবতাদিগকে পরিত্যাগ
 করুন । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ ।

হে ভবভারসংহারিন্ রামচন্দ্র ! যদি আপনি পরদেহ
 অভিলাষ করেন, তাহা হইলে আপনি তদ্বধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া
 পুনরায় জন্মগ্রহণ পূর্বক আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন ;
 হে দেব ! আপনি দেবতাদিগের অধিপতি পুরুষোত্তম বিষ্ণু,
 কেবল আমিই আপনাকে নারায়ণ বলিয়া অবগত আছি,
 কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি আপনাকে জানিতে সক্ষম নহে ।

সহস্রকৃত্বস্ত নমো

নমস্তে প্রসীদ

দেবেশ ! পুনর্নমস্তে ।

পিতামহপ্রার্থনয়া

স রামঃ পশ্যৎসু

দেবেষু মহাপ্রকাশঃ ॥ ৫৬ ॥

যুগ্মং চ চক্ষুংষি দিবৌকসাং তদা

বভূব চক্রাদিযুতশ্চতুর্ভুজঃ ।

শেষো বভূবেশ্বরতল্লভূতঃ

সৌমিত্রিরত্যভূতভোগধারী ॥ ৫৭ ॥

বভূবতুশ্চক্রদরৌ চ

দিব্যৌ কৈকেয়ি-

সুস্থূল' বণাস্তকশ্চ ।

সীতা চ লক্ষ্মীরভংপুত্রৈব

রামো হি বিষ্ণুঃ

পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ৫৮ ॥

সহানুজঃ পূর্ববশরীরকেণ

বভূব তেজোময়দিব,মূর্তিঃ ।

বিষ্ণুং সমাসাদ্য সুরেন্দ্রমুখ্য।

দেবাশ্চ সিদ্ধা যুগ্মশ্চ যক্ষাঃ ॥ ৫৯ ॥

পিতামহাদ্যাঃ পরিতঃ পরেশং

স্তবৈর্গুণন্তঃ পরিপূজয়ন্তঃ ।

আনন্দসংপ্রাবিতপূর্ণচিত্তা

বভূবিরে প্রাপ্তমনোরথাস্তে ॥ ৬০ ॥

হে দেবেশ্বর ! আপনি সহস্র কৃত্ব অতএব আপনাকে নমস্কার করি—আপনি প্রসন্ন হউন। হে জগদীশ্বর ! পুনর্বার আপনাকে নমস্কার করি। ইত্যাদি দেবতারার রঘুনাথকে সন্দর্শন করিতেছেন, এই অবসরে পিতামহ পদ্মযোনি ব্রহ্মার প্রার্থনাম্বসারে পরমব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণু তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন। ৫৫। ৫৬।

এক্ষণে দিবৌকস দিগের চক্ষু সমূহ বিজ্ঞান দৃষ্টি প্রাপ্ত হইল এবং বৈকুণ্ঠপতি নিজ মারা দ্বারা এতাবৎকাল স্থিভূজ পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীস্থ সমুদায় লোকদিগের নয়নগোচর হইয়া এই ধর্মাতলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিশিষ্ট চারিটি হস্ত ধারণ করিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয় যে, লক্ষ্মণ দেবলোকান্তর প্রাপ্ত হইলেও রামচন্দ্রের চতুর্ভুজ ধারণ সময়ে তাঁহার দেহ শ্রীহরি রঘুনাথের সমীপে উপনীত হইল। লবণ রাক্ষস সংহারী কৈকেয়ী আশ্রয়

অনতিবিলম্বে দিব্য চক্র ও শঙ্খ রূপ পরিগ্রহ করিলেন—জনক হুহিতা রামমনোরমা সীতা পূর্বে লক্ষ্মী ছিলেন, এক্ষণে আর্য্যপুত্রকে চতুর্ভুজ ধারণ করিতে সন্দর্শন করিয়া লক্ষ্মীরূপে নিজ পতির বামপার্শ্বে আসিয়া উপনীতা হইলেন অতএব রামচন্দ্র স্বর্গ, প্রতিস্বর্গ, বংশ, মনন্তর, বংশানুরচিত এই পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত ব্যাসাদি মুনি প্রণীত গ্রন্থোল্লিখিত রামচন্দ্র পরমব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণু। পরমসনাতন রামচন্দ্র অনুজদিগের চতুরাংশভূত দেহ একত্রীকৃত হইয়া দিব্য তেজোময় বিষ্ণুরূপ পরিগ্রহ করিলেন। ত্রিদিবেশ্বর ও দেবতারার এবং সিদ্ধগণ, মহাবির্গণও যক্ষাদি প্রভৃতি দেবযোনিরার ও পিতামহাদি দেব সকল গোলকপতি চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে সংপ্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় হর্ষোৎফুল্লাস্তঃকরণে বিবিধ স্তব দ্বারা তাঁহার গুণ গান এবং পূজা করিতে লাগিলেন; এখন তাঁহাদিগের চিত্ত অপার আনন্দ ভরজে উচ্ছসিত হইল, লক্ষ্মীপতিকে প্রাপ্ত হইবার বাসনা রূপ উদ্ভী বহু কাল

তদাহ বিষ্ণুঃ হিং
মহাত্মা এতে হি ভক্তা
ময়ি চানুরক্তাঃ ।
যাস্তং দিবং মামনুয্যন্তি
সর্বৈ তিৰ্য্যাকশরীরা অপি
পুণ্যযুক্তাঃ ॥ ৬১ ॥
বৈকুণ্ঠসাম্যং পরমং
প্রয়াস্ত সমাবিশস্বাস্ত
মমাজ্ঞয়া স্বম্ ।
শ্রুত্বা হরেক্ষা-
ক্যমথাত্রবীংকঃ
সান্তানিকাত্মাস্ত
বিচিত্রভোগান্ ॥ ৬২ ॥

হইতে তাহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছিল এক্ষণে তাহা
সুম্পাদিত হইল । ৬৬ । ৫৭ । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ ।

ভগবানের বিষ্ণু রূপে বৈকুণ্ঠে অবস্থান বিষয় ভারতের
সভা পর্কে—সর্কদিকপাল সভাবর্ণনে—যমসভা প্রস্তাবে
কথিত আছে যে, দাশরথি রামচন্দ্র যমের সভায়ও
পরিদৃশ্যমান হইয়াছিলেন, দেবর্ষি নারদ তৎপ্রতিবাদ করিয়া
বলিয়াছিলেন যে, ভগবান বিষ্ণুর রামাবতার পরিগ্রহ করিবার
তুইটি প্রয়োজন ছিল, প্রথমটি হুষ্ঠায়া লোকদিগকে বিনষ্ট
করিয়া শিষ্টাচারী ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালন করিবেন এবং
অপরটি স্বয়ং লোকব্যবহার প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীস্থ
বাবতীয় লোকদিগকে ধর্ম ও মর্যাদা রূপ জ্ঞানালোকে
আলোকিত করিবেন এবং ব্যবহার প্রদর্শনে তাহাদিগের
প্রবৃত্তি উৎপাদিত হইবে । সর্ককালদর্শী বাল্মীকি প্রভৃতি
মহর্ষিদিগের ভূত ও ভবিষ্যৎ তত্ত্বজ্ঞান আছে—দেবতার

লোকান্দীয়োপরি দীপ্যমানাং-
স্তদ্বাবযুক্তাঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ।
যে চাপি তে রাম ! পবিত্রনাম
গৃণন্তি মত্যা লয়কাল এব ॥ ৬৩ ॥
অজ্ঞানতো বাপি ভজন্ত লোকাং
স্তানেব যোগৈরপি চাধিগম্যান্ ।
ততোহতিস্বফা হরিরাক্ষসাদ্যাঃ
স্পৃষ্টা জলং ত্যক্তকলেবরাস্তে ॥ ৬৪ ॥

কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাশি রাশি পুণ্য আহরণ করিয়া
পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্র পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন
যাহারা আমার অনুগমন করিয়াছে তাহারা সকলেই
আমার পরম ভক্ত এবং আমাতে সাতিশর অনুরক্ত আর
তির্য্যাক জাতিরাও পুণ্যযুক্ত হইয়া আমার সহিত স্বর্গে আগমন
করুক, হে ব্রহ্মণ ! আমি তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি আমার
আদেশ গ্রহণ পূর্বক আমার পরম স্থান বৈকুণ্ঠ সদৃশ লোকে
তাহাদিগকে শীঘ্র লইয়া যাও । পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান নারা-
য়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন তাহারা বিচিত্র সুখ
ভোগ সমন্বিত সান্তানিক লোকে প্রস্থান করুক ;—হে ভূত—
ভাবন নারায়ণ ! যে সমস্ত ব্যক্তি অস্তিম সময়ে আপনার
পরম পবিত্র ‘রাম’ নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা আমার
উল্লস্তুন লোকে অর্থাৎ ব্রহ্ম লোক অতিক্রম করিয়া তদুচ্চ
ভাগস্থিত সাতিশর উজ্জল লোকে প্রস্থান করে, অধিকন্তু
যাহারা অজ্ঞান বশতঃ আপনাকে ভজনা করিয়া থাকে,
তাহারাও ঐ লোকে গমন করিয়া থাকে । অনন্তর বানর
সত্তমগণ, রাক্ষসগণ ও অপরাপর যে সমুদায় লোক রঘু-
নাথের অনুগমন করিয়াছিল, তাহারা যার পর নাই আনন্দিত
হইয়া সরযূর সলিল স্পর্শ করিয়া মলবাহী কলের পরিত্যাগ
করিল । ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ ।

প্রপেদিরে প্রাক্তনমেব রূপং
 বদংশজা ঋক্ষহরীশ্বরাস্তে ।
 প্রভাকরং প্রাপ হরিপ্রবীরঃ
 সুগ্রীব আদিত্যজ বীৰ্য্যবত্ত্বাৎ ॥ ৬৫ ॥
 ততো বিমগ্নাঃ সরযূজলেষু নরাঃ
 পরিত্যজ্য মনুষ্যদেহম্ ।
 আরুহ দিব্যাভরণা বিমানং
 প্রাপুশ্চ তে সান্তনিকাখ্যলোকান্ ॥ ৬৬ ॥
 তিৰ্য্যক্প্রজাতা অপি রামদৃষ্টা
 জলং প্রবিষ্ট দিবমেব যাতাঃ !
 দিদৃক্ষুবো জানপদাশ্চ লোকা
 রামং সমালোক্য বিমুক্তসজ্জাঃ ॥ ৬৮ ॥

শ্রুত্বা হরিং লোকগুরুং পরেশং
 স্পৃহ্য জলং স্বর্গমবাপুরঞ্জঃ ।
 এতাবদেবোত্তরমাহ শব্দুঃ
 শ্রীরামচন্দ্রস্য কথাবশেষম্ ॥ ৬৮ ॥
 যঃ পাদমপ্যত্র পঠেৎস পাপাৎ-
 বিমুচ্যতে জন্মসহস্রজাতাৎ ।
 দিনে দিনে পাপচয়ং প্রকুর্বন্
 পঠেন্নরঃ শ্লোকমগ্নীহ ভক্ত্যা ॥ ৬৯ ॥
 বিমুক্তসর্বাঘচয়ঃ প্রযাতি
 রামেতি সালোক্যমনন্যলভ্যম্ ।

অনন্তর ঋক্ষ এবং হরি পুঙ্গবেরা যে যে বংশ হইতে জন্ম
 গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা সেই পূর্ব জন্মার্জিত রূপ প্রাপ্ত
 হইল, বানরদিগের অধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত সুগ্রীব দিবা-
 করের বীৰ্য্য হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং বানর
 সত্ত্ব কিঙ্কিয়ারাজ্য প্রভাকরের সহিত বিলীন হইলেন ।
 অনন্তর ভগবান রামচন্দ্রের পশ্চাদগামী বাবতীর মনুষ্য উহা-
 দিগের রূপান্তর সন্দর্শন করিয়া অতি ব্যগ্রতা সহকারে সরযু
 নদীর সলিলে নিমগ্ন হইয়া মানব কলেবর পরিত্যাগ করিলেন,
 পরিশেষে বিবিধ মণি মানিক্য খচিত বিমানে আরোহণ করিয়া
 প্রহুফি দ্বিতে সান্তনিকা নামক লোকাভিমুখে প্রস্থান করিতে
 লাগিলেন । তিৰ্য্যক্ যোনিরা সীতা নাথকে সন্দর্শন করণান্তর
 সলিল মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিগত পাপা হইল ও তৎক্ষণাৎ
 স্বর্গারোহণ করিল ; জনপদ বাসীরা উহাদিগের ঐরূপ অব-

স্থানান্তর পরিদর্শন করিয়া লোকাভিরাম রঘুনাথকে সন্দর্শন ও
 সাক্ষাৎ প্রদীপাত করণান্তর সংসার বন্ধন হইতে বিনিমুক্ত
 হইলে এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপ বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্বক লোক গুরু
 পরমেশ্বর শ্রীহরিকে শ্রুতিপথে আনয়ন এবং সরযুর জল স্পর্শ
 করিয়া মাত্র স্বর্গারোহণ করিল । অধুনা শ্রীরাম ভক্তিভাজন
 শব্দ শ্রীরামচন্দ্রের কথা অবশেষ করিয়া কহিল যে—যিনি
 রামায়ণের একচরণ শ্লোক মাত্র মনোনিবেশ করিয়া ভক্তি
 পূর্বক পাঠ করেন, তিনি সহস্র বার জন্ম গ্রহণ করিয়া যে
 সমুদায় পাপ করিয়াছেন, তাহার সেই সমুদায় কলুষ রাপি
 ভস্মীভূত হইয়া যায়, আর যিনি প্রতিদিন পাপ কার্য্য করিয়াও
 'আন্তরিক ভক্তির সহিত একবার এক চরণ শ্লোক পাঠ করিয়া
 থাকেন, তাহার সেই পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ রামা-
 য়ণ অধ্যয়ন করিলে সমস্ত পাপ তিরোহিত হইয়া যায় এবং
 পতিতপাবন রামচন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হয় ; এই রামায়ণ
 আখ্যান রঘুনাথক কর্তৃক রচিত এবং অতি পুরাকালে স্বয়ং

আখ্যানমেতদ্রবুদয়কস্তাস্ত্র

কৃতং পুরা রাঘবচোদিতেন ॥ ৭০ ॥

মহেশ্বরেণাপ্তভবিষ্যদর্থং

শ্রুত্বা তু রামঃ পরিতোষমেতি ।

রামায়ণং কাব্যমনস্তপুণ্যং

ত্রিশঙ্করেণাভিহিতং ভবান্য ॥ ৭১ ॥

ভক্ত্যা পঠেদযঃ শৃণুয়াৎ স পাটৈ

র্বিমুচ্যতে জন্মশতোস্তবৈশ্চ ।

অধ্যাত্মরামং পঠতশ্চ নিত্যং

শ্রোতুশ্চ ভক্ত্যা লিখিতুশ্চ রামং ॥ ৭২ ॥

অতিপ্রসন্নশ্চ সদা সমীপে

সীতাসমেতঃ শ্রিয়মাতনোতি ॥ ৭৩ ॥

রামায়ণং জনমনোহরমাদিকাব্যং

ব্রহ্মাদিভিঃ সুরবরৈরপি সংস্কৃতমে ।

শ্রদ্ধাশ্রিতঃ পঠতি সঃ শৃণুয়াত্তু নিত্যং

বিষ্ণোঃ প্রয়াতি সদনং স বিশ্বক্ৰদেহঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি ত্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে

উত্তরকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ।

রঘুনাথ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ ।
৬৯ । ৭০ ।

রাজীবলোচন রামচন্দ্র দেবদেব মহাদেব কর্তৃক রামায়ণ
সহকে ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া যারপর নাই পরিতোষ হইলেন,
স্বয়ং ভবানীপতি এই অপরিমিত পুণ্যপ্রদ ত্রীমদ্রচিত
কাব্য ভবানীর নিকট কহিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ভক্তি-
সহকারে অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ করে, সে ব্যক্তি শতজন্ম
সমুচ্চ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ত্রীমদ্রচিত স্বপদ বঠিত
অধ্যাত্ম রামায়ণ পুরাণ যার পর নাই ভক্তিসহকারে প্রতিদিন

পাঠ ও শ্রবণ করিয়া সাতিশর প্রসন্ন হৃদয়ে সর্বদা সীতার
সমীপে উপবেশন করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি সুরগণ লোক
সমুদয় রঞ্জন আদি কাব্য রামচরিত বিষয় স্তুতিবাদন করিয়া
থাকেন। যিনি শ্রদ্ধার সহিত রামায়ণ পাঠ করেন অথবা
অবহিত চিত্তে প্রতিদিন শ্রবণ করেন তিনি পরিমার্জিত
শরীরে বিষ্ণুর সন্নিধান গমন করিয়া থাকেন। ৭১। ৭২। ৭৩।
৭৪ ।

ইতি ত্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে

উত্তরকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীরাম স্তবঃ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

অস্তু শ্রীরামচন্দ্রস্তবরাজস্তোত্রমন্ত্রস্য সমংকুমার
ঋষিঃ । অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ । শ্রীরামো দেবতা । সীতা-
বীজম্ । হনুমান্ শক্তিঃ । শ্রীরামপ্রীত্যর্থৈ জপে
বিনিয়োগঃ ।

সূত উবাচ ।

সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং ব্যাসং সত্যবতীহৃতম্ ।
ধর্মপুত্রঃ প্রহৃষ্টাত্মা প্রত্নুবাচ মুনীশ্বরম্ ॥ ১ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভগবন্যোগিনাং শ্রেষ্ঠ সর্বশাস্ত্রবিশারদ ।
কিং তত্ত্বং কিং পরং জাপ্যং কিং ধ্যানং মুক্তিসাধনং ॥
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং ক্রহি মে মুনিসত্তম ।

বিঘ্ননাশক গণপতিকে নমস্কার করি । সনৎকুমার মুনি
ভগবান্ রামচন্দ্র স্তব ও স্তোত্র বলিয়াছিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র
দেবতা, জনক হুহিতা সীতার আদি, পবন কুমার হনুমানের
শক্তি, অতএব শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতির নিমিত্ত জপ করি ।

সূত কহিলেন—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সাক্ষাদাস্তঃকরণ হইয়া
সর্বশাস্ত্র বিশারদ তত্ত্বজ্ঞানবিদ মুনিসত্তম সত্যবতীনন্দন
ব্যাসকে বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্! আপনি যোগিগণের
শ্রেষ্ঠ, আপনি সর্কাস্ত্রের পারদর্শী, অতএব তত্ত্বই বা কিরূপে
অবগত হইবে—পরম পুরুষকেই বা কিরূপে জপ করিতে
হইবে—ধ্যানই বা কিরূপে করিতে হইবে—মুক্তি সাধনই বা
কিরূপে হইবে—হে মুনি সত্তম! আমি আপনার নিকট ঐ

বেদব্যাস উবাচ ।

ধর্মরাজ মহাভাগ শৃণু বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥
যৎপরং যদগ্ণাতীতং যজ্জ্যোতিরমলং শিবং ।
তদেব পরমং তত্ত্বং কৈবল্যপদকারণং ॥ ৪ ॥
শ্রীরামেতিপরং জাপ্যন্তারকং ব্রহ্মসংস্ককং ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপম্মিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৫ ॥
শ্রীরামরামেতি জনায়ে জপন্তি চ সর্বদা ।
তেষাং ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
স্তবরাজং পুরা প্রোক্তং নারদেন চ ধীমতা ।
তৎসর্বং সম্প্রবক্ষ্যামি হরিধ্যানপুরঃসরং ॥ ৭ ॥

সমুদায় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব করিয়া আমাকে
বলুন । ১ । ২ ।

বেদব্যাস কহিলেন—হে ধর্মরাজ! তোমার অভিলষিত
তত্ত্ব বিষয় সমূহ বলিতেছি অবহিত মনে শ্রবণ কর । ৩ ।

হে যুধিষ্ঠির! যিনি পরং ব্রহ্ম, যিনি গুণাতীত, বাহ্যার
জ্যোতিঃ নির্মল ও মঙ্গলময়, বেদজ্ঞ ব্যক্তির তাঁহার তত্ত্ব
বিষয় এই বলেন যে, যোক্ষ প্রাপ্ত হইবার কারণই তাঁহার
শ্রীচরণাবিলম্ব—শ্রীরাম এইটী জপ করাই উচিত, তিনি এই
সংসার নিস্তার কর্তা, তিনিই পরম ব্রহ্ম নাম ধারণ করেন,
তাঁহার শরণাগত হইলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্তি
পাওয়া যায় । ৪ । ৫ ।

যে মহাত্মা ব্যক্তির তাঁহাকে সর্বদাই জপ করিয়া থাকেন
তাঁহাদিগের ভক্তি এবং মুক্তি হইবে ইহাতে তিলমাত্র সংশয়
নাই । ৬ ।

তাপত্রয়াগ্নিশমনং সর্বাঘৌষনিকুস্তনং ।

দারিদ্ৰ্যছঃখশমনং সর্বসম্পৎকরং শিবং ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞানফলদং দিব্যং মোক্ষৈকফলসাধনং ।

নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি রামং কৃষ্ণং জগন্ময়ং ॥ ৯ ॥

অযোধ্যানগরে রম্যে রত্নমণ্ডপমধ্যগে ।

অরোং কল্পতরো মূলে রত্নসিংহাসনং শুভং ॥ ১০ ॥

তন্মধ্যেহৃদয়ং পদ্যং নানারত্নৈশ্চ বেষ্টিতম্ ।

অরেন্মধ্যে দাশরথিঃ সহস্রাদিত্যতেজসম্ ॥ ১১ ॥

পিতুরঙ্গগতং রামমিত্রনীলমণিপ্রভম্ ।

কোমলাঙ্গং বিশালক্ষং বিদ্যুদ্বর্ণাম্বরান্বতম্ ॥ ১২ ॥

ভানুকোটীপ্রতীকাশং কিরীটেন বিরাজিতম্ ।

রত্নৈবেয়কেয়ুররত্নকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ১৩ ॥

দীপঙ্ক্তি সম্মত দেবর্ষি নারদ পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন
আমিও ভগবান্ শ্রীহরির ধ্যান এবং অপরাপর যাবতীয়ই
কহিতেছি । ৭ ।

তাপত্রয়ানল বিনাশকারী, পাপরাশি নিধনকারী, যাবতীয়
দারিদ্ৰ্যদিগের ছঃখাপহারী, সমুদায় বিভব দাতা সর্ব মঙ্গলময়
দিব্য বিজ্ঞান ফল প্রদানকারী, মোক্ষ ফল সাধন জগদ্ব্যাপক
রাম কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার বিষয় বলিতেছি । ৮ ।

ময়োহন অযোধ্যানগরস্থ রত্নাদি খচিত মণ্ডপাবস্থায়ী
কল্প তরুর মূলদেশে সংস্থিত শুভময় রত্নসিংহাসন অরণ্যপথে
আনয়ন করিবে ; অনন্তর তাহার মধ্যস্থিত অর্জুন কমল,
বিবিধ রত্নাদি পরিবেষ্টিত তনয় রত্ননাথকে অরণ্য করিবে
। ১০ । ১১ ।

ইন্দ্র নীলমণিপ্রভ কোমলাঙ্গ বিশালনয়ন বিদ্যুদ্বর্ণাম্বরান্বত
পিতৃকোড়গত শ্রীরামচন্দ্রকে অরণ্য করিবে ; কোটি দিনমণি
সদৃশ কিরীট বিরাজিত রত্ন মণ্ডিত কেয়ুর নুপুর এবং কুণ্ডল

রত্নকঙ্কণমঞ্জীরং কটিনূত্রৈরলঙ্কৃতম্ ।

শ্রীবৎসকৌস্তভোরক্ষং মুক্তাহারোপশোভিতম্ ॥ ১৪ ॥

দিব্যরত্নসমায়ুক্তমুদ্রিকাবিরলঙ্কৃতম্ ।

রাঘবং দ্বিভুজং বালং রামগীষৎশ্রিতাননম্ ॥ ১৫ ॥

তুলসীকুন্দমন্দারপুষ্পমাল্যৈরলঙ্কৃতম্ ।

কর্পূরাগুরুকণ্ঠুরিদিব্যগন্ধানুলেপনম্ ॥ ১৬ ॥

যোগশাস্ত্রেষভিরতং যোগীশং যোগদায়কম্ ।

সদা ভরতসৌমিত্রশত্রুশত্রুপশোভিতম্ । ১৭ ॥

বিদ্যাধরহুয়াধীশসিদ্ধগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ ।

যোগীশৈ নারদাদ্যৈশ্চ স্তূয়মানমহর্নিশম্ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠাদিমুনিভিঃ পরিসেবিতম্ ।

সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠৈর্যোগিবৃন্দৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ১৯ ॥

সমায়ুক্ত রত্ননাথকে অরণ্য করিবে ; রত্ন কঙ্কণ সমায়ুক্ত কটি
নূত্রাঙ্কৃত শ্রীবৎস কৌস্তভ মণিযুক্ত মুক্তাহারে অশোভিত
সীতানাথকে অরণ্য করিবে । ১২ । ১৩ । ১৪ ।

দিব্য রত্ন সমায়ুক্ত মুদ্রিকার অলঙ্কৃত ঈষদ্ধাস্যবদন দ্বিভুজ
বিশিষ্ট বালক রত্নপাণ্ডিকে অরণ্য করিবে ; তুলসী, কুন্দ,
মন্দার তরু কুসুম মাল্যে অলঙ্কৃত—কর্পূর অগুরু কণ্ঠুরি
দিব্য অগন্ধানুলিপ্ত রাঘবকে অরণ্য করিবে ; যিনি যোগশাস্ত্রে
সর্বদা অনুরক্ত, যিনি যোগীশ ও যোগদায়ক, যিনি অনুজ্ঞ
ভরত সৌমিত্র ও শত্রুর উপশোভিত হইয়া আছেন তাঁহাকে
অরণ্য করিবে ১৫ । ১৬ । ১৭ ।

যিনি বিদ্যাধর এবং সুরদিগের অধিপতি, যিনি সিদ্ধ
গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণ এবং নারদ প্রভৃতি যোগীবরদিগের দ্বারা
দিবানিশি স্তূয়মান হইয়া থাকেন তাঁহাকে অহুকুণ অরণ্য
করিবে । যিনি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিদিগের দ্বারা
পরিসেবিত হইয়া থাকেন, যিনি সনকাদি যোগীবৃন্দ কর্তৃক
সর্বদা শুশ্রূষিত হইয়া থাকেন তাঁহাকে অংগে সর্বদা অরণ্য

রামং রঘুবরং বীরং ধনুর্বেদবিশারদম্ ।
 মঙ্গলায়তনং দেবং রামং রাজীবলোচনং ॥ ২০ ॥
 সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞানন্দকরমুন্দরং ।
 কোশলানন্দনং রামং ধনুর্বাণধরং হরিম্ ॥ ২১ ॥
 এবং সন্ধিস্তয়ন্ বিষ্ণুং যজ্ঞোতিরমলং বিভূং ।
 প্রহৃষ্টমানসো ভূত্বা মুনিবর্ষঃ স নারদঃ ॥ ২২ ॥
 সর্বলোকহিতার্থায় ভূত্বা রঘুনন্দনং ।
 কৃতাজ্জলিপুটো ভূত্বা চিস্তয়ন্নুতং হরিম্ ॥ ২৩ ॥
 যদেকং যৎপরং নিত্যং যদনন্তক্ষিদাক্ষকং ।
 যদেকং ব্যাপকং লোকে তদ্রূপং চিস্তয়াম্যহং ॥ ২৪ ॥
 বিজ্ঞানহেতুং বিমলায়তাকং
 প্রজ্ঞানরূপং স্বমুখৈকহেতুং ।
 ত্রীরামচন্দ্রং হরিমাদিদেবং
 পরাংপরং রামমহং ভজামি ॥ ২৫ ॥

কবিং পুরাণং পুরুষং পুরস্তাৎ
 সনাতনং যোগিনমীশিতারং ।
 অণোরগীয়াং মমনস্তবীৰ্য্যং
 প্রাণেশ্বরং রামমসৌ দদর্শ ॥ ২৬ ॥

নারদ উবাচ ।

নারায়ণং জগন্নাথমভিরামং জগৎপতিং ।
 কবিং পুরাণং বাগীশং রামং দশরথাত্মজং ॥ ২৭ ॥
 রাজরাজং রঘুবরং কোশল্যানন্দবর্দ্ধনম্ ।
 ভগং বরেণ্যং বিশেষং রঘুনাথং জগদগুরুম্ ॥ ২৮ ॥
 সত্যং সত্যপ্রিয়ং শ্রেষ্ঠং জানকীবল্লভং বিভূম্ ।
 সৌমিত্রি পূর্বজং শাস্ত্রং কামদং কমলেক্ষণং ॥ ২৯ ॥
 আদিত্যং রবিমীশানং হুণিং সূর্য্যমনাময়ম্ ।
 আনন্দরূপিণং সৌম্যং রাঘবং করুণাময়ং ॥ ৩০ ॥

সনাতন, যোগী প্রধান, অতি হৃদয়, অনন্ত বীৰ্য্য প্রাণেশ্বর ত্রীরাম-
 চন্দ্রকে দর্শন করিলেন । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ ।
 ২৫ । ২৬ ।

নারদ কহিলেন—নারায়ণ জগন্নাথ, অভিরাম জগৎপতি,
 অনাদি, বাক্যের ঈশ্বর, ত্রীরামচন্দ্র রাজা দশরথের তনয় । তিনি
 রাজাদিগের রাজা, রঘুবর, কোশল্যার আনন্দ বর্দ্ধন ; তিনি ভগ
 অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বীৰ্য্য বশঃ সৌভাগ্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়
 প্রকার শক্তি ; তিনি প্রধান, বিশ্বসংসারের ঈশ্বর, তিনি রঘু-
 বংশের প্রভু, তিনি জগতের গুরু । তিনি সত্য, সত্যপ্রিয়, শ্রেষ্ঠ ;
 তিনি জানকীবল্লভ ও বিভূ ; তিনি সৌমিত্রির পূর্বজ, শাস্ত্র,
 অভীষ্টদাতা, এবং কমলেক্ষণ । তিনি আদিত্য, রবি, ঈশান
 তিনি হুণি, তিনি সূর্য্য ও অনাময় ; তিনি আনন্দরূপী, শাস্ত্র রঘু-
 কুলোদ্ভব করুণাময় । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ ।

করিবে । ধনুর্বেদ বিশারদ মঙ্গলায়তন লোচন, মহাবল
 পরাক্রম রাজীবলোচন রঘুবর ত্রীরামচন্দ্রকে নিরন্তর স্মরণ
 করিবে ; যিনি সর্ব শাস্ত্র ও বিজ্ঞান তত্ত্ববিষয় অবগত আছেন,
 যিনি আনন্দকর ও হৃদয়, যিনি কোশল্যাতনয় সেই
 ধনুর্বাণধারী ত্রীহরি রামচন্দ্রকে স্মরণ করিবে । দেবর্ষি নারদ
 মহাজ্যোতি সম্পন্ন বিমল বিভূ বিষ্ণুকে হৃদয় মধ্যে এইরূপ
 ভাবনা করিয়াও প্রহৃষ্ট মনে কৃতাজ্জলিপুট হইয়া সর্বলোক মঙ্গল
 কামনার নিমিত্ত রঘুনন্দনকে পরিতুষ্ট করিলেন ;—যিনি জগতের
 একমাত্র সখল—যিনি পরম পুরুষ—যিনি নিত্য, বাহার অন্ত নাই,
 যিনি চিদ্রাক্ষক, যিনি ইহলোকে এক মাত্র ব্যাপক, বাহার সেই-
 রূপ চিন্তা করি ; যিনি বিজ্ঞানের কারণীভূত, বাহার নয়ন বিমল
 ও আরত, বাহার রূপ প্রজ্ঞানে পূর্ণ, যিনি একমাত্র স্বমুখের
 নিদান, যিনি আদিদেব, আমি সেই পরাংপর ত্রীরামচন্দ্রকে
 ভজনা করি । দেবর্ষি নারদ মহাকবি অনাদি, পুরুষোত্তম,

জামদগ্ন্যঃ তপোমূর্তিঃ রামঃ পরশুধারিণম্ ।
 বাক্পতিং বরদং বাচ্যং শ্রীপতিং পক্ষিবাহনম্ ॥ ৩১ ॥
 শ্রীশার্ঙ্গধারিণং রামং চিন্নয়ানন্দবিগ্রহম্ ।
 হলধৃষ্ণিকুমীশানং বলরামং কূপানিধিম্ ॥ ৩২ ॥
 শ্রীবল্লভং কূপানাথং জগন্মোহনমচ্যুতম্ ।
 মৎস্কর্মবরাহাদি রূপধারিণমব্যয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
 বাসুদেবং জগদেখানিগনাদিনিধনং হরিম্ ।
 গোবিন্দং গোপতিং বিষ্ণুং গোপীজনমনোহরম্ ॥ ৩৪ ॥
 গোপোপালপরীবারং গোপকন্যাসমাবৃতম্ ।
 বিদ্যুৎপুঞ্জ প্রতীকাশং রামং কৃষ্ণং জগন্ময়ম্ ॥ ৩৫ ॥
 গো গোপিকা সমাকীর্ণং বেণুবাদনতৎপরম্ ।
 কামরূপং কলাবল্লভং কামিনীকামদং বিভুম্ ॥ ৩৬ ॥
 মন্মথং মথুরানাথং মাধবং মকরধ্বজং ।

শ্রীধরং শ্রীকরং শ্রীশং শ্রীনিবাসং পরাংপরম্ ॥ ৩৭ ॥
 ভূতেশস্তপতিং ভদ্রং বিভূতিং ভূতিভূষণং ।
 সর্বদুঃখহরং বীরং দুষ্টদানববৈরিণং ॥ ৩৮ ॥
 শ্রীনৃসিংহং মহাবাহুঃ মহাস্তং দীপ্ততেজসং ।
 চিদানন্দময়ং নিত্যং প্রণবং জ্যোতিরূপিণম্ ॥ ৩৯ ॥
 আদিত্যমণ্ডলগতং নিশ্চিতার্থ স্বরূপিণং ।
 ভক্তপ্রিয়ং পদ্মনেত্রং ভক্তানামীপ্সিতপ্রদং ॥ ৪০ ॥
 কোশল্যেয়ং কলামূর্তিঃ কাকুৎস্থং কমলাপ্রিয়ং ।
 সিংহাসনেসমাসীনং নিত্যব্রতমকল্যণং ॥ ৪১ ॥
 বিশ্বামিত্রপ্রিয়ং দান্তঃস্বদারনিয়তব্রতং ।
 যজ্ঞেশং যজ্ঞপুরুষং যজ্ঞপালনতৎপরং ॥ ৪২ ॥

তিনি জামদগ্ন্য, তপোমূর্তি পরশুধারী রামচন্দ্র ; তিনি বাক্পতি
 বরদ, বাচ্য, লক্ষ্মীপতি, এবং পক্ষিবাহন ; তিনি শ্রীশার্ঙ্গধারী
 রামচন্দ্র । তিনি চিন্নয়, আনন্দ ও বিগ্রহরূপী ; তিনি ঈশান
 ও কূপানিধি হলধারী বলরাম । তিনি শ্রীনাথ, কূপানাথ,
 জগন্মোহন অচ্যুত ; তিনি মৎস্য, কৃষ্ণ, বরাহ প্রভৃতি রূপ-
 ধারী অব্যয় ; তিনি জগৎ যোনি বাসুদেব, অনাদি নিধন শ্রীহরি ;
 তিনি গোবিন্দ, গোপতি, গোপীজনমোহনকারী পরম বিষ্ণু ;
 তিনি পৃথিবীর পালক এবং গোপাল ও গোপকন্যায় সমাবৃত
 এবং বিদ্যুৎরাশি সমূহ ; তিনি শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সমুদায় জগতে
 পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ।

তিনি গো এবং গোপিকাগণদ্বারা সমাকীর্ণ বংশিধ্বনি করিতে
 যারপর নাই তৎপর ; তিনি কামরূপী ও কলাবৎ, তিনি কামিনী-
 দিগের কামদ, সর্বময় জগদীশ্বর । তিনি মন্মথ এবং মথুরানাথ ;

তিনি মাধব ও মকরধ্বজ, তিনি শ্রীধর, শ্রীকর, শ্রীশ, শ্রীনিবাস
 এবং পরাংপর পরমব্রহ্ম । তিনি ভূত সমুদায়ের ঈশ্বর, ও ভূ-
 পতি ; তিনি ভদ্র, বিভূতি এবং ভূতিভূষণ ; তিনি সর্বদুঃখহর
 মহাবীর ও দুষ্টদানবদিগের শত্রু । তিনি নৃসিংহ ও
 মহাবাহু ; তিনি মহাস্ত এবং দীপ্ত তেজা, চিদানন্দময় ও নিত্য,
 তিনি প্রণব সর্বজ্যোতি রূপী, তিনি সূর্যমণ্ডলের মহাস্থলে
 অবস্থিত আছেন ; তিনি নিশ্চিত বিষয়ের স্বরূপী ; তিনি
 ভক্ত জনের প্রিয় ও পদ্মনেত্র এবং ভক্তদিগের বাঞ্ছিত পদার্থ
 প্রদান করিয়া থাকেন । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ।

তিনি কোশলতনয়ার কলা মূর্তি—কাকুৎস্থ কমলাপতি ;
 সিংহাসনোপবিষ্ট নিত্যধর্মাবলম্বী নিষ্পাপ রামচন্দ্র ; তিনি
 বিশ্বামিত্রের প্রিয়শত্রুদিগের দমনকারী, সর্বদা উদারব্রতে ব্রতী ;
 তিনি যজ্ঞের ঈশ্বর, তিনি যজ্ঞ পুরুষ এবং যজ্ঞ পালনে তৎপর ।
 তিনি সত্যসন্ধ এবং ক্রোধকে পরাজয় করিয়াছেন ; তিনি,
 শরণাপন্নদিগকে সন্তানের ন্যায় সন্দর্শন ও সর্বক্লেশ বিদূরিত
 করিয়া থাকেন ; তিনি ধার্মিকবর বিভীষণকে বর প্রদান
 করিয়াছিলেন । তিনি রোদ্র অতএব দক্ষরাজার মন্তক হিন্ন

সত্যসঙ্কং জিতক্রোধং শরণাগতবৎসলং ।
 সর্বক্লেশাপহরণং বিভীষণ বরপ্রদং ॥ ৪৩ ॥
 দশগ্রীবহরং রৌদ্রং কেশবং কেশিমর্দনং ।
 বালিপ্রমথনং বীরং সুগ্রীবোপ্সিতরাজ্যদং ॥ ৪৪ ॥
 নরবানরদেবৈশ্চ সেবিতং হনুমৎপ্রিয়ং ।
 শুক্রং সূক্ষ্মং পরং শান্তং তারকব্রহ্মরূপিণং ॥ ৪৫ ॥
 সর্বভূতাত্ত্বভূতস্থং সর্বসাধারণং সনাতনং ।
 সর্বকারণকর্তারং নিদানং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ৪৬ ॥

নিরাময়ং নিরাভাসং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং ।
 নিত্যানন্দং নিরাকারমদ্বৈতং তমসঃপরং ॥ ৪৭ ॥
 পরাংপরতরং তত্ত্বং সত্যানন্দং চিদান্নকং ।
 মনসাশিরসা নিত্যং প্রণমামিরঘু ভূতমং ॥ ৪৮ ॥
 সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং রামং সীতাসমস্থিতং ।
 নমামিপুণ্ডরীকাক্ষমমেয়ং গুরুতংপরং ॥ ৪৯ ॥
 নমোহস্তবাসুদেবায় জ্যোতিষাংপতয়ে নমঃ ।
 নমোহস্ত রামদেবায় জগদানন্দরূপিণে ॥ ৫০ ॥
 নমোবেদান্তনিষ্ঠায় যোগিণে ব্রহ্মবাদিনে ।
 মায়াময় নিরস্তায় প্রপন্নজনসেবিনে ॥ ৫১ ॥
 বন্দ্যমহেমহেশান চণ্ডকোদণ্ডখণ্ডনম্ ।
 জ্ঞানকীংহৃদয়ানন্দবর্দ্ধনং রঘুনন্দনম্ ॥ ৫২ ॥
 উৎকল্লামলকোমলোৎপলদলশ্যামায়রামায়তে
 কামায় প্রমদামনোহরগুণগ্রামায়রামাত্মনে ।
 যোগারূঢ়মুনীন্দ্রমানস সরোহংসায় সংসার-
 বিধ্বংসায় ক্ষুরদোজসে রঘুকুলোত্তংসায়পুংসেনমঃ ॥

করিয়াছিলেন, তিনি কেশীবিনাশী কেশব। তিনি কিঙ্কিরা
 রাজ বালিকে মথিত করিয়া সুগ্রীবের অভিলষিত রাজ্য
 প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি নর বানর ও দেবতাদিগের দ্বারা
 পরিসেবিত এবং পবন নন্দন হনুমানের প্রিয়; তিনি শুক্র,
 তিনি সূক্ষ্ম, পরব্রহ্ম, শান্ত ও তারক ব্রহ্মরূপী। তিনি বাব-
 তীয় ভূতের আত্মা ও সমুদায় ভূতের অন্তর্গত এবং সমস্ত
 পদার্থের আধার ও সনাতন; তিনি চতুর্দিকস্থ বাবতীয় বস্তুর
 কারণ ও কর্তা তিনি নিদান ও প্রকৃতির পরম ব্রহ্ম অতএব
 তাঁহাকে নমস্কার করি। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬।

হে বিভো! আপনি নিরাশ্রয়, নিরাভাস, নিরবৎ, নিরঞ্জন,
 নিত্যানন্দ, নিরাকার, অদ্বৈত, তম ও পরমব্রহ্ম; আপনি
 পরাংপরতর, তত্ত্ব, সত্যানন্দ, চিদান্নক মনে ও শীর্ষদেশে
 নিরস্তর অবস্থান করিতেছেন অতএব আপনাকে নমস্কার
 করি। হে রঘুনান্দ! আপনি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত
 আছেন, আপনি সীতা সমস্থিত রামচন্দ্র, আপনি পুণ্ডরীকাক্ষ,
 অমেয় ও গুরুতংপর অতএব আপনাকে নমস্কার করি।
 আমি জ্যোতিষ্ক পদার্থপতি বাসুদেবকে নমস্কার করি—
 জগদানন্দরূপী রামচন্দ্রকে নমস্কার করি। আপনি যোগী
 ও ব্রহ্মবাদীদিগের বেদান্তনিষ্ঠ এবং জনসেবীদিগের নান্নাময়
 নিস্তারের জন্য উজ্জ্বল হইয়াছেন অতএব আপনাকে নমস্কার
 করি। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১।

প্রচণ্ড কোদণ্ড খণ্ডনকারী মনোহর বন্দনা করি। জ্ঞান-
 কীর হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন রঘুনান্দকে নমস্কার করি। সূকো-
 মল বিকচ কমল নয়ন নবদূর্বাদলশ্যাম প্রমদা মহেশপূর্ণকাম
 ও অশেষ গুণগ্রাম পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে নমস্কার করি;
 যোগাসনাসীন মুনীন্দ্র মানস-সর হংস সংসার বিধ্বংসকারী
 মহাদীপ্তি রঘুকুলজাত পুরুষোত্তম রঘুনান্দকে নমস্কার করি।
 এই সংসারোৎপত্তি-কারণ বেদবিদ্ জনের অগ্রেগণা, আদিভা-
 চন্দ্র সুপ্রভা সমস্থিত অনল সর্বাশ্রক সর্বজীবগত স্বরূপ রাম
 চন্দ্রকে অগ্রে নমস্কার করি। নিরঞ্জন, প্রতিম-বিহীন নিরীহ
 নিরাশ্রয়, নিষ্কল, মহামায়ী, নিত্য নিষ্ঠুর বিষয় শূন্য স্বরূপ

ভবোত্ত্বং বেদবিদ্যাং বরিত্ব-

মাদিত্য চন্দ্রানলসুপ্রভাবম্ ।

সর্বাত্মকং সর্বগতস্বরূপং

নমামিরামং তমসঃপরস্তাৎ ॥ ৫৪ ॥

নিরঞ্জনং নিষ্প্রতিমং নিরীহং

নিরাশ্রয়ং নিফলমপ্রপঞ্চম্ ।

নিত্যধ্বং নির্বিষয়স্বরূপং

নিরন্তরং রামমহং ভজামি ॥ ৫৫ ॥

ভবাক্রিপোতং ভরতাগ্রজন্তম্

ভক্তপ্রিয়ং ভানুকুলপ্রদীপম্ ।

ভূতত্ৰিনাথ ভুবনাধিপন্তম্

ভজামি রামং ভবরোগবৈদ্যম্ ॥ ৫৬ ॥

সর্বাধিপত্যং সমরাস্থধীরং

সত্যং চিদানন্দময়স্বরূপম্ ।

সত্যং শিবং শান্তিময়ং শরণ্যং

সনাতনং রামমহং ভজামি ॥ ৫৭ ॥

কার্যাক্রিয়াকারণমপ্রমেয়ং

কবিং পুরাণকমলায়তাকম্ ।

কুমারবেদ্যং করুণাময়ত্

কল্পদ্রুমং রামমহং ভজামি ॥ ৫৮ ॥

ত্রৈলোক্যনাথং সরসীরূহাকং

দয়ানিধিং দ্বন্দ্ববিনাশহেতুম্ ।

মহাবলং বেদনিধিং সুরেশং

সনাতনং রামমহং ভজামি ॥ ৫৯ ॥

বেদান্তবেদ্যং কবিমীশিতার-

মনাদিমধ্যান্তমচিহ্ন্যমাদ্যম্ ।

অগোচরং নিশ্চলমেकरূপং

নমামিরামং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬০ ॥

রামচন্দ্রকে অনুকূণ ভজনা করি । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ ।
। ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ ।

ভবজলধির ভরণী ভরতাগ্রজ সেই ভক্তপ্রিয় সূর্য্যবংশ
প্রদীপ রামচন্দ্রকে যাবতীর ভূতদিগের ত্রীপতি স্বর্গ, মর্ত্য ও
পাতাল ত্রিভুবনাধিপতি সেই ভবরোগ বৈদ্য ত্রীরামকে ভজনা
করি । সর্বাধিপতি সমরাস্থ ধীর সত্য, চিদানন্দময় স্বরূপ,
শিব, শান্তিময় শরণ্য সনাতন রামচন্দ্রকে ভজনা করি । হে
ভগবন্ ! আপনি কার্য ও ক্রিয়ার কারণ, অপ্রমেয়—কবি,
পুরাণ, কমলায়তাকি, কুমার বেদ্য করুণাময় সেই কল্পদ্রুম রাম
চন্দ্র অতএব আপনাকে ভজনা করি—আপনি ত্রৈলোক্যনাথ,
পঞ্চজনন, দয়ার সাগর দ্বন্দ্ব বিনাশ কারণ, মহাবল, বেদের

পারাবার, সুরেশ সনাতন রামচন্দ্রকে ভজনা করি ; আপনি
অপার ও সুখ স্বরূপ পরাৎপর রামচন্দ্র, অতএব আপনাকে
ভজনা করি ; আপনি তত্ত্ব স্বরূপ, পুরুষ পুরাণ-ও আপনি
স্বতেজ পরিপূরিত বিশ্ব ; আপনি রাজাদিগের রাজা ও সূর্য্য
মণ্ডল মধ্যে অবস্থিত, আপনি এই নিখিল জগতের ঈশ্বর রামচন্দ্র
অতএব আপনাকে ভজনা করি । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ ।
। ৬১ । ৬২ ।

চিদানন্দময় রঘুবংশপতি লোকাভিরাম মুকুন্দ ত্রীহরি রাম
চন্দ্রকে নমস্কার করি । হে রঘুবর ! আপনি বিদ্যাধিপতি
কবিদিগের শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনাকে প্রণাম করি । হে রাম !
আপনি যোগীদিগের শ্রেষ্ঠ ও সত্যসক—আপনাকে সকলে

অশেষবেদাঙ্কমাদিসত্তমজং
 হরিং বিষ্ণুমনস্তমাদ্যম্ ।
 অপারসম্বিৎসুখমেকরূপং
 পরাংপরং রামমহং ভজামি ॥৬১॥
 তত্ত্বস্বরূপং পুরুষং পুরাণং
 স্বতেজসা পূরিতবিশ্বমেকম্ ।
 রাজাধিরাজং রবিমণ্ডলম্
 বিশ্বেশ্বরং রামমহং ভজামি ॥৬২॥
 লোকাভিরামং রঘুবংশনাথং
 হরিশ্চিদানন্দময়ং মুকুন্দম্ ।
 অশেষবিদ্যাধিপতিং কবীন্দ্রং
 নমামিরামং তন্নমঃ পরস্তাৎ ॥৬৩॥
 বোগীন্দ্রসজ্জৈশ্চমুসেব্যমানং

নারায়ণং নির্মলমাদি দেবম্ ।
 নতোহস্মিনিত্যং জগদেকনাথ-
 মাদিত্যবর্ণং তন্নমঃ পরস্তাৎ ॥ ৬৪ ॥
 বিভূতিন্দবিশ্বসৃজং বিরামং
 রাজেন্দ্রমীশং রঘুবংশনাথম্ ।
 অচিন্ত্যমব্যক্তমনস্তমূর্ত্তিং
 জ্যোতির্জয়ং রামমহং ভজামি ॥ ৬৫ ॥
 অশেষসংসারবিহারহীন-
 মাদিত্যগং পূর্ণসুখাভিরামম্ ।
 সমস্তসাক্ষিং তন্নমঃ পরস্তাৎ
 নারায়ণং বিষ্ণুমহং ভজামি ॥ ৬৬ ॥
 মুনীন্দ্রগুহ্যং পরিপূর্ণকামং
 কলানিধিকুল্যবনাশহেতুম্ ।
 পরাংপরং যৎপরমং পবিত্রং
 নমামিরামং মহতোমহাস্তম্ ॥ ৬৭ ॥

ব্রহ্মাবিশুষ্ক রুদ্রশ্চ দেবেন্দ্রো দেবতাস্তুথা ।

আদিত্যাদিগ্রহাশ্চৈব ত্র্যম্বেবরঘুনন্দন ॥ ৬৮ ॥

সেবা করিয়া থাকে—আপনি নির্মল আদিদেব নারায়ণ ও
 জগতের একমাত্র পতি, অঙ্ককার আদিত্য রূপ ধারণ করিয়া-
 ছেন অতএব আপনাকে প্রতিদিন নমস্কার করি। আপনি
 বিভূতিপ্রদ অর্থাৎ অগ্নি, লব্ধি, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা
 ইশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসারিত্ব প্রদান করিয়া থাকেন ও বিশ্ব
 সংসার সৃজন করিয়াছেন, আপনি বিরাট—রাজাদিগের
 ইন্দ্র, রঘুবংশাধিপতি জগদীশ্বর—আপনি চিন্তাতীত বাক্যা-
 তীত জ্যোতির্জয়ঃ অনন্তমূর্ত্তি রায়চন্দ্র অতএব আপনাকে ভজনা
 করি। ৬১। ৬২। ৬৩।

আপনি এই অশেষ বিশ্ব সংসারের বিহার হীন আক্ৰিত্য
 ওক পূর্ণ সুখাভিয়ার যাবতীয় বস্তুর সাক্ষি দীপ্তিময় নারায়ণ
 বিষ্ণু অতএব আপনাকে ভজনা করি—মুনীন্দ্র গুহ্য পরিপূর্ণ
 কাম—আপনি চক্রে পাগবিনাশ কারণ পরাংপর পরব্রহ্ম পবিত্র ;
 মহান রামচন্দ্রকে নমস্কার করি, হে রঘুনন্দন ! আপনি ব্রহ্ম

বিষ্ণু ও মহেশ্বর—আপনি দেবতা ও দেবতাদিগের ইন্দ্র এবং
 আদিত্য ও গ্রহ, আপনি তাপশ, ঋষি, সিদ্ধ, সার্যা ও মকং—
 আপন বিপ্র বেদ ও যজ্ঞ এবং পুরাণ ও ধর্ম সংহিতা, যক্ষ,
 ব্রাহ্মস, ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি কাপালিক দিগ্গজাদিগের বর্ণা
 ত্রয় ধর্ম ও বর্ণ সমস্তই আপনি ; হে রঘুপুত্র ! আপনি সন-
 কাদি মুনিদিগের শ্রেষ্ঠ আপনি অক্ষবসু—আপনি ত্রিকাল
 ও একাদশ কল্প । হে রঘুনন্দন ! আপনি তারকা ও দশক—
 সপ্তদ্বীপ ও সমুদ্র—নগর নদ ও ক্রম ; হে রঘুনারক আপনি
 স্বাক্ষর ও জগদ্র আপনি দানব িগের অবকারী ; হে রঘুবল্লভ !

তাপসাবধরঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ মরুতস্তথা ।

বিপ্রা বেদাস্তথাঃ যজ্ঞাঃ পুরাণং ধর্মাসংহিতা ॥ ৬৯ ॥

বর্ণাশ্রমাস্তথাধর্ম্য বর্ণধর্ম্যাস্তথৈবচ ।

গন্ধরাক্ষস গন্ধর্বাদিক্ পলাদিগগজাদিভিঃ ॥ ৭০ ॥

সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠাস্ত্রমেব রঘুপুঙ্গব ।

বসবোহর্কৌত্রয়ঃকালারুদ্রা একাদশম্বৃতাঃ ॥ ৭১ ॥

তারকাদশদিক্ চৈবত্রমেব রঘুনন্দন ।

সপ্তদ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ নগানদ্যস্তথাক্রমাঃ ॥ ৭২ ॥

স্বাবরা জঙ্গমাস্চৈব ত্রমেব রঘুনাথক ।

দেবতির্যঙ্মনুষ্যাণাং দানবানাং তথৈবচ ॥ ৭৩ ॥

মাতা পিতা তথা ভ্রাতা ত্রমেব রঘুবল্লভ ।

সর্বেষাং ত্বং পরং ব্রহ্ম ত্রয়ং সর্বমেবহি ॥ ৭৪ ॥

ত্বমকরং পরং জ্যোতিস্ত্রমেব পুরুষোত্তম ।

ত্বমেব তারকং ব্রহ্মত্বতোহন্যমৈবকিঞ্চন ॥ ৭৫ ॥

শান্তং সর্বগতং সূক্ষ্মং পরং ব্রহ্মসনাতনম্ ।

রাজীবলোচনং রামং প্রণমামি জগৎপতিম্ ॥ ৭৬ ॥

বাস উবাচ ।

ততঃ প্রসন্নঃ শ্রীরামঃ প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবম্ ।

তুষ্টোহস্মি মুনিশাদূল ব্ৰণীষবরমুত্তমম্ ॥ ৭৭ ॥

আপনি মাতা পিতা ও ভ্রাতা—আপনি সমস্তই পরম ব্রহ্ম ও

তন্ময় । ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ ।

হে পুরুষোত্তম! আপনি অক্ষর ও পরম, আপনি জ্যোতি-
স্বরূপ, আপনি ভারকব্রহ্ম, আপনার অন্য কোনরূপ তত্ত্ব নাই;
আপনি শান্ত, সকল বস্তুর অন্তর্গত ও সূক্ষ্ম; আপনি পরম
ব্রহ্ম সনাতন ও রাজীবলোচন রামচন্দ্র এবং জগতের পতি,
অতএব আপনাকে প্রণিপাত করি । ৭৫ । ৭৬ ।

১১১

নারদ উবাচ ।

যদি তুষ্টোহসি সর্বজ্ঞ শ্রীরাম করুণানিধে ।

ত্বমুত্তীর্ণদর্শনে নৈব কৃতার্থোহহং চ সর্বদা ॥ ৭৮ ॥

ধন্যোহহং কৃতকৃত্যোহহং পুণ্যোহহং পুরুষোত্তম ।

অদ্য মে সফলং জন্মজীবিতং সফলঞ্চমে ॥ ৭৯ ॥

অদ্য মে সফলং জ্ঞানমদ্য মে সফলস্তপঃ ।

অদ্য মে সফলং কর্ম ত্বৎপাদান্তোজ দর্শনাৎ ।

অদ্য মে সফলং সর্বমুত্তমামস্মরণং তথা ॥ ৮০ ॥

ত্বৎ পাদান্তোরুহদ্বন্দ্বসন্তুক্রিং দেহি রাঘব ।

ততঃ পরমসম্প্রীতঃ স রামঃ প্রাহ নারদম্ ॥ ৮১ ॥

বাস কহিলেন! অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার স্তবশ্রবণে
সান্তিশর পরিতুষ্ট হইয়া মুনিপুঙ্গবকে বলিলেন, হে মুনিশাদূল!
আমি তোমার স্তব আকর্ষণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হই-
রাছি অতএব এক্ষণে উত্তম বরপ্রার্থনা কর । ৭৭ ।

নারদ কহিলেন । হে সর্বজ্ঞ, করুণাময় শ্রীরামচন্দ্র! যদিও
আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন বটে, কিন্তু অদ্য আপ-
নার মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আমি কৃতকৃত্য হইলাম; হে
পুরুষোত্তম, আমি ধন্ত হইলাম, কৃতকৃত্য হইলাম—আমি পুণ্য-
শীল, অদ্য আমার জন্ম ও জীবন সফল হইল; আপনার পাদ-
পদ্ম দর্শন হেতু অদ্য আমার জ্ঞান সার্থক হইল, তপস্তা সফল
হইল, আমার যাবতীর কার্য্য সফল প্রসব করিল, অধিকন্তু
আপনার নাম স্মরণ করিয়া অদ্য আমার সমস্তই সফল
হইল, অতএব হে রাঘব! আপনার পাদপদ্মরূপ তরণীতে
যাহাতে আমার দূঢ়া ভক্তি থাকে, তাহাই প্রদান করুন ।
অনন্তর রামচন্দ্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া নারদকে কহিলেন । ৭৮ ।

৭৯ । ৮০ । ৮১ ।

শ্রীরাম উবাচ।

মুনিবর্ষমহাভাগ মুনেচ্ছিকং দদামি তে।

যত্নয়া চেপ্সিতং সর্বং মনসা তন্তুবিধ্যতি ॥ ৮২ ॥

নারদ উবাচ।

বরং নযাচে রঘুনাথ যুস্মৎ-

পাদাভ্যুভক্তিঃ সততং মমাস্তু।

ইদং প্রিয়ং নাথবরং প্রযাচে

পুনঃ পুনস্ত্বামিদমেব যাচে ॥ ৮৩ ॥

ব্রাস উবাচ।

ইত্যেবমীড়িতো রামো প্রাদান্তৈশ্বরাস্তরম্।

বিররাম মহাতেজাঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ॥ ৮৪ ॥

অষ্টৈতমমলং জ্ঞানং ত্বমামস্মরণং তথা।

অন্তর্ধায় জগন্নাথঃ পুরতন্তুশ্চরাঘবঃ ॥ ৮৫ ॥

শ্রীরাম বলিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ নারদ! আমি তোমাকে ঠেগাই প্রদান করিলাম। অধিকতর তুমি মনে বাহ্য অভিলাষ করিবে তোমার তাহাই সফল হইবে। ৮২।

নারদ কহিলেন। হে রঘুনাথ! আমি আপনাব নিকট অদ্য কোনরূপ বর যাচঞা করি না, কেবল আপনার শ্রীপাদ-কমলে যেন আমার ভক্তি থাকে এই মাত্র প্রিয়বর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করি। ৮৩।

ব্রাস কহিলেন—নারদকর্তৃক এইরূপ স্তুত হইলে সচ্চিদানন্দ অমিততেজা রামচন্দ্র তাঁহাকে অপর একটা বরদান করিলেন যে, অষ্টৈত অমলজ্ঞান এবং ত্বমাম স্মরণ থাকিবে—অনন্তর তাঁহার সম্মুখেই জগন্নাথ অন্তর্হিত হইলেন।—রঘুনাথ রামচন্দ্রের এই অমূল্য সর্বসৌভাগ্য সম্পত্তি ও মুক্তিপ্রদ এবং স্তুতময় সুবরাজ ব্রহ্মার পুত্রদ্বারা বেদের সারাংশ হইতে হে দেব! আপনাব অতিগূঢ় স্নেহ বশতঃ প্রকীর্ণিত হইয়াছে। যিনি ত্রিসন্ধ্যা ও ব্রহ্মাবানু হইয়া এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করেন

ইতি শ্রীরঘুনাথস্যস্ত বরাজমনুস্তমম্।

সর্বসৌভাগ্যসম্পত্তি দায়কঙ্কান্তিদং শুভম্ ॥ ৮৬ ॥

কথিতং ব্রহ্মপুত্রেন বেদানাং সারমুস্তমম্।

শুভাদগুহ্যতমং দিব্যং তবস্নেহাৎপ্রকীর্ণিতম্ ॥ ৮৭ ॥

যঃ পঠেচ্ছ গুরাদ্যপি ত্রিসন্ধ্যাং শ্রদ্ধয়াষিতঃ।

ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি তৎসমানি বহুনি চ ॥ ৮৮ ॥

স্বর্ণস্তেয়ী স্তরাপানী গুরুতল্লাঘুতানি চ।

গোবখাদ্যুপপাপানি অনৃতাৎসমুদানি চ ॥ ৮৯ ॥

সর্বৈঃ প্রমুচাতে পাটৈঃ কল্লাঘুতশতোদ্রবৈঃ।

মানসস্বাচিকং পাপং কৰ্ম্মণামমুপার্জিতম্ ॥ ৯০ ॥

শ্রীরামস্মরণেনৈব তৎক্ষণাৎশুচিতি প্রবম্।

ইদং সত্যমিদং সত্যং সত্যমেতদিহোচ্যতে ॥ ৯১ ॥

রামং সত্যং পরংব্রহ্ম রামাস্তিক চিন্মবিদ্যতে।

তস্মাদ্রামস্বরূপোহয়ং সত্যং সত্যমিদং জগৎ ॥ ৯২ ॥

শ্রীরামচন্দ্ররঘুপুত্রবরাজবর্ষা-

রাজেন্দ্র রামরঘুনাথক রাঘবেশ।

রাজাধিরাজ রঘুনন্দন রামচন্দ্র

দাসোহহ মদ্য ভবতঃ শরণাগতোহস্মি ॥ ৯৩ ॥

তিনি ব্রহ্মহত্যা এবং গোবখ জনিত পাপ হইতে অথবা মনোগত হউক, বাচনিক হউক, কিবা অপর কৰ্ম্ম সমুদ্র পাপ হউক, যাবতীয় পাপ হইতে নিকৃতি লাভ করেন; এবং শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিলে সমুদ্র কলস তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্তি হয়, ইহা সর্বথা সত্য তাহার সংশয় নাই। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২।

রামচন্দ্র সত্য ও পরমব্রহ্ম, তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেই জন্ত সমুদ্রই রামস্বরূপ স্তুতরাং জগৎ সত্য। শ্রীরামচন্দ্র রঘুবংশজাত রাজাদিগের শ্রেষ্ঠ রঘুনামক রাঘব জগদীশ্বর,

বৈদেহী সহিতঃ সুরজন্ম-

তলেহৈমে মহামণ্ডপে মধ্যে

পুষ্পকমাসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্ ।

অগ্রেবাচযতিপ্রভং জনস্তুতং তত্ত্বং

মুনৌল্লেখ্যঃপরং ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ

পরিবৃতং রামং ভজেশ্যামলম্ ॥ ৯৪ ॥

রামং রত্নকিরীটকুণ্ডলযুতং কেশুরহারাবিহিতং

সীতালঙ্কৃতবামভাগমূলং সিংহাসনস্থং বিভূম্

সুগ্রীবাদি হরীশ্বরৈঃ সুরগণৈঃ সংসেব্যমানং সদা

বিশ্বামিত্রপরাশরাদিমুনিভিঃ সংস্তুয়মানং প্রভূম্ ॥ ৯৫ ॥

সকল গুণনিধানং যোগিভিঃস্তুয়মানং

ভূজবিজিতসমানং রাক্ষসেন্দ্রাদিমানম্ ।

মহিতনৃপভয়ানং সীতয়াশোভমানং

স্বতহৃদয়বিমানং ব্রহ্মরামাভিধানম্ ॥ ৯৬ ॥

রঘুবর তবমূর্তিস্মারকে মানসাজে

নরকগতিহরং তেনামধেয়ং মুখে মে ।

অনিশমতুলভক্ত্যামস্তকং হৃৎপদাজে-

ভবজলনিধিমগ্নং রক্ষমামার্তবন্ধো ॥ ৯৭ ॥

রামরত্নমহং বন্দে চিত্রকূটপতিং হরিম্ ।

কৌশল্যাভক্তিসম্ভূতং জানকীকণ্ঠভরণম্ ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীসনৎকুমারসংহিতায়াং নারদোক্তং শ্রীরাম-

চন্দ্রস্ববরাজস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

তিনি রাজাদিগের রাজা রঘুনন্দন, আমি তাঁহার কিঙ্কর অতএব আমি স্মরণাপন্ন হইলাম । ৯৩ ।

সুরভক্ত (কম্পতরু) মূলস্থিত হিরণ্যর মহামণ্ডপ মধ্যে কুম্ভ ও মণিময় বীরাসনোপবিষ্ট রামচন্দ্রকে এবং যতিপ্রভ জনস্তুত তত্ত্বযোগিজন কথিত ভরত প্রভৃতি ব্রাহ্ম চতুষ্টয় পরিবৃত নবদূর্বাদলশ্যাম রঘুনাথকে ভজনা করি । কিরীটি ও কুণ্ডলযুত এবং কেশুরহার সমন্বিত বামপার্শ্বোপবিষ্টাসীতা-লঙ্কৃত সুবিমল সিংহাসনোপবিষ্ট বিভূ রামচন্দ্রকে—আর যিনি সুগ্রীবাদি বানর শ্রেষ্ঠ ও দেবগণদ্বারা নিরন্তর পরিসেব্যমান হইয়া থাকেন—যিনি বিশ্বামিত্র ও পরাশর প্রভৃতি মুনিদিগের স্তুয়মান হইয়া থাকেন আমি সেই প্রভুকে বন্দনা করি—

সকল গুণ নিধান যোগিগণ সংস্তুয়মান, দশানন প্রভৃতি রাক্ষ-সেবর বিজিত ভূজদণ্ড সমন্বিত রাজগণপূজিত জনক হৃদিতা শোভমান স্বতহৃদয়বিমান রামাভিধান রঘুনাথকে বন্দনা করি । হে রঘুবর ! আমার মানসাজ মধ্যে আপনার মূর্তি চিন্তা করি ; আপনি নরকগতি হরণ করেন, আমি সংসার-র্গবে নিমগ্ন হইয়া আছি, অতএব অতুল ভক্তি সহকারে আপনার শ্রীচরণাবিন্দে আমার মস্তক প্রণত করি—আমাকে রক্ষা করুন ; কৌশল্যাভক্তিসম্ভূত জানকী কণ্ঠভরণ চিত্রকূট-পতি রামরত্ন শ্রীহরিকে বন্দনা করি । ৯৪ । ৯৫ । ৯৬ । ৯৭ । ৯৮ ।

ইতি শ্রীসনৎকুমার সংহিতা নারদোক্ত শ্রীরামচন্দ্রের

স্তব সম্পূর্ণ হইল ।

অথ সংক্ষিপ্তমূলরামায়ণপ্রারম্ভঃ ।

তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বীবাগ্‌বিদ্যাস্বরম্ ।
 নারদং পরিপ্রচ্ছ বাণ্মীকিমুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১ ॥
 কোষস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্‌কশ্চবীৰ্য্যবান্ ।
 ধৰ্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যোদৃঢ়ব্রতঃ ॥ ২ ॥
 চারিত্ৰেণচ কো যুক্তঃসৰ্ব্বভূতেষু কোহিতঃ ।
 বিদ্বান্‌কঃ কঃসমর্থশ্চ কশ্চৈকঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩ ॥
 আত্মবান্‌ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্‌কো নসূরকঃ ।
 কশ্চবিভ্যাতিদেবাশ্চ জাতরোষশ্চ সংযুগে ॥ ৪ ॥
 এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কোভূহলং হি মে ।
 মহর্ষেভ্যঃ সমর্থোহস্মি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্ ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্তমূল রামায়ণ ।

একদা বাণ্মীকি তপঃস্বাধ্যায় নিরত তপস্বী বাগ্‌বিদ্যাস্বর
 মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদকে কহিলেন, হে মুনে! সম্প্রতি এই
 জগতে গুণবান্‌ বীৰ্য্যবান্‌, ধৰ্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্‌ ও দৃঢ়ব্রত
 কোন্‌ ব্যক্তি আছে—ধৰ্ম্মাচরণযুক্ত ও সৰ্ব্বজীবের হিতকারী
 বিদ্বান্‌ই বা কে, কেই বা প্রিয়দর্শন, ইহ জগতে কোন্‌
 ব্যক্তি আত্মবান্‌ ও সমর ক্ষেত্রে ক্রোধকে পরাজয় করিয়াছেন।
 আমি সমুদয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কারণ ঐ সমস্ত
 শুনিতে আমার বার পর নাই কোভূহল জন্মিয়াছে, হে মহর্ষে!
 আপনি এবিধ মনুষ্যের বিষয় আমাকে অবগত করাইতে
 সক্ষম। ১।২।৩।৪।৫।

ঐহ্যচৈতত্রিলোকজ্ঞোবাণ্মীকেনারদোবচঃ ।
 শ্রয়তামিতি চামন্ত্যপ্রচ্ছকৌ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥
 বহুবো দুর্লভাশ্চৈব যে ভূয়া কীর্তিতাশুণাঃ ।
 মূনেবক্ষ্যাম্যহং বুধ্বাৰ্ত্তৈযুক্তঃ শ্রয়তাং নরঃ ॥ ৭ ॥
 ইক্ষাকুবংশজ্ঞভবো রামোনামজনৈঃশ্রুতঃ ।
 নিয়তাত্মা মহাবীর্য্যোদ্যুতিমান্‌ধৃতিমান্‌শী ॥ ৮ ॥
 বুদ্ধিমান্নীতিমান্‌বাগ্মী ক্রীমাংচ্ছত্রনিবহঁণঃ ।
 বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কশ্মুগ্রীবো মহাহনুঃ ॥ ৯ ॥
 মহোরস্কো মহেশ্বাসো গূঢ়জত্ররিন্দমঃ ।
 আজানুবাহুঃ হুশিরাঃ হুললাটঃসুবিক্রমঃ ॥ ১০ ॥

ত্রিলোকজ্ঞ দেবর্ষি নারদ বাণ্মীকির এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ
 করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্বক পরম সন্তোষ প্রদবাক্যে
 বলিলেন, হে মুনে! তবে শ্রবণ কর। তুমি যে সমস্ত গুণের
 বিষয় কীর্তন করিয়াছ তৎসমুদায় মনুষ্যে সংশ্লিষ্ট থাকে অতি
 দুর্লভ। কিন্তু, হে মুনে! যে মনুষ্য ঐ সমস্ত গুণে ভূষিত আছেন,
 আমি তাঁহারই বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর—লোকপ্রযুখ্য
 শুনিয়াছি ইক্ষাকুবংশোদ্ভব শ্রীরামচন্দ্র সংযুতাত্মা, মহাবীর
 দ্যুতিমান্‌ ও ধৃতিমান্‌। তিনি বুদ্ধিমান্‌, নীতিমান্‌, বাগ্মী,
 ক্রীমান্‌, শত্রু বিনাশক। তিনি পৃথিবীর অঙ্গভূত ও মহা-
 বাহু; তাঁহার গ্রীবো শঙ্খের স্থায়, গাওহুলোপরিভাগ প্রশস্ত;
 তিনি মহোরস্ক মহাধনুধর, গূঢ় জত্র, ও অরিন্দম, তাঁহার
 বাহু জাহ্নবদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান, শীর্ষদেশ উত্তম, ললাটপ্রশস্ত
 ও মহাবিক্রমশালী; তাঁহার অঙ্গ সমুদয় সমভাগে বিভক্ত,

সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্ ।
 পৌনবক্ষা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবাঙ্গু ভলক্ষণঃ ॥ ১১ ॥
 ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাক্ষহিতেরতঃ ।
 বশস্বীজ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্কশ্যঃ সমাধিমান্ ॥ ১২ ॥
 প্রজাপতি সমঃ শ্রীমাস্কাতারিপুনিসূদনঃ ।
 রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা ॥ ১৩ ॥
 রক্ষিতাস্থ্য ধর্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা ।
 বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ ॥ ১৪ ॥
 সর্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্ ।
 সর্বলোক প্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ ॥ ১৫ ॥
 সর্বদাহতিগতঃ সন্তিঃ সমুদ্রে ইব সিন্ধুভিঃ ।
 আর্ধ্যঃ সর্বসমশ্চৈব সর্দৈব প্রিয়দর্শনঃ ॥ ১৬ ॥
 স চ সর্বগুণোপেতঃ কোশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ ।
 সমুদ্রে ইব গান্ধার্যো ধৈর্যেণহিমবানিব ॥ ১৭ ॥

বর্ণস্নিগ্ধকর, প্রতাপ অসীম, বক্ষঃদেশ উন্নত, নয়ন বিশাল ;
 লক্ষ্মী দেবীপামান্ ও লক্ষণ শুভময় । ১১ । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ ।

তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ ও প্রজা সমূহের হিতের জ্ঞান নিরন্তর
 নিরন্তর, তিনি বশস্বী, জ্ঞানসম্পন্ন, শুচি ও সমাধিমান্ । তিনি
 প্রজাপতির সদৃশ শ্রীমান্, বিধাতা ও অরিনিসূদন ; তিনি জীব-
 লোককে রক্ষা করেন এবং ধর্ম ও পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন, এমন
 কি আপনার ধর্ম যেভাবে রক্ষা করেন, স্বজন সমূহের ধর্মও
 সেই ভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন । তিনি যেমন বেদ বেদাঙ্গদর্শী
 তদ্রূপ ধনুর্বেদেও নিষ্ঠিত । তিনি সর্ব শাস্ত্রের অর্থতত্ত্বজ্ঞ,
 স্মৃতিমান্, ও অসাধারণ বুদ্ধিশালী ; সর্বলোকের প্রিয় ও সাধু
 এবং অদীনাত্মা ও বিচক্ষণ । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ ।

সিন্ধুর সহিত যেমন সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে, তিনিও তদ্রূপ
 সাধু ব্যক্তির সহিত সর্বদা পতিবিধি করিয়া থাকেন, এবং যাবতীর
 আর্ধ্যকে সমান ভাবে সর্বদা দর্শন করেন । তিনি তাঁহাদিগের
 প্রিয় দর্শন, সমস্ত সদ গুণে বিভূষিত, কোশল্যার আনন্দ বর্দ্ধন,

১১২

বিষ্ণুনাঙ্গদৃশোবীর্য্যে সৌমবৎপ্রিয়দর্শনঃ ।
 কালাগ্নিসদৃশঃক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥ ১৮ ॥
 ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম্যইবাপরঃ ।
 তমেবং গুণসম্পন্নঃ রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ১৯ ॥
 জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথাত্মজম্ ।
 প্রকৃতীনাং হিতৈর্যুক্তং প্রকৃতি প্রিয়কাম্যয়া ॥ ২০ ॥
 যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যামহীপতিঃ ।
 তস্তাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাহথ কৈকেয়ী ॥ ২১ ॥
 পূর্বং দত্তবরাদেবী বরমেনমবাচত ।
 বিবাসনঞ্চ রামস্য ভরতস্তাভিষেকনম্ ॥ ২২ ॥
 স সত্যবচনাদ্রাজা ধর্ম্যপাশেন সংযুতঃ ।
 বিবাসয়ামাসস্ততং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্ ॥ ২৩ ॥
 স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ।
 পিতুর্বচননির্দেশাৎ কৈকেয়াঃ প্রিয়কারণাৎ ॥ ২৪ ॥

সমুদ্রের জায় গান্ধার্য এবং পর্বতের মত অটল । তিনি বীর্য্যে
 বিষ্ণুর সদৃশ, সুর্য্য বর্ষণে চন্দ্রের সদৃশ, ক্রোধে কালাগ্নির তুল্য এবং
 ভীতীকায় পৃথিবীর মত ছিলেন । তিনি স্বভৃত্যাগ বিষয়ে
 ধনদেবের মত ও সত্যে ধর্মের তুল্য ছিলেন । সত্যপরাক্রম
 রামচন্দ্রই এই সমস্ত গুণসংযুক্ত ছিলেন । প্রকৃতির প্রিয়কামনা
 হেতু মহারাজ দশরথের প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামই সর্ব শ্রেষ্ঠ গুণে
 অলঙ্কৃত ছিলেন । ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ ।

মহারাজ প্রীত হইয়া রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত
 করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং তাঁহার অভিষেক দ্রব্যাদি আরো-
 জিত হইতে দেখিয়া, রাজমহিষী কৈকেয়ী মহারাজের নিকট
 পূর্বাঙ্গীকৃত বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন—এক বরে, শ্রীরামের বন-
 বাস ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক । রাজা সত্যরূপ ধর্ম-
 পাশে আবদ্ধ থাকায় প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে বনে নির্বাসন করিলেন ।
 মহাবীর রামচন্দ্র পিতার আদেশ ও কৈকেয়ীর প্রিয়কারণ হেতু

তং ব্রজন্তং প্রিয়োভ্রাতা লক্ষ্মণোন্মুজগামহ ॥
 স্নেহাদ্বিময়সম্পন্নঃ স্মিত্ত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ২৫ ॥
 ভ্রাতরং দয়িতোভ্রাতুঃ সৌভ্রাত্রম্নুদর্শয়ন্ ।
 রামস্ত দয়িতোভ্রাতুঃ স্মিত্ত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ২৬ ॥
 জনকস্ত কুলেজাতা দেবমায়ৈব নির্মিতা ।
 সর্বলক্ষণসম্পন্না নারীগামুত্তমাবধুঃ ॥ ২৭ ॥
 সীতাপ্যনুগতারাং শশিনং রোহিণী যথা ।
 পৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ ॥ ২৮ ॥
 শৃঙ্গবেরপুরে সূতং গঙ্গাকূলে ব্যসর্জয়ৎ ।
 গুহ্যমাদ্য ধর্ম্মাত্মা নিষাদাধিপতিং প্রিয়ম্ ॥ ২৯ ॥
 গুহেন সহিতো রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ।
 তে বনেন বনং গতা নদীস্তীর্ণা বহুদকাঃ ॥ ৩০ ॥
 চিত্রকূটম্নুপ্রাপ্য ভরদ্বাজস্ত শাসনাং ।
 রম্যমাবলম্বং কৃণু রমমাণা বনে ত্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥

বনে প্রস্থান করিলেন। বিনয়সম্পন্ন স্মিত্ত্রানন্দবর্দ্ধন রামানুজ লক্ষ্মণ প্রিয় ভ্রাতাকে বনগমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রণয়িনী জনকবংশোদ্ভবা দেবমায় নির্মিতা, সর্বলক্ষণ সম্পন্না, নারীশ্রেষ্ঠা জানকী লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র সন্দর্শন করিয়া, রোহিণী যেমন নিশাকরের অনুগামিনী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীরামের পশ্চাৎগামিনী হইলেন এবং পূর্ববাসীরা ও তাঁহার পিতা দশরথও কিয়দূর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া গুহকে প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাতীরস্থ শৃঙ্গবেরপুরে প্রিয় পুত্রকে পরিচ্যাগ করিলেন । ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

রামচন্দ্র গুহ, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বহুবন তীর্থ ও জনা-
 শয় অভিক্রম করিয়া পরিশেষে ভরদ্বাজ নির্দিষ্ট চিত্রকূট পার্বতে
 উপস্থিত হইয়া, সুরম্য আবাস নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস

দেবগন্ধর্বসঙ্কাশা স্তত্র তে ন্যবসন্মুখম্ ।
 চিত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকাতুরস্তদা ॥ ৩২ ॥
 রাজা দশরথঃ স্বর্গং জগাম বিলপন্মুতম্ ।
 যুতে ভু তস্মিন্ ভরতো বশিষ্ঠপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ৩৩ ॥
 নিযুজ্যমানো রাজ্যায়
 নৈচ্ছদ্রাজ্যং মহাবলঃ
 স জগাম বনং বীরো
 রামপাদপ্রসাদকৃঃ ॥ ৩৪ ॥
 গম্যতুস্মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্ ।
 অযাচদভ্রাতরং রামমার্জ্জনাং পুরস্কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥
 যমেব রাজা ধর্ম্মজ্ঞ ইতি রামং বচোহব্রবীৎ ।
 রামোহপি পরমোদারঃ স্মৃথঃ স্মমহাযশাঃ ॥ ৩৬ ॥
 নচৈচ্ছৎ পিতুরাদেশাদ্রাজ্যং রামো মহাবলঃ ।
 পাতুকেচাস্য রাজ্যায়ন্যাসং দত্তা পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

করিতে লাগিলেন। দেবতা গন্ধর্ব সঙ্কাশ প্রভৃতি চিত্রকূট পার্বতে পরম সুখে বাস করিতেন। রামচন্দ্র চিত্রকূট শিখরে প্রস্থান করিলে পর, রাজা দশরথ পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া ভীষ্ম পরিহার পূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্ম-
 ণেরা ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলে, তিনি রাজ্যাভোগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া জ্যোষ্ঠের পদ প্রসাদের জন্য বনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪।
 ভরত সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট উপনীত হইয়া অগ্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে তাত! আপনিই রাজা ও ধর্ম্মজ্ঞ। রামচন্দ্রও যার পর নাই উদার চরিত্র, মিষ্টভাষী ও মহাযশা; এক্ষণে পিতার আদেশক্রমে বনগমন করিয়াছেন, সুতরাং পুনর্বার রাজ্যাভোগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। পরে ভরতের যত্নক্রমে পূর্বক আপনার পাতুকা প্রদান করিয়া

নিবর্তয়ামাস ততো ভরতং ভরতাগ্রজঃ ।

স তু কামমবাপৌব রামপাদাবুপস্পৃশন্ ॥ ৮ ॥

নন্দি গ্রামেহকরোদ্ভাজ্যং রামাগমনকাজ্জক্য ।

গতেতু ভরতে শ্রীমান্‌সত্যসঙ্কোজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

রামস্তু পুনরালক্ষ্য নাগরস্ত জনস্য চ ।

তত্রাগমনেনাকাশো দণ্ডকান্‌ প্রবিবেশহ ॥ ৪০ ॥

প্রবিশ্য তু মহাহরণ্যং রামো রাজীবলোচনঃ ।

বিরাধং রাক্ষসং হৃদা শরভঙ্গং দদর্শহ ॥ ৪১ ॥

সুতীক্ষ্ণাধ্যাক্ষ্য অগস্ত্যভ্রাতরং তথা ।

অগস্ত্যবচনোচ্চৈব জগ্রাহৈন্দ্রশরাসনম্ ॥ ৪২ ॥

খড়্গাঞ্চ পরমং প্রীতস্তু গীচাক্ষরসায়কৌ ।

বসতস্তস্য রামস্য বনে বনচরৈঃ সহ ॥ ৪৩ ॥

ঋষয়োভাগমন্তসর্বৈ বধায়ামুররক্ষসাম্ ।

স তেষাং প্রতিশুশ্রাব রাক্ষসানাং তথা বনে ॥ ৪৪ ॥

ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র ভরতকে নিবৃত্ত করিলেন এবং সত্যসঙ্ক, জিতেন্দ্রিয় রামানুজ শ্রীমান্‌ ভরতও অগ্রজের পাদস্পর্শ করিয়া নন্দিগ্রামে অবস্থান পূর্বক শ্রীরামের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিয়া তথায় রাষ্ট্রাভোগ করিতে লাগিলেন । শ্রীরাম পুনর্বার নাগরিক লোকদিগকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া, চিত্রকূট পরিত্যাগ পূর্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ।

রাজীবলোচন রাঘব দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াই বিরাঘ নামক রাক্ষসকে বিনাশ পূর্বক শরভঙ্গকে দর্শন করিলেন । অনন্তর তিনি সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া, অগস্ত্যের ষাণ্ড্যাস্ত্রের ইন্দ্রশরাসন গ্রহণ করিলেন ; এবং অপর খড়্গ, অক্ষয়ভূমীর ও সায়কগ্রহণ পূর্বক বনচরদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন । অনন্তর ঋষিরা রাক্ষস-সুরদিগকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন ।

প্রতিজ্ঞাতশ্চ রামেণ বধঃসংযতিরক্ষসাম্ !

ঋষীগামগ্রিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ॥ ৪৫ ॥

তেন তত্রৈব বসতা জনস্থাননিবাসিনী ।

নিরূপিতা শূর্ণগথা রাক্ষসীকামরূপিণী ॥ ৪৬ ॥

ততঃ শূর্ণগথাব্যাহুহুস্তান্তসর্বরাক্ষসান্ ।

ধ্বং ত্রিশিরসকৈব দুষণকৈব রাক্ষসম্ ॥ ৪৭ ॥

নিজঘান রণে রামস্তেষাকৈব পদানুগাম্ ।

বনে তস্মিন্‌নিবসতা জনস্থাননিবাসিনাম্ ॥ ৪৮ ॥

রক্ষসাং নিহতান্যাস্তসহস্রাণি চতুর্দশ ।

ততো জ্ঞাতিবধং শ্রবণং ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ৪৯ ॥

সহায়ং বরয়ামাস মারীচং নামরাক্ষসম্ ।

বার্যমাণঃ সুবহুশো মারীচেন স রাবণঃ ॥ ৫০ ॥

ন বিরোধো বলবতাক্ষমো রাবণ তেন তে ।

অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥ ৫১ ॥

তিনিও তাঁহাদিগের মুখে তত্রত্য রাক্ষস সমূহের কথা শ্রবণ করিয়া, দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্রিকল্প ঋষিদিগের সমক্ষে রাক্ষস বধের প্রতিজ্ঞা করিলেন । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ ।

পরে তিনি জনস্থান নিবাসিনী কামরূপা শূর্ণগথানামী রাক্ষসীকে লক্ষ্য করিলেন ; অনন্তর শূর্ণগথার ব্যাক্যোত্তোজিত হইয়া ধ্বং, দুষণ এবং ত্রিশিরা শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধমানসে আগমন করিলে, তিনি তাহাদিগকে অহুচরণ সমেত সংগ্রামে নিহত করিলেন । সেই জন-স্থান নিবাসী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এবং জ্ঞাতি বধ শ্রবণ করিয়া মহাহুস্তান্ত রাবণ ক্রোধে মুচ্ছিত হইল । অনন্তর লক্ষ্মীপতি মারীচনামক রাক্ষসকে বরপ্রদান পূর্বক তাহার সহায়তা করিতে অন্তিম প্রকাশ করিল । মারীচ কহিল—হে রাবণ ! বলবানের সহিত বিরোধ করা কোনমতে উচিত নহে । কিন্তু মহাকাল প্রেরিত রাবণ তাহার বাক্য অনাদর করিয়া তৎসহ

জগাম সহ মারীচস্তস্যাপ্রম পদং তদা ।
 তেন মায়াবিনা দূরমপবাহনৃপাত্মজৌ ॥ ৫২ ॥
 জহার ভার্যাং রামস্য গৃধ্রং হৃদা জটায়ুসং ।
 গৃধ্রং চ নিহতং দৃষ্ট্বা হতাং ক্রুশা চ মৈথিলীং ।
 রাঘবঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ।
 ততস্তেনৈব শোকেন গৃধ্রং দদ্ধা জটায়ুসং ॥ ৫৪ ॥
 মার্গমাণো বনে সীতাং রাক্ষসং সন্দর্শহ ।
 কবন্ধং নামরূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনমং ॥ ৫৫ ॥
 তং নিহত্যা মহাবাহু দর্দাহ স্বর্গতশ্চ সং ।
 স চাস্য কথয়ামাস শবরীং ধর্মচারিণীমং ॥ ৫৬ ॥
 শ্রমণীং ধর্মনিপুণামভিগচ্ছতি রাঘবমং ।
 সোহভিগচ্ছন্নহাতেজাঃ শবরীং শত্রুহৃদনং ॥ ৫৭ ॥
 শবরী পূজিতঃ সম্যগ্রামো দশরথাত্মজঃ ।
 পম্পাতীরে হনুমতা সঙ্গতো বানরেণহ ॥ ৫৮ ॥

সেইআশ্রমপদে উপনীত হইল। অনন্তর মারীচ রাক্ষসের
 স্বরূপে মায়াধারা দ্বারা আনয়ন করিলে রাঘব রামচন্দ্রের পত্নী
 সীতাকে হরণ করিল, ও পশ্চিমধ্যে গৃধ্ররাজ জটায়ুকে নিহত
 করিয়াছিল। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২।

শ্রীরামচন্দ্র গৃধ্ররাজ বিনষ্ট এবং মৈথিলী অপহৃত হইয়াছে
 শ্রবণ করিয়া যার পর নাই শোকার্ত হইয়া আকুলচিত্তে বিলাপ
 করিতে লাগিলেন। তিনি হৃৎসহ শোক সন্তপ্ত হইলেও গৃধ্ররাজ
 জটায়ুর অগ্নিসংস্কার করিলেন। অনন্তর বনে যাইতে যাইতে
 পশ্চিমধ্যে ঘোরদর্শন বিকৃতিরূপ কবন্ধকে দেখিতে পাইলেন, এবং
 মহাবাহু তাহাকে নিহত করিয়া দাহ করিলেন। সে স্বর্গে প্রস্থান
 কালে ধর্মচারিণী শবরীকে কহিল—অগ্নি ধর্মনিপুণে! তুমি
 রামচন্দ্রসমীপে গমন কর। ইতিমধ্যে শত্রুনিধনকারী মহাতেজা
 রামচন্দ্র শবরীর নিকট গমন করিতে করিতে গমনপথে তদ্বারা
 সমাক্ষি বিধানাঙ্গুসারে পূজিত হইলেন। পরে পম্পানদীতীরে

হনুমদ্বচনাক্রমে স্ত্রীবেগ সমাগমঃ ।

স্ত্রীবায় চ তৎসর্বং শংসদ্রামো মহাবলঃ ॥ ৫৯ ॥
 আদিতস্তদ্যথাবৃত্তং সীতারাস্ত বিশেষতঃ ।
 স্ত্রীবাস্তাপি তৎসর্বং শ্রুত্বা রামস্য বানরঃ ॥ ৬০ ॥
 চকার সখ্যং রামেণ প্রীতশ্চৈবাগ্নি সাক্ষিকং ।
 ততো বানররাজেনবৈরাহুকথনং প্রতি ॥ ৬১ ॥
 রামায়াবেদিতং সর্বং প্রণয়া হৃৎখিতেন চ ।
 প্রতিজ্ঞাতং চ রামেণ তদা বালিবধং প্রতি ॥ ৬২ ॥
 বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ ।
 স্ত্রীবঃ শক্তিতশ্চানীমিত্যং বীর্যেণ রাঘবে ॥ ৬৩ ॥
 স্ত্রীব প্রত্যয়ার্থস্ত হৃন্দুভেঃ কায়মুত্তমং ।
 দর্শয়ামাস স্ত্রীবো মহাপর্বতসন্নিভং ॥ ৬৪ ॥
 উৎস্ময়িত্বা মহাবাহুঃ প্রেক্ষচাস্ত্রিং মহাবলঃ ।
 গাদাস্তুঠেন চিক্রেপ সম্পূর্ণং দশবোজনং ॥ ৬৫ ॥

বানররূপী হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল ও হনুমা-
 নের বচনে স্ত্রীবেগের সহিত তাঁহার সমাগম হইল। মহাবল
 রঘুনন্দন নিজের আত্মপূর্বিক সমস্ত বিষয় স্ত্রীবকে বর্ণিলেন ;
 বিশেষতঃ সীতার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন।
 মহাকপি স্ত্রীব জীরামের বাক্য শ্রবণ করণানন্তর অগ্নিসাক্ষি
 করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা স্ত্রে বদ্ধ হইল। কপিবর
 প্রণয়বশতঃ বানররাজ বালীর বৈরীভাব সমস্ত অতি হৃৎখিতরে
 তাঁহার নিকট নিবেদন করিল, রঘুনাথও তখন তৎসমক্ষে বালি-
 বধের প্রতিজ্ঞা করিলেন। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮।
 ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪।

বানর বালির বল বিষয় সর্বদাই বলিত এবং রাঘবের
 বীর্যসম্বন্ধে সন্দেহ করিতে লাগিল। অনন্তর স্ত্রীব
 তাঁহার বলপ্রত্যয়ের জন্য মহাপর্বত সমূহ হনুভির উত্তম, দেহ
 সন্দর্শন করাইল; মহাবাহু মহাবল রাঘব উত্তিত হইয়া তাহার

বিভেদ চ পুনস্তালান্ সপ্তৈকেন মহেশুণা ।
 গিরিং রসাতলং চৈব জনয়ন্ প্রত্যয়ং তদা ॥ ৬৬ ॥
 ততঃ প্রীমতনাস্তেন বিশ্বস্তঃ স মহাকপিঃ ।
 কিকিঙ্কাং রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা ॥ ৬৭ ॥
 ততো গজর্দ্ধরিবরঃ স্ত্রীবে হেমপিঙ্গলঃ ।
 তেন নাদেন মহতা নির্জগাম হরীশ্বরঃ ॥ ৬৮ ॥
 অবমন্য তদা তারাং স্ত্রীবেণ সমাগতঃ ।
 নিজঘান চ তত্রৈব শরৈর্নৈকেন রাঘবঃ ॥ ৬৯ ॥
 ততঃ স্ত্রীব বচনাক্ত্বা বালিনমাহবে ।
 স্ত্রীবেমেব তদ্রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৭০ ॥
 স চ সর্বান্ সমানীয বানরান্ বানরর্ষভঃ ।
 দিশঃ প্রস্থাপয়ামাস দিদৃক্ষুর্জনকাত্মজাম্ ॥ ৭১ ॥
 ততো গৃধ্র স্ত্র বচনাং সম্পাতেহনুমান্ বলী ।
 শতযোজনবিস্তীর্ণং পুপ্পুবে লবণার্গবম্ ॥ ৭২ ॥

তত্র লঙ্কাং সমাসাদ্য পুরীং রাবণপালিতাম্ ।
 দদর্শ সীতাং ধ্যায়ন্তীমশোকবনিকাগতাম্ ॥ ৭৩ ॥
 নিবেদয়িত্বাভিজ্ঞানং প্রবৃতিং বিনিবেদ্য চ ।
 সমাস্বাস্ত্র চ বৈদেহীং মদরামাস তোরণম্ ॥ ৭৪ ॥
 পঞ্চসেনাগ্রগান্ হস্তা সপ্তমস্তিস্তানপি ।
 শূরমক্ষঞ্চ নিষ্পিষ্য গ্রহণে সমুপাগতম্ ॥ ৭৫ ॥
 অস্ত্রেনোন্মুক্তমাত্মানং জ্ঞাত্বাপৈতামহাদ্বরাং ।
 মর্ষয়ন্ রাক্ষসান্ বীরোমস্ত্রিগন্তান্ দৃচ্ছয়া ॥ ৭৬ ॥
 ততো দক্ষা পুরীং লঙ্কায়ুতে সীতাক্ষ মৈথিলীম্ ।
 রামায় প্রিয়মাখ্যাতুং পুনরায়ান্ মহাকপিঃ ॥ ৭৭ ॥
 সৌভাগ্যমহাত্মানং কৃত্বা রামং প্রদক্ষিণম্ ।
 শ্রবেদয়দমেয়াত্মা দৃষ্টা সীতেতি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৮ ॥
 ততঃ স্ত্রীবসহিতো গতা তীরং মহোদধেঃ ।
 সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস শরৈরাদিত্য সন্নিভৈঃ ॥ ৭৯ ॥

অস্থি দর্শন করিয়া পাঁদারুষ্ঠদ্বারা দক্ষযোজন দূরে নিক্ষেপ
 করিলেন এবং পুনর্বার বাণদ্বারা সপ্তভালভেদ করিলেন।
 বাণ সপ্তভাল ভেদ করিয়া গিরি ভেদ করতঃ রসাতলে প্রবেশ
 করিল, তখন স্ত্রীবের দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিল; অনন্তর মহাকপি
 সমাক্ষ বিশ্বস্ত হইয়া অতিপ্রীতমনে রাঘবের সহিত কিকিঙ্কায়
 গমন করিয়া গুহার প্রবেশ করিলেন। ৬৫। ৬৬। ৬৭।

অনন্তর পিঙ্গলবর্ণ মহাকপি স্ত্রীব সিংহনাদ করিলে, রূপা-
 শ্বর বালি ঐ নিনাদ আকর্ষণ করিয়া বহির্গত হইলেন এবং
 তারার বাক্য উপেক্ষা করিয়া স্ত্রীবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত
 হইলেন। রাঘব স্ত্রীবের বাক্যানুসারে এক শরে বালিকে
 বিনাশ করিয়া স্ত্রীবকে কিকিঙ্কায় রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।
 স্ত্রীব রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনকদুহিতার অন্বে-
 শণার্থ বানরবৃন্দকে চারিদিকে প্রেরণ করিলেন। মহাবলী

১১৩

হনুমান গৃধ্র সম্প্রতি বচনে শত যোজন বিস্তীর্ণ লবণ
 সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিল এবং সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইয়া রাবণ—পালিতা
 লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইল। অন্তঃপর অশোকবনোপবিষ্টা
 চিন্তাকুলা সীতাকে দর্শন করিল। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২।
 ৭৩।

হনুমান বৈদেহীকে অভিজ্ঞানসূচক নিদর্শন প্রদর্শন
 করিয়া তাঁহার অঘেষণ বার্তা বিজ্ঞাপন করিল এবং আশ্বাস
 প্রদান করিয়া তোরণদ্বার ভগ্ন করিল; গরে পাঁচটী
 প্রধান সেনাধ্যক্ষকে নিপাত ও আর সাত মস্ত্রিস্তকে নিহত
 করগানন্তর রাবণের তিন পুত্রকে বিনষ্ট করিল। পরি-
 শেষে মহাশূর অক্ষয়কুমারকে উপনীত দেখিয়া তাঁহাকে নিপে-
 যিত করিল। মহাবীর হনুমান অস্ত্রোন্মুক্ত জানিয়াও রাক্ষস
 এবং মস্ত্রিদিগকে ক্ষমা করিল; এবং মৈথিলী ব্যতীত

দর্শয়ামাস চান্নানং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ।
 সমুদ্রবচনাক্ষিব নলং সেতু মকারয়ৎ ॥ ৮০ ॥
 তেন গহ্বা পুরীং লঙ্কাং হুয়া রাবণমাহবে ।
 রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য পরাংত্রীড়ামুপাগমৎ ॥ ৮১ ॥
 তীমুবাচ ততো রামঃ পুরুষঃ জনসংসদি ।
 অমৃষমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী ॥ ৮২ ॥
 ততোহগ্নি বচনাং সীতাং জ্জাহ্বা বিগতকল্মষাম্ ।
 কৰ্ম্মণা তেন মহতা ত্রৈলোক্যং স চরাচরম্ ॥ ৮৩ ॥
 স দেবর্ষিগণং তুষ্টং রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
 বভৌরামঃ স্তুসংহৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥ ৮৪ ॥
 অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্ ।
 কৃতকৃত্যস্তদারামো বিজ্বরঃ প্রমুদোদ হ ॥ ৮৫ ॥

সমুদায় লঙ্কাপুরী দক্ষ করিয়া রামচন্দ্রকে সমস্ত বৃত্তান্ত
 অবগত করিবার নিমিত্ত শ্রীরাম সরিধান্নে প্রত্যাগমন করিল ।
 হুম্মান মহাত্মা রাঘবের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে
 প্রদক্ষিণপূর্বক সীতাদর্শন ও লঙ্কাদক্ষ বিষয় আত্মপূর্বক নিবেদন
 করিল । রামচন্দ্র স্ত্রীবেশ সহিত মহাসমুদ্রের তীরে উপনীত
 হইয়া আদিত্যাসন্নিত শরদ্বারা সমুদ্র বিক্ষোভিত করিতে লাগি-
 লেন, পরে সরিৎপতি স্বয়ং উথিত হইয়া দর্শন দিলেন । এবং
 সমুদ্রবচনে নল সেতু নির্মাণ করিল । ৭৬ । ৭৭ । ৭৮ । ৭৯ । ৮০ ।

রামচন্দ্র সেই সেতু দিয়া লঙ্কাপুরী গমন পূর্বক রণক্ষেত্রে
 রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতাকে প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু
 যার পর নাই ত্রপাসংযুক্ত হইলেন । তিনি লোকসভামধ্যে
 সীতাকে আত্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, নিষ্পাপা সাধ্বী জনক-
 হৃদিভা জলন্তপাবক মধ্যে প্রবেশ করিলেন । শ্রীরাম অগ্নির
 বাক্যমুদ্বার্যে তাঁহাকে বিগতপাপা অবগত হইলেন এবং
 সীতার সেই কর্ণে স্বর্গ মর্ত ও পাতালস্থ সকলেই তাঁহাকে
 পাপবিহীন জানিল । পরে দেবর্ষিগণ মহাত্মা শ্রীরামের প্রতি
 পরিতুষ্ট হইলে সমস্ত দেবতা কর্তৃক তিনি পূজিত হইলেন ;

দেবতাভ্যো বরং প্রাপ্য সমুখাপ্য চ বানরান্ ।
 অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামঃ পুষ্পকেন্দ্রে স্তহদ্বৃতঃ ॥ ৮৬ ॥
 ভরদ্বাজাশ্রমং গহ্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
 ভরতশাস্তিকং রামো হনুমন্তংব্যসর্জয়ৎ ॥ ৮৭ ॥
 পুনরাখ্যায়িকং জল্পন্ স্ত্রীবেশহিতস্তদা ।
 পুষ্পকং তৎসমারুহ্য নন্দিগ্রামং যযৌ তদা ॥ ৮৮ ॥
 নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃসহিতোহনঘঃ ।
 রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাণুবান্ ॥ ৮৯ ॥
 প্রহৃষ্টমুদিতোলোকস্তম্বকঃ পুষ্টঃ স্ত্রীধার্মিকঃ ।
 নিরাময়োহু রোগশ্চ দুর্ভিক্ষভয়বর্জিতঃ ॥ ৯০ ॥
 ন পুত্রমরণং কেচিদ্ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃকচিৎ ।
 নার্যশ্চা বিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ ॥ ৯১ ॥
 ন চাঘ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপ্সুমজ্জন্তি জন্তবঃ ।
 ন বাতজং ভয়ঞ্চিঞ্চিন্নাপি জ্বরকৃতং তথা ॥ ৯২ ॥

অনন্তর রমুনাথ রাক্ষসেন্দ্রে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত
 করিয়া বিগতজ্বর হইয়া কৃতকৃত্য হইলেন । ৮১ । ৮২ । ৮৩ ।
 ৮৪ । ৮৫ ।

অরিনিস্থদন রামচন্দ্র দেবতাদিগের বরপ্রাপ্ত হইয়া সমুদায় নিহত
 বানরদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া পরে স্তহদ্বগণ পরিবৃত্ত হইয়া
 পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্বক অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন ।
 সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র ভরদ্বাজাশ্রমে উপনীত হইয়া অমুজ
 ভরতের নিকট হুম্মানকে প্রেরণ করিলেন । পরে তাহার
 প্রত্যাবর্তনে রাঘব স্ত্রীবেশ সহ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া
 নন্দিগ্রামে প্রস্থান করিলেন । তথায় উপনীত হইয়া অনঘ রামচন্দ্র
 ভ্রাতৃসহ জটা পরিত্যাগ করিলেন এবং সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া
 পুনর্বার রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন । ৮৬ । ৮৭ । ৮৮ । ৮৯ ।
 ৯০ । ৯১ ।

প্রজাপুঞ্জ, মহাবিশ্ব পুষ্কর, প্রহরকচিৎ, পরিতুষ্ট এবং স্ত্রী-

নচাপি ক্ষুদ্ৰয়ং তত্র ন তক্ষরভয়ং তথা ।
 নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধনধান্যযুতানি চ ॥ ৯৩ ॥
 নিতাং প্রমুদিতাঃ সৰ্ব্বৈ যথা কৃতযুগে তথা ।
 অশ্বমেধশতৈরিক্তাবহুবস্ত্র স্ববর্ণকৈঃ ॥ ৯৪ ॥
 গবাং কোটিযুতং দত্ত্বা ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি ।
 অসংখ্যেয়ং ধনং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ ॥ ৯৫ ॥
 রাজবংশাচ্ছতগুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ ।
 চাতুৰ্বৰ্ণ্যং চ লোকেহস্মিন্ যেষ্যে ধৰ্ম্মে নিয়োজ্যতি ।
 দশবৰ্ষসহস্রাণি দশবৰ্ষশতানি চ ।
 রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি ॥ ৯৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হইয়া উঠিল। আমার রোগ ও দুর্ভিক্ষ ভয় দূরীভূত
 হইল। পুত্রের মৃত্যু আর কাহাকে দেখিতে হইল না। প্রতিব্রতা
 স্ত্রী আর বিধবা হইল না। অগ্নি হইতে কোনরূপ ভয় থাকিল
 না। জন্তু সমূহ জলে আর নিমগ্ন হইবে না, বাত হইতে আর
 কোন ভয় নাই এবং জরা আর কাহাকেও আক্রমণ করিবে
 না। নগর ও রাষ্ট্রসমূহ ধন ধান্যযুক্ত হইল; সকলেই নিত্য
 বহুবস্ত্র ও স্ববর্ণ সমাযুক্ত অশ্বমেধের যজ্ঞ সমাহিত করিবে।
 লোক সমূহ ব্রাহ্মণদিগকে কোটি কোটি ধেনু এবং অসংখ্য
 ধনদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩।
 ৯৪। ৯৫।

ব্রহ্মনাথ রাজবংশ হইতে শতগুণ রাজ্য সংস্থাপন করিলেন

ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্ ।
 যঃ পঠেদ্ভামচরিতং সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৮ ॥
 এতদাখ্যানমায়ুৰ্য্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ ।
 সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ শ্রেষ্ঠ্য স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৯৯ ॥
 পঠন্নিজ্ঞো বাগ্ধবভ্রমীয়াৎ
 ক্ষত্রস্তথাভূমিপতিত্বমীয়াৎ ।
 বণিগ্জ্ঞনঃ শস্যফলত্বমীয়া-
 জ্ঞনশ্চশূদ্রোহপি মহত্বমীয়াৎ ॥ ১০০ ॥
 ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বায়িকীরে আদিকাব্যে
 নারদবাক্যে সংক্ষিপ্তঃ প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

এবং ইহলোকে চারি বর্ণকে স্ব স্ব ধৰ্ম্মে নিয়োজিত করিলেন,
 তিনিদশসহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ব্রহ্মলোকে
 গমন করেন, যে ব্যক্তি এই বেদ সম্মিত পাপঘ্ন পরম পবিত্র
 শ্রীরামচরিত্র শ্রবণ করে সে সৰ্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া যার,
 মনুষ্য এই রামায়ণ আখ্যান পাঠ করিয়া সপুত্র পৌত্র ও সজন
 পরিবৃত্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে বাগ্ধীতা
 প্রাপ্ত হইবেন, ক্ষত্রিয় ভূমিপতিত্ব লাভ করেন, বণিক্
 শস্য ও ফলপ্রাপ্ত হয় এবং শূদ্রও মহত্ব লাভ করে। ৯৬।
 ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

ইতি বায়িকীর আদি কাব্যে রামায়ণে নারদ প্রোক্ত সংক্ষিপ্ত
 প্রথমসর্গ সমাপ্ত।

অথ রামাষ্টকপ্রারম্ভঃ ।

ভজে বিশেষসুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনম্ ।
 স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সदैব রামমদয়ম্ ॥ ১ ॥
 জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশনম্ ।
 স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজেহ রামমদয়ম্ ॥ ২ ॥
 নিজস্বরূপবোধকং কৃপাকরং ভবাপহম্ ।
 সমং শিবং নিরঞ্জনং ভজেহ রামমদয়ম্ ॥ ৩ ॥
 সপ্রপঞ্চকল্পিতং হনামরূপবাস্তবম্ ।
 নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজেহ রামমদয়ম্ ॥ ৪ ॥
 নিস্ত্রপঞ্চ নির্বিকল্প নির্মলং নিরাময়ং ।
 চিদেকরূপং সততং ভজেহ রামমদয়ম্ ॥ ৫ ॥

রামাষ্টক প্রারম্ভঃ ।

যিনি পরম সুন্দর ও সমুদায় পাপ খণ্ডন করেন, যিনি
 আপনার ভক্তজনের হৃদয় রঞ্জন করেন, আমি সেই অদ্বিতীয়
 রামচন্দ্রকে সর্বদাই বন্দনা করি। যিনি জটাসমূহে পরি-
 শোভিত হইয়াছিলেন এবং স্বাবতীর কন্ড বিনষ্ট করিয়াছেন,
 যিনি আপনার ভক্তজনের ভবভয় ভঞ্জন করিয়াছেন আমি
 সেই অদ্বয় শ্রীরামকে বন্দনা করি। যিনি সকলকে আপনার
 স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সকলেরই উপর কৃপা বিতরণ করেন, এবং
 ভববিয় অপহরণ করেন, যিনি সমদর্শী, মঙ্গলময় ও নিরঞ্জন,
 আমি সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি। ১।২।৩।

সপ্রপঞ্চ কল্পিত নামধারী, নিরাকার নিরাময় সেই অদ্বয়

ভবাক্লিপোত্তরূপকং হৃদয়েদেহকল্পিতং ।

শৃংগাকরং কৃপাকরং ভজেহ রামমদয়ম্ ॥ ৬ ॥

মহাবাক্যবোধকৈ বিরাজমানবাকৃপদৈঃ ।

পরব্রহ্মব্যাপকং ভজেহ রামমদয়ম্ ॥ ৭ ॥

শিবপ্রদং সুখপ্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহং ।

বিরাজমানদৈশিকং ভজেহ রামমদয়ম্ ॥ ৮ ॥

রামাষ্টকং পঠতি যঃ সুকরং সুপুণ্যং

ব্যাসেন ভাষিতমিদং শৃণু তে মনুষ্যঃ ।

বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলমৌখ্যমনন্তকীর্তিঃ

সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষং ॥ ৯ ॥

ইতি রামাষ্টকং সম্পূর্ণং ।

সীতানাথকে বন্দনা করে। নিস্ত্রপঞ্চ, নির্বিকল্প, নির্মল, নিরা-
 ময় চিদেকরূপী অদ্বয় রাঘবকে সতত বন্দনা করি। ভবার্ণব
 তরঙ্গরূপী সর্বশৃংগাকর, কৃপা-নিধি অদ্বয় সীতাপতিকে বন্দনা
 করি। ৪।৫।৬।

মহাবাক্যবোধক বাকৃপদ বিরাজমান পরমব্রহ্মব্যাপক অদ্বয়
 দশরথাস্বজকে বন্দনা করি। মঙ্গল ও সুখপ্রদ, ভবভ্রমাপহারী,
 বিরাজমান, অদ্বয় ঈশ্বর শ্রীরামকে বন্দনা করি। যেমনুষ্য
 সুকর ও সুপুণ্য ব্যাসোক্ত এই রামাষ্টক শ্রবণ করে, সে বিদ্যা,
 শ্রী, বিপুল সম্বাদা এবং অনন্তকীর্তি প্রাপ্ত হইয়া দেহ বিলয়
 সময়ে মোক্ষলাভ করে। ৭।৮।৯।

ইতি শ্রীরামাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

নারায়ণ স্তবঃ ।

যোগেন সিদ্ধবিবুধৈঃ পরিভাব্যমাণং
 লক্ষ্ম্যালয়ং তুলসিকুচিতভক্তভৃঙ্গম্ ।
 শ্রোতুঙ্গরক্তনখরাঙ্গুলিপত্রচিত্রং
 গঙ্গারসং হরিপদাম্বুজমাশ্রয়েহহম্ ॥ ১ ॥
 শুষ্কমণিপ্রচয়ঘটিতরাজহংস-
 সিঞ্জৎসুপূরযুতং পদপদ্মবৃত্তম্ ।
 পীতাম্বরাকলবিলোলচলংপতাকং
 স্বর্ণত্রিবল্লবলয়ঞ্চ হরেঃ স্মরামি ॥ ২ ॥
 জজ্ঞেহুপর্ণগলনীলমণিপ্রবন্ধে
 শ্রোভাস্পদারুণমণিহৃত্যতিচক্ষুর্মধো ।

যোগসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সর্বদা বাহার চিত্তা করিয়া থাকেন,
 যিনি লক্ষ্মীর আশ্রয়, বাহার ভক্তরূপ ভূঙ্গের। তুলসী দ্বারা
 ব্যাপ্ত থাকে, বাহার সাতিশয়, রক্তবর্ণ-নখযুক্ত অঙ্গুলিরূপ
 পত্রদ্বারা গঙ্গাজল চিত্রিত রহিয়াছে, ঈদৃশ হরিপাদপদ্মের
 আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । ১ ।

বিষ্ণুর যে চরণ-কমলবৃত্ত, শুষ্কিত মণিসমূহ দ্বারা ঘটিত
 ও রাজহংসের ন্যায় শকারমান শোভন নূপুরে সুসজ্জিত
 রহিয়াছে, বাহা পীত রসনের চঞ্চল অঞ্চল দ্বারা প্রচলিত
 পতাকার ন্যায় শোভা পাইতেছে, বাহাতে সুবর্ণনির্মিত
 ত্রিবল্লবলয় দীপ্তি বিস্তার করিতেছে, সেই চরণ-কমল-বৃত্ত
 স্মরণ করি । ২ । বাহা গক্ণের গলদেশস্থ নীলকান্ত মণির
 সদৃশ, বাহার মধ্যস্থলে বিনতানন্দনের অরুণবর্ণ-মণি-তুল্য
 চক্ষুদ্বয় শোভা বিস্তার করিতেছে, বাহার নিম্নে লয়মান দীপৎ

আরক্তপাদতললম্বনশোভমানে
 লোকেক্ষণোৎসবকরে চ হরেঃ স্মরামি ॥ ৩ ॥
 তে জ্ঞানুনী মখপতেভূজমূলসঙ্গ
 রঙ্গোৎসবাবৃততড়িৎসনে বিচিত্রে !
 চঞ্চৎপতত্রমুখনির্গতসামগীত-
 বিস্তারিতান্নবশসী চ হরেঃ স্মরামি ॥ ৪ ॥
 বিক্ষোঃ কটিং বিধিকৃতান্তমনোজভূমিং
 জীবাণুকোষগণসঙ্গদুকূলমধ্যাম্ ।
 নানাগুণপ্রকৃতিপীতবিচিত্রবস্ত্রাং
 ধ্যায়েন্নিবন্ধবসনাং খগপৃষ্ঠসংস্থাম্ ॥ ৫ ॥
 শাতোদরং ভগবতস্ত্রিবলিপ্রকাশম্

রক্তবর্ণ-পদতল শোভা পাইতেছে, বাহা ভক্তবৃন্দের লোচনের
 আনন্দদায়ক, হরির সেই জজ্ঞাবয় স্মরণ করি । ৩ ।

উৎসবার্থ স্বরূপে অর্পিত বিদ্যাসদৃশ পীতবসন
 পতিত হওয়াতে বাহা বিচিত্রবর্ণ হইয়াছে, চঞ্চল গক্ণমুখে
 নির্গত সামগান দ্বারা বাহার মাহাত্ম্য বিস্তার হইতেছে ।
 বিষ্ণুর সেই জ্ঞানুদয় স্মরণ করি । ৪ ।

বাহা বিধাতা যম ও কন্দর্পের আধার অর্থাৎ বাহা সৃষ্টি
 স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, ত্রিগুণা প্রকৃতি পীত ও বিচিত্র বসন-
 রূপে যেখানে অবস্থান করিতেছে, জীবগণের বীজের আঁবাধ
 সংযুক্ত হকূল যে স্থলে শোভা পাইতেছে, সেই খগপৃষ্ঠস্থিত
 বিষ্ণুর কটিদেশ চিত্তা করি । ৫ ।

আবর্তনাভিবিকসদ্বিধিজন্যপদ্যম্ ।
 নাড়ীনদীগণরসোথসিতাল্লসিকুং
 ধ্যায়ৈহুৎকোষনিলয়ং তনুলোমরেখম্ ॥ ৬ ॥
 বক্ষঃ পয়োধিতনরাকুচকুসুমেন
 হারেণ কোস্তভমণিপ্রভয়া বিভাতম্ ।
 শ্রীবৎসলক্ষ্ম হরিচন্দনজপ্রসূন-
 মালোচিতং ভগবতঃ সুভগং স্মরামি ॥ ৭ ॥
 বাহু স্বেশসদনৌ বলয়াঙ্গদাদি-
 শোভাস্পদৌ দুরিতদৈত্যবিনাশদক্ষৌ ।
 তৌ দক্ষিণৌ ভগবতশ্চ গদাসুনাভ-
 তেজোজিতৌ সুললিতৌ মনসা স্মরামি ॥ ৮ ॥
 বামৌ ভুজৌ মুররিপোধুঁতপদ্যশঙ্খৌ
 শ্যামৌ করীন্দ্রকরবন্দুগিভূষণাটৌ ।

বাহাতে ত্রিবিধি শোভা পাইতেছে, যে স্থলে আবর্ত সদৃশ
 নাভিসরোবরে ব্রহ্মার জন্মস্থানরূপ পদ্ম বিকসিত হইয়া
 আছে, যে স্থানে নাড়ীরূপ নদীগণের রস দ্বারা অঙ্গরূপ সিন্ধু
 উল্লসিত হইতেছে, বাহা ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ, বাহাতে
 স্বপ্নরোমরাজি শোভা সম্পাদন করিতেছে, ভগবানের ভাদৃশ
 ক্ষীণ উদর স্মরণ করি। ৬।

লক্ষ্মীর কুচকুসুমদ্বারা, হার দ্বারা ও কোস্তভমণির প্রভা
 দ্বারা বিরাজমান শ্রীবৎসচিহ্নিত হরিচন্দনজাত কুসুমমালা
 দ্বারা বিভূষিত পরম রমণীয় ভগবানের বক্ষঃস্থল স্মরণ করি। ৭।

যে বাহুদ্বয়, স্বেশনিলয় ও বলয় অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার
 দ্বারা শোভমান; যে বাহুদ্বয়, হৃদান্ত দৈত্যগণকে বিনাশ করি-
 রাচ্ছে; যে বাহুদ্বয়, গদা ও সুদর্শন চক্রের তেজো দ্বারা
 সকলকে অভিভবকরিতেছে; ভগবানের সেই সুললিত দক্ষিণ
 বাহুগুণ মনো দ্বারা স্মরণ করি। ৮।

মুররিপূর যে বাম ভুজদ্বয় করিকরসদৃশ শ্রানবর্ণ ও শঙ্খ-পদ্ম-
 ধারী, বাহাতে মণিভূষণ শোভা পাইতেছে, বাহার রক্তবর্ণ

রক্তাঙ্গুলিপ্রচয়চূষিতজানুমধৌ
 পদ্যলয়াশ্রিয়করৌ রুচিরৌ স্মরামি ॥ ৯ ॥
 কণ্ঠং যুগালমমলং মুখপঙ্কজম্
 লেখাত্রয়েণ বনমালিকয়া নিবীতম্ ।
 কিংবা বিমুক্তিবসমন্তকসংফলম্
 বস্ত্রং চিরং ভগবতঃ সুভগং স্মরামি ॥ ১০ ॥
 রক্তাঙ্গুজং দশনহাসবিকাশরম্যং
 রক্তাধরৌষ্ঠবরকোমলবাক্সুধাত্যম্ ।
 সন্মানসৌন্দর্যবচলেক্ষণপত্রচিত্রং
 লোকাভিরামমমলঞ্চ হরেঃ স্মরামি ॥ ১১ ॥
 শূরাঙ্গজাবসথগন্ধবিদং সূনাশং
 জপল্লবং স্থিতিলয়োদয়কর্ম্মদক্ষম্ ।
 কামোৎসবঞ্চ কমলাহৃদয়প্রকাশং
 মংচিস্তয়ামি হরিবক্তৃবিলাসদক্ষম্ ॥ ১২ ॥

অঙ্গলিমুহ জাহ্ন স্পর্শ করিয়াছে, পদ্মালয়ার প্রিয় সেই
 মনোহর করযুগল স্মরণ করি। ৯। মুখপদ্মের যুগালস্বকণ
 নির্মল-রেখাভয়যুক্ত বনমালাবিভূষিত ও মুক্তাবহার অব-
 স্থিতির মন্তরূপ রমণীর ফলের বস্ত্রস্বরূপ পরম সুন্দর ভগ-
 বানের কণ্ঠ নিরন্তর ধ্যান করি। ১০।

রক্তপদ্মসদৃশ, রক্তাধরৌষ্ঠ দ্বারা কমলীর, হাশুফালে দর্শন
 বিকাশ হওয়াতে পরম সুন্দর, বচনরূপ সুধাসম্পন্ন, মনঃ-
 প্রীতিকর, চঞ্চল-নয়নপত্রদ্বারা চিত্রিত, লোকেয় মনোরঞ্জন
 হরির বদন-কমল স্মরণ করি। ১১।

বাহা হইতে যম মদনের গন্ধও আত্মাণ করিতে হয় না।
 বাহার সন্নিধানে উত্তম নাসিকা শোভা পাইতেছে, বাহা
 হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, বাহা হইতে মদন-
 মোহোৎসব প্রকাশ হইয়া থাকে, বদর্শনে কমলার হৃদয়
 বিকসিত হয়, হরির মুখপঙ্কজ বাহা শোভমান হইতেছে, সেই
 জপল্লব স্মরণ করি। ১২।

Acc. No. 8079



